

শ্রীশ্রীশ্রী-গৌরান্দো অমৃত:

বেদান্তসূত্রম্

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রীব্যাসদেবেন
বিরচিতম্

* * *
গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীশ্রীমহলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত-

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেণ সূক্ষ্মা টীকয়া চ সমেতম্

ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকচার্য্যাবধ্যা-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ও বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুগাদানাম্

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানন্ত্ৰ

অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীকৃষ্ণ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

কৃতয়া সিদ্ধান্তকণা নাম্ন্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা

বিবিধশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতপ্রবর স্বধামপ্রাপ্ত নৃত্যগোপাল পঞ্চভীর্থ, বেদান্তরত্ন,

ভক্তিবৃষণ-কৃতেন সটীক-শ্রীগোবিন্দভাষ্যন্ত বঙ্গানুবাদেন চ সহ সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

প্রকাশিতম্ ।

ডিস্ট্রিক্ট-১০০-০০

অবতরণিকাভাগ, অবতরণিকা-ভাষ্যাবাদ, অবতরণিকাভাগের টীকা,
অবতরণিকা-ভাগের টীকাবাদের, অধিকরণ, সূত্র, সূত্রার্থ,
মূল-গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যাবাদ, মূল ভাষ্যের সূক্ষ্ম টীকা ও
টীকাবাদের এবং সম্পাদক কর্তৃক রচিত সিদ্ধান্তকথা-নামী
অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথি

গৌরাদ ৪৮২, বাংলা ১৩৭৫, ইংরাজী ১৯৬৯ সাল

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিচার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।



—দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীশ্রীসিংহদেবাবির্ভাব-তিথি

গৌরাদ ৫০৭, বাংলা ১৪০০, ইংরাজী ১৯৯৩ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিভক্তিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

২৩-এ, লেলিন স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন

(১) ২২বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২২

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা

(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

—কলিকাতাস্থ পুস্তক বিক্রেতা—

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

উৎসর্গপত্রম্,

পরমহাস্যতম-ঋতুগীত-শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-
রক্ষ-ধাম্ম-গৌড়ীয়-মঙ্গলাষ্টক-মংগলকল্পবল শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যস্বায় - নবজ্যোত্স্নাশ্রবণ - শ্রীশ্রীকৃষ্ণ - শ্রীকৃষ্ণ-
শ্রীমদাত্মজ - শ্রীশ্রীকৃষ্ণবৈষ্ণবস্বায়-পাত্মজ-
শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মশ্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণবির্ভাবশ্রী - শ্রীশ্রী-
জ্যোত্স্নাপুস্তক বিশ্ববিশ্রুতাকরমংগল-শ্রীচৈতন্যস্বায়
তৎস্বায়-শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্বায়-মঙ্গলাষ্টক ৬ প্রতিষ্ঠা-
নিত্যশ্রী-স্বায়িত্ব ৩ বিষ্ণুপাদাষ্টকশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত - সরস্বতী - গোস্বামী - প্রভুপাদানাং
ঋনোৎপাদীশ্রীশ্রীকৃষ্ণ তৎস্বায় শ্রীপাদপদ্ম-
স্বায়-স্বায়কাজ্জিলা দামাধরেন মঙ্গলাষ্টক সটীক
শ্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে
সমর্পিতমস্ত ইতি প্রার্থ্যতে।—

শ্রীগৌরবির্ভাব-বাসরে

গৌরাদ্বাদশীতৃত্তরচতুঃশতকে

শ্রীসারস্বত গোড়ীয়াসন-মিশন-

প্রতিষ্ঠানং কলি-২২ সংখ্যাস্তর্গতে

২২বি, সংখ্যাকে হাজরা বস্তুনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কঙ্করাভাস-

শ্রীভক্তিশ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তিনা।

প্রশস্তিপত্রম্,

শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ

পারশর্য্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারাবিতং
স্ত্রীশূদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্রং মুদে ।
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞানপ্রদীপপ্রভা-
লোকৈলৌকিকমতিং সমুজ্জলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ ॥

শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ

বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দরেণ
কৃষ্ণাবতার ! ভবতা কিল ভারতাখ্যা ।
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ
তং সর্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ ॥

বেদান্তসূত্র-মহিমা

বেদান্তসূত্রমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরশু সম্যক্ ।
সংস্থাপ্য সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য-
ল্লোকা হরের্ভজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ ॥

শ্রীবলদেব-বন্দনা

নমামি পাদৌ বলদেবদেব !
তব প্রপল্লোহমতীব দীনঃ ।
কৃপাকরৈর্ভেদমতিং তমো মে
নিরশু বিদ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিমে ॥

আচার্য্য শ্রীবলদেব-প্রশস্তিঃ

জয় জয় বলদেব ! শ্রীমদাচার্য্যপাদ !
ব্রজপতিরতিগৌরং সম্প্রদায়স্ত ধর্ম্মম্ ।
গুরুমবিতুমহো তে স্বপ্নদৃষ্টস্ত বিষ্ণোঃ
প্রিয়ললিতনিদেশান্ নাম গোবিন্দভাষ্যম্ ॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-মহিমা

বিক্কাষ্টৈতাক্কারপ্রলয়দিনকর ! ঐক্যতাচিন্ত্যভেদা-
ভেদাখ্যোবাদ এষোহমুজরুচিরধুনা যদ রসং বৈষ্ণবালিঃ ।
শ্রীমদ্ গৌরাক্ষদেবানুতমমুগতং প্রেমনিশ্চন্দ্রি পায়ং
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্তাদ্ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্ ॥

শ্রীমদ্ভাষ্য-প্রশস্তিঃ

শ্রীমদ্ভাষ্যানা বৃধ ! তস্ত টীকা
শ্রীমদর্থবোধায় কৃতা হুয়া বৈ ।
উচ্চিভ্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ
ভূয়স্তদীয়াজ্জি যুগং স্মরামঃ ॥

শ্রীমদ্ভাষ্য-মহিমা

সংক্ষিপ্তসারময়ভাবিতপূর্ণমূর্ত্তিঃ
শ্রীমদ্ভাষ্যেয়মনুভাষ্যমশেষটীকা ।
দীপং বিনাক্ততমসে ন যথার্থদৃষ্টি-
রেনামৃতে স্মরতি ভাষ্যমিদং তথা ন ॥

বৈষ্ণবপ্রশস্তিঃ

যন্তা বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম । যয়া রক্ষ্যতে
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো কালে মহাসঙ্কটে ।
যন্তাস্তংপরিশীলকা অপি ধনৈঃ প্রাগৈশ্চ যে সেবকা
যোগক্ষেমকরস্তনোতু ভগবাংস্তেবাং হরির্মজ্জলম্ ॥

সিদ্ধান্তকণাকুদাক্ষেপঃ

অহংপ্রতিদূর্জ্জ্বলিতপগতশ্চরুগতি-
মাদ্যং কষ্টে দুঃখম্ ।

বেদ্যং কৰুণাপ্রতিভা মচনাং
কৃতবান্ ধর্ম্মাং সুখম্ ॥

বৈষ্ণবরূপম্বা যদি মা মাদর-
প্রতিভাতিবৈষ্ণব ধর্ম্মাং ।

অথচো হরিপ্রতিভা মদৈবং
শ্চরুবলমক্ষিতপুণ্যং ॥

গোবিন্দভাষ্যপ্রতিভা হি 'সিদ্ধান্তক-
ণাক্ষেপ' যদি মদ্যুদ্বিঃ ।

বৈষ্ণবধর্ম্মাং প্রণো ধর্ম্মাং
তত্ত্ববিচারিতবুদ্ধিঃ ॥

গ্রন্থ-সম্পাদকঃ

“জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিৎতৈবাস্বীক্ষিকী শিক্ষিত।
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরনির্ঘোণে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু ক্ষুরন্থাধুরী-
ধারা কাচন নন্দমুখমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥”

(শ্রীপদ্মাবলী-ধৃত শ্রীসার্কভোমবাক্য)

“আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ববশক্তিং রসাকিং
তত্ত্বিন্নাংশাংশ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ ভাবাং।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সং ॥”

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

“বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দর্শবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য লোকতত্ত্বং, ভগবদুপাস্তিমতে ন
সিদ্ধিরস্তি ॥”

(শ্রীপরমহংসসন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনৃসিংহ-পুরাণবাক্য)

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিগ্রীকাক্ষয় জ্ঞানাজ্ঞনশাক্ষা।
চক্ষুরক্ষণীণিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রে ঠায় ওতনে।
শ্রীমতে ওক্তিমিদ্ধান্ত-পরম্পরীতিনাথিনে ॥
শ্রীবার্ষাণবীদেবীদায়িতায় কৃপাক্ষয়ে।
কৃষ্ণমক্ষয়বিজ্ঞানদায়িনে প্রণবে নমঃ ॥
দ্বাপুর্ঘ্যোদ্ধরণপ্রোচ্য-শ্রীকৃপানুগওক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোংস্ত তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীধুর্ভুগে দীনতারিণে।
কৃপানুগবিরুদ্ধাপমিদ্ধান্ত-প্রান্তহারিণে ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমত্ত্তিবিবেকভারতী-গোদায়িনে নমঃ ॥

আকারে উখিত হইয়া মানবমেধাকে গ্রাসকরতঃ নানাদিকে বিভ্রান্ত করিয়া বেদান্ত-প্রতিপাত্ত প্রকৃত সং সিদ্ধান্ত-গ্রহণে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে, রূপালু শ্রীমদ্বেদব্যাস সেই সকল বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন পূর্বক বেদ-সম্মত সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ বেদান্তের শিক্ষায় জীবকুলকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। যাহারা সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইলে আর অবৈদিক অসং-মতে আস্থা স্থাপন করেন না। এমন কি, দূর হইতে তাহা পরিবর্জন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালেও আমরা পাই,—

“নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।

রূপারিণা বিমূঢ়োতান্ গৌরশক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯১)

এই শ্লোকের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—
“বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুস্তীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্য-বাসী মনুষ্যদিগকে রূপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়া-ছিলেন।”

আরও পাই,—

“তাকিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, শ্বত্টি, পুরাণ, আগম ॥

নিজ-নিজ শাস্ত্রোদগাহে সবাই প্রচণ্ড।

সর্বমত দূষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥

সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।

প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯৪২-৪৪)

এ-স্থলেও বেদান্তসূত্রকার ভগবদবতার শ্রীমৎ কৃষ্ণদেবায়ন ব্যাসদেব বেদান্ত-সিদ্ধান্তের দ্বারা যাবতীয় কুমত নিরসনপূর্বক স্বীয় মত বা সিদ্ধান্ত, যাহা যাবতীয় শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাত্ত বিষয়, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ প্রভুপাদের প্রণীত **শ্রীগোবিন্দভাষ্য** ও তদীয় সূক্ষ্মা টীকার সহিত বেদান্তসূত্রগুলি ধীর ও স্থিরভাবে আলোচনা

করিলে তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই বেদান্তের প্রতিপাত্ত **শ্রীমহাপ্রভু** কথিত **অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে** পারদর্শী হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের রূপায় বেদ, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-নির্ণীত সিদ্ধান্তাত্মযায়ী শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিতাসেবা লাভ করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা বেদবিরুদ্ধ কতিপয় মতের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই জগতে অবস্থান করিয়া প্রাণিমাট্রই দুঃখের অহুভূতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখ লাভ হউক, ইহা কেহই চায় না; বরং দুঃখ দূর করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এই প্রেরণা হইতেই সকলের কৰ্ম ও জ্ঞান-চেষ্টা উদ্ভিত হয়। কারণ যাহাতে দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিবে, তজ্জগুই কৰ্মের আশ্রয় লইয়া থাকে, আর যাহাতে সুখলাভের আশা নাই জানিতে পারে, সেরূপ কৰ্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। এই জগুই দুঃখের পরিহার ও সুখলাভের চেষ্টা লইয়াই মানবগণের মধ্যে নানাবিধ কৰ্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টামূলে নানা-মতের বা নানাপন্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে জড় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-আশ্রয়ে যে সকল মত উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই অবৈদিক; এমন কি, বেদবিরুদ্ধ। শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে ঐ সকল মত দার্শনিকগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন মত আবার অনাদি কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে। কোন কোন মত আবার আধুনিক বলিলেও চলে। আধুনিক মতবাদ সমূহের আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র কতিপয় প্রাচীন মত, যাহা বেদান্তে ভগবদবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেব নিরস্ত করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইতেছে। অবশ্য ইহার নিরসন-প্রকারও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই পাওয়া যাইবে। সূত্রকারের সূত্রব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ প্রভু যেরূপ অকাটা যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ-সহকারে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় স্বধী-মানবগণকে প্রবৃত্ত করিবার জগুই এই ভূমিকাতে সেই সকল অবৈদিক, বেদবিরুদ্ধ, নাস্তিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। ইহার নিরসন বা খণ্ডন গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

প্রথমেই **চার্বাক** মতের কথা উল্লিখিত হইতেছে। চার্বাক—অর্থাৎ

আপাতমনোরম ; বাক—অর্থাৎ বাক্য যাহার, (পৃষোদরাদির মত উকার লোপে সিদ্ধ) সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকেই চার্কাকমত বলা যায়। ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’-গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বৃহস্পতি এই চার্কাক মতের প্রবর্তক। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের তপস্তাকালে শুক্রাচার্যের রূপ ধারণ করিয়া অশ্বরগণকে বধনা করার জন্য এই মতটি প্রচার করিয়াছিলেন। চার্কাক তাঁহার শিষ্য ; সেই মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি চার্কাক পরকাল মানে না এবং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণও স্বীকার করে না, এজন্য ঈশ্বর অস্বীকৃত স্বতরাং ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্তও স্বীকার করে না। তাহার এই মত সকলের নিকট আপাতমনোরম বলিয়া ইহা খণ্ডন করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই মতে প্রথমেই পাওয়া যায়,—

“যাবজ্জীবং সুখং জীবৈশ্বাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।

ভস্মীভূতশ্চ দেহশ্চ পুনরাগমনং কৃত ইতি ॥”

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিবে, ততদিন সুখভোগ করিবে। মৃত্যুর অগোচর কিছু নাই, অর্থাৎ সকলেরই মরণ হইবে এবং মৃত্যুর পর আর সুখ-দুঃখাদি ভোগের কোন সম্ভাবনা নাই ; দেহ একবার ভস্মীভূত হইয়া গেলে কোনরূপেই তাহার পুনরায় আগমন হইতে পারে না।

এই মতের আর একটি নাম লোকায়াত অর্থাৎ লোকে বা জনসমাজের মধ্যে যাহা আয়াত অর্থাৎ সহজেই বিস্তৃত।

এই মতে বলেন,—পৃথিব্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি ভূতই তত্ত্বস্বরূপ। যেহেতু আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সেই হেতু তাহা তত্ত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই ভূত-চতুষ্টয় হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়।

সুসায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষবিশেষের নির্ধাস হইতে ও কিঞ্চিৎ প্রভৃতি সম্মিলিত বস্ত্র-সাহায্যে মদশক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাকারে পরিণত ভূত-চতুষ্টয় হইতেই স্বভাবতঃ চৈতন্ত্যের উদয় হয়। স্বতরাং সেই সকল ভূতের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্ত্যও বিনষ্ট হয়। এই জগুই জানা যাইতেছে যে, চৈতন্ত্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহভিন্ন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। অতএব যে কোন প্রকারে জড় জগৎ ভোগ করাই উচিত। কামিনীসঙ্গ-জনিত সুখই পুরুষার্থ। যদিও যুবতীসংসর্গে দুঃখ থাকুক, তথাপি সেই দুঃখ পরিহার্য করিয়া কেবল সুখেরই ভোগ হইতে পারে ; যেমন মৎস্তের

শব্দ ও কণ্টক পরিহার করিয়া সারভাগ গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ পরিত্যাগ করিয়া ধাতু গ্রহণ করিতে হয়, অতএব দুঃখভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

এই মতে কণ্টকাদি-বেধ জন্য দুঃখই নরক, লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অতঃ কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। স্থূলদেহ-নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদ ধর্ম্মদিগের জীবিকার জন্য প্রলাপমাত্র।

ইহারা আরও বলেন,—

জগতের সমুদায় আকস্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ নাই ; যদি আকস্মিক সৃষ্টি স্বীকার না কর, তাহা হইলেও স্বভাবতঃই জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য এবং বায়ুর অসুখাশীতস্পর্শ স্বাভাবিক।

বৃহস্পতির বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—

স্বর্গও নাই, মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই, পারলৌকিক কিছুই নাই, বর্ণা-শ্রমাদি-ভেদে কোন ক্রিয়ার ফলও নাই।

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবিধ বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ, অঙ্গে ভস্মলেপন, এই সকল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকদিগের জীবিকা বিধাতা কর্তৃক নির্মিত। যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি পশুর স্বর্গ-গমন হয়, তবে পিতাকে যজ্ঞে বলি দিলে পিতারও স্বর্গগমন হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিলে যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে কোথায়ও গমন করিতে হইলে পাথরের প্রয়োজন হয় না। গৃহে অন্ন পাক করিয়া তদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিলে পথিমধ্যস্থ ব্যক্তিরও ভোজন-সিদ্ধি হইতে পারে। স্বর্গাবস্থিত পিতার উদ্দেশ্যে দান করিলে যদি পিতার তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে তোমরা প্রাসাদের উপরে পিতৃস্থান কল্পনা করিয়া দান কর না কেন? অতএব পূর্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পরলোক সকলই মিথ্যা। ইহকালে যাহা কিছু সুখভোগ করিতে পার, তাহাই কর। যাহাতে শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই ভোজন করা কর্তব্য। ঋণ করিয়াও স্তব পান করিবে। দেহ ভিন্ন আর কিছুই নাই, দেহ ভস্মীভূত হইলে আর ফিরিয়া আসিবে না। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ জীবিকার নিমিত্ত

নানাবিধ ক্রিয়া-কাণ্ড-বিধান করিয়াছেন। ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচরগণ কর্তৃকই বেদের মত কল্পিত। চার্বাক যে মত প্রচার করিয়াছেন, তত্ত্বতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আধুনিক কালেও যাহারা এইরূপ মত পোষণ করে, তাহারা যে নাস্তিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে এই মত প্রচারিত হইয়া লোককে নাস্তিক করিতেছে। পরমহুপালু শ্রীমদ্ ব্যাসদেব জীবের কল্যাণার্থ বেদান্তসূত্রে এই মত নিরাস করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রকার ভগবদবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেব বৌদ্ধমতকেও নিরাস্ত করিয়াছেন। গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভু সেই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে পূর্বোক্ত মতবাদ নিরাসন করিয়াছেন, তাহা সকল মনীষী ব্যক্তির প্রাণিধান-সহকারে আলোচনা করা কর্তব্য। আজকাল অনেক মনীষী ব্যক্তিও বৌদ্ধমতকে যুগোপযোগী বলিয়া মনে করেন এবং অনেকে আবার শ্রীশঙ্কর যে বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাকে শঙ্কর মতের অহরূপ বলিয়া স্থাপনেরও প্রয়াস করেন ও আন্তিক্যবাদে পরিণত করিবার যত্ন করেন। এ-বিষয়ে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধমত-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতেছি।

শ্রীসায়নমাধবের রচিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থেও পাওয়া যায়—বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চতুর্বিধ ভাবনা দ্বারা পরমপুরুষার্থ বর্ণন করিয়া থাকেন। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে ইহার প্রসিদ্ধ। মাধ্যমিক মতে সর্বশূন্যত্ব, যোগাচার মতে বাহ্যশূন্যত্ব, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থাত্মময়ত্ব এবং বৈভাষিক মতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত। ইহার বিশেষ বিবরণ বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে বিবৃত আছে। যদিও বুদ্ধ একাই বোধয়িতা, তাহা হইলেও বুদ্ধিতেদবশতঃ বৌদ্ধব্য—শিশ্যসম্প্রদায়-ভেদে চতুর্বিধ হইয়াছে। যেমন সূর্য্য অন্ত গিয়াছে বলিলে, জ্বর, চোঁর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অনুচান নিজ নিজ ইষ্টকার্য্য সাধনের সময় মনে করে এবং স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক হইলেও বৌদ্ধব্য-বিষয়ে চাতুর্বিধ্য জানিতে হইবে। তবে ভাবনাচতুষ্টয়ের মধ্যে উপদিষ্ট-বিষয়ে সকল পদার্থই ক্ষণিক, হুঃখময়, স্বলক্ষণাক্রান্ত এবং সকলই আংশিক ও সার্বক্ষণিক শূন্য।

সকলের পক্ষেই সংসার দুঃখকর, ইহাই সর্বসম্মত-বিচার; নতুবা সংসার নিবৃত্তির জন্ত তদ্বিষয়ে সমুৎসুকদিগের উপায়-অবলম্বনে অল্পপাতি হয়।

এই বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের বিচার অবস্থিত, যথা—রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ। যাহাদিগের দ্বারা বিষয় গ্রহণ হয়, এই জন্ত সবিষয় ইন্দ্রিয়-সমূহকেই রূপস্কন্ধ বলে, আবার আলায়বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি বিজ্ঞানস্কন্ধ, উক্ত স্কন্ধদ্বয়-জনিত স্থ-দুঃখাদি-প্রত্যয়-প্রবাহই বেদনাস্কন্ধ, আর গো প্রভৃতি শব্দোন্মেষী সবিজ্ঞান-প্রবাহই সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধ-নিবন্ধন রাগদ্বেষাদি-ক্লেশসমূহ, উপক্লেশ, মদমানাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহারাই সংস্কারস্কন্ধ।

এইহেতু সংসারই হুঃখময়, হুঃখায়তন ও হুঃখসাধন,—এই ভাবনা দ্বারা চালিত হইয়া সংসার-নিবৃত্তির উপায়-স্বরূপে তত্ত্বজ্ঞান-সাধনে যত্ন করা কর্তব্য। বুদ্ধ মূনির মতে তত্ত্ব-সকলই সংসার-দুঃখনিরোধের মার্গ। তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দ্বাদশ আয়তন-পূজাই পরম মঙ্গলকর। অত্যাচ্ছ দেবদেবীর পূজাতে কোন ফল নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশকেই দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দ্রিয়াদির সন্তোষ বিধানই মনুষ্যের কর্তব্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।

বিবেক-বিলাসেও এইরূপ বৌদ্ধমত অবধারিত আছে যে, স্তূপতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। আর বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ অনিত্য। ইহাদের মতে হুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ ইহারাই তত্ত্ব-চতুষ্টয়। সংসারিগণের হুঃখই স্কন্ধ, উহা পঞ্চবিধ, যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, শব্দাদি-পঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্ম্মায়তন ইহার দ্বাদশ আয়তন। জ্ঞানকেই সমুদয় তত্ত্ব বলা হয়। সর্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহাকেই মার্গ বলে। ঐ মার্গই মোক্ষ অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ লাভ করে। এই মতে নির্কারণই মোক্ষ।

এই মতে প্রত্যক্ষ ও অহুমানকেই প্রমাণ বলা হয়। বৈভাষিকগণ আবার চাতুঃপ্রস্থানিক অর্থাৎ চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। আর যাহারা যোগাচারে রত তাহারা আকারের সহিত বুদ্ধি স্বীকার করেন।

আর ষাঁহারা মধ্যম, তাঁহারা কেবল সচেতন স্বল্পপদার্থ মাত্র স্বীকার করেন। রাগাদি জ্ঞান-প্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, চতুর্বিধ বৌদ্ধেরাই ইহা মানেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ চন্দ্র ও কমণ্ডলুধারণ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করেন। চীর পরিধান পূর্বক পূর্বাঙ্কে ভোজন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাই,—

“বৌদ্ধাচার্য্য মহা-পণ্ডিত বিজন বনেতে।

প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি’ লাগিলা বলিতে।

যতপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে।

তথাপি বলিলা প্রভু গরু খণ্ডাইতে।

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ‘নব মতে’।

তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে।

বৌদ্ধাচার্য্য ‘নব প্রশ্ন’ সব উঠাইল।

দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল।”

(চৈ: চ: মধ্য ২।৪৭-৫০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ পাই,—

“বৌদ্ধমতে ‘হীনায়ন’ ও ‘মহায়ান’ দুই প্রকার পন্থা। সেই পন্থা-গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ঝাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ জীবন।”

গৌতম বুদ্ধের নিজ-রচিত কোন গ্রন্থ নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) সূত্রপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধর্ম্মপিটক নামে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। ঐসকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই ‘হীনয়ান’ বৌদ্ধমত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘মহাযান’ মত প্রচলিত হয়। এই মাহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াদাদের ঐক্য আছে।

এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্য্য এই যে, শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু দশাবতার-স্তোত্রে ষাঁহার বিষয় লিখিয়াছেন, তিনি ভগবদবতার বুদ্ধ। আর শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিবিশেষ। ইনি ঐতিহাসিক বুদ্ধ। সাধারণতঃ অনেকে বুদ্ধ বলিতে একজনকেই বুঝিয়া থাকেন। স্বল্প-কথায় বুঝিতে গেলেও উভয় যে একব্যক্তি নহেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেবের বিষয় পাওয়া যায়,—

“ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরক্ষিণাম্।

বুদ্ধো নাম্নাজনহৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।” (ভা: ১।৩।২৪)

এ-স্থলেই বুদ্ধের জন্মস্থান কীকট অর্থাৎ গয়াপ্রদেশের কথা পাওয়া যায়। এবং তিনি অজিন-(অজ্ঞান) হৃত। শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায়,—“বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অজ্ঞানহৃতঃ। অজিনহৃত ইতি পাঠে অজিনোহপি স এব। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে।” ইহার বিষয় বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও স্বন্দপুরাণেও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। অমরকোষে প্রথম অধ্যায়ে এবং বৌদ্ধসাহিত্য ললিত-বিস্তারাদি-গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তার-গ্রন্থেও পূর্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম বুদ্ধ তপস্তা করিয়াছিলেন, একরূপ উল্লেখ আছে।

অপর বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী, জন্মস্থান কপিলাবাস্ত্র নগর। ইনি গৌতম নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইনি পরবর্ত্তিকালে বোধিসত্তা লাভের পর বুদ্ধ-নামে পরিচিত। কোনমতেই ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত মনুজ বুদ্ধকে এক বলা চলে না। নৃসিংহ-পুরাণেও আছে,—

“কলৌ প্রাপ্তে—যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণঃ প্রভুঃ” (৩৬ অঃ ২২ শ্লোঃ) কলির পরমায়ুর বিচারেও ইহার আবির্ভাব কাল ৫০০০ বৎসরেরও পূর্বে বলিতে হইবে।

জন্মতিথি-সম্বন্ধেও পাওয়া যায়,—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

শাক্যসিংহ বুদ্ধের জন্ম ষ্টম্পূর্ব প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে। সুতরাং কোনমতেই উভয় বুদ্ধকে এক বলা যায় না। এ-বিষয়ে এ-স্থলে অধিক লেখা নিম্নয়োজন মনে করি।

এক্ষণে আর একটি পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, ভগবান্ বুদ্ধ কি প্রকারে প্রতি-বর্ণিত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিতে পারেন? তদন্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীমন্তাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকেই পাই, “স্বব্রিষাম্ সংমোহায়” অর্থাৎ দেববিদেবী অধাশ্বিক তামসিক লোকদিগের সম্মোহনের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ বুদ্ধের ঐরূপ অস্বরমোহন-লীলা। এ-বিষয়ে বর্তমান-গ্রন্থে যথাস্থানে আলোচ্য-বিষয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্তাগবতেও পাওয়া যায়,—

“নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।” (ভাঃ ১০।৪০।২২)

বৌদ্ধমতের গ্রন্থ জৈনমতের খণ্ডনও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

চার্বাক-দর্শনে ঐহিক ভোগবাদ স্থাপনের নিমিত্ত যেমন নানারূপ তর্কবিজ্ঞা বা হেতুবাদের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, জৈনদর্শনে উহার ঠিক বিপরীত শুদ্ধবৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা স্ববিরতরূপ মুক্তিবাদ-স্থাপনের নিমিত্ত নানাপ্রকার হেতুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমসাময়িক।

শ্রীসায়নমাধবকৃত ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’-গ্রন্থে আহঁত দর্শনের উপক্রমে উক্তি আছে যে, যুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদিগের মতে অসহিষ্ণু হইয়া বিবসন জৈন শিষ্যগণ আত্মার স্থায়িত্ব-স্থাপনার্থ ক্ষণিকস্থ পক্ষের খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—যদি আত্মা স্থায়ী না হন, তাহা হইলে লৌকিক ফলসাধন-সম্পাদন বিফল হয়। ইহা সম্ভব হইতে পারে না যে, এক ব্যক্তি যে কার্য্য করে, তাহা অন্য ব্যক্তি ভোগ করে। আমি যে কর্ম্ম পূর্বে করিয়াছি, এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছি। পূর্বাপর কাল-বস্তিত্বই আত্মার স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ।

যাঁহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অভিলাষী, তাঁহারা বুদ্ধমত স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের আহঁত অর্থাৎ জৈনমতের অত্বসরণ করা কর্তব্য। চন্দ্রহরি প্রভৃতি আপ্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয়ালঙ্কারে এই আহঁতমত

নিঃশব্দরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—আহঁতদেব সর্বজ্ঞ এবং তিনি রাগাদি জয় করিয়াছেন। তিনি ত্রিভুবনে পূজ্য, যথার্থ স্থিতার্থবাদী এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

অহঁৎ-প্রবচনসংগ্রহ-বিষয়ক পরমাগমসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, সম্যগ্-দর্শন, সম্যগ্-জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটিই সাক্ষাৎ মোক্ষমার্গ।

অনুরূপও আছে, যথা—জিন যে তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে যে সম্যগ্রূপ রুচি, তাহারই নাম শ্রদ্ধান। নিসর্গ এবং গুরুর অধিগম—এই দ্বিবিধ উপায়ে উহা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পরের উপদেশ-নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপকে নিসর্গ বলে এবং ব্যাখ্যানাদিরূপ পরোপ-দেশজনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। আর যে স্বভাব দ্বারা জীবাদি পদার্থ অবস্থিত, সেই স্বভাব বলে মোহ ও সংশয় রহিত হইলে যে অবগম লাভ হয়, তাহারই নাম সম্যগ্-জ্ঞান।

সংক্ষেপ-বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত্ত্ব। তন্মধ্যে বোধাত্মক জীব, আর অবোধাত্মক অজীব।

কেহ কেহ সপ্ততত্ত্ব বলিয়াছেন, যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নিজ্জর ও মোক্ষ।

জৈনেরা সর্বত্র সপ্তভঙ্গি-নয়াখ্য গ্রন্থের অবতারণা করেন। যথা ‘শ্রাদস্তি’ অর্থাৎ কোনরূপে আছে, ‘শ্রান্নাস্তি’ অর্থাৎ কোনরূপে নাই; ‘শ্রাদস্তি চ নাস্তি চ’ অর্থাৎ কোনরূপে আছে ও নাই; ‘শ্রাদস্তি চাবক্তব্যঃ’ অর্থাৎ কোনরূপে আছে, কিন্তু বলা যায় না; ‘শ্রান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ’ অর্থাৎ কোনরূপে নাই, বলাও যায় না, ‘শ্রাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যঃ’ অর্থাৎ আছে ও নাই, বলাও যায় না।—এই সাতটি সপ্তভঙ্গিনয়নামক গ্রন্থ।

জিন দেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেষ্টা—জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রই অপবর্গের প্রকাশক। শ্রাদবাদের দুইটি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সমুদায় বস্তুই নিত্যানিত্যাশ্রক। তত্ত্ব নয়টি; ইহাদের নাম—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নিজ্জর ও মুক্তি।

আত্মা অনন্ত চতুষ্ক লাভ করিয়া অষ্টবিধ কর্ম্ম ক্ষয়ের পর মুক্তি লাভ করে, জিনের মতে ইহা নির্ব্যবৃতি অর্থাৎ এইরূপ মুক্তিলাভ হইলে আর সংসারে কিরিয়া আসিতে হইবে না।

জৈন সাধুগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, মস্তক মুণ্ডিত করেন, স্তেতবস্ত্র ধারণ করেন, ক্ষমাশীল ও সর্বথা নির্লিপ্ত হন।

আর একপ্রকার জৈন সাধু আছেন, তাঁহারা মুণ্ডিত-মস্তক, পিচ্ছিকা-হস্ত, পাণিপাত্র ও দিগম্বর, ইহাদের নাম জিনধি, ইহারা দাতার গৃহেও ভোজন করেন না।

জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন—সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান, জগৎকর্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জৈনগণের মতে তীর্থঙ্করগণই সর্বজ্ঞ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া অস্বরগণকে অহং (জৈন) ধর্ম এবং পরে অশ্ব অস্বরগণকে অহিংসাপর (বৌদ্ধ) ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভগবদবতার শ্রীঋষভদেবের মতাম্বয়ী জৈন বা আহংতর্ধ্ম প্রচারিত হইয়াছে। সূতরাং ইহার প্রামাণিকত্ব আছে। তদন্তরে বলা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীঋষভদেব শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার; ইহার একশত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। এবং তৎপরবর্তী নয় জন নয়টি ভূখণ্ডের অধিপতি হন; এতদ্ব্যতীত নয় জন মহাভাগবত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি নবযোগীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীঋষভদেবের পরম-হংসলীলার ধর্ম বৃদ্ধিতে না পারিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের রাজ্য-বর্গ বেদবিরোধী জৈনমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, “যশ কিলাত্তচরিতমুপাকর্ষ্য কোঙ্ক-বেঙ্কট-কুটকানাং রাজাহর্নামোপ-শিক্ষ্য কলাবধর্ম উৎকৃষ্টমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্মপথমকুতোভয়ম-পহায় কুপথপাশওমসমঞ্জসং নিজয়নীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্তয়িষ্যতে।” (ভাঃ ৫।৬।২)

অর্থাৎ হে রাজন, ঋষভদেবের আশ্রমাতীত পারমহংস-লীলা শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক-দেশের জৈনরাজা ‘অহং’ স্বয়ং সেই সকল শিক্ষা করিলেন এবং প্রাণিগণের পূর্বসঞ্চিত পাপফলে কলিযুগে অধর্ম প্রবল হইলে সেই মন্দমতি রাজা অহং বিমূঢ় হইয়া নির্ভয়ে স্বধর্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিক্রমে বেদবিরুদ্ধ জৈনাদি পাশও-ধর্মরূপ অপমার্গের প্রবর্তন করাইবেন ইত্যাদি। বিস্তারিত জানিতে হইলে

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচ্য। ঋষভদেবের গাথা সম্পূর্ণ জানিতে হইলে ভাঃ ৫।৩-৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রকার জৈনসম্বাদীরা মায়াবাদীর মতকেও নিরস্ত করিয়াছেন। সেই মত সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“মায়াবাদী, কস্মিনিষ্ঠ, কৃতার্কিকগণ।

নিন্দক, পাষাণী, যত পড়িয়া অধম ॥

সেই সব মহাদক্ষ ধাত্রী পলাইল।

সেই বন্ধা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।২২-৩০)

এ-স্থলে আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাব্যে ‘মায়াবাদী’ শব্দে লিখিয়াছেন—“মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে ‘মায়া’ আছে—এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই মায়াবাদী।”

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিমিনোদ স্বীয় অমৃতপ্রবাহভাব্যে লিখিয়াছেন—“মায়াবাদী—প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ। সমস্ত সন্নিবয়ে যাহারা ‘মায়া’ লইয়া বাদ উঠায়। ‘ব্রহ্ম’কে ‘মায়ার অতীত’ বলিয়া ‘ঈশ্বরকে’ ‘মায়াসঙ্গী’ করে এবং ঈশ্বরের অবতার দেহগুলিকে ‘মায়ায়িক’ বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্বপ্রকার অহং-বুদ্ধি—মায়া-নির্মিত, এরূপ বলে; সূতরাং জীব মুক্ত হইলে ‘শুদ্ধ জীব’ বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়, এরূপ শিক্ষা দেয় ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীদার্কভোমকে বলিয়াছেন,—

“‘মায়াবীশ’ ‘মায়াবশ’,—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত’ অভেদ ॥

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ ‘শক্তি’ কবি’ মানেন।

হেন জীবে ‘ভেদ’ কর ঈশ্বরের সনে ॥

... ..

বেদ না মানিয়া বোদ্ধ হয় ত নাস্তিক।

বেদান্তে নাস্তিক্য-বাদ বোদ্ধকে অধিক ॥

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।

‘মায়াবাদি-ভাঙ্গ’ শুনিলে হয় সর্বনাশ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৮)

আমাদের খ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অহুভায়ে লিখিয়াছেন—“বেদাশ্রয়ী নাস্তিক্যবাদ,—কৈবলাঐতবাদ ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদিক-কৰ্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত নৈকর্য্য স্থাপন করেন। তাঁহার মতে—পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান। মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজ ভোগপর অজ্ঞানবাচ্য বৈদিক কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান-ফলে কৰ্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া মনে করেন এবং নৈকর্য্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে পরলোকে নির্বীৰ্য্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ নির্বিশেষ কেবল চিন্মাত্র বিরাজমান। অজ্ঞান-স্থিত মুমুক্ জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে ‘খণ্ডজ্ঞান’ বা ‘অজ্ঞানের প্রতিকলন’-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সন্ধি-বৃত্তির অহুশীলনকে নিজ অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে নিবৃত্ত হন ; স্ততরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অহুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞান-বাদীর অধিগম্য বিষয় নহে ; যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম—জড়ময় অর্থাৎ ‘জ্ঞান’, ‘জ্ঞেয়’, ‘জ্ঞাতা’,—এই অবস্থাত্তরহিত এবং তাঁহার জড়াভিমানগ্রস্ত বিচার-নিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দ চিন্ময় ‘জ্ঞান’, ‘জ্ঞেয়’ ও ‘জ্ঞাতৃ’-ধর্ম্ম-বিশিষ্টও নহে ; বস্তুতঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার উক্তিবিশেষ-মাত্র। এ-জগৎ মায়াবাদীর প্রকৃতবস্ত-জ্ঞানে অনন্তিস্ববুদ্ধি।”

খ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “অমৃতপ্রবাহভাঙ্গে” পাই,—“ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, স্ততরাং মায়াবাদীর ভাঙ্গ শুনিলে জীবের সর্বনাশ হয় ; কেননা, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাস্ত্বরূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বারা শুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃত-প্রজ্ঞাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না।”

খ্রীশ্রীল ঠাকুর-প্রবর্তিত মতবাদই কেবলাঐতবাদ, বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ ও নির্বিশেষবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত।

মায়াবাদিগণের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। আর নিগূর্ণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন,—দুই গাছি সূতা জড়াইয়া যেমন দড়ি পাকান হয়, সেইরূপ মায়ার ও ব্রহ্ম এই দুইটি দুই গাছি সূতার স্তায় জড়িত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ মায়ার বিজড়িত ব্রহ্মই জগতের কারণ।

ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বা মায়াবাদ-ভাষ্যকেই অধিকাংশ ব্যক্তি গতানুগতিক ধারণার বশবর্তী হইয়া বেদান্তমত বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু খ্রীশ্রীল ঠাকুরের মায়াবাদভাষ্যে কিছু স্বকপোলকল্পিত মৌলিকতা থাকিলেও উহা বস্তুতঃ শ্রোতাসিদ্ধান্ত নহে। খ্রীশ্রীল ঠাকুর বৌদ্ধমতকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাঙ্গ রচনা করিয়াছেন। এই সকল কথা শ্রীমহাপ্রভু ও তদীয় পার্শ্বদ্বন্দ্ব তারস্বরে প্রচার করিয়াছেন। তদ্বাহুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় খ্রীপ্রকাশানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম-উদ্ধার-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সবিশেষ জানিতে পারিবেন। খ্রীল জীবগোষ্ঠামিপাদের রচিত ‘সর্বসংবাদিনী’ ও ‘ষট্‌সন্দর্ভ’ আলোচনা দ্বারাও এ-বিষয় জানিতে পারা যায়। এমন কি, আধুনিক অনেক গবেষকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, খ্রীশ্রীল ঠাকুরের মায়াবাদ-ভাঙ্গ কষ্টকল্পনা করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রুতিবিরোধও প্রকাশ পাইয়াছে।

কেবল শ্রীমহাপ্রভু, খ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ মায়াবাদকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ’ বলেন নাই, এমন কি, বেদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক নহেন, তিনিও তাঁহার ভাষ্যে শঙ্করমতকে একাধিক বার “প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মহাযানিক বৌদ্ধবাদ” বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যের একস্থানে লিখিয়াছেন,—“তথ্যচ বাক্যং পরিণামস্ত শ্রাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহা-যানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং বর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।

যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেহপি অনেন স্তায়েন সূত্রকার্যেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যঃ।”

শুধু ভাস্করাচার্য্য নহেন, ভিন্নমতাবলম্বী বেদান্ত ও সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞান-

ভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বাক্য সমূহ উদ্ধার করিয়া শঙ্কর মতবাদকে “প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ” বলিয়াছেন—

“মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
মঠৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
অপার্থং প্রতিবাক্যানাং দর্শয়ন্তৌকগহিতম্।
কল্পস্বরূপতাজাতমত্র চ প্রতিপাততে ॥
সর্বকল্পপরিভ্রংশশ্রৈকসংগং তত্র চোচ্যতে।
পরাস্বজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাততে ॥
ব্রহ্মণোহস্ত পরং রূপং নিগুণং দর্শিতং ময়া।
সর্বস্ত জগতোহপ্যস্ত নাশনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদার্থব্রহ্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
মঠৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাং ॥”

অতঃপর বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রকার যে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ‘সাংখ্য-দর্শন’ ষড়্‌দর্শনের অন্যতম। ইহার প্রণেতা—শ্রীকপিল ঋষি। ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে। ইহাও সূত্রাকারে গুহিত। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪টি সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭টি সূত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে ৮২টি সূত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩১টি সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়ে ১২২টি সূত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭০টি সূত্র আছে।

প্রথম সূত্রেই পাই,—

‘অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ’ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের আতাত্মিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হইলে আর কোন কালে কোন প্রকার দুঃখে অভিভূত হইতে হইবে না, তাহাই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি। তাহার পরবর্তী সূত্রে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট-উপায় দ্বারা এই পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

এ-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের স্তায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখও একটি প্রধান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই দুঃখ আধ্যাত্মিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ। তৎজ্ঞান-লাভের দ্বারাই এই দুঃখ নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহাদের মতে মোট তত্ত্ব ২৫টি; তন্মধ্যে প্রকৃতি,

মহত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত—এই ২৪টি এবং অজ্ঞাটি পুরুষ, ইহা মিলিয়া ২৫টি তত্ত্ব। পুরুষ এক হইলেও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতিস্থ পুরুষ অসংখ্য।

প্রকৃতি-পুরুষের অবिवেকবশতঃ অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নির্লেপ ও অকর্তা এইরূপ জ্ঞানের অহুদয় পর্য্যন্ত জীবকে ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পুনরায় যখন প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতিই—কর্তা, পুরুষ—সাক্ষিমাাত্র নিষ্ক্রিয়; পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যাসমাাত্র, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন অনাদি অবিচার নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির অধিকার ত্যাগ হয়। তখনই জীবের ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। ইহাকেই আনন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বলা হয়।

ইহাদের মতে জড়া প্রকৃতি চেতন-পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্ত এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য-সাধনের নিমিত্ত পরস্পরের মিলন হয়। অন্ধের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া পদ্মর অন্ধকে চালনা করার স্তায় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য্য হইয়া থাকে। এ-স্থলে প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন, আর পুরুষ ক্রিয়াশক্তিহীন। পুরুষ যখন বৃত্তিতে পারে যে, প্রকৃতি তাহাকে বশীভূত করিতে চাহে, তখন অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান হইলেই প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া সরিয়া পড়ে, পুরুষ তখনই মুক্ত হয়।

এই সাংখ্যমতে বলা হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। তাহাদের যুক্তি এই যে, ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টির বাসনা থাকিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বর বলা চলে না। সুতরাং তাহাদের মতে কোন ঈশ্বর নাই বা থাকিতে পারে না। ইহারা বলেন,—বেদে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, উহা মুক্ত আত্মা-বিশেষের প্রশংসামাত্র। ইহারা ঈশ্বর মানেন না কিন্তু বেদ মানেন। সেজন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন।

এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্য্য যে, এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ ঋষি বিশেষ। আর শ্রীমদ্ভাগবতে যে ষড়্‌-বিংশতিতত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহার প্রবর্তক

ভগবদবতার দেবহুতিনন্দন শ্রীকপিলদেব। এই ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব সত্যযুগে আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ও আশুরি নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যাতন্ত্র উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নাস্তিকাবাদ-প্রচারক অগ্নিবংশজ কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। ইনিই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন। বর্তমান কালে ইহার রচিত সাংখ্যদর্শনই ষড়্‌দর্শনের অন্যতম-রূপে পরিচিত হইয়াছে। এই মতের খণ্ডন বেদান্ত সূত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইহা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত পাতঞ্জলদর্শনকেও ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবাসদেব এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা দ্রষ্টব্য। ইহাও সূত্রাকারে নিবদ্ধ। ইহা চারিটি পাদ-সম্বিত। প্রথমে সমাধিপাদে ৫১টি সূত্র আছে, দ্বিতীয় সাধনপাদে ৫৫টি সূত্র, তৃতীয় বিভূতিপাদে ৫৬টি সূত্র, চতুর্থ কৈবল্যপাদে ৩৩টি সূত্র বর্তমান।

প্রথম পাদে যোগের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, লক্ষণ, উপায় ও প্রকার ভেদ; দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্মফল, কর্মফলের দুঃখত্ব, হেয়ত্ব, হেয়ত্ব-হেতু, হান ও হানোপায়; তৃতীয়পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অগ্নিমাди ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থপাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা পাওয়া যায়।

প্রথমেই পাওয়া যায়—‘অথ যোগানুশাসনম্।’ সূত্রবাং এটি যে ‘যোগ-শাস্ত্র’, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় সূত্রেও পাই—‘যোগশ্চিন্তবৃত্তি-নিরোধঃ।’

এই মতে পাওয়া যায়—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকাত্ম্যাস দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্যের পরতা ঘটিলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্মে; তাহা হইলে দুঃখের পরিহার ও স্থখপ্রাপ্তি ঘটে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটিকে যম বলে; নিয়ম বলিতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর পূজাদানকে বুঝায়। যোগাভ্যাসকালে যে আসনাদি রচনা পূর্ব্বক অঙ্গসংস্থান হয়, তাহাকে আসন বলে; রেচক, পূরক ও কুস্তকরূপ বায়ু-সংযমকে প্রাণায়াম বলে; বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিয়োজনরূপ কার্য্যের নাম ‘প্রত্যাহার’; চিন্তের

স্বীকরণের নাম ‘ধারণা’, যাহাতে ধোয়-বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা হয় তাহাকে ধ্যান বলে আর যাহাতে ধোয়-বিষয়াস্তরেরও ক্ষুণ্ণি থাকে, সেরূপ চিন্তের দ্বারা যে সমাধি, তাহাকে ‘সম্প্রজ্ঞাত সমাধি’ বলে; পঞ্চবিধ চিন্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাকে ‘অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি’ বলে।

যোগাভ্যাস-ফলে সাধকের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে।

এই যোগদর্শনে কপিলের সমুদয় তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতিই—মূলকর্ত্রী, আর সাংখ্যের মুক্তিই পতঞ্জলিরও অভিপ্রেত।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পতঞ্জলির মত—ঈশ্বর ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত বা অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ (জীববিশেষ)।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে সূত্র এই,—“ক্লেশকর্মবিপাকশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।”

এই মতের সমাধিকে আবার সর্বজ্ঞ ও নির্বীজ ভেদে দুইপ্রকার বলা হয়। সর্বজ্ঞ সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত, আর নির্বীজ সমাধি—অসম্প্রজ্ঞাত। পুরুষ ধর্ম্মমেঘ নামক অপূর্ব্ব সমাধিমগ্ন হইলে তাঁহার প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক গুণ-নিচয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়। তখন আর তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে প্রলোভিত হন না।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসম্বন্ধই কৈবল্য। তাহাই পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ। প্রকৃতিতে পুরুষের বিবেকপ্রসূত ওদাসীগ্ন বশতঃ সেই পুরুষের পুরুষার্থ ত্যাগ হইলে সেই প্রকৃতির সর্বপরিণামের পরিসমাপ্তি হয়। পুরুষের সঙ্গে তাহার যে অযোগ সংঘটিত হয়, তাহাকেই কৈবল্য বলা হয়।

পতঞ্জলি ঋষির মতে রাজযোগই প্রশস্ত। রাজযোগের চরম লক্ষ্য কৈবল্য। বুদ্ধিসত্তার সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল চিত্তি-শক্তিরূপে অবস্থানকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ত্রায় ইহারাও কৈবল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বলিয়া বিচার করেন। সাংখ্য-মতের সহিত মূলতঃ ইহাদের মিল থাকায় সাংখ্যমত নিরস্তু হইলেই ইহারাও নিরস্তু।

অক্ষপাদ গৌতমের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'ত্ৰায়দর্শন'। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীমদ্বাসদেব বেদান্তে এই মতও নিরসন করিয়াছেন, সুতরাং এই মত-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে।

শ্রীসায়নমাতব্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বলিয়াছেন যে, এই মতে ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে হুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। ইহা সমানতন্ত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূত্রকারও ইহা বলিয়াছেন—

“প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।”

অর্থাৎ ষোড়শবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি ঘটে। সেই ষোড়শ পদার্থ এই,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ইহা ত্ৰায়শাস্ত্রের আদিম সূত্র। ত্ৰায়শাস্ত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আক্ষিক আছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে গৌতমঋষি প্রমাণাদি—পদার্থ নয়টির লক্ষণ নিরূপণ করতঃ দ্বিতীয়ে বাদাদি সপ্তপদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথমে সংশয় পরীক্ষা এবং প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অপ্ৰামাণ্যশঙ্কানিরাকরণ, দ্বিতীয়ে অর্থাপত্তাদির অহুমানো অন্তর্ভাব-নিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয়ার্থের পরীক্ষা, আর দ্বিতীয় আক্ষিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে প্রবৃত্তি-দোষ, প্রেত্যভাব-ফল, হুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় আক্ষিকে দোষনিমিত্তকত্ব-নিরূপণ ও অবয়বাদি-নিরূপণ। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে জাতিভেদ-নিরূপণ ও দ্বিতীয় আক্ষিকে নিগ্রহস্থানভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

মেয়সিদ্ধি মানের (প্রমাণের) অধীন, এই ত্ৰায়াসূত্রে প্রথমে প্রমাণের উদ্দেশ্য হওয়ার, তদনুসারে লক্ষণ কথনীয় হয়, এইজন্য প্রমাণের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সাধনাসূত্রের ব্যতিরিক্ত হইলেই প্রমাণ প্রমেয়-ব্যাপ্ত হয়। এই প্রকারে প্রতি ত্রেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্বরের প্রামাণ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। সূত্রকারও বলিয়াছেন—শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ-প্রামাণ্যের ত্ৰায় আপ্ত প্রামাণ্য হইতেই তৎ প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ত্ৰায়পারাবারদর্শী বিশ্ববিখ্যাতকীর্তি উদয়ন আচার্য্যও 'বৃহৎসংলিখিত' চতুর্থস্তবকে বলিয়াছেন,—

“মিতিঃ সম্যকপরিচ্ছিত্তিস্তত্ত্বতা চ প্রমাতৃতা।

তদযোগ্যব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে ইতি।”

অর্থাৎ মিতিশব্দে 'সম্যকরূপ পরিচ্ছেদ' (নিশ্চয়) প্রমাতৃতা-শব্দে 'তত্ত্বতা' অর্থাৎ প্রমা-বিশিষ্টতা এবং প্রামাণ্যশব্দে 'তদযোগ্যব্যবচ্ছেদ' ইহাই গৌতমের মত।

এইমতে প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, হুঃখ ও অপবর্গ।

সাধারণ ধর্ম, অসাধারণ ধর্ম ও বিপ্রতিপত্তি-বশতঃ ত্রিবিধ সংশয়। দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ।

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-ভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ।

সর্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম-ভেদে সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম—এই পাঁচ প্রকার অবয়ব।

ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রকাস্রয়, অনবস্থা, প্রতিবন্ধিকল্পনা, লাঘব, কল্পনা গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য-ভেদে তর্ক একাদশ প্রকার।

সাক্ষাৎকৃত, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দভেদে চারিপ্রকার নির্ণয়।

যাহাতে তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ ফল আছে, সেই কথাবিশেষের নাম বাদ।

উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ। দুইটি বিজিগীষুর স্ব-স্ব-নির্দিষ্ট স্বাধনবতী কথার নাম জল্প।

স্বপক্ষস্থাপনহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা। বাদী-প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের নাম কথা।

যাহা অসাধক অথচ হেতুস্বৈ অভিযত, তাহাই হেত্বাভাস (হুঃখহেতু) উহা পাঁচ প্রকার, যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ (সংপ্রতিপক্ষিত), সম-সাধ্য (অসিদ্ধ) ও সমাতীতকাল (বাধিত)।

অভিধান-তাৎপর্য্য, উপচারব্যত্যয় ও বৃত্তিভেদে ছল তিন প্রকার।

সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, বর্ণ্য, অবর্ণ্য, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি, অপ্ৰাপ্তি, প্রসঙ্গ, প্রতিদৃষ্টান্ত, অহুংপত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বাধিপত্তি, বিশেষোপপত্তি, উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, নিত্য, নিত্যকার্য্য, সম-ভেদে এই সকল—স্বব্যঘাতক উত্তরের নাম জাতি।

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞাস্তব, প্রতিজ্ঞাবিরোধ,

প্রতিজ্ঞাসংগ্রাস, হেতুস্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূনাধিক, পুনরুক্ত, অন্তর্ভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতাহুজা, পর্যাহুজা, উপেক্ষণ, নিরহুজা, অন্তর্যোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাতাস।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থদর্শন-প্রণেতা গৌতমের মতে পূর্বোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা-দ্বয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের পর বাসনার (সংস্কারের) সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে তৎপূর্ব-পূর্বগুলিও ক্রমে নাশ হয়। সর্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের মতে উনিশ প্রকার দুঃখস্থান। এতদ্ব্যতীত স্ত্রুথও দুঃখের পরিণাম বলিয়া উহাও দুঃখের সমান। আর দুঃখ নিজস্বরূপে তো আছেই। অতএব এই একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই মুক্তি।

গ্রন্থের মতে আত্মা সর্বব্যাপী, ইহার স্বাধীন কোন গুণ নাই তবে মনের সহিত সম্মিলনে মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, ঘেব, স্ত্রুথ-দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উপন্ন হইয়া থাকে।

এই মতে জগৎকর্ত্ত্বরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত। ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির উপকরণ—পরমাণু সমূহই; এই পরমাণুবাদ বেদান্তে যথাস্থানে নিরাকৃত হইয়াছে। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত।

গ্রন্থশাস্ত্রের আর একটি নাম আত্মিকী বিজ্ঞা। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বিজ্ঞাকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপও বলা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্কর-মত খণ্ডনের নিমিত্ত শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে বহু গ্রন্থ-গ্রন্থ প্রচারিত আছে। গোবিন্দভাষ্য প্রণেতা শ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞাত্বষণ প্রভুও মাধবগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থ ব্যতীত নব্যগ্রন্থও প্রবর্তিত হইয়া বিভিন্ন নৈয়ায়িকের দ্বারা ক্রমেক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সার্ক-ভৌম ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণিকে অনেকে নব্যগ্রন্থের প্রথম প্রবর্তক বলেন। অবশ্য শ্রীসার্কভৌম প্রাচীন ও নব্য উভয় গ্রন্থশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন।

পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া ইনিই বলিয়াছিলেন—

“সার্কভৌম কহে, আমি তর্কিক কুবুদ্ধি।

তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।

কাকেরে গরুড় করে,—এছে কোন্ হয় ॥

তর্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।

সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ ॥

কাঁই বহিস্থুখ তর্কিক-শিশুগণ-সঙ্গে।

কাঁই এই সঙ্গস্থধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪)

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও এই সার্কভৌমেরই ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ যে বলেন—সার্কভৌমের চতুর্পাঠীতে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, এই কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক।

এক্ষেণে বৈশেষিক দর্শনের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা উলূকের পুত্র উলূক্য বা কণাদ ঋষি। ইনি তুলুকণা ভক্ষণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম কণাদ হইয়াছে। ইহার প্রণীত দর্শনের অপর নাম ঔলূক্যদর্শন। কণাদ-প্রণীত দর্শনশাস্ত্রখানি দশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহিক আছে।

‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-গ্রন্থে পাওয়া যায়,—আহিকদ্বয় যুক্ত প্রথম অধ্যায়ে সমবেত অশেষ পদার্থের কথন, ইহার মধ্যে প্রথম আহিকে জাতি-নিরূপণ এবং দ্বিতীয় আহিকে জাতি ও বিশেষ উভয়ের নিরূপণ আছে। আহিকদ্বয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রব্য-নিরূপণ, তন্মধ্যে প্রথম আহিকে ভূত-বিশেষলক্ষণ এবং দ্বিতীয় আহিকে দিক্‌কাল প্রতিপাদন করিয়াছেন। আহিকদ্বয়যুক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণ-লক্ষণ, তন্মধ্যে আবার প্রথম আহিকে আত্মার ও দ্বিতীয় আহিকে অন্তঃকরণের লক্ষণ নিরূপিত। আহিকদ্বয়যুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তত্পযোগী বিবেচন, তাহার মধ্যে প্রথম আহিকে তত্পযোগী বিবেচন ও দ্বিতীয় আহিকে শরীর বিবেচন করিয়াছেন। আহিকদ্বয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কণ্ঠ প্রতিপাদন, তন্মধ্যে

আবার প্রথম আহিকে শরীর-সম্বন্ধিকর্ম-চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মনঃসম্বন্ধিকর্ম-চিন্তন আছে। আহিকদ্বয়-সংযুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রৌতধর্ম-নিরূপণ, তাহার মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতিগ্রহ-ধর্মবিবেক আর দ্বিতীয়ে চারি আশ্রমোচিত ধর্মনিরূপণ। সপ্তম অধ্যায়ে গুণসমবায় প্রতিপাদন তাহার মধ্যে প্রথম আহিকে বুদ্ধিনিরূপক গুণ-প্রতিপাদন, আর দ্বিতীয় আহিকে বুদ্ধিসাপেক্ষ গুণ-প্রতিপাদন ও সমবায় প্রতিপাদন। অষ্টম-অধ্যায়ে নির্বিকল্প, সবিকল্প-ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন। নবম-অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন আর দশম-অধ্যায়ে অনুমানভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ প্রকারে এই শাস্ত্রের প্রবর্তনা করা হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টিই ভাব পদার্থ। আর অভাব পদার্থ তদভিন্ন; কণাদের মতে অভাব চারি প্রকার যথা—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস-অভাব, (৩) অতোহন্ত-অভাব, (৪) অত্যন্ত-অভাব।

এইমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কিঞ্চিৎ বেদপ্রামাণ্যও স্বীকৃত। আত্মা বিভূ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক, আর বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, ক্রোধ, যত্ন, ধর্মধর্মরূপ অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্য-সংস্কার,—এই নববিধ গুণের আশ্রয়। ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা পূর্বোক্ত আত্মার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। পরে উপাসনার দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটিলে প্রাগভাবের সহিত সমস্ত বৃত্তির ধ্বংস হয়। ঐরূপ বৃত্তিনাশই আত্যন্তিক হৃৎ-নিবৃত্তি বা মুক্তি।

বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্বে বহুত্ব মানে। ইহাদের মতে অদৃষ্ট কৃতকর্মের সঞ্চিত শক্তি। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-বিষয়ে কোন আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। তবে বেদকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় ইঙ্গিতে কিছু পাওয়া যায়।

কণাদের বৈশেষিক মত ও গোতমের জ্ঞানের মতকে আরম্ভবাদ বা পরমাণু-ধারণবাদও বলা হয়। বেদান্তসূত্রে সূত্রকার শ্রীমদ্ বেদব্যাস এই মতকে যে নিরসন করিয়াছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে আমরা সংক্ষেপে পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন কিঞ্চিৎ

আলোচনা করিতেছি। এই দর্শনখানি জৈমিনি ঋষি কর্তৃক প্রণীত। এই ক্ষুদ্র ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলে।

এই পূর্বমীমাংসা-গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়-সংবলিত, তন্মধ্যে প্রতি অধ্যায়ে আবার কয়েকটি কবিতা পাদ আছে। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-কার শ্রীসায়ন মাধবের মতে পূর্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্মৃতি নামধেয়ার্থক শব্দবাণির প্রামাণ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগভেদরূপ অর্থ।

তৃতীয় অধ্যায়ে ঋতিলিঙ্গবাক্যাদি-বিরোধ প্রতিপত্তি, কর্ম অনারম্ভ্য—অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযোজ্যাদি যাগাত্মক চিন্তন।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান প্রযোজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহুপর্ণাদি ফল, রাজহুয়গত জঘন্তাঙ্গ অক্ষদ্যুতাদি চিন্তা।

পঞ্চম অধ্যায়ে ঋত্যাদিজন্ম, তদ্বিশেষবৃদ্ধি, অবদ্বন্দ্ব, প্রাবল্য ও দৌর্বল্য-চিন্তা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারী, তাহার ধর্ম, দ্রব্যপ্রতিনিধার্থ লোপের প্রায়শ্চিত্ত ও সত্ত্বদেয় বহিবিচার।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষবচনাতিদেশের মধ্যে নামলিঙ্গাতিদেশ-বিচার।

অষ্টম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গাদি, দেশোপবাদ বিচার।

নবম অধ্যায়ে উহ বিচারের আরম্ভ, সামোহ, মন্তোহ ও তৎপ্রসঙ্গাগত বিচার।

দশম অধ্যায়ে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধধারণ ও কার্যের একত্ব গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞর্থ বিচার।

একাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বোপোদ্ঘাত, তত্ত্বাবাপ, তত্ত্বপ্রপঞ্চন ও আবাপ প্রপঞ্চন চিন্তন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বের নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে ‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যাদি বাক্য প্রথম সূত্রে বিগ্রাস পূর্বক পূর্বমীমাংসার আরম্ভের উপপাদনপূর্বক প্রথম অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

পরীক্ষকেরা অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি।

আচার্য্যও এ-স্থলে পাঁচটি বিচারাবয়বের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। তাহা মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মীমাংসা-শব্দের অর্থ—বিচার বা সিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থে বেদের পূর্বভাগা-বস্থিত যাগ-যজ্ঞের আলোচনারূপ ধর্ম আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পূর্বমীমাংসা বলে, আর বেদের উত্তরভাগস্থ বিচার বা সিদ্ধান্ত বেদান্ত-সূত্রে দেখা যায়, সেই জন্ত বেদান্তকে উত্তরমীমাংসা বলা হয়।

পূর্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি ঋষির মতে ঈশ্বরার্চনারূপ বৈদিক কর্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট দ্বারা দুঃখদুঃখের ক্ষয় হইয়া স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও সুখলাভ হইয়া থাকে। জৈমিনির মতে—বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকারেব অভাব। জগৎ অনাদি স্তবরাং সৃষ্টিকর্তার অপেক্ষা নাই। কর্ম নিজফল নিজেই প্রদান করে। স্তবরাং কর্মফল-দাতারূপে ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

এই মতে আত্মা বহু এবং তাহা অমৃত ও অমর। স্বীয় কর্মানুসারে দেহ-প্রাপ্তি ও স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কর্ম আচরণের পর কর্ম ‘অপূর্ব’-সংজ্ঞা লাভ করে। সেই ‘অপূর্ব’ যথাকালে কর্মানুষ্ঠান-কারীকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই মতে—যজ্ঞাদি কর্মই পুরুষার্থ-লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বর্গলাভই ইহাদের মতে পরম পুরুষার্থ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কৃত হইয়া থাকে। দেবতা মন্ত্রাত্মক। ঐ মন্ত্র যজ্ঞকর্মের অঙ্গবিশেষ। দ্রব্যাদি যেমন যজ্ঞের ফলোৎপত্তি-বিষয়ে কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্মের অঙ্গ। মূলতঃ এই দর্শনখানিও নিরীশ্বর। ইহাদের পুরুষার্থ-বিচার স্বর্গ পর্যন্ত। মন্ত্রাত্মক দেবতাও কর্মের অঙ্গ। কর্মও দ্রব্যময়। সেই যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গলাভ, তাহাও চিরস্থায়ী নহে।

শ্রীমদ্ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণদৈবায়ন বেদব্যাস জগদাকরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল নিরীশ্বর মতসমূহ নিরাকরণ পূর্বক বেদান্তের মত স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের আবির্ভাবের কারণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ প্রভুবর স্বীয় ভাষ্যের অবতরণিকা রচনা করিয়াছেন এবং সেই অবতরণিকাভাষ্যের স্বীয় টীকার মধ্যে তিনি এই সকল মতবাদ নিরসনের কথা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই

গ্রন্থের পূর্ব অধ্যায়ে অর্থাৎ বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমই উল্লিখিত আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। মঙ্গলাচরণের পরই ব্রহ্মসূত্রবিভাব-প্রসঙ্গে অবতরণিকা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সংসারে দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্তই সকল লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু দুঃখহানি এবং সুখলাভ আবার কোন উপায় ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই উপায়-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঋষিগণ নিজ নিজ দর্শন-গ্রন্থে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্কাক, বৌদ্ধ, জৈন বা আহর্তদর্শনে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, কপিলাদি ঋষিগণ উহা অসঙ্গতজ্ঞানে খণ্ডন করতঃ স্ব-স্ব-বুদ্ধি-অনুসারে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বিচারস্থলে দেখা যায় যে, ঐ সকল উপায়ের দ্বারাও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা বাস্তব সুখলাভ হইতে পারে না। যেহেতু উহাদের প্রদর্শিত মুক্তি বা মুক্তিলাভের উপায় যথাযথ নহে। ইহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—সর্বদর্শনশিরো-মণিস্বরূপ বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শনের আবির্ভাবে। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা।

পরমেশ্বর-সম্বন্ধরহিত হইয়াই পূর্বোক্ত ঋষিগণ স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনার দ্বারা মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহা দ্বারা জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স লাভের কোন সম্ভান পাওয়া যায় না। সেই জন্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব হৃদসম্বন্ধভাবে যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাই বেদের সত্য অপ্রান্ত সত্য। ইহা সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সকলের নিকট সমাদৃত। বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ সংবলিত এই গ্রন্থকে বেদান্ত-দর্শন বা উত্তরমীমাংসাও বলা হয়। এই গ্রন্থে মূলতঃ ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। অত্যাগত দর্শনের সত্য এই দর্শনখানিও সূত্রাকারে গুপ্তিত। সেইজন্ত সূত্র সকলের তাৎপর্য-অববোধের জন্ত ভাষ্যের প্রয়োজন। এ-যাবৎ অনেকগুলি ভাষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিখার্ক প্রভৃতি সাক্ষত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ভাষ্যগুলিই বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ ও আদৃত। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকার

শ্রীবাসদেব ভক্তি-সমাধিযোগে-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ-স্বভাৱ্য শ্রীমদ্ভাগবত
জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতাবী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব
সেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।
তদনুগ গোস্বামিবন্দ, এমন কি, স্বয়ং শ্রীবাসদেবও বিভিন্ন স্থানে
শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

পরবর্তিকালে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ বন্দেব বিদ্যাবূষণ প্রভু
জয়পুরের বিচার সভায় 'গোবিন্দভাষ্য' নামে একখানি গোড়ীয় ভাষ্য
উপস্থাপিত করিয়া বিরুদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করতঃ গোড়ীয় গোঁরব
সম্বর্দ্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণাবনাধিদেব শ্রীগোবিন্দেব রূপাদেশে এই ভাষ্যখানি
রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম গোবিন্দভাষ্য রাখিয়াছিলেন। তদবধি এই
গোবিন্দভাষ্যই বেদান্তের গোড়ীয় ভাষ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত।
এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।

শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে।

‘মীমাংসক’ কহে,—‘ঈশ্বর হয় কেশ্বরের অঙ্গ’।

‘সাংখ্য’ কহে,—‘জগতের প্রকৃতি কারণ’।

‘শ্রায়’ কহে,—‘পরমাণু’ হইতে বিশ্ব হয়।

‘মায়াবাদী’—‘নির্বিশেষ-ব্রহ্ম’ হেতু কয়।

‘পাতঞ্জল’ কহে—‘ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান’।

বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান।

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।

সেই সব সূত্র লঞা ‘বেদান্ত’-বর্ণন।

‘বেদান্ত’-মতে, ব্রহ্ম ‘সাকার’ নিরূপণ।

‘নিগূঢ়’ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত ‘সগুণ’।

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।

স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।

তাতে ছয় দর্শন হৈতে ‘তত্ত্ব’ নাহি জানি।

‘মহাজন’ যেই কহে, সেই সত্য মানি।

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন। নাসার্বশিষ্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পশ্যঃ।”

মহাভারত বনপর্ব্বাস্তগত আরণ্যে পর্বে ৩১৩ অঃ ॥ (১১৭শ্লোক)

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৫)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বকৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে
লিখিয়াছেন—

(১) জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূলতাত্পর্য্য যে ভক্তি, তাহা
ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে ‘কেশ্বরের অঙ্গ’ করিয়া কেলিয়াছেন। (২) কপিলাদি
নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎ-
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৩) গৌতম ও কণাদাদি
শ্রায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন।
(৪) সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্বিশেষ-ব্রহ্মকেই
জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) পতঞ্জলি প্রভৃতি
ব্রাহ্মযোগী তাঁহার যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে ‘স্বরূপ-তত্ত্ব’
বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ
স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়)
একটি একটি ‘মত’ স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে
আলোচনা পূর্ব্বক তত্ত্বমত খণ্ডন করিয়া শ্রীবাসদেব ভগবৎ-প্রতিপাদক
বেদসূত্রসকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্মাণ করিয়াছেন।
বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে
‘নিগূঢ়’ এবং বিশেষস্থলে ভগবানকে ‘সগুণ’ (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন
করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্ত্ত কেবল নিগূঢ় বা গুণাতীত নহেন, পরন্তু তিনি
—অনন্ত চিৎগুণবিশিষ্ট আধার ‘সগুণ’ বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে—
“পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্বোত্তমের
সর্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ
নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন); অতএব মহাজন বাহা
বলেন, তাহাই ‘সত্য’ বলিয়া জানিতে হইবে।”

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী প্রভুপাদ শ্রী অহুভায়ে লিখিয়াছেন—

“মায়াবাদিগণ শ্রীশ্রীকরপাদের শারীরক-ভাষ্যের উদ্দিষ্ট শাস্ত্রকেই ‘বেদান্ত’ বলেন,—অর্থাৎ বেদান্ত বলিতে শাক্তরমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈতমতমূলক ভাস্কর্য্যতৎপর্য্য বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগীন্দ্র-কৃত ‘বেদান্তমারে’—“বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তত্বপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।” বস্তুতঃ ‘বেদান্ত’ বলিলে ‘কেবলাদ্বৈতবাদ’ বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য, কিন্তু শাক্তরমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন। ভেদ-দর্শনরহিত হইয়া কৈবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহোপাসনা, তাদৃশ মায়াবাদ-পন্থিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধাধৈত, বিশিষ্টাধৈত, দ্বৈতাধৈত এবং অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদ স্বীকার করেন না; পরন্তু কৈবলাদ্বৈত-বিচারকেই নির্দোষ বেদান্তমত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণ প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেবা অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সন্দেহ হয়, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে কাম্যমুগ্ধান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জগৎ উহাকে ‘অভক্তি’ বলিয়া তাঁহাদের সম্বোধন।”

দেখা যায় যে, দুঃখ পরিহার এবং সুখলাভের উপায়-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঋষিগণ নিজ নিজ মনীষা দ্বারা যে উপায়ই উদ্ভাবন করুন না কেন, ইহার কোনটিই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ বাস্তব কল্যাণের পথ বা উপায় বলিয়া স্থির করা যায় না। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব ‘বেদান্ত’ রচনা করিয়া জীবের বাস্তব কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাই আবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনার দ্বারা বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বেদান্তবেত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত তথা শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য স্বয়ং আচরণ পূর্বক প্রচার করতঃ বাস্তব মঙ্গল লাভের এক রাজকীয় বস্তু স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অহুগ পার্শ্বদ-বৃন্দ সেই পথের সন্ধান অন্বেষণ জীবের দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া জীবহিতৈষণার অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সেই পথের সন্ধান পাইলে আর নানা পথে, নানা মতে বিভ্রান্ত হইবেন না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর “কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়?” এই প্রশ্নক্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল ও

জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও বাস্তব সুখ-প্রাপ্তির প্রকৃত উপদেশ নিহিত আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের ‘তটস্থশক্তি’, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
সুখাংস্ত-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার ‘শক্তি’ হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিণতি।
চিহ্নজি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥
কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব—অনাদি-বহিস্মৃৎ ॥
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র-রূপায় যদি কৃষ্ণাম্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়ায় ॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে রূপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
‘কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা’ জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র কহে ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’।
‘কৃষ্ণ’ প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ‘ভক্তি’ প্রাপ্ত্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম—‘ভক্তি’ ‘প্রেম’—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আশ্বাদন ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিত্রের ঘরে।
‘সর্বজ্ঞ’ আসি’ দুঃখ দেখি’ পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমাতে না কহিল, অগ্নিত্র ছাড়িল জীবন ॥

সর্বজ্ঞের বাক্য করে ধনের উদ্দেশ্যে ।
 এঁছে বেদ পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥
 সর্বজ্ঞের বাক্য মূলধন অহুবন্ধ ।
 সর্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধ ॥
 বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায় ।
 সর্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায় ॥
 'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুঁদিবে ।
 'ভীমকুল-বকুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ।
 'পশ্চিমে' খুঁদিবে, তাহা যক্ষ এক হয় ।
 সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥
 'উত্তরে' খুঁদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে' ।
 ধন নাহি পাবে, খুঁদিতে গিলিবে সবারে ॥
 'পূর্বদিকে' তাতে মাটি অল্প খুঁদিতে ।
 ধনের ঝাঝি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
 এঁছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি' ।
 'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
 অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় ।
 'অভিধেয়' বলি' তাতে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
 ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায় ।
 সুখভোগ হৈতে হুঃখ আপনি পলায় ॥
 তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।
 প্রেমে কৃষ্ণানন্দ হৈলে ভব নাশ হয় ॥
 দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের 'ফল' নয় ।
 প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
 বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ)

এক্ষণে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া শ্রীগৌরহৃদয়ের
 কৃপাভিষিক্ত হইলে কিরূপ ফল ধরে, তার একটি জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ উল্লেখ

করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি । শ্রীগৌরহৃদয়ের শ্রীবাসুদেব সার্কর্ভোমকে উদ্ধার
 করিলে যিনি সকল দর্শনশাস্ত্র অধিগত করিয়া তদানীন্তনকালে অষ্টিতীয়
 নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি—সেই শ্রীসার্কর্ভোম
 শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপাপ্রাপ্ত হইবার পর যাহা বলিয়াছিলেন, পত্নাবলীদ্বত সেই
 একটি বাণী উদ্ধার করিতেছি—

“জ্ঞাতং কাণভূজং মতং পরিচিঁতৈবাসীক্ষিকী শিক্ষিতা
 মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণিধোগে বিতীর্ণা মতিঃ ।
 বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু ক্ষুরয়াধুরী-
 ধারা কাচন নন্দস্বহৃদমূলী মচ্ছিত্তমাকর্ষতি ॥”

(শ্রীপত্নাবলী দ্বত শ্রীসার্কর্ভোম-বাক্য)

অর্থাৎ আমি কণাভূজের মত জ্ঞাত হইয়াছি, আসীক্ষিকী বিদ্বার সহিত
 পরিচিত, মীমাংসাশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যসরণি অর্থাৎ সাংখ্যমতও
 আমার বিদিত, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও আমার মতি বিস্তৃত, বেদান্তশাস্ত্রও
 আমি অহুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের কোন মূলীমাধুরীধারা সবেগে
 আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবপাদ কর্তৃক শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে
 বর্ণিত শ্রীষমরাজের বাক্য উদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না ।—

“বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দর্শবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্ ।

মহদপি সুবিচার্য লোকতন্ত্রং, ভগবত্পাস্তিযুতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥”

অর্থাৎ বিষধর (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণভূক (বৈশেষিক
 মতপ্রবর্তক) ও শঙ্করোক্তীঃ অর্থাৎ রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদের উক্তি সমূহ,
 দর্শবল অর্থাৎ বৌদ্ধমত, পঞ্চশিখ অর্থাৎ সাংখ্যমত, অক্ষপাদ অর্থাৎ জ্ঞানদর্শন-
 প্রণেতা গোতম, লোকতন্ত্র অর্থাৎ পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র বা লোকায়াত চার্বাক মত,
 উত্তমরূপে সূত্রে বিচারপূর্বক নিশ্চয় করিয়াছি যে, শ্রীভগবত্পাসনা ব্যতীত সিদ্ধি
 লাভের অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের অন্য কোন পথ নাই ।

বেদান্তসূত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও অনেক মতবাদ নিরসন
 হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ-মধ্যে তত্তৎস্থলে দ্রষ্টব্য ।

আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি যে, বেদান্তসূত্রে চারিটি অধ্যায়
 আছে । তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক। তন্মধ্যে আবার প্রথম অধ্যায়টিতে সমস্ত শ্রুতি যে পর-ব্রহ্ম শ্রীহরিতেই সমন্বিত, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আপাতদর্শনে যে শ্রুতি-সমূহের পরস্পর বিরোধ প্রতীত, সে সকল মীমাংসিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য এই অধ্যায়কে অবিরুদ্ধাখ্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়।

বেদান্তের প্রতি অধ্যায় আবার চারিটি পাদ সমন্বিত। সুতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়েও চারিটি পাদ রহিয়াছে। পূর্বখণ্ডে আমরা বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিপাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পনরটি অধিকরণ ও সাঁইত্রিশটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম—‘স্বত্ব্যনবকাশাধিকরণে’ নিরীশ্বর সাংখ্য-মত-খণ্ডন দেখা যায়,—মহাদি স্মৃতি ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও তদ্রূপই বলিয়াছেন। শ্রুতি ও তদনুকূল স্মৃতি তারতম্যে ত্রিভগবান্কেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি-বংশজ কপিল শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিত সাংখ্যমতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির জগৎকারণতাবাদ-স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রুত্যমুসারিণী মহাদিস্মৃতির সহিত বিরোধ-হেতু বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়—‘যোগপ্রত্যক্ষাধিকরণে’ পতঞ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগ-স্মৃতিরও খণ্ডন দৃষ্ট হয়। যদিও সেই স্মৃতি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত, এবং ঐ যোগস্মৃতিতে সেত্বরবাদের কথা থাকিলেও কুটিল কপিলোক্তিরূপ শৈবাল দ্বারা আবেষ্টন নিবন্ধন, প্রধানের স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টিকারণতার সমর্থন ও বৈদিক সিদ্ধান্তমুসারী পরমেশ্বরের অনিরূপণ-হেতু উক্ত মতও উপক্ষণীয়।

তৃতীয়—‘ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে’ পাওয়া যায়—সাংখ্যস্মৃতি ও যোগ-স্মৃতি কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি ভ্রম, প্রমাদ, বন্ধনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতায়ুক্ত জীব-বিশেষ কর্তৃক রচিত, কিন্তু বেদশাস্ত্র অপৌকষের, নিত্য

ভ্রমাদি-দোষরহিত বলিয়া তাহার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর ২ম্বাদি স্মৃতি সেই বেদামুসারিণী হওয়ার উহাদেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য।

চতুর্থ—‘অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, তেজ, জল ও প্রাণাদির অভিমানী চেতন দেবতারূপে পরব্রহ্মই বিবৈক্যকারণ-কারণ হওয়ার বেদের কুত্রাপি অপ্রামাণ্য নাই।

পঞ্চম—‘দৃশ্যতে হিত্যধিকরণে’ পাওয়া যায়—ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে বিরূপতা থাকিলেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা স্থনিশ্চিত। বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুরও উপাদান ও উপাদেয়তাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপত্তি; মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্লজম হইতে হস্তী-অশ্বের উৎপত্তি এবং চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি দেখা যায়।

ষষ্ঠ—‘অসদ্বিত্তি চেদিত্যধিকরণে’ পাওয়া যায়—শক্তিমান্ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের উৎপত্তিতে শক্তিমানের শক্তির পরিণতিই প্রকাশ পায়, দ্রব্যান্তর নহে।

সপ্তম—‘এতেন শিষ্টেত্যাধিকরণে’ বেদবিরোধী গোতম ও কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডনও দৃষ্ট হয়। বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলির মত খণ্ডনের দ্বারা স্মৃতি ও বৈশেষিক মতও নিরাকৃত হইল। যেহেতু খণ্ডনের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান।

অষ্টম—‘তদনন্যত্বারম্ভাধিকরণে’ পাওয়া যায়—জগতের উপাদান জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিসম্বন্ধ ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন। ব্রহ্মই চিহ্নভাত্মক সমগ্র জগতের উপাদান, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে, ইহা হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। যেমন মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ।

পরবর্ত্তিকালীন উপাদেয়ের অভিযুক্তির পূর্বেও উপাদানকারণে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিতিহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদে জগতের দুইটি অবস্থা, উহাই সং ও অসং-শব্দের দ্বারা বোধ্য। সুতরাং জগৎকে যে অসং বলা হয়, উহার অর্থ জগৎ সূক্ষ্ম-অবস্থায় ছিল।

উহাতে শূন্যবাদ স্থাপিত হয় না। কারণ স্বেচ্ছাবাস্থ্যও জগতের সত্তা থাকে। পটের দৃষ্টান্ত ও বটবীজাদির দৃষ্টান্ত জগতের অভিব্যক্তি-পক্ষে গ্রহণীয়।

নবম—‘ইতরব্যপদেশাধিকরণে’ জীবকর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। জীবকর্তৃত্ব-স্বীকারে হিতাকরণ দোষের প্রসঙ্গিত হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দোষবশতঃ জীবকে জগৎকর্ত্তা বলা যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ নিজের কারাগার নিজে নির্মাণ করেন না। জীব হইতে পরমেশ্বর সর্বোংশে উৎকৃষ্ট এবং প্রভূত শক্তিশালী। এতদ্ব্যতীত জীবের স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরস্বাধীন।

দশম—‘উপসংহার-দর্শনাধিকরণে’ পাওয়া যায়—জীবদৃশ্যমান কার্য-সমাপ্তি দুইয়ের মত হইয়া থাকে। যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা প্রাণ হইতেই জন্মিয়া থাকে; সেইরূপ জীবদৃশ্যমান কার্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্বও ঈশ্বরস্বাধীন, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইচ্ছাদি দেবতা যেমন অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও বর্ণনাদি কার্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরমেশ্বর অপ্রত্যক্ষভাবে জগৎ-সৃষ্টাদি করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

একাদশ—‘কৃত্ত্বপ্রসঙ্গ্যধিকরণে’ পাওয়া যায়—জীবের স্বরূপ শ্রুতি-মতে ব্রহ্মের অংশ—অণুপরিমাণ সুতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ-পক্ষ মন্দ অর্থাৎ হেয়। যদিও কোনস্থলে জীব হইতে বস্তু-উৎপত্তির প্রসঙ্গ শ্রুত হয়, তাহা কিন্তু ব্রহ্মপর, জীবপর নহে। শ্রুতি-প্রতিপাত ব্রহ্মবস্তু অলৌকিক ও অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদই উপাদেয় এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ সুতরাং গ্রাহ্য।

দ্বাদশ—‘সর্বোপেতাধিকরণে’—ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব-স্থাপন দৃষ্ট হয়। যেহেতু পরমেশ্বর সর্বশক্তি-সমম্বিত এবং তাঁহাতে স্বভাবসিদ্ধ অবিচিন্ত্য-শক্তি বর্ত্তমান, সেইহেতু তাঁহারই জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপাত্মবদ্বী ইন্দ্রিয়াদি আছেই এবং তদ্বারাই তাঁহার পক্ষে কর্তৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে।

ত্রয়োদশ—‘ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণে’—ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টাদি লীলামাত্র বলিয়াই জানা যায়। পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার এই বিচিত্র

জগৎ-সৃজন কেবল লোকবৎ-লীলা। অর্থাৎ সুখোন্মত্ত লোকের যেমন সুখোদ্বেগবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি ক্রীড়া দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও তদ্রূপ লীলার্থ সৃষ্টাদিতে প্রবৃত্তি। অতএব তাঁহার ঐ লীলাও স্বরূপানন্দ-স্বভাবসিদ্ধই।

চতুর্দশ—‘বৈষম্যনৈয়’ণ্যেনেতাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, বিচিত্র জগৎসৃষ্টাদিতে ব্রহ্মের বৈষম্য ও নির্দিয়তা নাই। যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীহরি জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন রাজা সেবানুসারে ভৃত্যাদিকে ফল দিলেও তাঁহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে ফল দান করেন বলিয়া তাঁহার অনীশ্বরত্ব বা কর্ম্মস্বাধীনত্ব প্রকাশ পায় না। কর্ম্ম ও ক্ষেত্রজ জীব ব্রহ্মের মত অনাদি। সুতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মান্বিত কর্ম্মানুসারে পর পর জন্মের কর্ম্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করেন বলিয়া তাঁহাতে কোন দোষ নাই। আর যে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল; তিনি স্বীয় ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করেন, উহাও দোষের নহে, পরন্তু গুণরূপেই প্রশংসিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত ভক্তিসাপেক্ষত্বহেতু ভক্তের রক্ষা-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ—‘সর্বধর্ম্মোপপত্ত্যাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, অবিচিন্ত্যস্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ, সুতরাং শুদ্ধচরিত বিজ্ঞগণের ভক্তপক্ষপাতকেও শ্রীভগবানের গুণ-মধ্যে গ্রহণ করা ও শ্রদ্ধা করা কর্তব্য।

এক্ষণে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পূর্বপাদে স্মৃতি-তর্ক-বিরোধের পরিহার পূর্বক বর্ত্তমান পাদে পরপক্ষ-দূষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম—‘রচনানুপপত্তেরিত্যাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, জড় প্রধান বিচিত্র জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণরূপে প্রমাণিত হয় না। কারণ কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া বিচিত্র জগৎ-রচনা জড় প্রধানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, যেমন চেতন শিল্পী ব্যতিরেকে কেবল স্বয়ং ইষ্টকাদিতে প্রাসাদ নির্মিত

হয় না। এই অধিকরণে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা জড়ের কর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—‘মহদীর্ঘবাদধিকরণে’—গ্রায় ও বৈশেষিক মতের দ্বারা সিদ্ধান্তিত ‘আরম্ভবাদ’ খণ্ডিত হইয়াছে। অবয়বশূন্য পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকাতির উৎপত্তি অসম্ভব। হ্রস্ব দ্ব্যণু ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি অসম্ভব, তार्কিকগণের সমুদয় মতই অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধেয়, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃতীয়—‘সমুদায় ইত্যধিকরণে’—বৌদ্ধমতের খণ্ডন পাওয়া যায়। পরমাণুহেতুক বাহু সমুদয় এবং বিজ্ঞানাদি-স্বচ্ছচতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদয়—এই দুইটি স্বীকার করিলেও তাহাদের তাহার দ্বারা জগদাত্মক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ সমুদায়ী বস্তুর অচেতনত্বহেতু আর সমুদয়-যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাতকর্তার অভাবহেতু ঐ সকল অসিদ্ধ। আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও নিরন্তর জগৎ সমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়া পড়ে, স্বতরাং বৈভাষিকাদির এইরূপ কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে এবং ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈতন্য সমুদায়ের দ্বারা জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধিবশতঃ সে মত ভ্রান্ত।

চতুর্থ—‘নাভাব উপলব্ধ্যধিকরণে’ পাওয়া যায়—বৌদ্ধ মতাবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মত নিরন্তর হওয়ার পর বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার মত খণ্ডিত হইয়াছে। বাহু পদার্থের অভাব বলা যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে। স্বতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপলাপকারী মত অপ্রমাণিত। ক্ষণিকত্ববাদীর মতে বাসনার আশ্রয়ে কোন স্থির পদার্থ নাই, স্বতরাং সকল পদার্থ ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাসনাশ্রয় চেতন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও শ্রবণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, স্বতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা সিদ্ধ হয় না এবং বাসনার অভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়; অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ।

পঞ্চম—‘সর্বধাম্মুপপত্ত্যধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, সর্বশূন্যবাদীর মত সর্বপ্রকারেই অযৌক্তিক। তাহার বলেন—শূন্যই তত্ত্ব এবং শূন্যতার জ্ঞানই

মোক্ষ। ইহা সর্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। শূন্যকে সংস্করণ, অসংস্করণ অথবা সদসংস্করণ যাহাই বলা হউক, উহাতে কোন প্রকারেই তাহাদের অভিমত সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে কোন যুক্তি নাই। এইরূপে বৌদ্ধমত নিরাসের দ্বারাই সেই বৌদ্ধসদৃশ (দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী) মায়াবাদীরও মত নিরস্ত হইয়াছে। কেন না, মায়াবাদীর মতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃষ্টি-সৃষ্টি বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্তবাদ নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই, এ-জগৎ উহাদের ঐ সকল মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথগ্ভাবে নিরাস করা হয় নাই।

ষষ্ঠ—‘নৈকশ্মিন্নসমুদায়ধিকরণে’—জৈনমতাবলম্বিগণের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। জৈনোক্ত পদার্থগুলি সপ্তভঙ্গী গ্রায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ কোন একটি বস্তুতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন এক বস্তুতে একই সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ত্ব বা অসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেশ্যে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিরূপে অথবা মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না। আর উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী গ্রায়াবলম্বনে উভয় পক্ষের উপগ্রাসের দ্বারা পদার্থ-সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই হইতেছে। অতএব উর্ণনাভের স্বত্বের গ্রায় ঐ সপ্তভঙ্গী-গ্রায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্যকতা দেখা যায় না।

সপ্তম—‘পতুরসামঞ্জস্যধিকরণে’—পাণ্ডপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে। পণ্ডপতি, গণপতি বা দিনপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উহা সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ ঐ সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র শ্রীনারায়ণেরই জগৎকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অগ্রাগ্র দেবগণের কার্য্য শ্রীবিষ্ণুর অধীনতায় নিম্ন; এবং শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল মতে সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানেরও প্রমাণাভাব দৃষ্ট হয়।

অষ্টম—‘উৎপত্ত্যসমুদায়ধিকরণে’—শাক্তের মতের খণ্ডন পাওয়া যায়। চেতন কর্তৃক অনির্ধারিত হইয়া শক্তির জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব। শক্তিবাদেও

বেদবিরোধ থাকায় অহমানের দ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। কারণ শ্রুতি পরমেশ্বরেরই জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। লৌকিক দৃষ্টান্তেও উহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ, পুরুষের সংসর্গব্যতীত কোন স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে মোট উনিশটি অধিকরণ ও একাদশটি সূত্র আছে।

ইহাতে পরমেশ্বর হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও লয়; জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানবপুঃ জীবের জ্ঞানাত্মক, জীবের পরমাণুপরিমাণ, জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপিত্ব, কর্তৃত্ব, ব্রহ্মাংশত্ব; মৎস্তাদি-অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব; শুভাশুভ অদৃষ্টবশতঃই জীবের বিচিত্রতা প্রভৃতি বিষয়, ইহার বিরোধী বাক্য-সমূহের খণ্ডনমুখে উপপন্ন করা হইয়াছে।

প্রথম—‘বিয়দধিকরণে’—পূর্বপক্ষীর মতে আকাশের উৎপত্তি নাই—স্থিরীকৃত হইলে তদন্তরে সূত্রকার তৈত্তিরীয় শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—‘মাতরিশ্বব্যাক্যানাধিকরণে’—আকাশের উৎপত্তি কখনের দ্বারা বায়ুর উৎপত্তিও ব্রহ্ম হইতেই কথিত হইয়াছে।

তৃতীয়—‘অসম্ভবাধিকরণে’ পাওয়া যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন। ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ ইহার কোন যুক্তিও নাই, শাস্ত্র-প্রমাণও নাই।

চতুর্থ—‘তেজোহধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন।

পঞ্চম—‘অবধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, অগ্নি হইতে জলের উদ্ভবের কথাও শ্রুতিতে আছে।

ষষ্ঠ—‘পৃথিব্যাধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, অর-শব্দে এ-স্থলে পৃথিবীই গ্রহণীয়, কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতি জল হইতে পৃথিবীর উদ্ভবের কথাই বলিয়াছেন।

সপ্তম—‘তদভিধানাধিকরণে’—পরমেশ্বর শ্রীহরির অভিধান অর্থাৎ সঙ্কল্পরূপলিঙ্গ প্রমাণ হইতে তিনিই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্রষ্টা, ইহা অবগত হওয়া যায়।

অষ্টম—‘বিপর্যয়াধিকরণে’—বিপর্যয়রূপে দৃষ্ট-ক্রম হইতেও সর্বোৎকৃষ্ট হইতে সকলের উৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত। নতুবা শব্দের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়া পড়ে।

নবম—‘অন্তরা বিজ্ঞানাধিকরণে’ পাওয়া যায়—প্রাণাদি পৃথিবী পর্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

দশম—‘চরাচরব্যাপাশ্রয়াধিকরণে’ পাওয়া যায়—চরাচর-বাচক সমস্ত শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে ঈশ্বরবাচকই হয়।

একাদশ—‘আত্মাধিকরণে’ পাওয়া যায়—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে জীবের নিত্যত্বই প্রমাণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ—‘জ্ঞাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাত।

ত্রয়োদশ—‘উৎক্রান্ত্যাধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবের স্বরূপ পরমাণু পরিমাণ, বিভূ নহে; কারণ উহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়া আছে।

চতুর্দশ—‘কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাধিকরণে’ পাওয়া যায়—জীবই কর্তা; প্রকৃতির গুণ কর্তা নহে। কারণ জীবের কর্তৃত্ব-স্বীকারেই শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি সিদ্ধ হয়; গুণের কর্তৃত্ব বলিলে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়; গুণসমূহ জড়, উহা কলহেতু জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। এমন কি, মৃত জীবেরও কর্তৃত্ব সিদ্ধ।

পঞ্চদশ—‘তক্ষাধিকরণে’ দৃষ্ট হয় যে, জীব প্রাণাদি দ্বারা কর্তা এবং প্রাণাদির গ্রহণেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্তা, সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রূপ। অর্থাৎ সূত্রধর যেরূপ কাঠছেদনে বাস্তাদির দ্বারা কর্তা এবং বাস্তাদিধারণেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্তা।

ষোড়শ—‘পরায়ত্তাধিকরণে’ আছে যে, জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীনেই হইয়া থাকে। কারণ পরমেশ্বরই জীবরূপে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবেশকরতঃ তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাহাও আবার জীবরূপে ধর্মাধর্মলক্ষণ-প্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর মেঘের দ্বারা নিমিত্তমাত্র হইয়া জীবকে ধর্মাধর্ম-সমুখিত বিষম ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সপ্তদশ—‘অংশাধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, জীব পরমেশ্বরের অংশ; সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও পরমেশ্বর-সম্বন্ধাপেক্ষী।

অষ্টাদশ—‘স্বাংশাধিকরণে’ পাওয়া যায়, স্বাংশ—মৎস্তাদি অবতার জীববৎ নহে। মৎস্তাদি অবতারগণ স্বাংশতত্ত্ব, অংশীর সহিত অভিন্ন আর জীবগণ বিভিন্নাংশ। তেজের অংশ রবি যেমন তেজঃশব্দে শক্তি খণ্ডোত্তের সদৃশ হইতে পারে না এবং জলাংশভূত মৃদা ও মৃদাদি যেরূপ জল-শব্দে শক্তি হইলেও পরস্পর সম হইতে পারে না, সেইরূপ মৎস্তাদি অবতারও জীবের তুল্য হইতে পারেন না।

উনবিংশ—‘অদৃষ্টানিয়মাদিকরণে’ পাওয়া যায় যে, স্বরূপতঃ জীবগণের সাম্য থাকিলেও তাহাদের অদৃষ্টগুলির অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতা-হেতু জীব-সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন। আবার অদৃষ্টও অনাদি।

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইতেছে। এই অধ্যায়ে প্রাণ-বিষয়ক ক্রটিবিরোধ পরিহার হইয়াছে।

প্রথম—‘প্রাণোৎপত্ত্যাদিকরণে’ পাওয়া যায় যে, পরমেশ্বর হইতে যেরূপ আকাশাদি ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—‘সপ্তগত্যাধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাণ সাতটিই; যেহেতু জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চারণ গতি ক্রম হইয়া থাকে, হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের ভোগের সহায়তা করে।

কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্,—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের মূখ্য ইন্দ্রিয়। আর বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ও জীবের ঈষৎপকারক বলিয়া ইহাদের

ইন্দ্রিয়-সংজ্ঞা গোণী বৃত্তিতে হইবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর উভয়াশ্রয়ক মন—এই একাদশ প্রাণ।

তৃতীয়—‘প্রাণাণুহাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, এই একাদশ প্রাণই অণুপরিমাণ। যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের বিষয় ক্রম হয়।

চতুর্থ—‘প্রাণশ্রেষ্ঠ্যাধিকরণে’ আছে যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মূখ্য প্রাণও আকাশাদি ভূতগণের ত্রায় সর্বোত্তম হইতে উৎপন্ন।

পঞ্চম—‘ন বায়ুক্রিয়াধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মূখ্য প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, স্পন্দন-ক্রিয়াস্বরূপও নহে। উহা জীবের উপকরণ অর্থাৎ প্রধান সহায়ক।

ষষ্ঠ—‘ক্রিয়াহতাবাধিকরণে’ জানা যায় যে, প্রাণ অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন বলিয়া চক্ষুাদির ত্রায় উপকরণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা নহে; কারণ প্রাণ চক্ষুাদির ত্রায় ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের ধারণাদিরূপ মহোপকারত্ব-সাধন তাঁহার প্রধান কর্ম। সুতরাং প্রাণই জীবের মূখ্য উপকরণ। রাজকর্মচারিগণ যেরূপ রাজার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে, চক্ষুাদি ইন্দ্রিয়সমূহ তজ্রূপ জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করে; কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রীর ত্রায় সমস্ত-বিষয় সাধন করিয়া থাকে।

সপ্তম—‘মনোবৎপঞ্চবৃত্ত্যাধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, এক মন যেরূপ কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি বৃত্তিতে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই প্রাণ হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য সাধন করে বলিয়া তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞা বহুবৃত্তিভাব-ধর্মই প্রাণের সহিত মনের দৃষ্টান্ত।

অষ্টম—‘শ্রেষ্ঠাণুহাধিকরণে’ বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও অণু-পরিমাণই; কারণ তাহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে।

নবম—‘জ্যোতিরাভিষ্ঠানাদিকরণে’ পাওয়া যায় যে, জ্যোতিষ্য
ব্রহ্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক।

দশম—‘ইন্দ্রিয়াধিকরণে’ অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণ-শব্দের দ্বারা
শব্দিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে হইবে।

একাদশ—‘সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্ত্যধিকরণে’ পাওয়া যায় যে, ত্রিবৃংকর্ত্তা
পরমেশ্বরই নাম ও রূপাদির কর্ত্তা; উহা জীবের কার্য্য নহে। মূর্ত্তি-শব্দিত
দেহের বিচারেও পাওয়া যায় যে, দেহান্তর্গত মাংসাদি পার্থিব। রক্ত ও
অস্থ্যাদি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতিতে পাই,—

“কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র।

করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,

পেখলু রঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১ ॥

তুয়া পদ-বিশ্বতি, আ-মর-বদ্রণা,

ক্লেশ-দহনে দহি’ যাই।

কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী

জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই’ ॥ ২ ॥

তবু কই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,

পাতই’ নানাবিধ কাঁদ।

সো সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহিমুখ,

ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥

বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,

নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,

ভকতচরণ করি’ সার’ ॥ ৪ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতে আরও পাই,—

“অখণ্ড-অময়-জ্ঞান সব তত্ত্বসার।

সেই তত্ত্বে দণ্ড পরণাম বার বার ॥

সেই তত্ত্ব কভু দুই বাধাক্ষররূপে।

কভু এক পরাংপর চৈতন্যস্বরূপে ॥

তত্ত্ব বস্তু এক সদা অদ্বিতীয় ভায়।

বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই।

ভেদ নাই বটে কিন্তু সদা ভেদ তায়।

‘ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য’ সর্ব বৈদে গায়।

বস্তুশক্তি চিৎ-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী।

ক্রিয়াতে হ্লাদিনী তাই ত্রিভাবধারিণী ॥

বস্তুশক্তিদ্বারে বস্তু দেয় পরিচয়।

বস্তুশক্তি-ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধ হয় ॥”

বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত হইল।

প্রথম অধ্যায় অপেক্ষা দ্বিতীয় অধ্যায় মূল্যকালে যাহাতে ছাপা নিভুল
হয়, সেজন্য যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলাম, এমন কি, আমাদের মাননীয়
অম্ববাদক পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়াও প্রক্ সংশোধন করাইয়াছি কিন্তু
হুর্ভাগ্যবশতঃ বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয়-সম্বন্ধেও কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ
অনিবার্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য স্থধী ও শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের প্রতি
আমার একান্ত অমরোদ্ধ, তাঁহারা আমার সকল দোষত্রুটি ক্ষমা পূর্বক
নিজস্বপে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণ করিলে আমি
বিশেষ কৃতার্থ হইব।

অবশ্য যে সকল ভুল এক্ষণে লক্ষ্য হইতেছে, তজ্জন্য একটি ভ্রম-সংশোধন
পত্র যোজনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তবে স্বল্পকালের মধ্যে সকল ভুল
সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না কারণ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত
হইতেছেন।

একটি অধিকরণ-সূচী ও একটি সূত্র-সূচীপত্রও সংযোজন করিবার জন্য
যত্নসহ হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেন।

উপসংহারে অধমের বিজ্ঞপ্তি—

শ্রীগুরুর করুণায়, মুক বাচাণত পায়,
 যেহ পশু যেহ পাশ্বে গিরি।
 শাস্ত্রেতে কহয়ে ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ আশ্রিতে তামার,
 ধন্য হুই এ-করুণা স্বামি' ॥
 গুরুদেব অদর্শন, মর্স্বদা ব্যথিত ঘন,
 কাহারে বা জানাব অদয়।
 অস্তুর্য্যাক্ষরূপে তিন, মকল শিষ্যেরে খিনি,
 জ্ঞান-দানে করেন অণ্ড ॥
 বেদান্তে 'অনুব্যাখ্যার', করে ঘোর মদা ওয়,
 যদি কিছু অপরাধ হয়।
 শ্রীগুরু-চরণ স্বামি' রূপা ওঙ্কা তাই করি'।
 সিদ্ধান্তবিরোধ নাহি হয় ॥
 সিদ্ধান্তবিরোধ বাণী, কণ্ড না মতেন তিনি,
 তাই ঘোর কাতর হৃদয়।
 হা হা শ্রুত কর দয়া, দিয়া ওব পদহারা,
 প্রকাশহ সিদ্ধান্তবচন ॥
 শিষ্যের অশ্রু আশি, পতিতপাবন তুখি,
 তাই অধমের এ-ওচসা।
 ধব দোষ ঋণা করি', তরাস আশ্রয়ে ধরি',
 শ্রীচরণ-সেবা বড় আশা ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
 ৫ গোবিন্দ, ৪৮২ শ্রীগোরাঙ্গ
 ২৪শে মাঘ, ১৩৭৫ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-
 সেবাপ্রার্থী—
 শ্রীভক্তি শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তী
 (গ্রন্থ-সম্পাদক)

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

মদীয় পরমারাধ্য পরম পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণববর্গের অহৈতুকী প্রেরণা ও করুণা একমাত্র সম্বল করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদরণীয় 'বেদান্তমূত্রম' গ্রন্থখানির সম্পাদনাকার্য্যে নানা বাধা ও বিপদের মধ্যেও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের রাতুলচরণে আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক দাসাধম পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-সহকারে ভুলুপ্তিত হইতেছে। তাঁহাদের শ্রীচরণে অধমের আরও প্রার্থনা যে, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশও যেন অনতিবিলম্বে তাঁহাদের রূপায় নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

রূপলেখা প্রেসের সত্বাধিকারী আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে মনোযোগ-সহকারে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এইরূপ বিপুল আকার গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়ের মধ্যে স্ননিপুণ হস্তে স্পষ্টভাবে মুদ্রণ সমাপ্ত করায় একদিকে যেমন তাহার মুদ্রণ-শিল্পকলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করতঃ তাঁহাদেরও প্রশংসাজন হইয়াছেন।

সর্ব্বোপরি তাহার এই অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরু-শ্রীগোরাঙ্গ-শ্রীগোবিন্দ জাঁউ, তথা বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে যথোচিত আশীর্বাদ করিবেন, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস। ইতি—

গ্রন্থ-সম্পাদক

শ্রীশঙ্কর-গোবিন্দো ভরত:

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশঙ্কর-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় 'বেদান্তসুত্রম্' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইলেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত এবং কৃতার্থ হইলাম। আশা করি, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়দ্বয়ও অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইবেন।

মদীয় শিক্ষাপুরুষদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী মহারাজ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে গ্রন্থের সম্পাদনায় মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি যে সর্বদৃষ্টিসুন্দর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা যে, যাহারা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়খানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কিরূপভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং সুত্রার্থ বুঝিবার পক্ষে কত সুগম ব্যবস্থা হইয়াছে। তদুপরি ভাষ্য ও টীকা-পাঠে যদিও কিঞ্চিৎ জটিলতা থাকিয়া যায়, তাহা শ্রীশ্রীমহারাজ-রচিত সিদ্ধান্তকণা-নামী অনুব্যাখ্যায় যথাসাধ্য-ভাবে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থ-বর্ণিত সমগ্র বিষয়টিকে অধিকরণাদি-ক্রমে সংক্ষেপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন।

সহৃদয় শ্রদ্ধালু স্বধী পাঠকবর্গ সহজেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন জানিয়া অধিক বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

(প্রকাশক)

সম্বন্ধতত্ত্বাবক-

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকরণ-সূচী

পাদ	অধিকরণ	সূত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
প্রথম	স্বতানবকাশাদিকরণ	১—২	১—২৫
	যোগপ্রত্যুক্তাদিকরণ	৩	২৫—৪০
	ন বিলক্ষণত্বাদিকরণ	৪	৪০—৪৫
	অভিমানি-ব্যপদেশাদিকরণ	৫	৪৫—৫০
	দৃশ্যতে ত্বিত্যাদিকরণ	৬	৫০—৫৬
	অসদ্বিতি চেদিত্যাদিকরণ	৭—১১	৫৬—৭৫
	এতেন শিষ্টেতাদিকরণ	১২—১৩	৭৫—৮৫
	তদনন্তত্বাবস্থাদিকরণ	১৪—২০	৮৫—১১৬
	ইতরব্যাপদেশাদিকরণ	২১—২৩	১১৬—১২৭
	উপসংহার-দর্শনাদিকরণ	২৪—২৫	১২৭—১৩১
	কৃত্তপ্রসক্তাদিকরণ	২৬—২৭	১৩১—১৪৪
দ্বিতীয়	সর্বোপেতাদিকরণ	৩০—৩১	১৪৪—১৫৫
	ন প্রয়োজনবস্তুাদিকরণ	৩২—৩৩	১৫৫—১৬১
	বৈষম্যনৈষ্য'ণ্যেনেতাদিকরণ	৩৪—৩৬	১৬১—১৭৪
	সর্বধর্মোপপত্ত্যাদিকরণ	৩৭	১৭৪—১৭৬
	রচনাসুপপত্তেরিত্যাদিকরণ	১—১০	১৭৭—২১৭
	মহদীর্ঘবদাদিকরণ	১১—১৭	২১৭—২৪৭
	সমুদায় ইত্যাদিকরণ	১৮—২৭	২৪৭—২৮২
	নাভাব উপলক্ষ্যাদিকরণ	২৮—৩১	২৮২—২৯৬
	সর্বধর্মোপপত্ত্যাদিকরণ	৩২	২৯৬—৩০৭

পাদ	অধিকরণ	সূত্র সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
	নৈকশ্লিষসম্ভবাধিকরণ	৩৩—৩৬	৩০৭—৩২৫
	পত্ন্যবসামঞ্জস্যাদিকরণ	৩৭—৪১	৩২৫—৩৪১
	উৎপত্তাসম্ভবাধিকরণ	৪২—৪৫	৩৪১—৩৬৪
তৃতীয়	বিয়দধিকরণ	১—৬	৩৬৫—৩৮২
	মাতরিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণ	৭	৩৮২—৩৮৪
	অসম্ভবাধিকরণ	৮	৩৮৪—৩৮৯
	ভেজোহধিকরণ	৯	৩৮৯—৩৯২
	অবধিকরণ	১০	৩৯২—৩৯৪
	পৃথিব্যাধিকরণ	১১	৩৯৫—৩৯৭
	তদভিধানাধিকরণ	১২	৩৯৮—৪০৭
	বিপর্যয়াধিকরণ	১৩	৪০৭—৪০৯
	অন্তরা বিজ্ঞানাধিকরণ	১৪	৪০৯—৪১৫
	চরাচরব্যাপাশ্রয়াধিকরণ	১৫	৪১৫—৪১৯
	আত্মাধিকরণ	১৬	৪১৯—৪২৫
	জাধিকরণ	১৭	৪২৫—৪২৮
	উৎক্রান্ত্যাধিকরণ	১৮—৩০	৪২৯—৪৬৬
	কর্তা শাস্ত্রার্থবক্তাধিকরণ	৩১—৩৭	৪৬৬—৪৮২
	তক্ষাধিকরণ	৩৮	৪৮২—৪৮৮
	পরায়ত্তাধিকরণ	৩৯—৪০	৪৮৮—৪৯৫
	অংশাধিকরণ	৪১—৪৩	৪৯৬—৫০৯
	স্বাংশাধিকরণ	৪৪—৪৮	৫০৯—৫২৫
	অদৃষ্টানিয়মাধিকরণ	৪৯—৫১	৫২৫—৫৩০
চতুর্থ	প্রাণোৎপত্ত্যাধিকরণ	১—৪	৫৩১—৫৪৩

সপ্তগত্যাধিকরণ	৫—৬	৫৪৩—৫৫২
প্রাণাণুত্যাধিকরণ	৭	৫৫২—৪৫৪
প্রাণশ্রেষ্ঠ্যাধিকরণ	৮	৫৫৪—৫৫৭
ন বায়ুক্ৰিয়াধিকরণ	৯	৫৫৭—৫৬৪
ক্রিয়াহতাবাধিকরণ	১১	৫৬৪—৫৬৭
মনোবৎপক্কবৃত্ত্যাধিকরণ	১২	৫৬৭—৫৭০
শ্রেষ্ঠাণুত্যাধিকরণ	১৩	৫৭১—৫৭২
জ্যোতিরাভিধানাধিকরণ	১৪—১৬	৫৭২—৫৭৯
ইন্দ্রিয়াধিকরণ	১৭—১৯	৫৭৯—৫৮৪
সংজ্ঞামূর্তিকপ্ত্যাধিকরণ	২০	৫৮৪—৬০২

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত)

২য় অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে ৪র্থ পাদ

সূত্র	সূত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
(অ)		
অংশো নানাব্যপদেশাদনুষ্ঠা চাপি- দাসকিতবাদিত্তমধীয়ত একে }	২।৩।৪১	৪২৬
অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি	২।৪।১১	৫৬৪
অঙ্গিত্বাহুপপত্তেচ্চ	২।২।৮	২০৭
অণবশ্চ	২।৪।৭	৫৫২
অণুশ্চ	২।৪।১৩	৫৭০
অদৃষ্টানিয়মাৎ	২।৩।৪২	৫২৫
অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ	২।১।২২	১২০
অধিষ্ঠানাহুপপত্তেচ্চ	২।২।৩২	৩৩৬
অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধজ্জ্যোতিরাদিবৎ	২।৩।৪৬	৫১৬
অনুস্মৃতেশ্চ	২।২।২৫	২৭৩
অন্তবস্তুমসর্কজতা বা	২।২।৪১	৩৩২
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ }	২।৩।১৪	৪০২
অন্ত্যাবস্থিতেচ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ	২।২।৩৬	৩২২
অনুভাবাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ	২।২।৫	১২৭
অনুষ্ঠাহুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ	২।২।২	২১১
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা	২।২।১৭	২৪২
অপি স্মর্য্যতে	২।৩।৪৩	৫০৫
অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্	২।১।৮	৬০
অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্	২।১।৫	৪৫

(০৫৫)

সূত্র	সূত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
অভিসন্ধাদিষপি চৈবম্	২।৩।৫০	৫২৮
অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ	২।২।৬	২০০
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাহুপগমাৎ হদি হি	২।৩।২৩	৪৪৩
অবিরোধশ্চন্দনবৎ	২।৩।২২	৪৪১
অশ্বাদিবচ্চ তদহুপপত্তিঃ	২।১।২৩	১২৬
অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্তমগ্ৰথা	২।২।২১	২৬১
অসদ্ব্যপদেশো চেন্ন প্রতিবেদ্যমাত্রাৎ	২।১।৭	৫৬
অসদ্ব্যপদেশোনেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ	২।১।১৭	১০৬
অসন্ততেন্চাব্যতিকরঃ	২।৩।৪৭	৫২০
অসন্তবস্ত সতোহহুপপত্তেঃ	২।৩।৮	৩৮৪
অস্তি তু	২।৩।২	৩৭০
(আ)		
আকাশে চাবিশেষাৎ	২।২।২৪	২৭০
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি	২।১।২৮	১৪০
আপঃ	২।৩।১০	৩২২
আভাস এব চ	২।৩।৪৮	৫২২
(ই)		
ইতরব্যপদেশাচ্চিকারগাদিদোষপ্রসক্তিঃ	২।১।২১	১১৬
ইতরেতরপ্রত্যয়াদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ }	২।২।১২	২৫৪
ইতরেবাক্যাহুপলব্ধেঃ	২।১।২	২৩
(উ)		
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	২।৩।১৮	৪২২
উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ	২।২।২০	২৫২
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ	২।২।৪২	৩৪১
উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ	২।২।২৭	২৭৮
উপপত্তিতে চাহুপলভ্যতে চ	২।১।৩৬	১৬২

(০৫৬)

স্থত্র	স্থত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
উপলব্ধিবদনিয়মঃ	২।৩।৩৫	৪৭৭
উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেন্ন ক্ষীরবন্ধি	২।১।২৪	১২৭
উপাদানং	২।৩।৩৩	৪৭২
উভয়থা চ দোষাৎ	২।২।১৬	২৪১
উভয়থা চ দোষাৎ	২।২।২৩	২৬৮
উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ	২।২।১২	২২৮

(এ)

এতেন মাতরিখা ব্যাখ্যাতঃ	২।৩।৭	৩৮২
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ	২।১।৩	২৫
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ	২।১।১২	৭৫
এবং চাত্মাকাংক্ষ্যম্	২।২।৩৪	৩১৮

(ক)

করণবচেন্ন ভোগাদিত্যঃ	২।২।৪০	৩৩৬
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্বাৎ	২।৩।৩১	৪৬৬
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ	২।৩।৪০	৪৯২
কৃতপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা	২।১।২৬	১৩১
ক্ষণিকত্বাচ্চ	২।২।৩১	২৯৫

(গ)

গুণাঙ্ঘালোকবৎ	২।৩।২৪	৪৪৫
গৌণ্যসম্ভবাৎ	২।৪।২	৫৩৭
গৌণ্যসম্ভবাচ্ছাচ্চ	২।৩।৩	৩৭২

(চ)

চক্ষুরাদিবন্তু তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ	২।৪।১০	৫৬১
চরাচরব্যাপাশ্রয়ন্তু স্মাৎ তদ্ব্যাপদেশোঃ	}	৪১৫
হতাক্তস্তত্ত্বাবভাবিত্বাৎ		

(০৫৭)

স্থত্র	স্থত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
(জ)		
জ্যোতিরাগুধিষ্ঠানন্ত তদামননাৎ	২।৪।১৪	৫৭২
জ্যোহত এব	২।৩।১৭	৪২৫

(ত)

ত ইন্দিয়াণি তদ্ব্যাপদেশাদন্তত্ব শ্রেষ্ঠাৎ	২।৪।১৭	৫৭৯
তৎপূর্নকত্বাদবাচঃ	২।৪।৪	৫৪১
তৎপ্রাক্ ঞ্জতেশ্চ	২।৪।৩	৫৩৯
তথা প্রাণাঃ	২।৪।১	৫৩২
তদনন্তত্বমারম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ	২।১।১৪	৮৫
তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ	২।৩।১২	৩৯৮
তদগুণসারবদ্বাৎ তদ্ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ	২।৩।২৭	৪৫৪
তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথাহুমেয়মিতি	}	৬৭
চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ		
তস্মৈ চ নিত্যত্বাৎ	২।৪।১৬	৫৭৭
ভেদোহতস্তথা হাহ	২।৩।৯	৩৮৯

(দ)

দৃশ্যতে তু	২।১।৬	৫০
দেবাদিবদ্বিতি লোকে	২।১।২৫	১৩০

(ন)

ন কৰ্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ	২।১।৩৫	১৬৫
ন চ কর্ত্তৃকরণম্	২।২।৪৩	৩৪৭
ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ	২।২।৩৫	৩২০
ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ	২।১।৯	৬২
ন প্রয়োজনবদ্বাৎ	২।১।৩২	১৫৫
ন ভাবোহুপলব্ধঃ	২।২।৩০	২৯৩
ন বায়ুক্ৰিয়ে পৃথগুপদেশাৎ	২।৪।৯	৫৫৭
ন বিয়দক্ৰতেঃ	২।৩।১	৩৬৬
ন বিলক্ষণত্বাদন্ত তৎস্বরূপ শব্দাৎ	২।১।৪	৪০

(০৫৮)

সূত্র	সূত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
নাগুরতচ্ছ তেরিতি চেন্নেতরাধিকার্য	২।৩।২০	৪৩৮
নায়া ঋতেন্নিত্যাক্ত তাভ্যঃ	২।৩।১৬	৪১৯
নাভাব উপলক্ষেঃ	২।২।২৮	২৮২
নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ	২।২।২৬	২৭৬
নিত্যমেব চ ভাবাৎ	২।২।১৪	২৩৮
নিত্যোপলক্ষ্যপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো	}	৪৬১
বাক্তথা		
নৈকশ্লিষসম্ভবাৎ	২।২।৩৩	৩০৭
(প)		
পঞ্চবৃন্তিনোবদ্বাপদিশ্রুতে	২।৪।১২	৫৬৭
পটবচ্চ	২।১।১৯	১১২
পত্ন্যরসামঞ্জস্য	২।২।৩৭	৩২৫
পয়োহধুবচ্চেৎ তত্রাপি	২।২।৩	১৯৩
পরাত্তু তচ্ছ ত্রেঃ	২।৩।৩৯	৪৮৮
পুংস্তাদিবৎস্ত সতোহভিব্যক্তিযোগাৎ	২।৩।২৯	৪৫৮
পুরুষাশ্ববদিতি চেত্তথাপি	২।২।৭	২০৩
পৃথগুপদেশাৎ	২।৩।২৬	৪৪৯
পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ	২।৩।১১	৩২৫
প্রকাশাদিবনৈবং পরঃ	২।৩।৪৪	৫০৯
প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছেভ্যঃ	২।৩।৫	৩৭৫
প্রতিসংখ্যাহ প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ	২।২।২২	২৬৪
প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ	২।৩।৫১	৫২৯
প্রবৃত্তেশ্চ	২।২।২	১৯০
প্রাণবতা শব্দাৎ	২।৪।১৫	৫৭৫
(ভ)		
ভাবে চোপলক্ষেঃ	২।১।১৫	১০২
ভেদশ্রুতেঃ	২।৪।১৮	৫৮১
ভোক্তৃপাত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রালোকবৎ	২।১।১৩	৮২

(০৫৯)

সূত্র	সূত্র-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
(ম)		
মহাবর্ণাৎ	২।৩।৪২	৫০৪
মহদদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্	২।২।১১	২২০
মাংসাদি ভোমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ	২।৪।২১	৫৯৬
(য)		
যথা চ তক্ষোভয়থা	২।৩।৩৮	৪৮২
যথা চ প্রাণাদিঃ	২।১।২০	১১৩
যাবদাশ্বভাবিত্বাক্ত ন দোষস্তদর্শনাৎ	২।৩।২৮	৪৫৬
যাবদ্বিকারস্ত বিভাগো লোকবৎ	২।৩।৬	৩৭৮
যুক্তৈঃ শব্দান্তরাচ্চ	২।১।১৮	১০৯
(র)		
রচনাহুপপত্তেশ্চ নানুমানম্	২।২।১	১৭৭
রূপাদিমন্তাক্ত বিপর্যয়ো দর্শনাৎ	২।২।১৫	২৪০
(ল)		
লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্	২।১।৩৩	১৫৮
(ব)		
বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদ্বাক্তম্	২।১।৩১	১৪৮
বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ	২।২।৪৪	৩৪৯
বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্তিতে চ	২।৩।১৩	৪০৭
বিপ্রতিষেধাক্ত	২।২।৪৫	৩৫১
বিপ্রতিষেধাক্তানমঞ্জসম্	২।২।১০	২১৩
বিহারোপদেশাৎ	২।৩।৩২	৪৭০
বৈধর্ম্যাক্ত ন স্বপ্নাদিবৎ	২।২।২৯	২৯০
বৈলক্ষণ্যাক্ত	২।৪।১৯	৫৮৩
বৈশেষ্যাত্ত তদ্বাদস্তদ্বাদঃ	২।৪।২২	৫৯৯
বৈষম্যানৈম্বণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ	} ২।১।৩৪	১৬১
তথাহি দর্শয়তি		
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ		

পরীক্ষিৎ দুইভাবে বাণ-যোজনাকারী দ্রোণপুত্র অশ্বখামার বাণদ্বারা বিকৃত অর্থাৎ দক্ষপ্রায়দেহ হইয়াছিলেন, সেই উত্তরা-গর্ভস্থিত ধার্মিক পরীক্ষিকে। আর একটি রূপকাক্রান্ত অর্থ—যাহা প্রকৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা এইরূপ—যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ত্র্যামক দ্বৈপায়ন মহর্ষি, যিনি প্রভু অর্থাৎ সমস্ত বিকৃত মত-বগুনে সমর্থ, তিনিই আমার শরণ হউন, তিনি কিরূপ? যিনি স্বদর্শন অর্থাৎ উত্তম দর্শনশাস্ত্র—এই চারিঅধ্যায়ে সম্পূর্ণ বেদান্ত সূত্রদ্বারা প্রতিপ্রমাণক বেদান্তশাস্ত্রকে নির্দোষ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষলেশের সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন। ঐ বেদান্তসূত্র তর্কাসহ সাংখ্য প্রকৃতি চারিটি দর্শন (সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, পূর্বমীমাংসা) রূপী দ্রোণ—কাক কর্তৃক উদ্ভাবিত বাণ-বাণদ্বারা বিকৃত অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন কিন্তু তাহাকে পরীক্ষিত—যুক্তিতর্ক দ্বারা বীমাংসিত ও উত্তম সমন্বিত অর্থাৎ সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক করিয়াছেন, তিনিই আমার শরণ হউন ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অবাবিক্কাখাং তিতীয়াধ্যায় ব্যাখ্যাতুকামো মঙ্গল-মাচরতি দ্ব্যুতিক্তেতি। স কুলো দেবকীহতো ভগবান্ প্রভু সর্বেশ্বরো মে গতিঃ প্রাপ্যপ্রাপকস্তাত্ত ভবতাং। কীদৃশঃ স ইত্যাহ কঃ স্বদর্শনে জ্ঞান চক্রেণ পরীক্ষিতমাত্মিকত্ববাক্যং ব্যাখ্যান্ত ব্যাখ্যাতুকবান্। কীদৃশনিত্যাহ দ্ব্যুতিক্তেতি। দ্ব্যুতিক্তো দুইযোজনীকদ্রোণদ্রোণদ্বয়বাক্যে তত্র বাণেন ব্রহ্মক্ষেপ বিকৃত দক্ষপ্রায়ম্। গর্ভস্থে ব্রহ্মপ্রয়োগো দুর্ধোজনীয় উচ্যতেহ-ত্ৰাঘ্যত্বাৎ। এতদেব সূচয়ন্ বিশিনষ্ট উক্তয়েতি। উত্তরা তন্নাতা সৈবাপ্রয়ো যন্ত তৎ তদগর্ভস্থিত্যর্থঃ। ভগবদগ্রহে হেতুঃ ব্যাক্তয়ন্ বিশিনষ্টী ক্রতীতি। কতরো বেদা যোনৌ যন্ত তৎ তত্তত্ত্ব ভগবদ্ব্যবশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। চূতারা ভাবিতা বেদনিষ্ঠারা ভবিতিরিয়ং বোধ্য। পক্ষে স কুলো বাদরাগণো ব্যাসঃ। প্রত্ননিখিলকুমতনিরাকরণকমঃ মে গতিঃ শরণমস্ত। কঃ স্বদর্শনে চতুর্নক্ষত্রী-শাস্ত্রেণ প্রতিমৌলিক বেদান্তমবাক্যং ব্যাখ্যাত। পরোক্তদোষদ্ব্যবশিষ্ট কৃতবানিত্যর্থঃ। স্বদর্শনকঃ তত্র পরতত্ত্বনির্ণায়কত্বাৎ বোধ্যম্। কীদৃশঃ? প্রতি-মৌলিনিত্যাহ। দ্ব্যুতিক্তেতি। দ্ব্যুতিক্তিকাচর্যো যে কপিলাদিসম্মত এব দ্রোণাঃ কাকবিশেষান্তেত্যো জ্ঞাতেন বাণেন বাক্তবান্ হেন তৎপ্রণীতেন সূত্রবন্ধেনেত্যর্থঃ। বিকৃতমন্ত্যার্থোদ্ভাবনেনানিত্যত্বনিরূপণেন চ ব্যাক্তিকৃত-নিত্যর্থঃ। পরীক্ষিতঃ কৃতপরীক্ষঃ পরব্রহ্ম পরঃ নিত্যত্বেনি নির্দোষনিত্যার্থঃ।

উত্তরাশ্রয়ং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্। হরিরেব বেদান্তার্থঃ ন যন্তাদিতি সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্যতে। তথাচ কপিলাদিসম্মতিভিত্তীয়তর্কৈশ্চ বেদান্তদর্শনে সন্তাবিতো বিরোধোহত্র নিরসনীয় ইতি তদ্ব্যঞ্জকমিদং পঞ্চম ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অনন্তর অবিকল্পসংজ্ঞক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিবার অভিলাষে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—‘দ্ব্যুতিক্তিকেত্যাদি’ শ্লোকদ্বারা। ‘সঃ’—সেই শ্রীকৃষ্ণ—দেবকীনন্দন ভগবান্, ‘প্রভুঃ’—সর্বেশ্বর, আমার গতি অর্থাৎ শরণ ও প্রাপ্যবস্তুর দাতা হউন। কিরূপ তিনি? তাহা বলিতেছেন—‘যঃ’—যিনি, স্বদর্শন-নামক চক্রদ্বারা, ‘পরীক্ষিতঃ’—পাণ্ডবংশধর অতিমহাপুত্রকে, ‘অব্যর্থম্’—ব্যর্থামুক্ত, ‘ব্যথাৎ’—করিয়াছিলেন। কীদৃশ পরীক্ষিকে? দ্ব্যুতিক্তিকেত্যাদি দ্বারা তাহা বলিতেছেন—দুইভাবে বাণ-যোজনাকারী যে দ্রোণ-পুত্র অশ্বখামা তাহার বাণ (ব্রহ্মাস্ত্র) দ্বারা যিনি প্রায় দক্ষ হইয়াছিলেন। বাণকে দ্ব্যুতিক্ত বলিবার কারণ—গর্ভস্থিত ব্যক্তির উপর ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ অসুচিত—এই হিসাবে। এই কথাটিই স্মৃতি করিবার জন্ত পরীক্ষিতের বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন—‘উত্তরাশ্রয়ম্’—মাতা উত্তরাকে আশ্রয় করিয়া যিনি আছেন অর্থাৎ তাঁহার গর্ভস্থিত। তাঁহাকে শ্রীভগবান্ যে অতুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার হেতু বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—‘প্রতিমৌলিম্’—যে পরীক্ষিতের প্রতি—বেদশাস্ত্র মন্তকে ধৃত অর্থাৎ তাঁহার ভক্ত—ভগবদ্ব্যর্থ-বিশিষ্ট। এই উক্তিদ্বারা তাঁহার ভূত ও ভবিষ্যৎ বেদ-নিষ্ঠার কথা জানিবে। দ্বিতীয় অর্থ এই—সেই প্রসিদ্ধ বাদরাগণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যিনি প্রভু—নিখিল কুমতের নিরাসে সমর্থ, তিনি আমার শরণ (ব্রহ্মক) হউন। ‘যঃ’—যিনি স্বদর্শনে—অর্থাৎ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত স্বরচিত বেদান্তদর্শনদ্বারা ‘প্রতিমৌলিং’ প্রতিপ্রমাণক—বেদান্তকে, ‘অব্যর্থং’ অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদর্শিত দোষলেশে অসংপৃক্ত করিয়াছেন। কেন এই দর্শনকে স্বদর্শন (উত্তম দর্শন) বলা হইতেছে, তাহা—পরমতত্ত্ব (পরমেশ্বরতত্ত্ব) নির্ণায়কত্ব নিবন্ধন জানিবে। কীদৃশ বেদান্তশাস্ত্র? তাহা ‘দ্ব্যুতিক্তিকেত্যাদি’ বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—দ্ব্যুতিক্ত অর্থাৎ যে চারিটি দর্শন আছে, যাহাদের যুক্তি দুই—বিচারাসহ; যেমন সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও পূর্বমীমাংসা। তাহার দ্রোণ—কাকস্বরূপ, তাহাদিগ হইতে উদ্ভূত যে সকল বাক্যবাণ অর্থাৎ তৎপ্রণীত সূত্রবৃন্দ তাহার দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ বিপরীতার্থ উদ্ভাবন দ্বারা এবং অনিত্যত্বনিরূপণ দ্বারা

বিপ্রতিপন্ন। ‘পরীক্ষিতম্’—উত্তমভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা পরীক্ষিত—নির্গীত, অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য (নির্বিকার, নিত্য, মৎ) এইভাবে নির্ধারিত, ‘উত্তরাশ্রয়ম্’—উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, তাহার আশ্রয়—প্রতিপাদক (উত্তর-মীমাংসা নামক দর্শন)। ক্রীহরিই বেদান্তের বাচ্য অর্থ তদ্বিত্তি কিছু নহে, এইভাবে বেদান্তকে সিদ্ধান্তোত্তর বলা হয়। কথাটি এই—কপিলাদিস্বৃতি ও তদীয় তর্কজাল দ্বারা সম্ভাবিত বেদান্তদর্শনে বিরোধ এই অধ্যায়ে পরিহারের বিষয়, এই পৃষ্ঠটি তাহার ব্যঙ্গক ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রথমে অধ্যায়ে নিরন্তরনিখিলদোষোচ্চি-
ন্ত্যানন্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্বাত্মাপি সর্ববিলক্ষণে জগন্নিমিত্তো-
পাদানভূতঃ সর্বৈশ্বরো বেদান্তবেত্তাঃ সমন্বয়নিরূপণেনোক্তঃ। দ্বিতীয়ে
তু স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাচ্যানাং যুক্ত্যভাস-
ময়ত্বং সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদান্তমৈকবিধাং চেত্যয়মর্থনিচয়ো
নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ ঋতিবিরোধো নিরস্ততে। তত্র সংশয়ঃ—
সর্বকারণভূতে ব্রহ্মণি দর্শিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্বত্যা বাধ্যতে ন বেতি।
তত্র সতি সাংখ্যস্মৃতিনির্বিকষয়তাপত্তের্বাদ্যঃ স্মৃতিঃ খলু
কর্মকাণ্ডোদিতাত্মগ্নিহোত্রাদিকর্মাণি যথাবৎ স্বীকৃৎবতা “ঋষিং প্রমৃতং
কপিলম্” ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমর্ষণে কপিলেন মোক্ষোপুনা
জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। “অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির-
ত্যন্তপুরুষার্থঃ। ন দৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তির্দর্শনাদ্” ইত্যাদিভিস্তত্র
হুচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণমিত্যাदि নিরূপ্যতে—
“বিমুক্তমোক্ষার্থম্; স্বার্থং বা প্রধানম্”; “অচেতনহেপি ক্ষীর-
বচ্চেষ্টিতং প্রধানম্” ইত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে
নির্বিকষয়া স্মৃতিঃ। কৃৎস্নায়ান্তস্তান্ত্রপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ
পরমাপ্তকপিলস্বত্যাতিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং
মহাদিস্মৃতীনাং নির্বিষয়তা। তাসাং ধর্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম-
কাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিসয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যগুলির এইরূপ

ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে সেই
সমস্ত রাগদ্বेषাদি দোষসম্পর্কশূন্য, অচিন্তনীয় অনন্তশক্তিমান, অপরিমিত-
গুণাধার, সর্বাত্মা হইয়াও সর্বভিন্ন, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ,
সর্বৈশ্বরই বেদান্তবেত্তা। এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তপক্ষে যে-
সকল বিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্যও তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের নিরাস, প্রধান
প্রভৃতির জগৎ-কর্তৃত্ববাদগুলির যুক্তিদ্বারা সন্দোষ প্রতাপাদন ও সৃষ্টি
প্রভৃতি প্রক্রিয়া-বিষয়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যই একরূপ উক্তিসম্পন্ন, এই
সকল বিষয় নিরূপিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমেই ঋতিবিরোধ
প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিষয়ে সংশয় এই প্রকার—সমস্ত জগতের
কারণভূত পরমেশ্বরে যে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য দেখান হইয়াছে, তাহা
সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইতেছে কিনা? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন,—সেই
সমন্বয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যদর্শন নির্বিষয় হইয়া পড়ে, যেহেতু ঐ সাংখ্য-
দর্শন জীবের মুক্তিকামী পরম দয়ালু মহাবি কপিল—যিনি কর্মকাণ্ডে বর্ণিত
অগ্নিহোত্রাদি কর্মগুলিকে যথাযথভাবে জীবের করণীয় বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন এবং যাহাকে ঋতি ‘ঋষিং প্রমৃতং কপিলম্’ কপিল ঋষি জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন বলিয়া বেদ তাঁহাকে প্রমাণ পুরুষ ঋষিনামে নামিত করিয়াছেন।
তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাত্ত বিষয়কে নিরন্তর করিয়া উৎকৃষ্ট করিবার জন্ত
ঐ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কপিলের অভ্যুপগমবাদ-(মতবাদ)
বোধক সূত্র দেখাইতেছেন—‘অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ’
জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখের
অত্যন্তভাবে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিহীন ও দুঃখলেশ সম্পর্কশূন্যভাবে ধ্বংসের নাম
পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি। তাহার পরই আক্ষেপ হইল, লৌকিক উপায় দ্বারা
সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে দুঃখহানোপায় জিজ্ঞাসা বিফল, তাহার
সমাধানার্থ বলিলেন ‘ন দৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তির্দর্শনাত্’ লৌকিক উপায়ে
একান্তভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায়
উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; অতএব তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, সেই তত্ত্ব নিরূপণের
জন্ত প্রধানাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা ‘অচেতন প্রকৃতিই
স্বাধীনভাবে (ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা ব্যতীতই) জগতের কারণ’ ইত্যাদি নিরূপণ
করা হইয়াছে। যথা ‘বিমুক্তমোক্ষার্থম্’ আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিন্তু

দেহাদির উপর অভিমানবশতঃ যে বন্ধন হয়, তাহার মুক্তির জন্ত প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব। 'স্বার্থং বা প্রধানশ্চ' অথবা প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই জগৎসৃষ্টি করেন। 'ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানশ্চ' দুগ্ধের মত প্রকৃতির কাৰ্য্য অর্থাৎ গোদুগ্ধ যেমন গোবৎসের পুষ্টিবিধানার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মার মুক্তির জন্ত প্রকৃতির চেষ্টা, ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রকৃতির জগৎ-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ সিদ্ধান্ত করিলে সাংখ্যান্যুতি ব্যর্থ হয়, যেহেতু সমস্ত সাংখ্যান্যুতির কেবল তত্ত্ব-নিরূপণই বিষয়, হইয়া পড়ে। অতএব পরম প্রমাণ পুরুষ কপিলের দর্শনের সহিত বিরোধ যাহাতে না হয়, সেইভাবেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাতব্য। যদি বল, প্রধানের কারণতা বলিলে—'আসীদিদং তমোভূতং...ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যক্তয়স্মিদং' ইত্যাদি মত্-বাক্যোক্ত ব্রহ্মের কারণতাবাদের অন্তর্পপত্তি হইয়া পড়ে, তাহাও নহে; যেহেতু মত্ প্রভৃতি স্মৃতির উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্মগুলিকে পুষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য, তত্ত্ব-নিরূপণ নহে। অতএব তাহারও বিষয় আছে, এইরূপ পুরুষক্ষীর মুক্তির বিপক্ষে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্ বক্ষ্যন্তেষু পযোগাৎ প্রথম-
 অধ্যায়ার্থানন্তস্মারয়তি প্রথমে ইত্যাদিনা। ধীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্
 সমাসেন তাবদর্শয়তি দ্বিতীয়েতিত্যাাদিনা। চিন্তিতে সমন্বয়ে বিরোধ-
 পরিহারায় অয়মধ্যায়ঃ প্রবর্ততে। ইতানয়োর্বিষয়বিষয়িতাবঃ সম্বন্ধঃ।
 নির্বিষয়শ্চ বিরোধশ্চ পরিহারায়োগাৎ তদ্বিষয়সমন্বয়ঃ পূর্বাচিন্তিতো বিষয়ভূতো
 বিরোধস্ত অধুনা পরিহর্তব্য ইতানয়োঃ পৌরোহিত্যং যুক্তম্। শ্রৌতসমন্বয়ে
 বিরোধপরিহারত্বাদশ্চ পাদশ্চ শ্রুত্যাধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্বপক্ষে বিরোধঃ ফলম্।
 সিদ্ধান্তে ত্রিবিরোধস্তৎ। অশ্রাদ্ধিকরণশ্রাদ্ধিমত্যাং অবাস্তরসঙ্গতিস্ত নাপেক্ষাতে।
 সপ্তত্রিংশৎসূত্রকং পঞ্চদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে তত্রা-
 দাবিতি। শ্রুতীতি। সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈঃ ক্রুতো বিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্রৈতি।
 তস্মিন্ সমন্বয়ে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। নির্বিষয়তা ব্যর্থতা। ঋষের্বৈদিকভূৎ
 দর্শয়তি—স্মৃতিঃ খণ্ডিতি। কপিলভূতপগমং তৎসূত্রং দর্শয়তি অথৈত্যাাদি।
 অশ্রাদ্ধিকোহধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ। দুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ তত্ত্ববিমর্শঃ
 আশান্তপূর্তেরধিক্রুতো বেদিতব্যঃ। মঙ্গলরূপশ্চ স দুঃখবিনাশকত্যাং। তত্র
 দুঃখত্রয়মাধ্যাত্মিকাকাধিভৌতিকাকাধিদৈবিকরূপম্। তত্রাত্তং দ্বিবিধং শারীরমানস-

ভেদাৎ। বাতপিত্তাদিবৈষম্যাহেতুকং শারীরম্। কামক্রোধাদিহেতুকং মান-
 সম্। তদ্বদমানসোপায়শাখাবাদাধ্যাত্মিকম্। আধিতৌতিকং মনস্তপনাদি-
 হেতুকম্। আধিদৈবিকম্ যক্ষরাক্ষসগ্রহাচ্চাবেশহেতুকম্। তদেতদ্ব্যং
 বাহ্যোপায়মাধ্যম্। তস্ত তু ত্রয়স্তাত্ত্বনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেস্তাত্ত্ব-
 ত্ত্বিকস্য তু নিবৃত্তস্ত দুঃখস্ত পুনরহংপাদাৎ। পুরুষার্থস্তাত্ত্বিকস্য তস্ত
 ধ্বংসাতাবরূপভেন নিত্যত্বাদিতি। নহ দুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ দৃষ্টোপায়ঃ বহবঃ
 সন্তি। শারীরদুঃখনিবৃত্তৌ সঠৈকৈকপদিষ্টা মর্হোষধয়ঃ। মানসদুঃখনিবৃত্তৌ
 বরারতকীপ্রচূড়য়ঃ। আধিতৌতিকদুঃখনিবৃত্তৌ নীতিশাস্ত্রাত্যাসদুর্গাপ্রয়ণা-
 দয়ঃ। আধিদৈবিকদুঃখনিবৃত্তৌ চ মণিহস্তাদয়ঃ সন্তীত্যেক দৃষ্টোপায়েভ্যো
 দুঃখনিবৃত্তিমিহৌ শাস্ত্রসাধ্যবহুধরমস্পাশ্চিন্তনিরোধাদৌ কক হুয়িয়া প্রবর্তি-
 তব্যমিতি চেষ্টব্রাহ ন দৃষ্টেতি। ন বহু দুঃখনিবৃত্তিমাংস পুরুষার্থঃ ক্রমঃ।
 কিন্তু তদ্বংপত্তিনিবৃত্তিসংকৃতমেব। ঔষধাদিনা তদুৎসং নাবশ্যং নিবর্ত্ততে
 কথঞ্চিরিব্রহ্মহপি পুনরন্তেন তাব্যমিতি নৈকান্তিকী তদ্বিত্তিঃ। শাস্ত্রীহো-
 পায়স্ত তদভ্যাসোচ্ছেদকস্বাদবস্ত্রাশ্রয়ী ইতি ভাবঃ। বিমূর্ত্তেতি। স্বভাববিমূর্ত্ত
 আত্মা তস্তাত্ত্বমানিকমোক্ষার্থং প্রধানশ্চ জগৎকর্তৃকম্। স্বার্থং বেতি।
 পুরুষ ব্রহ্মাত্মান বিবেকেন দণ্ডিতবান্ তাং প্রত্যাভাস্যমেবেতি নিজেদাসী-
 ন্ত্যর্থং বেত্যর্থঃ। অচেতনত্বেইপীতি। অচেতনং যথা ক্ষীরং বৎসবিবৃদ্ধয়ে
 প্রবর্ত্ততে তথা প্রধানং পুরুষবিমোক্ষায়েত্যর্থঃ। এতেন সূত্রম্বয়েন জড়স্ত
 প্রধানশ্চ স্বতঃকর্তৃকম্ উক্তম্। সা চেতি সাংখ্যান্যুতিঃ। নিক্রিয়য়া ব্যর্থ্য।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য অর্থ বলিবার
 পূর্বে তাহাতে উপযোগী বা সম্বন্ধ প্রথমাদ্যায়ের বিষয়গুলি স্মরণ করাইতেছেন
 —‘প্রথমে অধ্যায়ে’ ইত্যাদি প্রবন্ধারা। বুদ্ধির প্রবেশের জন্ত অর্থাৎ বোধ-
 সৌকর্য্যার্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেখাইতেছেন—
 ‘দ্বিতীয়ে তু’ ইত্যাদি প্রবন্ধারা। বিচারদ্বারা সিদ্ধান্তিত সমন্বয়ে বিরোধ
 পরিহারের জন্ত এই অধ্যায় আবশ্যক। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এই
 দুইটির পরস্পর বিষয়-বিষয়িতাব সম্বন্ধ। বিষয় না থাকিলে বিরোধের
 পরিহার হয় না, অতএব বিষয় হইতেছে—পূর্ব অধ্যায়ে বিচারিত ব্রহ্ম-
 বিষয়ক সমন্বয়, এই অধ্যায়ে বিরোধ পরিহারীয়; অতএব এই দুইটি
 অধ্যায়ের পূর্বাশ্রয়ীতাব যুক্তিযুক্ত। শ্রৌতসমন্বয়ে বিরোধপরিহারহেতু এই

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের ঋতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইল। পূর্বপক্ষে বিরোধ ফল, সিদ্ধান্তপক্ষে বিরোধাতাব-ফল। এই বিরোধাদিকরণটি প্রথম, এজন্ত অবাস্তব-সঙ্গতি অপেক্ষিত হইতেছে না। এই প্রথম পাদটিতে সাঁইত্রিশটি সূত্র, পনরটি অধিকরণ, তাহা ব্যাখ্যা করিবার মানসে ‘তত্রাদৌ’ বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, ‘তত্রাদৌ ঋতিবিরোধো নিরস্ততে’—প্রথমে ঋতি-সমূহের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ অসামঞ্জস্য খণ্ডিত হইতেছে। ‘তত্র সংশয়ঃ’—সে বিষয়ে প্রথমতঃ ঋতিবিরোধ অর্থাৎ সাংখ্যাশাস্ত্রদ্বারা উৎপাদিত বিরোধ নিরাস করা হইতেছে। ‘তত্র সংশয়ঃ’—‘তত্র’ বেদান্ত বাক্য-সমূহায়ের ব্রহ্মে সঙ্গতি স্বীকার করিলে, সাংখ্যাশাস্ত্রের নির্বিশেষতা অর্থাৎ ব্যর্থতা। কপিল মুনির বৈদিকত্ব (বেদপ্রসিদ্ধত্ব) দেখাইতেছেন—‘স্বতিঃ খলু’ ইত্যাদি দ্বারা। কপিলস্বীকৃত সাংখ্যাসূত্র দেখাইতেছেন—‘অথ ত্রিবিধেতাদি’। অথ-শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ অত্যন্ত পুরুষার্থ অধিকৃত হইতেছে। মঙ্গলও তাহার প্রয়োজন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায়স্বরূপ তত্ত্ব-বিচার এই শাস্ত্রের সমাপ্তি-পর্যন্ত অধিকৃত হইল জানিবে। এবং তাহা মঙ্গলভূতও বটে; কারণ দুঃখের বিনাশকারক। সেই সূত্রান্তর্গত দুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; তন্মধ্যে প্রথমটি (আধ্যাত্মিক দুঃখ) শারীর ও মানস-ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিত্তাদির বৈষম্য-ঘটিত শারীরদুঃখ, মানস-দুঃখ—কামক্রোধাদিজনিত, এই দুঃখদুইটি আস্তব উপায়দ্বারা নিবর্তনীয় হয়; এজন্ত ইহাকে আধ্যাত্মিক বলা হয়। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি হইতে উৎপাদিত, আর আধিদৈবিক—যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতির আবেশ-জনিত, এই দুইটি বাহ্য উপায়দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। সেই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত পুরুষার্থ। আত্মাত্মিক নিবৃত্তি-শব্দের অর্থ নিবৃত্ত-দুঃখের পুনরায় অল্পপ্তি। অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিতে বুঝায় যে দুঃখ-সংস্করণ দুঃখনিবৃত্তি, ইহা নিত্যবস্তু; এজন্ত তাহাকে অর্জন্ত পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। প্রশ্ন—দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্ট বহু উপায় আছে, যেমন শারীর-দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—সদবৈজ্ঞ কৰ্ত্তক নির্ধারিত মহৌষধি প্রভৃতি, মানস-দুঃখ-নিবর্তক স্নান, যুবতী রমণী প্রভৃতি, আধিভৌতিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপকরণ নীতিশাস্ত্রাভ্যাস, দুর্গ-আশ্রয়াদি। আধিদৈবিক দুঃখ-নিবৃত্তির পক্ষে মণিমন্ত্রাদি আছে, এইরূপে লৌকিক উপায় হইতে দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব থাকিতে

কি জন্ত স্খী ব্যক্তি শাস্ত্রসাধ্য বহুজন্ম-সম্পাদনীয় চিন্তা-নিরোধাদিতে প্রবৃত্ত হইবেন? এই যদি বল, তাহাতে শাস্ত্রকার বলিতেছেন—‘ন দৃষ্টার্থ-সিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যাহুভুতিদর্শনাং’ আমরা দুঃখ-নিবৃত্তিমাাত্রকে (পুরুষকাম্য মুক্তি) বলি না, কিন্তু তাহার উৎপত্তির নিবৃত্তিসহিত তাহাকেই পুরুষার্থ বলি। তদ্ব্যতীত ঔষধাদিদ্বারা অবশ্যই শারীরদুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিছু কমিলেও আবার অল্প রোগ হইতে পারে; অতএব ঐকান্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি লৌকিক উপায়ে হয় না, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করে, এজন্ত তাহা অবশ্য আশ্রয়ণীয়—ইহাই মর্মার্থ। ‘বিমুক্তমোক্ষার্থম্’—আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত, কেবল দেহাদির উপর অতিমানহেতু বন্ধনের মুক্তির জন্ত প্রকৃতির জগৎ-সৃষ্টি ‘স্বার্থং বেতি’—পুরুষ ব্রহ্ম সে বিবেকের দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখাইয়াছে স্ততঃ প্রকৃতি-বিষয়ে সে উদাসীনই থাকুক, এইভাবে নিজ উদাসীন রক্ষার্থ এই কারণেও বা। ‘অচেতনত্বপীত্যা’দী দুঃখ স্বয়ং অচেতন—জড় হইয়াও যেমন বৎসের বুদ্ধির জন্ত মাতৃস্তন হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রধান পুরুষের মুক্তির জন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে; ইহাই তাৎপর্য। এই দুইটি সূত্র (বিমুক্তমোক্ষার্থম্, স্বার্থং বা প্রধানম্) দ্বারা জড় প্রধানের স্বতঃ (পুরুষ-প্রেরণা-নিরপেক্ষভাবে) জগৎকর্তৃত্ব সাংখ্যমতে বলা হইল। ‘সা চ’—সেই সাংখ্যস্বতি, নির্বিশয়া—ব্যর্থ হইল।

স্বত্যানবকাশাদিকরণম্,

সূত্রম্—স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাস্বত্যানবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাং ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—‘চেন্’ যদি বল ‘স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি’—সাংখ্যস্বতির বিষয়াভাবরূপ দোষ আসিয়া পড়িল, অতএব বেদান্তবাক্যগুলি ঋত অর্থের বিপরীত অর্থবাচকরূপে ব্যাখ্যাতব্য; এই কথা ‘ন’ তাহা নহে, কি কারণে? ‘অন্তস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গাং’ তাহাহইলে মনুষ্য প্রভৃতি স্বতির—যাহারা বেদান্তাহুসারী ও পরমেশ্বরের একমাত্র জগৎকারণতাবোধক, তাহাদের কি বিষয় হইবে, এই মহান দোষের আপত্তি হইয়া পড়ে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্য—অবকাশস্তাভাবোহনবকাশঃ নির্বিষয়ভে-
তার্থঃ। সমন্বয়ানুরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্বভে-
নির্বিষয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রুতিবিপরীতত্বাৎ তে ব্যাখ্যেয়া ইতি
চেন্ন। কৃতঃ? অস্ত্রোত্যাদেঃ। তথা সত্যাত্মাসাং মন্বাদিস্বতীনাং
বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রহ্মৈককারণতাপরাণাং নির্বিষয়তা মহান্
দোষঃ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্বেষ্বরো জগদ্বৎপত্ত্যাদিহেতুঃ
প্রতিপাত্যে ন তু কপিলোক্তপ্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মতঃ।
“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং
প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তোজাঃ প্রাহুরাসীদ্রমোহদঃ॥ যোহস্মাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ
স্বপ্নোহব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়ম্ভূতভো॥
সোহভিধায় শরীরাত্মাং সিস্কুবিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ
তাসু বীজমবাস্তজং॥ তদগুমভবদ্বৈমং সহস্রাংসুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥” ইত্যাদি।
শ্রীপরাশরশ্চ। “বিষোঃ সকাশাহুতুতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতি-
সংযমকর্তৃসৌ জগতোহস্ম জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভোহুদয়াদূর্ণাং
সমুদ্রস্য বক্তৃতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং প্রসত্যেবং জনার্দনঃ॥”
ইত্যাদি। এতমন্তোহপি। ‘ন চাসাং স্বতীনাং কর্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন
সাবকাশতা। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্ধিমুদিশু ধর্মান্ বিদধতীনাং
তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বুভুঃ। চিত্তশোধকতা চৈবাং
দৃশ্যতে। “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতৌ। যন্তু তেষাং
বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকত্বং কাপি কাপি বীক্ষ্যতেহনুভাব্যাতে চ তদপি
শাস্ত্রবিশ্রান্তোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তম্, “সর্বৈ বেদা যৎ-
পদমামনন্তি” ইত্যাদেঃ “নারায়ণপরা বেদা” ইত্যাদেশ্চ। ন চ
সাংখ্যস্বত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কৰ্ত্তুং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-
প্রতিপাদনাং। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হুপবৃংহণম্। ন চ

তস্মামিদমন্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাংখ্যস্বতিঃ স্বকপোলকল্পিতা
নাশ্বেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। ন চাপ্তব্যপাশ্রয়কল্পনয়া
তৎস্বুতিপক্ষপাতো যুক্তঃ। তত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহুনাং স্বতিষু
বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। স্বত্যো-
বিপ্রতিপত্তৌ সত্যং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্তো নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ
শ্রুতানুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্বতিবলেনাঙ্কেপ্তুন্ স্বতিবলেনৈব
নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্তস্বত্যানবকাশাং দোষোপগ্রাসঃ। যন্তু “ঋষিঃ
প্রসূতং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভক্তি” ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং
তস্মেতি তন্ন। তস্মা অন্যপরত্বাৎ শ্রুত্যর্থবৈপরীত্যবক্তৃত্বাৎ তদ-
ভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি—“যদ্বৈ কিঞ্চন
মনুরবদন্তদ্বৈজম্” ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব
দেবতাপারমার্থ্যধিয়ং প্রাপেতি স্বর্যতে। বেদবিরুদ্ধস্বুতিপ্রবর্তকঃ
কপিলো হুগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতো ন তু
কর্দমোদুতো বাসুদেবঃ। “কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যঃ তত্ত্বং
জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভূয়াদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈ-
বাসুরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্তো
জগাদ হ॥” “সাংখ্যমাসুরয়েহন্ত্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্” ইতি স্মরণাৎ।
তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাশ্রয়াঃ সাংখ্যস্বুতিব্যাখ্যাতা ন দোষঃ॥ ১॥

নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খণ্ডন—

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘অনবকাশ’-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভা অর্থ দেখাইতে-
ছেন—অবকাশের (বিষয়ের) অভাব অনবকাশ অর্থাৎ নির্বিষয়তা,
বেদান্ত-বাক্যগুলির ব্রহ্মে তাৎপর্যের অনুরোধে ব্রহ্মপরত্ব বলিলে
সাংখ্যদর্শন বিষয়হীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতির কারণতাবোধক
বাক্যগুলিরও যদি ব্রহ্মপরত্ব বলা হয়, তবে সাংখ্য-দর্শনের বিষয়
কিছুই থাকে না, অতএব সে সব বাক্য ব্রহ্মপর নহে, তাহার বিপরীত
অর্থে তাৎপর্য করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, এই যদি বল, তাহা নহে;

কেন? উত্তর—অন্ত স্বতীতি—মহু প্রভৃতির বাক্যের স্থল থাকে না, অথচ ঐ মহাদিবাক্য বেদান্তের অঙ্গগত, ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা-প্রকাশক তাহার নিব্বিষয় হইলে অত্যধিক দোষ হয়, সেই সকল স্বতিতে পরমেশ্বরকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে কিন্তু কপিল-বর্ণিত প্রকৃতিকারণতাবাদ তাহাতে সঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে শ্রীভগবান্ মহু বলিতেছেন—‘আসীদিদং তমোভূতং...সর্বলোকপিতামহঃ’ প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্ধকারে বিলীন ছিল, অজ্ঞাত ও লক্ষণহীন হইয়াছিল। তমঃ কিপ্রকার? অপ্রতীক—অনির্বাচ্য, বিজ্ঞানের অযোগ্য, মনে হয় যেন সকলবস্তু নিদ্রিত আছে। তদনন্তর স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, পূর্বসিদ্ধ চিহ্নিত ও বীৰ্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীহরি তমোহুদ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি তখন স্বয়ং অব্যক্ত থাকিয়া এই পঞ্চ মহাভূতাদিকে ব্যক্ত করিলেন। যে শ্রীহরি ইন্দ্রিয়াতীত, অজ্ঞেয়, সূক্ষ্ম অতএব অব্যক্ত, নিত্যপুরুষ, ষাহার মধ্যে চেতন-জড়াত্মক নিখিল বিশ্ব গ্রস্ত হইয়া আছে, তমঃশক্তি-সমন্বিত তর্কের অগোচর সেই তিনি নিজেই কার্যরূপে ব্যক্ত হইলেন। তিনি ‘বহু হইবার জ্ঞান’ সম্বল করিয়া নানাপ্রকার জীব সৃষ্টির অভিপ্রায়ে নিজ শরীর হইতে অর্থাৎ তাদৃশ তমঃ হইতে প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন, পরে তাহাতে সকল বস্তুর উপাদানকারণ স্বরূপ বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজই সূর্য্যাসম তেজোময় সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্তলোকের পিতামহ। বিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—‘বিষ্ণোঃ সকাশাত্ভূতং...গ্রসত্যেবং জনাৰ্দ্ধনঃ’ শ্রীহরি হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে অবস্থিত। এই জগতের পালন ও প্রলয়ের কৰ্ত্তা ঐ শ্রীহরি। জগৎও তিনি, অর্থাৎ তাহার বহিরঙ্গ। যেমন উৰ্গনাভ (মাকড়সা) নিজ হৃদয় মধ্যে অবস্থিত উৰ্গাস্ত্র মুখদিয়া বাহির করে এবং তাহার জাল বিস্তার করিয়া তাহা লইয়া বিহার করে, পরে আবার সেই উৰ্গাস্ত্রকে গ্রাস করে। এইরূপ জনাৰ্দ্ধন নিজ তমঃশক্তি দ্বারা স্ব-মধ্যে অবস্থিত জগৎকে অভিভাব্য করিয়া তাহা লইয়া লীলা করেন, আবার তাহাকে ধ্বংস করেন। ইত্যাদি স্বতিবাক্য এবং অন্তান্ত স্বতিবাক্যের কি উপায় হইবে? যদি বল,

এই সকল স্বতিবাক্য কৰ্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদিত যাগযজ্ঞাদি বিষয়কে পুষ্ট করিয়া চরিতার্থ, একথাও বলা চলে না, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের অন্তর্কুল চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঐ সকল স্বতি ধর্মবিধান করিতেছে। অতএব জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি-সাধনেই তাহাদের প্রবৃত্তি। কিরূপে ঐ সকল স্বতি চিত্তশোধনার্থ প্রবৃত্ত, তাহাও দেখা যাইতেছে—যথা ‘তমেতং বেদানুবচনেন’ সেই এই পরমেশ্বরকে বেদ-ব্যাখ্যা দ্বারা জানিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে চিত্তশুদ্ধি-জনক কার্যগুলিকে শ্রীহরি-জ্ঞানের সোপান বলা হইয়াছে। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদি ফলের কথা বলা আছে—যথা ‘কারীর্ধ্যা বৃষ্টিকামো যজ্ঞত’ বৃষ্টি চাহিলে কারীর্ষী যাগ করিবে, ‘পুত্রেষ্ঠ্যা পুত্রকামো যজ্ঞত’ পুত্রাভিলাষে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে। ‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ’ স্বর্গলাভ-কামনায় যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রী হইবে—ইত্যাদিবাক্যে ধর্মের ফল বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে এবং বেদ বা শ্রীহরি সেই সেই ফল যজমানকে পাওয়াইয়াও দিতেছেন, তবে কৰ্ম্মকাণ্ডের কেবল চিত্তশোধকত্ব বলি কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলা হইতেছে, তাহাও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বরবাক্য শ্রুতিগুলির দৃঢ়তা স্থাপনাভি-প্রায়ে। শ্রুতি ও স্বতিও সেই কথা বলিতেছেন, শ্রুতি যথা—‘সর্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি’ সকল বেদ যে জ্ঞেয় বস্তু শ্রীহরিকেই পুনঃপুনঃ নির্দেশ করিতেছেন। ভাগবত-স্বতিবাক্য যথা ‘নারায়ণপরা বেদাঃ’ সমস্ত বেদেরই শ্রীনারায়ণে তাৎপর্য্য। কিন্তু সাংখ্যস্বতি হইতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রতিপাদন দ্বারা উপবৃংহণ করা বা সূক্ষ্মীকরণ সম্ভব নহে; যেহেতু সাংখ্যস্বতি অনেক শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়াছে। উপবৃংহণ শব্দের অর্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সূক্ষ্মীকরণ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদ-নিরাস দ্বারা স্থাপন। সাংখ্যস্বতিতে তো সেই বেদার্থের উপবৃংহণ নাই। অতএব সাংখ্যস্বতি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিত বিধায় অশ্রদ্ধেয়—অপ্রমাণ; এইজন্য তাহার নির্বিষয়তা বা ব্যর্থতা দোষভয়ে আমরা ভীত নহি। আর সাংখ্যশাস্ত্রের আপত্ত্য ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। তাহা হইলে আপত্ত্যরূপে (প্রমাণরূপে শ্রদ্ধেয়বচন-রূপে) বর্ণিত গৌতমাদি বহু মূনির স্বতিবাক্য যে গুলি বিভিন্ন বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদায়েও পক্ষপাত রাখিতে হয়, কলে বাস্তব

তত্ত্বের অনির্দারণ-দোষ আসিয়া পড়ে। যদি বল, কোন স্মৃতি ব্রহ্ম-প্রতি-
পাদক আবার কোনও অপর তত্ত্বের প্রতিপাদক তথায় দুইটি স্মৃতির
বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধের পরিহার কিসে হইবে? তাহার উত্তর—এই
শ্রুতির বিরোধবশতঃ অনাস্থ্যতার জন্ত অজ্ঞ কেহ তত্ত্ব নির্ণয়ের কারণ
হইবে না, ইহাই মীমাংসা। অতএব শ্রুতির অমুসারিণী স্মৃতিই আদরণীয়।
যে সকল প্রতিবাদী স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য লইয়া আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ
করিতেছেন, তাহাদিগকে স্মৃতিবাক্য দ্বারাই নিরস্ত করিব। এই অভিপ্রায়েই
সূত্রকার ‘অজ্ঞস্মৃতির বৈয়র্থ্য’ আপত্তি দিয়া দোষের উপশাসন করিয়াছেন।
তবে যে স্মৃতিবাক্যেরোপনিষদ—‘ঋষিঃ প্রসূতং কপিলং...বিভক্তি’ কপিল ঋষি
উৎপন্ন হইয়াছেন; যে পরমেশ্বর সেই ঋষিকে সৃষ্টিকালে জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ
করিয়াছেন। এই বাক্য দ্বারা তাহার আপত্তি অর্থাৎ প্রামাণ্য প্রতিপাদন
করিতেছে, তাহার কি হইবে? উত্তর—তাহা নহে, সে শ্রুতিবাক্যের অর্থ
অজ্ঞরূপ। যথা ‘যঃ’—যে পরমাত্মা, ‘অগ্রে’—সৃষ্টির আরম্ভে, উৎপন্ন ‘ঋষিঃ’
ব্রহ্মাকে, স্থিতিকালে ‘প্রসূতং’ প্রসূত তাঁহাকে ‘জ্ঞানৈঃ’—ত্রেকালিক জ্ঞান-
দ্বারা পুষ্ট করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। কপিল শ্রুতির
প্রতিপাদিত অর্থের বিপরীত অর্থ বলায় তাহার আপত্তি (শ্রদ্ধেয় বচনত্ব)
নাই। কিন্তু মহুর আপত্তি তৈত্তিরীয় শ্রুতিবিদগণ ঘোষণা করিতেছেন—
‘যদৈ কঞ্চন মহুরবদং তদভেষজম্’ মহুর বাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা
জীবের সংসার-রোগের ঔষধ। শ্রীপরাশর মুনির আপত্তি প্রমাণিত আছে—
যেহেতু পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ মুনির অহংগ্ৰহেই তিনি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন
—ইহা স্মৃত হয়। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রচারক কপিল একজন অগ্নিবংশজাত
জীব বিশেষ, তিনি মায়ায় বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্দ্দম
মুনি হইতে উৎপন্ন বাসুদেবের অংশাবতার নহেন। কথিত আছে ‘বাসুদেব
নামক কপিল ব্রহ্মাদি দেবগণকে ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণকে, সেইপ্রকার
আত্মার মুনিকেও বেদার্থদ্বারা স্পষ্টীকৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেদার্থপূর্ণ সমস্ত
সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর বেদার্থ-বিরুদ্ধ কৃতকপরিপূর্ণ অজ্ঞ
সাংখ্যশাস্ত্র অজ্ঞ কপিল অপর আত্মরিকে বর্ণন করেন, অতএব এই উভয়
কপিল এক নহে। অতএব বেদবিরুদ্ধতার জন্ত অপ্রমাণীভূত এই সাংখ্যস্মৃতির
ব্যর্থতা বা নিরবকাশতা কোন দোষাবহ নহে ॥ ১ ॥

সূত্রম্। টীকা—স্বতানবকাশেতি। অজ্ঞস্বতানবকাশেতি। অবকাশঃ
স্থানমর্থ ইতি যাবৎ। অতঃ শ্রুতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিন্ধে
বস্তনি বিকল্পো যুক্তঃ। তস্মাৎ প্রধানাহুগুণেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যঃ
সংপ্রতীতিতাবঃ। যৈবম্। কৃতঃ? অজ্ঞস্বতীত্যাং। আশীদিতি। ইদং জগৎ
পূৰ্ণং তমোভূতং তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদৃক্ তম ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি।
অতন্তমসঃ স্বয়ম্ভূতিনিত্যঃ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণো হরিঃ ব্রহ্মোজ্ঞাঃ পূৰ্ণসিদ্ধ-
চিহ্নভির্বাধ্যঃ তমোহুদঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্বভূতময়ঃ নিগীর্ণনিখিলচিদচিৎ-
প্রপঞ্চতমঃ শক্তিকঃ অচিন্ত্যস্তুর্কাগোচরঃ। তাদৃশত্বে শ্রুত্যেকগম্য ইত্যর্থঃ।
স্বয়ং স্বশক্তোকসহায়ঃ। ইতি অভিধায় বহু স্তামিতি সংকল্পাৎ। স্বাৎ
শরীরাত্ সিস্থস্কুরিতি জগৎসৃষ্টলীলানিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। শরীরাত্তাদৃশাত্তমসঃ।
বিশ্ফোরিতি শ্রীবৈষ্ণবে। তয়া উর্গয়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাধিষ্ণোরব
প্রপঞ্চজন্মাদিস্মৃতিরতশ্চেতন এব তদ্বৈতত্বঃ। তথা চ স্মৃতোপরিবোধে শ্রুত্যহুগতা
স্মৃতিঃ প্রমাণম্। আসামিতি মন্বাদিস্মৃতীনাম্। চিন্ত্তুক্তিমিতি। কথায়-
শক্তিঃকর্মাণীত্যাং স্মৃতেঃ। এষাং ধর্ম্মাণাম্। তেষাং ধর্ম্মাণাং বৃষ্টাদিফলং
যচ্ছৃযতে যচ্চ ফলং দত্ত্বা তথৈবাহুভাব্যতে বেদেন হরিণা বা তৎ খলু
তদ্বিশ্বাসার্থমেব বোধ্যম্। সাংখ্যস্মৃতেবেদাহুসারিত্বং দৃশ্যতী ন চেতি। তস্মাৎ
সাংখ্যস্মৃতে। স্বকপোলকল্পিতা স্বধীবৈভবরচিতা। ন চেতি। তত্ত্বেনাপ্তয়েন।
বহুনাং গোতমাদীনাম্। নষেবং মাতুং মন্বাদিস্মৃতিপক্ষপাতোহপীতি চেতন্ত্রাহ
স্মৃত্যোক্ষেতি। আক্ষেপ্তুং প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিণ্যম ইতি শাস্ত্রকৃতামহু-
সন্ধিবচনম্। যদ্বিতি। যন্তাবদগ্রে সর্গাদৌ জায়মানমুখিং ব্রহ্মাণং স্থিতি-
কালে প্রসূতং জ্ঞানৈস্ত্রেকালিকৈর্বিভক্তি পুষ্যাতি তমোশ্বরং পশ্বেদিত্যর্থঃ।
ঋষিঃ কীদৃশং কপিলং কনকপ্রভম্। তদভাবাচ্ছেতি আপত্ত্যবিরহাদিত্যর্থঃ।
মনোরিতি। মহুরনীষেতি স্মৃত্য তু ভগবদবুদ্ধিত্বং তন্তোক্তম্। শ্রীপরাশরো হীতি।
পরান্ বাহুকুতর্কান্ য আশ্ৰণোতি নিরস্ততি প্রমাণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি।
ভগবদ্বিষয়কবাস্তবজ্ঞানসাধনাত্ম্যমিত্যর্থঃ। স্মৃত্যতে শ্রীবৈষ্ণবে। “কপিলো
বাসুদেবাত্মা” ইতি পাণ্ডে। তস্মাদিতি। উক্তশ্রুতেচ্চতুর্থপথত্বাৎ সাংখ্য-
প্রবক্তৃঃ কপিলশ্চ বেদবিরোধিত্বে স্মৃতিলাভাচ্চ তৎস্মৃতিরনাপ্তবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকাভুবাদ—স্বতানবকাশদোষেত্যাং স্মৃতি—‘অজ্ঞস্বতানবকাশদোষ-
প্রসঙ্গাৎ’ ইতি—অবকাশ শব্দের অর্থ স্থান বা বিষয় পর্য্যন্ত তাহার অভাব

অনবকাশ। ‘অতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া’—জগৎকারণ যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাহাতে বিকল্প যুক্তিযুক্ত নহে, এক্ষণে প্রধানের আত্মকুলোই বেদান্তবাক্যগুলি-ব্যাখ্যাতব্য—ইহাই অভিপ্রায়। —একথা বলিতে পার না, কি জ্ঞাত? উত্তর—অন্ত স্বতির বৈয়র্থ্যদোষ হইয়া যায়। ‘আসীদিদং তমোভূতম্’ ইত্যাদি মন্ত্র বাক্যের অর্থ—ইদম্—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, পূর্বং তমোভূতম্—সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকারে বিলীন ছিল। কিরূপ তমঃ? তাহা বলিতেছেন—অপ্রতর্ক্যম্—যাহা তর্কের অগোচর। ততঃ—তদনন্তর স্বয়ম্ভূঃ—নিতাপুরুষ, ভগবান্—যেই স্বর্ঘ্যে পূর্ণ শ্রীহরি, বৃত্তোজাঃ—পূর্বসিদ্ধ চিহ্নাক্রুরূপ বীর্ষ্যশালী, তমোভূতঃ—প্রকৃতির প্রেরক হইলেন। তিনি সর্বভূতময়ঃ—যিনি নিখিল চিৎ ও জড়াত্মক বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে, তাদৃশতমঃশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্যঃ—তর্কের অগোচর, সেইরূপ হইলেও একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য—এই তাৎপর্য। স্বয়ং—নিজ-শক্তিকেই মাত্র সহায় করিয়া, ইতি অভিধায়—‘আমি বহু হইব’ এই সঙ্কল্প লইয়া, নিজ শরীর হইতে সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই উক্তি তাঁহার জগৎ-সৃষ্টির লীলানিত্য সূচনা করিবার জ্ঞাত। নিজ শরীর অর্থাৎ অপ্রতর্ক্য অলক্ষণ সেই তমঃশক্তি হইতে। ‘বিষ্ণোঃ সকাশাদুভূতম্’ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত। তয়া—উর্ণাসূত্রদ্বারা, এই শ্লোকে বলা হইল তমঃ-শক্তি (মায়া শক্তি) সম্পন্ন চেতন বিষ্ণু হইতেই (জড় প্রকৃতি হইতে নহে) বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিত্যাদি। অতএব চেতন বস্তুই জগতের সৃষ্টাদির কারণ। তাহা যদি হইল, তবে দুই স্বতির পরস্পর অসামঞ্জস্য হইলে শ্রুতির অসঙ্গতি স্বতীই প্রমাণ হইবে। ‘আসাং স্বতীনাম্’—এই মন্বাদি স্বতিগুলির সাবকাশতা বা সার্থকতা বলিতে পার না, কেননা, চিন্তাশুদ্ধি-মুদ্রিত্যাদি—চিন্তাশুদ্ধির অভিপ্রায়ে সেগুলি বর্ণিত, ‘কষায়শক্তিঃকর্মণি’ কর্ম সকল (অগ্নিহোতাদি) চিন্তাশুদ্ধির শক্তি এই স্বতিবাক্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ‘চিন্তাশোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে’ এষাং—ধর্মকর্মগুলির। ‘যন্তু তেষাং’ ইত্যাদি, তেষাম্—ধর্মকর্মগুলির যে বৃষ্টি প্রভৃতি ফল শাস্ত্রে শ্রুত হয় এবং যে ফলদান করিয়া বেদ বা শ্রীহরি যজ্ঞমানকে তাহা ভোগ করান, তাহা সেই যজ্ঞমানের শাস্ত্রে বিশ্বাসোৎপাদনের জ্ঞাত জানিবে। সাংখ্যস্বতি বেদান্তগত, ইহা দৃষিত করিতেছেন—‘ন চেতাদি’ বাক্য-দ্বারা। ‘ন চ’ তন্ত্রামিদমন্তি তন্ত্রাম্—সেই সাংখ্যস্বতিতে। ইহা স্বকপোল-

কল্পিতা অর্থাৎ স্বকীয় বুদ্ধিশক্তিদ্বারা রচিত। ‘ন চাপ্তব্যাপাশ্রয়াদিত্যাদিত্বেন ব্যাখ্যাতানামিতি’ ত্বেন—আপ্তরূপে, শ্রুতবচনরূপে বা প্রমাণরূপে। ব্যাখ্যাতানাং—প্রসিদ্ধ গৌতমাদি বহু মূনির। প্রম—আচ্ছা বেশ, মন্বাদি স্বতির উপরও পক্ষপাত বা শঙ্কা না হউক, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন ‘স্বতোশ্চ বিপ্রতিপত্তৌ’ দুই স্বতির বিভিন্ন উক্তিদ্বারা বিরোধ ঘটিলে—‘স্বতিবলেনা-ক্ষেপ্তুন্’ স্বতিবাক্যের সাহায্যে প্রতিবাদীদিগকে, নিরাকরিত্যামঃ—নিরস্ত করিব, এই বলিয়া সূত্রকার অন্ত স্বতির নির্বিষয়তাপত্তি দেখাইয়া দোষের উপস্থাপন করিলেন। ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়সূচকবাক্য। যন্তু ‘ঋষিং প্রসূতং কপিলম্’ ইত্যাদি বাক্যের সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থ—যিনি সেই সৃষ্টির আদিতে জায়মান ঋষি ব্রহ্মাকে (স্থিতিকালে প্রসূত তাঁহাকে) জ্ঞানৈশ্বর্যাদি দ্বারা বিভর্তি—পুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে। কৌদৃশ সেই ঋষি? উত্তর—কপিলং—স্ববর্ণের মত জ্যোতির্ময়। ‘বৈপরীত্যবকৃত্য’ তদভাবাচ্ছ—শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথা বলায় তাঁহার আপত্তি নাই এইজ্ঞাত। ‘মনোরাপ্তবৃত্ত’ ইত্যাদি—‘মহর্ষনীষা’ এই স্বতিদ্বারা তাঁহার ভগবানে বুদ্ধির নিবেশ বলা হইয়াছে, অতএব আপত্তি। শ্রীপরশরঃ—পরশর শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যিনি পরকে অর্থাৎ বাহু-কূতর্কগুলিকে, আশ্রণোতি—নিরাস করিতেছেন প্রমাণ ও তর্কশতদ্বারা তিনিই পরশর। ‘দেবতাপারমর্থাধিয়ম্’—অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক যে পরমার্থবোধ তাহা যথার্থ পাইয়াছেন ইহা ‘স্বধ্যতে’—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জানা যায়। ‘কপিলো বাহুদেবাখ্যঃ’ ইত্যাদি বচন পদ্যপুরাণোক্ত। ‘তস্মাদ্ বেদবিরুদ্ধতয়া’ ইত্যাদি ‘ঋষিং প্রসূতং কপিলম্’ ইত্যাদি শ্রুতি চতুস্মুখ ব্রহ্মতাৎপর্যবোধক এই কারণে আর সাংখ্যশাস্ত্র-রচয়িতা কপিলের যে বেদবিরোধিতা তদ্বিষয়ে স্বতিবাক্যও যখন রহিয়াছে, তখন তাহার স্বতি (দর্শন) অপ্রমাণ এই অর্থ। ১।

সিদ্ধান্তকথা—বর্তমানে অবিরুদ্ধাখ্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভাস্কর্য্যর শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। সেই সর্বেশ্বর, প্রভু, ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার অভীষ্ট বস্তুর প্রদাতা হউন। যিনি স্বদর্শন চক্রদ্বারা উত্তরার গর্ভস্থিত ধার্মিক পরীক্ষিকে অশ্রদ্ধামার অন্তর্য্যভাবে যোজিত ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা বিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ সমস্ত বেদশাস্ত্র শিরোধার্য্য করায়

শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বা ভগবদ্ধৰ্মবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি হউন।

এই মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় অর্থে পাওয়া যায় যে, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন প্রভু, যিনি নিখিল কুমতের নিরাসক, তিনি আমার রক্ষক হউন। যিনি স্বরচিত বেদান্তসূত্ররূপ সূদর্শন দ্বারা শ্রুতাত্মগত বেদান্তকে প্রতিবাদিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত দোষ-সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন, এবং সকলের দৃষ্ট যুক্তি-তর্ক নিরসন পূর্বক পরমতত্ত্ব নির্ণয়সহকারে উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাক্যরূপে শ্রীহরিই যে বেদান্তের একমাত্র বাচ্য অর্থ, অস্ত্র কিছু নহে, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আমার শরণ্য হউন।

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তের সমুদয় বাক্যগুলিই ব্রহ্মে সমন্বয় নিরূপণ-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতি, তর্ক প্রভৃতির বিরোধ পরিহারার্থ প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব-নিরূপক-বাদসমূহের দোষ প্রতিপাদন পূর্বক সৃষ্টাদি-বিষয়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যই যে এক-তাৎপর্য্যপর, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমেই স্মৃতিবিরোধ উত্থাপিত হইতেছে যে, কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, সমস্ত জগতের কারণরূপে পরমেশ্বরকেই বেদান্তবাক্যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় এই যে, যদি ঐ সমন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তু কপিল ঋষিকেও শাস্ত্রে প্রামাণিক পুরুষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কপিলের প্রধানের জগৎকারণতাবাদ-বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ ভাস্ক্রে ও টীকায় দ্রষ্টব্য। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আপ্ত পুরুষ কপিলের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তের বিরোধ না ঘটে, সেইরূপ ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। আবার প্রধানের কারণতাবাদ স্বীকার করিলে, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে যে ব্রহ্মের কারণতাবাদ আছে, তাহার উপপত্তি হয় না, তাহাও নহে। এই সকল পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি বল, সাংখ্যস্মৃতির অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্যতা দোষ আসে, অর্থাৎ সার্থকতা থাকে না, সুতরাং বেদান্তের অর্থগুলি অগ্ররূপে ব্যাখ্যা করা উচিত, তদন্তরে বলা যায়, না, তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে অগ্র স্মৃতির অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এ-স্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, একদিকে যেমন সাংখ্যস্মৃতি প্রকৃতিকারণতা-বাদ স্থাপন করিয়াছেন, অত্রদিকে মন্বাদি স্মৃতি ব্রহ্মেরই একমাত্র জগৎ-কারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীভগবান্ মহু ‘আসীদিং তমোভূতং’ শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও তদ্রূপই বলিয়াছেন, —“বিষ্ণোঃ সকাশাদ্ভূতং”। কেহ যদি বলেন, ঐ সকল স্মৃতি কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদিত যাগযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বলা চলে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ের অহুকূলে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঐ সকল স্মৃতি ধর্ম-বিধান করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি সাধনই তাহাদের বিষয়। যদি বল, ঐগুলি যখন স্পষ্টভাবেই কর্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে, তখন তাহাদিগকে চিত্তশোধক কি প্রকারে বলা যায়? তদন্তরে বক্তব্য, ঐ সকল শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বর, যিনি সর্বকল-প্রদাতা, সেই তত্ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলির প্রতি দৃঢ়তা স্থাপনের অভিপ্রায়েই স্মৃতি ও স্মৃতি ঐরূপ বলিয়াছেন, যেমন পাওয়া যায়—“সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি”, শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—“নারায়ণপরা বেদাঃ”। পরন্তু সাংখ্যস্মৃতি অনেক স্মৃতিবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং স্মৃতি-বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারের আপ্তত্ব স্বীকার করিলে গৌতমাদি বহু মুনির বাক্যগুলি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। স্মৃতিত্বের পরস্পর বিরোধ হইলে, যে স্মৃতি স্মৃতির অহুসরণ করে, তাহাই আদরণীয়। তবে যে স্বৈতান্বতর “ঋষিং প্রসূতং কপিলং” বলিয়াছেন, উহার অর্থ অগ্রপ্রকার। এ-স্থলে ‘ঋষি’ শব্দে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পরন্তু কপিল স্মৃতি-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাহার আপ্তত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং তাহার বাক্যও শ্রদ্ধার বিষয় নহে। মহুর ও পরাশরের আপ্তত্ব প্রমাণিত আছে। আরও এককথা—বেদবিরুদ্ধ মতপ্রচারক কপিল একজন অগ্নিবংশজ মায়াবদ্ধ জীববিশেষ; কিন্তু কার্দ্দমেয় কপিল ভগবদবতার বাসুদেবের অংশ। তিনি যে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। তাহাই প্রকৃত সাংখ্য-শাস্ত্র। পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—“কপিলো বাসুদেবাত্ম্যঃ”। সুতরাং বাসুদেবাত্ম্য ভগবদবতার কপিলই আপ্তপুরুষ, আর স্মৃতিবর্ণিত ঋষি—ব্রহ্মা, সুতরাং সেই নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্য।

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের মর্মেণ্ড পাই, “ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নামই স্মৃতি বা তন্ত্র, কপিলের স্মৃতি মানিতে গেলে মন্ত্ৰ, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনের স্মৃতি অমান্য করিতে হয়, স্মৃতিত্ব পুরস্পর-বিরোধী হইলে স্মৃতি শ্রুতির অমুসারিণী, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।”

জৈমিনি তাঁহার রচিত পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একস্মৃতির সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে সেই শ্রুতিবিরোধী স্মৃতি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি বিরুদ্ধ না হইয়া অমুকূল হয়, তাহা হইলে, প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনিবাক্যেও পাওয়া যায়,—

“শ্রুতিমাতা পৃষ্টা দিশতি ভগবদাধানবিধিং
যথা মাতুর্কাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাচ্চা যে বা সহজনবহাস্তে তদমুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর! ভবানেব শরণম্”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মথাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরাং জ্ঞানং বাসুদেবপরাং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।
স এবৈদং সমর্জ্যাগ্রে ভগবানাস্থমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ শুণময্যাহগুণো বিভূঃ” (ভাঃ ১।২।২৮-২৯)

বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, অগ্রে কিছুই ছিল না, আদিপুরুষের ইচ্ছামাত্র জল, জল হইতে পৃথিবী উদ্ভূত হইল। “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ” “আপো বা অর্কস্তত্তদপাং” “সোহকাময়ত” “স ঐক্ষত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য। শ্রীপরাশর, মন্ত্ৰ প্রভৃতি স্মৃতিকারও—বিষ্ণু হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা মূল ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। শ্রীব্যাসদেব শ্রীভাগবতেও ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“যতপি সাংখ্য মানে ‘প্রধান’—কারণ।

জড় হইতে কতু নহে জগৎ সৃজন।

নিজ ‘সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি’ প্রধানে।

ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নিস্মাণে।” (আদি—৬।১৮-১৯)

সুতরাং বিভিন্ন শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণে শ্রীবিষ্ণুই জগতের একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, ইহা প্রমানিত। কপিলের বেদবিরুদ্ধ, স্বকপোল-কল্পিত প্রকৃতি-কারণতাবাদ স্বীকার্য্য নহে, ইহাতে তাহার আপত্ত্যের অস্বীকার হইলে কোন দোষ হয়না।

শ্রীমদ্ জীবগোষামিপাদ তাঁহার সর্বসংবাদিনীর অন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভেও লিখিয়াছেন,—

“যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্মাস্তত্র বলাবলং বিবেচনীয়ম্, তচ্চ শাস্ত্রগতং বচন-গতঞ্চ; পূর্বং যথা”,—

“শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী” ইত্যাদি। বচন-গতঞ্চ যথা—শ্রুতি-লিপ্ত-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ভল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষণং (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪) ইত্যাদি, নিরুক্তানি চৈতানি—

“শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিপ্তম্

বাক্যং পদান্তেব তু সংহতানি।

সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা” ইতি

তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্ত্যসিদ্ধা ইতরবাক্যাস্ত্র বলবদ্ব্য-ক্যাহুগতোহর্থশ্চিন্তনীয়ঃ।

ইদং প্রতিপাত্ত্যচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদ্রব্যং ব্যাখ্যাতং “অচিন্ত্য্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি দর্শনেন; চিন্ত্যত্বে তু যুক্তিরপ্যব-কাশং লভতে; চেল্লভতাং ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদশ্রুতৈব প্রামাণ্যম্। তদ্বক্তং শঙ্করশারীরকেহপি—

“আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তত্ত্ব যথাদৃষ্টং সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি নিয়মোহস্তু।” (ব্রহ্মসূত্রীয় শাক্তব্রাহ্মম্ ২।২।৩৮)

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাত্তং যত্তদলৌকিকত্বাদচিত্তামেব ভবিষ্যতি, তস্মিন্স্থেষ্টিব্যো তত্প্রকৃমাভিঃ সর্বেষামপ্যুপরি যত্পপত্ততে তদেবোপাস্তমিতি।

অর্থং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্ক্যন্তরপক্ষং দর্শয়তি—তত্র চ বেদশব্দশ্চেতি (১২)। ‘সংপ্রতি কলৌ অপ্রচরজপক্ষেন দুর্মেধক্ষেণ চ দুস্পারজাৎ’।

উপসংহরতি—‘তদেবং বেদজং সিদ্ধম্’ ইতি (১৬) অতএব স্মৃত্যানবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১) ইতি চেৎ ?—

“নাগাস্মৃত্যানবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ” ইত্যনেন ত্রায়েনাপ্যত্র স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপত্ততি।”

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের স্থপিত্তবিসয়-নিরূপণে এই ব্রহ্মসূত্র উদ্ধারপূর্বক তাঁহার অহুতাগ্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

“জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতানি যে চ ভিদাং” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—

“ইতোহপি জ্ঞানং ন স্বকরম্, উপদিষ্টামপি ভ্রমবাহল্যাদিত্যাহ— ‘জনিমসত’ ইতি। জগতো জনিমুৎপত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বদন্তি। অসত এব ব্রহ্মহস্তোৎপত্তিং যে চ পাতঞ্জলাদয়ঃ। সতএবৈকবিংশতিপ্রকারস্ত হুঃখস্ত মৃতিং নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ। উত অপি যে চ সাংখ্যাদয় আত্মনি ভিদাং ভেদঞ্চ। যে চ মীমাংসকা বিপণ্য কৰ্মফলব্যবহারম্। সত্যং স্মরন্তি বদন্তি। তে সর্বে আকুপিতৈরারোপিতৈর্ভ্রমৈরোপদিষ্টান্তি ন তদ্বদন্ত্য। ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’। ‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি’ ‘অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ’ ‘অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ’ ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বাবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবদিত্যাदि শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রম্—ইতরেবাঞ্চানুপলক্ষেঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—‘ইতরেবাঞ্চ’ এবং সাংখ্যদর্শনোক্ত অত্র সকল তত্ত্বের কথা, ‘অনুপলক্ষেঃ’—বেদে পাওয়া যায় না ; এজন্ত সেই সাংখ্যস্বৃতির আশ্রয় নাই। সে সকল তত্ত্ব, যথা—পুরুষ বহু, তাহারা চিন্মাত্র স্বরূপ, তাহাদের সংসার-বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করে। সেই বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই, পুরুষের নহে। সর্বেশ্বর বলিয়া কোন পুরুষ নাই ইত্যাদি কথা বেদবিরুদ্ধ ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরেবাঞ্চ সাংখ্যস্বৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেহ-নুপলম্ব্যন্তস্তা নাপ্তবম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব কুরোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। সর্বেশ্বরঃ পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্তামেব দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অত্র সব সাংখ্যস্বৃতি-বর্ণিত পদার্থের বেদে অদর্শনহেতু সাংখ্যস্বৃতির প্রামাণ্য নাই। সেই বেদবিরুদ্ধ পদার্থ সমুদয় যথা—পুরুষ (আত্মা) বিভূ-বিশ্ব্যাপক, বহু, চিন্মাত্র-স্বভাব। তাহাদের বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করিয়া থাকে। সেই বন্ধমোক্ষ আবার প্রকৃতির, পুরুষের নহে। সর্বেশ্বর পুরুষবিশেষ নাই। কাল বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশেষ, ইত্যাদি পদার্থ সাংখ্যস্বৃতিতেই দেখা যায়, অত্র নহে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেবামিতি। এতন্তু পরিষ্টাদ্ধিস্কৃতিভাবি : প্রাকৃত্যবিত্তি। প্রকৃতেবেব তৌ ন তু পুংস ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—ইতরেবামিত্যাदि সূত্রে নির্দিষ্ট-বিষয় পরে প্রশ্নুট হইবে। ‘প্রাকৃতে’—অর্থাৎ প্রকৃতির—দেহাদির সেই বন্ধমোক্ষ, আত্মার নহে ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-স্বৃতিতে বর্ণিত অত্র বিষয়সমূহও বেদে উপলব্ধ হয় না অর্থাৎ পাওয়া যায় না, অতএব সাংখ্যের মত স্বীকার্য নহে।

আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মও পাই,—“মহু প্রভৃতি অত্র স্বৃতি-গ্রন্থ-প্রণেতাদিগের গ্রন্থেও কপিল-বর্ণিত তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না ; মহু

যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। মনু সপক্ষে বেদও বলেন—“যদু বৈ কিঞ্চন মনুরবদং তদু ভেষজম্” কিন্তু কপিল যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মনু উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং কপিলকেই ব্রাহ্ম বলিতে হইবে। কপিলের মতের সঙ্গে বিরোধ হয় বলিয়া, বেদান্তের অর্থ পারভ্যাগের কোন কারণ নাই।”

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহুত্যায়ে পাই,—

“বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যসূত্ৰিতে একরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই কারণেও উক্ত সাংখ্যসূত্ৰিকে ‘অনাপ্ত’ বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—“পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ চিন্মাত্র ও বিত্ব; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্তা। ‘বন্ধ’ ও ‘মোক্ষ’,—উভয়ই প্রাকৃত। সর্বোত্তম বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। ‘কাল’ তত্ত্বই নহে। “প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি”—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যসূত্ৰিতে দেখা যায়।”

শ্রীমদ্ভাগবতে যে দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে,—“স্বয়ম্ভু নারদঃ শঙ্কঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ” ইত্যাদি তন্মধ্যে দেবহুতি-নন্দন কপিল এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্মের তত্ত্ববেত্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই ভগবদবতার বাসুদেবাখ্য কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রই যেমন শ্রুতি-সম্মত; সেইরূপ স্বায়ম্ভুব মনুর বিচারও বেদাহুগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদাহুগ সূত্ৰিই গ্রাহ্য। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যমত স্বীকার করিলে মনু প্রভৃতি মহাজনের স্মৃতি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন,—

“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।

যো জাগর্তি শয়ানেহস্মিন্ নাশ্বং তং বেদ বেদ সঃ।”

(ভাঃ ৮।১।২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“চেতয়তে বিশ্বং চেতনীয়রোতি বিশ্বং কর্ণং যং ন চেতয়তে অস্মিন্ বিশ্বস্মিন্ শয়ানে স্থপ্তে স্বপ্তিপ্ৰলয়গতেশ্চ সতি যো জাগর্তি যস্মিন্শ্চ

যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্তীতি প্রক্ৰমোক্ষেপলকং তদ্বাদয়ং বিশ্ববর্তী জনন্তং ন বেদ। স চ হরিবিমং বেদ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে মনুর বাক্যে আরও পাই,—

“ঐহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসম্ভতে।

আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেহহু তম্।”

(ভাঃ ৮।১।১৫)

অর্থাৎ আত্মলাভপূর্ণ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বেচ্ছাদি-কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা তাহার অহুসরণ করেন, তাহারাইও বদ্ধ হন না।

তৎপরবর্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন,—

“তমীহমানং নিরহঙ্কতং বুধং

নিরাশিষং পূর্ণমনস্ত্রচোদিতম্।

ন ন শিক্ষয়ন্তং নিজবস্তুসংস্থিতং

প্রভুং প্রপত্তেহখিলধর্ম্ভাবনম্।” (ভাঃ ৮।১।১৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

“অহঙ্ক প্রভুং নামবিশেষবাহুর্জেনান্যাপি প্রভুং “যেন চেতয়তে বিশ্বম্” ইতি প্রক্ৰমোক্তৈশ্চৈতন্তং প্রভুং ভগবন্তং তং প্রপত্তে। কীদৃশং? তং প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঐহমানং কাময়মানং যথাক্তে তত্ত্বান্তমীহন্তে তথাসাবপি স্বমীহতে আত্মারামতাদিত্যভাবঃ। নিরহঙ্কতং সর্বোত্তমং ইত্যহঙ্কারশূন্যম্। অনন্তচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্টং যদ্বিজবস্তু স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং চিরকালব্যবধানাং বিলুপ্তং, তং ন ন শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণাদিনেতি শেষঃ। অখিলমন্যান্ ধর্ম্মং তত্ত্বিযোগং ভাবয়ত্যাভিভাবয়তি প্রবর্তয়তি বা তম্” ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—মনু সাংখ্যস্বত্যা বেদান্তা ব্যাখ্যাতুং ন যুক্তাঃ। তস্তা বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগস্বত্যা তু ব্যাখ্যেয়াস্তে। বেদান্তার্থানাত্মিত্য তস্তা বর্ণিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রোতঃ। “তাং যোগমিতি মন্তুস্তে স্থিরামিশ্রিয়ধারণাম্”। “বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কুংস্রম্” ইত্যাদিষু কঠাদিশ্রুতিষু যোগবিষয়কবহুলিঙ্গলাভাৎ।

“ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” ইত্যাদিষাসনাদিযোগাঙ্গাভিধানাচ্চ । তেন যোগেন জগদুৎসৃঃ পরিজিহীষু রূপতমো ভগবান্ পতঞ্জলিঃ স্মৃতিং নিববন্ধ । “অথ যোগানুশাসনম্, যোগশ্চিন্তনবৃত্তিনিরোধঃ” ইত্যাদিভিঃ । সমন্বয়বিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষ্যে স্মৃতির-নবকাশা স্মাদ্ যোগপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ । মন্বাদিস্মৃতীনাম্ তু ধর্ম্মাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেৎ । তস্মাদযোগস্মৃত্যেব ন তুচ্ছ-সমন্বয়ানুগত্যা তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—সাংখ্যস্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা যেন উচিত নহে, যেহেতু সাংখ্যস্মৃতি বেদান্তশাস্ত্র-বিরুদ্ধ । কিন্তু পাতঞ্জল যোগস্মৃতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করা তো যাইতে পারে, কারণ বেদান্ত-প্রতিপাদিত অর্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহা বর্ণিত এবং যোগশাস্ত্র শ্রোত—শ্রুতানুগত । যেহেতু কঠাদি শ্রুতিতে যোগের কথা বলা আছে, যথা—সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগবিদগণ যোগ বলিয়া মনে করেন । নচিকেতা আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিল । ইত্যাদিভাবে বহু যোগবিষয়ক ধর্ম্ম তাহাতে পাওয়া যায় এবং ‘ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরম্’ তিনরূপে শরীরের উর্দ্ধভাগকে সম রাখিয়া ইত্যাদি শ্রুতিতে আসনাদি যোগাঙ্গের কথা বলা আছে । সেই যোগদ্বারা দুঃখী জগৎকে উদ্ধার করিবার মানসে অতি প্রামাণিক ভগবান্ পতঞ্জলি যোগ দর্শন রচনা করিয়াছেন । যথা—‘অথ যোগানুশাসনম্’ এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্য্যন্ত যোগানুশাসন অধিকৃত হইল এবং ইহা মঙ্গলফল-নিষ্পাদক । পরে ‘যোগশ্চিন্তনবৃত্তিনিরোধঃ’ বলিয়া যোগের লক্ষণ বলিলেন । সমন্বয়ের অবিরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে এই পাতঞ্জল-দর্শন বার্থ হইবে ; যেহেতু তাহাতে কেবল যোগমাত্রের প্রতিপাদন হইয়াছে । কিন্তু মন্বাদিস্মৃতির ধর্ম্মোপবৃংহণ দ্বারা সার্থকতা বা সবিসয়তা আছে, অতএব যোগস্মৃতির অনুগতরূপেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যেয়, ব্রহ্মে সমন্বয়ানুসারে নহে, এইরূপ পূর্বপক্ষবাদীর আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যোগস্মৃতিং নিরাকর্ষমবতারয়তি নম্বিতি । অতিদেশস্বারেহ পৃথক্ সঙ্গতিঃ । তামিতি । ইন্দ্রিয়াণামৈকাগ্রালক্ষণাং ধারণাং

যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্বন্তে । যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি বক্তৃমিতি শব্দ ইতি ভাবঃ । বিদ্যামিতি । এতৎ ব্রহ্মবিদ্যাং যোগপ্রকারঞ্চ মে মন্তো যমাম্ভিকেকেতা লক্কো ব্রহ্মপ্রাপ্তোহভূদিতি শেষঃ । ত্রিকল্পতমিতি ব্যাখ্যাস্ততে । তেন যোগেনেতি । ইহ তৎশব্দেন যোগপরামর্শমিদৌ যোগশব্দেনৈব তৎ-পরামর্শঃ প্রাচাং রীতেরহুবাদঃ । এবমগ্রত্ চ বোধ্যম্ । অথোক্তান্ত্যর্থঃ । অথ-শব্দোহধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ । যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ । অহুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈরিত্যানুশাসনম্ । তদযোগানুশাসনমাশাস্ত্রপূর্ত-রধিকৃতং বোধ্যমিতি । কো যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোগশ্চিন্তেতি । অন্ত্যর্থঃ । চিন্তস্ত নির্মলসত্ত্বপরিণতিরূপস্ত যা বৃত্তয়োহঙ্গানি ভাবপরিণতিরূপান্তাসাং নিরোধো বহিস্মুখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তমুখতয়া প্রতিলোমপরিণত্যা স্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাক্ষায়ত ইতি । সমন্বয়েতি । এষা স্মৃতিঃ পাতঞ্জলী । ধর্ম্মাবেদনয়েতি । কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেনেত্যর্থঃ । এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ এতেনেতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর যোগদর্শন খণ্ডনার্থ অব-তারণা করিতেছেন,—নহু ইত্যাদি আক্ষেপদ্বারা । এই সূত্রটি সাংখ্যদর্শনের অতিদেশ বাক্য ; সেজন্ত ইহাতে আর পৃথক্ সঙ্গতি বিচারণীয় নহে । ‘তাং যোগ-মিতি মন্বন্তে’ সেই ধারণাকে যোগবিদগণ যোগ বলিয়া মনে করেন, যেহেতু যোগশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তাহাই অগবত হওয়া যায় । যথা—যোজনাং অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির একপ্রবণতারূপ ধারণ হইতে যোগবিদগণ তাহাকে যোগ এই নামের নামী মনে করেন । যথোক্ত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্তা, ইহা বলিবার জন্য ‘যোগমিতি’ এই ইতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এই অভিপ্রায় । কঠোপনিষদে বর্ণিত বহু শ্রুতিতে যোগ-সম্বন্ধে বহু জ্ঞাপক বিষয় পাওয়া যায় । যথা ‘বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎসনম্’ এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার আমা হইতে অর্থাৎ যম হইতে নচিকেতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে । এখানে ‘অভূৎ’ ক্রিয়া পদটি পূর্ণীয় । ‘ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরম্’ এই শ্রুত্যংশটি পরে ব্যাখ্যাত হইবে । ‘তেন যোগেন’ ইতি—এখানে তেন পদে তদ্ শব্দদ্বারা যোগের বোধ হইলেও পুনশ্চ যোগেন বলিয়া যোগশব্দদ্বারা যোগের বোধন প্রাচীনদের রীতি অনুসারে, ইহা অনুবাদ (উক্তের পুনরুক্ত) মাত্র ।

এইরূপ অল্প স্থলেও জানিবে। ‘অথ যোগানুশাসনম্’ এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—অথ শব্দের অর্থ অধিকার এবং মঙ্গল। যোগের অনুশাসন, যোগ যুক্তি বা সমাধি অর্থে। অনুশাসন—ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যাহা দ্বারা অনুশিষ্ট হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়। লক্ষণ, বিভাগ, উপায় ও ফলদ্বারা তাহা যোগানুশাসন পদের অর্থ—এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্যন্ত যোগানুশাসন অধিকৃত জানিবে। যোগ কাহাকে বলে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিবোধঃ’ ইহার অর্থ—চিন্তা শব্দের অর্থ বজঃ, তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট নির্মল সমস্তগুণের পরিণতি, তাহার যে বৃত্তি সমুদয় অর্থাৎ অঙ্গ (অংশ) ভাবপরিণতিস্বরূপ, তাহাদের নিবোধ—বহিস্থুখী পরিণতির বিচ্ছেদ পূর্বক অন্তস্থুখী বৃত্তিবশতঃ বিপরীত ক্রমে পরিণতি দ্বারা নিজ কারণে যে লয় তাহাকে যোগ বলা হয়। সমন্বয়বিবোধেন ইত্যাদি—এষা—এই পাতঞ্জল স্মৃতি। ধর্মাবদনয়া—কর্মকাণ্ড প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্মৃতিকরণদ্বারা—এই অর্থ। ‘এবং প্রাপ্তে’ এই পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে, তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন—‘এতেন’ ইত্যাদি।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—‘এতেন’—সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারাই ‘যোগঃ’ যোগস্মৃতিও ‘প্রত্যুক্তঃ’ প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। কেননা, সেই যোগস্মৃতিরও সাংখ্যস্মৃতির মত বেদান্তবিরুদ্ধতা আছে ॥ ৩ ॥

পতঞ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগস্মৃতির খণ্ডন—

গোবিন্দভাষ্যম্—এতেন সাংখ্যস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা। তস্মাচ্চ তদ্বদবেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশা যোগস্মৃত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেষু বেদান্তসারিমত্বাদিস্মৃতে-নির্বিষয়তা স্মাদতন্তর্যা তে ন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। ন চ বেদান্তা-বিরুদ্ধা সা বক্তুং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্র কারণম্।

ঈশো জীবাস্চ চিতিমাত্রাঃ সর্বের বিভবঃ। যোগাদেব হুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ, ইত্যাদি তদ্বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং, চিন্তবৃত্তিরিত্যাदीনাং তদ্বক্তার্থানাং তেষুপলম্ব্যত। তত্র তে হুঃখাস্তস্যামেবাস্তেব্যাঃ। তস্মাদ্বেদান্তবিরুদ্ধত্বায়া যোগস্মৃতেবৈয়-র্থ্যাদোষান বিব্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাপ্তং। যন্তু বেদান্তবেদান্তমীশ্বর-জীবোপায়োপেয়যাধ্যাত্ম্যং তদ্ব্যপ্যুপরি ব্যক্তীভবিষ্যদীক্ষ্যম্। এবং সতি ত্রিকল্পতমিত্যাদাবাসনাদিযোগাঙ্গবিধানং “তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্” ইত্যাদৌ চ সাংখ্যাदिशकाভ्याং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যৎ দৃষ্টং তৎ কিল বৈদিকাদনুদেব গ্রাহম্। ন হি প্রকৃতিপুরুষাত্মতাপ্র-ত্যয়েন জ্ঞানেন তদ্বক্তেন যোগবত্মনা বা মোক্ষো ভবেৎ। “তমেব বিদিহ্যতিমৃত্যুমেতি” “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবর্বীত” “এতদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোহমৃতো ভবতি” ইত্যাদি প্রতিভাঃ। কিঞ্চ যোহংশোহনয়োরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোহংশঃ পরিহীয়তে। যদ্ব্যপোষ পরেশনিষ্ঠঃ। “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ধা”, “ক্লেশ-কর্মবিপাকাশয়ৈরপবাসমুঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” ইত্যাদি সূত্রপ্রণয়-নাৎ। তথাপি মোহাদেবং জজ্ঞল্লেনি বদন্তি। গোতমাদয়োহপি বিমোহিতা বিরুদ্ধানি মতানি দধুঃ। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্ততি। বিজ্ঞানং বিমোহঃ কচিৎ সার্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়া হরের্মায়য়া কচিৎ তস্মৈচ্ছয়েবার্থাস্তরপ্রযুক্তয়া বোধ্যঃ। ঈশ্বরাত্মভূতপগমেন শঙ্কাধি-ক্যান্ডগ্নিরাসার্থোহধিকরণাতিদেশঃ। হিরণ্যগর্ভকুতাপি যোগস্মৃতির-নেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। যেহেতু সেই যোগস্মৃতিও সাংখ্যস্মৃতির মত বেদান্তবিরুদ্ধ। বেদান্তবিরুদ্ধ যোগস্মৃতিদ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে বেদান্তসারী মত প্রভৃতি স্মৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে; অতএব সেই যোগ-স্মৃতিদ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে, ইহাই তাৎপর্য। তদ্বিত্তি যোগস্মৃতিকে

বেদান্তের অবিরোধী বলিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহাতেও প্রধানকেই স্বতন্ত্র কারণ বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও জীব চিন্নাত্ন, সকলেই বিভূ। যোগ হইতেই দুঃখনিবৃত্তিরূপ-মুক্তি—ইত্যাদি যোগশাস্ত্রের উক্তি-সমস্তই বেদান্তের বিরুদ্ধবিষয়-প্রতিপাদক। তদভিন্ন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই প্রমাণগুলি—চিন্তাবৃত্তি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে উক্ত পদার্থগুলি বেদান্তে উপলব্ধ হয় না। এই যে সব বিষয় পাতঞ্জল দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে, এগুলি সাংখ্যদর্শনে অনুসন্ধান করিলে পাইবে অতএব উভয়ের ঐক্য। সুতরাং বেদান্তবিরুদ্ধ যোগসূত্রের বৈয়র্থ্যদোষ হইতে আমাদের ভয় নাই। আর যাহা কিছু অপর দোষ যেমন আপ্তত্বাভাব প্রভৃতি সে সবও সাংখ্যদর্শনের মতই। আর যে বেদান্ত হইতে জ্ঞেয় ঈশ্বরের, জীবের, উপায়ের, উপেষের যথার্থ স্বরূপ, তাহা পরে পরে ব্যক্ত হইবে, জানিবে। এমতাবস্থায় ‘ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরম্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের বিধান হইয়াছে এবং মুক্তির উপায় সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে জাতব্য ইত্যাদি বাক্যে যে সাংখ্য-যোগশাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বেদান্ত জ্ঞান ও ধ্যান হইতে অন্য প্রকার জানিবে। কারণ ঐ সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ জ্ঞানদ্বারা অথবা পতঞ্জলি-বর্ণিত যোগমার্গদ্বারা মুক্তি হয় না। যেহেতু শ্রুতিগুলি অন্তরূপ মুক্তির উপায় বলিতেছেন—যথা ‘তমেব বিদিত্বা...সোহমৃতো ভবতি’। সেই পরমেশ্বরকে জানিলেই সংসার অতিক্রম করে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। তাঁহাকে জানিয়া মনন, ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্মকে ধ্যান করে, কীর্তন করে, ভজন করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে। আর এক কথা—সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে যে যে অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ, যেমন প্রকৃতি হইতে অন্তরূপে মহাদির উৎপত্তির নাম সর্গ, বিপরীতক্রমে লয়ের নাম প্রতিসর্গ, প্রাকৃত অংশের অসম্পর্কের নাম পুরুষের বিশুদ্ধি, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুষ্ঠান ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, ইত্যাদি সেগুলিতে আমাদের কোন আকোশ নাই কিন্তু বিরুদ্ধ-অংশ পরিত্যক্ত হয়। যদিও পতঞ্জলি ঈশ্বর মানেন দেখা যায়, কারণ তাঁহার সূত্রেই আছে যথা—‘ঈশ্বরপ্রাণিদানাদ্’ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধি হয় এবং সমাধির ফল মুক্তিও সিদ্ধ হয়। আবার ঈশ্বরের লক্ষণেও তিনি

বলিয়াছেন যথা ‘ক্লেশকর্ম্মবিপাকশয়ৈরপরাযুগ্ধঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ’ যিনি অবিজ্ঞাদি পঞ্চক্লেশ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মনিচয়, বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মের পরিণাম উৎকৃষ্ট নীচাদি জাতি, আয়ু, ভোগ, আশয়, কর্ম্মের বাগনা (সংস্কার) সেগুলি দ্বারা কোন কালেই সংযুগ্ধ নহেন, সেই পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর-পদবাচ্য। ইত্যাদি সূত্র-রচনা হেতু আপাততঃ ঈশ্বরবাদী মনে হইলেও মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছেন, এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। গোতম (ন্যায়দর্শন-কর্ত্তা) কণাদ (বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা) প্রভৃতিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন; সেগুলিরও নিরাকরণ সূত্রকার পরে করিবেন। সেই সব বিজ্ঞ দর্শনকারের বিভ্রান্তি কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের উপর সর্বজ্ঞতাভিमानে বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীহরির মায়াবশতঃ, কখনও ভগবদ্ভিচ্ছায় অর্থাস্তর-বিষয়ক জানিবে। যোগদর্শন ঈশ্বরাদি স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আরও বেদান্তবাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-বিষয়ে সন্দেহাধিক্য হইতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই সূত্রটিদ্বারা সাংখ্য-দর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইলেন। হিরণ্যগর্ভ-রচিত যোগসূত্রিও এই অধিকরণদ্বারা নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ এতেনেতি। যোগসূত্র-পীতি। যমনিয়মাত্মজ্ঞানযোগপ্রমাণভূতাপীতি ভাবঃ। অস্তাঃ সেশ্বরত্বেপি কুটিলকাপিলযুক্তিজ্ঞানজ্ঞানবিলিখুতেন প্রধানস্বাতন্ত্র্যাত্মকৈবৈদিকসিদ্ধান্তানু-গত্যা পরেশানিরূপণাচ্চোপেক্ষ্যসাবিতি তন্নিরাসায়াতিদেশোহয়ম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষাদীতি। পতঞ্জলিনা কপিলমহামৃত্য চিন্তাস্ত পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পনিব্রামৃত্য ইতি। তাস্থ প্রমাণরূপায়াশ্চিন্তবৃত্তেলক্ষণ-মুক্তম্। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতি। ন হেতে চিন্তবৃত্তিষ্মে বেদেষু-পলভ্যন্তে। চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং খলু মনোবজ্জীবন্ত করণং তেষুপলভ্যতে। অনুমানমপি জ্ঞানমেব তস্তু তৈরভ্যুপগম্যতে। আগমশ্চ শব্দ এব নভোগুণঃ। বেদলক্ষণঃ শব্দস্ত ভগবন্তিঃস্মিতমেব। তস্তু বা এতস্তু নিঃস্মিতমেতদ্যদ্বৈদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্যায়স্বতী চ জ্ঞানবিশেষাবাব ন তু চিন্তবৃত্তী। চিন্তা খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রোতঃ পশাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুসোহ-ভ্যুপগতম্। দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপগম ইতি তৎসূত্রাত্ম। দৃশ্যমাত্রশ্চিহ্নাত্মঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ মাত্রশব্দেন ধর্ম্মধর্ম্মিভাবনিরাসঃ। স শুদ্ধোহপি

পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোহপি প্রত্যাহ্বপশুঃ বিষয়োপরন্তে বুদ্ধিতত্ত্বৈ সন্নিধি-
মাত্রেন ব্রহ্মং ভজতীত্যর্থঃ। তচ্চৈতদবৈদিকং বেদে ধর্ম্মিষ্মেন তন্ত
নিরূপণাদিতি। অন্তচ্চ প্রাথম্যাদিতি। ন চাপ্তব্যাপাশ্রয়েতাদিপূর্বাধিকরণো-
ক্তমত্রাপি বোধ্যমিত্যর্থঃ। স্বত্বিতি। ঈশ্বরসাধাধ্যায় বেদান্তেষু দৃষ্টম্ অবি-
চিন্ত্যাত্মশক্তির্নিত্যানন্দচিহ্নগ্রহো মধ্যম এব বিভূর্নিত্যাদিষ্টানপার্বদ-
ব্রাজমানো নিত্যাসংখ্যকল্যাণগুণঃ স্বাক্ষরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্বায়ত্ত-
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞাত্বপ্রবেশনিয়মনকুং স্বসঙ্কলেনৈব অবিলক্ষণজগদ্রূপঃ স্বয়মবিকারী
ভজনানন্দহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ। জীবসাধাধ্যায় জ্ঞানরূপো জ্ঞানাদিগুণকঃ
পরমাণুজীবোহরিবৈমুখ্যাদ্বন্ধঃ তৎসামুখ্যাত্ম মোক্ষপ্রাপ্তীত্যেতৎ। উপায়-
সাধাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞানপূর্বকং হৃদ্যপাসনমেব মোচকমিত্যেতৎ। উপেষ-
সাধাধ্যায় দুঃখাত্মনিবৃত্তিপূর্বকমানন্দব্রহ্মসন্দর্শনমিত্যেতদ্বিতি। তদ্বক্তেন
তৎস্মৃত্যুক্তেন। কিঞ্চেতি। তদ্ব্যনান্য ক্রমেণ সর্গো ব্যুৎক্রমেণ প্রতিসর্গঃ।
প্রাকৃত্যংশস্তান্মর্শঃ পুংসাং বিভূক্তিঃ। যমনিয়মাদিযোগাঙ্গক্রম ঈশোপাস্তি-
কলহেতুরিত্যাদি যোঃশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধঃ সোহস্মাভিঃ স্বীকৃত্যেতৎ।
বিরুদ্ধোহংশস্ত্যজ্ঞাতে। স চ স্মৃট এবত্যর্থঃ। যত্নপীতি। এষ পতঞ্জলিঃ।
ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরস্ত প্রাণধানাত্মশিন্ ভক্তিবিশেষাং সমাধিস্তৎফলক
সিধ্যতীতি সুগমোপায়োহয়মিত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ কিংস্বরূপ ইত্যাহ ক্লেশেতি।
ক্লিষ্টভ্যাবিরতিবিজ্ঞাদয়ঃ ক্লেশাঃ কৰ্ম্মাণি বিহিতপ্রতিবিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্যন্ত
ইতি বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ কৰ্ম্মফলানি আফলবিপাকাং চিত্তভূমৌ শেষত
ইত্যশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাত্তৈজস্বি কালেষু অপরাযুটোহসংসৃষ্টঃ পুরুষ-
বিশেষ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। অগ্রেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্টত ইতি বিশেষঃ।
ঈশ্বর ঈশনশীলঃ। সঙ্কল্পমাত্রেনৈব নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থঃ। গৌতমা-
দয়োহপীত্যাদিনা কণভূকপ্রভৃতেগ্রহণম্। বিজ্ঞানামিত্যাদি। কচিৎসাদি-
শাস্ত্রে। হরেষায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞস্বভাঃ ক্রতো প্রতীতানর্থানগ্রথা
কল্পয়ন্তঃ স্বকপোলকল্পিতান্ সিদ্ধান্তান্ প্রকাশয়ন্তি তে হি কিল হরেষায়য়া
বিমৃতাঃ সন্তস্তথা জল্পন্তীতি ক্রতীন্তারিদ্ধতি। কাঠকে পঠ্যতে—
“অবিজ্ঞানমন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতস্বভবানাঃ। দংষ্ট্রম্যমানাঃ
পরিযন্তি যুতা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্ষা” ইতি। অন্ত্যর্থঃ। অবিজ্ঞান-
মন্তরে অজ্ঞানগর্ভে বর্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতস্বভবানাঃ

সর্বশাস্ত্রনিপুণা বয়মিত্যভিমানিনঃ দংষ্ট্রম্যমানাঃ অতিকুটিলামনেকবিধাং
মতিং গচ্ছন্তঃ। স্মৃটার্থমগ্রং। মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠন্তি—“ন তং বিদাথ য ইমা
জ্ঞান অগ্রদৃশ্যাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্লাচ্চাহতপ
উক্খশাসশ্চরন্তি” ইতি। অন্ত্যর্থঃ। হে জল্লাস্তার্কিকাঃ হে উক্খশাসঃ
কর্ম্মঠাঃ যুয়ং তং ন বিদাথ ন জানীথ। তং কন্ম ইত্যপেক্ষ্যাহ—যো
হরিরিমাঃ প্রজাঃ জ্ঞান উৎপাদয়ামাস। কুতো ন জানীমন্তত্রাহতাদিতি।
যুয়াকমন্তরং চিত্তমগ্রদ্বিপরীতং বভূব। কেন তদবৈপরীত্যমভূতত্রাহ
নীহারেণেতি। তমসাহজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। অতো ভবন্তোহপি অস্মতৃপশ্চরন্তি
প্রবর্তন্ত ইতি। কচিৎস্বিতি পাতঞ্জলাদিশাস্ত্রে। তন্ত্বেচ্ছয়েতি। তেনা-
শেধাধিকারিণাং হরৈরিচ্ছয়া বিমোহঃ সৃচিতঃ। স চ কচিৎস্বিসিদ্ধান্ত-
পরিহারকঃ কচিৎস্বীলাপোষকশ্চ বোধ্যঃ। নহ ব্রহ্মণা কৃতয়া যোগস্মৃত্যা
বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ সন্ত স খলু সর্ববেদবিদ্বদ্যা ইতি চেত্তত্রাহ হিরণ্যেতি।
সোহপি তদিচ্ছয়া বিমোহিতস্তথা জল্পন্তেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—‘যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা’ ইতি—যদিও সেই স্মৃতি
যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত,
তথাপি এই অভিপ্রায়—এই যোগস্মৃতি সেশ্বর বাদ হইলেও কুটিল
কপিলোক্তিরূপ জঘাল (শৈবাল) দ্বারা বিলিপ্ততা-নিবন্ধন, প্রধানের
স্বাতন্ত্র্যভাবে সৃষ্টিকারণতার সমর্থন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে পরমেশ্বরের
অনিরূপণহেতু উহাও উপেক্ষণীয়। এই অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মত
প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া অতিদেশ করিলেন। আর এক কথা—প্রত্যক্ষাদি
ইত্যাদি—পতঞ্জলি সাংখ্যস্মৃতি অনুসরণ করিয়া চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন,
যথা—প্রমাণ, বিপর্যাস, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। তাহাদের মধ্যে প্রমাণরূপা
চিত্তবৃত্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—‘প্রত্যক্ষানুমানাং প্রমাণানি’ প্রত্যক্ষ, অনুমান
ও শব্দ—এগুলি প্রমাণ (প্রমাজ্ঞানের কারণ)। কিন্তু বেদে প্রত্যক্ষাদিকে
চিত্তবৃত্তিরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে না। সেখানে দেখা যায়—চক্ষুঃ,
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের মত জীবের জ্ঞানের
করণ। অনুমানও জ্ঞানবিশেষ, ইহা তাহার প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছে।
এবং আগম—ইহা শব্দই, তাহা আকাশের গুণ, কিন্তু বেদাত্মক শব্দ ভগবানের
নিঃশাস। যেহেতু ক্রতি আছে—“তন্ত বা এতন্ত নিঃশসিতমেতদ……

সামবেদ" ইতি। সেই এই পরমেশ্বরের নিঃশাসস্বরূপ এই স্বগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ ইত্যাদি। বিপর্যায় (সন্দেহ, ভ্রম) ও স্মৃতি—এগুলি জ্ঞানবিশেষ, চিন্তের বৃত্তি নহে। কেননা, শ্রুতি-সিদ্ধান্তে আছে—চিন্ত (অন্তঃকরণ) কেবল জ্ঞানকে প্রকাশ করে, আর এক কথা—পুরুষ (আত্মা) জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, যথা তদীয় সূত্র 'দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্রঃ' দ্রষ্টা—পুরুষ, দৃশ্যমাত্রঃ—কেবল চিন্মাত্র, মাত্র-শব্দের দ্বারা এই ধর্মধর্মিভাব নিরাকৃত হইল। সেই পুরুষ শুদ্ধ, পরিণামহীন, নির্বিকার এজন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ—স্বরূপেস্থিত হইলেও 'প্রত্যয়ানুপশ্রঃ' শব্দাদি-বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতে তিনি সন্নিবিষ্টমাত্রে দ্রষ্টব্য প্রাপ্ত হন। ইহাও বৈদিক নহে, যেহেতু বেদ ধর্ম্মরূপে আত্মাকে নির্দেশ করিয়াছে, ধর্ম্মস্বরূপে নহে। 'অন্যচ্চ প্রাপ্তং'—আর অন্য বাহা কিছু সে সকলও সাংখ্য স্মৃতির মত অর্থাৎ আপ্তব্য-পরিহারাদি পূর্বাধিকরণগোক্ত তাহাও এখানে জানিবে। 'যন্তু বেদান্তবেত্তা.....যাথাহ্যং'—যাথাহ্যং ঈশ্বরের যথার্থস্বরূপ—বেদান্তে দৃষ্ট হয়, সেই যাথাহ্য চারি প্রকার, বেদান্তের প্রতিপাত্য—যথা ঈশ্বর-যাথাহ্য, জীব-যাথাহ্য, উপায়-যাথাহ্য ও উপেয়-যাথাহ্য। তন্মধ্যে ঈশ্বর-যাথাহ্য যথা বেদান্তে বর্ণিত আছে—যেমন অচিন্তনীয় আত্ম-শক্তিসম্পন্ন, নিত্যানন্দ চিহ্নগ্রহ, ইনি মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট হইলেও বিভূ, নিত্যাবিষ্টানসম্পন্ন পার্শ্বদগণের মধ্যে বিরাজমান, নিত্য অসংখ্য কল্যাণ-গুণধারী, নিজের অরূপা শ্রী-সমন্বিত, নিজের অধীনস্থিত প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণকারী, নিজ সঙ্কল্পমাত্রেই স্বভিন্ন জগদাকাশে পরিণত, স্বয়ং নির্বিকার, ভক্তের ভজনানন্দদাতা ঈশ্বর, ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ। জীব-যাথাহ্য যথা—জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন পরমাণু পরিমাণ, শ্রীহরির বিমুখতা হইতে বদ্ধ হয়, আবার ঈশ্বর-সামুখ্য-বশতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয়;—এই তব। উপায়-যাথাহ্য যথা—তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক শ্রীহরির উপাসনা ইহাই মুক্তির উপায়, ইহা উপায়-যাথাহ্য। উপেয়-যাথাহ্য—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিপূর্বক আনন্দময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার, —ইহাই উপেয়-স্বরূপ। 'তত্ত্বজ্ঞেন যোগবান্ধবা'—সেই পাতঞ্জল-স্মৃতি-বর্ণিত যোগমার্গ দ্বারা। 'কিঞ্চ যোগশোহনয়োরিত্যাदि'—সর্গ অর্থাৎ তত্ত্বগুলির মহাদাক্রমে উৎপত্তি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয় যথা—বিপরীতক্রমে

(শেষ কার্যের পূর্ববর্তী কারণে লয়ক্রমে) কার্যের কারণে লয়। প্রাকৃতাত্ম্যের অসম্বন্ধই পুরুষের বিভূক্তি। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলির ক্রমিক অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফলের কারণ ইত্যাদি যে যে অংশ বেদান্তের সহিত অবিকল্প তথায় তথায় বর্ণিত আছে, সে সব আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিকল্প অংশ ত্যাগ করি। তাহা স্পষ্টই আছে। 'যতপি এষঃ'—এই পতঞ্জলি, 'ঈশ্বর প্রণিধানায়া' এই সূত্রে—ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ তাঁহার উপর ভক্তি বিশেষ হইতে সমাবি ও মুক্তি সিদ্ধ হয়; অতএব এই উপায় অতি স্বগম এই তাৎপর্য। অতঃপর ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহা বলিতেছেন—'ক্লেশকর্ম্মেতি' সূত্র দ্বারা। যাহার দ্বারা জীব কষ্ট পায়, তাহাকে ক্লেশ বলে, ক্লেশ পাঁচপ্রকার—অবিজ্ঞা, অজিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত, নিষিদ্ধ ও মিশ্রিত কর্ম্ম। বিপাক শব্দের অর্থ—যাহা কর্ম্মের ফলরূপে পরিণত হয়, সেই কর্ম্মফল; যথা জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। ফল-পরিণাম যাবৎ না হয় তাবৎ 'চিত্ত-ভূমিতে' নিলীন থাকে বলিয়া আশয়ের নাম বাসনা বা সংস্কার, সেই অবিজ্ঞাদি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালেই অসংস্পৃষ্ট—অনাক্রান্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। অজ্ঞান আত্মা হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য আছে, এইজন্ত বিশেষ বলা হইল। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ন্তা, প্রভু। সঙ্কল্পমাত্রেই যিনি সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। 'গৌতমাদয়ঃ'—এই পদদ্বারা কণাদ প্রভৃতিরও গ্রহণ জানিবে। 'বিজ্ঞানামিত্যাदि'—কচিৎ-মায়াদিশাস্ত্রে, হর্যেয়ায়া—শ্রীহরির মায় দ্বারা। যাহারা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিয়া শ্রুতিতে বোধিত অর্থগুলিকে অন্তরূপে কল্পনা করিয়া স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তাঁহারা শ্রীহরির মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই প্রকার জল্পনা করেন। শ্রুতি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কাঠকোপনিষদে পঠিত হয়—“অবিজ্ঞানমন্তরে.....যাথাহ্যং।” ইহার অর্থ—অজ্ঞানগর্তে স্থিত অথচ নিজেকে প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত মনে করেন অর্থাৎ—‘আমরা সকল শাস্ত্র জানি’ এই অভিমানের বশীভূত হইয়া কেবল দত্ত করেন, অতি কুটিল অনেক প্রকার মতলব প্রাপ্ত হইয়া অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের মত মূঢ়গণ অজ্ঞান-গর্তে পতিত হইয়েন। অজ্ঞ অংশ স্পষ্টই আছে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন ‘ন তং বিদাথ.....উকথশাস্ত্রশ্রুতি।’ ইহার অর্থ—জন্মাঃ—ওহে তাকিকগণ! হে উকথশাস্ত্রঃ—কন্দিগণ! তোমরা সেই

পরমেশ্বরকে জান না। তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীহরি যিনি এই সকল প্রজাকে উৎপাদন করিয়াছেন। কেন আমরা তাঁহাকে জানি না, তাহার কারণ বলিতেছেন—‘অন্তদ্ যুগ্মাকমন্তরং’ তোমাদের চিত্ত বিপরীত হইয়াছে। কি কারণে বিপরীত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—‘নীহার্ণেণ প্রাবৃত্তা জলান্ধাঃ’ নীহার অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা আবৃতমতি, অতএব তোমরাও অন্ধত্বপূর্ণ—প্রাণের তর্পণকারী হইয়া প্রবৃত্ত আছ। ‘কচিৎ তন্ত্বেচ্ছ্যৈব’ কচিৎ-পাতঞ্জলাদিদর্শনে। তন্ত্বেচ্ছ্যা—সেই শ্রীহরির ইচ্ছায় অশেষ অধিকারীদিগের বিমুক্ততা হয়, ইহা স্মৃতিত হইতেছে। সেই বিমোহন কোন স্থলে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের পরিষ্কারক, কখনও বা লীলার পোষক জানিবে। প্রশ্ন—ব্রহ্মা কর্তৃক প্রণীত যোগস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত-বাক্য ব্যাখ্যা করা যাউক না, যেহেতু তিনি সমস্ত বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, অতএব অতি আশু, প্রমাণ পুরুষ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘হিরণ্যগর্ভ-কৃতাপীতাদি’—হিরণ্যগর্ভ ও শ্রীহরির ইচ্ছায় বিমোহিত হইয়া সেইরূপ জলনা করিয়াছেন—এই অভিপ্রায়ঃ ৩।

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এইরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, আচ্ছা, সাংখ্যস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তদনুসারে বেদান্তের ব্যাখ্যা না হউক, কিন্তু পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র তো শ্রুতির অঙ্গগত; কারণ কঠাদি বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুলক্ষণ ও প্রমাণাদি দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যথা—“তাং যোগমিতি মন্ত্বে” (কঠ ২।৩।১১) “বিজ্ঞামেতাং যোগবিধিক” (কঠ ২।৩।১৮); “ত্রিগুণতং স্থাপ্য সমং শরীরং” (শ্বেতাশ্বতর ২।৮); “তং কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং” (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩); ইত্যাদি। অতএব পূর্বোক্ত সম্বন্ধ পরিহার করিয়া ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষির রচিত যোগস্মৃতির অঙ্গগতরূপেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা হউক, পূর্বপক্ষীয় এইরূপ আক্ষেপের স্মীমাংসার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা যোগস্মৃতিও বেদবিরুদ্ধ। সেই বেদবিরুদ্ধ যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে বেদান্তগ মতাদি-স্মৃতিসকল একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, সে কারণ যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। যোগস্মৃতি যে

সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা বেদবিরুদ্ধ, তাহা ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, সাংখ্যের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রধানের স্বতন্ত্র জগৎকারণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আরও—ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে উভয়ই চিন্মাত্র ও বিদু; যোগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বহু বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তে যেরূপ ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপায়ের যথার্থস্বরূপ প্রতিপাদিত, যোগস্মৃতিতে সেরূপ বর্ণন নাই অধিকন্তু আসনাদি যোগাঙ্গ-বিধান ও মুক্তির উপায়রূপে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বর্ণিত জ্ঞান ও ধ্যান বেদবিহিত নহে, তাহা অন্ত প্রকারই। শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “তমেব বিদিত্বাভিমুখ্যমেতি” (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮); “তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুরীত ব্রাহ্মণঃ”—(বৃহদারণ্যক-৪।৪।২১) ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত মোক্ষোপায় কিন্তু পৃথক্, স্মৃত্যু উভয় স্মৃতির মধ্যে যে অংশ অবিরুদ্ধ, তাহা স্বীকার করা যায় কিন্তু বেদবিরুদ্ধাংশ অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। ইহাদের দ্বারা গৌতম, কণাদাদিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহাও সূত্রকার পরে খণ্ডন করিবেন। ইহারা নিজদিগকে সর্বজ্ঞ অভিমান করিয়া শ্রুতির অর্থান্তর করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ ঈশ্বর-মায়া-বিমোহিতরূপেই প্রচার করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কঠ উপনিষদেও (১।২।৫) পাওয়া যায়,—“অবিজ্ঞান্য-মন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ” (মুণ্ডকও ১।২।৮-৯)। পাছে যোগ-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-বিষয়ে অধিক আশঙ্কা উৎপিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া তাহা নিরসনের জন্ত এই সূত্রটিকে সাংখ্যদর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইয়াছেন। এমন কি, হিরণ্যগর্ভ-বিবচিত যোগদর্শনও এ-স্থলে নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন, বেদান্ত-বাক্য ভিন্ন অন্য উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। যেমন তৈত্তিরীয়কে পাওয়া যায়,—“ন অববেদবিদ্ মনুতে তং বৃহস্পতং”।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলেন, “যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও উহাতে বেদবিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত আছে, সেজন্য উহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসিতক্ৰ্যা
কৰ্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বর রিক্তমতয়ো যতয়োহপি কৃষ্ণ-
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাঞ্ছদেবম্ ॥
কুচ্ছো মহানিহ ভবার্ণবমগ্নবেশাং
ষড়্ বর্গনক্রমস্বথেন তিতীরযন্তি ।
তৎ স্বং চরৈর্ভগবতো ভজনীয়মজ্জিৎ
কুচ্ছোড়পং ব্যাসনমুক্তর দুস্তরার্ণম্ ॥” (ভাঃ ৪।২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সকলের কাস্তি
ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেক্রপ কৰ্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে
অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্বিষয় যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে
সংযত করিয়াও তক্রপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তুদেবের ভজন কর।

ইন্দ্রিয়াদি-নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদি দ্বারা বাহারা
উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদৃশ ভগবদাশ্রয়
বিনা তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন, আপনিও
সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যাসন-সঙ্কুল অদুস্তর
ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“যমাদিভির্যোগপথেঃ কামলোভহতো মুহঃ ।
নুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাক্ষান্য়ান শাম্যতি ॥” (ভাঃ ১।৬।৩৬)

আরও পাওয়া যায়,—

“যুগ্মানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎখিতম্ ॥” (ভাঃ ১।৫।১৬০)
“অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুগ্মতো যোগমুত্তমম্ ।
ময়া সম্পত্তমানস্ত কালক্ষেপনহেতবঃ ॥” (ভাঃ ১।১।৫।৩৩)

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্বব ॥”

(ভাঃ ১।১।৪।২০)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ১।৭।৭৫)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যমরাজের উক্তিটিও আলোচ্য ।

“প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজ্ঞানোহয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতিবর্ত মায়য়ালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুস্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥” (ভাঃ ৬।৩।২৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

“মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অস্ত্র পথে যায় ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশও পাই,—

“মন, যোগী হ’তে তোমার বাসনা ।
যোগশাস্ত্র-অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা ॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ’লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না ।
দেহ-মন শুদ্ধ করি’, রহিবে কুন্তক ধরি’,
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে,
ঐশ্বর্যাদি করিবে কামনা ।
স্থূল জড় পরিহারি’, সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি’,
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥

আত্মা নিত্য শুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
 যোগে তার কি ফল ঘটনা।
 কর ভক্তিযোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
 সহজ অমৃত সম্ভাবনা ॥
 বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অস্ত্র যোগগতি,
 কর' রাধাকৃষ্ণ-আরাধনা ॥”

(কল্যাণকল্পতরু) ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদেবং সাংখ্যাদিস্মৃত্যোর্বৈদবিরুদ্ধত্বেনা-
 নাপ্তত্বে নির্ণাতে বেদেইপি তদ্বিরোধিনঃ কেচিংসাংখ্যাদয়ঃ সংশয়ীরন্।
 তৎপরিহারায়ৈদমারভ্যতে। তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোহপ্যনাপ্তো ন
 বেতি। তত্র “কারীয়া যজ্ঞেত বৃষ্টিকাম” ইত্যাদি শ্রুত্যাংকারী-
 র্যাদিকর্মণ্যনুষ্ঠিতেইপি ফলানুপলব্ধেরনাপ্ত ইতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতএব এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের
 বেদবিরুদ্ধতা-নিবন্ধন অপ্রমাণত্ব নিশ্চিত হইবার পর বেদবিরোধী কোন
 কোনও সাংখ্যবাদী বেদেও সংশয় করিতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য
 এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। সে-বিষয়ে সংশয় এই প্রকার—বেদ
 অনাপ্ত না আশ্রয়? তাহাতে পূর্বপক্ষী বলেন—“কারীয়া যজ্ঞেত বৃষ্টিকামঃ”
 বৃষ্টিপ্রার্থী ব্যক্তি কারীরী যাগ করিবেন—এই শ্রুতি অনুসারে কারীরী যাগ
 অনুষ্ঠানসম্বন্ধেও কদাচিৎ ফল না পাওয়ায় বেদ অপ্রমাণ বলিব, ইহার প্রতিপক্ষে
 সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাংখ্যযোগস্মৃত্যোর্বৈদবিরুদ্ধত্বপ্রতিপাদনাদ-
 নাপ্তত্বমুক্তং প্রাক। তদ্বৎ উক্তফলানুপলব্ধত্বাদেদস্তাপি তদন্ত ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গ-
 ত্যাবশ্যতে তদেবমিত্যাदि।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বেদ-
 বিরুদ্ধ-অর্থ প্রতিপাদন হেতু অপ্রমাণ্য ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার
 বেদোক্ত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় বেদেরও অপ্রমাণ্য হইউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত-
 সঙ্গতি-অনুসারে ‘তদেবমিত্যাदि’ গ্রন্থ দ্বারা এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে।

ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্,

সূত্রম্—ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাত্ত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—‘অস্ত্র’—বেদের, ‘ন’—সাংখ্যযোগাদি স্মৃতির মত অপ্রমাণ্য
 নহে। কেন? ‘বিলক্ষণত্বাৎ’ বৈশিষ্ট্য আছে, যথা সাংখ্যা-স্মৃতি জীব-
 বিশেষ (কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি) কর্তৃক রচিত, জীব ভ্রম, প্রমাদ,
 প্রবন্ধনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য—এই চারিদোষে আক্রান্ত, কিন্তু বেদ তাহা
 নহে, উহা অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, স্মরণীয় ভ্রমাদিদোষশূন্য, কাজেই
 উভয়ের পার্থক্য আছে। বেদ নিত্য—তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—‘তথাত্ত্বঞ্চ
 শব্দাৎ’, তথাত্ত্বং—বেদের নিত্যতা; শব্দাৎ—শ্রুতি, স্মৃতি শব্দ হইতে অবগত
 হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নাস্ত্র বেদস্ত সাংখ্যাদিস্মৃতিবদপ্রামাণ্যম্।
 কৃতঃ? বিলক্ষণত্বাৎ জীবকণ্ঠেন ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াঃ সাংখ্যা-
 দিস্মৃতে: সকাশাদেদস্ত নিত্যতয়া ভ্রমাদিকর্তৃদোষশূন্যত্বাৎ বৈশেষ্যাৎ।
 তথাত্ত্বং নিত্যত্বস্য শব্দাদবগম্যতে। “বাচা বিরূপ নিত্যয়া”
 ইত্যাদি শ্রুতে:। “অনাদিনিধনা নিত্য বাপ্তংস্থষ্টা স্বয়ন্তু বা।
 আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ” ইতি স্মৃতে:। মন্বাদি-
 স্মৃতীনাস্ত বেদমূলকত্বাদেব প্রামাণ্যম্। পূর্ব্বং যুক্তা নিত্যত্বমুক্তমিহ
 তু শ্রুতেতি বিশেষঃ। ননু “তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহত ঋচঃ সামানি
 জজ্জিরে। ছন্দাংসি জজ্জিরে তস্মাদ্যজ্ঞস্তস্মাদজায়ত” ইতি পুঙ্খ-
 সূক্তে জন্মপ্রবণাজ্ঞাতস্ত চ বিনাশাবশ্যকত্বাৎ নিত্যত্বম্। মৈবম্।
 অনিশ্চেনে তত্রাবির্ভাবোক্তে:। অত উক্তম্—“স্বয়ন্তুরেষ ভগবান্
 বেদো গীতস্তয়া পুরা। শিবাচ্চা ঋষিপৃষ্ঠান্তাঃ স্মৃতারোহস্ত ন
 কারকা” ইতি। ন চ ফলাদর্শনাদপ্রামাণ্যম্। অধিকারিণাং সর্ব্বত্র
 ফলাদর্শনাৎ। যতু কচিস্তদদর্শনং তৎ কিল কর্ত্তুরযোগ্যতয়োপ-
 পদ্যেত। সাংখ্যা-স্মৃতীনাম্ তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাণ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই বেদের সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি স্মৃতির মত অপ্রামাণ্য নাই, কি কারণে? ‘বিলক্ষণত্বাৎ’—বিলক্ষণতা-নিবন্ধন। কিরূপ বিলক্ষণতা তাহা দেখাইতেছেন—‘জীবরূপভূতেন’ ইত্যাদি—কপিলাদি জীববিশেষ কর্তৃক রচিত বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি চারিটি দোষযুক্ত সাংখ্যাদি স্মৃতি হইতে এই বেদের বিশেষত্ব আছে; যেহেতু বেদ নিত্য, স্তবরাং ভ্রম প্রভৃতি দোষ-শূন্য। সেই বেদের নিত্যত্ব শব্দ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। যথা শ্রুতি—‘বাচা বিরূপ নিত্যায়’ হে বিরূপ! বিবিধরূপদম্পর অর্থাৎ বিশ্বরূপ! পরমেশ্বর! তোমাকে বেদরূপ নিত্য বাক্য দ্বারা স্তুতি করাও। স্মৃতিবাক্যও আছে যথা—“অনাদিনিধনা নিত্য বাণ্ডংস্থষ্টা...প্রবৃত্তয়ঃ”। স্বয়ম্—ব্রহ্মা যে বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই বেদনায়ী নিত্য বাক্য হইতে সমস্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মহা প্রভৃতি স্মৃতি বাক্যের প্রামাণ্য বেদমূলকত্ব-নিবন্ধনই। যদিও পূর্বে ‘অতএব চ নিত্যত্বম্’ ইত্যাদি সূত্রে বেদের নিত্যত্ব কীর্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও তথায় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর এখানে শ্রুতি দ্বারা, ইহাই বিশেষ, এজন্ত পুনরুক্তি হইল না। আক্ষেপ—পুরুষসূক্তমস্ত্রে বেদের উৎপত্তি শোনা যাইতেছে, যথা—‘তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ...তস্মাদজায়ত’ সেই যজ্ঞ পুরুষ হইতে সমস্ত আছতিসাধন ঋকমন্ত্র ও গেয় সাম উৎপন্ন হইল, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ তাঁহা হইতে নির্গত হইল। যজুর্বেদ তাঁহা হইতে জন্মিল। এইরূপে বেদের জন্ম শ্রুত হওয়ায় এবং জন্মিলেই নাশ অবশ্যস্তাবী, এই হেতু বেদ অনিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তর—না, এইরূপ নহে। এখানে জন্ম ধাতুর অর্থ উৎপত্তি নহে, কিন্তু আবির্ভাব। এই অভিপ্রায়েই স্মৃতিতে বলা আছে—‘স্বয়ম্ভূরেব...ন কারকঃ’। এই বেদ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ইহা ভগবান্—অশেষশক্তিশালী, ইহাকে তুমি পূর্বে বর্ণন করিয়াছ, শিব হইতে ঋষি পর্যন্ত সকলেই এই বেদের স্মরণকারী, উৎপাদক কেহ নহে। যদি বল, এই সব শ্রুতিতে কোনও ফলের কথা শ্রুত নাই, অতএব উহার অপ্রমাণ, একথা বলিও না, অধিকারি-বোধক বাক্য সর্বত্রই ফল অবগত হওয়া যায়। যদিও কোনও কোনও স্থলে যেমন কারীর প্রভৃতি যাগ অহুষ্ঠিত হইলেও ফল দেখা যায় না, স্তবরাং অপ্রামাণ্য, তাহাও নহে; তথায় কর্তার অল্পযুক্ততা-নিবন্ধন সঙ্গতি করা যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যাদি স্মৃতির বেদবিরুদ্ধতাহেতু অপ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। ভ্রমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণা-পাটবধেতি চত্বারো দোষা জীবেষু সন্তি। তেষু বিপ্রলিপ্সা স্বপ্রতীতবিপ-রীতপ্রত্যায়নম্। বাচেতি। “হে বিরূপ, হে বিশ্বরূপ, হে পরেশ, নিত্যায় বেদলক্ষণয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়” ইতি মন্ত্রপদার্থঃ। মন্বাদীতি। পূর্বমিতি। অতএব চ নিত্যত্বমিত্যস্মিন্ সূত্রে ইতি বোধ্যম্। নশ্বিতি। তস্মাদযজ্ঞরূপাৎ পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গায়ত্র্যাাদীনি। অনিত্যত্বমিতি। বেদন্তেতি জ্ঞেয়ম্। স্বয়ম্ভুরিতি। এষ ভগবান্ বেদঃ স্বয়ম্ভূর্নিত্য ইত্যর্থঃ। যদ্বিতি। কৃত্যামপি কারীয়াৎ কচিদ্ভূষ্টর্ন ভবতীতি যদ্বৃষ্টং তৎ খলু কর্তৃর্ভূজমানস্ত বৈগুণ্যা-দেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—‘নেতি’ সূত্র, ‘ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়শ্চেন্’ ভাষ্য, ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা—এই চারিটি দোষ জীববর্গে থাকে। সেই দোষগুলির মধ্যে বিপ্রলিপ্সার অর্থ—নিজে বাহ্য বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত (উল্টা) অর্থ বুঝান। ‘বাচা বিরূপ নিত্যায়’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—হে বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে পরেশ! পরমেশ্বর! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা আমাদিগকে স্তব করাও। ইহাই মন্ত্রোক্ত পদগুলির অর্থ। ‘মন্বাদি স্মৃতি-নাস্ত...পূর্বং যুক্ত্য’ পূর্বং—পূর্বে ‘অতএব চ নিত্যত্বম্’ ইত্যাদি সূত্রে এই অর্থ বুঝিবে। ‘নহু তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহতঃ’ ইত্যাদি ইহার অর্থ—তস্মাৎ যজ্ঞাৎ—সেই যজ্ঞপুরুষ পরমেশ্বর হইতে। ছন্দাংসি—গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দঃ। ‘বিনাশাবশ্যস্তাবাদনিত্যত্বম্’—বেদের অনিত্যত্ব ইহা জ্ঞাতব্য। ‘স্বয়ম্ভূরেব ভগবান্’ ইত্যাদি এই ভগবান্ বেদ স্বয়ম্ভূ—স্বয়ং উৎপন্ন অর্থাৎ নিত্য। ‘যন্তু কচিদ্ভূদর্শনং’—কারীরী যাগ অহুষ্ঠিত হইলেও কোন কোনও ক্ষেত্রে বৃষ্টিফল দেখা যায় না, এই যে দেখিতেছে, তাহা যজ্ঞমানের ক্রটিবশতঃ, এই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যস্মৃতি ও পতঞ্জলিস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিরাকৃত হইল। এক্ষণে বেদবিরোধী কোন কোন সাংখ্যবাদী এরূপ বেদেরও অনাপত্ত নির্দেশ করিবার জন্ত যদি সংশয় উত্থাপন করেন যে, ‘বৃষ্টিপ্রার্থী কারীরী যাগ করিবে’ এই বেদ-বিধানানুসারে কেহ সেই যজ্ঞ করিয়াও ফল প্রাপ্ত হয় না, এরূপ যখন দেখা যায়, তখন বেদকেই বা কি প্রকারে ‘আপ্ত’ বলা যায়? এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন

যে, না, সাংখ্যাদি স্বতির ত্রায় বেদের অপ্ৰামাণ্য বলা যায় না। কারণ সাংখ্যাদি স্বতি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়-যুক্ত কপিলাদি জীব বিশেষের রচিত; আর বেদ অপৌরুষেয়। সূতরাং নিত্য ও দোষনিম্মুক্ত। ইহা শ্রুতি ও স্বতি প্রমাণেই অবগত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। মৃদাদি স্বতি কিন্তু বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ। যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণে বেদের নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ যদি এক্রপ পূরূপক্ষণ করেন যে, বেদ যখন যজ্ঞপুরুষ হইতে জন্মিয়াছে, জানিতে পারা যায়, তখন, তাহার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া তাহাকেও অনিত্য বলা যায়, তদন্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, এ-স্থলে জন্ম শব্দের অর্থ ‘আবির্ভাব’। শিবাди স্ববিপর্যায় সকলেই এই বেদের স্বরণকারী, এই বেদ স্বয়ম্ভু, ইহার কেহ কারক নাই। যদি বল, কোন কোন শ্রুতিতে ফলের কথা নাই বলিয়া তাহাদের অপ্ৰামাণ্য, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ভাষ্যকার বলেন, অধিকারিবোধক শ্রুতি মাত্রই সর্বত্র ফল দর্শন করে। আর যদি বল, অহুষ্ঠান করিয়াও যেখানে ফল দেখা যায় না, সেখানে অহুষ্ঠান কর্তারই বৈগুণ্যদোষে এক্রপ ঘটয়া থাকে, বিচার করিতে হইবে। অতএব বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, স্বয়ম্ভু, ও পরম প্রমাণ। বেদামুদারী স্বতি সমূহও প্রমাণ কিন্তু সাংখ্যাদি স্বতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই অপ্ৰমাণ।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিতেও পাই,—

“অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতিমেতদ্ যদৃষেদ ইতি”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বেদপ্রবিহিতো ধর্মো হৃদ্যস্তদ্বিপর্যায়ঃ।

বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুক্রম্।” (ভাঃ ৬।১।৪০)

আরও পাই,—

“শব্দব্রহ্ম সূত্বকৌণ্ড প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।

অনন্তপারং গন্তীরং দুর্কিগাহং সমুদ্রবৎ।” (ভাঃ ১।১।২।১৩৬)

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“বৈদেচ্য সর্বেষাং হেমব বেতো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।” (১৫।১৫)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যও পাই,—

“স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।

লক্ষণ করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি।”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৩২)

আরও পাই,—

“প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন।

ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

ঈশ্বরের বাক্যে নাই দোষ এই সব।”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১০) ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাতাৎপর্যম্—স্বাদেতৎ “তত্তেজ এক্রত বহু স্তাম্, তা আপ এক্রন্ত বহ্মাঃ স্তাম্” ইতি ছান্দোগ্যে। “তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ কো নো বিশিষ্ট” ইতি বৃহদারণ্যকে চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষ্যতে তাদৃশকৈব “বহ্মাস্তুতো ভাতি” ইতিবৎ অপ্ৰমাণমেব। এবমেকদেশাপ্ৰামাণ্যেনাত্মাত্মাপ্যাপ্ৰামাণ্য-জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রীমাণং নেতি চেত্তদাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে শ্রুতি পাওয়া যায়, তাহাতে জলাদির কর্তৃত্ব বোধিত হওয়ায় পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব বাধিত হইতেছে, যথা—‘তত্তেজ এক্রত...কো নো বিশিষ্ট’ ইতি—সেই তেজ ঈক্ষণ করিল আমি বহু হইব, সেই জল ঈক্ষণ করিল আমরা বহু হইব, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি, ইহা বাধিত-অর্থ বুঝাইতেছে, যেহেতু তাহাদের জড়ত্ব-নিবন্ধন ঈক্ষণ ও কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, আবার ‘তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ কো নো বিশিষ্ট ইতি’ সেই এই প্রাণবায়ুগুলি ‘আমিই শ্রেয়ের কারণ’ এই লইয়া বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বৃহদারণ্যকে এইরূপ কর্তৃত্ব-বাধক বাক্য শ্রুত হইতেছে, তাহা বাধিত-বিষয়ক। কেননা, জড় প্রাণ প্রভৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই প্রকার

তেজ প্রভৃতির কর্তৃত্ব বোধকবাক্য 'বক্ষ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে' এই বাক্যের মত অপ্রমাণ, অতএব যখন বেদের কোনও এক অংশ অপ্রমাণ হওয়ায় বেদের অগ্রাংশও অপ্রমাণ; তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব শ্রুত হইলেও প্রমাণ হইবে না? পূর্বপক্ষী এই যদি বলেন, তাহাতে উত্তর করিতেছেন,—

অবতরণিকাক্রান্তিকা—স্বাদিত্যি। তেজোহপামোক্ষিত্বং সঙ্কল্পশ্চেত্যে-
তদর্থকং বাক্যং বাগাদেবিবাদিবোধকঞ্চ যদ্বাক্যং তদ্বাদিতার্থকং জড়েষু তেষু
তদসম্ভবাং ইত্যশয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অগ্নি, জলের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব ও জগৎ-
স্থষ্টির সঙ্কল্প—এই অর্থ-বোধক যে ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য ও বাক্ প্রভৃতির
বিবাদকর্তৃত্ববোধক যে বৃহদারণ্যকোক্ত বাক্য, এগুলি অসঙ্গত-অর্থ প্রকাশ
করিতেছে, যেহেতু সেই জড় অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্ প্রভৃতিতে ঈক্ষণ-বিবাদাদি
অসম্ভব, ইহাই তাৎপর্য।

অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণম্,

সূত্রম্—অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—না, অপ্রমাণ হইবে, ঐ শব্দ হইতে পারে না, তবে
তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ ও সঙ্কল্প-বোধকবাক্যের উপায় কি? উত্তরে
বলিতেছেন—‘অভিমানিব্যপদেশঃ’—তেজ প্রভৃতি জড়ের উদ্দেশে ঐ ঈক্ষণাদির
উল্লেখ নহে, কিন্তু সেই তেজ প্রভৃতির উপর আত্মাভিমানী চেতন দেবতাদিগের
উদ্দেশে। এ কোথা হইতে পাইলে? উত্তর—‘বিশেষানুগতিভ্যাম্’—বিশেষ
অর্থাৎ তেজ, প্রাণ প্রভৃতির বিশেষরূপে দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং
অনুগতি অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির বাক্ প্রভৃতিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবেশ-ক্রিয়া
দ্বারা দেবতার ঈক্ষণ, সঙ্কল্প, বিবাদাদির উল্লেখ আছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শব্দাচ্ছেদায়। তন্তেজ ইত্যাদিব্যপ-
দেশঃ তেজ-আত্মভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব ন
ত্বচেতনানাং তদাদীনাম্। কুতঃ? বিশেষেতি। “হস্তাহমিমান্সিশ্রো

দেবতা” ইতি—তেজোহবমানানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে
বিবদমানাস্তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্যেতি প্রাণানাঞ্চ তত্র তত্র
দেবতাশব্দেন বিশেষণাৎ। “অগ্নিবাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্য
শ্চক্ষুভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ” ইত্যাদিতরেয়কে বাগাত্মভিমানি-
তয়াগ্নাদীনামনুপ্রবেশপ্রবণাচ্চ। স্মৃতিশ্চ—“পৃথিব্যাত্মভিমানিত্তো
দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ। অচিন্ত্যঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যন্তে মুনিভিঃ
তা” ইতি। এবং “গ্রাবাণঃ প্লবন্তু” ইত্যত্রাপি কর্ম্মবিশেষাজ্ঞ-
ভূতানাং গ্রাবাণাং বীৰ্য্যবর্জনার্থা স্মৃতিরিয়ম্। সা চ শ্রীরামকৃত-
সেতুবন্ধাদৌ যথাবদেবেতি ন কাপ্যনাপ্তং বেদস্ত তেন তদুক্তং
ব্রহ্মণো বিবৈক্যকারণত্বং সুস্থিরম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত শব্দের নিরাসের জন্ত।
‘তন্তেজ ঈক্ষত’ ইত্যাদি বাক্য যাহা বলা হইয়াছে, উহা তেজ প্রভৃতির
উপর অভিমানী চেতন দেবতাদের সম্বন্ধেই, তদভিন্ন অচেতন তেজ প্রভৃতির
সম্বন্ধে নহে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন—‘বিশেষানুগতিভ্যাম্’।
‘হস্তাহমিমান্সিশ্রো দেবতা’ ইতি মহাশয়! আমি (প্রাণ), আর এই তেজ
প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই শ্রুতিতে তেজ প্রভৃতিকে দেবতা
বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। আবার “তেজোহবমানানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা
...বিদিত্বা” ইতি অগ্নি, জল, পৃথিবীর অভিমানিনী সকল দেবতাই ‘আমি
শ্রেষ্ঠ’ এইভাবে শ্রেয়স্ লইয়া বিবাদ করিতে করিতে শেষে সেই দেবগণ
প্রাণোপসনায় নিঃশ্রেয়স—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মুক্তি বুঝিয়া—এই উক্তির দ্বারা
প্রাণ প্রভৃতিকে ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা
হইয়াছে, আরও দেখা যায় ‘অগ্নিবাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুভূত্বা
অক্ষিণী প্রাবিশৎ’ অগ্নি বাক্যরূপ ধরিয়া মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য
(সূর্য্য) চক্ষুঃ হইয়া দুই অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি ঐতরেয় উপনিষদে
বাক্ প্রভৃতির উপর অভিমানিরূপে অগ্নি প্রভৃতির মুখাদি মধ্যে প্রবেশ শ্রুত
হইতেছে, এবং স্মৃতিবাক্যও আছে—“পৃথিব্যাত্মভিমানিত্ত...মুনিভিঃ তাঃ।”
পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিখ্যাত শক্তিসম্পন্ন, মুনিগণ তাঁহাদের

সেই সব অচিন্তনীয় শক্তি দেখেন। এইরূপ 'গ্রাবাণঃ প্রবন্তে' পাথর ভাসে, এই উক্তির মধ্যেও যাগবিশেষের অঙ্গ শিলা সমূহের স্তুতি করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের বীৰ্য্য (শক্তি) বৃদ্ধির জন্ত। সেই বীৰ্য্যবস্তা—শ্রীরামায়ণে শ্রীরামকৃত সেতুবন্ধন প্রভৃতিতে যথাযথভাবেই লক্ষিত হইয়াছে, অতএব কুত্রাপি বেদের অপ্রামাণ্য নাই, সেই কারণে ঋতু্যুক্ত পরমেশ্বরের একমাত্র বিশ্বকর্তৃক অব্যাহত জানিবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভিমানীতি। অহং শ্রেয়সে স্বর্ষশ্রেষ্ঠায়। ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ। তদাদীনাং তেজ-আদীনাং। তত্র তত্রৈতি ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চেতি ক্রমাধোধ্যম্। এতদর্থমেব দ্বয়োঃ প্রাপ্তিলেখঃ। পৃথিব্যাদীতি ভবিষ্যপুরাণে। গ্রাবাণঃ শিলাঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—‘অভিমানিব্যপদেশঃ’ ইত্যাদি সূত্রে। অহং শ্রেয়সে অর্থাৎ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্ত। ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রজাপতি। তদাদীনাং—তেজ প্রভৃতির, তত্র তত্র—প্রথম তত্র পদের অর্থ ছান্দোগ্য ঋতু্যুক্তিতে, দ্বিতীয় ‘তত্র’ পদের অর্থ বৃহদারণ্যকে। ইহা যথাক্রমে বোধ্য। এই নিমিত্তই দুইটির পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। ‘পৃথিব্যাভিমানিঃ’ ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে আছে। গ্রাবাণঃ—অর্থাৎ প্রস্তর শিলা ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে বেদবিরোধী আর একটি পূর্বপক্ষ তুলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত যুক্তি ও ঋতি-প্রমাণে না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা গেল, কিন্তু ছান্দোগ্যের “তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইতি (ছাঃ ৬।২।৩) এবং বৃহদারণ্যকের “তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা” (৬।১।৭) প্রভৃতি বাধিতার্থক বাক্যসমূহের দ্বারা বন্ধ্যার পুত্রের জ্ঞান তেজ, প্রাণ প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সর্বতোভাবে অপ্রমাণ, সুতরাং বেদের একদেশের প্রামাণ্য ও অজ্ঞ অংশের অপ্রামাণ্য বশতঃ ব্রহ্মের ক্রয়মাণ জগৎকারণত্ব প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধান করিতে গিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে—না, উহাদ্বারা অপ্রমাণ হইবে না; কারণ তেজ, প্রাণ প্রভৃতিতে চেতন দেবতার অভিমানের ব্যপদেশ হইয়াছে, উহা অচেতন জড়ের উদ্দেশে ব্যপদিশ্ট হয় নাই কারণ বিশেষণ ও অমুগতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার তেজোহভিমানিদেবতার কথা, এবং অগ্নাদির মধ্যমধ্যে প্রবেশের কথা, শ্রীরামলীলায় সেতু বন্ধনাদিতে পাষণের ভাসমান-কথা, ঋতি, স্তুতি ও পুরাণের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্য কোথায়ও নাই এবং ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র কারণ, তাহাও স্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“এতান্নসংহত্য যদা মহাদাদীনি সপ্ত বৈ।

কালকর্মগুণোপেতো জগদাদিক্রপাবিশং।

ততস্তেনাহবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোহগমচেতনম্।

উখিতং পুরুষো যস্মাদ্ভূতীর্ষ্টদনৌ বিরাজে ॥”

(ভাঃ ৩।২৬।৫০-৫১)

“হিরণ্যাদগুণকোষাচ্ছায় সলিলেশয়াৎ।

তমাবিশ্ত মহাদেবো বহুধা নির্ঝিভেদ থম্।

নিরভিত্যতাস্ত প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ।

বাণ্যা বহিরথো নাসে প্রাণোতো ভ্রাণ এতয়োঃ ॥” ইত্যাদি—

(ভাঃ ৩।২৬।৫৩-৫৪)

আরও পাই,—

“যথা ছবহিতো বহির্দাক্ষেণকঃ স্বযোনিস্।

নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতৈশ্চ তথা পুমান্ ॥” (ভাঃ ১।২।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাদাদি-অভিমানী দেবগণের স্তবেও পাই,—

‘এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়ানশলিনিনঃ।

নানাত্মাঃ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো বিভূম্ ॥”

(ভাঃ ৩।৫।৩৮)

অর্থাৎ এই সকল মহাদাদি-অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা ইত্যাদি গুণ সকল তাহাদিগের মধ্যে বিরাজিত। তাহাদের পরম্পরের সম্বন্ধাভাব-হেতু তাহারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হেতু কৃতাজলি হইয়া পরমেশ্বরকে স্তব পূর্বক বলিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার “অগ্নিজ্যোতির্বহঃ” শ্লোকও আলোচ্য। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—‘অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্’ “তেহর্চিব-মভিসম্ভবন্তি” ইতি (ছাঃ ৫।১০) ঋতুত্যা অর্চিরভিমানিনী দেবতোপল-ক্ষ্যতে” ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরপি ব্রহ্মোপাদানতাক্ষেপায় তর্ক-মাশ্রয়ন্ সাংখ্যঃ প্রবর্ততে। যত্বেপায়মাশ্রয়াধ্যাননির্ণয়ে ত্যক্তস্বত্বঃ ঋতিবিরোধঃ “ন কূতর্কাপসদস্তাশ্চালাভ” ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং প্রতি দৌষপ্রকাশনমেতৎ। তদ্বৈব সংশয়ঃ। জগদব্রহ্মোপাদানকং স্তান্ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ব্রহ্মোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাং। সর্বজ্ঞ-সর্বেশ্বরবিশুদ্ধসুখরূপতয়া ব্রহ্মাভিমতম্। অজ্ঞানীশ্বরমলিনদুঃখি-তয়া প্রত্যক্ষাদিভিরবগতং জগৎ। অতস্তয়োর্বৈরূপ্যাং নির্বিবাদম্। উপাদেয়ং খলু উপাদানস্বরূপং দৃষ্টম্। যথা মৃৎসুবর্ণতস্তাত্ম্যোপাদেয়ং ঘটমুকুটপটাদি। অতো বৈ ব্রহ্মবৈরূপ্যেণ তদুপাদেয়ত্বাসম্ভবাং তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদেষ্যণীয়ম্। তচ্চ প্রধানমেব। সুখদুঃখ-মোহাশ্রকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তসৈব যোগ্যত্বাৎ। যচ্চোপাদে-য়সারূপ্যসাধনায় তথাভূতেহপ্যুপাদানে ব্রহ্মণি চিজ্জড়াস্মিকাতিসূক্ষ্মা শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যস্তীতুচ্যতে। তেনাপি বৈরূপ্যাং দুস্পরিহরং সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মশক্তিকাত্ম্যোপাদানাং স্থূলতরোপাদেয়োদয়নিরূপণাৎ। এবমগ্গচ্চ বৈরূপ্যাং বিভাবনীয়ম্। এবং ব্রহ্মবৈরূপ্যাস্তদুপাদানকং জগন্নেতি তর্কশ্চ শাস্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব কচিদ্বিষয়েহর্থ-নিশ্চয়হেতুহাদিতি পূর্বপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যাতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনরায় ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতার প্রতিবাদের জন্য তর্ক লইয়া সাংখ্যবাদী প্রবৃত্ত হইতেছে—যদিও এই সাংখ্যবাদী কপিল আত্মার যথার্থতা বা প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে তর্কহীন, কেননা, তিনি নিজেই সূত্র রচনা করিয়াছেন—‘ঋতিবিরোধাম কূতর্কাপসদস্তাশ্চালাভঃ’ কূতর্কের জন্য অধর্মের আশ্রয় হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে ঋতির সহিত বিরোধ ঘটে। এই যদি হইল, তবে তিনি তর্ক আশ্রয় করিলেন

কেন? তাহা হইলেও পরের প্রতি দৌষ প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য—ইহা হইল। তাহাতে সংশয় এই প্রকার—জগৎ ব্রহ্মোপাদানক কি না? অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ কি না? তুমি কি বলিতে চাও? পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—‘জগৎ ব্রহ্মোপাদানক’ ইহা হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে কার্য-কারণের বৈরূপ্য—বিভিন্নরূপতা ঘটে। কথাটি এই—উপাদান কারণ যেমন হয়, উপাদেয় কার্যও তাদৃশ হয়, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলে জগৎও ব্রহ্মের মত হইত। বৈদান্তিকগণের অভিমত—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও আনন্দস্বরূপ, কিন্তু কার্য জগৎ তাহার বিপরীত, যেহেতু জগৎ অজ্ঞান, অনীশ্বর, মলিন (রাগ-দ্বেষযুক্ত) ও দুঃখময়, ইহা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎ ও ব্রহ্মের যে বৈরূপ্য ইহাতে কোন বিবাদ নাই। উপাদেয় অর্থাৎ সমবেত কার্য উপাদান-স্বরূপ হইবেই, যেমন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, তন্তু প্রভৃতির কার্য মুকুট-কুণ্ডলাদি সুবর্ণস্বরূপ, ঘটাদি মৃত্তিকাস্বরূপ, পটাদি তন্তু প্রভৃতিস্বরূপ। অতএব ব্রহ্মের সহিত বৈরূপ্যাবশতঃ জগৎ ব্রহ্মের উপাদেয় হইতে পারে না। সেজন্য সেই উপাদেয় সমানরূপ কোন একটি উপাদান কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই উপাদান এক প্রধানই হয়; যেহেতু জগৎ সুখ, দুঃখ, মোহে পূর্ণ, প্রধানও তাহাই, অতএব যোগ্য উপাদান কারণ প্রধান। আর তোমরা যে এই আপত্তির পরিহারার্থ উপাদেয়ের সহিত সমানরূপতা সাধনের জন্য অসমান-রূপ উপাদান ব্রহ্মে দুইটি শক্তি—একটি চিৎস্বরূপা, অগ্ণি জড়াস্মিকা, অতিসূক্ষ্মা অর্থাৎ দুজ্জেরা এই দুইটি শক্তি পূর্বেও আছে, এই যদি বল, তাহার দ্বারাও এখানে উপাদানোপাদেয়ের বৈরূপ্য দূরীকৃত হইবে না। যেহেতু সূক্ষ্মশক্তি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম উপাদান (ব্রহ্ম) হইতে স্থূলরূপ উপাদেয়ের (কার্যের) উৎপত্তি নিরূপিত হইতেছে। এইরূপ আরও বৈরূপ্য আছে, তাহা স্বয়ং উদ্ভাবনীয়। এইরূপে ব্রহ্মের সহিত বৈরূপ্যহেতু জগৎ ব্রহ্মোপাদানক নহে, সে-সম্বন্ধে তর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রাহ্য। কারণ তর্কানুগৃহীত বিষয়ই কোন কোনও বিষয়ে পদার্থ-নিশ্চয়ের হেতু হইয়া থাকে; ইহাই পূর্বপক্ষীর মত। স্বত্বেকার তাহাই নিরাস করিতেছেন,—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাংখ্যাদিসূত্যা নির্মূল্যা বিরোধঃ সম্বন্ধে মাভূৎ প্রত্যক্ষমূলেনানুমানেন তত্র সোধস্থিতি প্রত্যাধারণসঙ্গত্যাহ

পুনরপীত্যাদি। যত্বেপি সাপেক্ষেণ তর্কেণ নিরপেক্ষশ্রুতিসম্বন্ধো ন শক্যো বিরুদ্ধং তথাপি দৃষ্টার্থানুসারেণার্থসম্পর্কত্বাৎ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থ-বোধনস্বভাবে শ্রুতিশব্দে বিরোধঃ শক্যঃ কর্তৃমিতি। তর্কপ্রয়োগে প্রতি-বাদিনঃ প্রবৃতিঃ। তর্কগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শব্দশ্চৈব সাধকতমতদর্শনাদতি-শূন্যে কারণে বস্তুনি তশ্চৈব তত্ত্বমিতি বাদিনঃ প্রতিপত্তিবোধ্য। যত্বেপিতি। অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রকৃতিপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া ইতি বাচাটস্বাদেব তদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ। শ্রুতীত্যাди তৎসূত্রম্। “কৃতকৈরপসদস্তাধমস্তা নাশ্চ-লাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রুতের্বিরোধাৎ।” আত্মা খলু শ্রুত্যেকগম্যো “নাবৈদ-বিমলুতে তং বৃহত্তম” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাপিতি। তথাচ বঞ্চকঃ স ইতি ভাবঃ। তর্কং দর্শয়তি জগদ্বিত্তি। জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ। ব্রহ্মোপাদানকং ন তদ্বৈরূপ্যাৎ। তেনেতি। অতিশূন্যশক্তিধ্বয়াক্ষী-কারণেণাপীতার্থঃ। তর্কশ্চেতি। তদহুগৃহীতস্ত তর্কপোষিতস্ত। কচিদিষয় ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তম্।

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—সাংখ্যাদিস্মৃতি বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিশ্চল, তাহার সহিত যেন বেদান্ত-বাক্যের সম্বন্ধে বিরোধ না হউক, কিন্তু প্রত্যক্ষমূলক অহুমান দ্বারা সম্বন্ধে বিরোধ হউক, এই আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—‘পুনরপি’ ইত্যাদি ভাষ্যকার। যদিও সাপেক্ষ তর্কদ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতির সম্বন্ধের বিরোধ করিতে পারা যায় না, তাহা হইলেও তর্ক দৃষ্টার্থানুসারে অর্থ বোধ করাইতেছে, এজন্ত প্রবল তর্ক (যুক্তিবাক্য) দ্বারা স্বভাবতঃ পরোক্ষার্থবোধক শ্রুতি-শাস্ত্রে বিরোধ করিতে পারা যায়, এইরূপে প্রতিবাদী তর্ক অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাদীর অভিমত এই যে, গ্রহগণের চেষ্টা প্রভৃতিতে তর্কের কোনও অধিকার নাই, তথায় শব্দই করণ দেখা যায়, অতএব এখানেও অতিশূন্য-কারণ বস্তুস্বভাব পরমেশ্বরে শব্দেই (শ্রুতিই) করণত্বে অধিকার। ‘মত্তপায়মাশ্রয়াধ্যানির্গমে’ ইত্যাদি—অয়ং—অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তক কপিলের অভিপ্রায় এই, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নিত্যরূপে অহুমেয়—এই উক্তি বাচালতারই পরিচয়। তাহার সূত্র তাহাই বলিতেছে—‘শ্রুতি-বিরোধান কৃতকপসদস্তাশ্চলাভঃ’ কৃতকদ্বারা অধম প্রতিবাদী আশ্রয়লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ দাঁড়াইতে পারে না; যেহেতু তাহার তর্কের সহিত শ্রুতির

বিরোধ ঘটে। আত্মা একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য, অবৈদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহত্তম ব্রহ্মকে বুঝিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতি যেহেতু আছে। তথাপি ‘পরং প্রতি’ ইত্যাদি—ইহার অভিপ্রায়—ঐ বক্তা বঞ্চক অর্থাৎ বাগ্জালে লোককে প্রতারিত করিতেছে। সাংখ্যবাদী তর্ক দেখাইতেছেন—এই অহুমানে তর্ক এইরূপ ‘জগদ্ যদি ব্রহ্মোপাদানকং স্তাৎ তর্হি তদেকরূপং স্তাৎ যথা ঘটঃ জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ, জগৎ ন ব্রহ্মোপাদানকং তদ্বৈরূপ্যাৎ।’ জগৎ যদি ব্রহ্মের উপাদেয় হইত, তবে ব্রহ্মের সহিত একরূপ হইত, যে যাহার সহিত একরূপ সে তাহার কার্য্য, যেমন মৃত্তিকার সহিত একরূপ ঘট, অতএব উহা মৃত্তিকার কার্য্য। বিপক্ষে—‘যন্নৈবং তন্নৈবং যথা জলাদিকম্’ যাহা একরূপ নহে, তাহা তাহার কার্য্য নহে; যেমন জল মৃত্তিকার সমানরূপ নহে, এজন্ত মৃত্তিকার কার্য্য নহে, সেইরূপ এখানেও জগৎ প্রধানের উপাদেয়—কার্য্য। যেহেতু জগৎ প্রধানের সমানরূপ অর্থাৎ প্রধান যেমন সুখ-দুঃখ-মোহম্বভাব, জগৎও তাহাই। এজন্ত প্রধান তাহার উপাদান কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে, যেহেতু ব্রহ্মের সহিত তাহার বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। ‘তেনাপি বৈরূপ্যাৎ দুষ্পরিহরম্’ ইতি তেন অর্থাৎ অতি শূন্য-শক্তিধ্বয় স্বীকার দ্বারাও। ‘ব্রহ্ম-বৈরূপ্যাৎ জগৎ তদুপাদানকং নেতি’ ‘তর্কশ্চ ইতি তদহুগৃহীতশ্চৈবতি’ তর্কদ্বারা পোষিত (দৃঢ়ীকৃত) শাস্ত্রেরই। কচিদিষয়ে ইতি। অতএব তাহাই মনে করিতে হইবে, ইহাই বলিয়াছেন।

দৃশ্যতে ত্রিত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’ কিন্তু অর্থাৎ এ আশঙ্কা করিও না, যেহেতু ‘দৃশ্যতে’ দেখা যায় অর্থাৎ বিরূপ দুইটির উপাদান-উপাদেয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মধু হইতে পোকের উৎপত্তি ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দেন শব্দা নিরশ্রুতে। পূর্বতো নেতানুবর্ততে। যত্বে ব্রহ্মবৈরূপ্যাভুপাদানকং জগন্নেতি তন্ন বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবস্ত দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণানামুৎপত্তি-বিজাতীয়াদ্রব্যং যথা ক্রমীণাং মাক্ষিকাং যথা করিতুরগাদীনাং

কল্পক্রমাৎ যথা চ সুবর্ণাদীনাং চিন্তামণেরিতি, ইথমভিপ্রেতৌব
দৃষ্টান্তিতমার্থবর্ণনিকৈঃ—“যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ যথা
পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরাকৃত
হইতেছে। পূর্ব সূত্র হইতে ‘ন’ এই নিষেধার্থক নঞ পদটি এ সূত্রে অম্লবৃত্ত
হইতেছে, অতএব অর্থ দাঁড়াইল—তোমরা যে বলিয়াছ, ব্রহ্মের সহিত
বিরূপতা-নিবন্ধন জগৎ ব্রহ্মোপাদানক হইতে পারে না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে;
যেহেতু বৈরূপ্য থাকিলেও দুইটি পদার্থের উপাদান-উপাদেয়ভাব দেখা
গিয়াছে, যেমন গুণ-সমূহ্যের উৎপত্তি তাহার বিজাতীয় দ্রব্য হইতে হয়।
আবার বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয়ের উৎপত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,
যেমন মধু হইতে কুমিদিগের (পোকাদের) উৎপত্তি হয়। যেমন হস্তী, অশ্ব
প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পবৃক্ষ হইতে, আরও যেমন সুবর্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি
চিন্তামণি হইতে। এইরূপ দাষ্টীত্যিকের অভিপ্রায়েই অর্থবর্ণনাদিগণ দৃষ্টান্ত
দেখাইতেছেন—‘যথোর্ণনাভিঃ.....বিশ্বমিতি’—যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা)
সূত্র সৃষ্টি করে এবং নিগরণ করে, যেমন পৃথিবীতে ব্রীহিষাদিশস্ত্র উৎপন্ন হয়।
যেমন সজীব দেহ হইতে কেশ-লোমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ—
পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সম্ভূত হয় ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দৃশ্যতে ইতি। বিরূপাণাং বিধর্ষণামপি। যথোর্ণেতি।
সৃজতে তন্তুন গৃহুতে নিগিরতি। সতো জীবতঃ। পুরুষাদ্বেহাৎ। অক্ষরাৎ
পরব্রহ্মণঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—‘দৃশ্যতে তু’ এই সূত্র। ‘বিরূপাণামপি উপাদানোপাদেয়-
ভাবস্ত দৃষ্টবাদিতি’—বিরূপাণামপি—অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম সম্পন্নদেরও।
যথোর্ণনাভিতিরিত্যাদি সৃজতে অর্থাৎ তন্তু উপাদান করে এবং গৃহুতে অর্থাৎ
নিগরণ করে। যথা সতঃ পুরুষাৎ—সতঃ অর্থাৎ জীবিত দেহ হইতে।
অক্ষরাৎ—পরব্রহ্ম হইতে ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই বিষয়ে আক্ষেপ-নিমিত্ত
সাংখ্যবাদী তর্কাত্মক পুনরায় পূর্বপক্ষ আরম্ভ করিতেছেন। তাহাদের

সংশয়—ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে যখন বিরূপতা রহিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম
সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও সুখস্বরূপ এবং জগৎ অজ্ঞান-আচ্ছন্ন, অনীশ্বর,
মলিন ও দুঃখময়, তখন উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে এইরূপ বিরূপতাবশতঃ
ব্রহ্মকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ উপাদান
ও উপাদেয় একই সরূপ হইবে, যেমন মৃত্তিকাদি উপাদানের উপাদেয় ঘটাদি।
সুতরাং জগতের ত্রায় প্রধান ও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া প্রধানকেই জগতের
উপাদান বলা সঙ্গত। ব্রহ্মের চিদ্র ও অচিদ্র শক্তিদ্বয় স্বীকারের দ্বারাও এই
বৈরূপ্য দূরীভূত করা যায় না, অতএব জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম; ইহা
নিশ্চয় করা যায় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্বপক্ষ নিরসন করিবার জন্য সূত্রকার
বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বৈরূপ্যবশতঃ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ
হইতে পারে না, এই মত সঙ্গত নহে; কারণ বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুও
উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে
উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পজন্ম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি,
চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি। আরও যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা)
সূত্র সৃজন করে, নিগরণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত
শরীর হইতে কেশরোমাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরস্বরূপ
ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে।

শ্রীমন্তাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যথা নভস্তত্রতমঃ-প্রকাশা

ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।

এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়ন্তম্

রজস্তমঃসম্বমিতি প্রবাহঃ ॥” (ভাঃ ৪।৩।১৭)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“নহু গুণময়স্ত বিশ্বস্ত
গুণাতীতো হরিঃ কথং কারণং ন হি মৃগয়স্ত ঘটস্ত মৃদতীতং বস্তুপাদানকারণং
ভবিতুমর্হতি উপাদানস্তে চ হরেঃ কথং বা নির্বিকারস্বমিত্যাহ—“যথা
অত্রতমঃ প্রকাশা নভসি দৃশ্যমানাঃ” ইত্যাদি।শ্রীনারদস্ত মতে
ভগবতো গুণময়জগদুপাদানস্ত নির্বিকারস্তস্মৈ সিদ্ধমতএবাস্বনৈবাবিক্রিয়মাণেন
সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পানীতি দেবৈর্বক্ষ্যতে—“যত উদয়াস্তময়ো বিকৃতে-

মুদিবাবিকৃত্যং” ইতি শ্রুতিভিঃ (১০।৮।১৫), “নমো নমস্তেহখিলকারণায়
নিষ্কারণায়াদুতকারণায়” ইতি গজেন্দ্রেশ চ কারণস্ত তদেবাদুতত্বং
যদুপাদানম্বেপি নির্বিকারত্বং বিবর্তাদীকাবে যুক্তিসম্ভাবাদুতত্বং ন স্তাৎ ।
ব্যাখ্যাতং তত্রৈব স্বামিভিঃ—“কারণত্বং চ মুদাদিবং বিকারং বায়য়তি—
অদুতকারণায়” ইতি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোণ-কারণ ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ—মূল জগৎ-কারণ ।

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।

সেহ নহে, যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুস্তকার ।

তৈছে জগতের কর্তা—পুরুষাবতার ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫)

শ্রীমীতাতেও পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূত্রে সচরাচরম্ ॥” (২।১০) ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাতাভ্যাম্—ননুপাদানাং বিলক্ষণং চেত্বপাদেয়ং
তদুপাদানে ব্রহ্মণি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যপত্তেত । পূর্ব-
মৈক্যাবধারণাদসম্বোধনপত্তেত । ন চৈতদ্বিষ্টং তে সংকার্যবাদিন
ইতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাস্কানুবাদ—প্রশ্ন—যদি উপাদানের বিসদৃশ উপাদেয়
হয় বল, তবে উপাদান ব্রহ্মে উপাদেয় জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ
সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, তাহাতে কৃতি কি? ‘সদেব
সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ এই শ্রুতিতে একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা নির্ধারিত
হইতেছে, সেই ব্রহ্মের সহিত সমস্ত বস্তুর এক্য নির্ধারিত হওয়ায় অসৎ
তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহা সংকার্যবাদী তোমার অভিপ্রেত নহে,
এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন,—

অবতরণিকাতাভ্য-টীকা—নথিতি । ঐক্যাবধারণাদেকত্বৈব ব্রহ্মণঃ
পূর্বসম্বাদসদেব জগৎস্বাদুৎপত্তেতত্বার্থঃ । ন চেতি । সংকার্যবাদিনস্তে
বেদান্তিনোহপি এতদসংকার্যত্বং নেষ্টমিত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাস্কোর টীকানুবাদ—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ এই
শ্রুতিতে ‘সদেব’ বলায় এক ব্রহ্মই সঙ্গ্রহে ছিলেন, অতএব অসৎ জগতের
উৎপত্তির আপত্তি হয় । ন চেত্যাদি বেদান্তী তুমি সংকার্য-বাদী, তোমার
পক্ষে অসৎ-কার্যবাদ অভিপ্রেত নহে, তাহা হইয়া পড়িতেছে, ইহাই
পূর্বপক্ষীয় আশয় ।

অসদ্বিতি চেদিত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—অসদ্বিতি চেন্ন প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—‘দৃশ্যতে তু’ এই পূর্ব সূত্রদ্বারা কার্য-কারণের সমান-রূপতা-
নিয়মমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্বিধি উভয়ের ঐক্য নিষিদ্ধ হইতেছে না ।
এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—‘অসদ্বিতি চেন্ন’—যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া
পড়িল, তাহা নহে, কি কারণে? উত্তর—‘প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ’—পূর্ব সূত্রে
সাক্ষ্যপোষ ভঙ্গমাত্র দেখান হইয়াছে, ঐক্য নিষেধ করা হয় নাই স্বতরাং
ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিভিন্ন, ইহা মনে করিবে না ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈব দোষঃ । কুতঃ? প্রতীতি । পূর্বসূত্রে
সাক্ষ্যনিয়মস্ত প্রতিবেদমাত্রং বিবক্ষিতম্ । ন তূপাদানাদুপাদেয়স্ত
দ্রব্যাস্তরহমপি । ব্রহ্মৈব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গী-
কারাৎ । অয়ং ভাবঃ—যস্য সাক্ষ্যস্যাতাবাৎ ব্রহ্মোপাদানতামা-
ক্ষিপসি তৎ কিং কুৎসস্য ব্রহ্মধর্মস্যানুবর্তনমভিপ্রেয্যত যস্য
কস্যচিদ্বিতি । নাট্যঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপত্তেঃ । ন হি
ঘটাদিষু মৃৎপিণ্ডোপাদেয়েষু পিণ্ডোত্তরানুবর্তিত্বম্ । দ্বিতীয়ে তু
নানিষ্টাপত্তিঃ সত্তাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মধর্মস্য প্রপঞ্চেহপ্যনুবর্তেঃ । নহু

যেন কেনচিৎকর্মেণ সাক্ষ্যং ন শক্যং মন্তং সর্বস্য সর্বসাক্ষ্যোপেয়ং সর্বস্মাৎ সর্বোপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ যেন ধর্মোপোপাদানভূতং বস্তু বস্তুস্তরাং ব্যবর্ততে তস্য ধর্মোপোপাদেয়েহমুত্তিঃ সাক্ষ্যং যথা তদ্বাদিতঃ স্ববর্ণং যেন স্বভাবেন ব্যবর্ততে তস্য কঙ্কাদিকে তত্পাদেয়েহমুত্তির্দৃষ্টা তথৈতদ্ দ্রষ্টব্যমিতি চেম্মৈবম্। মাক্ষিকা-দিভ্যঃ কুম্বাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারঃ। ন চ স্বর্ণকঙ্কণয়োঃ সর্বথা সাক্ষ্যমস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথা চ স্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব বৈরূপ্যেহপি কঙ্কণস্বর্ণয়োরিব অব্যেক্যসত্ত্বান্নাসং কার্যমিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তোমরা যে দোষ দিতেছ, এ দোষ হয় না, কি হেতু? ‘প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ’—কারণ পূর্বসূত্রে কার্য-কারণের সাক্ষ্যানিয়মের প্রতিবাদমাত্র বিবক্ষিত, তদ্বিহীন উপাদান হইতে উপাদেয় অগ্নি দ্রব্য, ইহা বলা অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ স্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বিশ্বের আকারে পরিণত হন। অভিপ্রায় এই—যে সমানরূপতার অভাব ধরিয়া তুমি (সাংখ্যবাদী) জগতের ব্রহ্মোপাদানতার প্রতিবাদ করিতেছ, তাহা কি সমগ্র ব্রহ্মধর্মের উপাদেয় জগতে অমুত্তি অভিপ্রায়ে করিতেছ? অথবা যে কোন একটি ব্রহ্মধর্মের অমুত্তিকে ধরিয়া? যদি প্রথমটি বল অর্থাৎ উপাদানের সমস্ত ধর্ম উপাদেয়েতে আসিবে, এই মনে কর, তবে কোন ক্ষেত্রেই উপাদানোপাদেয়ভাব সম্ভব হয় না। যেহেতু যুৎপিণ্ডের কার্য ঘটে পিণ্ডতার অমুত্তি নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যে কোনও একটি ধর্মের অমুত্তি পক্ষে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের হানি নাই, ইষ্টাপত্তিই আছে। কিরূপে? সত্তাদিরূপ ব্রহ্মধর্মের কার্যভূত জগতে অমুত্তিই যেহেতু আছে। আপত্তি এই—সত্তারূপ একটি ধর্ম দ্বারা সমানরূপতা মনে করিতে পার না, তাহাতে সকল বস্তুর সর্বত্ররূপ সাক্ষ্য লইয়া সর্ব বস্তু হইতে সর্ব বস্তুর উৎপত্তির আপত্তি হয়, সেজন্য বলিতে হইবে যে ধর্মটি দ্বারা উপাদান বস্তু অগ্নি বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্কৃত) হইতেছে, সেই ধর্মটিরই উপাদেয়ে অমুত্তির নাম সাক্ষ্য। যেমন তন্তু প্রভৃতি হইতে স্ববর্ণ যে ভাস্কর্য (দীপ্তি সমুজ্জলত্ব) ধর্মদ্বারা পৃথক্কৃত সেই ধর্ম স্ববর্ণের কার্য কটক কুণ্ডলাদিতে অমুত্তি আছে, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেখিতে

হইবে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না। মধু প্রভৃতি হইতে কুমি প্রভৃতির উৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। তাহা ছাড়া স্ববর্ণ ও কঙ্কণে সর্বপ্রকারে সাক্ষ্য নাই, কারণ উভয়ের আকৃতি-অবস্থা বিভিন্ন। অতএব স্বর্ণ ও চিন্তামণির মত কার্য-কারণের বৈরূপ্য থাকিলেও কঙ্কণ ও স্ববর্ণের মত একদ্রব্যতা থাকায় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের সত্তা ধর্মের ঐক্য-হেতু কার্য অসং বলা চলে না ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—অসদ্বিতি। ন দ্বিতি। উপাদানচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ। উপাদেয়স্ত জগতঃ। দ্রব্যাস্তরত্বং ভিন্নত্বম্। অয়মিতি। সাক্ষ্যাস্ত সাধর্ম্যাস্ত। তৎ কিমিতি। তৎ সাক্ষ্যং কিং নিখিলব্রহ্মধর্মাস্ববর্তনং যৎ-কিঞ্চিদ ব্রহ্মধর্মাস্ববর্তনং বেতার্থঃ। ব্যবর্ততে ভিন্নং প্রতীয়তে। যেন স্বভাবেনেতি ভাস্কর্যেণ গুরুত্বেন চ ধর্মোপেতার্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—‘অসদ্বিতি’ সূত্র। ‘ন তুপাদানাদুপাদেয়স্ত’ ইত্যাদি ভাষ্য—সূক্ষ্ম-শক্তিমান্ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের, দ্রব্যাস্তরত্ব—ভেদ, নহে। ‘অয়ং ভাবঃ’ ইত্যাদি—সাক্ষ্যাস্ত—অর্থাৎ সাধর্ম্যের। ‘তৎ কিম্ কৃৎসন্ত ব্রহ্মধর্মস্তেতাদি’—তৎ—সেই সাক্ষ্য, কি বাবদ্ ব্রহ্মধর্মের অমুত্তি অথবা যৎ কিঞ্চিদ ব্রহ্মধর্মের অমুত্তি ধরিয়া? ‘বস্তুস্তরাং ব্যবর্ততে’ অগ্নি বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। ‘যেন স্বভাবেন ব্যবর্ততে’ যেন স্বভাবেন—ভাস্কর্য স্বভাব দ্বারা ও গুরুত্ব স্বভাব দ্বারা ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে সাংখ্যবাদী পুনরায় একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন যে, উপাদান ও উপাদেয় বিসদৃশ হইলে সৃষ্টির পূর্বেই জগৎ অসং হইয়া পড়িবে, পূর্বপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—যদি বল, জগৎ অসং হইয়া পড়ে, তাহা নহে, কারণ পূর্বসূত্রে সাক্ষ্যের প্রতিষেধমাত্র করা হইয়াছে, উপাদান ও উপাদেয়ের দ্রব্যাস্তরত্ব অর্থাৎ ভিন্নত্ব বলা হয় নাই। কারণ ব্রহ্মই নিজ হইতে বিলক্ষণ বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে। সর্ব সাক্ষ্যের অভাবে ব্রহ্মের উপাদানতা অস্বীকার করা যায় না। সর্বাংশে ব্রহ্মধর্মের অমুত্তি না হইয়া কোন অংশে ব্রহ্মধর্মের সাক্ষ্য সম্ভবপর হইয়া থাকে। সত্তাদিলক্ষণ-ব্রহ্মধর্মের অমুত্তি প্রপঞ্চে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

“জাতোহসি মেহত্ব স্চিরান্নহ দেহভাষাং

ন জায়তে ভগবতো গতিরিত্যবত্ম।

নাশ্চৎ তদন্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং

মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুর্বিভাসি ॥” (ভাঃ ৩।২।১)

অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন! বহুকাল উপাসনা করিয়া অত আপনাকে জানিতে পারিলাম। অহো! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ ভাগ্য! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনিই একমাত্র জানিবার যোগ্য-পুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত, তাহাও শুদ্ধ সত্য নহে। আপনি যে জগৎরূপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গ প্রাধানরূপা মায়াগুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি,—ইথে কি বিস্ময়?”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৪-১২৭)

“আত্মেশ্বরোহতর্ক্য-সহস্র শক্তিঃ।” (শ্রীভাগবত)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৮ সংখ্যা ব্রহ্মব্য ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যুক্তান্তরেণ পুনরাঙ্কিপতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অন্ত যুক্তি দ্বারা পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন—

সূত্রম্—অপীতো তদৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—‘অপীতো’—অর্থাৎ প্রলয়কালে, ‘তদৎ’—সেই প্রকার অর্থাৎ কার্যের মত কারণের অন্তর্নিহিত প্রভৃতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে ‘প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসং’—অসঙ্গতি হয়, উপনিষদ্বাক্য সমূহে ‘সর্বজ্ঞ, নির্দোষত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ’ এই সকল উপনিষদ্বাক্য বিরুদ্ধ হয়। ইহা পূর্বপক্ষীর আক্ষেপ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্ত চিজ্জড়াত্মকস্ত নানাবিধাপুমর্থবিকারান্-সম্পদস্য জগতঃ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্ম চেতুপাদানং তদাপীতো প্রলয়ে তন্ত্ৰ তদৎপ্রসঙ্গঃ। ষষ্ঠ্যস্তাদিবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি সূত্রাৎ। উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তসৌক্যাৎ। অতোহসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্দং যৎ সার্বভৌমনিরবচ্ছাদিগুণকমুপাদানং ব্রহ্মোতি গদতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপকারী বাদী পুনরায় অন্ত যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই চিং ও জড় বস্তুময় মুক্তিপ্রতিবন্ধক নানাপ্রকার বিকারের আশ্রয় জগতের উপাদান যদি সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মকে বলা হয়, তাহা হইলে, ‘অপীতো’—প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মের উপাদেয় জগতের মত অপূর্বার্থ বিকার যোগ হইয়া পড়িবে ‘তত্র তন্ত্ৰেব’ এই সূত্রানুসারে তদৎ পদটি তন্ত্ৰ ইব তাহার মত অর্থে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্তের উত্তর বতি। কারণ ব্রহ্মের সহিত সেই জগতের তখন (প্রলয়ে) অভেদ হইয়াছে, ইহা হইতে উপনিষদ্বাক্যসমূহ অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। যেহেতু উপনিষদ্বাক্যসমূহ ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ ও নিরবচ্ছাদি গুণসম্পন্ন উপাদান বলিতেছেন। জগতের সম্পর্কে ব্রহ্মের সেই সবগুণ দূষিত হইবে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতাবিতি। তদ্বদিতি। কার্যাবৎ কারণস্তাপ্যন্ত্যাদি-প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। যথা ব্যঞ্জে লীযমানং হিঙ্গাদি স্বগন্ধেন তদদৃশ্যেদেবং ব্রহ্মণি লীযমানং জগৎ স্বগতেন জাড্যাদিনা তদদৃশ্যিগ্ৰতীত্যাক্ষেপঃ সূত্রার্থঃ। তদানীং প্রলয়ে। তেন ব্রহ্মণা সহ তন্ত্ৰ জগত এক্যাদভেদাৎ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অপীতাবিত্যাদি সূত্রান্তর্গত ‘তদ্বৎ’ শব্দের অর্থ—কার্য-জগতের মত কারণ-ব্রহ্মেরও অন্তর্নিহিত অনিত্যতা অসম্বন্ধতার আপত্তি হয়, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন ব্যঞ্জে প্রদত্ত হিন্দু (হিঙ্) প্রভৃতি ব্যঞ্জে মিশিয়া গিয়া নিজগন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জনের গন্ধকে দূষিত করে, এইরূপ প্রলয়কালে দূষিত এই জগৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া স্বগত জড়তা প্রভৃতি ধর্মদ্বারা ব্রহ্মকে দূষিত করিবে—এই আক্ষেপই সূত্রার্থ। ‘তদানীং’—ভাষ্যোক্ত তদানীং শব্দের অর্থ—সেই প্রলয়ে, তেন সহ—সেই ব্রহ্মের সহিত, তন্তু—জগতের, ঐক্যাং—অভেদবশতঃ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় আর একটি যুক্তি উত্থাপনপূর্বক ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। চিহ্নভাষ্যক, মূর্তির প্রতিকূল নানাবিধ বিকারের আশ্রয় জগতের যদি ব্রহ্ম উপাদান হন, তাহা হইলে প্রলয়কালে ব্রহ্মে জগৎ লীন হইলে, ব্রহ্মে জগতের জাড্যাদি দোষ সংক্রমিত হইতে পারে, জগদ্বিকার-দোষ ব্রহ্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে উপনিষদ বাক্যগুলি যে ব্রহ্মকে, সর্বজ্ঞতা ও নিরবজ্ঞতাদি গুণ-বিশিষ্ট বলিয়াছেন, তাহারও অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“বিখ্যোভবস্থাননিরোধকঞ্চ তে

হকর্ত্বুরঙ্গীকৃতমপ্যাপাবৃতঃ ।

যুক্তং ন চিত্রং হুয়ি কার্য্যকারণে

সর্বাণ্যনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥” (ভাঃ ৫।১।৮।৫)

অর্থাৎ আপনি নিরাবরণ ও অকর্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ আপনার অচিন্ত্যশক্তি-বলে সকলই সম্ভব। আপনি কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা, অথচ সকল হইতে পৃথক্—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সূত্রকার এই পূর্বপক্ষের আক্ষেপ পরিহার করিতেছেন—

সূত্রম্—ন তু দৃষ্টান্তভাবে ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—‘ন তু’—না, তাহা নহে, কিছুই অসামঞ্জস্য নহে, কি জন্ত ? উত্তর—‘দৃষ্টান্তভাবে’—এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে অর্থাৎ উপাদেয় জগতের সম্পর্কেও উপাদান ব্রহ্মের নির্দোষত্ব থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন এক বিচিত্র বস্ত্রে নীল-পীতাদি বর্ণ স্ব স্ব স্থানেই থাকে, সমস্ত বস্ত্রে ছড়াইয়া পড়ে না, কিংবা যেমন এক দেহধারী প্রাণীতে বালা প্রভৃতি দেহ ধর্মগুলি এবং কাণ্ড, খঞ্জর প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধর্মগুলি দেহে ও ইন্দ্রিয়েই থাকে, আত্মায় থাকে না, সেইরূপ অপূর্বার্থ বিকার প্রভৃতি শক্তিধর্ম শক্তিতেই থাকে, শুদ্ধ ব্রহ্মে নহে ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাদাক্ষেপসম্ভাবনাপি নিরস্তা। নৈব কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। কুতঃ? উপাদেয়জগৎসম্পর্কেই উপাদানস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টান্তসদ্বাৎ। যথৈকশ্মিংশ্চিত্রাশ্বরে নীলপীতাদয়ো গুণাঃ স্বস্বপ্রদেশেষুেব দৃষ্টা ন তু তে ব্যতিকীর্ণ্যন্তে। ১। তথা চৈকশ্মিন্ দেহিনি বালাদয়ো দেহধর্ম্মা দেহে কাণ্ডাদয়ঃ করণধর্ম্মাশ্চ করণগণে বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাণি। এবমপূর্বার্থবিকার ব্রহ্মশক্তিধর্ম্মাঃ শক্তিগতাঃ স্থানতু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরম্মিতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ আক্ষেপ সম্ভাবনারও নিরাসার্থ অর্থাৎ উক্তপ্রকার আক্ষেপের সম্ভাবনাও দূরীভূত হইতেছে। ‘ন’ শব্দের অর্থ—কোনই অসামঞ্জস্য নাই, কি জন্ত ? উপাদেয় জগতের সংসর্গ ঘটিলেও উপাদান কারণ ব্রহ্মের স্বগত শুদ্ধত্বাদি গুণ বজায় থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে—যেমন একখানি নানারঙের কাপড়ে নীল-পীত প্রভৃতি রঙ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত হইলে সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যায়, ছড়াইয়া পড়ে না কিংবা যেমন একই দেহধারী প্রাণীতে বালা-ঘোবনাদি দেহ ধর্ম্মগুলি দেহেই থাকে এবং কাণ্ড-বধিরাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মগুলি ইন্দ্রিয়েই থাকে, দেহী আত্মাতে লিপ্ত হয় না; সেই প্রকার অপূর্বার্থ বিকার প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মশক্তির ধর্ম্ম সেগুলি শক্তিতেই থাকিবে, শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মাটিকা—নেতি। নৈবেতি। কিঞ্চিদপি বাক্যং নাসঙ্গতমিত্যর্থঃ।
ন তু তে ব্যতিকীৰ্ণ্যন্তে মিথো মিশ্রিতা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রসজ্যেয়ন্ প্রাপ্তাঃ
স্থাঃ ॥ ২ ॥

টিকানুবাদ—ন তু—অর্থাৎ নৈব, কোন বাক্যই অসঙ্গত নাই। ‘ন তু
তে ব্যতিকীৰ্ণ্যন্তে’—পরস্পর মিশ্রিত হয় না—এই অর্থ। ন প্রসজ্যেয়ন্—
প্রসঙ্গ হইবে না ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার সাংখ্যবাদীর পূর্বোক্ত আক্ষেপের
সম্ভাবনারও পরিহারার্থ বলিতেছেন যে, না, কোন অসামঞ্জস্য নাই; কারণ
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোন চিত্রিত বস্ত্রে নীলপীতাদি গুণ স্ব-স্ব
প্রদেশেই থাকে, পরস্পর মিশ্রিত হয় না, যেমন দেহের বাল্যাদি দেহধর্ম এবং
কাণ্ড, খঞ্জাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অপূর্বার্থ
বিকারগুলি ব্রহ্মের শক্তিগতই থাকে, শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মে প্রসঙ্গ হয় না।

আচার্য্য শঙ্করও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মাটি হইতে ঘটাদি
নির্মিত হয়। ঘট ধ্বংস হইয়া যখন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, ঘটের সকল
গুণ, অর্থাৎ বর্ত্তলাকার, ক্ষুদ্রত্বাদি গুণ মাটিতে সংক্রমিত হয় না।

শ্রীমন্তাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যো পাই,—

“ব্রহ্মেদমাশ্রয়ানি জগদ্বিলয়াশুমধ্যে

শেষেহশ্বনা নিজহুত্বাহুত্বো নিরীহঃ।

যোগেন মীলিতদৃগান্মনিপীতনিদ্র-

স্বর্ঘ্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ যুক্ত্যে ॥” (ভাঃ ৭।২।৩২)

অর্থাৎ হে জগদীশ্বর! তুমি নিজেতে এই জগৎ গ্রস্ত করিয়া যোগে
নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতু বিনষ্টনিদ্র ও তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইয়া আশ্র-
য় অহুত্ব করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রলয় সমুদ্র মধ্যে শয়িত থাক; কিন্তু
তমঃ এবং সত্ত্বাদি গুণ যোজনা কর না ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন কেবলং নির্দোষতয়া ব্রহ্মোপাদানতা
স্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতয়া ছষ্টবাদপীত্যা—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে কেবল যে
দোষের অভাব হয়, তাহা নহে; প্রধানকে উপাদানকারণ বলিলে দোষও
আছে—এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—‘স্বপক্ষে’—সাংখ্যবাদীর নিজমতেও ‘দোষাচ্চ’—দোষ আছে,
এজন্য প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যায় না ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যে দোষান্তর সাংখ্যোক্তস্বপক্ষে সম্ভাবি-
তান্তে স্বপক্ষে নিজমত এব দ্রষ্টব্যঃ তেষামন্তর নিরন্তরত্বাৎ।
তথাহি উপাদানোপাদেয়ৈর্বৈরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেইপ্যস্তি। শব্দাদি
শূত্রাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগতো জল্পরঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ তস্য
বৈরূপ্যাদেবাসংকার্য্যতা প্রসঙ্গঃ। প্রধানাবিভাগস্বীকারাদেবাপীতৌ
তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগৎপ্রবৃত্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি
তৎপরীক্ষায়াং বক্ষ্যামঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ওহে সাংখ্যবাদিন্! তুমি আমাদের মতে যে সকল
দোষ সম্ভাবনা করিয়াছ, সেগুলি তোমার নিজমতেই দেখিতে পাইবে;
ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তে তাহারা খণ্ডিত হইয়াছে। যেমন দেখাইতেছি—ব্রহ্মকে
জগতের উপাদান-কারণ বলিলে কার্য্যকারণের যে বৈরূপ্যদোষ তোমরা
দেখাইয়াছ, সেই দোষ সাংখ্যমতেও আছে। যেহেতু শব্দাদিশূত্র প্রধান
হইতে শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি তোমরা স্বীকার করিতেছ।
আবার সেই প্রধান হইতে সেই জগতের উৎপত্তি-পক্ষে উক্ত প্রকার বৈরূপ্য-
বশতঃ অসংকার্য্যবাদের আপত্তি হইবে। কিন্তু সংকার্য্যবাদ উভয়-সম্মত।
আবার অন্ত দোষ এই—প্রলয়কালেও প্রধানের কার্য্যের সহিত অভিন্নভাবে
স্থিতি-স্বীকার হেতু সেই অপূর্বার্থ বিকারের আপত্তি হয়, এই প্রকার আরও
অন্তান্ত দোষ জানিবে। তদ্বতির প্রধানের জগতের উপাদান-কারণতাবাদে
প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তিই হইতে পারে না; একথা প্রধানবাদ-
বিচারস্থলে বলিব ॥ ১০ ॥

সূত্রম্। চীকা—ন কেবলমিতি। অত্রোপনিষদে সিদ্ধান্তে। তস্মাৎ তন্ত্ৰেতি। তস্মাৎ প্রধানাং কারণান্তস্ত কার্যন্ত জগতো বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

চীকানুবাদ—‘ন কেবলমিত্যাदि’ অবতরণিকা, ‘স্বপক্ষে দোষাচ্চ’ ইতি সূত্রান্তর্গত ‘তেষামন্ত্র নিরন্তরাৎ’—এই ভাষ্যোক্ত অত্র শব্দের অর্থ—উপনিষদ সিদ্ধান্তে। ‘তস্মাৎ তন্ত্ৰ বৈরূপ্যাৎ’—তস্মাৎ—প্রধানরূপ কারণ হইতে কার্য-জগতের বৈসাদৃশ্যহেতু অসংকার্যবাদ হইয়া পড়িল ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেবল যে নির্দোষত্বের জন্তই ব্রহ্মের জগদুপাদান স্বীকার করা হয়, তাহা নহে; পরন্তু প্রধানের উপাদানতা স্বীকার করিলেও দোষের প্রসঙ্গ আছে, এইজন্ত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতেও দোষ আছে। তাহারা যে-সকল দোষ বেদান্তমতে দেখাইয়াছেন, সেগুলি তাহাদের স্বপক্ষেও দর্শন করা কর্তব্য, যাহা বেদান্তে নিরস্ত হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয় পরস্পরের বিলক্ষণতা সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর আপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে শব্দাদি-শূন্য বলা হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেই শব্দাদি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রলয়কালে প্রধানের জগতের অভিন্ন-ভাবে স্থিতি স্বীকার করায় সাংখ্যমতেও সেই অপূরুষার্থ বিকারের আপত্তি আসে, এইরূপ অত্রান্ত অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে, সে-সকল কথা পরে বলিব।

এই সূত্রের চীকায় আচার্য্য শব্দের ভাষ্যের মধ্যেও পাই, যে দুইটি দোষ সাংখ্যবাদীর বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা,—যেহেতু ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে জগতের লক্ষণ ভিন্ন, সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতির শব্দাদি গুণ নাই, কিন্তু জগতের শব্দাদি গুণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মতেও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে জগৎ লীন হইলে, জগতের গুণ শব্দাদি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তাঁহারাও তা প্রকৃতির ঐ সকল গুণ নাই বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও পাই,—সাংখ্যবাদীরা যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে আরোপ বা অধ্যাসের কথা বলেন, তাহা দোষ-যুক্ত। কারণ

নির্বিকার পুরুষের বিকারবশতঃ অধ্যাস হয়, ইহা বলা যায় না, আবার প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়, তাহাও বলা যায় না। তাঁহারা যদি একবার বিকারহেতু অধ্যাস, আবার অধ্যাসহেতু বিকার বলেন, তাহা হইলেও অত্রোক্তাশ্রয়-দোষ আসিয়া পড়ে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“তস্মাদিহং জগদশেষমসংস্বরূপং

স্বপ্নাতমস্তধিষণং পুরুহুঃখহুঃখম্।

অথ্যেব নিত্যস্বত্ববোধতনাবনন্তে

মায়াত উত্তদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২২)

অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্তব্ধাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী জ্ঞান-শূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি সত্যের দ্বারা প্রতীত হইতেছে ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যন্তুক্তঃ তর্কানুগৃহীতং শাস্ত্রমর্থনিশ্চয়-হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যে তোমরা বলিলে তর্ক-পরিপুষ্টশাস্ত্র অর্থ-নিশ্চয় করিবে; সে পক্ষে বলিতেছেন—

সূত্রম্—তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যনুমানমিতি চেদেবমপ্যনি-মৌক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাত্’—তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মনুজের বুদ্ধিতারতম্যে এক তর্ক অত্র তর্কদ্বারা ব্যাহত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা স্বীকার করাই উচিত। যদি বল, আমি অত্রপ্রকারে অনুমান করিব যাহাতে তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা না হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—‘অনুমানমিতি চেৎ’—প্রকারান্তরে অনুমান করিব যথা প্রধান জগতের উপাদান, ব্রহ্ম নহে; এই যদি বল, তাহা হইলে দোষ দেখাইতেছেন—‘এবমপ্য-

নির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ' তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে নিস্তার হইবে না। যেহেতু ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কই চলে না ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহংগমানা বিলোক্যন্তে। অতোহপি তাননাদৃত্যোপনিষদৌ ব্রহ্মো-পাদানতা স্বীকার্যা। ন চ লক্ষ্যমাহাভ্যানাং কেষাঞ্চিং তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তথাভূতানামপি কপিলকণ্ঠগাদীনাং মিথো বিবাদ-সন্দর্শনাৎ। নহমহমন্তথানুমাণ্যে যথাহপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদপ্র-সঙ্গাৎ। অতীতবর্তমানবত্সাধারণেনানাগতেহপি বত্সানি স্মৃৎস্মৃৎ-প্রাপ্তিপরিসারার্থা লোকপ্রবৃতিদৃষ্টেতি চেৎ এবমপ্যানির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তরকালান্তরজনিপুণতমতা-র্কিকদৃশ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যত্চপার্থ-বিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোহয়ং নাহপেক্ষ্যতে অচিন্ত্য-ত্বেন তদনর্হবাৎ 'শ্রুতিবিরোধানেতি' বৃহত্স্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মস্বত্বকাগোচরতামাহ। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্তেন স্মৃজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—"স্বষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাশ্চেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদেবাসত্ত্বকৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্" ইত্যাত্মা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎ-পোষকারী তর্কত্বপেক্ষ্যত এব 'মন্তব্য' ইতি শ্রুতেঃ। "পূর্বাপরা-বিরোধেন" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকং জগদিতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মাহুষের বুদ্ধি নানাপ্রকার, সেজন্য এক তর্কিকের তর্ক অপর তর্কিক তর্কান্তর দ্বারা খণ্ডিত করিতে পারে, সুতরাং তর্কের স্থিতি দৃঢ় নহে; এইরূপে পরস্পর ব্যাহত হইয়া তর্কগুলি অপ্ৰতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেও তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মের জগৎপাদানতা স্বীকরণীয়। যদি বল, বিজ্ঞা ও বুদ্ধিবলে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠাব্যক্তিগণের তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহাও নহে, যেহেতু তাদৃশতর্কিক কপিল, কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর মত-

বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন—আমি (সাংখ্যবাদী) অল্পপ্রকার অহুমান করিব, যাহাতে অপ্ৰতিষ্ঠা না হয়, যদি তাহাতে আপত্তি কর যে এমন কোন তর্কই নাই, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু যে তর্ক দ্বারা পূর্ব তর্ককে অপ্ৰতিষ্ঠিত করিবে, তাদৃশ তর্কই প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব যেরূপ তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা না হয় তাদৃশ তর্কই স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহারও অপ্ৰতিষ্ঠা কর, তবে সকল তর্কেরই অপ্ৰতিষ্ঠা দ্বারা জাগতিক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। অতীত ও বর্তমান যে পথ, সেই পথের অহুসারে ভবিষ্যতেও লোকের সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার-নিমিত্ত প্রবৃতি দেখা গিয়াছে, এই যদি বল, তাহাতেও তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা দোষ হইতে উদ্ধার নাই—কারণ তর্কমাত্রই পুরুষবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভাবিত হয়; সেই তর্কশ্রয়ী তোমারই অল্প দেশীয়, অল্পকালে জাত অতি নিপুণতম তর্কিক দ্বারা তর্কের দৃশ্যগত হইতে পারে, অতএব তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা-দোষ হইতে নিস্তার হইল না। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও মূর্ত্তিলাভের আশা তথায় নাই, কেননা ঐপনিষদ আত্মজ্ঞানেই মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত; সেজন্য উহার ব্যাখ্যা যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য। সত্য বটে পদার্থ বিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলেও ব্রহ্মে সেই তর্ক অপেক্ষিত নহে, কারণ তিনি অচিন্তনীয়, অচিন্তনীয় বিষয়ে তর্কের গতি নাই, তাহাতে শ্রুতির বিরোধ হয়, একথা 'শ্রুতিবিরোধান' এই তোমার কৃত সূত্র প্রমাণ-বলেই তাহার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। শ্রুতিও ব্রহ্মের তর্কের অবিষয় বলিতেছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" হে প্রিয়তম! নচিকেতঃ! পরমতত্ত্ববোধিকা বুদ্ধিকে শুদ্ধতর্কদ্বারা নষ্ট করা উচিত নহে; যেহেতু বেদজ্ঞগুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ধি পরমতত্ত্ব সাক্ষাতের কারণ হইবে।—ইহা কঠোপনিষদধ্যায়ীদিগের উক্তি। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে—হে মহর্ষি নারদ! শমদমপরাণ মুনিগণ যখন ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন অসৎ তর্কদ্বারা সেই ব্রহ্মতত্ত্বের অহুমান করিলেই তাহা অন্তর্হিত হইবে। অতএব শ্রুতিই ধর্ম-বিষয়ের মত ব্রহ্ম-বিষয়েও প্রমাণ। তাই বলিয়া তর্ক যে একেবারে হয়, তাহা নহে। সেই শ্রুতি-নির্ভারিত বিষয়ের অহুকূল তর্ক অপেক্ষণীয়। শ্রুতি এই কারণে

বলিয়াছেন, ‘আত্মা বা অরে প্রোতবো মন্তব্যঃ’। শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। স্বতিও তাহা বলিয়াছেন—‘পূৰ্ব্বাপরাবিবোধেন’ ইত্যাদি পূৰ্ব্বাপর বিষয়ের সহিত অবিকলভাবে তর্কাত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তর্কেতি। “যত্তেনাপাদিতোহপার্থঃ কুশলৈরহুমাভিঃ। অভিযুক্ততরৈরহুৈরহুৈবোপপত্তত” ইতি তর্কত্যাগপ্রতিষ্ঠিতত্বং বদন্তি। নহু তর্কমাত্রেনপ্রতিষ্ঠিতে ধুমজ্ঞানোত্তরং বহৌ প্রবৃত্তাহুপপত্তিঃ। বাক্যার্থসংশয়ে তর্কেণ তদর্থনির্ণয়প্রসঙ্গশ্চ। কিঞ্চ তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিত্যেন তর্কেণ পরপক্ষ-খণ্ডনঞ্চ ন স্ত্যং। তস্মাৎ কস্তচিৎ তর্কত্যাগপ্রতিষ্ঠানেহপি কস্তচিৎ প্রতিষ্ঠানং তেন সম্বয়ে বিরোধঃ শকাঃ কৰ্ত্তুমিত্যাক্ষিপতি অন্তথাহুমেয়মিতি চেদিত্যেনে ন সূত্রখণ্ডেন। অতীতেতি। ভূতং বর্তমানঞ্চ যথাস্থ ততৌল্যোনাগতে ভবিষ্যতি চ বদ্বনীত্যর্থঃ। যথা কৃষিবাণিজ্যাদি পুরাকৃতং যথেনানীং ক্রিয়তে এবমেবাগ্রেহপি ক্রিয়তে তেন স্থতপ্রাপ্তিহুঃখপরিহারশ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। স্বীকৃত্য পরিহরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচষ্টে তর্কেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গে মোক্ষ-ত্যাগপ্রাপ্তিরোপনিষদাত্মজ্ঞানেন তস্তা শ্রবণাদিতি। যত্নপীতি। অর্থবিশেষে পর্বতীয়বহ্যাদৌ ব্রহ্মণোহুতর্কাত্মে প্রমাণং নৈবেতি। প্রেষ্ঠ হে প্রিয়তমেতি নচিকেতসং প্রতি যমোক্তিঃ। এষা পরতত্ত্বগ্রহণার্থী মতিধিষণা ত্বয়া তর্কেণ শুদ্ধেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়া যদিহুমনেন বেদজ্ঞেন গুরুণা প্রোক্তোপদিষ্টা সতী সূক্ষ্মানায় পরতত্ত্বাহুতবায় সম্পত্তেতি। ঋষে ইতি। শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্। যদা বিদন্তি বিষয়ং কুর্ত্তন্তি তদৈবাসন্তিঃ শুদ্ধৈস্তর্কৈর্বিপ্লুত-মহুমিতং সং তিরোধীয়েতাস্তদর্ধ্যাদিত্যর্থঃ। তৎপোষকারীতি। তত্র মনুঃ—“প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং স্থবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধি-মভীপ্সতা” ইতি। “আর্থং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যন্তর্কেণাহু-সম্বন্ধে স ধর্ম্মং বেদ নেতর” ইতি ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—সুনিপুণ অহুমানকারিগণ যত্নপূর্ব্বক কোন বিষয়কে স্থাপিত করিলেও তদপেক্ষা অত্র স্থবিজ্ঞগণ তাহা অত্রথা করিয়া থাকেন সুতরাং তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হয়, ইহা বলিয়া থাকেন। প্রশ্ন—তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বহিঃপ্রার্থী ব্যক্তি পূর্ব্বতে ধুম দেখিয়া বহির অহুসন্ধান না হউক, কারণ—‘ধুমো বহিঃপ্রাপ্যো ন বা’ ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে কিনা,

এই সন্দেহ নিবৃত্তি করে ‘ধুমো যদি বহিঃপ্রাপ্তিচারী স্তাদ্ বহিঃপ্রাপ্তো ন স্ত্যং’ ধুম যদি বহিঃপ্রাপ্তিমান্ না হইত তবে বহির কার্য্য হইত না—এইরূপ তর্ক সেই ব্যক্তিচার শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু তর্কের যদি তর্কান্তরের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে অপ্রমাণীভূত ঐ তর্কের দ্বারা সন্দেহ নিরাস কিরূপে হইবে? অতএব তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতেই হয়, তদভিন্ন বাক্যার্থের সংশয় ঘটিলে তর্ক দ্বারা তাহার নির্ণয় না হউক, এই আপত্তিও থাকিয়া যায়। আর এক কথা, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা—এই কথা দ্বারা যে, পর পক্ষের মত খণ্ডন করিতেছে, তাহাও হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে, কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলেও অত্র তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সেই তর্ক দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সম্বয়পক্ষে বিরোধ উপস্থাপিত করিতে পারা যায়; এই অভিপ্রায়ে আক্ষেপ করিতেছেন—‘অন্তথাহুমেয়মিতিচেৎ’ ইত্যন্ত সূত্রাংশদ্বারা। অতীত বর্তমান বর্ত্ত্যাদি ভূত ও বর্ত্তমানকালে যে পথ ধরা হইয়া থাকে, তাহার তুলনামুসারে ভবিষ্যতেও সেই পথ ধর্তব্য। যেমন কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি পুরাকৃত দৃষ্টান্তানুসারে বর্ত্তমানেও করা হয়, ‘সেইরূপ ভবিষ্যতেও কৃত হইবে, তাহার দ্বারা স্থত-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর তাৎপর্য্য। ইহা মানিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন—‘এবমপি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ‘এবমপি অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ’—ইহার ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইরূপ করেন—এবমপি ইহা হইলেও অর্থাৎ তর্কের দ্বারা, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—মুক্তির অপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হয়। যদিও অর্থ বিশেষে অর্থাৎ পর্বতীয় বহিঃ প্রভৃতিতে তর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্ক চলিবে না; তাহার প্রমাণ ‘নৈবা তর্কেণ’ ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য। ইহার অর্থ, হে প্রেষ্ঠ! (প্রিয়তম!) এই সম্বোধন নচিকেতার প্রতি যমের। যে প্রজ্ঞা ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তুমি শুধু তর্কের সহিত সংযোজিত করিও না, যেহেতু এই মতি অত্র বেদজ্ঞ গুরু কর্ত্তক উপদিষ্ট হইয়া পরতত্ত্বের অহুভূতি জন্মাইয়া দিতে পারে। ‘ঋষে বিদন্তি’ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। ইহার অর্থ—হে ঋষি! মূনিগণ যখন সমুদ্রকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকেন, তখনই অসং অর্থাৎ শুদ্ধ তর্ক দ্বারা অহুমিত হইয়া বিপর্য্যস্ত এবং লুপ্ত

হইয়া যায়। তখন তৎপোষকারী তর্ক অবশ্যই অপেক্ষা। সে-বিষয়ে মহা বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ আছে, ধর্ম-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহকামী ব্যক্তি এই তিনটিকে উত্তমভাবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহভাবে বুঝিয়া রাখিবে। আধর্মিত্যাदि—ঋষিপ্রোক্ত ধর্মোপদেশকে বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা যে ব্যক্তি মনন করে, সেই ধর্ম-স্বরূপ জানে, অপরে নহে ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকথা—সাংখ্যাবাদীরা পূর্বে একটি কথা বলিয়াছেন যে, তর্কের দ্বারা পরিপুষ্ট শাস্ত্রই অর্থ নিশ্চয়ের হেতু, তৎপ্রতিও সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে অর্থ স্থাপন করে, অন্য মনীষী তাহা খণ্ডন করিয়া দেয়, সুতরাং তর্ক যখন অপ্রতিষ্ঠ, তখন উপনিষদ্-জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক ব্রহ্মের জগদুৎপাদনতা স্বীকার করাই কর্তব্য। কারণ কপিল, কণাদাদি মহাত্মাগণও পরস্পর বিবদমান। যদি কখনও লোক-বাবহারে কোন তর্কের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে কোন অপেক্ষা নাই, বা তর্কের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম বস্তু অচিন্ত্য, সুতরাং তর্কাতীত।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ॥” (ভীষ্মপর্ব ৫।২২)

কঠ-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেষা” (কঠ ১।২।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাস্তেজ্জিয়াশয়াঃ

যদা তদেবাসত্ত্বকৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥” (ভাঃ ২।৬।৪১)

অর্থাৎ হে ঋষে নারদ! ঋষাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশান্ত, এবস্তৃত মুনিগণই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবন্তস্বই আবার কৃতর্কে পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ।

অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্কোষ।

ইথে তর্ক করি’ কেহ না কর সংশয়।

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয়।

অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।

চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার।

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই ছরাচার।

কুস্তীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥” (আঃ ১।৭।৩০৪-৩০৭)

আরও পাই,—

“তार्কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, শ্বত্টি, পুরাণ, আগম ॥

নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।

সর্ব মত দু’বি’ প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥

সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।

প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥

* * * *

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ‘নব মতে’।

তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥

বৌদ্ধাচার্য ‘নব প্রশ্ন’ সব উঠাইল।

দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।

লোকে হাস্ত করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥”

(মধ্য ২।৪২-৪৪, ৪২-৪১)

আরও পাই,—

“তক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।

বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ (চৈঃ ৮ঃ অঃ ৩।২২৮)

শ্রীল জীবগোষ্ঠামিপাদ-বিবচিত সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের অন্তর্গত তদ্ব-
সন্দর্ভীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

“তদেবং সর্বত্রৈব, স এব বেদঃ। কিন্তু সর্বজ্ঞেশ্বরবচনেন সর্বজ্ঞ-
জীবৈর্হুর্জহস্যং তৎপ্রভাব-লক্ষ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবস্তুরেব সর্বং তদহুতবে শক্যতে ;
ন তু তর্কিকৈঃ।”

তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

“শাস্ত্রার্থযুক্তোহহুতবঃ প্রমাণং তুস্তমং মতম্।

অনুমানাত্মা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যয়ুঃ।”

—ইতি। তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ,—

‘তর্কপ্রতিষ্ঠানং’ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ‘শ্রুতেন্ত শব্দমূলত্বাৎ’ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)
অদ্বৈতবাদিভিষ্যোক্তং,—

“যত্বেনাপাদিতোহপার্থঃ কুশলৈরনুমাভূতিঃ।

অভিযুক্তত্বৈরনুগৈরনুধৈবোপপত্ততে।

(বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোক)

অদ্বৈত শারীরকেহপি (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য ২।১।১১) “ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত-
বর্তমানান্তার্কিকা একম্বিন্ দেশে কালে চ সমাহর্তুং যেন তন্মতিরেকরূপ-
কার্থবিষয়া সম্যগ্‌মতিরিতি স্মাৎ। বেদস্ত চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে
চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থদ্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতস্ত জ্ঞানস্ত চ সম্যক্‌মতী-
তানাগতবর্তমানৈঃ সর্বৈরপি তর্কিকৈরপহোতুমশক্যম্” ইতি।

বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে শ্লোকটি শঙ্কর ভাষ্যের ভামতী টীকায় উদ্ধৃত
হইয়াছে, তাহা শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ—‘সুনিপুণ
তর্কিকগণের দ্বারা অতিশয় যত্নের সহিত সম্পাদিত অর্থও তদপেক্ষা সুনিপুণ
ব্যক্তিগণ কর্তৃক অগ্ণথা স্থাপিত হয়।’

ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ‘যদি বলা যায়, সমুদায় তর্কিকগণের
মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ষাউক, তাহা তো কখনই সম্ভব নহে, কারণ
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সমুদায় তর্কিককে এক সময়ে, এক স্থানে
সম্মিলিত করিয়া তাহাদের একাধ-বিষয়া মতি স্থির করিয়া, তাহাকে সম্যক্-

মতরূপে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই জ্ঞানোৎপত্তির
হেতু বলিয়া বেদে ব্যবস্থিত বিষয়ের অর্থও নিত্য বর্তমান, এই বেদজনিত
জ্ঞানই সম্যক্‌ জ্ঞান এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও
তর্কিক সেই জ্ঞানের অপহব করিতে সমর্থ নহেন।’

“তবে যদি কেহ বলেন যে, আগমেও কোথায়ও কোথায়ও তর্ক-প্রণালী
দ্বারা বোধনা দৃষ্ট হয়, তাহা তত্ত্বস্থলেই শোভনীয়। কারণ আগম-বাক্য-
বোধ-সৌকর্য্যের জন্ত মাত্র একরূপ তর্ক-বাক্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ
বলেন যে, যে সকল বেদবাক্য তর্কের দ্বারা সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণরূপে
গ্রাহ্য হইবে, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যের কি প্রয়োজন ?
তর্কই প্রমাণ হউক, এইরূপ কথা ষাহারা বলেন, তাহারা বৈদিকমন্ত্র-
মাত্র, উহা বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবহির্ভূত। মহাত্মারতকার বলেন, এই সকল
ব্যক্তির দেহত্যাগের পর শৃগালমোনিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

তবে যে, শ্রুতি শ্রবণ, মননের কথা বলেন, ‘শ্রোতবো মন্তব্যঃ’ ইত্যাদিতে
তো তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে কৃষ্ণ-পুরাণের কথাটি
গ্রহণ করিতে হইবে।

“পূর্বাপর্যাবিরোধেন কোদ্বর্থোহভিমতো ভবেৎ।

ইত্যাত্মমূহনং তর্কঃ শুদ্ধতর্কঞ্চ বর্জয়েৎ ॥”

অর্থাৎ পূর্বাপর্যাবিরোধে কোন্ অর্থ অভিমত হইবে, তাহার উহনই
তর্ক কিন্তু শুদ্ধতর্ক বর্জনীয়” ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সাংখ্যযোগস্বৃতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ
বিরোধঃ পরিস্রুতঃ। ইদানীং কণভূগাদিস্বৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স
পরিত্রিয়তে। তত্র কণাদাদিমতৈব্রহ্মোপাদানতা বাধ্যতে ন বেতি
বীক্ষায়াং তস্মাৎ সত্যং তৎস্বতীনামনবকাশতাপত্তেঃ। সর্বত্র ন্যূন-
পরিমাণানামেব দ্রাণুকাদীনাং ত্রাণুকাদিমহাকার্য্যারম্ভকদর্শনাং
ব্রহ্মণো বিভূত্বেন তদযোগাচ্চ বাধ্যত ইতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এতটা প্রবন্ধদ্বারা সাংখ্যস্বৃতি ও যোগ-
স্বৃতির সহিত এবং তাহাতে উক্ত তর্কের সহিত বিরোধ খণ্ডিত হইল।

এক্ষণে কণাদ ঋষি ও গৌতমাদি স্মৃতিকার এবং তাহাদের উক্তির সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নিরাকৃত হইতেছে। সে-বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ এই—ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব কণাদাদি মতের দ্বারা বাধিত হইতেছে কি না? পূর্বপক্ষী বলেন, ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব এ-মতে হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মের উপাদানকারণতা স্বীকার করা হয় তবে কণাদাদি স্মৃতির নিরবকাশতা হয় অর্থাৎ বিষয় থাকে না, যেহেতু তাহাদের মতে বীজ-বৃক্ষ প্রভৃতি কার্য্য দ্রব্যমাত্রে ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুগাদি অসংখ্য প্রভৃতি ক্রমে মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের জনক হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম বিভূ, বিশ্বব্যাপক নিত্য বস্তু তাহা মহাকাৰ্য্যের জনক হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মই সৰ্ব্বাপেক্ষা মহৎ, আবার মহত্তর কার্য্য কি জন্মাইবে? অতএব ব্রহ্ম উপাদান বলিলে কণাদাদি মতের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই পূর্বপক্ষের নিরাসার্থ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাস্ম-টীকা—সাংখ্যোতি। কণভুক্ প্রভৃতয়ো হি শ্রুত্যা-ভাসানাসাং স্মৃতিঃ কল্পয়াৎকৃঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুং প্রতি উদালকঃ সূক্ষ্মে বস্তুনি স্থলশ্চাস্ত্যর্ভাবং বিবক্ষুৰাহ। “গ্রন্থোদধলমদ আহরেতি। ইদং ভগব ইতি। ভিক্ষীতি। ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশুসীতি। অথাইবেমাধানা ভগব ইতি। আসামঙ্গৈক্যং ভিক্ষীতি। ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশুসীতি। ন কিঞ্চন ভগব ইতি। এতচ্চ বৈ সৌম্যৈষোহণিম্ন এব মহান্নগ্রোধস্তিষ্ঠতি” ইতি। জগতঃ প্রাগবস্থাস্থ্যং দৃষ্টান্তঃ জ্ঞয়তে। তত্র ন কিঞ্চনাদিশব্দব্রণাং শূন্যবাদাণুকারণবাদা দাষ্টান্তিকত্বেনাবগম্যন্তে। এব-মসদেবেদমগ্র আসীৎ তন্ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেতাদ্যাবসংস্ভাববাদৌ চাবগতো তাসাং শ্রুতীনাং তদ্বাদেযু তাৎপর্য্যমস্মীতি প্রতীতেঃ। তক্শ ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানং বিলুপ্তত্বাৎ খবদিত্তি। এবং পূর্বপক্ষান্ দর্শয়িতুমাহ-দানীমিতি। তস্তাং ব্রহ্মোপাদানতায়াম্। তৎস্মৃতীনাং কণাদাদিগ্রন্থানাম্। সৰ্বত্র বীজবৃক্ষাদৌ। তদযোগাৎ স্বতো মহাকাৰ্য্যারম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। এবং প্রাপ্তেহতিদিশতি।

অবতরণিকা-ভাস্মের টীকানুবাদ—সাংখ্য-যোগস্মৃতিভ্যামিত্যাदि ভাস্ম। কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদ মানেন কিন্তু তাহা বেদার্থাভাস অর্থাৎ শ্রুত্যাৰ্থের অপব্যাখ্যা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রমূলক কল্পনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যো-

পনিষদে সেইরূপ পাওয়া যায়, যথা—উদালক মুনী পুত্র শ্বেতকেতুকে উদ্দেশ্য করিয়া সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে স্থলের অন্তর্ভাব বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, বৎস! একটি বট ফল লইয়া আইস, সে তাহা আনিয়া বলিল, ভগবন্! এই সেই। উদালক বলিলেন—ইহাকে ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু—এই ভাঙ্গিয়াছি। উদালক—ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু—ভগবন্! অণুতরের মত সূক্ষ্ম কতকগুলি বীজ (ধান)। উদালক—বেশ বৎস! ইহাদের মধ্যে একটি ধানকে ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু—ভগবন্! তাহাও ভাঙ্গিলাম। উদালক—ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু—ভগবন্! কিছুই না। উদালক—সৌম্য! এই অণু পরিমাণেই এই মহান বট বৃক্ষ রহিয়াছে। জগতের পূর্বাভাস এই দৃষ্টান্ত উপনিষদে শ্রুত হয়। তাহাতে ‘ন কিঞ্চন’ না কিছুই দেখিতেছি না ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হওয়ায় শূন্যবাদ ও পরমাণুকারণতাবাদ ঐ দৃষ্টান্তের দাষ্টান্তিক (যাহার দৃষ্টান্ত সেই) রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। এই প্রকার ‘অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তন্মামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত’ আগে এই জগৎ অসৎই ছিল ইহার দ্বারা শূন্যবাদ এবং সেই জগৎ পরে নামরূপে অভিভাব্য হইল; ইহার দ্বারা স্বভাবকারণতাবাদও প্রতীত হইল। অতএব সেই সব শ্রুতি ঐ সকল বৌদ্ধবাদের উপজীব্য, ইহা যেহেতু প্রতীত হইতেছে। আবার ব্রহ্মের জগৎপাদানকারণতা-বিষয়ে বিবৃদ্ধ তক্ এই প্রকার যথা—‘ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানম্ বিলুপ্তত্বাৎ খবৎ’ এই অনুমানে পক্ষ ব্রহ্ম, সাধ্য বিশ্বোপাদানতার অভাব, হেতু বিলুপ্তত্ব। খ—আকাশ দৃষ্টান্ত। এইভাবে পূর্বপক্ষগুলি দেখাইবার জন্য ভাস্মকার বলিতেছেন,—ইদানীম্ কণভুগাদি ইত্যাদি। ‘তস্তাং সত্যং’ তস্তাং—সেই ব্রহ্মের জগৎপাদানকারণতা স্বীকৃত হইলে, ‘তৎস্মৃতীনাং’ কণাদপ্রভৃতির গ্রন্থের। ‘সৰ্বত্র ন্যূনপরিমাণানাম্’—সৰ্বত্র বীজ-বৃক্ষাদিবিষয়ে। ‘ব্রহ্মণো বিভূত্বেন তদযোগাক্ত’—তদযোগাৎ—ন্যূনপরিমাণ হইতে মহাকাৰ্য্যজননের অসম্ভব হেতু। ‘এবং প্রাপ্তে অতিদিশতি’ এইরূপ পূর্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী এতেন ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্বযুক্তির অতিদেশ করিতেছেন।

এতেন শিষ্টৈত্যাধিকরণম্,

বেদবিরোধী গৌতম, কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডন।

সূত্রম্—এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—‘এতেন’—বেদবিরোধী সাংখ্যযোগশাস্ত্রের নিরাস দ্বারা, ‘শিষ্টা-পরিগ্রহা অপি’ অবশিষ্ট কণাদ, গৌতমাদি প্রভৃতিও, ‘অপরিগ্রহাঃ’—বেদ-বিরোধী এজ্ঞ নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ১২ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহো বেদ-কৰ্ম্মকো যেবাং তে অপরিগ্রহাঃ। বিশেষণয়োঃ কৰ্ম্মধারয়ঃ। এতেন বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরাসেন পরিশিষ্টাস্তদ্বিরোধিনঃ কণভক্ষা-ক্ষপাদপ্রভৃতয়োহপি নিরস্তা বেদিতব্যঃ, নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাং। ন হারম্ববাদেহপি ন্যূনপরিমাণারম্বকহন্যমোহস্তি। দীর্ঘতন্ত্ৰ-রুদ্ধিতত্ত্বকপটে বিয়ছৎপন্ন শব্দে চ ব্যাভিচারাৎ। কারণবস্ত-বিষয়সা তর্কসাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তৃমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতি-দেশঃ। তৎপরিহারস্ত শুদ্ধতর্কসাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবা-পরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণু ন্যথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থান্মকান্ কেচিৎ। জ্ঞানরূপান্ পরে। শূন্যাত্মকানপরে। সদসদ্রূপাংস্তত্ত্বো। সর্বৈ হেতে তন্মিত্যাবিরোধিন ইতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শিষ্টাঃ—পরিশিষ্ট অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ভিন্ন অবশিষ্ট কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) ও জায়-দর্শন (গৌতমীয় দর্শন) ইহারাও, ‘অপরিগ্রহাঃ’—পরিগ্রহ—বেদকে গ্রহণ, যাহাদের নাই তাহারা, দুই বিশেষণ পদের কৰ্ম্মধারয় সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন এই ‘শিষ্টাপরিগ্রহাঃ’ পদটি। এতেন—অর্থাৎ বেদবিরোধী সাংখ্যাদি খণ্ডন দ্বারা, শিষ্টাঃ—অবশিষ্ট, অপরিগ্রহাঃ—বেদবিরোধী কণাদ, অক্ষপাদ (গৌতম) প্রভৃতিও নিরাকৃত হইল জানিবে। যেহেতু খণ্ডনের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান। কথাটি এই—কণাদ ও গৌতমমতে ন্যূনপরিমাণ দ্রব্যাদি মহাপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যেরূপ জনক হয়—এই

দ্রব্যারম্বকত্ববাদেও ব্যাভিচার আছে, যেহেতু দীর্ঘতন্ত্ৰতে সমবেত দ্বিতত্ত্ববিশিষ্ট বস্ত্রে ন্যূনতন্ত্ৰ দ্বারা আরম্ভ (উৎপত্তি) নাই এবং বিভূ আকাশে উৎপন্ন শব্দে ন্যূন-পরিমাণারম্ব নাই অতএব উক্ত নিয়মের ব্যাভিচার আছে। আর কারণ বস্ত্র লইয়া তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, ইহা বলা যায় না, এজ্ঞ ঐ হেতু দ্বারা শঙ্কা নিরুত্তি হয় না, সেইজ্ঞ এই সূত্রটি দ্বারা পূর্বাধিকরণের অতিদেশ করা হইল। ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাত্’ ইহা দ্বারা তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠান বলা হইয়াছে, তাহা সর্বত্র বলা যায় না; কেন? এই আশঙ্কার পরিহার—শুদ্ধ তর্কের প্রতিষ্ঠা হয় না, এই তাহার মর্ম্ম। এই কারণেই অত্যাশ্রিত বৌদ্ধ প্রভৃতিবাদিগণ পরমাণুকে অল্প প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহাদের চারিটি সম্প্রদায় আছে যথা—বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ ঘটপটাদি পদার্থ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্ষণিক বলিয়া থাকেন। যোগাচার বৌদ্ধগণ বলেন—সমস্তই জ্ঞান স্বরূপ; মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। সৌত্রান্তিক জৈন বলেন—সদসদ্রূপ—সমস্ত পদার্থ বুদ্ধির বৈচিত্র্যে অহুমের। যাহাই হউক, ইহারা সকলেই পরমাণুর নিত্যতা-বিরোধী ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতেনেতি। অতিদেশতামাত্র পৃথকসঙ্গতাপেক্ষা। শিষ্টাঃ কপিলপতঞ্জলিভাষ্যমত্রে। অপরিগ্রহা বেদমগ্নতত্ত্বস্তকপরা ইত্যর্থঃ। এতেনেতি। তদ্বিরোধিনো বেদপ্রতিকূলাঃ। অক্ষপাদোহত্র গৌতমঃ। এবং হি বর্ণয়ন্তি—“লোকং পশুতি যন্তাজ্জিঃ স যন্তাজ্জিঃ ন পশুতি। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেদ্য বিজ্ঞা বিশ্বগুবোস্তব” ইতি। তত্র তাভ্যাং গৌতমপতঞ্জলিভাষ্যমিত্যর্থঃ। নিরাকরণহেতোর্বেদবিরোধিতায়াঃ। দীর্ঘেতি। অত্র কারণপরিমাণং মহদবগম্যতে। অতএবাপরেতি। বৈভাষিকো বৌদ্ধঃ পরমাণু ক্ষণিকান্ অর্থভূতান্ মন্ততে। যোগাচারো জ্ঞানরূপান্। মাধ্যমিকস্ত শূন্যাত্মকান্। জৈনঃ পুনঃ সদসদ্রূপান্। এতচ্চাগ্রিমচরণে বিস্পষ্টীভবিত্বাতি। সর্বৈ এতে পরমাণুকারণবাদিনো বৈভাষিকাদয়ো জৈনাস্ত্যারঃ পরমাণুনিত্যতায়াং কণাদাদিস্বীকৃত্যাং বিরোধিনঃ ক্ষণিকত্বাদিস্বীকারাদিতি ভাবঃ। তথাচ কারণবস্ত্ত্ববিষয়স্তাপি তর্কসাপ্রতিষ্ঠানমসন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদি-শব্দবিরোধঃ অনভিব্যক্তনামরূপত্বেন সঙ্গতে। অগুণকস্ত সৌক্ষ্ম্যাং ব্রহ্মণি গোণঃ। স্বভাববাদস্তুপরি নিরাকরিত্বতে ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—এতেনেত্যাতিশব্দ। এই সূত্রটি অতিদেশস্বত্বে, ইহাতে

স্বতন্ত্র সঙ্গতির অপেক্ষা নাই, পূর্বনঙ্গতিই ইহার সঙ্গতি। সূত্রোক্ত শিষ্ট শব্দের অর্থ কপিল ও পতঞ্জলিভিন্ন অবশিষ্টগণ। অপরিগ্রহাঃ—বেদ গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র তৎপরায়ণ। এতেন বেদবিরোধীতাদিভাষ্য ‘তদ্ বিরোধিনঃ’—বেদের প্রতিকূলবাদিগণ। অক্ষপাদশব্দের অর্থ এখানে গৌতম। তাঁহার সম্বন্ধে লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। ষাঁহার (যে গৌতমের) চরণ জগৎ দেখিতেছে, কিন্তু তিনি ষাঁহার (শ্রীভগবানের) চরণ দেখিতে পান না। হে বিশ্বগুরু! তোমার বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান সেই অক্ষপাদ ও পতঞ্জলির দ্বারাও অপরিচ্ছিন্ন—অনির্ণেয়। এখানে ‘তাভ্যামপ্যপরিচ্ছিন্নাঃ’—তাভ্যাম্ পদের অর্থ—গৌতম ও পতঞ্জলি কর্তৃক এই অর্থ। ‘নিরাকরণহেতোঃ’—মত নিরাকরণের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান। এখানে দেখা যাইতেছে—কারণের পরিমাণ কার্যের পরিমাণ হইতে মহৎ। ‘অতএবাপরে’ ইত্যাদি। অপরে—বৌদ্ধসম্প্রদায়। তন্মধ্যে বৈভাষিক বৌদ্ধ পরমাণুকে ক্ষণিক পদার্থ মনে করে। যোগাচার বৌদ্ধ পদার্থকে জ্ঞানস্বরূপ, মাধ্যমিকগণ শূণ্যাত্মক, জৈন কিন্তু সং ও অসং উভয় স্বরূপ বলে। এসব পরিচয় এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে ব্যক্ত হইবে। এই বৈভাষিক প্রভৃতি চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় সকলেই পরমাণুর জগৎকারণতা মানেন, কিন্তু কণাদ-গৌতমাদি-স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা-বিষয়ে বিরুদ্ধবাদী, যেহেতু সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্ব তাঁহাদের অভিপ্রেত। অতএব জগৎকারণ বস্তুবিষয়ক তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা—অস্থিরতা ইহা নিঃসন্দেহ। যদি বল ‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’ এই ঋতির বিরোধ হইল, একথা বলিতে পার না; যেহেতু অনভিব্যক্তনামরূপতা-অর্থ ধরিয়া বিরোধ পরিহৃত হইবে। ব্রহ্মে অণু-শব্দ সূক্ষ্মতা (দৃষ্ণেয়তা) হেতু গৌণ-অর্থে প্রযুক্ত। স্বভাববাদ পরে নিরাকৃত হইবে ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যস্বৃতি ও যোগস্বৃতির সহিত ও তদ্বিধিত তর্কের দ্বারা স্থাপিত বিরোধ খণ্ডন পূর্বক বর্তমানে সূত্রকার কণাদ, গৌতমাদি-মত সমূহের দ্বারা উদ্ভিত তর্কের সহায়তায় যে বিরোধ, তাহাও খণ্ডন করিতেছেন। পূর্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, কণাদাদির মতে ব্রহ্মের জগৎপাদানতা-বিষয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদের মতের অনবকাশতা দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ ঐ সকল মতে ব্রহ্মের বিভূত্বের দ্বারাই—ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুকাদি দ্বারাই ত্র্যসরেণুকাদি

মহৎকার্য্যারম্ভত্ব দেখা যায়; এইরূপ কণাদাদি মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদি শাস্ত্রের নিরসন দ্বারা বেদবিরোধী কণাদ এবং গৌতমাদিও নিরাকৃত হইয়াছে। এই সূত্রটির দ্বারা পূর্বাধিকরণেরই অতিদেশ করা হইল।

পরমাণুবাদ-বিষয়ে বৌদ্ধগণ অল্প প্রকারও বর্ণন করিয়া থাকেন। চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পরমাণুর নিত্যতাবাদের বিরোধী।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-

মসম্মিধানাং পরমাণবো যে।

অবিজ্ঞয়া মনসা কল্পিতান্তে

যেবাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥” (ভাঃ ৫।১২।৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

“তর্হি ক্ষিতে: সত্যতা স্তাং? তত্রাহ,—এবং ক্ষিতিশব্দস্তাপি বৃত্তং বর্ত্তনম্ অর্থং বিনৈব নিরুক্তম্। যদ্বা ক্ষিতিশব্দস্ত বৃত্তং যস্মিন্ তদপি মিথ্যাভেন নিরুক্তমিত্যর্থঃ। কৃত: ? অসংস্র সূক্ষ্মেষু পরমাণুসু স্বকারণভূতেষু নিধানাং লয়াং, অত: পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতির্নাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তর্হি সত্যা: স্যা: ? তত্রাহ—তে মনসা কার্য্যাহুপপত্ত্যা বাদিভি: কল্পিতা:। কল্পনা-বীজমাহ। যেবাং সমূহেন বিশেষ: কৃত:, যেবাং সমূহ: পৃথ্বীবৃদ্ধ্যালঘনমিত্যর্থঃ। অবয়বিনো নিরন্তর্যাং সমূহগ্রহণম্। তথাপি সত্যা: স্যা: ? ন। অবিজ্ঞয়া প্রপঞ্চস্ত ভগবন্ত্যায়াবিলসিতত্বাদজ্ঞানেন কল্পিতা: ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।

শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হইতে ॥

‘মীমাংসক’ কহে ঈশ্বর হয় কর্ণের অঙ্গ।

‘সাংখ্য’ কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥

‘স্তায়’ কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।

‘মায়াবাদী’ নির্বিশেষ ব্রহ্মে ‘হেতু’ কর ॥

‘পাতঞ্জল’ কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।
 বেদমতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান্ ।
 ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
 সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত-বর্ণন।
 ‘বেদান্ত’-মতে ব্রহ্ম ‘সাকার’ নিরূপণ।
 নিগুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত’ সগুণ।
 পরমকারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
 স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।
 তাতে ছয় দর্শন হৈতে ‘তত্ত্ব’ নাহি জানি।
 ‘মহাজ্ঞান’ যেই কহে, সেই ‘মত’ মানি।
 ত্রীকুক্ষচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
 তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই ‘তত্ত্ব’—সার।”

(মধ্য ২৪।৪৮-৫৭) ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—পুনরাশঙ্ক্য সমাধস্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্ম-টীকা—অথ প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে বিরোধমুদ্ভাব্য নিরাকর্ত্ত্বং প্রযততে পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদিনা। তর্কেণ বিরোধো মান্ত প্রত্যক্ষণ সৌহৃদ্বিত্তি প্রত্যাধারণমিহ সঙ্গতিঃ। জগদুপাদানে ব্রহ্মণি সম্বন্ধো দর্শিতঃ। তদুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম্। তৎস্বক প্রত্যক্ষণে নায়মীশ্বর ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধমতঃ সম্বন্ধেইপি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সম্বন্ধের বিরোধ উদ্ভাবন করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য ‘পুনরাশঙ্ক্য’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। আপত্তি হইতেছে—তর্কের সহিত বিরোধ না হউক কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিরোধ হইবে, এই প্রত্যাধারণ সঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য। জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মে সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন মানিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে, জগতের উপাদানকারণ

ঈশ্বর হইতে পারেন না যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ বিরোধ দেখা যাইতেছে অতএব সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ বিরোধ—

সূত্রম্—ভোক্তাপ্তেরবিভাগশ্চেৎ স্থাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—‘ভোক্তাপ্তেরবিভাগশ্চেৎ’—যদি বল ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের অভেদ হইয়া পড়ে, তাহাতে ঐতিহাসিক জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ বিলোপ হইবে, তাহা নহে, ‘লোকবৎ’ লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা উহার পরিহার হইবে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বল্পশক্তিকং ব্রহ্মবোপাদানং তদেব স্থল-শক্তিকমুপাদেয়মিতি মতম্। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ ভোক্তা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপ্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তি-দ্বন্দ্বভেদাপত্তের্দ্বা সুপর্ণা—জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশমিত্যাশ্রিত-সিদ্ধভেদলোপস্ততো ন যুক্তমিতি চেৎ তৎপরিহারঃ স্থাল্লোকবৎ। লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষভেদেহপ্যস্তি দণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেহপি শক্তিব্রহ্মণোঃ সৌহৃদ্বিত্তি ন কাপি ক্ষতিঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈদান্তিক মত হইতেছে—স্বল্পশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই উপাদান-কারণ এবং সেই ব্রহ্মই স্থলশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উপাদেয়। এই মত যুক্তিযুক্ত কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন—তাহা হইলে স্বত্বত্বাদি-ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইয়া পড়ে এজন্য অবিভাগ অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভেদের লোপ হয়; অতএব ব্রহ্মের উপাদানকারণতা যুক্তিযুক্ত নহে। কথাটি এই—শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া পড়ে অথচ ‘দ্বা সুপর্ণা’ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ভেদ বলা হইয়াছে এবং ‘জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশম্’ যখন দেখে একজন ফলভোগ করিতেছে, আর যে জন শোভা পাইতেছেন, তিনিই ঈশ্বর ইত্যাদি ঐতিহাসিকভেদের লোপ হয়। অতএব ব্রহ্মের উপাদানতা যুক্তিযুক্ত নহে; পূর্বপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি করে, তাহার পরিহারও হইবে,—লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা। তাহাতে দেখা

যায়, দণ্ডধারী পুরুষ বলিলে দণ্ডীর ও পুরুষের প্রভেদ না থাকিলেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, সেইরূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ জীবের সহিত অভেদ হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, এজন্য ঐ আপত্তি কিছুই নহে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভোক্তেতি। ভোক্তা জীবেনেতি। তয়োঃ পিপ্লবঃ স্বাধস্তীত্যাदि শ্রবণাং ভোক্তৃৎ জীবন্ত ব্যাখ্যাতম্। শক্তিমদব্রহ্মভেদাপত্তে-
রিতাত্ত্ব ক্ষীরনীরাদিবং বিমিশ্রণাদিত্যাশয়ঃ। সোহস্তীতি। সঃ স্বরূপতো
ভেদোহস্তীতর্থঃ। ক্ষতিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—ভোক্তেত্যাদি সূত্র। ভাষ্য ভোক্তা জীবেনেত্যাদি।
'তয়োঃ পিপ্লবঃ স্বাধস্তি' তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন স্বাদ্ব অশ্বখ
ফল ভোজন করে ইত্যাদি শ্রুত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে 'জীব ভোক্তা'
ইহা ব্যাখ্যাত। 'শক্তিমদ ব্রহ্মভেদাপত্তেঃ' এখানে জলে ও দুধে মিশিয়া
গেলে যেমন অভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ উভয়ের মিশ্রণহেতু অভেদ প্রাপ্তির
—ইহাই অভিপ্রায়। 'শক্তি-ব্রহ্মণোঃ সোহস্তি'—সঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ উভয়ের
ভেদ আছে। ন ক্ষতিঃ—ক্ষতি শব্দের অর্থ দোষ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় ব্রহ্মের জগদুপাদানতা-বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন-
পূর্বক সমাধান করিতেছেন। বর্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদি
কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হইলে
অবিভাগ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ক্ষতি-
সিদ্ধ ভেদের লোপ হয়, এই পূর্বপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন, ইহা
যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, লোকে দণ্ডীর
অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরুষ হইতে পুরুষের অভেদ সত্ত্বেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপতঃ
ভেদ, সেইরূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের জীবশক্তির সহিত অভেদ সত্ত্বেও, জীবশক্তি ও
শক্তিমান্ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ আছেই, ইহাতে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“যথা গোপায়তি বিভূষণা সংযচ্ছতে পুনঃ।

যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।

আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥”

(ভাঃ ২।৪।৭)

আরও পাই,—

“কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্তমাণ্ডঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ।

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাষ্মাত্মৈশ্বর্যেশ্বরঃ।

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ।

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সৃষ্ট্বা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।

ত্বমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥”

(ভাঃ ১।১।১২-৩১) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—জগতো ব্রহ্মভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রহ্মণস্ত-
ত্বপাদানত্বং নিরূপিতমসদ্বিত্তি চেৎনেতাদিনা তমেবাক্ষিপ্য সমাধা-
তুমিদানীং প্রবর্ততে। তত্রোপাদেয়ং জগদুপাদানাং ব্রহ্মণো ভিন্ন-
মভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মূংপিণ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়ম্ ইতি
ধীভেদাং উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাং মূংপিণ্ডেন ঘটায়
প্রবর্ততে ঘটেন তু জলমানয়তীতি প্রবৃত্তিভেদাং পিণ্ডাকারম উপাদানং
কম্বুগ্রাবাত্মাকারং উপাদেয়মিত্যাকারভেদাং পূর্বকালমুপাদানমুত্ত-
রকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাহুপাদেয়ম্।
ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেদুপাদেয়ং কৃতং
তর্হি তদ্ব্যাপারেণ চ সতোহপ্যুপাদেয়স্তাভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যং
ক্ষোদাক্ষমহাৎ। তথাহি কারকব্যাপারাং প্রাক্ সা সতী অসতী
বা। নাচ্যঃ তদ্ব্যাপারবৈয়র্থ্যাং নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়স্ত।
ততশ্চ নিত্যানিত্যবিভাগো বিলুপ্যেত। তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরে-
হঙ্গীকৃতেনবস্থা। ন চান্ত্যঃ অসংকার্যতাপত্তেঃ। তস্মাদসত উপাদেয়-
স্তোংপত্তিহেতুত্বেনার্থবদ্বং ব্যাপারস্তেত্যসম্বাদেবোপাদানাং ভিন্নমু-
পাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদ স্বীকার
করিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি
হইয়াছে, ব্রহ্মও তাহা হইলে অসং হইয়া যায় ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা।

সেই অভেদের প্রতিবাদ সমাধান করিবার জন্ত সূত্রকার এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সন্দেহ—উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? এই সন্দেহের পর পূর্বপক্ষী বলেন—যেমন ঘণ্টের উপাদান মৃৎপিণ্ড, ঘট উপাদেয়, এইরূপ প্রতীতিভেদ থাকায় এবং উপাদান ও উপাদেয় এইরূপ শব্দভেদ থাকায়, আবার মৃৎপিণ্ড দ্বারা ঘট নির্মাণের জন্ত কুস্তকার প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঘট দ্বারা জল আনয়ন করে, এইরূপ বিভিন্ন কার্য্য হওয়ায় পুনশ্চ উপাদানের পিণ্ডবৎ আকার, উপাদেয়ের আকার কল্পুর মত গ্রাবাদি বিশিষ্ট এই আকারভেদ থাকায়—শুধু তাহাই নহে, উপাদান পূর্বে থাকে, উপাদেয় পরে হয়, এইরূপ কালভেদবশতঃও উপাদান হইতে উপাদেয়কে ভিন্ন বলিতেই হয়। তাহা স্বীকার না করিলে কর্তার ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যদি উপাদানই উপাদেয়স্বরূপ হয়, তাহা হইলে উপাদেয়ের জন্ত কর্তার চেষ্টা ব্যর্থ, যদি বল, উপাদানরূপে পূর্বে বর্তমান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির জন্ত কর্তব্যাপার আবশ্যক, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু উহা বিচারসহ নহে, কিরূপে দেখাইতেছি—সেই অভিব্যক্তি নিত্য? না অনিত্য? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ নিত্য ইহা বলিতে পার না, কারণ কুস্তকারের চেষ্টা তাহা হইলে ব্যর্থ—তদভিন্ন সর্বদাই কার্ধ্যের উপলব্ধি হইয়া পড়ে তাহাতে নিত্য অনিত্য বিভাগও লুপ্ত হইয়া পড়িবে। তা ছাড়া অভিব্যক্তির পুনরভিব্যক্তির জন্ত কর্তব্যাপার জানিলে অনবস্থা দোষ হয়, আবার অভিব্যক্তি অনিত্য একথাও বলিতে পার না কারণ তাহাতে অসং কার্য্যতাবাদ হইয়া পড়িবে। অতএব উপাদেয় অসং, তাহার উৎপত্তির হেতু কর্তব্যাপার হওয়ায় উহা সার্থক নহে। অতএব উপাদেয়ের অসত্তা হেতু সং উপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন এইরূপ স্তায় বৈশেষিক মত আছে এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, তাহা পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকান্ত্য-টীকা—জগত ইতি। পূর্বোক্তং কার্য্যাকারণ্যোর-ভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। তদুপাদানং জগদুপাদানম্। তমেব কার্য্যাকারণভেদম্। কারকেতি। দণ্ডচক্রাদি কুলালশ্চ কারকম্। কৃতমিতি ব্যর্থম্। তেনেতি কারকব্যাপারেণ। সেত্যভিব্যক্তিঃ। নিত্যো-পেতি কার্য্যানিত্যতাপস্তেচ্যর্থঃ। ন চাস্ত্য ইতি। অস্ত্যঃ অভিব্যক্তিরসত্তীতি পক্ষঃ। বৈশেষিকাদীত্যাদিপদাং নৈয়ায়িকো গ্রাহঃ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকাসুবাদ—‘জগতো ব্রহ্মভেদমক্ষীকৃত্যেত্যাদি’—পূর্বে কথিত কার্য্য ও কারণের অভেদ হইলে কার্ধ্যের মত কারণও অসং হইয়া পড়ে, এই আক্ষেপ করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন; এইভাবে এই অধিকরণে আক্ষেপ সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মণস্তদুপাদানম্ভিত্যি অর্থাৎ জগতের উপাদানাকারণতা, ‘তমেব আক্ষিপ্যেতি’—তমেব—সেই কার্য্য-কারণের অভেদকে। ‘ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্য প্রসঙ্গাদিতি’ কারক অর্থাৎ ঘট কার্ধ্যের প্রতি দণ্ড, চক্র কুস্তকার প্রভৃতি এবং ‘কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ চ’—কৃতং—ব্যর্থ অর্থাৎ কারকব্যাপার ব্যর্থ, কেননা কার্য্য পূর্বেই সিদ্ধ আছে। ‘সতোহপ্যুপাদেয়স্ত্যভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যমিতি’ তেন—কারকব্যাপার প্রয়োজন, ইহাও নহে। প্রাক্ সা—পূর্বে সে অর্থাৎ সেই অভিব্যক্তি। ‘নিত্যোপলব্ধি প্রসঙ্গাদিতি’ নিত্যোপলব্ধি অর্থাৎ কার্ধ্যের নিত্যতাপত্তিহেতু-বশতঃও। ‘ন চাস্ত্য’ ইতি অস্ত্যঃ—অর্থাৎ অভিব্যক্তি অসত্তী—মিথ্যাভূতা এই পক্ষও। ‘উপাদানাদভিন্নমুপাদেয়মিতি’ বৈশেষিকাদি ইত্যাদি, আদিপদ দ্বারা নৈয়ায়িকও ধর্তব্য। এবং প্রাপ্তে—এইরূপে পূর্বপক্ষ দৃঢ় হইলে—

তদনন্যভারস্তুগাধিকরণম্,

সূত্রম্—তদনন্যভারস্তুগাধিকরণম্ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—‘তদনন্যভার’—সেই জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিসম্বৃত্ত জগতের উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন; কি কারণে? উত্তর—‘আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ’—আরম্ভণ শব্দ যাহাদের আদিস্থিত এইরূপ বাক্য সমুদায় অর্থাৎ ‘বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তন্মাং জীবপ্রকৃতিশক্তিসম্বৃত্তাং জগদুপাদা-নাং ব্রহ্মণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কৃতঃ? আরম্ভণেতি। আরম্ভণশব্দ আদির্থেবাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ। “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্”। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে-

কমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু শ্রুং প্রজায়েয়” “সম্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যেবং-
বিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সাম্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি
হি চিজ্জড়াত্মকস্ত জগতস্তদযুক্তাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহনন্তঃ বদন্তি।
তথাহি কুৎসং জগৎ তাদৃগ্ ব্রহ্মোপাদানকমতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি
বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্ত জগতঃ কুৎসস্ত
বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচাৰ্য্যঃ প্রতিজ্ঞে। “স্তক্কাহম্মাত তমাদেশম-
প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিনা। তদাশ্রয়মবিভূষা
শিশ্বেণাশ্রজ্ঞানাদশ্রজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য “কথং হু ভগবঃ স
আদেশ” ইতি পরিপৃষ্টঃ স জগতো ব্রহ্মোপাদানকতাং বদিত্বান্ লোক-
প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়শ্রোপাদানাভেদং দর্শয়তি “যথা সৌম্যৈকেন
মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদিনা। একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি
সর্বং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং শ্রুং তস্ত ততোহনতিরেকাৎ।
এবমাদেশো ব্রহ্মণি সর্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়ং কুৎসং
জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি তত্রার্থঃ। নহু ধীশব্দাদিভেদাত্মুপাদেয়-
মুপাদানাদন্তঃ শ্রাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচ্যরন্তগমিতি। আরভ্যত
ইত্যারন্তগং কৰ্ম্মণি লুট্ “কৃত্যলুটো বহুলম্” ইতি স্মরণাৎ। মৃৎ-
পিণ্ডস্ত কল্পগ্রীবাদিরূপসংস্থান-সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়-
মারকং ব্যবহৃত্ত্বিঃ। কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচা বাক্পূর্ব্বকেণ
ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া। ঘটেন জলমান-
য়েত্যাদিবাক্পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধার্থং মৃদ্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষঃ
সৎ ঘটাদিনামভাগ্ ভবতি। তস্ত ঘটাত্ত্ববস্থাপি মৃত্তিকৈত্যেব
নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। ততশ্চ ঘটাত্ত্বপি মৃদ্রব্যমিত্যেব সত্যং
ন তু দ্রব্যান্তরমিতি। অতস্তস্যৈব মৃদ্রব্যস্য সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ
ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যথৈকসৌব চৈত্রস্যাবস্থা বিশেষসম্বন্ধাদ্
বালযুবাদিধী-শব্দান্তরাদি মৃদ্র্যোপাদানে তাদাত্ম্যেন সদেব
ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যক্ত্যে ন হসন্তংপত্তত ইত্য-

ভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোন্মানদ্বৈগুণ্যাপত্তিঃ। মৃৎ-
পিণ্ডস্য গুরুত্বমেকং ঘটাদৈশ্চকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ।
এবমন্তু। ন তু শুক্তিরূপাদিবদ্বিবৰ্ত্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ
স্বতোহন্তত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দা-
নর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। ন চাভিব্যক্তিপক্ষস্য নিশ্চলত্বং শক্যং
বক্তুম্। “কল্পান্তে কালস্থষ্টেন যোহন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনগ-
জগদিদং স্বয়ংরোচিঃ স্বরোচিষা” ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। ন চ
সিদ্ধসাধনতাহনবস্থা বা দোষঃ। কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ
সব্ধানঙ্গীকারাৎ অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ। নশ্বেবমসংকার্য্যতা-
পত্তিঃ পূর্ব্বমসত্যাস্তস্যাস্তদ্ব্যাপারেণোৎপাদমানবাদিতি চেন্নৈবং
তস্যাঃ কার্য্যত্বাভাবাৎ। স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কিল কার্য্যত্বং তচ্চ
তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্ত্যেব তৎসিদ্ধেঃ। তদ্ব্যাপারেণ সংস্থা-
নযোগরূপাভিব্যক্তিনিয়তাভিব্যক্ত্যেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদবত্তম্।
যন্তু অসত্যঃ কার্য্যসোৎপত্তিরিতি বদন্তি তন্মন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ।
তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসক্ষেৎ কার্য্যং তর্হি সর্বস্যাৎ সর্বমুৎপত্তেত।
সর্বত্র সর্বাতাবসৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যস্তৈলমিব ক্ষীরাদিকমপ্যুৎ-
পন্নং স্যাৎ। অকর্তৃক্য চোৎপত্তিঃ কার্য্যস্যাসম্বাৎ। ন চ কারণনিষ্ঠা
শক্তিরেব কার্য্যং নিষচ্ছেদিতি বাচ্যম্ অসত্য সহাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎ-
পত্তিরূপত্তে ন বা। আদ্যেহনবস্থা অন্তেহপ্যসম্বন্ধান্নিত্যত্বাদানুৎ-
পত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্বদা কার্য্যানুপলন্তোপলন্তপ্রসঙ্গাৎ।
ননুৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপত্তিরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যন্তরকল্পনয়েতি চেৎ “সমমেত-
দভিব্যক্তো” ইতি হি বক্তব্যম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘তদনন্তমিত্যাদি’—তস্যাৎ ইত্যাদি তস্যাৎ অনন্তম্ এই
বিগ্রহ দ্বারা তদনন্তম্ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ—তস্যাৎ .ই
জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিয়ুক্ত জগতের উপাদান কারণ-ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ
অভিন্ন। কি জ্ঞাত? ‘আরন্তগশব্দাদিত্যঃ’—আরন্তগ—এই শব্দটি যাহাদের আদি
অর্থাৎ আরন্তগ প্রভৃতি শব্দ আছে তাদৃশ বাক্যগুলি হইতে তাহাই অবগত

হওয়া যাইতেছে। সেই বাক্যগুলি এই—‘বাচারম্ভণং বিকারো...ইত্যেব সত্যম্’ ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ‘তদৈক্যত্বং বহু স্তাং প্রজ্ঞায়ৈ’ ‘সমূহাঃ’...‘সংপ্রতিষ্ঠাঃ’ ‘ত্রৈতদাত্ম্যমিদং সর্বম্’ ইত্যাদিরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে ধৃত বাক্যগুলি সামন্তর অর্থাৎ ব্যবহিতভাবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থিত, এখানে ঐ বাক্যগুলি প্রমাণরূপে বিবক্ষিত। সেগুলি চিৎ ও জড়ময় জগতের চিহ্ন-শক্তিয়ুক্ত পরম পুরুষ হইতে অভিন্নত্ব প্রকাশ করিতেছে। কি ভাবে, তাহা দেখান যাইতেছে—চিহ্নভাত্মক সমগ্র জগৎ জীবশক্তি এবং প্রকৃতিশক্তিয়ুক্ত ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন; অতএব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘এতশ্চৈব বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি’ এই ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয় অর্থাৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা উপাদেয় সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হয়। গুরু উদালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, তুমি গর্বিত হইয়াছ সেইজন্য আমাকে প্রশ্ন করিলে যে, সেই ব্রহ্মোপদেশ কি? অর্থাৎ যাহার বিষয় শুনিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়, সেই ব্রহ্ম কি? অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, এই প্রশ্ন করিবে কেন? অতএব তুমি বৃথাই ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান পোষণ করিতেছ? কথ্যটি এই—পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই পুত্র ভাবিল ‘অন্ত জ্ঞানদ্বারা অন্ত জ্ঞান হইতে পারে না’, এই বিচার করিয়া প্রশ্ন করিল—‘কথং হু ভগবঃ স আদেশঃ’ ভগবন্ (আপনার) সে উপদেশ কিরূপে সম্ভব হইবে? পুত্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উদালক জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদন করিবেন বলিয়া লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধ উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভেদ দেখাইতেছেন—‘যথা সৌম্যোদেন মুংপিণ্ডেন’ ইত্যাদি। বৎস! যেমন একটি মুংপিণ্ড জ্ঞাত হইলে সমস্ত মুক্তিকার কার্য্য ঘটাদিকে জানা যায়, অর্থাৎ এক মুংপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভিন্নতা, এইরূপ উপদিষ্টমান সকলের উপাদান ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে তাহার উপাদেয় সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই প্রবক্ষ্যে তাৎপর্য্য। প্রশ্ন—উপাদান ও উপাদেয়ের প্রতীতি ভেদ ও বাচকশব্দ প্রভৃতির ভেদ থাকায় কিরূপে উভয়ের ঐক্য হইবে? এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—‘বাচারম্ভণং’ ইত্যাদি ‘আরম্ভণং’ অর্থাৎ সমবেত কার্য্য।

আরম্ভণং—যাহা করা যায়, এই অর্থে কর্ম্মবাচ্যে আ পূর্ব্বক রত ধাতুর পিচ্ প্রত্যয়ে ‘কৃত্যল্যুটো বহুলম্’ তব্য অনীয় যৎযাৎক্যপ্ এই কৃত্যপ্রত্যয়গুলি এবং ল্যুট্ (অন) প্রত্যয় বাহুল্যে সকল বাচ্যেই হয়, এইজন্য কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। ঐ আরম্ভণং অর্থাৎ কার্য্য ঘটাদি বিকার। মুংপিণ্ডের কদ্বয় মত গ্রীবাদি অবয়ব সংস্থান হইলে বিকার নামে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে, কিরূপে করে, তাহাতে উত্তর দিতেছেন—বাচা—বাক্ ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ ভাষায় প্রয়োগার্থ, সেই বিকারের ফল ভাষায় প্রয়োগ; এই অর্থে ‘ফলমপীহ হেতুঃ’ ফলও কচিৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় যথা ‘অধ্যয়নেন বসতি’ অধ্যয়নার্থ বাস করিতেছে, এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন কিন্তু বিবক্ষাধীন তাহাও হেতু বলিয়া তাহাতে তৃতীয়া হইল, সেইরূপ ‘বাচা’ পদে তৃতীয়া। দৃষ্টান্ত—যেমন ‘ঘটেন জলমানয়’ ‘কলস দিয়া জল আন’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মুক্তিকাদ্রব্যই অবয়ব সংস্থান বিষয় হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ করে। সেই মুক্তিকাদ্রব্যের ঘটাদি অবস্থা হইলেও মুক্তিকা নামই সত্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহা যদি হইল, ঘটাদি ও মুক্তিকা একই দ্রব্য, ইহাই সত্য। মুক্তিকা হইতে ঘট অন্ত দ্রব্য নহে। অতএব সেই মুক্তিকা দ্রব্যেরই অন্ত অবয়ব যোজনা বশতঃ ‘ঘট’ এই বিভিন্ন শব্দ এবং ঘট বলিয়া ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যেমন একই চৈত্র নামক ব্যক্তির বাল্যাদি—দারিদ্র্যাদি অবস্থাবিশেষবশতঃ বালক, যুবা, ধনী, দরিদ্রাদি সংজ্ঞা-ভেদ ও প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে। মুক্তিকা প্রভৃতি উপাদান কারণ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তাৎক্ষণিকরূপে ঘট আছেই, দৃষ্ট প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ব্যাপার দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঘটাদি অভিব্যক্ত হয়, তদ্বিত্ত্ব অসং ঘট উৎপন্ন হয় না, স্বতরাং উপাদান কারণ হইতে উপাদেয় কার্য্য অভিন্ন। যদি উভয়ের ভেদ থাকিত, তবে ওজন করিলে উপাদান হইতে কার্য্যের মান দ্বিগুণ হইয়া পড়িত। কিরূপে? দেখাইতেছি—মুংপিণ্ডের গুরুত্ব পরিমাণ যাহা, ঘটের গুরুত্ব পরিমাণ তাহাই। যদি উহাদের পার্থক্য হইত, তবে তুল্যদণ্ডে চাপাইলে মুক্তিকা হইতে ঘটের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপ গুণাদিও বিভিন্ন হইত, তাহাও হয় না। আবার শুক্লিতে (বিশুদ্ধে) রজত ভ্রমের মত উপাদানে উপাদেয়ের ভ্রমাত্মক বিবর্ত্ত বলিতে পার না, কেননা শুক্লির নিকট হইতে অল্পত্ব হট্ট প্রভৃতিতে স্থিত রূপাদির

মত শুদ্ধিতে অধ্যাস্ত রূপ্য ভিন্ন নহে, উহা শুদ্ধিই। ইহা 'মুক্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যম্' এই 'এব' শব্দদ্বারা বুঝাইতেছে। 'এবমাদেশে ব্রহ্মণি' ইত্যাদি বাক্যে 'এবম্' পদ প্রয়োগ দ্বারা শব্দের অনর্থক্য ও কষ্টকল্পনা নিরাকৃত হইল। কথাটি এই—যদি উপাদান ও উপাদেয় একই হয়, তবে ঘটাদি শব্দের অনর্থকতা ও কষ্টকল্পনা অর্থাৎ মিথ্যা পদ অধ্যাহার ইহাও নহে; কেননা মুক্তিকাই সত্য মুক্তিকার জ্ঞান হইতেই সমস্ত মূঢ়কার্য জাত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জাতব্য। যদি বল, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়—একথা দ্বারা অসং কার্য্য বাদ হইবে তাহাও নহে, ঐ উৎপত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি। যদি বল, অভিব্যক্তিপক্ষ অপ্রমাণ, তাহাও নহে, ইহার প্রমাণ আছে যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে কল্পান্তে কালস্থষ্টেনেত্যাদি যে ভগবান্ শ্রীহরি যুগাবসানে কালস্থষ্ট ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই জগৎকে স্বপ্রকাশ নিজশক্তি-দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, এই কথাই অভিব্যক্তি-পক্ষে প্রমাণ, কিন্তু বিবর্তবাদ সঙ্গত হয় না, যেহেতু তাহাতে তোমাদের মিথ্যাভূত দ্বৈতাপত্তি হয়। যদি বল, অভিব্যক্তি-বাদে সিদ্ধসাধনতা-দোষ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা পূর্বে হইতেই সিদ্ধ, তাহার সাধনতাদোষ হয় এবং অভিব্যক্তির সত্তা ও অসত্তা সম্বন্ধে বিকল্প ধরিয়া অন-বস্থাপত্তি হয়, ইহাও নহে। জনক অর্থাৎ কুন্তকারাদির ব্যাপারের পূর্বে অভি-ব্যক্তির সত্তা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ কার্য্যের কারণ-মধ্যে সত্তা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যের অভিব্যক্তি দণ্ড-কুন্তকারাদি ব্যাপার হইতে জন্মে, ইহাই তাৎপর্য্য। অভিব্যক্তির আবার অত্র অভিব্যক্তিও স্বীকার করা হয় না, সে-কারণ অনবস্থা দোষ নাই। প্রশ্ন—এইরূপ হইলে অসংকার্য্যতাবাদ আসিয়া পড়িল; যেহেতু পূর্বে অবিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির নিমিত্তকারণ কুন্তকারাদির ব্যাপার দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে এই যদি বল, তাহাও নহে, অভিব্যক্তি কার্য্য নহে। যাহাতে অসং কার্য্যের উৎপত্তি দোষ ঘটিবে। কার্য্যের লক্ষণ হইতেছে, যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অর্থাৎ অত্র নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি, তাহাই কার্য্য; যেমন ঘট কার্য্য যেহেতু তাহার অভিব্যক্তি কুন্তকারাদির অভিব্যক্তি সাপেক্ষ নহে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি কার্য্য নহে, যেহেতু অভিব্যক্তি আশ্রয়্য-ব্যক্তির অধীন। আশ্রয়গত ব্যাপার দ্বারা সংস্থান যোগরূপ অভিব্যক্তি নিয়মাত্মসারেই ব্যক্ত হয়, অতএব প্রকৃষ্টস্থলে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। আর যাহারা বলে অসং হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা মন্দ কথা; যেহেতু

তাহা বিচারাসহ। কিরূপে দেখাইতেছি—ব্যাপারের পূর্বে কার্য্য যদি অসং হয়, তবে সকল বস্তু হইতে সকলের উৎপত্তি হউক, সকল কারণেই সমস্ত কার্য্যের অভাব থাকায় তিল হইতে তৈলের মত দৃষ্ট ও তাহা হইতে উৎপন্ন হউক। আরও একটি দোষের আপত্তি—কার্য্য যদি অসং হয়, তবে 'ঘটো জায়তে' ঘট উৎপন্ন হইতেছে, এ-কথায় ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়ার যে কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু কর্তৃত্বহীন উৎপত্তি হয় না। এখানে কার্য্য অসং, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? যদি বল কারণনিষ্ঠ শক্তিই কার্য্যকে নিয়মিত করিবে, তাহাও বলা যায় না, অসং পদার্থের সহিত কারণ-শক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব। আর এক কথা, উৎপত্তি উৎপন্ন হয় কিনা? অর্থাৎ উৎপত্তি কার্য্য কিনা? যদি উৎপত্তি জন্মায় বল, তবে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়িল। যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না বল, তবে উৎপত্তির অসং হেতু—সর্বকালেই ঘটাদি কার্য্যের অমুৎপত্তিহেতু উপলব্ধি না হউক। আর যদি বল, উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উৎপত্তি নিতাই আছে, তাহা হইলে সর্বদা ঘটাদি কার্য্য উপলব্ধ হইত, তাহা তো হয় না। এইরূপে উক্ত দুই পক্ষই দোষগ্রস্ত, প্রথম পক্ষে সর্বদা কার্য্যের অমুৎপত্তি, দ্বিতীয় পক্ষে কার্য্যের সর্বদা উপলব্ধির প্রসক্তি দোষহেতু। পুনশ্চ আপত্তি—উৎপত্তি নিজেই উৎপত্তি স্বরূপ, তবে আবার অত্র উৎপত্তির কল্পনা কেন? এই যদি বল, তবে বলিব—ইহা তো অভিব্যক্তিবাদেও তুল্যদোষ, ইহা বলিতে পারা যায় ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদনন্তেতি। তন্মাদিতি। অনন্তদভিন্নম্। বাচেতি। হেতুস্ববিবক্ষয়া ফলে তৃতীয়া। মূপ্তিপে কল্পগ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় ঘটেন জলমানয়েতি বাক্যপূর্বকব্যবহারশিক্ষয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কার্য্য-মিতি নামধেয়মারম্ভণমারম্ভং ব্যবহৃত্তিঃ কল্পণি লুট। তস্ত বিকারস্ত ঘটাদেমুক্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। প্রাগৃদ্ধক প্রতীতে: সত্যমেব বদতীত্যাভেদে: প্রামাণিকং বদতীতি সর্ব: প্রত্যোতি। সদেবেতি। অত্র জগদুৎপাদপক্ষেদংশকস্ত সচ্ছব্দেন সামান্যধিকরণ্যাং ব্রহ্মণো জগতা সহাবেদে: সিদ্ধ:। একং মুখ্যং কর্তৃ নিমিত্তমিতি যাবৎ। অধিতীয়ং সহায়-শৃঙ্গমুপাদানকং তদেবেত্যর্থ:। তদৈক্ষতেতি। তদ্বক্ষ বহু শ্রামিতি সঙ্কল্পং চকারেত্যর্থ:। সম্মূল ইতি। সদুপাদানকা: সংপালকা: সংসংহারকাস্তেতি

ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ। ঐতদাত্ম্যমিতি সৰ্বমিদং জগৎ ঐতদাত্ম্যং সদভিন্নং স্বার্থে স্বাত্ম্যং। যৈশ্চ পূৰ্ণং পরিণামবাদমালম্ব্য শ্রালোকবদিতি সমাহিতম্ অধুনা তু বিবর্তবাদমালম্ব্য মুখ্যং সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি তদনন্তমিত্যাदिना विकारो घटादिर्वाचारस्तथा वागालम्बनमात्रं न तु नामातिरेकेणास्ति विकारस्ततो मिथैव स मृत्तिकेत्येव सত্যं तात्त्विकमिति व्याचक्षते। তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু বাধিতং শ্রাদ্ধিতি দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যাস্তে স্বধীভিঃ। সান্তরাগীতি। সবাবধানানি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন স্থিতানীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাং শক্তিশৃঙ্খোপেতাং। তথাহীতি। তাদৃগিতি শক্তিশৃঙ্খোপেতম্। অতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি। ইহ তাদৃগ্ ব্রহ্মাভিন্নমিতি বোধ্যম্। আচার্যো গুরুকন্দালকঃ প্রতিজ্ঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে। শিষ্যেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেন পরিপুষ্টঃ সঃ আচার্যঃ। তেনৈব মৃৎপিণ্ডেনৈব। তস্তা ঘটাদেঃ। ততো মৃৎপিণ্ডাং। এবমিতি। আদেশে প্রশান্তরি উপদেশে বা। তদুপাদেয়ং তৎকার্যম্। কৃত্যলুট ইতি সূত্রে বহুলমিতি যোগো বিভজ্যতে। যে কৃতো যত্রার্থে বিহিতাস্তে ততোহন্যত্রাপি স্থ্যরিতি তদর্থঃ তেন কর্ম্মণি চ লুট্ সিদ্ধাতীতি। উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা। অগ্রত্ৰ সিদ্ধং হট্টাদৌ স্থিতম্। এবমিতি। এবং মৎকৃতব্যখ্যানে সতি। ইতি শব্দেতি। বিকারো নামধেয়ং বাচারস্তথা বাঙমাত্রগোচরং মিথ্যাত্বতো বিকার ইত্যর্থঃ। মৃত্তিকৈব সত্যোতি বক্তুং যুক্তং ন তু মৃত্তিকেত্যেবেতি যুক্তম্। তথাচেতিশব্দোহত্র নিবর্থকঃ শ্রাং। কষ্টকল্পনস্ত মিথ্যাদিপদাধাহারাদ্ বিক্ষুণ্টং দ্রষ্টব্যম্। কল্পান্তে ইতি ক্রীভাগবতে। যো ভগবান্ হরিঃ। অভিব্যক্ত্য অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থঃ। স্বয়ংবোচিঃ স্বপ্রকাশঃ স্ববোচিষা চিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টঃ। আদিশব্দাং ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঙ্গয়মিতি গ্রাহ্যম্। ন চেতি। হেতুঘয়েন ক্রমাৎ সাধ্য-স্বয়ং বোধ্যম্। পূৰ্ব্বমিতি। তস্তাঃ অভিব্যক্তেঃ। তৎসিদ্ধিরিতি। অভিব্যক্তেরভিব্যক্তিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নহু ঘটমভিব্যঙ্গয়িতুং দীপে প্রজালিতে পটাদির-প্যভিব্যজ্যতে ইতি নিয়তোহভিব্যঙ্গবিশেষো ন দৃষ্টঃ এবং ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেণ পটাদিরপ্যভিব্যজ্যতে ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্ব্যাপারেণেতি। আনু-ভঙ্গঃ সংস্থানযোগশ্চেত্যভিব্যক্তিসিদ্ধিঃ। তত্রাণ্ডে স দোষঃ। দ্বিতীয়ে তু নিয়তোহভিব্যঙ্গ ইতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিচ্ছোভ্যমিত্যর্থঃ। অকর্তৃকা চেতি।

ঘটো জায়ত ইত্যত্র ঘটস্তোপপত্তিকর্তৃকং প্রতীতং প্রাপ্তপত্তেঘটস্তাত্তম-সবে তস্ত তৎকর্তৃকং ন শক্যং বক্তুমিত্যকর্তৃকা তদুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ কারণনিষ্ঠেতি। কার্যাত্ম্যসম্বাং তেনাসত্য কার্যেণ সহ শক্তেন্নিয়মানিয়া-মকতাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ। সত্যোরেব হি সম্বন্ধো দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। কিঞ্চেতি। আণ্ডে উৎপত্তেৰূপপত্তিরস্তীতিপক্ষে তস্তা অপুৎপত্তিরস্তীতানবস্থা। অস্ত্যে উৎপত্তেৰূপপত্তিরস্তীতি পক্ষে উৎপত্তিনোৎপত্ততে তস্তা অসম্বাদিতি চেৎ তর্হি সৰ্বদা ঘটাদিকার্যাত্ম্যপলভ্যো ন শ্রাং। অথোৎপত্তিনোৎপত্ততে তস্তা নিত্যত্বাং নিত্যং সম্বাদিতি চেৎ তর্হি সৰ্বদা ঘটাদিকার্যাত্ম্যপলভ্যো ন চৈবমস্তি। তস্তাং পক্ষদ্বয়মপ্যসঙ্গতমিত্যর্থঃ। সমমিতি। যদুক্তমভি-যুক্তৈঃ—যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যায়-যোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণেতি। উভয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোঃ। পর্য্যায়যোক্তব্যঃ প্রতিবিধেয়ঃ। তথাচ ঋতিস্থতিস্যাচিব্যাদভিব্যক্তিপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ১৪।

টীকাসুবাদ—‘তদনন্তম্’ মিত্যাदि সমাধানসূত্রের তন্মাদিত্যাदिভাষ্যে—ব্রহ্মণোহনন্তদেব—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বাচারস্তমিত্যাदि—‘বাচা’ এই ‘পদে বাচ’ শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, সেই তৃতীয়া হেতু অর্থে, কিন্তু বাক্ হেতু কিরূপে হইবে? সে তো ফল, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ফলের হেতুও বিবক্ষাবশতঃ মানিয়া তৃতীয়া হইয়াছে। ‘বাচারস্তমং বিকারঃ’ ইহার অর্থ—মৃৎপিণ্ডেতে কষ্ণুগ্রীবাদিরূপ অবয়ব যোজনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা হয় ‘ঘটেন জলমানয়’ ঘট দিয়া জল আনয়ন কর, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্ত বিকার অর্থাৎ ঘটরূপ কার্য এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ‘আরস্তমং’ অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা আরস্ত করিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক রচিত। আরস্তমং পদে আ উপসর্গ যোগে রভ্, ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে (যাহাকে আরস্ত করা হয়) লুট্ (অন) প্রত্যয়। ‘নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’ ইহার অর্থ—সেই বিকারের অর্থাৎ ঘটাদির ‘মৃত্তিকা’ এই নামই সত্য অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, (ঘট নাম কার্লনিক), যেহেতু ঘট হইবার পূর্বে এবং ঘটনাশের পরও মৃত্তিকার প্রতীতি হয় (ঘটের প্রতীতি হয় না) এই লোকটি “সত্যমেব বদতি”—মৃত্তিকা সত্যই বলিতেছে এই উক্তি হেতু প্রমাণসিদ্ধ বলিতেছে ইহা সকলে বিশ্বাস করে। ‘সদেব-সৌম্যোদ’ মিত্যাदि ঋতিস্থ ইদম্ শব্দটি জগৎ অর্থের বাচক, তাহার ‘সং’

শব্দের সহিত সামান্যাদিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতীত হওয়ার ব্রহ্মের জগতের সহিত অভেদ সিদ্ধ হইতেছে।

‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এই শ্রুতান্তর্গত এক শব্দের অর্থ মুখ্য কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, ‘অদ্বিতীয়ম্’ সহায়নিরপেক্ষ তাহা জগতের উপাদান কারণও। ‘তদৈক্ষত বহু স্রাং প্রজায়েয়’ ইহার অর্থ—তদ্—সেই ব্রহ্ম, ঐক্ষত—বহুরূপে প্রকাশ হইব এই সঙ্কল্প করিলেন। ‘সমুলাঃ সৌম্যোমাঃ প্রজাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—সমুলাঃ—সদ্বৃক্ষ ইহাদের উপাদানকারণ, সদায়তনাঃ—সদ্বৃক্ষ তাহাদের (প্রজাদের) পালক, সংপ্রতিষ্ঠাঃ—সদ্বৃক্ষে তাহাদের লয় হয়, এইপ্রকার শ্রুতাক্রমে উক্ত পদত্রয়ের অর্থ জানিবে। ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্’ ইহার অর্থ—এই জগৎ, ঐতদাত্ম্য—সদ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এতৎ—(সদ ব্রহ্ম) আত্মা (স্বরূপং) যন্ত ইতি বহুব্রীহি সমাস-নিম্পন্ন। এতদাত্মন শব্দের স্বার্থে গুণ-প্রত্যয় দ্বারা নিম্পন্ন ঐতদাত্ম্যং পদটি।

যাহারা পূর্বে ‘জগৎটি ব্রহ্মের পরিণাম’ এই মত লইয়া ‘শ্রালোকবৎ’ লৌকিক দৃষ্টান্তে ঘটাদির মত হইবে, এই সূত্র দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, তাহারাই এক্ষণে বিবর্তবাদ লইয়া মুখ্যভাবে সমাধান করিতেছেন—হে সৌম্য শ্রুতকেতু! এক যুৎপিও জ্ঞাত হইলে সমস্ত ঘটাদি জ্ঞাত হয়; অতএব মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদের মত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ ইত্যাদি উক্তি দ্বারা, ‘বাচারন্তং বিকার’ ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাও এইরূপ করেন; যথা বিকার ঘটাদি, বাচারন্তং—বাগালম্বন মাত্র—অর্থাৎ কথার আশ্রয়েই প্রযুক্ত, নাম ভিন্নবশতঃ পৃথক পদার্থ নহে; অতএব ঘটাদি কার্য মিথ্যা সেই বিকার, মৃত্তিকাই বাস্তবিক, তাহাদের সেইমতে অমুপপত্তি এই যে ‘একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি’ এ-কথা সঙ্গতই হয় না, বরং বাধিতই হইতেছে, ইহাতে দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের বৈষম্যাপত্তি হয়। কথটি এই—ঐত যদি অধ্যাত্ম বা বিবর্ত হয় তবে সর্ব বিজ্ঞান কিরূপে হইবে? অলৌকিকের জ্ঞান হইতেই পারে না, আবার মৃত্তিকা ঘট দৃষ্টান্তের সহিত জগৎ ব্রহ্মের বৈষম্য হওয়ার অসঙ্গতি দোষ হয়। অতএব সুধীগণ সেই ব্যাখ্যাকারি-গণকে উপেক্ষা করিবেন। ছান্দোগ্যে ‘সাস্তরানি অপি’—ব্যবধানযুক্ত হইলেও অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছাড়িয়া ছাড়িয়া ধৃত হইলেও ‘জগতস্তদযুক্তাং’—সেই জীব-শক্তি ও প্রকৃতিশক্তি এই দুইটি যুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের। ‘তথাহি

কৃতং জগৎ তাদৃগ্ ব্রহ্মোপাদানকমিতি’—তাদৃক্ সেই শক্তিধরযুক্ত ব্রহ্ম নিখিল জগতের উপাদানকারণ। ‘অতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি’ এখানেও তাদৃক্-শক্তিধর বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—এই অর্থ জ্ঞাতব্য। ‘বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্য্য’ ইতি আচার্য্য—শ্রুতকেতুর পিতা গুরু উদ্ধালক। প্রতিজ্ঞে—প্রতিজ্ঞা করিলেন—শিশু—পুত্র শ্রুতকেতু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই আচার্য্য বলিলেন। ‘তেনৈব সিদ্ধান্তেন’ সেই যুৎপিও সিদ্ধান্ত দ্বারাই। ‘তন্ত ততোহনতিরেকাদিতি’ তন্ত—সেই ঘটাদির, ততঃ—যুৎপিও হইতে অনতিরেকাৎ অভেদবশতঃ। ‘এবমাদেশে ব্রহ্মণীতি’—এই প্রকার, আদেশে—প্রশাসনকারী অথবা উপদিশ্তমান ব্রহ্মে। ‘সর্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়মিতি’ তদুপাদেয়ম্—তাহার কার্য্য ‘কৃত্যল্যাটো বহুলমিতি’ স্বরণাৎ ইতি ‘কৃত্য ল্যাটঃ’ এই অংশের সহিত ‘বহুলং’ এই পদের বিভাগ (ছেদ) করিয়া ইহা দুইটি সূত্র করিতে হইবে। একত্র ‘বহুলম্’ এই সূত্রের অর্থ—যে সকল কৃত্য প্রত্যয় যে অর্থে (বাচ্যে) বিহিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্তবাচ্যেও সেই প্রত্যয় হইবে, সে কারণ ‘আরন্তং’ এই পদে কর্মবাচ্যে লুট হইল। ‘উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা’ ইতি পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ‘ঘটেন জলমানয়’ ইত্যাদি দ্বারা বিশদ করিয়া বলিতেছেন। ‘ন চ স্তব্ধঃ সকাশাৎ অন্ত্র সিদ্ধমিতি’ অন্ত্র অর্থাৎ হাট (বাজার) প্রভৃতিতে স্থিত রজত। ‘এবমিতি শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ’ এবম্—অর্থাৎ আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে। ইতি শব্দানর্থক্যং—যদি অর্থ কর বিকারনাম বাঙমাত্রগোচর, বিকার অর্থাৎ কার্য্য মিথ্যাত্ব এই অর্থ করিলে ইতি শব্দের বৈষম্য হয়—অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত পাঠ হয়, ‘মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’ এইরূপ পাঠ বার্থ। অতএব ইতি শব্দ ঐ ব্যাখ্যায় বার্থ হইয়া পড়ে এবং কষ্টকল্পনাও হয় যথা—‘মিথ্যাত্বতো বিকারঃ’ ইহাতে মিথ্যাত্বত পদটি অধ্যাহারহেতু কষ্টকল্পনা জানিবে। কল্পান্তে ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতে ধৃত। ইহার অর্থ—যঃ—যে ভগবান্ শ্রীহরি, অভিব্যক্ত—অভিব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ংরোচিঃ—স্বপ্রকাশ, স্বরোচিবা—চিৎশক্তিবিশিষ্ট। ইত্যাদি ‘প্রমাণাৎ সিদ্ধেঃ’—ইত্যাদি পদ গ্রাহ—‘ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো বাঙ্গয়ন্নদম্’ এই বাক্য। ‘ন চ সিদ্ধসাধনতা অনবস্থা বা দোষ’ ইতি ইহার পরে কথিত কারকব্যাপারাত্ ‘পূর্বমভিব্যক্তে: সত্যানঙ্গীকারাৎ’ এই হেতুটির সাধ্য—ন সিদ্ধসাধনতাদোষঃ, দ্বিতীয় হেতু—‘অভিব্যক্তাস্তবানঙ্গীকারাৎ’—ইহার সাধ্য

অনবস্থাদোষ। ‘পূৰ্ণমসত্যাস্তা’ ইত্যাদি তস্তাঃ—সেই অভিব্যক্তির ‘আশ্রয়াভি-
ব্যক্ত্যেব তৎসিদ্ধেঃ’—অভিব্যক্তি হেতু অর্থাৎ অভিব্যক্তি (প্রকাশ)
সিদ্ধিহেতু। প্রশ্ন—ঘটকে অভিব্যক্ত করিবার জ্ঞান দীপ জালিলে পটাদিও
অভিব্যক্ত হয়, অতএব পদার্থ বিশেষের অভিব্যক্তি নিয়মসিদ্ধ দেখা যায় নাই;
এইরূপে ঘট নির্মাণের জ্ঞান দণ্ডচক্রাদির ব্যাপার দ্বারা পটাদিও অভিব্যক্ত
হইতে পারে, এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন—‘তদ্ব্যাপারেণ
সংস্থানযোগাভিব্যক্তিরিতি’—অভিব্যক্তি দুইপ্রকার এক আবৃত্তিভঙ্গ, দ্বিতীয়
অবয়বসংস্থানযোগ, তন্মধ্যে আবৃত্তিভঙ্গ অর্থাৎ ফিরিয়া আসার নিরাস, যেমন
তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তি একবার হইলে আর তাহার অভিব্যক্তি হয়
না কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিব্যক্তি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অতএব
দ্বিতীয় অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবয়বসংস্থানসম্বন্ধ এই পক্ষে অভিব্যক্তি নিয়মাধীন
থাকে, প্রকৃতস্থলে কোনও আপত্তির বিষয় থাকে না। অসৎকার্যবাদ-পক্ষে
দোষ আরও দেখাইতেছেন—‘অকর্তৃকা চোৎপত্তিরিতি’ ‘ঘটো জায়তে’ ঘট
জন্মিতেছে বলিলে ঘট উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা বুঝায়, কিন্তু যদি উৎপত্তির
পূর্বে ঘটকার্য একেবারে অসৎ হয়, তবে তাহাকে উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা,
বলিতেই পার না। অতএব কর্তৃহীন উৎপত্তি হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য।
যদি বল, এই আপত্তিবারণের জ্ঞান উপাদানকারণস্থিত শক্তিই কার্যকে
নিয়মসিদ্ধ করিবে, তাহাও বলিতে পার না, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—‘ন চ
কারণনিষ্ঠা শক্তিরিত্যাदि’ তাহাতে দোষ এই—যে কার্য পূর্বে অসৎ, সেই
অসৎ কার্যের সহিত শক্তির নিয়ম্য-নিয়ামকস্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না।
যেহেতু দুইটি সদ বস্তুরই সম্বন্ধ দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। কিল্বোতি—
আরও একটি দোষ—অসতের যে উৎপত্তি হয়, এই উৎপত্তি সৎ না অসৎ
অর্থাৎ উৎপত্তির উৎপত্তি হয় কিনা? যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় বল,
তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, কিরূপে? যথা উৎপত্তির উৎপত্তি আবার
তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তির আবার উৎপত্তি এইরূপে ধারা চলিতে
থাকে? দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি উৎপত্তির উৎপত্তি নাই বল, তবে সেই
উৎপত্তি অসত্য অর্থাৎ অবিজ্ঞান হইল, এই অসত্তা-নিবন্ধন উৎপত্তির
উৎপত্তি নাই। ইহা মানিলে ঘটাদি কার্যের উপলব্ধি না হউক। আর
যদি উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না বল, তবে নিত্য বর্তমানতাহেতু সর্বদাই ঘটাদি

কার্যের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হউক, কিন্তু এরূপ তো হয় না। অতএব
উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইল। যদি বল, উৎপত্তির উৎপত্তি-কল্পনা নিশ্চয়োজন
তবে অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি কল্পনা নিশ্চয়োজন। সুতরাং দুই সমান।
যেহেতু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দোষ
বা দোষের পরিহার সমান, তথায় সেই অর্থ-বিচারে একজনকে অভিযোগ করা
উচিত নহে। ‘উভয়োঃ’—অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর, ‘পর্যায়যুক্তব্যঃ’—
অনাক্রমণীয়। অতএব সিদ্ধান্ত—ঋতি ও স্মৃতির সহায়তা থাকায় কার্যের
অভিব্যক্তিবাদই উৎপত্তিবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নতা স্বীকার পূর্বক ব্রহ্মই
যে জগতের উপাদান, ইহা নিরূপিত হইয়াছে, পরে ‘অসৎ’ ইত্যাদির দ্বারা,
সেই অভেদের উপর আক্ষেপ ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত এই অধিকরণ
আবস্ত হইতেছে। বিস্তারিত পূর্বপক্ষ উত্থাপনের পর অসৎ উপাদেয়ের উৎ-
পত্তির কারণ ব্রহ্মকে বলিলে কর্তব্যাপারের ব্যর্থতা আসে, সেই হেতু উপাদেয়
অসৎ বলিয়া উপাদান ব্রহ্ম হইতে তাহা ভিন্ন; ইহা বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক
যতে জানিতে হইবে, এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে তাহার পরিহারার্থ সূত্রকার
বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন। উপাদেয় জগৎ জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিসম্বন্ধ
উপাদান-ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কারণ ‘আবস্তগ্ন’-প্রভৃতি শব্দযুক্ত বাক্য
সমুদায় হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও
টীকায় দ্রষ্টব্য।

‘ব্রহ্মই চিহ্নভাষ্যক সমস্ত জগতের উপাদান, সেইজন্ম ব্রহ্ম হইতে জগৎ
ভিন্ন নহে’—হৃদয়ে ইহা নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই
সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মূণ্ডপিণ্ডকে জানিলেই সেই
মূণ্ডপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারা
যায়। কারণ এই মূণ্ডপিণ্ড ও ঘট উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই।
সেইরূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাহার উপাদেয় সমস্ত
জগৎকেও জানা যায়। মূণ্ডপিণ্ডের কল্পগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সম্বন্ধ সংঘটিত
হইলে বাকপূর্বক ব্যবহারের জ্ঞান তাহার বিকার নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।
ইহার তাৎপর্য এই—‘ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর’ ইত্যাদি বাকপূর্বক ব্যবহার
সিদ্ধির জ্ঞান মূদ্রব্যবহী সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ

করে। এইরূপ ঘটাদি অবস্থার নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, ইহা সর্বথা প্রামাণিক, আবার তাহা হইতে উদ্ধৃত সেই ঘটাদিও যে মৃদুভা, অল্প পদার্থ নহে, ইহাও প্রামাণিক। এইরূপেই উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন।

এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যের “যথা সৌম্যৈকেন যুংপিণ্ডেন সর্বং মূর্যং বিজ্ঞাতং স্রাজ্যচরন্তং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈতোব সত্যম্”।—(ছাঃ ৬।১।৪) দ্রষ্টব্য। আরও পাওয়া যায়,—“এবং চাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” (ছাঃ ৬।১।৩)।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-সদ্বস্তীর ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

“অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থঃ স্থূলশূক্ষ-চিদচিদ্বস্তৃশক্তিঃ পরমপুরুষএব,—
কারণং কার্যস্থানস্রাজ্যং। অনন্তরঞ্চ বাচারন্তগমিত্যাদিভিঃ সিদ্ধম্।
তথাহি—একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে। যথা
—“সৌম্যৈকেন যুংপিণ্ডেন সর্বং মূর্যং বিজ্ঞাতং স্রাজ্যং। বাচারন্তগমিত্যাদি”।
(ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

“একশ্চৈব স্রাজ্যচরন্তায় কারণং,—বিকাশাবস্থায় কার্যভূমিতি।
বিকারোহপি মৃত্তিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্য-বিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত
ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্যপি জ্ঞেয়ম্। তদেতদারন্তগ-শব্দলক্ষনস্রাজ্যমেব।”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যদা ক্ষিত্যবেব চরাচরন্ত
বিদ্যাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।
তন্মামতোহন্তর্য্যাবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সং ক্রিয়য়াহুমেয়ম্”। (ভাঃ ৫।১২।৮)

আরও পাই,—

“কল্পান্তে কালস্থেইন যোহন্ধেন তমসাবৃতম্।
অভিব্যনগ্ জগদিদং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরোচিষা।
আত্মনা ত্রিবৃত্তা চেদং স্রজ্যত্বাবতি লুম্পতি।
রজঃসম্বৃতমোধ্যায়ে পরায় মহতে নমঃ”। (ভাঃ ৭।৩।২৬-২৭)

আরও—

“স্বস্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-

দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ভাতিবিক্তমস্তি।

বিজ্ঞাঃ কলান্তে তনবশ্চ সর্বা

হিরণ্যগর্ভোহসি বৃহৎ ত্রিগুণঃ”। (ভাঃ ৭।৩।৩২)

“অনন্তাবাক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।

চিদচিদ্বস্তৃশক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ”। (ভাঃ ৭।৩।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“ব্যানের সূত্রেতে কহে ‘পরিণাম’-বাদ।

ব্যাস ভ্রান্ত বলি’ তার উঠাইল বিবাদ।

পরিণাম-বাদে দৈশ্বর হয়েন বিকারী।

এত কহি ‘বিবর্ত’-বাদ স্থাপনা যে করি।”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২১-১২২)

শ্রীমন্তকির্দিনোদ ঠাকুর তাঁহার ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ লিখিয়াছেন,—“ব্রহ্ম-
সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “তদনন্তরমারন্তগং শব্দাদিভ্যঃ” এই
১৪শ সূত্রের ভাষ্যে “বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং” (ছাঃ ৬।১।১৪)
ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকার-বাদ
বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে দৈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য-বিকাররূপে এই পরিণামবাদ প্রদর্শিত
হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,—“স-তত্ত্বতোহন্তর্য্য-বুদ্ধিবিকার ইত্যাদাহৃতঃ”
একটি সত্য-তত্ত্ব হইতে অল্প একটি সত্যতত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অল্প-
বস্ত বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই ‘বিকার’ অর্থাৎ পরিণাম। ব্রহ্ম—একটি সত্য-
বস্ত; তাহা হইতে ‘জীব’-রূপ একটি সত্যবস্ত ও ‘মায়িক ব্রহ্মাণ্ড’-রূপ একটি
সত্যবস্ত পৃথকরূপে হইয়াছে,—এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের ‘বিকার’ বা পরিণাম
বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, ‘দুগ্ধ’—একটি সত্য
পদার্থ, তাহাই ‘দধি’-রূপ অল্প সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। “ঐতদাহ্মা-
মিদং সর্বং” (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ,
ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে,

তাহা “পরাস্ত শক্তিবিবৈধৈব ক্রয়তে” (খ্বে: ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। “সদেব সৌম্যোদয়ত্র আসীদেকমেবা-
 দ্বিতীয়ম্” (ছা: ৬।২।১) “তদৈক্ষত বহু স্রাং প্রজায়ের” (ছা: ৬।২।৩) সম্মুলা:
 সৌম্যোমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ (ছা: ৬।৮।৪) “ঐতদাত্ম্যমিদং
 সর্বং” (ছা: ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে
 এই চিহ্নভাষ্যক জগদ্রূপে পরিণত,—ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব
 ‘উপাদেয়’, ব্রহ্ম—‘উপাদান’। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (তৈ:
 ভূ: বল্লী ১ম অধ্যায়) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের
 উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম বুঝিতে না
 পারিলে, এই ‘জগৎ’ ও ‘জীবকে’ পৃথক সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না।
 “সম্মুলা: সৌম্যোমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ (ছা: ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা
 যাইতেছে যে, ‘জীব’ ও জীবায়তন ‘জড়জগৎ’ সত্যবস্তু বটে। এ-স্থলে
 ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে—এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জ্বতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্লিতে
 রজত বুদ্ধির ত্রায় জীব ও জগৎকে মিথ্যাস্বরূপ কল্পনা করা—প্রতারণা-
 মাত্র; তবে যে মাণ্ডুকা ইত্যাদি বেদে ‘রজ্জ্বতে সর্পবুদ্ধি’, ও ‘শুক্লিতে
 রজত বুদ্ধি’ এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল
 আছে। জীব—শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্ম-
 বুদ্ধি করে, ইহাই ‘বিবর্তের’ স্থল” ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদনন্তদিতিাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই নিমিত্তও উপাদেয় উপাদান হইতে
 অভিন্ন, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—ভাবে চোপলক্ষে: ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—‘ভাবে’—যট মুকুটাদি কার্য্যেতে, ‘উপলক্ষে: চ’—মৃত্তিকা স্ববর্ণাদির
 উপলব্ধিবশত: উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন বলিতে হয় ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যটমুকুটাদ্যুপাদেয়ভাবে চ মৃৎস্ববর্ণাদ্যুপাদা-

নোপলক্ষেযটাদেয়াদিতেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থ:। নন্ব হস্ত্য-
 স্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদে: প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন। তত্রাপ্যুপাদানস্ত
 পৃথিব্যা: প্রত্যভিজ্ঞানং। বহুনিমিত্তত্বাৎ ধূমে তন্মাস্তি। ধূমোপাদানং
 খলু বহুসংযুক্তমাত্রৈক্যং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যট, মুকুটাদি উপাদেয় ভাবপদার্থেও মৃত্তিকা-স্ববর্ণাদি
 উপাদান কারণের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ যটাদিকে মৃত্তিকাদিরূপে
 চিনিতে পারি, অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। প্রশ্ন—কল্পতরু
 প্রদত্ত হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিয়া কল্পতরুর তো প্রত্যভিজ্ঞান হয় না, এই
 যদি বল, তাহা নহে, তথায়ও হস্তী-অশ্বাদির উপাদান মৃত্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা
 হইয়া থাকে। তবে যে বহিকার্য্য ধূম হইতে বহির প্রত্যভিজ্ঞা হয় না,
 তাহার কারণ বহি ধূমের নিমিত্তকারণ, অতএব তথায় প্রত্যভিজ্ঞা হয় না।
 ধূমের উপাদান বহি-সংযুক্ত আত্রেক্ষন, যেহেতু আত্রেক্ষন ও বহির গন্ধ একই
 প্রকার, এ-কারণে ধূমের উপাদানকারণ বহিসংযুক্ত আত্রেক্ষনকে জানা
 গিয়াছে ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—ভাবে ইতি। তদिति প্রত্যভিজ্ঞানং জ্ঞানস্ত জ্ঞানং
 তদ্বোধম্ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—তৎ—অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান—জ্ঞাতবস্তুর পুন: অমুভূতি প্রত্য-
 ভিজ্ঞা পদার্থ জানিবে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই কারণেও উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন, তাহাই
 সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যট ও মুকুটাদি উপাদেয় বস্তুতে
 মৃত্তিকা ও স্ববর্ণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। হস্তী ও অশ্বাদিতে কল্পবৃক্ষের
 প্রত্যভিজ্ঞান না পাওয়া গেলেও তাহাতে আদি উপাদান পৃথিবীর
 প্রত্যভিজ্ঞান হয়। বহির ক্ষেত্রেও আর্দ্র-ইক্ষন ও গন্ধের ঐক্যবশত:
 বিদিত হয়।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“একশ্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।

পূর্ষশ্চিন্ বা পরশ্চিন্ বা তদ্বৈ তদ্বানি সর্বশ: ॥” (ভা: ১।১২২।৮)

শ্রীধরস্বামিপাদেব টীকায় পাই,—

“অনুপ্রবেশঃ দর্শয়তি একশ্লিষ্টপীতি পূর্বশ্লিষ্ট কারণভূতে তস্মৈ কাৰ্য্য-
তদ্বানি স্বরূপেণ প্রবিষ্টানি যুদি ঘটবৎ। অপরশ্লিষ্ট কাৰ্য্যতস্মৈ কারণতদ্বানি
অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে যুৎ” ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—সদ্বাচ্যাবরশ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—আর একটি কারণ ‘অবরশ্চ’ ‘সদ্বাচ্য চ’—পরবর্তিকালীন
উপাদেয়ের পূর্বেও উপাদান-তাদাত্ম্যরূপে উপাদানে বর্তমানতাহেতু উপাদান
হইতে উপাদেয় অভিন্ন ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবরকালিকশোপাদেয়শ্চ প্রাগপি তাদাত্ম্যো-
নোপাদানে সদ্বাচ্য তদ্বাদনশ্চ তৎ। শ্রুতিশ্চ “সদেব সৌম্যো-
দমগ্র আসীৎ” ইত্যাদ্য। স্মৃতিশ্চ “ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালাং
পত্রাকুরৌ তথা। কাণ্ডঃ কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্রস তণুলঃ ॥
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যাস্ত্যাবির্ভাবমান্নঃ। প্ররোহহেতুসামগ্রী-
মাসাত্ত মুনিসত্তম ॥ তথা কশ্ম্মন্যনেকেষু দেবাণ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিঃ সমাসাত্ত প্ররোহমুপযাস্তি বৈ ॥ স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম
যতঃ সর্বমিদং জগৎ। জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেয্যতি”
ইতি ॥ তিলেভ্যস্তৈলং সদ্বাদেবোৎপত্ততে ন তু সিকতাভ্যোহসদ্বাদেব।
উভয়ত্রাপ্যেকমেব সৎ পারমার্থিকমিতি। উৎপত্ত্যানন্তরমুপাদেয়ে
উপাদানতাদাত্ম্যং পূর্বত্র প্রমাণিতম্। নাশানন্তরমুপাদানে
উপাদেয়াভেদঃ পরত্রৈতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরবর্তিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্বেও উপাদান-
কারণে তাদাত্ম্যভাবে বিদ্যমানতাহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন
জ্ঞাতব্য। শ্রুতিও সেইপ্রকার বলিতেছেন—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ হে
সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা
যায়—উপাদেয় জগৎ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যরূপে ছিল। স্মৃতিও—বিষ্ণুপুরাণে আছে—

যেমন একটি ধাতুরূপ বীজের মধ্যে শিকড়, ডাঁটা, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড,
কোশ, পুষ্প, ফল, তণুল, তুষ, কণা সমস্তই থাকিয়া ক্রমে প্ররোহের হেতু-
সমষ্টি পাইয়া নিজের অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; হে মুনিপ্ৰধান মৈত্রেয়!
সেইরূপ নানাবিধ কশ্মের মধ্যে দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীর থাকে, পরে
বিষ্ণুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুই পরব্রহ্ম,
যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়। যিনি জগতের স্বরূপ অর্থাৎ
অভিন্ন, যাহা হইতে এই জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে এবং যাহাতে লয়
প্রাপ্ত হয়। উপাদানে যে উপাদেয়ের সত্তা তাহার প্রমাণ—তিল হইতে
তৈল হয় কিন্তু বালুকা হইতে হয় না। তাহার হেতু তাহাতে তৈল নাই।
জগৎ ও ব্রহ্ম একই বাস্তব সত্তা। পূর্বসূত্রে প্রমাণ করা হইয়াছে যে
উৎপত্তির পর উপাদেয়েতে উপাদানের তাদাত্ম্য অর্থাৎ স্বরূপ বিদ্যমান।
অপর সূত্রে প্রমাণিত হইল যে নাশের পর উপাদানকারণের সহিত উপাদেয়ের
অভিন্নতা। এই পৃথক পৃথক বিচার করা হইল ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সদ্বাচ্যেতি। স্থিতত্বাদিত্যর্থঃ। ব্রীহীতি শ্রীবেষ্ণববাক্যম্।
উভয়ত্রাপীতি। জগতি ব্রহ্মণি চেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—‘সদ্বাচ্য’ এই সূত্রস্থ সদ্বাচ্য-পদের অর্থ স্থিতত্ব হেতু।
ব্রীহিবীজে ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্য। উভয়ত্রাপ্যেকমেব ইতি
উভয়ত্র অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েতেই ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্তমান সূত্রে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন
যে, পরবর্তিকালীন উপাদেয় পূর্ব হইতেই উপাদানে তাদাত্ম্যরূপে অন্তর্ভূত
থাকে বলিয়াই উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“পরম্পরানুপ্রবেশাং তদ্বানাং পুরুষর্ষভ।

পৌরীপাধ্যপ্রসম্মানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥” (ভাঃ ১।১।২২।৭)

আরও পাই,—

“নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।

ঈক্ষেতাত্মৈকমপ্যযু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেম যৎ ।
স্থিত্যুপপত্ত্যায়ান্ পশ্চোক্তাবানান্ ত্রিগুণান্নানাম্ ॥
আদ্যাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাং সৃজ্যং যদস্থিযাং ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিত্যেত তদেব সৎ ॥”

(ভাঃ ১।১।১৭-১৬)

“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুর্মায়য়া ।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যাক্তমুত্তিমা ॥”

(ভাঃ ৩।১।১২) ॥ ১৬ ॥

**সূত্রম্—অসদ্ব্যপদেশোন্নতি চেন্ন ধর্মাস্তরেণ বাক্য-
শেষাৎ ॥ ১৭ ॥**

সূত্রার্থ—‘অসদ্ব্যপদেশান্ন ইতি চেৎ’ যদি বল ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে জগতের অসত্তা শ্রুত হইতেছে অতএব উপাদান-ব্রহ্মে উপাদেয়ের (জগতের) সত্তা শ্রদ্ধা করা যায় না, ‘ন’ তাহা নহে; ‘ধর্মাস্তরেণ’—একই দ্রব্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা দুইটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে উপাদানে স্থিতিকালে উপাদেয়ের সূক্ষ্মতা, আর অভিব্যক্তির পর উপাদেয়ের স্থূলতা, সেই স্থূলতার অসত্তা লইয়া অসৎ উক্তি হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? ‘বাক্যশেষাৎ’—‘তদাত্মানং স্বয়মকুরুত’ সৃষ্টির সময় তিনি (পরমেশ্বর) নিজেকে বহুরূপে অভিব্যক্ত করিলেন। কথাটি এই—যদি জগৎ সর্বথা অসৎ হইবে, তবে ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ এই কাল সম্বন্ধ অসদ বস্তু কল্পে সম্ভব? অতএব অসৎ ইহার অর্থ সূক্ষ্ম ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বাদেতৎ “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি পূর্ব-মসঙ্গপ্রবণাৎ উপাদেয়স্ত সত্ত্বং নাস্ত্যেয়মিতি চেন্ন। যদয়ম-সদ্ব্যপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন কিন্তু ধর্মাস্তরেনৈব সঙ্গচ্ছতে। একস্মৈব ব্রহ্মস্যোপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থ্য স্ত্রীল্যাং সৌন্দর্য্য চেত্যবস্থ্যকং ধর্ম্যদ্বয়ং সদসচ্ছকবোধ্যম্। তত্র স্ত্রীল্যাদ্ব্যপদেশো সৌন্দর্য্য ধর্ম্যাস্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ? বাক্যশেষাৎ।

“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিক্তার্থস্তোপক্রমবাক্যস্ত তথৈব ব্যাক্ত্বমুচিত্তাৎ। অন্তথা সৌদিত্যাত্মানমকুরুতেতি চ বিরুদ্ধোত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ আত্মাভাবেন কর্তৃত্বস্ত বক্তৃমশক্যত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই আপত্তি হইতে পারে ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, এই শ্রুতি দ্বারা উপাদান-ব্রহ্মে উপাদেয় জগতের সত্তা তো স্বীকার করা যায় না, এই যদি বল, তাহা নহে; কেন না এই যে অসত্ত্বের উল্লেখ উহা তোমাদের সম্মত শূন্যবাদ-অনুসারে নহে কিন্তু ধর্ম্যাস্তরের দ্বারা অসত্ত্বই সঙ্গত হইতেছে। যেহেতু একই দ্রব্যের উপাদান ও উপাদেয়াবস্থাদ্বয় সম্বন্ধ ঘটিলে তাহার দুইটি ধর্ম স্বীকৃত হয়, একটি স্থূলতা, অপরটি সূক্ষ্মতা, তন্মধ্যে স্ত্রীল্যাধর্ম্য সং-শব্দ দ্বারা বোধ্য, আর সূক্ষ্মতা ধর্ম্য অসৎ-শব্দ দ্বারা সংবেদ্য। উপাদেয় জগৎ অসৎ, ইহার অর্থ জগৎ তখন সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন, কিন্তু শূন্যতাপন্ন নহে। সেই সৌন্দর্য্যধর্ম্যাত্ময়ে জগতের তদানীংও সত্তা আছে। যদি বল, এইরূপ বিচার কাহাকে উপজীব্য করিয়া করিতেছে? তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—‘বাক্যশেষাৎ’ অগ্র শ্রোত বাক্যবলে। যথা ‘তদাত্মানং স্বয়মকুরুত’ তখন সৃষ্টি-প্রারম্ভে পরমেশ্বর নিজেকে ব্যাক্ত করিলেন এই অনুগ্রাহক অপর সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা উপক্রমে উক্ত—‘অসদ্বা ইদং’ ইত্যাদি বাক্যটি যাহা সন্দিক্ত অর্থ-প্রতিপাদক, তাহাকে ব্যাখ্যা করাই উচিত হওয়ায় এইরূপ অর্থ করা হইল। এইজন্য মহাভাগ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—‘ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্’ সন্দিক্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করিবে, নতুবা সন্দেহ থাকিলে উহা লক্ষণ হয় না। এই বাক্যশেষ সেই সন্দেহের নির্ণায়ক না বলিলে শ্রুত্যুক্ত ‘আসীৎ’ এই অতীতকাল নির্দেশ ও ‘অকুরুত’ এই কর্তৃত্ব-নির্দেশ সেই অসত্ত্বের বিরুদ্ধ হয়। যেহেতু অসৎ জগতের ‘আসীৎ’ পদ-প্রতিপাত্ত কালসম্বন্ধ সঙ্গত হয় না। আর অসৎ শব্দ দ্বারা প্রতিপাত্ত শূন্য পদার্থ হইলে তাহার স্বরূপসত্তার অভাব হেতু ‘অকুরুত’ পদপ্রতিপাত্ত কর্তৃত্বও বলিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসদ্ব্যপদেশাদিতি। নাস্ত্যেয়ং ন প্রক্লেয়ম্। অসত ইতি। সতা কালেন সহ অসতঃ কার্য্যাস্ত ন সম্বন্ধঃ সতোরেব তদুৎপত্তেঃ। আত্মা-

ভাবেনেতি। তদাত্মানং স্বয়মিত্যত্র কারণস্ত তস্ত নিকৃপাখ্যায়ে তদাত্মনি
জগদ্রূপস্য করণং বক্তুং ন ঘটেতাৎমানোহসম্বাদেবেত্যর্থঃ। কর্তৃত্বশ্চেতি
কার্য্যাস্ত্রোপলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—‘অসদ্ব্যপদেশাদিত্যাदि’ শব্দের ভাষ্যের অন্তর্গত ‘জগতঃ
সদ্ব্য নাশ্বেয়ম্’ ইতি—‘আশ্বেয়ম্’ ন ইহার অর্থ অশ্রদ্ধেয়—নির্ভরযোগ্য নহে।
‘অসতঃ কালেন সহাসম্বাদিতি’ সৎ—নিত্যস্বরূপকালের সহিত অসৎ কার্য্যের
সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু দুইটি সদবস্তুই কাল-সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।
‘আত্মাভাবেন কর্তৃত্বস্ত’ ইতি—আত্মাভাবেন অর্থাৎ আত্মারস্বরূপ সত্তা অস্বীকার
করিলে তাহাতে, যেহেতু ‘তদাত্মানং স্বয়মকুরুত’ এই ক্রটিতে কার্য্যীভূত
ব্রহ্মের নিকৃপাধিকার শব্দের অর্থ ভবৎ-সম্বত অসদ্ব্য হইলে তাঁহার নিজেতে
জগদ্রূপে পরিণাম ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না, যেহেতু আত্মাই অসৎ।
‘কর্তৃত্বস্ত বক্তৃমশকাভ্যাং’ কর্তৃত্ব যেমন দুর্বচ সেইরূপ কার্য্যাস্ত্রও দুর্বচ ইহা
বুঝিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায়,—“অসদ্ব্য ইদমগ্র
আসীৎ”। (২।৭।১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অসৎ ছিল, এই
বাক্যানুসারে উপাদানে উপাদেয়ের সত্তা ছিল, ইহা কোন মতেই প্রকার
বিষয় হইতে পারে না, এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে
বলিতেছেন যে, এই অসদ্ব্য ব্যপদেশ তোমাদের মতানুসারে নহে, ধর্ম্মাস্তরের
দ্বারা ইহা সঙ্গত। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে জগতের দুইটি অবস্থা; উহাই
সৎ ও অসৎ-শব্দদ্বারা বোধিত। সূত্রায়ং উপাদেয় জগৎকে যে অসৎ বলা
হইয়াছে, উহার অর্থ জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল, উহাতে শূন্যবাদ স্থাপিত হয়
না। কারণ সূক্ষ্মাবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে। ইহার প্রমাণ—‘বাক্য-
শেবাং’ অর্থাৎ ‘আত্মানম্ স্বয়মকুরুত’ এই বাক্য-প্রমাণে। নতুবা ‘আসীৎ’
ও ‘অকুরুত’ এই পরস্পর বিরোধী দুইটি পদের সমাধান হয় না।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“সদ্ব্য মনস্তিবৎ অয়ি বিভাত্যসদ্যামহুভ্যাং

সদভিমুশস্ত্যশেষমিদমাশ্রুতয়াস্ববিদঃ।

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্ত তদাত্মতয়া

স্বকৃতমহুপ্রবিষ্টমিদমাশ্রুতয়াহবসিতম্” (ভাঃ ১০।৮।৭।২৬)

আরও—

“ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।

নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ

স্বমায়য়াশ্রুতবধীষমানঃ ॥”

“যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমা-
মাশ্রুতরূপেণ নিবিষ্টঃ সৈশং।

এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ

ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রিতমহুপ্রবিষ্টঃ ॥” (ভাঃ ৫।১।১।১৩-১৪) ॥ ১৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অসদ্ব্য ধর্ম্মাস্তরমিত্যত্র হেতুং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অসদ্ব্যের অর্থ সূক্ষ্মতারূপ যে ধর্ম্মাস্তর, সে-
বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—‘যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ’—যুক্তি ও ক্রত্যস্তর হইতে অসৎ-শব্দের
সূক্ষ্ম অর্থই গ্রাহ্য, শব্দ-শব্দাদির মত শূন্য অর্থ নহে ॥ ১৮ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—যুৎপিওস্ত কশুগ্রীবাত্মাকারযোগো ঘটোহ-
স্তীতি ব্যবহারস্ত হেতুঃ। তদ্বিরোধিকপালাদ্রবস্থাস্তরযোগস্ত
ঘটো নাস্তীতি ব্যবহারস্ত। স্মৃতিরপ্যেবমেবাভিধত্তে। “মহী
ঘটং ঘটতঃ কপালিকা। কপালিকাচ্চূর্ণরজস্ততোহণুঃ” ইতি।
এতাবতৈব ঘটাত্তাব্যব্যহারসিদ্ধেস্তদন্তঃ স ন কল্যাতে ন চোপলভ্যত
ইতি যুক্তিঃ। অসচ্ছদস্য পূর্বব্রোদাহতত্বাৎ ততোহন্তঃ সচ্ছদঃ।
শব্দান্তরং সদেব সৌম্যোদমিতি। এবঞ্চ যুক্তিসচ্ছদাভ্যামসৎ
সূক্ষ্মমিত্যেবার্থো ন তু শব্দবিষাণাদিবন্নিরূপাখ্যামিতি। উপমুদিত-
বিশেষঃ জগৎ পরমসূক্ষ্মে ব্রহ্মণি বিলীনম্। তদানীং সৌক্ষ্ম্যাদ-
সদিত্যুচ্যতে। তস্মাদ্ভূতপক্ষে প্রাগপ্যুপাদানবপুষা সত্বাৎ তদভিন্ন-

মেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম্। যচ্চ নাসত্ত্বপত্ততে অসম্ভবাৎ নাপি
সৎ কারকব্যাপারবৈয়র্থাৎ কিন্তু অনির্বাচ্যমেবেতাহ তন্মন্দং
সদসদ-বিলক্ষণতয়া দুরূপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যট আছে, এই লৌকিক বাক্যব্যবহার কখন হয়? যখন মূংপিণ্ডের কল্পগ্রীবাди আকার যোগ হয়, আবার যখন তাহার বিরোধী কপালাদি অল্প অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন যট নাই, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহাই অসত্ত্বের ধর্মাস্তররূপ অর্থের যুক্তি। ত্রিবিষ্ণুপুরাণও এইরূপ বলিতেছেন—‘মহী যটত্বং, যটতঃ ইত্যাদি...ততোহণ্ডঃ’ ইত্যন্ত। ইহার অর্থ—মৃত্তিকা যটাকার প্রাপ্ত হয়, আবার সেই যট কপালিকায় (খণ্ডে) পরিণত হয়, কপালিকা মৃত্তিকাকূর্ণে পরিণত হয়, তাহা পরমাণুরূপে অবস্থান করে। এই প্রকারে কার্যাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তর যোগদ্বারা ‘যটো নাস্তি’ যটাতাব ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই অবস্থাস্তর যোগদ্বারা যটাতাবাদি লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় সেই অবস্থাস্তর যোগ ভিন্ন কোন যটাতাবাদি ব্যবহার কল্পিত হইতেছে না, অসত্ত্বের উপলব্ধিও হইতেছে না; এই যুক্তি। অসৎশব্দ পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় তদভিন্ন সৎ-শব্দ। শব্দাস্তর যথা ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ এইরূপে যুক্তি ও শব্দাস্তর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অসৎ-শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম, তদভিন্ন শব্দের শৃঙ্গাদির মত একেবারে অলীক শূন্য পদার্থ নহে। যখন সমস্ত বিশেষ অবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, তাদৃশ জগৎই পরম সূক্ষ্ম, তাহা ব্রহ্মে বিলীন হইলে তখন সৌম্যাবশতঃ ‘অসৎ’ বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্বেও জগৎ উপাদানের আকারে থাকে, এজন্য উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন—ইহা সিদ্ধ হইল। কেহ কেহ বলেন—সদসদ অনির্বাচ্য জগৎ। তাঁহাদের যুক্তি এই—যাহা অসৎ তাহা উৎপন্ন হয় না যেহেতু উহা অসম্ভব। আবার জগৎকে সৎও বলা যায় না, তাহা হইলে কারক কৃন্তকারাদির চেষ্টা ব্যর্থ হয় (কারণ উহা পূর্বে হইতেই সিদ্ধ) অতএব অনির্বাচ্য, এইরূপ উক্তি— নিতান্ত মন্দ, কারণ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বস্তু দুরূপপাদনীয় ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যুক্তিরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মূংপিণ্ডস্ত্যাদিনা। মহীতি
প্রতিবন্ধবে। এতাবতৈবেতি। কার্যাবস্থাবিরোধাবস্থাস্তরযোগেনৈবেত্যর্থঃ।

তদন্তঃ স ইতি। তাদৃশাবস্থাস্তরযোগাদন্তঃ স যটাতাবব্যবহার ইত্যর্থঃ।
তদানীং প্রলয়ে। সদসদ্বিতি। যটাদিকং সৎ খণ্ডপাদিকমসৎ। ন খলু
তাত্যং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ কচিদীক্ষিতং কেনচিদ্বিতি তথাত্বং দুঃসম্পাদ-
মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—‘যুক্তেরিত্যাদি’ শব্দে ভাষ্যকার যুক্তি দেখাইতেছেন—
মূংপিণ্ড ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ‘মহী যটত্বম্’ ইত্যাদি শ্লোকটি ত্রিবিষ্ণুপুরাণের।
‘এতাবতৈব যটাতাব ব্যবহার-সিদ্ধেঃ।’ এতাবতা অর্থাৎ কার্যাবস্থাবিরোধী
অবস্থাস্তর যোগ দ্বারা। ‘তদন্তঃ স কল্যাতে’—তদন্তঃ—তাদৃশ অবস্থাস্তর
যোগ হইতে বিভিন্ন, সঃ—সেই যটাতাবাদি ব্যবহার এই অর্থ। ‘তদানীং
সৌম্যাত্বং’ ইতি তদানীং অর্থাৎ প্রলয়কালে, ‘সদসদ্বিলক্ষণতয়া’ ইত্যাদি যটাদি
সৎ, আকাশপুষ্पादि অসৎ সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিপরীত কোন
বস্তুই কখনও কেহ দেখে নাই, অতএব সেই অনির্বাচ্যরূপ প্রতিপাদনের
অযোগ্য ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অসৎএর অর্থ যে সূক্ষ্মতারূপ ধর্মাস্তর, তাহার হেতু
প্রদর্শন পূর্বক সূত্রকার বর্তমান শব্দে বলিতেছেন যে, যুক্তি ও স্রুতাস্তর
হইতেই জানা যাইবে। তাহাতে ভাষ্যকার যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মূং-
পিণ্ডের কল্পগ্রীবাди আকার যোগ হইলেই যট বলা হয়। আবার তাহার
বিরোধী কপালাদি অবস্থাপন্ন হইলেই যট নাই বলা হয়। শব্দাস্তরও
দেখাইতেছেন—ত্রিবিষ্ণুপুরাণও বলেন, মহী অর্থাৎ মৃত্তিকাই যটত্ব প্রাপ্ত হয়,
ইত্যাদি। স্রুতিতেও পাওয়া যায়, ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি।
বিস্তারিত-বিষয় ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যস্মিন্নিদং যতশ্চৈদং তিষ্ঠত্যপ্যোতি জায়তে।

মুয়য়েষি ব মুজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥” (ভাঃ ৬।১৬।২২)

অর্থাৎ মুয়য় যটাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকায় (উপাদান-
কারণে) অবস্থিত ও মৃত্তিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কার্য-কারণাত্মক
বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন, তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাতেই লীন
হয়, সেই ব্রহ্মরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সংকার্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সংকার্যবাদে দৃষ্টান্ত সমুদয় উল্লেখ করিতেছেন—

সূত্রম্—পটবচ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—‘পটবচ্চ’—পট যেমন উৎপত্তির পূর্বে সূত্রাকারে থাকিয়া পরে ওতপ্রোতভাবে বয়ন দ্বারা বস্তাকারে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ সূক্ষ্মশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত জগৎ অভিন্নরূপে থাকিয়া তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পটো যথা সূত্রাত্মনা পূর্বং সন্নেব প্রাপ্ত-
ব্যতিষক্তবিশেষেভ্যঃ সূত্রেভ্যোহভিব্যজ্যতে তথা সূক্ষ্মশক্তিমদ্-
ব্রহ্মাত্মনা পূর্বং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিসৃক্ষোস্তস্মাদিতি । বটবীজাদি-
দৃষ্টান্তসংগ্রহায় চ-শব্দঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পট যেমন সূত্রের স্বরূপে পূর্বে বর্তমান থাকিয়াই সরল ও বক্রভাবে বয়ন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্বন্ধপ্রাপ্ত সূত্র সমষ্টি হইতে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্মশক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে অভিব্যক্তির পূর্বে থাকিয়াই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমেশ্বর হইতে অভি-
ব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত দেখাইবার জগৎ সূত্রে ‘চ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—পটবদिति । ব্যতিষক্তবিশেষঃ ঋজুতির্যগ্ভাবেন মিথঃ
সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ । বটবীজাদীতি । তেন দৃষ্টান্তানিতি বহু-
বচনমুপপন্নম্ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—‘পটবচ্চ’ এই সূত্রের ভাষ্যোক্ত ব্যতিষক্তবিশেষের অর্থ সরল ও বক্রভাবে পরস্পর সম্বন্ধ । ‘সিসৃক্ষোস্তস্মাৎ’ ইতি—তস্মাৎ—ব্রহ্ম হইতে । ‘বটবীজাদীতি’ এই স্থলে আদিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় অবতরণিকাভাষ্যে ‘দৃষ্টান্তান্ উদাহরতি’ এই বাক্যে দৃষ্টান্তপদে বহুবচন যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে সূত্রকার সংকার্যবাদে দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া
সূত্র বলিতেছেন যে, পট যেরূপ সূত্রস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ওতপ্রোত-
ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এই বিশ্ব সূক্ষ্মশক্তি-
যুক্ত ব্রহ্মে পূর্বে বিद्यমান থাকিয়াই পরে ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাঁহা হইতে
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এ-স্থলে বটবীজাদি দৃষ্টান্তও গৃহীত হইতে পারে ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“পরো মদন্তো জগতন্তস্তুবচ্চ

ওতং প্রোতং পটবদ্ যত্র বিশ্বম্ ।

যদংশতোহস্ত স্থিতি-জন্মনাশা

নস্তোত্তবদ্ যস্ত বশে চ লোকঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।১২)

আরও—

“যথা ধানান্ বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।

এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥” (ভাঃ ৬।১৫।৪) ॥১২॥

সূত্রম্—যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—‘যথা চ প্রাণাদিঃ’—কিংবা যেমন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-অপান
প্রভৃতি বায়ু সংযমিত হইয়া তখনও মুখ্য প্রাণমাত্রস্বরূপে থাকে এবং কার্য্য-
কালে মুখ্যপ্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য বায়ু হইতে প্রাণ-
অপানাদি স্বরূপে বায়ু অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম জগতের
অভিব্যক্তি ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্ত-
দ্যপি মুখ্যপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদিস্থানানি মুখ্যে
ভজতি সতি তস্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থ্যাভিব্যজ্যতে তথা প্রপঞ্চো-
ৎপ্যাপন্নদিতবিশেষোহপীতো সূক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব
সৃষ্টিকালে তস্মিন্ সিসৃক্ষো সতি তস্মাদেব প্রধানমহাদিরূপঃ
প্রোতবর্তীতি । উক্তসমুচ্চয়ার্থশব্দঃ । অসংকার্য্যবাদে তু দৃষ্টান্তো
নাস্তি । ন হি ব্রহ্মাপুত্রঃ কচিৎপশ্চ্যমানো দৃশ্যতে বিয়ংপুষ্পং বা ।
তস্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদব্রহ্ম জগৎপাদানং তদাত্মকমুপা-

দেয়ক্ৰেতি সিদ্ধম্ । এবং কার্যাবস্থাহেতুপ্যবিচিন্ত্যত্বধর্ম্যযোগাদপ্রচ্যুত-
পূর্বাৱস্থাব্যবহিত্যে । “ও” নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা ।
ব্যতিরিক্তং ন যন্ত্যস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলস্ত য” ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন প্রাণ-অপান প্রভৃতি পৃথক পৃথক বায়ু প্রাণায়াম
দ্বারা সংযমিত হইলে তখনও অর্থাৎ সংযমকালেও মূখ্য প্রাণবায়ুরূপে
 থাকিয়াই যখন বায়ুর স্ব স্ব কার্য্য হইতে থাকে, তখন মূখ্য প্রাণ
 হৃদয়াদিস্থান আশ্রয় করিলে সেই মূখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণাপানাদিরূপে
 অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার প্রপঞ্চও ভ্রবয়ব সংস্থান ভঙ্গ হইলে প্রলয়কালে
 সূক্ষ্মশক্তিমান্ পরমেশ্বরে অভেদস্বরূপে থাকে, পরে সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর
 সৃষ্টিকামী হইলে সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রধান-মহৎ-অহঙ্কারাদিরূপে
 প্রকট হয় । এ-সূত্রেও প্রযুক্ত ‘চ’ শব্দ পূর্বনির্দিষ্ট পটের সমুচ্চয়ের
 জগৎ প্রযুক্ত । অভিব্যক্তিবাদে দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু অসংকার্য্যবাদে কোন
 দৃষ্টান্তই নাই, যদি বল, বক্ষ্যাপুত্রের উৎপত্তিই দৃষ্টান্ত, এক-কথা অতীব
 হান্ত্যাম্পদ, কেননা, বক্ষ্যাপুত্র বা আকাশকুন্তল কোন সময়ই উৎপন্ন হইতে
 দেখা যায় না । অতএব সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম এক, জীবশক্তি ও প্রকৃতি-
 শক্তিমান্ ; তিনিই জগতের উপাদান, আর উপাদেয় জগৎও সেই ব্রহ্মাত্মক ।
 এইরূপে ব্রহ্ম জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেও অচিন্তনীয়ত্ব ধর্ম্ম-সম্বন্ধবশতঃ
 স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জগদাকারে থাকেন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ
 কথাই আছে । যথা—“ও” নমো বাসুদেবায়” ইত্যাদি । সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্য-
 শালী, সর্ব্বান্তর্ধ্যামী ত্রোতনশীল শ্রীহরিকে সর্ব্বদা প্রণাম । যাহার কোন
 কার্য্যবস্তুতে সত্তা নিবন্ধন পূর্বাৱস্থার বিচ্যুতি নাই, কিন্তু তিনি অখিল ব্যতি-
 রিক্তরূপে স্থিত । ইত্যাদি পুরাণবাক্য প্রমাণ ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথা চেতি । তদাপি সংযমকালেহপি স্বাবস্থয়া প্রাণাপা-
 নাদিরূপতয়া । অভিব্যক্ত্যতে প্রকটো ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাদেব সূক্ষ্মশক্তিকাং
 ব্রহ্মণ এব । উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ পূর্বনির্দিষ্টপটসংগ্রহার্থঃ । “ও” নম ইতি শ্রীবৈষ্ণবে ।
 অখিলব্যতিরিক্ততয়া স্থিত্যভিধানাং পূর্বাৱস্থাবিচ্যুতিনেত্যাগতম্ । “সোহয়ং
 তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ ভূতভাবনঃ । সমাসেন হরেনাশ্রিতস্তস্মাৎ সদসচ্চ যৎ”
 ইতি ব্রহ্মবাক্যাদিপদাৎ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—‘যথা চ প্রাণাদিঃ’ এই সূত্রের ভাষ্যস্থ ‘তদাপি মূখ্যপ্রাণতয়া’
 ইতি তদাপি—প্রাণবায়ু সংযমকালেও । ‘স্বাবস্থয়া অভিব্যক্ত্যতে’ ইত্যাদি
 স্বাবস্থয়া—স্বকীয় অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণাপানাদিরূপে । অভিব্যক্ত্যতে অর্থাৎ
 —প্রকট হয়, প্রকাশ পায় । তস্মাদেব—সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতেই ।
 উক্ত সমুচ্চয়ার্থশব্দঃ—পূর্ব কথিত পট-দৃষ্টান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে সূত্রে
 ‘চ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । “ও” নমঃ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত ।
 এই শ্লোকে ‘ব্যতিরিক্তোহখিলস্ত যঃ’ ইহার দ্বারা অখিল জগৎ-বিলক্ষণভাবে
 ভগবানের স্থিতি কথিত হওয়ায় তাহার পূর্বাৱস্থা-বিচ্যুতি নাই, ইহাই বলা
 হইল । ইত্যাদি স্মৃতেঃ—এই আদিপদবোধ্য ‘সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত’
 ইত্যাদি শ্লোক, ইহা শ্রীমদভাগবতে পুত্র নারদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রহ্মা
 বলিতেছেন,—হে বৎস ! এই তোমাকে শ্রীহরির স্বরূপ সজ্জেন্দ্রে বলিলাম,
 সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী মহামহিমময় শ্রীহরি সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়া থাকেন,
 তিনি ভিন্ন অণু বস্তু স্বরূপতঃ নাই কিন্তু তিনি সৎ ও অসৎ যাহা কিছু আছে,
 তাহা হইতে পৃথক ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সংকার্য্য-বাদের আর একটি দৃষ্টান্ত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে
 দিতেছেন—যেমন প্রাণাদি—অর্থাৎ প্রাণ ও অপানাদি প্রাণায়াম দ্বারা
 সংযমিত হইলে সেই সময়ে মূখ্যপ্রাণরূপে বিদ্যমান থাকে এবং মূখ্যপ্রাণ
 হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মূখ্যপ্রাণ হইতেই স্ব স্ব রূপে অভিব্যক্ত
 হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ব্রহ্মে বর্তমান থাকিয়া, সৃষ্টিকালে তাহা
 হইতেই পুনরায় মহাদিরূপে প্রাভূত হইয়া থাকে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নম আত্মায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তয়ে ।

প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্বাঙ্কিমীযুষে ॥

ত্ৰয়ীশিবে জগতস্তত্ত্ববশ্চ

প্রাণেন মুখেন পতিঃ প্রজ্ঞানাম্ ।

চিন্তস্ত চিন্তের্মন-ইন্দ্রিয়াণাং

পতির্মহান্ ভূতগুণাশ্রয়শঃ ॥” (ভাঃ ৭।৩।২৮-২৯)

আরও পাই,—

“পর্যবেষাৎ ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ ।

স এবাসীদিতং বিশ্বং কল্লান্তেহুগ্নম্ কিশ্বন ॥” (ভাঃ ২।১।৮) ২০।

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞেত্যস্মিন্নধিকরণে জগৎ-
রূপাদানং জগন্নিমিত্তত্বঞ্চ ব্রহ্মণো নিরূপিতম্ । তত্রাত্মমুপক্ষিপ্তান্
দোষান্ পরিহৃত্য দৃষ্টাকৃতং দৃশ্যতে দ্বিত্যাদিভিঃ । অথাস্তিমং
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকর্তৃত্বপক্ষং সংদৃশ্য দৃষ্টাক্রিয়তে ।
তথাহি “কর্তারমীশম্” ইত্যাদিশ্রুতেরীশ্বরো জগৎকর্তৃত্বেকৈ ।
“জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজীবন্তকর্তৃত্বৈতি
দ্বিতরে । তত্রেশ্বরস্ত তৎকর্তৃত্বৈ পূর্ণতাদিবিরোধাপত্তেজীবশ্চৈব তদিতি
বদন্তি । দ্বিবিধবাক্যোপলব্ধাদনির্ণয়ো বা স্মাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তরূপাদানং’
প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদোক্ত এই অধিকরণে ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ও
নিমিত্তকারণ নির্ণীত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপাদানকারণতা-
বিষয়ে যে সকল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় নিরাস করিয়া
‘দৃশ্যতে তু’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহা দূর করা হইয়াছে । এক্ষণে
অস্তিমটি অর্থাৎ নিমিত্তকারণতা-বিষয়ে বাক্যান্তর হইতে জীব-কর্তৃত্ববাদ
প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রহ্মের সেই নিমিত্তকারণতাবাদকেও
সুদূর করিতেছেন । যেমন জগৎকর্তৃত্বস্বক্কে বহু মত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ
কেহ (বৈদিকপ্রধান ব্যাসাদি) বলেন—‘কর্তারমীশ’ ঈশ্বর জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা
ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা । অপরে বলেন—‘জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি’
জীব হইতে সমস্ত ভূতের উদয় হয়, এই শ্রুতিবশতঃ জীবই অদৃষ্ট-জন্ত
জগতের উৎপাদক । এই উভয় মতের মধ্যে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলিলে
তাঁহার পূর্ণতাদি-ধর্মের বিরোধ হয়, অতএব জীবই জগৎকর্ত্তা এইরূপ
পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন, অথবা দুই প্রকার শ্রুতিই যখন উপলব্ধ হইতেছে
তখন সন্দেহই থাকিয়া যাইতেছে, এমত-অবস্থায় প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য সূত্রকার
বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উক্তার্থানুবাদপূর্বকং হরেকর্গগন্নিমিত্তত্বং বক্তৃ-
মুপক্রমতে প্রকৃতিশ্চৈত্যাদিনা । হরৈবিশ্বোপাদানতাং ক্রবতি সমন্বয়ে
শ্রুতিতর্কাদিভিঃ বিরোধো নিরস্তঃ । অথ সর্বজ্ঞস্ত পূর্ণস্ত তস্ত বিশ্বনিমিত্ততাং
ক্রবতি তস্মিন্ তর্কেণাক্ষেপো নিরস্তত ইত্যর্থঃ । হরিন্ জগৎকর্ত্তা পূর্ণতাদি-
বিরোধাদিতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ ।
জীবোহদৃষ্টদ্বারা তৎকর্ত্তাস্থিতি প্রত্যাধারণং বা সেতি বোধ্যম্ ।
অথেতি । অস্তিমং জগন্নিমিত্তত্বং দৃষ্টাক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । একে বৈদিকমুখ্যা
ব্যাসাদয়ঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্বে বর্ণিত-বিষয়ের পুনরুল্লেখ
করিয়া শ্রীহরির জগৎকার্যে নিমিত্তকারণত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন—
‘প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা’ ইত্যাদি দ্বারা । শ্রীহরির বিশ্বোপাদানকারণত্ব বলিবার
কালে ব্রহ্ম সমন্বয়ে উপস্থাপিত বিরোধ শ্রুতিবাক্য ও তর্ক প্রভৃতিদ্বারা খণ্ডিত
হইয়াছে । এক্ষণে সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, পরমেশ্বরের বিশ্বনিমিত্তকারণতা-স্বাপনকারী
সমন্বয়ে আক্ষেপ তর্কদ্বারা নিরাস করা হইতেছে । প্রথমতঃ নিমিত্তকারণতা-
সমন্বয়ে এই তর্কদ্বারা আপত্তি আনা হইয়াছে, যথা—শ্রীহরি জগৎকর্ত্তা
(নিমিত্তকারণ) হইতে পারেন না, তাহাতে পূর্ণতাদির বিরোধ হয় ;
কথাটি এই—যদি ঈশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা বল, তবে তাঁহার পূর্ণতার হানি
হয় । যেহেতু কার্যমাত্রের প্রবৃত্তিতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান
পূর্বে আবশ্যক । জগৎ-সৃষ্টিকরণ তাঁহার ইষ্টবোধেই তিনি তাহা করিয়াছেন ।
অতএব বুঝাইতেছে, তিনি জগতের অভাববান্ অতএব অপূর্ণ, অথচ
“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদ্রচ্যতে” এই শ্রুতিতে পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে
সৃষ্টির কথা শ্রুত হইতেছে । এজন্য ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে
পারে না । ঐ আক্ষেপের সমাধান করায় এই অধিকরণেখানে আক্ষেপ-
সঙ্গতি বুঝাইতেছে অথবা জীব অদৃষ্টকে দ্বার করিয়া জগতের নির্মাতা
হউন এই আপত্তি হেতু প্রত্যাধারণ-সঙ্গতিও হইতে পারে । ‘অথাস্তিমং
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি’ ইত্যাদি অস্তিমং অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণতা
দূর করা হইতেছে । এইভাবে অর্থ জাতব্য । একে অর্থাৎ ব্যাস প্রভৃতি
প্রধান বেদপন্থীরা ।

ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্,

জীবকর্তৃত্ববাদ-খণ্ডন

সূত্রম্—ইতরব্যাপদেশাধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

মুত্রার্থ—‘ইতরব্যাপদেশাৎ’—অপর কতিপয় বাদীর যে জীবকর্তৃত্ব উক্তি অথবা ইতরের অর্থাৎ জীবের যে জগৎ কর্তৃত্বোক্তি—অপর কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যাস-মত হইতে বহির্ভূত জীবকর্তৃত্ববাদী পণ্ডিতগণের মত জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা জীবে ‘হিতাকরণাদি দোষপ্রসক্তিঃ’ অর্থাৎ অহিতকরণ ও শ্রমাদি দোষের প্রসক্তি হয়, অতএব জীব জগৎ-কর্ত্তা হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরেবাঃ কেষাঞ্চিদ্ যো জীবকর্তৃত্বব্যাপদেশ-ইতরশ্চ বা জীবশ্চ যো জগৎকর্তৃত্বব্যাপদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিৎ স্বীকৃতস্তস্মাদিতরব্যাপদেশিনাং বিদুষাং তৎকর্ত্তর জীবে হিতাকরণা-দীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ স্যাৎ । হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ দুষণং প্রাপ্নুয়াৎ । ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্ স্ববন্ধনাগারং নিশ্চিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ । ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃ সন্নতানচ্ছঃ বপুরুপেয়াৎ । ন চ কেনচিৎ জীবেন সাধ্যমিদং প্রধানমহদহং বিয়ংপবনাদিকার্য্যম্ । তচ্চিন্তুয়াপি শ্রমানুভবাৎ । তস্মাদ্ দৃষ্টো জীবকর্তৃত্ববাদঃ । ঈশ্বরশ্চ তু তৎকর্ত্তুঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ পরিরিহ্যতে ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘ইতরেবাম্’—ব্যাসমতের বহির্ভূত কোন কোনও বাদীর মতে যে জীবকর্তৃত্ববাদ স্বীকৃত হয়, অথবা ইতরশ্চ ব্যাপদেশঃ—অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন জীবের জগৎকর্তৃত্ব উক্তি কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই ব্যাপদেশ হইতে অল্প বাদীদিগের অথবা সেই ঈশ্বর হইতে অল্প অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ববাদী পণ্ডিতগণের পক্ষে জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা জীবে হিতাকরণাদি

দোষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, কিরূপে? তাহা বলিতেছি—কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ কারাগার নির্মাণ করিয়া মাকড়সার মত তাহাতে প্রবেশ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব হইয়া অতি মলিন দেহ ধারণ করিতে পারে না। তদ্বিত্তি কোন জীবেরই এই প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি কার্য সাধ্য নহে, অধিক কি? তাহার নির্মাণ-চিন্তাদ্বারাও সে শ্রমবোধ করিবে। অতএব জীবকর্তৃত্ববাদ উক্ত দোষে দুষ্ট। আর যে ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ববাদপক্ষে পূর্ণতাহানি প্রভৃতি বিরোধ দেখাইয়াছে, তাহারও সমাধান পরে করিব ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেতি। ইতরেবাঃ ব্যাসমতবহির্ভূতানাং তদ্যপদে-শিনাং জীবকর্তৃত্ববাদিনাম্। অত্যানচ্ছঃ মলিনতরম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—ইতরেবাঃ অর্থাৎ ব্যাস-মত-বহির্ভূত জীবকর্তৃত্ববাদীদিগের। অত্যানচ্ছঃ—মলিনতর ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তাহুপরোধাত্” (ত্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ তাহা নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে জগদুপাদানস্ব-বিষয়ে প্রতিপক্ষে যে সকল দোষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণ পূর্বক দূর করা হইয়াছে। বর্তমানে বাক্যান্তর হইতে জীবকর্তৃত্ববাদ আপাততঃ প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা দূর করা হইতেছে।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ময়োনিম্” (মুঃ ৩।১।২) আবার অল্প শ্রুতি আছে,—“জীবান্তবন্তি ভূতানি” এইরূপে শ্রুতিতে উভয় মতের উপলব্ধি হওয়ায়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইবে, তাহা সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, হিতাকরণ অর্থাৎ হিত অকরণ বা অহিতকরণ এবং শ্রমাদি দোষের প্রসক্তিবশতঃ জীবকে জগৎকর্ত্তা বলা যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কারাগার নিজে নির্মাণ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব হইয়া মলিন দেহ ধারণ করিতে পারে না। আরও কোন জীবের পক্ষেই প্রকৃতি, মহাদি কার্য সূক্ষ্মা নহে, তাহার চিন্তাতেও সে শ্রমাত্তব করিবে। সূতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ সর্বথা

দ্রষ্ট। আর ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব-বিষয়ে তাঁহার পূর্ণত্বাদির বিরোধও হয় না।
ইহা পরে পরিহার করা হইবে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“স এবদং সসর্জ্যাগ্রে ভগবানাস্মায়য়া।

সদসজ্জপয়া চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভূঃ ॥” (ভাঃ ১।২।৩০)

“য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো

য এব রক্ষত্যবলুপ্পতে চ যঃ।

তশ্চাবলাঃ ক্রীড়নমাহরীশিতু-

শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ॥” (ভাঃ ৭।২।৩২)

“স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোহসা-

বোজঃসহঃসম্বলেজ্জিয়াত্মা।

স এব বিখং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ

সৃজত্যবতান্তি গুণত্রয়েশঃ ॥” (ভাঃ ৭।৮।৮)

এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৯।৮-১০ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু ব্রহ্মণোহপি কার্য্যভিধানতদনু-
প্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—ব্রহ্মেরও জগৎ-কার্য্যের
জ্ঞাত্ত্বাভিধান বা ঈক্ষণ ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায়
তাঁহার কর্তৃত্বপক্ষেও শ্রম ও হিতাকরণাদির প্রশঙ্গ হয়, তাহার সমাধানার্থ
বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নয়িতি। বহু শ্রমিত্যেবংবিধে কার্য্য-তচ্চিস্ত্বনে
বোধো।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু ইত্যাদি অবতরণিকা—
বহু শ্রম ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বোধিত কার্য্য ও তাহার চিন্তা জানিবে।

সূত্রম্—অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—সে আশঙ্কা নাই, ‘অধিক’—জীব হইতে পরমেশ্বর
অত্যাধিক, যেহেতু তাঁহাতে প্রভূত শক্তি আছে। ইহার অবগতি হইল

কিসে? উত্তর—‘ভেদনির্দেশাৎ’—শাস্ত্রে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নির্দেশ
আছে, এইজন্য; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে, জীব শোক ও মোহগ্রস্ত, কিন্তু পরমেশ্বর
অশোক ও ঈশ্বর্য্যাসম্পন্ন ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্ক্যচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। জীবাদধিকং ব্রহ্ম
উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যাৎকৃষ্টম্। তৎ কুতঃ? শাস্ত্রেণ তথৈব
ভেদনির্দেশাৎ। মুণ্ডকাদৌ—“সমানে ব্রহ্মে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া
শোচতি মুহমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশমস্ত্য মহিমানমেতি
বীতশোক” ইতি শোকমোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোহখণ্ডি-
তৈশ্বর্য্যাদিহেন ভেদো নির্দিষ্ট্যতে। স্মৃতিষু চ “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ
লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর-
উচ্যতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাত্মেতাদাহতঃ। যো লোকত্রয়মা-
বিশ্য বিভর্ত্তাব্যয় ঈশ্বর” ইতি। “প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং
হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ বিষ্ণোঃ
স্বরূপাৎ পরতো হি তেহন্ত্রে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্রঃ। তস্মৈব
তেহন্ত্রেন ধ্বতে বিযুক্তে রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্” ইতি।
“এতদীশনমীশস্ত্য প্রকৃতিস্থোহপি তদগুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্ম-
স্বৈর্য্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া” ইতি চৈবমাত্মাসু তথৈবাসৌ নির্দিষ্টঃ।
সন্তোষপ্রাপ্তিরিত্যাदिনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্। তথা চাবিচিন্ত্যাকু-
শক্তিরীশ্বরঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রাৎ জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি
জীর্ণঞ্চ তৎ সংহরত্বাৰ্ণনাভিবদিতি ন পূর্ব্বোক্তদোষগন্ধঃ। নহু
ঘটাকাশাদ্ মহাকাশস্ত্যেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্ত্যাধিক্যমিতি চেন্ন তদ্বৎ
তস্ত্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাৎ। ন চ জলচন্দ্রাদ্ বিয়চ্ছস্ত্যেব
তস্ত্যাত্তস্ত্য তদ্বিত্তোন্নীকপস্ত্য তস্য তদ্বৎ প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ। ন চ
রাজপুত্রস্যোবাণ্ডদাসভ্রমসৈকস্য ব্রহ্মণো ভ্রমাৎ জীবস্যোৎকর্ষাপকর্ষে
সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রে যে ‘তু’ পদ প্রযুক্ত আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা
নিরন্তর বোধক। অর্থাৎ ঐ আশঙ্কা হইতে পারে না। জীব হইতে

পরমেশ্বর সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তিনি প্রভূত শক্তিশালী। তাহা কোথা হইতে পাইলে? উত্তরে বলিতেছেন,—মুণ্ডকোপনিষদাদিতে সেইরূপই জীব ও পরমেশ্বরের প্রভেদবোধক ধর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ‘সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ.....বীতশোকঃ’ একই দেহরূপ পিপ্পল (অশ্বথ) বৃক্ষে জীব বাস করে, মায়াবশতঃ মুহুমান হইয়া সে শোক করে। যখন সে সেই বৃক্ষবাসী আর একটি পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) দেখে, যে তিনি অশেষকল্যাণগুণযুক্ত, নিয়ন্তা, তখন এইরূপ ধ্যানের ফলে সে ঈশ্বরের মহিমা—বৈকুণ্ঠ লাভ করে এবং অবিজ্ঞামুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। এইরূপে শোক-মোহগ্রস্ত জীব হইতে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য, অখণ্ড, ঐশ্বর্যাদি যোগ-হেতু প্রভেদ নির্দিষ্ট হইতেছে। গীতাদিতেও আছে ‘দ্বাবিমৌ...বিভর্ত্য-ব্যয় ঈশ্বরঃ’। জগতে ক্ষর ও অক্ষরনামে এই দুইটি পুরুষ (আত্মা) আছে। তন্মধ্যে ক্ষর সমস্ত জীব, আর নিরাকার পুরুষ অর্থাৎ মুক্তজীব অক্ষরনামে অভিহিত হন। পুরুষোত্তম কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। ইনি অব্যয়। তিনি এই ত্রিভুবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—‘প্রধানপুরুষাবাক্ত.....কালসংজ্ঞম্’। হে বিপ্র! মৈত্রেয়! প্রকৃতি, পুরুষ, অবাক্ত ও কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের পরম বিশুদ্ধ স্বরূপ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। প্রধান ও পুরুষ (জীব)—এই দুইটি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে পৃথক্। সেই বিষ্ণুর কালনামকরূপ দ্বারা ঐ দুইটি নিয়মিত হইয়া থাকে। উহারা যে কালরূপের সহিত অবিকৃত—অবিচ্ছিন্ন। হে দ্বিজ! ইহাই বিষ্ণুর কালনামক স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—‘এত-দীশনমীশস্ত...বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া—পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতির সব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণদ্বারা সংস্কৃত হন না, ঐ গুণগুলি ঈশ্বর-বিমুখ জীবের বন্ধনহেতু। ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি সত্যাদিগুণে বদ্ধ হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিতে জীব হইতে ভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এই বেদান্তশাস্ত্রেও ‘সন্তোগপ্রাপ্তিঃ’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্বেও ইহা বলা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অচিন্তনীয় মহাশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বাধীন সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ এবং লীলা করেন ও উর্ণনাভের মত জীর্ণ জগৎকে সংহার অর্থাৎ নিজ মধ্যে লীন করেন। সূত্রায়

পূর্বপ্রদর্শিত শ্রমাদিদোষের সম্পর্কলেশও তাঁহাতে নাই। যদি বল, যেমন ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের আধিক্য, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন জীব হইতে বিদু পরমেশ্বরের আধিক্য—এইমাত্র প্রভেদ; বাস্তবপক্ষে জীব ও পরমেশ্বর একই—এ-কথা বলা যায় না। আকাশের মত পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্ন স্বীকৃত নহে অর্থাৎ আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন পটাবচ্ছিন্নাদিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর জীবাবচ্ছিন্ন বা জগদবচ্ছিন্ন, এরূপ হন না। আবার প্রতিবিষবাদও বলা যায় না অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র হইতে আকাশচন্দ্রের যেমন আধিক্য, সেইরূপ জীব হইতে পরমেশ্বরের আধিক্য এ-দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; যেহেতু ঈশ্বর রূপহীন, জলে চন্দ্রের মত জীব তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যদি বল, রাজপুত্র যেমন কৈবর্ত-ভ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহার অপকর্ষ হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার উৎকর্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর জীবভাবে প্রাপ্ত হইলে অপকৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরভাবে উৎকৃষ্ট;—ইহাও বলা যায় না, এই ভ্রান্তিবাদ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে তাহার সর্বজ্ঞতা শ্রুতির বিরোধ ঘটে ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা চীকা—অধিকমিতি। মুণ্ডকাদ্যবিত্যাদিপদাং খেতাস্ততরাদীনা-
প্যেতদ্বোধ্যম্। সমান ইতি। সমানে একমিন্, বৃক্ষে দেহে পিপ্পলতরৌ
পুরুষো জীবঃ নিমগ্নঃ সংস্কৃতঃ অনীশয়া মায়ায়া জুষ্টমনৈন্তঃ কল্যাণগুণৈঃ
সেবিতং শ্বেন বা পশুতি ধ্যায়তি অন্তঃ স্বস্মাস্তিহ্মং মহিমানং বৈকুণ্ঠং বীত-
শোকো নিবৃত্তাবিহো বিমুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ইতঃ প্রাক্ দ্বাস্পর্গেতি চোভয়ত্র
গ্রাহম্। দ্বাবিত্যাদিহ্মং শ্রীগীতাস্থ। ক্ষরঃ শরীরক্ষরণাদনেকাবস্থো বদ্ধ-
জীববর্গঃ অক্ষরস্তৎক্ষরণাভাবাদেকাবস্থো মুক্তজীববর্গঃ অচিংসংযোগতদ্বিয়ো-
গরূপৈকৈকোপাধিসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টো বোধ্যঃ। উত্তমঃ পুরুষস্ত ক্ষরাক্ষরা-
ভ্যামন্তো ন তু তয়োরেবৈকঃ সঙ্কল্পনীয় ইত্যর্থঃ। প্রধানেন্ত্যাদিহ্মং শ্রীবেষ্ণবে।
বিশ্লেষরিতি। প্রধানং পুরুষশ্চেতি ত্বে রূপে বিশ্লেষঃ স্বরূপাদন্তে তন্ত্বেব বিশ্লেষাঃ
কালসংজ্ঞেন রূপেণ তে ত্বে বিধৃতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদৃশে তে বিযুক্তে
পৃথগ্ভূতে অবিকৃতে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্বরূপমার্থম্। এতদিতী শ্রীভাগবতে।
তদগুণৈঃ সত্যাদিভিন যজ্যতে ন সংসজ্যতে। অসদাশ্রয়ৈশ্বস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈঃ।
যথা তদাশ্রয়া ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তানাং বুদ্ধিরিতি। সর্বত্র হরেকৃষ্ণকৃষ্ণং স্মৃটম্।
তদ্বৎ তন্ত্বেতি। আকাশশ্চেব তন্মতে ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছিন্নবিষয়ত্বাস্বীকারাদিত্যর্থঃ।

তন্মাং তন্ত তদিতি। তন্মাং জীবাং তন্ত ব্রহ্মণঃ তদাধিক্যমিত্যর্থঃ।
আপ্তেতি। লব্ধকৈবৰ্ত্তদ্রাস্তেরিত্যর্থঃ। ২২।

টীকানুবাদ—‘অধিকন্তু’ ইত্যাদি সূত্র-ভাষ্যে ‘মুণ্ডকাদৌ’ ইহাতে প্রযুক্ত
আদিপদদ্বারা ঋতাশ্বতরোপনিষদের সম্বন্ধেও ইহা জানিবে। সমানে বৃক্ষ ইত্যাদি
—একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহরূপ অশ্বখ গাছে, পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন আছে,
সংস্কৃত আছে। সে অনীশয়া—মায়াবশতঃ, জুষ্টম্—অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন, স্ব-
স্বরূপে,—পশ্চাতি—ধ্যান করে, অন্তম্—নিজ হইতে ভিন্ন, মহিমানং—বৈকুণ্ঠকে,
বীতশোকঃ—অবিজ্ঞা হইতে মুক্ত—বিমুক্ত হইয়া। ইহার পূর্বে ‘দ্বা স্থপর্ণা’
ইত্যাদি শ্রুতিও মুণ্ডকোপনিষদে ও ঋতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য। ‘দ্বাবিমৌ
পুরুষৌ’ ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভগবদগীতাস্থিত। ক্ষর শব্দের অর্থ—বদ্ধ জীব
শরীরের বিনাশ হয় বলিয়া অর্থাৎ অনেক ভাবে প্রচ্যুত হয় বলিয়া বদ্ধ। অক্ষর
মুক্ত জীব, সেই শরীরের ক্ষরণের অভাবে একই অবস্থায় স্থিত মুক্তজীব।
ক্ষর—বদ্ধজীব অচিৎ অর্থাৎ জড় দেহের সম্বন্ধ এবং মুক্তজীব জড়দেহের বিয়োগ,
এই এক একটি উপাধি সম্বন্ধহেতু জীব বহু হইলেও তাহাতে একবচন প্রযুক্ত
হইয়াছে। উত্তম পুরুষ কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, তাহাদেরই
মধ্যে একজন মনে করিও না—ইহাই অর্থ। ‘প্রধান-পুরুষাব্যক্ত’ ইত্যাদি ও
‘বিষ্ণোঃ স্বরূপাং পরত’ ইত্যাদি এই দুইটি শ্লোক বিষ্ণুপুরাণোক্ত। বিষ্ণোঃ
স্বরূপাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ প্রধান ও পুরুষ এই দুইটি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে
ভিন্ন। ইহারা সেই বিষ্ণুর কাল নামক রূপ দ্বারা নিয়মিত হয়; কিরূপ
তাহারা? বিযুক্ত অর্থাৎ কাল হইতে বিচ্ছিন্ন, অথবা অবিযুক্ত পাঠ। ধৃত
অবিযুক্ত এইরূপ প্রকৃতিভাব (সন্ধির অভাব) হওয়া উচিত কিন্তু আর্ষপ্রয়োগ
বলিয়া পূর্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ সন্ধিতে একারলোপ হইয়াছে। এতদীশ-
নমীশস্ত ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের। তদগুণৈঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রভৃতি
প্রকৃতি গুণের সহিত সংস্কৃত হয় না। অসদান্বয়ঃ—ঈশ্বরবিমুখ জীবের
বন্ধনকারক যথা তদাশ্রয়া—যেমন ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তিমান্গণের বৃদ্ধি।
সর্বত্রই ঈশ্বরের মহাশক্তির পরিচয় সম্প্রাপ্ত। তৎ—আকাশের মত, তন্ত—
ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়বস্তুর অস্বীকারহেতু। ‘তন্মাং তন্ত তৎ’ ইতি—তন্মাং—
জীব হইতে, তন্ত—পরমেশ্বরের, তৎ—অর্থাৎ আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। ‘আপ্তদাস-
ভ্রমস্ত’—কৈবৰ্ত্তভ্রমপ্রাপ্ত রাজপুত্রের। ২২।

সিদ্ধান্তকথা—যদি এরূপ পূর্বপক্ষ হয় যে, জগৎকার্যের অভিধান
ও তাহাতে অল্পপ্রবেশাদি বশতঃ ব্রহ্মেরও শ্রমাদি দোষ এবং হিতাকরণ-
দোষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে, তাহার নিরাকরণার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার
বলিতেছেন যে, সে আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম জীব হইতে
অতিশয় উৎকর্ষবিশিষ্ট, কারণ ব্রহ্মের শক্তি অসীম। শাস্ত্রেও জীব ও ব্রহ্মের
ভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

ঋতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—

“অজ্ঞো হ্যেকো জুষমাণোহম্মশেতে

জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহন্তঃ।

দ্বা স্থপর্ণা সমুজ্জা সমায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োৱন্তঃ পিপ্ললং স্বাঘন্ত্য-

নশ্নন্নশ্চোহভিচাকশীতি।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো...মহিমানমেতি বীতশোকঃ।

(শ্বে: ৪।৫-৭)

মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

দ্বা স্থপর্ণা সমুজ্জা সমায়া...মহিমানমেতি বীতশোকঃ।

(মু: ৩।১।১-২)

এ-স্থলে জীবকে শোকমোহগ্রস্ত এবং পরমেশ্বরের অশ্বত্ব ঐশ্বর্যের কথা বর্ণন
করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগীতাতেও “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে” (গী:—১৫।১৬-১৭) প্রভৃতি শ্লোকে
ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

“ভূতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণাং প্রধানাজীবসংজিতাং। আত্মা তথা পৃথক্ দ্রষ্টা
ভগবান্ ব্রহ্মসংজিতঃ। (ভা: ৩।২৮।৪১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“যতাপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।

তথাপি তৎস্পর্শ নাই, তবে মায়া পার ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ২।৫৪)

এইরূপে অচিন্ত্য প্রভূত শক্তিশালী শ্রীভগবান্ স্বকীয় সংকল্পমাত্রেই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্বক ক্রীড়া করেন, জীর্ণ হইলে উর্গনাভির স্তায় উহা সংহরণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

“যথাত্মমায়াযোগেন নানাসক্ত্যুপবৃংহিতম্।

বিলুপ্তম্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাশ্রুনা ॥

ক্রীড়ন্তমোঘসংকল্প উর্গনাভির্ধৌগুতে।

তথা তদ্বিস্রাং ধেহি মনৌষাং ময়ি মাধব ॥”

(ভাঃ ২।২।২৬-২৭)

এ-স্থলে পূর্বপক্ষবাদীর ঘটাকাশ ও মহাকাশ দৃষ্টান্ত কিংবা আকাশের চন্দ্র ও জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় না; কারণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥

সূত্রম্—অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—জীব চেতন হইলেও ‘অশ্মাদিবৎ’ প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্রের মত পরভঙ্গ, অতএব ‘তদনুপপত্তিঃ’ তাহার জগৎকর্তৃত্বের অনুপপত্তি ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চেতনস্যাপি জীবস্যশ্মাকারলোষ্ট্রবদস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বতঃ কর্তৃত্বানুপপত্তিঃ। “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব চেতন হইলেও প্রস্তর, কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের মত স্বতন্ত্রতার অভাববশতঃ তাহার স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। শ্রুতি বাক্যও এইরূপ আছে—যথা ‘অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্’ পরমেশ্বর মহত্ত্বগণের (জীব সমূহের)

শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও আছে—‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি’ হে অর্জুন! পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও জীব হইতে পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অশ্মোতি। অশ্মা পাষণঃ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—অশ্মোতিয়াদি স্মৃতে। অশ্মা—পাথর ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় জীবের জগৎকর্তৃত্ব-বিষয়ে আর একটি অল্পপপত্তি দেখাইতেছেন যে, জীব চেতন হইলেও অস্বতন্ত্র।

জীবের অস্বতন্ত্র্য-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যথা দাক্ষময়ী নারী যথা পত্নময়ো যুগঃ।

এবভূতানি মঘবনীশতস্রানি বিদ্ধি ভোঃ ॥” (ভাঃ ৬।১২।১০)

আরও পাই,—

“ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজ্যতাবতি হস্তি চ।

আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোহপি বালবৎ ॥”

(ভাঃ ৬।১।৬) ॥ ২৩ ॥

উপসংহার-দর্শনাধিকরণম্,

সূত্রম্—উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—যদি বল, জীব প্রস্তরাদির মত অকর্তা হইতে পারে না, যেহেতু ‘উপসংহারদর্শনাৎ’ কার্যের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি সাধন জীব কর্তৃকই হয়, দেখা যায় ‘ইতিচেন্ন’—একথাও বলিতে পার না ‘হি’—যেহেতু, ‘ক্ষীরবৎ’—কার্যের উপসংহার যে জীবে দেখা যায়, উহা হৃৎকের মত অর্থাৎ যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্যোপসংহার পরমেশ্বরাধীন ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নহু নাশ্মাদিবদকর্তৃত্বং জীবস্য তস্মৈব কার্যোপসংহারদর্শনাৎ। স হি যৎ কার্যমারভতে তৎ সমাপয়-

তীতি দৃষ্টম্। ন চায়ং ভ্রমঃ, বাধকাতাবাৎ। নহন্তু জীবঃ কৰ্ত্তা ন
চেশাধীন ইতি চেন্ন ঈশ্বরঃ খলুপলভ্যমানোহপি কল্যাঃ স চ প্রেরক
ইতি গৌরবাৎ। তস্মাৎ জীবস্যেব কৰ্ম্মদ্বারকং কৰ্ত্তৃত্বং ন
ঈশস্যোতি চেন্ন। কুতঃ? ক্ষীরবদ্ধি। হি যতঃ জীবে কার্যোপ-
সংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে। তৃতীয়ান্তাদ্ বতিঃ। “তেন তুল্যক্রিয়া
চেদ্ বতিঃ” ইতি সূত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব
জায়তে। অন্নং রসাদিক্রপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসাবিত্তি স্মৃতেঃ।
তথা জীবে দৃশ্যমানোহপি সোহস্বাতন্ত্র্যাৎ পরেশাদবেত্যর্থঃ।
বক্ষ্যতি চৈবং “পর্যং তু তচ্ছ্রুতেঃ” ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই যে—জীবের প্রস্তরাদির মত অকর্তৃত্ব বলা
যায় না, যেহেতু সেই জীবই কার্য সমাপ্তি করিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে,
জীব যে কার্য আরম্ভ করে, তাহা সে সমাধা করে; অতএব উপক্রম
উপসংহারের একা নিবন্ধন উপসংহার দেখিয়া উপক্রমে জীবের কৰ্ত্তৃত্ব
মানিতে হয়। যদি বল, জীব কার্য সমাপ্ত করিতেছে, ইহা ভ্রমজ্ঞান, তাহাও
বলিতে পার না, যেহেতু ভ্রমস্থলে বাধা থাকে, এখানে বাধক কেহ নাই।
আচ্ছা, জীব কৰ্ত্তা হউক, কিন্তু সে ঈশরাধীন, পূৰ্ব্বপক্ষী ইহার প্রতিবাদ
করিয়া বলিতেছেন—এই যদি বল, তাহা নহে, কারণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে
পায় না, তথাপি তাহাকে কল্পনা করিয়া যদি জীবের প্রেরণকারী বল, তবে
অনেক কল্পনা গৌরব হয়। অতএব জীবই নিজ প্রাক্তন কৰ্ম্ম দ্বারা জগতের
প্রভা, ঈশ্বর নহে; এই পূৰ্ব্বপক্ষীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী
বলিতেছেন, ‘ইতি চেন্ন’—এই যদি বল, তাহা নহে। কেন? উত্তর—‘ক্ষীর-
বদ্ধি’ হি—যেহেতু জীবে দৃশ্যমান কার্যসমাপ্তি হৃদয়ের মত হইয়া থাকে।
‘ক্ষীরবৎ’ এখানে ক্ষীরেণ তুল্যম্ এই তৃতীয়ার্থে বতি প্রত্যয় হইয়াছে।
পাণিনির সূত্রে আছে—‘তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্ বতিঃ’ তাহার তুল্য ক্রিয়া
যদি বুঝায়, তবে বতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। এখানে হৃদয়ের তুল্য প্রবৃত্তি-
রূপ ক্রিয়া বুঝাইতেছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—যেমন গাভীতে
দৃশ্যমান দুগ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, কিন্তু প্রাণ হইতেই জন্মায়, প্রমাণ?
যথা ‘অন্নং রসাদিক্রপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসৌ’। ভুক্ত অন্ন রসাদিক্রমে প্রাণে

পরিণত হয়, প্রাণ সমস্ত পরিণত করে।—এইরূপ স্মৃতিবাক্য আছে,
সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীনতার অভাববশতঃ
ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, এই তাৎপর্য। সূত্রকার পরে বলিবেন—
‘এবং পরান্ত তচ্ছ্রুতেঃ’ এইরূপ পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হয়, স্মৃতি সেই কথা
বলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ক্ষীরবদিতি। তস্মৈব জীবন্ত। কৰ্ম্মদ্বারকমিতি।
স্বকৰ্ম্মণা জীবঃ স্বভোগায় সৰ্ব্বমিদং স্বজতীতি জগদ্বাচিৎসাদিতাস্ত্র ভাষ্যে
বিবৃতমস্তি। ক্ষীরেতি। ক্ষীরেণ তুল্যং ক্ষীরবদিত্যর্থঃ। হীতি। হিহেতৌ।
তেনেতি। তৃতীয়ান্তাৎ তুল্যমিত্যর্থঃ বতিঃ স্মাৎ যন্তুল্যা সা ক্রিয়া চেদিতি
সূত্রার্থঃ। স ইতি কার্যোপসংহারঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—‘ক্ষীরবদিতি’ সূত্রাংশ। ভাষ্যান্তর্গত ‘তস্মৈব কার্যোপ-
সংহারদর্শনাৎ’, তস্ম—জীবের, কৰ্ম্মদ্বারকমিতি—জীব নিজ কৃত কৰ্ম্মবশতঃ
ফলভোগের জন্য এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা ‘জগদ্বাচিৎসাৎ’
এই সূত্রের ভাষ্যে বিস্তারিতভাবে উক্ত আছে। ‘ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে’ ইতি
ক্ষীরবৎ—অর্থাৎ হৃদয়ের তুল্য। ক্ষীরবদ্ধি—হি শব্দটি হেতু অর্থে। ‘তেন
তুল্য ক্রিয়া চেদতিঃ’ তৃতীয়ান্তাৎ—অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর তুল্য এই
অর্থে বতি প্রত্যয়। সূত্রার্থ যথা কাহারও তুল্য-ক্রিয়া যদি হয়, তবে
তাহার উত্তর বতি প্রত্যয় হয়। ‘দৃশ্যমানোহপি সঃ’ ইতি সঃ—সেই কার্যোপ-
সংহার—কার্য সমাপ্তি ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ এইরূপ
পূৰ্ব্বপক্ষ করেন যে, জীব কার্য আরম্ভ করে এবং সমাপ্তিও করে; সূত্রবাৎ
জীবকে প্রস্তরাদির তায় অকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। জীবের এই
উপক্রম ও উপসংহার-দর্শনে এবং ইহাতে কোন বাধ নাই বলিয়া ইহাকে
ভ্রমও বলা যাইতে পারে না সূত্রবাৎ ঈশ্বর কল্পনা করিয়া জীবের কৰ্ত্তৃত্বকে
ঈশরাধীন বলা যুক্তিযুক্ত নহে, এই পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে,
জীবের কৰ্ত্তৃত্ব হৃদয়ের তুল্য; যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ তাহার প্রাণ হইতেই
নিঃসৃত হয় সেইরূপ জীবের কৰ্ত্তৃত্বও ঈশরাধীনে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত
হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিবাক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।

শরুবন্ত্যন্ত সর্গাদৌ ন বিনা যদহুগ্রহাৎ ॥

অবিদ্বান্বেদমাত্মানং মত্ততেহনীশমীশ্বরম্ ।

ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি প্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥”

(ভাঃ ৬।১২।১১-১২) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাতাশ্রয়ম্—ন চানুপলব্ধিবিরোধ ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরের অহুপলব্ধিরূপ বিরোধ (অসঙ্গতি) ও নাই, এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অদৃশমানও যে কর্তা হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে ‘লোকে’ লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টান্ত আছে—‘দেবাদিবৎ’—ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ থাকিয়াই বর্ষণাদি কার্য্য করেন, ইহা প্রসিদ্ধ; সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যষ্ঠাস্তাদিবার্থে বতিঃ অদৃশমানস্যাপীন্দ্রাদে-
দেলোকে বর্ষণাদিকর্তৃত্বসিদ্ধিঃ । তথা চানুপলভ্যমানোহপীশ্বরো-
বিশ্বকর্ত্তেতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘দেবাদিবৎ’ এই পদে দেবাদীনামিব এই বগী বিভক্ত্যন্ত দেবাদি-শব্দের উত্তর বতি প্রত্যয় । অদৃশমান হইয়াও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার যেমন জলবর্ষণাদি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেইরূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হইলেও বিশ্বকর্ত্তা, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দেবাদিবদিতি । স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্যার্থ সহজবোধ্য ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অত্র একটি পূর্বপক্ষেরও উত্তর দিতেছেন । যদি কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর যখন উপলব্ধ হন না তখন

তাহার জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না । তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই অহুপলব্ধি কখনও বাধক হইতে পারে না । কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ থাকিয়াও যখন বর্ষণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ-ভাবে জগৎ সৃষ্টাদি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি নাই ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অস্তি যজ্ঞপতিনীম কেবাঞ্চিদহঁসন্তমাঃ ।

ইহামূত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ কচিছুবঃ ॥”

(ভাঃ ৪।২।১২৭)

দেবতাগণের বাক্যও পাই,—

“য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ

সমর্জ যেনামুসংজাম বিশ্বম্ ।

বয়ং ন যশ্চাপি পূর্বঃ সমীহতঃ

পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥” (ভাঃ ৬।২।২৪)

আরও পাই,—

“দ্রব্যং কৰ্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

যদহুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥”

(ভাঃ ২।১।১২) ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাতাশ্রয়ম্—জীবকর্তৃত্বপক্ষে দোষান্তরমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবকর্তৃত্ববাদে অত্র দোষও বলিতেছেন—

কৃত্বপ্রসক্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—কৃত্বপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—‘কৃত্বপ্রসক্তিঃ’—জীব-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের মতে সমগ্র জীবের সকল কার্য্যে প্রসঙ্গ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা তো হয় না ; সামান্য একটি তুণোৎপাতনেও সমগ্র জীবের প্রসঙ্গ কোথায় ? যদি বল, জীব-স্বরূপের ঈশ্বরের তথায় প্রযুক্তি, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু জীবের অংশই নাই,

যদি অংশ স্বীকার কর, তবে 'নিরবয়বশব্দব্যাকোপঃ' নিরবয়বত্ব প্রতি-
বাধা হয় ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীবকর্তৃত্ববাদিনা জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ
কৃৎসন্য তস্য সর্বস্বিন্ কার্যো প্রসক্তির্বাচ্যা। ন চ সা শক্যা বক্তু-
মঙ্গুলাদি। তৃণোত্তোলনাদৌ তদনুভবাৎ। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ
প্রবৃতিঃ খলু কৃৎস্নসামর্থ্যাপেক্ষাং কৰোতি। সা যথা গুরুতরদৃষ-
ত্বাপানে স্যাৎ ন তথা তৃণোত্থাপনে সামর্থ্যাংশানুভবাৎ। ন চ
স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তির্বাচ্যা। জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ। স্বীকৃতে
তংশে নিরংশত্বপ্রতিব্যাকোপঃ। “এষোহগুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্যবাধ
ইত্যর্থঃ। “জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যস্ত ব্রহ্মপরমেবেত্যুক্তং
প্রাক। তস্মাৎ মন্দো জীব-কর্তৃত্বপক্ষঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবের স্বরূপ যখন অংশ (অবয়ব) হীন, তখন জীব-কর্তৃত্ববাদী
নিশ্চয় বলিবেন—সমগ্র জীবের সকল কার্য সম্পাদনে অধিকার। কিন্তু তাহা
তো বলা যায় না; যেহেতু অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা তৃণোত্তোলনে কৃৎস্নস্বরূপের
প্রবৃতি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রসিদ্ধিই যে, কৃৎস্নস্বরূপ লইয়া প্রবৃতি কৃৎস্নের
সামর্থ্যকে অপেক্ষা করে, তাহা যেমন গুরুতর একখানি প্রস্তরের উত্তোলন-
কার্যে কৃৎস্ন জীবের সামর্থ্য-সাপেক্ষ, সেরূপ তৃণোত্তোলন-কার্যে কৃৎস্ন
সামর্থ্যের অপেক্ষা নাই, আংশিক সামর্থ্য তথায় উপলব্ধ হইয়া থাকে।
যদি বল, জীব স্বরূপের তথায় আংশিক প্রসঙ্গ (ব্যাপার), ইহাও বলা যায় না
কারণ জীব-স্বরূপ নিরংশ, তাহার আবার অংশ কোথায়? যদি অংশ
স্বীকার কর, তাহা হইলে জীবের নিরংশকত্ব প্রতি-বাধ হইবে। প্রতি-
যথা ‘এষোহগুরাত্মা’ এই জীবাত্মা অণু-পরিমাণ। তবে যে উক্ত আছে ‘জীব
হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়’ তাহাও ব্রহ্মে তাৎপর্যবোধক। এ-কথা পূর্বেই
কথিত হইয়াছে। অতএব জীব-কর্তৃত্ববাদ হয় ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কৃৎস্নেতি। জীবেতি। তৃণোত্তোলনং তৃণোত্থাপনম্।
তদনুভবাদিতি। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রসক্তেরপ্রতীতিরিত্যর্থঃ। দৃষৎ
পাষণঃ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—‘কৃৎস্নেত্যাদি’ সূত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদিনেত্যাদি ভাষ্যের
অন্তর্গত ‘তৃণোত্তোলনাদৌ’ তৃণোত্তোলন—তৃণোৎপাটন। ‘তদনুভবাৎ’ কৃৎস্ন
স্বরূপের তথায় প্রবৃতিই দেখা যায় না, এই অর্থ। ‘দৃষত্বাপানে’ দৃষৎ—
পাষণ ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্তমান সূত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদের আরও একটি দোষ
দেখাইতেছেন। যাহারা জীব-কর্তৃত্ববাদী তাহাদের নিশ্চয় বলিতে হইবে যে,
অথও জীবের সকল কার্যে সমগ্রভাবে প্রসক্তি কারণ জীব নিরংশ, তাহা কিন্তু
বলা যায় না। কারণ অঙ্গুলির দ্বারা তৃণের উত্তোলনে সেরূপ ব্যাপার অনুভূত
হয় না। সমগ্র স্বরূপের প্রবৃতি সমগ্র সামর্থ্যের অপেক্ষা করে, যেমন গুরুতর
প্রস্তর উত্তোলনে তাহা দেখা যায়। যেখানে প্রতি-তে জীব হইতে ভূতগণের
উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা ব্রহ্মপরই জানিতে হইবে। জীবের
অংশ স্বীকার করিলে নিরংশত্ব প্রতি-র সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং জীব-
কর্তৃত্ববাদ সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১২।১২) পাওয়া যায়,—

“অবিদ্বানেবমাশ্বানং মন্ততেহনীশমীশ্বরম্।

ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ শ্বয়ম্ ॥” ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতৌ দোষৌ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে স্যাতাং
ন বেতি বীক্ষায়াং, সর্বেষু কার্যেষু কৃৎস্নেন স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ততে,
তর্হি তৃণোদধনাদৌ কৃৎস্নস্য প্রসক্তির্ন চ সা সম্ভবেদংশেন
তৎসিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেৎ প্রবর্ততে তর্হি “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্”
ইত্যাদি প্রতিব্যাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—এই দুইটি দোষ অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি
বা নিরবয়বশব্দ-বিরোধ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্ব-মতে হইবে কিনা? এই
সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষবাদীর মত হইতেছে—সকল কার্যে কৃৎস্ন স্বরূপ দ্বারা
প্রবৃতি যদি বল, তবে তৃণোত্তোলনকার্যে কৃৎস্ন স্বরূপের প্রবৃতি সম্ভব নহে,
কেননা অংশ দ্বারাই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। যদি বল, কোন কোন
স্থলে স্বরূপের অংশ দ্বারা প্রবৃতি (কার্য) তাহা হইলে ‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্’

ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয়—এই উক্তির ব্যাঘাত হইল। অতএব ব্রহ্মপক্ষেও উক্ত দোষ দুইটির আপত্তি আছে, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথৈতাদি। প্রাপ্তকং ব্রহ্মণো বিশ্বকর্তৃত্ব-
মাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। এতৌ কুংসপ্রসক্তাদৌ দোষৌ
স্মৃতাং সম্ভবেতাং প্রবর্ততে ব্রহ্মত্বার্থাৎ। কুংসশ্চেতি স্বরূপস্ত। অংশেন
স্বরূপাংশেন। তৎসিদ্ধেস্তত্ত্বগোথাপনাদিনিষ্পত্তেঃ। কচিং ত্বগোথাপনাদৌ।
এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘অথৈতাদি’ অবতরণিকাভাষ্য।
পূর্বে প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের বিশ্বকর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়া এই সূত্রে তাহার
সমাধান করা হইতেছে—এইহেতু এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। ‘এতৌ
দোষৌ’—এতৌ—এই দুইটি কুংসপ্রসক্তি ও নিরবয়বব্রহ্মব্যাকোপদোষ, স্মৃতাং
—সম্ভব হইতে পারে, ‘স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ততে’ ইতি প্রবর্ততে ক্রিয়ার কর্তৃপদ
ব্রহ্ম, ইহা অর্থাধীন জানিবে। কুংসস্ত অর্থাৎ কুংস স্বরূপের। অংশেন—
স্বরূপাংশ দ্বারা, চ তৎসিদ্ধেঃ—যেহেতু সেই ত্বগোস্তোলনাদি কার্য নিষ্পত্তি
হইতে পারে, ‘কচিং অংশেন চেৎ’ ইতি—কচিং—ত্বগোস্তোলনাদি কোনও
কোনও কার্যে। এবং প্রাপ্তে—এইরূপ পূর্বপক্ষের আক্ষেপের উপর।

সূত্রম্—শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’ এ-শব্দা করিও না, যেহেতু ‘শ্রুতেঃ’ শ্রুতি সেই কথা
বলিতেছেন, কি বলিতেছেন? উত্তর—ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্তনীয়, জ্ঞানস্বরূপ
হইলেও জ্ঞানবিশিষ্ট ইত্যাদি। যদি বল, শ্রুতিই বা কিরূপে বাধিত অর্থ
বুঝাইবে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু ‘শব্দমূলত্বাৎ’ অচিন্তনীয় অর্থ
একমাত্র শব্দপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শব্দাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনু-
বর্ততে। ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্মৃতাঃ। কুতঃ? শ্রুতেঃ।
“অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্তং জ্ঞানবচৈকমেব বহুধাবতা-
তঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্বকর্তৃ নিर्विकारঞ্চ ব্রহ্ম”

ইতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। তথাহি “বৃহচ্চ তদ্ব্যবচিন্ত্যরূপম্” ইতি
মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহম্।” “বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে।” “একোহপি
সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদিতি।
“অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব” ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি
নিরংশত্বৈপি সাংশত্বম্। “আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি
সর্বত” ইতি কাঠকে মিতত্বৈপ্যমিতত্বঞ্চ। “শ্রাবাভুমৌ জনয়ন্
দেব একঃ। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।” “স বিশ্বকৃদ্ বিশ্বহৃদাত্ম-
যোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবত্য়ং নিরঞ্জনম্” ইতি শ্বেতাশ্বতর-
শ্রুতৌ সর্বকর্তৃত্বত্বৈপি নির্বিকারত্বঞ্চৈত্যেতৎ সর্বং শ্রুতানুসারেণৈব
স্বীকার্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। নমু শ্রুত্যাপি
বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য
শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশে মণিমন্তাদৌ দৃষ্টং হেতৎ প্রকৃতে
কৈমুত্যাংপাদয়তি। ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্। প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমা-
ণানি ভবন্তি। প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে
চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিত্যাদৌ। বৃষ্টা তৎকালনির্বাপিতবহৌ চিরমধিক-
দ্বিহরধূমে পর্বতো বহিমান্ ধূমাদিত্যনুমানঞ্চ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ
শব্দস্ত ন ক্বাপি ব্যভিচরতি—হিমালয়ে হিমং, রত্নালয়ে রত্নমিত্যাদি।
স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগম্যে সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচর-
মায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যোপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ-
বাণ্যাদৌ। “অরে শীতার্ভাঃ পান্থা মান্ধিন্ বহ্নিঃ সম্ভাবয়ত দৃষ্টমস্মাভিঃ
স ইদানীং বৃষ্টোব নির্বাণঃ। কিন্তুমুশ্বিন্ ধূমোদগারিণি গিরৌ স
দৃশ্যত” ইত্যাদৌ চ তদ্ব্যবচিন্ত্যগ্রাহিতা। মণিকর্ণস্বমসীত্যাাদৌ তন্নি-
রপেক্ষতা। তদগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি শব্দস্য সর্বতঃ
শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে ব্রহ্মবোধকস্ত শ্রুতিশব্দ এব। “নাবেদবিশ্বমুত্তে তং
বৃহন্তম্” ইত্যাদি শ্রবণাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বেন নির্দোষত্বাচ্ছেতি ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি শব্দ নিরাসের জ্ঞাত। কিসে বুঝিলে? উত্তর—উপসংহার সূত্র হইতে ‘ন’ এই নিষেধার্থক নঞ্ পদটির যেহেতু অল্পবৃত্তি চলিতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয় ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য নহে, কি হেতু? উত্তর—‘ঋতেঃ’—এইরূপ বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ ঋতিই আছে, যথা—‘অলৌকিকমচিন্ত্যম্...নির্বিকারঞ্চ ব্রহ্ম’। ব্রহ্ম অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, অচিন্তনীয়, জ্ঞানস্বরূপ হইলেও মূর্তিমান্ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট, এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ রহিত) হইলেও বহুরূপে প্রকাশ, নিরবয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিতপরিমাণ হইলেও অপরিমিত, সর্বকর্তা হইলেও নির্বিকার—ঋতিতে ব্রহ্মের এই স্বরূপ ঋত হওয়ার জ্ঞানই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোন দোষাপত্তি নাই। মূণ্ডকোপনিষদে আছে, সেই ব্রহ্ম বৃহৎ পরিমাণ, বিভূ, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক ও অচিন্তনীয় স্বরূপ। গোপালোপনিষদেও আছে যে—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও মূর্তিমান্ যথা ‘তমেকং গোবিন্দং...বহুধা যোহবভাতি’। যিনি শ্রবণ-বিষয়ীভূত পরমেশ্বর গোবিন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দমূর্তি। ময়ূরপিচ্ছ দ্বারা স্তন্দর, অকুণ্ঠ জ্ঞান, রমণীয় বিগ্রহ। যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইতেছে,—তিনি নিরংশ হইলেও সাংশ (অংশ বিশিষ্ট)। যথা ‘অমাত্রোহ-নন্তমাত্রশ্চ...দ্বৈতশ্রোপশমঃ শিবঃ’ যিনি অমাত্রঃ—অর্থাৎ স্বাংশভেদশূন্য হইয়াও বহুমাত্র অসংখ্য স্বকীয় অংশবিশিষ্ট, যিনি মঙ্গলময়, দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবারণক। কঠোপনিষদে—তিনি কিঞ্চিদেদশাবচ্ছিন্ন হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ; ইহা বলা হইয়াছে, ‘যথা আসীনো দূরং ব্রজতি...যাতি সর্বতঃ’ তিনি একত্র আসীন হইয়াও বহুদূরে গমন করেন, শুইয়া থাকিয়াও চারিদিকে গমন করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত আছে—‘তাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ’ এক অদ্বিতীয় অগ্নিনিরপেক্ষ সেই ত্রোতনশীল (চৈতন্যময়) পরমেশ্বর স্বর্গ, মর্তাদি সৃষ্টি করিতেছেন। তথা ‘এষ দেবো বিশ্বকর্মা...আত্মায়োনিঃ’ এই পরমেশ্বর অনন্তক্রিয়, মহাকায, তিনি বিশ্বশ্রষ্টা, বিশ্বের প্রলয়কারী ও স্বয়ম্ভু। আবার ঋত্যন্তরে আছে—‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্ নিরবতং নিরঞ্জনম্’—তিনি নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, শান্তস্বভাব, নির্দোষ ও নিরুপাধি (জড় দেহাদি সম্পর্কহীন)। ইহাতে তাহার সর্বকর্তৃত্ববোধিত হইলেও নির্বিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল অচিন্তনীয়ত্বাদিধর্ম ঋতির অনুসারেই স্বীকার করিতে হয়,

নতুবা কেবল যুক্তিধারা তাহা নিরাস করিবার যোগ্য নহে। আপত্তি হইতে পারে—ঋতি তো পরম্পর বিরুদ্ধার্থবোধক, তবে তাহার ব্রহ্মকে কিরূপে বুঝাইবে? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—‘শব্দমূলত্বাৎ’ অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, ইহাই উহার তাৎপর্য। লৌকিক মণি-মহাদিরই যখন অচিন্তনীয় প্রভাব দেখা গিয়াছে, তখন ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে অচিন্তনীয় প্রভাবতা থাকিবে, ইহাতে বলিবার কি আছে? এই কৈমূর্তিক ত্রায়ের প্রতিপাদক লৌকিক দৃষ্টান্ত। এ-বিষয়ে ইহাই নিষর্ঘ। প্রমেয়নির্দ্ধারণে প্রমাণ তিন প্রকার স্বীকৃত হয়—যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণও ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। যেমন ইন্দ্রজাল-রচিত মৃগ দেখিয়া ইহা চৈত্র নামক ব্যক্তির মৃগ, এই প্রত্যক্ষ মিথ্যাভূত-বস্তুকে দেখাইতেছে। আবার অনুমানও ব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার নামক হেতুভাঙ্গ দোষগ্রস্ত যথা ধূম দেখিয়া যে বহির অনুমান হয় তাহাতে ধূমরূপ সাধনটি বহির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়াই অনুমাপক হইয়া থাকে কিন্তু অচিরে নির্বাপিত অগ্নি হইতে অনেকক্ষণ অধিক বা দ্বিগুণ বেগে ধূম উঠিতে থাকে, তখন সেই ধূম দেখিয়া ‘পর্বতো বহিমান্’ এই অনুমিতিও ব্যভিচারিহেতুক হইতেছে। কথাটি এই—যেখানে সাধ্য নাই তথায় যদি হেতু থাকে, তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়, তাদৃশ হেতুদ্বারা অনুমান করিলে উহা দুষ্টানুমান হইয়া থাকে, উক্তস্থলে তাহাই হইতেছে। আপ্তবাক্যস্বরূপ শব্দ-প্রমাণ কিন্তু কোন স্থলেই ব্যভিচারিত নহে। যেমন হিমালয় পর্বতে হিম এ-কথার ব্যতিক্রম নাই, সমুদ্রে রত্ন এ-কথাও সত্য। যেহেতু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির উপজীব্য, অর্থাৎ শব্দ-বোধিত অর্থকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রমাণিত করে, কিন্তু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাপেক্ষ নহে, কারণ প্রত্যক্ষের অবিষয় বস্তুর বোধনে করণকারক একমাত্র শব্দ। এক্ষণে শব্দ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক অর্থাৎ উপজীব্য, তাহা দেখাইতেছেন—দেখ, যে ব্যক্তি পূর্বে মায়ামৃগ দেখিয়া ঠকিয়াছে, তাহার সত্য মৃগভেদেও ভ্রান্তিবশতঃ অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তখন আকাশবাণী তাহাকে নিশ্চয় করিয়া দেয় যে, এইটিই সেই চৈত্রের মৃগ। এই শব্দের উপর নির্ভর করিয়া সত্য প্রত্যক্ষ হয়। আবার অনুমানস্থলেও শব্দের অনুগ্রাহকতা দেখ—শীতে-কাতর পথিকগণ পর্বতে অচিরে নির্বাপিত অগ্নির অবিচ্ছিন্ন মূলক দ্বিগুণতর ধূম দেখিয়া বহির আশায় তথায় গেলে যদি কেহ বলে—অরে

নীতান্তপথিকগণ! এই পর্কতে বহির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি, সেই আশুন এখন বৃষ্টিতে নির্ধাপিত হইয়াছে, ঐ পর্কত ধূম উদ্গিরণ করিতেছে মাত্র, ঐখানে বহি দেখা যাইবে না। ইত্যাদি স্থলে শব্দের দ্বারা অহুমান-প্রমাণে বহিভ্রম দূর হইল। তখন পথিকের অগ্রত বহির সম্ভাবনা হইল। এইভাবে প্রত্যক্ষ ও অহুমানের উপজীব্য শব্দ হইতেছে। কিন্তু শব্দ ঐ প্রমাণ-দ্বয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যথা—কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকিলেও তাহার ভ্রম হইয়াছে যে তাহার কণ্ঠে মণি নাই। তখন যদি কেহ বলে—তোমার কণ্ঠে তো মণি রহিয়াছে, সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র ‘আমি মণিকণ্ঠ নহি’ এই ভ্রম দূর করিয়া ‘হাঁ আমি সত্য সত্য মণিকণ্ঠ’ এই প্রমাজ্ঞান (অভ্রাস্তজ্ঞান) জন্মাইয়া দেয়, এখানে প্রত্যক্ষ ও অহুমানের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আবার শব্দের অগ্রান্ত সাধক প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ দেখাইতেছি—যেমন সূর্যাদি গ্রহের অগ্ররাশিতে গমন প্রত্যক্ষের ও প্রত্যক্ষমূলক অহুমানের সর্বধা অযোগ্য হইলেও শব্দ তাহা বোধ করাইতেছে। অতএব সকল প্রমাণ হইতে শব্দ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি-শব্দই ত্রয়ের বোধক হইবে, অগ্র কোন প্রমাণ নহে। শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন—‘নাবেদবিদ্যন্ত তং বৃহন্তম্’ অবদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিদ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ ও বেদ স্বতঃসিদ্ধ অপৌরুষেয়, এজন্য তাহাতে বিপ্রলিপ্সা-মিথ্যা প্রভৃতি দোষ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য সর্বাধিক ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রুতিশ্রুতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞান-বৈচৈক্যমেব বহুধাবতাং চেত্যেতৎ ক্রমাধোধ্যম্। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোহসংখ্যোয়স্বাংশঃ। প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়ম্। নস্বিতি। এতদ-চিস্তাত্মম্। অহুমানঞ্চৈতি চকারাদব্যভিচারীতি যোজ্যম্। স ইতি। স শব্দসদৃশগ্রাহী প্রত্যক্ষাত্মপজীব্য ইত্যর্থঃ। তন্নিরপেক্ষঃ প্রত্যক্ষাণ্ডপেক্ষাশূন্যঃ। তদগম্যে প্রত্যক্ষাণ্ডপ্রবেশে। তদেবেদমিতি। তদেব সত্যং মুণ্ডমিদং ন তু মায়ামুণ্ডমিত্যর্থঃ। স ইতি বহিঃ। তদুভয়েতি। প্রত্যক্ষাহুমানপৌষকভে-ত্যর্থঃ। মণীতি। মণিকণ্ঠমণীতিবাক্যং শ্রোত্রং প্রবিশদেব মণিকণ্ঠোহহং নামীতি মোহং তিরস্কৃত্বদহমস্মি মণিকণ্ঠ ইতি প্রমামুপাদয়তি দশমমুণ্ডমণীতি বাক্যং। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদেবপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ। গ্রহেতি। গ্রহাণাং সূর্য্যা-

দীনাং রাশাদিসংখ্যারো গ্রহচেষ্টা তত্র শব্দ এব বোধকো নাত্মদিত্যর্থঃ। নাবেদেতি। বেদবিদেব তং বৃহন্তং পরমাত্মানং মনুতে জানাতীত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধতং ভগবন্নিঃস্বসিতত্বাৎবেদশ্রুতঃ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—শ্রুতিশ্রুতি সিদ্ধান্ত সূত্র। তমেকং গোবিন্দমিত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানাত্মক হইলেও মূর্ত্তমান্ ও জ্ঞানবান্; এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত ইহা ক্রমাহুসারে বোধ্য। অমাত্রঃ—অর্থাৎ স্বাংশভেদশূন্য, অনন্তমাত্রঃ—অসংখ্য স্বকীয় অংশসমম্বিত। ‘কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়ম্’ প্রতিবিধেয়ম্—নিরাসের যোগ্য। নহু শ্রুতাপীত্যাতি। দৃষ্টং হেতুং ইতি এতৎ—অচিস্তনীয়ত্বম্ অহু-মানঞ্চ ইতি—চকার দ্বারা ‘ব্যভিচারি’ এই পদ যোজনীয়। স হি তদুগ্রাহীতি সঃ—শব্দ-প্রমাণ। তদুগ্রাহী অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপজীব্য, তন্নির-পেক্ষঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাশূন্য। তদগম্যে সাধকতমঃ—তদগম্যে প্রত্যক্ষাদির অবিষয়-বিষয়ে। তদেবেদম্ ইত্যাদি এই সেই সত্যমুণ্ড, ইহা মায়ামুণ্ড নহে, এই অর্থ। স ইদানীং বৃষ্ট্যেব নির্ধাণঃ—সঃ অর্থাৎ বহিঃ, তদুভয়াগ্রাহিতা—শব্দের প্রত্যক্ষ ও অহুমান-পৌষকতা—এই তাৎপর্য্য। মণিকণ্ঠমস্মি ইত্যাদি, মণিকণ্ঠ তুমি হইতেছ অর্থাৎ ‘তোমার কণ্ঠেই মণি রহিয়াছে’ এই বাক্যটি শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ মণি-দ্বারা ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির ‘আমি মণিকণ্ঠ নহি’ এই ভ্রম দূর করিয়া দেয় এবং আমি মণিকণ্ঠই বটে এই সত্যজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। দশমমুণ্ডমস্মি ইতি বাক্যবদিতি—যেমন কোন ব্যক্তি দশটি পুরুষ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নবম পর্য্যন্ত গণনার পর দশম খুঁজিয়া না পাইলে তাহাকে যদি কেহ বলে তুমিই তো দশম, তখন সে সেই কথা শুনিয়া সত্য নির্ধারণ করে, সেইরূপ শব্দ ভ্রম-নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই—এখানে কোন প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা নাই; গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি—সূর্যাদি গ্রহগণের যে রাশি সঙ্খ্যাদি চেষ্টা হয়, তদ্বিষয়ে শব্দই বোধক, অগ্র কোনও প্রমাণ নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। ‘নাবেদবিদ্যন্ত’ ইত্যাদি অর্থাৎ বেদবিদ ব্যক্তিই সেই বৃহৎকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানে এই শ্রুতিবশতঃ এবং স্বতঃসিদ্ধয়েন ইতি—বেদ ভগবানের নিঃস্বাস-স্বরূপ এজন্য পৌরুষেয় নহে অতএব স্বতঃসিদ্ধ এজন্য ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ এরূপ সংশয় বা পূর্বপক্ষ করেন যে, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও নিরবয়ব ত্রয়ের জগৎ-স্থিতি কৰ্ত্তব্য পক্ষেও তো পূর্বোক্ত

দুইটি দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে? তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না, কারণ শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম অলৌকিক ও অচিন্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন। অবশ্য ব্রহ্মের অচিন্তনীয় শক্তি-বিষয়ে শব্দ প্রমাণই মূল। এ-বিষয়ে ভাষ্যে বহু শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সর্গাদি যোহস্তাভ্যুৎপাদি শক্তিভি-

দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।

তস্মৈ সমুদ্রবিরুদ্ধশক্তয়ে

নমঃ পরমৈ পুরুষায় বেধসে ॥” (ভাঃ ৪।১।৭।৩৩) ॥২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্বসূত্রে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উক্তমিতি। অচিন্ত্যার্থস্ত শব্দমাত্রগম্য-রূপমর্থমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যে ‘উক্তমর্থম্’—অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দদ্বারাই বোধ্য এই বিষয়টি—ইহাই অর্থ।

সূত্রম্—আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—‘এবং’—ঈশ্বরের বিভূতি এইরূপ অর্থাৎ কল্পক্রমাদির যেমন অচিন্তনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্দ হইতে লোকে সেই কথা মানিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ। ‘আত্মনি চ’—পরমেশ্বরেরও, অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্তনীয় শক্তি সিদ্ধ ‘বিচিত্রাশ্চ হি’—দেব, নর তিথ্যাক্ প্রাণিসমূহ সৃষ্ট হয়, ইহাও শব্দ হইতে বিশ্বাস্য ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা কল্পক্রমচিন্তামণ্যাদেবীশ্বরবিভূতিভূতস্তা-চিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা হস্তাস্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাং প্রতীত্য প্রদীয়তে এবমাশ্রয়শ্চ সর্বেশ্বরস্ত বিশোধর্দেবনরতিথ্যাগাদয়-

স্তাস্থত্বাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্। অবিচিন্ত্যবস্ত্ত্বভাবস্ত তদেকগম্যত্বাৎ। তত্র যথা কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজ্যন্তে স্বরূপাংশেন বা ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তেন্নাবকাশস্তথা প্রকৃতেহপীতি। তস্মাৎ যথা-শ্রুতমেব স্বীকার্যম্। সপ্তম্যান্তনির্দেশঃ কার্যাদ্যধারত্ববিবক্ষয়া। দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্যাছোতনায় পরশ্চ শব্দঃ। হি শব্দেন পুরাণাদি-প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। তস্মাৎ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ কল্পক্রম ও চিন্তামণি প্রভৃতির অভাবনীয় শক্তিমাত্র দ্বারাই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ সৃষ্টি হয়, ইহা শব্দ-প্রমাণ হইতে বুঝিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে, এই প্রকার আত্মারও অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্তনীয় শক্তিপ্রসূত দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা ‘ত্বাভাভূমৌ জনয়ন্ দেব একঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে বিশ্বাস্য। অচিন্তনীয় বস্ত্ত্বভাবকে একমাত্র শব্দই বুঝাইয়া থাকে। কল্পক্রমাদি-স্থলে তাহার সমগ্রস্বরূপে হস্তী, অশ্বাদি সৃষ্টি করে, অথবা স্বরূপের অংশে সৃষ্টি করে, কিংবা কৃত্রাপি স্বরূপে কোথায় বা স্বরূপের অংশে সৃষ্টি করে, এইরূপ যুক্তির কোন অবকাশ নাই, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই। অতএব যেমন শাস্ত্রে শোনা যায় তাহাই গ্রহণীয়। ‘আত্মনঃ’ না বলিয়া সূত্রে ‘আত্মনি’ সপ্তম্যান্ত পদ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সমস্ত কার্যের আধার এইটি বলিবার জন্য। দ্বিতীয় ‘চ’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয় পরমেশ্বরে যে অচিন্ত্যশক্তি নির্দ্বাছ হইবে, ইহা আর কি বলিব, এই কৈমুতিক ভাষ্য জ্ঞাপনার্থ। ‘হি’ শব্দটি দ্বারা পুরাণাদিতেও যে এই প্রসিদ্ধি আছে, তাহা জোতিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্ব-বাদই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মনীতি। তথাভূতা ইতি। অচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। তদেকেতি শব্দমাত্রবোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যবস্থয়েতি। কচিৎ কৃৎস্নেন স্বরূপেণ কচিৎ স্বরূপাংশেনেত্যর্থঃ। প্রকৃতে পরমাশ্রয়ি। কার্যাদ্যধারত্ববিবক্ষয়া। স্বকার্যং স্বশ্রিয় ধারয়তি পরমাত্মা তু

অস্মিন্তদ্বারয়তীতি বিবক্ষ্যেত্যর্থঃ। দাষ্টান্তিকে পরমাশ্মনি। শ্রেয়ান্
প্রশস্ততরঃ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—‘আশ্মনি চৈবং’ ইত্যাদি সূত্রের ‘তথাভূতা ভবেয়ুঃ’ ইতি
ভাষ্য—‘তথাভূতাঃ’—অর্থাৎ অচিন্তনীয় শক্তিযাত্রদ্বারা সাধিত নানাপ্রকার
সৃষ্টিগুলি। ‘তদেকগম্যত্বাৎ’ ইতি—সেই শব্দযাত্রদ্বারা বোধনীয়তা নিবন্ধন—
এই অর্থ। ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তেন বিকাশ ইতি—ব্যবস্থয়া অর্থাৎ কোন স্থলে
কৃৎস্বরূপদ্বারা, কৃত্রাপি বা স্বরূপের অংশদ্বারা হয়, এই যুক্তির অবকাশ নাই।
তথা প্রকৃতেপি ইতি—প্রকৃতে—পরমেশ্বরে। কার্যাদ্যধারত্ব বিবক্ষয়া—তিনি
সমস্ত কার্যাবস্তুর আধার, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ কল্পক্রম
প্রভৃতি নিজকার্য্য হস্তী, অথ প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া থাকে না,
কিন্তু—পরমেশ্বর নিজের মধ্যে জগৎ-কার্য্য ধারণ করিয়া আছেন, ইহা
বলিবার অভিপ্রায়ে ‘আশ্মনি’ পদে সপ্তমী নির্দেশ। দাষ্টান্তিক—দৃষ্টান্তের
বিষয় অর্থাৎ পরমেশ্বরে। ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ইতি—শ্রেয়ান্—
প্রশস্ততরঃ ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকথা—অচিন্তনীয় বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া,
তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতির
অচিন্ত্যশক্তি হইতে হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির বিচিত্র সৃষ্টি যেমন আপ্তবাক্য
হইতে বিশ্বাস হয়, সেইরূপ সর্কেশ্বর বিষ্ণু হইতেও বিচিত্র জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গ
শব্দ-প্রমাণ হইতে বিশ্বাস করিতে হয়।

ত্রীমস্তাগবতেও পাই,—

“আশ্মগ্বেবান্যান্যানং সৃজে হন্যাহুপালয়ে।

আশ্ময়ায়ান্নভাবেন ভূতেজস্রিগুণাশ্মনা ॥”

(ভাঃ ১০।৪৭।৩০) ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স এবোপাদেয় ইত্যাহ—

অবতরণিকা—ভাষ্যানুবাদ—পূর্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব,
তাহাই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—‘স্বপক্ষে’—বাদীর নিজপক্ষে অর্থাৎ জীব-কর্তৃত্ব বাদে, ‘দোষাচ্চ’
কৃৎস্বরূপে প্রসক্তি ও নিরবয়ব শব্দ-ব্যাকোপদোষ আছে, কিন্তু ব্রহ্মপক্ষে তাহা
নাই, এইজন্তও জীব-কর্তৃত্ববাদ হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বস্ত তব জীবকর্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎস্ন-
প্রসক্ত্যাদেদোষশ্চ সত্ত্বাৎ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে তস্ত নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অবতরণিকা—সেই ব্রহ্ম-কর্তৃত্ববাদই স্বীকরণীয়, ইহাই
সূত্রকার বলিতেছেন ‘স্বপক্ষে দোষাচ্চ’ স্বস্ত—নিজের অর্থাৎ জীব-
কর্তৃত্ববাদী তোমার মতে দোষ—উক্ত কৃৎস্নস্বরূপে জগৎ-কর্তৃত্বাপত্তি ও
অংশবাদের অল্পপপত্তি দোষ বর্তমান অথচ ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বপক্ষে উক্ত
আপত্তির নিরাস হইয়াছে, এজন্ত ব্রহ্ম কর্তৃত্ববাদ শ্রেয়ান্ ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বপক্ষে ইতি। তস্মেতি দোষশ্চ। নিরস্তত্বাৎ পূর্ব্বত্র
নিরাকরণাৎ। নহু সিদ্ধান্তে স্বকর্ম্মণি জীবস্তাপি কর্তৃত্বং স্বীকৃতম্। তত্রৈত-
দোষঃ কথং পরিহর্ষব্য ইতি চেৎ শ্রুত্যাভেতি গৃহাণ। অণুরেব জীবঃ
পরমাত্মসঙ্কল্পায়ন্তো লঘু মহচ্চ কর্ম্ম করোতীতি শ্রুতিরেবাহ। তৎ তথৈব
মন্ততে। ন চ তত্র যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—‘স্বপক্ষে’ ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে তস্ত নিরস্তত্বাৎ। তস্ত—
সেই দোষের, নিরস্তত্বাৎ—পূর্বে নিরাস করায়। আপত্তি—সিদ্ধান্তপক্ষে
নিজ কর্ম্ম-বিষয়ে জীবেরও কর্তৃত্ব স্বীকৃত আছে, তথায় এই কৃৎস্ন প্রসক্তি
প্রভৃতি দুইটি দোষের উদ্ধার কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাহার সমাধান
শ্রুতির দ্বারা হইবে, ইহা ধরিয়া লও। কথাটি এই—জীব পরমাণুপরিমাণই,
কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের বশে জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকে, এ-কথা
শ্রুতিই বলিতেছেন। তাহা সেইরূপই মনে করা হয়, তাহা যুক্তি দ্বারা
নিরসনীয় নহে ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকথা—ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদই উপাদেয়, এবং তাহাই গ্রাহ্য; সূত্রের
সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকর্তৃত্ববাদীর স্বপক্ষেই কৃৎস্ন-

প্রসক্তাদি দোষ আদিয়া পড়ে কিন্তু ব্রহ্মের কর্তৃত্বক্ষে তাহার সম্ভাবনাও নাই। ঋতিতেও পাওয়া যায়, পরমাত্মার সংকল্প-বলেই জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

ত্ৰিমত্যাগবতেও পাই,—

“আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূৰ্ব্বং মায়য়া সম্ভজে গুণান্।

তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজন্তুংস্রবদীশ্বরঃ ॥” (ভাঃ ১০।৩৭।১২)

অর্থাৎ আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে সৃষ্টির আদিতে স্বীয়মায়্যা শক্তির দ্বারা গুণ সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পরে ঐ গুণ সকল দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার এবং পালন করিতেছেন। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্ ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—অথ বিধান্তরৈরাশঙ্ক্য সমাদধাতি।
বৈষম্যাদিকরণং ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বং যুজাতে ন বেতি সংশয়ে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “সদেব সৌমোদম্” “আত্মা বা ইদম্” ইত্যাদিষু শক্ত্যাশ্রবণং ন যুজাতে। শক্তিমান্বেব হি তৎকাদিবিচিত্রকার্য্যায় ক্রমো বীক্ষাতে নাশক্তিমানিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন, বৈষম্যাদিকরণবশতঃ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? অর্থাৎ জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত কিনা? তাহাতে পূর্বপক্ষী বলেন,—না, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ব্রহ্ম সংস্বরূপ, জ্ঞানাত্মক ও অবিনাশী এই ঋতিতে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন নির্দেশ নাই, এইরূপ ‘সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ’ হে সৌম্য! স্বৈতকেতু! সৃষ্টির পূর্বে কেবল ব্রহ্মই একমাত্র ছিলেন, ইহাতেও কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং—‘আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ’ সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব আত্মাতে লীন ছিল, এই সকল ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋতিতে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না, অতএব উহা যুক্তিযুক্ত নহে। লৌকিক-ব্যবহারে দেখা যায়, শক্তিশালী তক্ষা (ছুতার শিল্পী) প্রভৃতিই বিচিত্র কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, শক্তিহীন ব্যক্তি নহে, এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্য-টীকা—অথেনিতি। ইহাপি পূর্ববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণো বিশ্বসর্গং ক্রবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম বিশ্বশ্রষ্টৃ তদুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি তর্কেণ বিরুদ্ধাত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। শক্তিবিরহে ঋতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেনিতি অবতরণিকায়। এ-স্থলেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি বোদ্ধব্য। ব্রহ্মই বিশ্বশ্রষ্টি করেন, সমন্বয় বাক্য ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহাতে ব্রহ্ম বিশ্ব-শ্রষ্টৃ নহে যেহেতু বিশ্ব সৃষ্টির উপযুক্ত শক্তি তাহার নাই, এই বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা ঐ সমন্বয় আক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ। ব্রহ্মের যে জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ে শক্তির অভাব, তাহা পূর্বপক্ষী ঋতিবাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন,—সত্যমিত্যাदि দ্বারা। এবং প্রাপ্তে ইত্যাদি এইরূপ পূর্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তসূত্র ‘সর্বোপেতেত্যাদি’—

সর্বোপেতাধিকরণম্,

ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব-স্থাপন

সূত্রম্—সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—‘সর্বোপেতা চ’—ঐ পরমেশ্বর সকল শক্তির আধার, প্রমাণ কি? ‘তদর্শনাৎ’—ঋতিতে সেইরূপ দেখা যায় যথা, ‘দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়া’ ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোহবধারণে। সর্বাসাং শক্তীনামুপেতা প্রাপ্তাসাবান্। তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। সর্বশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্মা। কুতঃ? তদর্শনাৎ। “দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াঃ” “য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ” “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জায়তে” ইত্যাদি ঋতিষু তথা দর্শনাৎ। “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদিকা স্মৃতিস্তুক্তা। অচিন্ত্যশ্চৈত্যাঃ। “অপাণিপাদোহহমচিন্ত্যশক্তিঃ”

আত্মেশ্বরোহতকাসহস্রশক্তিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যাঃ। তথা চাবিচিন্ত্য-
শক্তিযোগাদব্রক্ষণঃ কর্তৃত্বং যুজ্যত এবৈতি। সত্যমিত্যাदिषু স্বরূপং
পরামৃষ্টম্। দেবাণ্যেত্যাदिषু তু তস্য শক্তয় ইতি। তস্যাং শক্তিমদেব
ব্রহ্মস্বরূপম্। অতএব তত্র তত্র সোহকাময়তেत्यादिना तदैकते-
त्यादिना च तस्यैव सङ्ख्येन निरूपिताः। उभयेषां वाक्यानां
प्रामाण्ये विशेषः श्रुतिरविशेषात् ॥ ३० ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি অবধারণ—ইতরব্যবচ্ছেদার্থে অর্থাৎ ব্রহ্মই,
অন্ত কেহ নহে। সর্বোপেতা—সমস্ত শক্তিসম্পন্ন। আত্মা সর্বশক্তিসম্পন্ন।
উপেতার অর্থ প্রাপ্তা। উপপূর্বক ইৎ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া
উপেতা শব্দ নিষ্পন্ন। পরমাত্মা সর্বশক্তিবিশিষ্টই। কি হেতু? উত্তর—
তদর্শনাৎ—তাহাই শ্রুতিতে দেখা যায় যথা ‘দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নি-
গৃঢ়াম...বহুধাশক্তিযোগাৎ’ দেবতাদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি তাঁহার
মায়াশক্তি দ্বারা নিগৃঢ় আছে। যিনি এক হইয়াও বিভিন্ন শক্তিযোগে
বহুরূপে বিরাজ করেন। ‘পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে’ এই পরমেশ্বরের
পরা শক্তি বিবিধই—ইহা শ্রুত হয়। ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই অচিন্তনীয়
শক্তিমত্তার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা
প্রোক্তা’ বিষ্ণুর শক্তি পরা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠা বলা আছে। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও
উল্লিখিত আছে। শ্রীভগবানের এই সকল শক্তি অচিন্তনীয়, ‘অপানিপাদোহহম্
...সহস্র শক্তিঃ’ আমি হস্ত-পদ-রহিত, অবিতর্ক্যশক্তিসম্পন্ন, পরমাত্মা, পরমেশ্বর,
তর্কের অগোচর সহস্র প্রকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি বাক্য সমূহ
হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে অচিন্তনীয় শক্তির আধার
বলিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে। ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তম্’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু ‘দেবাত্মশক্তিম্’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব উভয় শ্রুতির
একবাক্যতা দ্বারা শক্তিমানই ব্রহ্মস্বরূপ—এই অর্থ আসে। অতএব, সেই সেই
উপনিষদে ‘সোহকাময়ত’ তিনি ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং
‘তদৈকত’ সেই ব্রহ্ম সঙ্খ্য করিলেন ইত্যাদি দ্বারাও সেই পরমেশ্বরেরই সঙ্খ্য
প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপবোধক বাক্য ও শক্তিমত্তাপরিচায়ক

বাক্য এই উভয় শ্রুতি বাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে, যেহেতু ঐ দুইটিই
নির্বিশেষে শ্রুতি ॥ ৩০ ॥

সঙ্খ্যা টীকা—সর্বোপেতেতি। অত্র স্বখদাতেত্যাদিবং শেষে বস্তুভ্যাঃ
সমাসো বোধ্যঃ। অন্তথা সর্বা উপেতেতি দ্বিতীয়ৈব ক্ষয়তে। তস্মৈবেতি।
তস্য সত্যাদিরূপস্ত সঙ্খ্যপস্ত চ ব্রক্ষণঃ। সঙ্খ্যাদয়ো হি শক্তয় এব তস্য
সম্ভবন্তীতি ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—সর্বোপেতা-পদে সর্বাসাম্ উপেতা এই শেষ বিবক্ষ্য্য বস্তু
তৎপুরুষ, যেমন স্বখদাতা স্বখদাতা সেইরূপ। কারক বস্তুর সমাস নির্বিক
হওয়ায় এইরূপ বলিতে হইল, তাহা না বলিলে সর্বাঃ উপেতা দ্বিতীয়াই
থাকিয়া যাইত যেহেতু তৃজকাভ্যাং কর্তরি সূত্রে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে বস্তুর
নিষেধ আছে। ‘তস্মৈব সঙ্খ্যাদয়ো নিরূপিতাঃ’ ইতি—তস্য অর্থাৎ সত্য
জ্ঞানাদিস্বরূপ এবং সংস্বরূপ ব্রহ্মের। যেহেতু সঙ্খ্য প্রভৃতি শক্তিই তাঁহার
পক্ষে সম্ভব ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে (তৈঃ ২।১।২)
ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বলিয়াছেন, আবার ছান্দোগ্যে—“সদেব
মৌম্যেদমগ্র আসৌদেকমেবাদ্বিতীয়ং” (ছাঃ ৬।২।১) শ্রুতিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির
পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন, সূত্রবাং এ-স্থলে শক্তির পরিচয় উল্লিখিত
না হওয়ায়, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাতে
জগৎ-সৃজনশক্তি স্বীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার
বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ ব্রহ্ম যে সর্বশক্তি-সমম্বিত, তাহা শ্রুতিতেই
পাওয়া যায় যথা,—“দেবাত্মশক্তিং” (শ্বেতাশ্বতর ১।৩) পরাস্ত শক্তিঃ—
(শ্বেঃ ৬।৮) “য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ (৪।১) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি-
স্মৃতি প্রমাণে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সে
সকল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” শ্রুতিতে তাঁহার স্বরূপমাত্র বিচারিত হইয়াছে।
সমগ্র শ্রুতির বিচার করিলে, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্ ইহাই পাওয়া যায়। সূত্রবাং
সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের পক্ষে জগৎ-সৃজনাদিকর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে।
ইহা প্রকারান্তরে সমাধান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এব বিশ্বস্ত ভবান্ বিধন্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীৰ্য্যঃ ।
সর্গাচীনীহোহবিতথাভিসন্ধি-
রাশ্বেশ্বরোহতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ ॥” (ভাঃ ৩।৩৩।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তুবেও পাই,—

“জয় জয় জহ্নুজামজিত ! দোষগুণভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহমুচরেব্রিগমঃ ॥” (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

আরও পাই,—

“ত্বমকরণঃ স্রাডখিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্রহস্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ ।
বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্রজে
বিদধতি যত্র যে অধিকৃতা ভবন্তশ্চকিতাঃ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৭।২৮) ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরাশঙ্ক্য সমাধস্তে—কর্তৃৎ ব্রহ্মণো ন
সম্ভবত্যানিদ্ৰিয়ত্বাৎ । শক্তিমন্তোহপি দেবাদয়ঃ সেল্লিয়া এব তত্ত্বৎ-
কার্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে । ব্রহ্ম অনিদ্ৰিয়ং কথং বিশ্বকার্য্যায় ক্ষমং
ত্বাৎ ? ঋতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তন্ত্বেল্লিয়শূন্যত্বমাহ । “অপাণি-
পাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । স বেত্তি
বেত্তং ন হি তস্তা বেত্তা তমাল্লরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্” ইতি । এবং
প্রাপ্তে ব্রবীতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনরায় সূত্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান
করিতেছেন । ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শূন্য । দেখ, শক্তিমান হইয়াও দেবগণ ইন্দ্রিয়যুক্তই, সে-কারণ
সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, জানা যায় । কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-

শূন্য কিরূপে বিশ্বসৃষ্টিতে সমর্থ হইবেন ? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিপাঠকগণ কর্তৃক
পঠিত এই শ্রুতি ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়হীনতা বলিতেছেন—“অপাণিপাদো জ্বনো-
গ্রহীতা...পুরুষং মহাস্তম্” । তাঁহার হস্ত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, চরণ নাই
কিন্তু বেগে গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন ।
তিনি সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, সেই
পরমপুরুষকে পণ্ডিতগণ মহান্ ও আদিভূত বলিয়া থাকেন । এইরূপ
পূর্বপক্ষীর উক্তির উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরাশঙ্ক্যোত্যাদি । ইহাপি পূর্ববৎ সঙ্গতিঃ ।
ব্রহ্মণো জগৎকর্তৃত্বং ব্রবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম জগৎকর্তৃ দেহেজ্জিয়াভাবাৎ ইতোবং-
বিধেন তর্কেণ বিরুদ্ধত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরাশঙ্ক্যোত্যাদি অবতরণিকা ।
ইহাতেও পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জানিবে । ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ববাদী
সমন্বয় গ্রন্থ ‘ব্রহ্ম জগৎ-কর্তৃ নহেন, যেহেতু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই, এইরূপ
তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ ।

সূত্রম্—বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—‘বিকরণত্বাৎ’—ইন্দ্রিয়শূন্য-নিবন্ধন ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব, ‘নেতি
চেৎ’—নাই যদি বল, ‘তদুক্তং’—তাঁহার সমাধান পরে শ্রুতিদ্বারা কৃত
হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনিদ্ৰিয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বং নেতি যদ্ব্যচ্যতে
তদুক্তম্ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুতৌব তৎ
সমাহিতমিত্যর্থঃ । তথাহি তৈরেব পঠ্যতে—“তমীশ্বরানাং পরমং
মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ । পতিং পতীনাং পরমং
পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্” ॥ “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ
বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তির্বিবৈধৈব
ঋয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ॥ “ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি
লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ । স কারণং কারণাধি-

পাণিপো ন তস্য কশ্চিজনিতা ন চাধিপ” ইতি। অপাণিত্যাদিনা
পাণ্যাদিবর্জিতোহ্যস্যো মহাপুরুষো গ্রহণাদিকার্য্যভাগ্ ভবতী-
তুক্তং প্রাক্। তত্র সন্নিহানান্ প্রতি পুনরাহ তমিতি। পুরুষ-
মাত্রনিয়ন্তৃত্বাং মহাপুরুষঃ সিদ্ধম্। কার্য্যং প্রাকৃতং করণং চ শব্দা-
দ্বপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়ন্ত তত্তদন্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ
স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিন্তেবং তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা।
ঈদৃশগুণবিরহান্ ন কোহপি তস্য সমঃ। অধিকন্তু নাস্ত্যেবেতাহ
ন তস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেহপি স্বরূপানুবন্ধি-
করণসত্ত্বাদনুপপন্নং ন কিঞ্চিদপি। অন্তে হাহঃ। অপাণিত্যাদিনা
পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাভিধানাং। কিন্তু তত্তৎকরণৈস্তত্তদ-
বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে। “সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহ-
ক্ষিণিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি” ইতি
তৈরেব পঠিতত্বাং। “অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি” ইতি
স্মরণাচ্চ। দৃষ্টোক্তং বহুভোজনাবসরে। এতৎপক্ষে তস্য ন
কিঞ্চিং কার্য্যং সাধ্যমস্তি পূর্ণত্বাং। অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন
সমাধানমন্ত্য ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই অতএব
জগৎ-কর্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা নহে; ইহা উত্তর গ্রন্থে শ্রুতিই সমাধান
করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাভাবিক অত্যধিক শক্তিমত্তা-বোধনকারিণী
শ্রুতিই তাহা সমাধান করিয়াছেন। যথা সেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠক-
গণই পড়েন—‘তমীশ্বর্যাণাং...জনিতা ন চাধিপঃ’। রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও
তিনি পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণের তিনি পরম দেবতা (পূজ্য), জগৎ
পালক দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পরম পতি, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিভূত,
ত্রিভুবনের নিয়ন্তা, পূজনীয়, তাঁহার কোন কার্য্য নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার
তুল্যশক্তি কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক শক্তিগুণৈশ্বর্য্যশালী দৃষ্ট হয় না।
তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহার জ্ঞান,
বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক, (অন্তনিরপেক্ষ)। ইন্দ্রাদির যেমন অন্ন পালক

আছে, তাঁহার সেইরূপ ইহজগতে অন্ন পালক নাই, তাঁহার নিয়ন্তাও
কেহ নাই, তাঁহার অনুমাপক ধর্ম্মও কিছু নাই। তিনি সকলের কারণ,
কারণাধিপতিদিগেরও তিনি অধীশ্বর। তাঁহার জন্মদাতা (পিতা) নাই,
অধীশ্বর (পালক) নাই। ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ‘অপাণিপাদ’
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বর্ণিত ঐ মহাপুরুষ পরমেশ্বর পাণিপাদ প্রভৃতিবিরহিত
হইলেও গ্রহণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।
তাহাতে সন্দেহকারী ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—
‘তমীশ্বর্যাণামিত্যাদি বাক্য। তিনি পুরুষমাত্রের নিয়ামকত্ব নিবন্ধন মহাপুরুষ
ইহা উপপন্ন হইতেছে। ‘ন তন্ত্ৰ কার্য্যম্’ এই শ্রুত্যুক্ত কার্য্য অর্থাৎ প্রাকৃত
শরীর তাঁহার নাই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও নাই, শ্রুত্যুক্ত ‘চ’ শব্দ হইতে বুঝাইল যে,
তাঁহার প্রাকৃত (সাধারণের মত) শরীর নাই, কিন্তু পরশক্তিময় অপ্রাকৃত
শরীর ও ইন্দ্রিয় আছেই। সেই শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপের অনুসারিণী
সেইজন্ত তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও স্বাভাবিক স্বরূপানুবন্ধী। এইরূপ
গুণের অভাব হেতু অন্ন কেহ তাঁহার তুল্য নহে, তাঁহা হইতে অধিকও
কেহ নাই, এ আর বলিবার কি আছে? ইহাই বলিতেছেন—‘ন তন্ত্ৰ
কশ্চিং’ এই বাক্য। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের
অভাব হইলেও স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয়সত্তা হেতু কিছুই অসম্ভব নহে।
অপরে ব্যাখ্যা করেন, ‘অপাণিপাদঃ’ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদির
প্রতিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু হস্তপদাদির কার্য্য গ্রহণ-গমনাদি বলা
হইয়াছে। কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই কার্য্যের নিয়ম প্রতি-
বিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ সাধারণ জীবের যেমন চক্ষুর দ্বারা রূপ গ্রহণ, কর্ণদ্বারা
শব্দ গ্রহণ এইরূপ নিয়ম আছে তাঁহার সেরূপ নিয়ম নাই। ‘সর্বতঃ
পাণিপাদং...আবৃত্য তিষ্ঠতি’—সেই পরব্রহ্মের সর্বত্র হস্ত ও চরণ, তাঁহার
চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ সর্বব্যাপী। তিনি সর্বত্র কর্ণেন্দ্রিয়-সম্পন্ন, ইহ-
জগতে তিনি সমস্ত আক্রমণ করিয়া আছেন, এই শ্রুতিও তাঁহারই পাঠ
করিয়াছেন, আবার স্মৃতিও আছে—‘অঙ্গানীত্যাদি’ হাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই
চক্ষুাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারবিশিষ্ট। ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে
শ্রীমদ্ভাগবতে যখন সখাদেব সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন হয় সেই সময়ে।
এই ব্যাখ্যা পক্ষে ‘ন তন্ত্ৰ কিঞ্চিং কার্য্যং সাধ্যং ত্রাং’ ইহা সঙ্গত হইতেছে

যেহেতু তিনি পূর্ণ স্বরূপ। এইজন্ম করণ ও বিধান (ব্যবস্থা)ও কিছু নাই।
অন্ত সমস্ত সমাধান এই পূর্ণত্বহেতু দ্বারাই বোদ্ধব্য ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। ঈশ্বরানাং রূপাদীনাং।
দেবতানামিচ্ছাদীনাং। পতীনাং দক্ষাদীনাং। ইথৈচ্ছাদীনাং রূপাদিদে-
বতাকং দক্ষাদীনাং ক্রহিণাধিপতিকং ন মুখ্যমিত্যুক্তম্। নমীশ্বরানাং-
পীশ্বরবৎ পতীনাং পতিমত্বং দৃষ্টম্। অতোহস্তাপি তত্ত্ববৎ তবিতব্য-
মিতি চেৎ তত্রাহ ন তস্ত কশ্চিৎ পতিরস্তীতি। অস্ত তথাৎ প্রতিমাত্র-
গম্যং ন ত্বমেয়মিত্যাহ—নৈব চ তস্ত লিঙ্গমিতি। প্রতিমাত্রস্যাং লিঙ্গ-
ন বিচার্যমিতি প্রাগভাবি। প্রতিমাত্রং ব্যাচষ্টে অপাণীত্যাদিনা। চ শব্দাৎ
বপুৰিতি কার্য্যং বপুস্তস্ত নেতি নাস্তীত্যর্থঃ। তথেন্দি স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ।
কোহপি রূপাদিরপি। কিন্তু তত্ত্বংকরণৈরিতি চ চক্ষুর্বেদ রূপং গ্রাহ্যমি-
ত্যানিয়মো নিবার্য্যত ইত্যর্থঃ। সর্বত ইতি। তদ্বক্ষ্য। তৈঃ শ্বেতা-
শ্বতরৈবেব। অঙ্গানীতি। যস্ত শ্রীগোবিন্দস্ত। দৃষ্টমিতি। যদুক্তং দশমে—
“কৃষ্ণস্ত বিষক পুরুষাজিমগুলৈরভ্যাননাঃ ফলদশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা
বিপিনে বিরজুচ্ছদা যথাস্তোককর্ণিকায়াম্” ইতি। তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখা-
ভিমুখা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—তমীশ্বরানাংমিত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ—ঈশ্বরানাং রূপ প্রভৃতি
ঈশ্বরগণের, দেবতানাম—ইচ্ছাদি দেবগণের, পতীনাং—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি-
গণের এইরূপ বলায় প্রতিপাদিত হইল যে, ইচ্ছ প্রভৃতির দেবতা রূপ
প্রভৃতি হইলেও, দক্ষ প্রভৃতির পতি চক্ষুর্মুখ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের
মুখ্য দেবতাত্ব ও মুখ্য পতিত্ব নহে। প্রশ্ন হইতেছে, যদি রূপাদি
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর থাকে, পতিগণেরও পতি থাকে, ইহা বল, তাহা হইলে
এই পরমেশ্বরেরও তো পতি ও ঈশ্বর থাকিতে পারে? তাহাতে
বলিতেছেন—‘ন তস্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি’ ইত্যাদি। এই পরমেশ্বর যে একরূপ
স্বরূপসম্পন্ন ইহা কেবল প্রতিদ্বারাই বোধ্য, অত্বেয় নহে—এই কথা
বলিতেছেন—‘নৈব চ তস্ত লিঙ্গম্’ ইহা দ্বারা। তবে এ-কথা বলিতেছি না যে,
প্রতির অন্তর্গত অনুমাপক ধর্ম দ্বারা তিনি অত্বেয় নহেন, তাহা হইলে
‘মন্তব্যঃ’ এই উক্তি সঙ্গত হয় না এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতঃপর
‘অপাণিপাদো জ্বনো’ ইত্যাদি প্রতি প্রতি ব্যাখ্যা করিতেছেন—অপাণি

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। চ শব্দাবপুৰিতি—প্রতি বর্ণিত ‘কার্য্য করণক বিভক্তে’
এই ‘চ’ শব্দের অর্থ শরীর। সমুদায়ার্থ—তাঁহার কার্য্য শরীর নাই। ‘জ্ঞানবল
ক্রিয়া চ তথা’ ইতি—তথা শব্দের অর্থ স্বরূপানুবন্ধিনী (জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া)।
‘ঈদৃগ্গুণবিরহান্ন কোহপি তস্ত সমঃ’ ইতি—কোহপি অর্থাৎ রূপাদিও।
‘কিন্তু তত্ত্বং করণৈঃ’ ইতি চক্ষুর দ্বারাই রূপ গ্রাহ্য হয় ইত্যাদি নিয়ম
সেই পরমেশ্বরে প্রতিবিদ্ধ হইতেছে—ইহাই অর্থ। ‘সর্বতঃ পানিপাদং
তৎ’ ইত্যাদি তৎ—সেই ব্রহ্ম, তৈরেব পঠিতত্বাৎ—তৈঃ—শ্বেতাশ্বতরীয়গণ
কর্তৃক। ‘অঙ্গানি যন্তেত্যাদি’ যস্ত যে শ্রীগোবিন্দের। দৃষ্টং চেখম্ ইতি—
শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা ‘কৃষ্ণস্ত বিষকপুরু...
কর্ণিকায়াম্’। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে বিপুল মণ্ডলাকারে বিরাজমান রাখাল
বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে একসঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া বিকসিত মুখে যেমন
পদ্মের কর্ণিকাকে ঘিরিয়া পত্রগুলি বিরাজ করে, সেইরূপ বনমধ্যে বিরাজ
করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকথা—পুনরায় কেহ যদি এরূপ পূর্বপক্ষ করেন যে, যেহেতু
ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়শূন্য, সেইহেতু তাঁহার পক্ষে জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না,
যে সকল দেবতার শক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। এতৎ-প্রসঙ্গে
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ‘অপাণিপাদঃ’ শ্লোক (৩।১২) উদ্ধার করিয়া
থাকেন। এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন
যে, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না,—
ইহা বলা যায় না; পরবর্তী প্রতি বাক্যই তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ পরা শক্তির
বিষয় বর্ণনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন। যথা—“তমীশ্বরানাং...ন চাধিপ
ইতি (শ্বেতাশ্বতর ৬।৭-২)।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে,
‘অপাণিপাদঃ’ (শ্বে: ৩।১২) শ্লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ
হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী ইন্দ্রিয়াদি আছেই, এবং তদ্বারা তাঁহার
পক্ষে কর্তৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে। আরও একটি যুক্তি ভাষ্যকার
দেখাইয়াছেন যে, পানিপাদিত হইয়াও তিনি গ্রহণ করেন স্তবরাং এ-স্থলে
হস্তাদি ইন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয়জাত বস্তুর
নিয়ম প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

“সর্বতঃ পার্শ্বপাদং” (৩-১৬) শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন ;
এবং স্মৃতির প্রমাণও দিয়াছেন, উহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যও পাই,—

“সর্বেশ্বর্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি’ করহ ব্যাখ্যান ॥
‘নির্বিশেষ’ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
‘প্রাকৃত’ নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥”

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

“যা যা শ্রুতির্জল্লতি নির্বিশেষঃ সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥”
“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
‘অপাদান’ ‘করণ’, ‘অধিকরণ’-কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪০-১৪৪)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও আছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভ্রমকরণঃ স্বরাডখিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজ্যানিমিষাঃ ।
বর্ষভূজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে অধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥” (ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“ভ্রম্ অকরণঃ আহঙ্কারিকমনোনেত্রশ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মনোনেত্র-
শ্রোত্রাদীনী কূতন্ত্যানি তত্রাহঃ—স্বরাট্ । বৈঃ স্ব-স্বরূপভূতৈরেব নেত্র-
শ্রোত্রাদীন্দ্রিইয়ে রাজসে ইতি স্বরাট্ । অতএব অখিলকারকশক্তিধরঃ খিলানি
তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময় ভ্রংস্বরূপভূতা-
নীন্দ্রিয়ানি শক্তিীঃ ‘চক্ষুষশ্চক্ষুত শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্’ ইতি শ্রুতেঃ ।

আরও পাই,—

“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ।
তদ্বি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥” (ভাঃ ১।৫।২০)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

“অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্নয়নদৃষ্ণলবিগ্রহস্ত
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” (ব্রঃ সং ৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অস্ত্রাপি দেব বপুষো মদহুগ্রহস্ত
স্বৈচ্ছাময়স্ত ন তু ভূতময়স্ত কোহপি ।
নেশে মহি স্ববসিতুং মনসাস্তুরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাস্থত্বাহুভূতেঃ ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২)

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে বনভোজন লীলায় পাই,—

“কৃষ্ণস্ত বিষক্ পুরুষাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদশো ব্রজার্ভকাঃ ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরোজু-
শ্ছদা যথাস্তোকহকর্ণিকায়ঃ ॥” (ভাঃ ১০।১৩।৮)

অর্থাৎ পদ্মস্থিত কর্ণিকার চতুর্দিকে যেরূপ পত্রসমূহ শোভা পায়, সেইরূপ
বনমধ্যে ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে বহু পঙ্ক্তি রচনাপূর্বক অবিচ্ছেদে
উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন । তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন । কৃষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—
এই মনে করিয়া তাঁহাদের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল ॥ ৩১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তিরূপযুক্তা ন বেতি
বিষয়ে পূর্বপক্ষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) যুক্তিযুক্ত কিনা এ-বিষয়ে সূত্রকার পূর্বপক্ষ দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সৃষ্টাবিত্যাদি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। প্রাপ্ত-সর্বপুরুষার্থস্ত হরেজগৎকর্তৃত্বং ক্রবন্ সমন্বয়ঃ সন্ তৎকর্তা নিত্যতৃপ্ত্যা ফলা-ভিসন্ধের্বিরহাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ ফলবত্তপ্রতীতেরিত্যেবংবিধেন তর্কেণ বিরূধ্যতে। হরেঃ কর্তৃত্বাক্ষেপাদ্ তাদৃশস্ত তৎকর্তৃত্বং ন সম্ভবেৎ জীবশ্চৈবাদৃষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রত্যাছারণং বা সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘সৃষ্টাবিত্যাদি’ অবতরণিকা ভাষ্য—এই অধিকরণেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই আক্ষেপ এই প্রকার—যিনি সর্ববিধ পুরুষকাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণকাম শ্রীহরির যে সমন্বয় জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সেই শ্রীহরি জগৎকর্তা হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি নিত্য তৃপ্ত, যেহেতু তাঁহার ফলাভিসন্ধি নাই, যেহেতু বিমুগ্ধকারীব্যক্তির প্রবৃত্তি সফল অবগত হওয়া যায়, এই প্রকার তর্কের সহিত বিরোধ হয়, তর্কটি এই প্রকার—প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তিঃ ফলবতী তদভাবে অপ্ৰতীয়মানত্বাৎ। এইরূপে শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্বের আক্ষেপ। অথবা পূর্ণকাম শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, কিন্তু জীবেরই অদৃষ্টদ্বারক জগৎকর্তৃত্ব, এই প্রতিবাদপক্ষে প্রত্যাছারণ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য।

ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণম্,

সূত্রম্—নপ্রয়োজনবদ্ধাৎ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—‘নপ্রয়োজনবদ্ধাৎ’—প্রয়োজনহীনতার জগৎ, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্বতো নেত্যনুবর্ততে। নিষেধার্থকেন ন-শব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃত্তিনোপযুজ্যতে। কুতঃ? পূর্ণস্ত প্রয়োজনাভাবাৎ। স্বার্থা পরার্থা চ প্রবৃত্তিলোকে দৃষ্টা। তত্র নাট্যা সম্ভবতি পূর্ণকামত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা সমর্থো

হি পরানুগ্রহায় প্রবর্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধযাতনাসমর্পণায়। ঋতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃত্তৌ জনপেক্ষাকারিতাপত্তিস্ততঃ সর্বশ্রুতি-ব্যাকোপঃ। তস্মান্নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব হইতে ‘ন’ এই পদের অনুবৃত্তি আছে। সূত্রস্থ ‘ন’ পদটি নিষেধার্থক অব্যয় তাহার সহিত প্রয়োজন শব্দের ‘সহস্থপা’ সমাসে নিম্পন্ন ‘নপ্রয়োজনবদ্ধাৎ’ এই পদটি, নঞ-তৎপুরুষ হইলে ‘অপ্রয়োজনবদ্ধাৎ’ হইয়া যাইত। এইজন্য নঞের ন লোপ হইল না। সূত্রটি অথও দাঁড়াইতেছে ‘নপ্রয়োজনবদ্ধাৎ প্রবৃত্তিনোপযুজ্যতে’ পূর্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্ম পূর্ণকাম, অতএব প্রয়োজনাভাবে জগৎ-প্রবৃত্তিব্যাপারে তাঁহার প্রবৃত্তি (চেষ্টা) সঙ্গত হইতেছে না, সেই কারণে প্রশ্ন করিতেছেন, কুতঃ? কি কারণে? উত্তর—ব্রহ্ম পূর্ণকাম, তাঁহার প্রয়োজন নাই, এইজন্য। এই লোকে দেখা যায়—প্রবৃত্তি দুই প্রকার হয়, কোন স্থলে নিজ-প্রয়োজনে, আবার কোথায়ও পর-প্রয়োজনে। তাহার মধ্যে স্বার্থে প্রবৃত্তি ব্রহ্ম-পক্ষে সম্ভব নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। পরার্থা প্রবৃত্তিও বলা যায় না, যেহেতু শক্তিশালী পুরুষ পরের উপর অনুগ্রহের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কদাপি দুঃখময় জন্ম-মরণাদি বিবিধ যাতনা দিবার জন্ত নহে। কথাটি এই—জগৎ বিবিধ দুঃখময়, ইহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার যাতনাই আছে, তাহার সৃষ্টি পরানুগ্রাহী ঈশ্বর করিবেন কেন? যদি প্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে ব্রহ্মের অবিমুগ্ধকারিতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা দোষ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতিবোধিত ব্রহ্মের বিবেচকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব গুণবোধক শ্রুতির অসঙ্গতি হয়, অতএব ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি যুক্তিসহ নহে ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নপ্রয়োজনেনিতি। ঋতে প্রয়োজনাদিতি। প্রয়োজনং বিনা সৃষ্টৌ প্রবৃত্তে হরাবুদ্যস্ততাদ্বিত্যাদিদোষাপত্তিস্ততো বিবেচকস্বাক্ষর্যাদিগুণ-বোধক শ্রুতিবৈপর্য্য্যপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—‘ঋতে প্রয়োজনাদিতি’—যদি প্রয়োজন ব্যতীতও শ্রীহরি জগৎসৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার উন্নততা ও অজ্ঞতা দোষ আসিয়া

পড়ে, তাহাতে বিবেচকত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিশ্রমবোধিকা শ্রুতির বিরোধ ঘটে—
ইহাই তাৎপর্য ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রটিতে সূত্রকার পূর্বপক্ষীর উক্তি উল্লেখ
করিয়াছেন এবং পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিবেন। পূর্বপক্ষীর কথা এই যে,
ব্রহ্মের নিজ-প্রয়োজনে সৃষ্টিকার্যের উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি
পূর্ণস্বরূপ, ইহা শ্রুতিতেই পাওয়া যায়,—

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে” (ঈশ, বৃহদারণ্যক)

স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে এবং পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজনে লোকে
যে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার
নিজ প্রয়োজন-অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমর্থ ব্যক্তিই পরের উপকারের জন্ত
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্থলে ব্রহ্মে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ জন্ম, মৃত্যু,
জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ যাতনা দিবার জন্ত ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি
হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। এইরূপ পূর্বপক্ষের উক্তির সমাধানার্থ পরবর্তী
সূত্র বলিবেন ॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ পূর্বপক্ষের পর সমাধান
করিতেছেন—

ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি লীলামাত্র

সূত্রম্—লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার বিচিত্রভাবে সৃষ্টি-বিষয়ে
প্রবৃত্তি ‘লীলাকৈবল্যম্’ কেবললীলাই, ‘লোকবৎ,’ লৌকিক ব্যবহারের মত
যেমন সুখোন্মত্ত ব্যক্তির সুখাতিশয়ে ফলাভিসম্ভান ব্যতীতই নৃত্যাদি
ক্রীড়া হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেরও জানিবে। ‘তু’—ইহাতে পূর্বপক্ষের নিরাস
হইল ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাস্চেদায় তু-শব্দঃ। পরিপূর্ণস্থাপি
বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তিলীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপূর্বিকা।

অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ষষ্ঠ্যন্তাৎ বতিঃ। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য
যথা সুখোন্মত্তকো ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য।
তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বভাবিকোব লীলা। “দেবশ্চৈব স্বভাবোহয়মাপ্ত-
কামস্য কা স্পৃহা” ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। “সৃষ্টাদিকং হরিনৈব
প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাদ যথা মত্তস্য নর্তনম্।
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ? মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যাঃ
কিমু তস্যাখিলাশ্চন” ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্বজ্ঞ্যং
প্রসক্তম্। বিনা ফলানুসন্ধিমানন্দোদ্রেকেন লীলায়ত ইত্যেতাবৎ
স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাসপ্রখ্যাসদৃষ্টান্তেহপি সুমুণ্ড্যদৌ তদাপত্তেঃ।
রাজদৃষ্টান্তস্ত তত্তৎ ক্রীড়াসমুদ্রস্য সুখস্য ফলহান্নোপাত্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ পূর্বপক্ষীর উক্ত শঙ্কানিরাসের জন্ত।
পূর্ণকাম হইলেও পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টি কেবল লীলাই, তথায় স্বফলাকাজ্জ-
পূর্বক প্রবৃত্তি নহে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লোকবৎ—ইহার অর্থ লোকের মত,
‘লোকশ্চৈব’ এই ষষ্ঠী বিভক্তান্তের উত্তর ‘তত্র তশ্চৈব’ এই সূত্রে বতি প্রত্যয়,
‘তেন তুল্যক্রিয়াচেষতিঃ’ এই সূত্রবিহিত তুল্যার্থে বতি অঘ্যভাবে সঙ্গত নহে।
সুখোন্মত্ত লোকের যেমন সুখোন্মত্তকবশতঃ ফলাকাজ্জ-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি
ক্রীড়া দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও ফলাভিসম্ভানরহিত লীলা। এই
লীলা স্বরূপানন্দস্বভাবসিদ্ধই, পূর্ণকাম দেবেরই ইহা স্বভাব। মুণ্ডকোপ-
নিবদে বলা আছে—‘কা স্পৃহেতি’ তাঁহার কি স্পৃহা থাকিতে পারে?।
নারায়ণ সংহিতায় আছে—শ্রীহরি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি প্রভৃতি
করেন না, কিন্তু কেবল স্বরূপানন্দবশতঃই করেন, যেমন মত্ত ব্যক্তি নাচে, এই
নৃত্যের মধ্যে তাহার প্রয়োজন বোধ নাই, সেইরূপ পূর্ণানন্দময় সেই শ্রীহরির
এই সৃষ্টি-কার্যে প্রয়োজনবোধ নাই; যখন দেখা যায়—মুক্ত পুরুষগণও
পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন সেই বিশ্বাত্মা শ্রীহরি যে পূর্ণকাম, এ-বিষয়ে
আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি স্বভাবাক্য হইতেও তাহার পূর্ণকামত্ব অবগত
হওয়া যায়। আর একথাও বলিতে পার না যে লৌকিক ব্যাপার দৃষ্টান্ত দ্বারা
পরমেশ্বরের অসার্বজ্ঞতার আপত্তি, কেননা ফলাভিসম্ভান ব্যতিরেকেই অভিশয়
আনন্দোদয়বশতঃ তিনি লীলা করেন, ইহাই মাত্র ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীকার করা

হইয়াছে, অতী জীবধর্ম তাঁহাতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তবে কেবলাদ্বৈতবাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টান্ত দ্বারাও স্বষ্টিপ্রভৃতি-স্থলে সেই প্রয়োজনান্ভিসন্ধান স্বীকার হইয়া পড়ে। রাজার কন্দুক ক্রীড়া যে লীলা-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমাদের কর্তৃক প্রদর্শিত না হইবার হেতু এই যে, কন্দুকাদি ক্রীড়া-জনিত স্থলফলস্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—লোকবদিতি। দেবশ্বেবেত্যত্র কো হেবাভ্যাদিত্যাদি-বাক্যমহুসঙ্কেয়ম্। সৃষ্টাদিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম্। ন চেতি। দৃষ্টান্তো মন্তজননিদর্শনম্। উচ্ছাসেতি কেবলাদ্বৈতিনঃ। রাজ্যেতি বিশিষ্টাদ্বৈতিনঃ। রাজদৃষ্টান্তো রাজ্যঃ কন্দুকাভ্যারম্ভঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—দেবশ্বেব স্বভাবোহয়মাপ্তকামশ্চ কা স্পৃহা—এই মুণ্ডক শ্রুতিতে ‘কোহেবাভ্যং’ ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্য দ্রষ্টব্য। ‘সৃষ্টাদিকং হরিনৈব’ ইত্যাদি বাক্য নারায়ণসংহিতাস্তগত। ‘ন চাত্র দৃষ্টান্তেন’ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত—মদ মন্তের উদাহরণ। ‘উচ্ছাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেহপি’—ইহা কেবলাদ্বৈতবাদিকর্তৃক প্রদর্শিত শ্বাস-প্রশ্বাসদৃষ্টান্তেও দোষ এই স্বষ্টি প্রভৃতিস্থলেও তাহার আপত্তি হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা রাজার কন্দুক ক্রীড়া যে (বল খেলা) দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রয়োজন মধ্যে গণ্য করায় উল্লেখ করি নাই ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বসূত্রের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন, পরমেশ্বর আপ্তকাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও যে বিচিত্র জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা কেবল তাঁহার লীলামাত্র। স্বতন্ত্র লীলাময় ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিতে কোন অসম্ভাবনাও নাই এবং অসংস্কৃত্যাদি কোন দোষেরও আপত্তি উঠিতে পারে না।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজ্যতাবতি হন্তি চ।

অাত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোহপি বালবৎ ॥” (ভাঃ ৬।১।১৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“নহু পূর্ণকামশ্চেশ্বরশ্চ কিং সৃষ্টাদিভিস্তদ্রাহ,—অনপেক্ষোহপি বালবল্লীলয়া করোতীতি।”

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্মে পাওয়া যায়,—
“কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে—এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ ‘মহাতাবাদি’ ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার স্ববিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ—‘অহংকার’ পর্য্যন্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজ স্বথপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত উচ্চগতির স্ববিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই স্ববিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিহ্নাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য পার্শ্বদিগের ‘অবস্থানাম্য সম্ভব নয়।’ ॥ ৩৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মকর্তৃত্ব-বাদেইসমঞ্জসঃ সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াঃ সুখদুঃখভাজো দেবমহুস্যাदीन् সৃজতি ব্রহ্মণি বৈষম্যাভ্যাপ্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দোষতাবাদি-ক্রতুপরোধাপত্তিরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার পরিহার করিতেছেন। সংশয় এই—ব্রহ্মকে জগৎকর্তা বলা সঙ্গত না অসঙ্গত? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন উহা অসঙ্গত, কারণ যিনি সুখময় করিয়া দেবতা-দিগকে ও দুঃখভাগী করিয়া মহুস্যাগণকে সৃষ্টি করিতেছেন তাদৃশ ব্রহ্মে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা হইয়া পড়ে, তাহার ফলে ক্রতুপূর্ণ নির্দোষতাবাদের বিরোধ হয়; এই মতের প্রতিবাদে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরাশঙ্ক্যেতি। অত্রাপি পূর্ববৎ সঙ্গতিদ্বয়ং বোধ্যম্। নিরবচ্ছিন্ন হর্যেজগৎকর্তৃত্বং বদন্ সমন্বয়ঃ তর্কেণ যঃ সৃষ্টিকর্তা স সাবচ্ছ ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। নিরবচ্ছিন্নশ্রবশ্চ ন তৎকর্তৃত্বং কিন্তু সাবচ্ছিন্ন প্রধানশ্বেব তদ্বিতি প্রত্যুদাহরণস্বরূপং বাত্র বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরাশঙ্ক্য ইত্যাদি ভাষ্যাবতরণিকা। এই অধিকরণেও পূর্বাধিকরণের মত দুইটি সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই দুইটি

এইপ্রকার—সর্বপ্রকারে দোষসম্পর্কশূন্য শ্রীহরির জগৎকর্তৃত্ব-প্রতিপাদনকারী সমন্বয় এইরূপ তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, যথা—যিনি স্থখ-দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি বৈষম্যাদি দোষগ্রস্ত, ইহা আক্ষেপ স্বরূপ। অথবা নির্দোষ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব হইতে পারে না কিন্তু দোষগ্রস্ত প্রধানেরই জগৎ কর্তৃত্ব এইরূপ সংপ্রতিপক্ষোক্তাবনরূপ সঙ্গতির আকার জানিবে।

বৈষম্যনৈষ্মৈণ্যেনেত্যধিকরণম্,

জগৎ-সৃষ্টাদিতে ব্রহ্মের বৈষম্য ও নির্দয়তা নাই

সূত্রম্—বৈষম্যনৈষ্মৈণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম জগৎকর্তা স্বীকার করিলে ‘বৈষম্যনৈষ্মৈণ্যে ন’ বৈষম্য ও নির্দয়তার আপত্তি হয় না, তাহার কারণ ‘সাপেক্ষত্বাৎ’ যেহেতু সৃষ্টিকর্তা জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। প্রমাণ দেখাইতেছেন—‘তথাহি দর্শনাৎ’ সেইরূপ ক্ষতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎপর্য্য জীব যেমন কর্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেন,—‘এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো.....ইত্যাদি’ ক্ষতি আছে ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মণি কর্তরি বৈষম্যং নৈষ্মৈণ্যঞ্চ দোষো ন। কৃতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ স্রষ্টুঃ কর্মসাপেক্ষত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিবীষতে এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি বৃহদারণ্যক-ক্ষতিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রাপ্তিমীশ্বরনিমিত্তাং দর্শয়ন্তী মধ্যে কর্ম পরামৃশতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্ম কর্তা হইলে যে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা দোষের আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হয় না। কি কারণে? উত্তর—যেহেতু তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা শ্রীহরি জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়া

সেইরূপ সৃষ্টি করেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—‘তথাহি’ ইহা দ্বারা। সেইরূপ ক্ষতি আছে,—যথা ‘এষ এব.....অধো নিনীষতে।’ ইত্যাদি বৃহদারণ্যক ক্ষতি। এই ভগবান্ তাহাকে সাধু কর্ম করান, যাহাকে তিনি এই সকল লোক হইতে আরও উচ্চস্তর লোকে লইয়া যাইতে চান আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করাইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি অধোলোকে (নরকে) লইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের দেব, মনুষ্য, তির্ষাক প্রভৃতি স্বরূপ-প্রাপ্তি ঈশ্বর জগত্ হইয়, ইহা ঐ ক্ষতি দেখাইতেছে অর্থাৎ জীবের কর্ম-মাধ্যমে—ইহাই অবধারণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—বৈষম্যোতি। হরিঃ প্রাণিকর্ম্যাপেক্ষী জগৎকর্তা তন্নির-পেক্ষো বা। আত্মেহনীশত্বপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাত্তাপত্তিঃ। নৈষ্মৈণ্যং নির্দয়ত্বম্। ততশ কর্তরি হরৌ সাবত্বত্বমিতি। এবং পূর্বপক্ষং নিরস্তমাহ ন সাপেক্ষত্বাদিতি। প্রাণিকর্ম্যানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্ত্রাং ন তু তদপেক্ষায়ামিতার্থঃ। ন চ তৎকর্ম্যাপেক্ষায়ামনীশত্বম্। ভূতাদিসেবাস্বসারেণ ফলং প্রযচ্ছতো রাজ্ঞোহরাজতাদর্শনাৎ। ঈশস্ত পর্জন্তবদ্ ব্রহ্মব্যঃ। ন হি তত্ত্ববীজ্যে সৎসপি মেঘমন্তরাস্কুরাহ্যপত্তিরস্তু। এষ এবতি। এষ ঈশ্বরঃ যং জনমুন্নিবীষতে উর্দ্ধলোকং নেতুমিচ্ছতি তং সাধু কর্ম কারয়তি প্রাগ্ভবীয়-কর্ম্মানুসারী সন্নতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—বৈষম্যনৈষ্মৈণ্যেত্যাদিসূত্র প্রথমতঃ সংশয় এই—শ্রীহরি প্রাণীর কর্ম-সাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন? অথবা নিরপেক্ষ হইয়া? যদি জীব-কর্ম্মসাপেক্ষতা বল, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, যেহেতু ঈশ্বর স্বাধীন। আর কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টিকর্তা হইলে তাহার বৈষম্য ও নিষ্মৈণ্যতার আপত্তি। নৈষ্মৈণ্য শব্দের অর্থ নির্দয়তা। সেই বৈষম্যাদিদোষ ঘটিলে সেই সৃষ্টিকর্তা শ্রীহরিতে সন্দোষ হয়, এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া বলিতেছেন—‘ন সাপেক্ষত্বাৎ’ যেহেতু তিনি সাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এজন্য ঐ দোষ নহে। সৃষ্টি-কার্য্যে জীবের কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকিলে বৈষম্যাদিদোষ ঘটতে পারে কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষত্ব তাহা হয় না,—ইহাই তাৎপর্য্য। এ-কথাও বলিতে পার না, যদি ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন, তবে তো তিনি অনীশ্বর—পর্য্যধীন। ইহাও নহে; কি জগৎ? তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—যেমন রাজা সেবাস্বসারে ভূতাদিকে ফল দিলেও তাহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না সেইরূপ।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পূৰ্ণজ্ঞ (বৃষ্টির দেবতা) দৃষ্টান্ত অল্পসংখ্যক; যথা সেই সেই বীজ ভূমিতে উপস্থিত হইলেও যেমন যেসব বৃষ্টি ব্যতীত তাহাদের অঙ্কুরোদগম হয় না, সেইরূপ জীবের কর্মসম্বন্ধে ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্মফলের উৎপত্তি হয় না, এজন্য ঈশ্বরের স্বাধীনতা আছে। ‘এব এব সাধু কর্ম কারয়তি’ ইত্যাদি এব—এই পরমেশ্বর। যৎ—যে লোকে, উন্নীতব্রহ্ম—উৎকলোকে লইয়া যাইতে চাহেন তাহাকে তাহার পূর্ব জন্মান্বিত কর্ম্মানুসারে ভাল কর্ম করাইয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পুনরায় এইরূপ সংশয় উত্থাপন করেন যে, ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা সঙ্গত কি অসঙ্গত? কারণ সৃষ্টজগতে দেবাদির মধ্যে স্থখ-দুঃখ সকলের সমান নহে, দেবতাগণ অত্যন্ত সুখী কিন্তু পশুগণ অত্যন্ত দুঃখী, আবার মানবগণ কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলিলে, তাহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা-দোষ আসিয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের নির্দোষত্ববাদী শ্রুতির বিরোধ আপত্তি ঘটে। এইরূপ সংশয় বা পূর্বপক্ষ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মে বৈষম্য ও নৈঘর্ষ্য অর্থাৎ বৈষম্য ও নির্দয়তা দোষ নাই; কারণ তিনি জীবের কর্ম্মসাপেক্ষেই অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই ফলদান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিও ভাস্কর্য্য উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।

স্থখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমাং কর্ম্মণৈবাপি পশ্যতে” ॥ (ভাঃ ১০।২৪।১৩)

“দেহাত্মচাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।

শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কঠৈব গুরুবীথরঃ” ॥ (ভাঃ ১০।২৪।১৭)

শ্রীনাগপত্নীরাও বলিয়াছেন,—

“ভ্রাত্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিঞ্চিৎসংশ্লিঃ-

স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।

রিপোঃ স্ততানামপি তুল্যদৃষ্টে-

ধ্বংসে দমং ফলমেবাত্মশংসন্” ॥ (ভাঃ ১০।১৬।৩৩)

আরও পাই,—

“ন হস্তান্তি প্রিয়ঃ কশ্চিৎপ্রিয়োবাস্ত্যমানিনঃ।

নোন্তমো নাধমো বাপি সমানস্তাসমোহপি বা” ॥

(ভাঃ ১০।৪৬।৩৭)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “ন তস্য কশ্চিদ্রিয়তঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতি-বন্ধুনপরো ন চ স্বঃ। সমস্ত সর্বত্র নিরঞ্জনস্ত স্তথৈ ন রাগঃ কৃত এব রোষঃ” ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২২) এবং শ্রীঅকুরের বাক্য—“ন তস্য কশ্চিদ্রিয়তঃ স্তথৈ ন চাশ্রিয়ো দ্বেষ উপেক্ষ্য এব বা।” ॥ (ভাঃ ১০।৩৮।২২) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগীতার (৯।২৯) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্মে পাওয়া যায়,—“শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ-প্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা; উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক; সেই কষ্ট যদি চরমে স্থখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়। তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশ জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে—ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই” ॥ ৩৪ ॥

সূত্রম্—ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্যৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—‘ন’, কর্ম্ম সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর জগৎকর্তা এ-কথা বলিলেও তাহার বৈষম্যাদিদোষের পরিহার নাই, কি জন্য? উত্তর—‘কর্ম্মাবিভাগাৎ’—যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু না থাকায় কর্ম্মের সম্ভাব্য

নাই। 'ইতিচেন্ন'—এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? উত্তর—'অনাদিত্বাৎ'—যেহেতু ব্রহ্মের মত কৰ্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও অনাদি এইরূপ স্বীকৃত আছে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নহু কৰ্মণা বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্তাৎ । কুতঃ? কৰ্মাবিভাগাৎ । সদেব সৌম্যোদমিত্যাदिषু প্রাক্ সৃষ্টে ব্রহ্ম-বিভক্তস্য কৰ্মণোহপ্রতীতেরিতি চেন্ন । কুতঃ? কৰ্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাক্ষ-ব্রহ্মবদনাদিত্বস্বীকারাৎ । পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব্ব-কৰ্মানুসারেণোত্তরোত্তরকৰ্মণি প্রবর্তনাৎ ন কিঞ্চিদদূষণম্ । স্মৃতিশ্চ—“পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূৰ্ব্বকৰ্মণা । অনাদিত্বাৎ কৰ্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন” ইতি । কৰ্মণোহনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ । ন চ কৰ্মসাপেক্ষহেনশ্চরস্যাস্মাত্ত্ব্যম্ । দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা কৰ্মাদিসত্ত্বাস্তদধীনত্বস্মরণাৎ । ন চ ঘটকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম্ অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কৰ্ম কারয়তি স্বভাবমগ্ধথাকৰ্ত্তুং সমর্থোহপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—কৰ্মদ্বারা বৈষম্যাদি দোষের পরিহার হইতে পারে না, কেননা, ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে কৰ্মের সত্তা নাই। যেহেতু 'সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভূত কৰ্মের প্রতীতি হইতেছে না। অতএব তদানীং 'কৰ্মসত্তা' বলিব না, ইহা যদি বল, তাহাও নহে, কারণ কি? কৰ্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব—ইহারা ব্রহ্মের মত অনাদি বলিয়া যেহেতু স্বীকৃত আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মান্বিত কৰ্মানুসারে পর পর জন্মের কৰ্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন স্তত্রাং কোনও দোষ নাই। স্মৃতি বাক্যও সেইরূপ বলিতেছে—যথা 'পুণ্যপাপাদিকং...ন বিরোধঃ কথঞ্চন'। জীবিস্থ জীবকে পূর্ব জন্মের কৰ্মানুসারে পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন এবং কৰ্মও অনাদি, সেজন্ত কোনরূপ অসঙ্গতি নাই। কৰ্মকে অনাদি বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে তাহাও নহে, যেহেতু উহা বীজাকুর-ভায়ে প্রমাণসিদ্ধ। যদি বল, ঈশ্বর জীবের কৰ্মসাপেক্ষ হইলে তাঁহার স্বাভাব্য রহিল না, ইহাও নহে। কারণ 'দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ' দ্রব্য,

কৰ্ম ও কাল ঈশ্বরের অধীন ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা কৰ্মাদির সত্তা ঈশ্বরের অধীন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কথাটি এই—জীবের কৰ্মানুসারে ঈশ্বর জীবকে কৰ্ম করাইলেও ঈশ্বর জীব-কৰ্মের অধীন নহেন, জীব-কৰ্মও ঈশ্বরের হাতে থাকায় জীব তাঁহার অধীন হইবেই। যদি বল, এইরূপে সঙ্গতি করিলে 'ঘটকুড্যাভ্য' আসিয়া পড়িল অর্থাৎ যেমন কোন কোনও বণিক্ পারাগীঘাটের মালিককে পারের কড়ি ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে ঘট-পালকে গোপন করিয়া অগ্ন পথ আশ্রয় করে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘুরিয়া ভুলবশতঃ সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘটপাল তাহাদিগকে বাধিয়া প্রহার করে, সেইরূপ ব্রহ্মের কৰ্মপরতন্ত্রতা দোষ পরিহার করিতে যাইয়া কৰ্ম সত্তার তারতম্য বশতঃ ঈশ্বরের সেই বৈষম্য আসিয়া পড়িল, এইরূপ আপত্তিও করিতে পার না। যেহেতু অনাদি জীবের স্বভাবানুসারে তিনি জীবকে কৰ্ম করান, তিনি স্বভাব বদলাইতে সমর্থ থাকিলেও কাহারও স্বভাবের পরিবর্তন করেন না, এইরূপে বৈষম্যহীন তাঁহাকে বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশঙ্কা পরিহরতি ন কৰ্ম্মেতি । পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বোতি । পূৰ্ব্ব-সৃষ্টিসম্পাদিতস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রপঞ্চস্তাত্তন্যনাশাত্বাৎ তদনুসারেণ এব উত্তরসৃষ্টি-কৰ্ম্মপ্রবর্তনাৎ ন কিঞ্চিদবগম্যম্ । স্মৃতিশ্চেতি ভবিষ্যপূরণবচনং বোধ্যম্ । প্রামাণিকত্বাদিতি । বীজাকুরবদিতি বোধ্যম্ । ন চ সৃষ্টেতি । যথা ঘট-পণমদাতুকামা বণিজো ঘটপালমবিজ্ঞাপোজ্জটবদ্বনা গচ্ছন্তি । তে যথা তমিশ্রায়াং নিশি ভ্রান্ত্যা প্রভাতে ঘটকুড্যাং পতন্তো ঘটপালেন বদ্ধান্তাভ্যন্তে তথা কৰ্মণা ব্রহ্মণি বৈষম্যং পরিহৰ্ত্তুকামা যুযং কৰ্মসত্তাং পুনব্রহ্মায়ত্তাং মন্বা-নান্তদ্বৈষম্যভ্যাপগমে পতিতা গৃহ্ণেহহম্মাভিরিতিার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—'পুনরাশঙ্কা পরিহরতি' ইত্যাদি ভাষ্যাবতরণিকা 'ন কৰ্ম্মা-বিভাগাৎ' এই সূত্রে পূর্বপূর্বকৰ্মানুসারেণ' ইত্যাদি পূর্ব সৃষ্টিতে সম্পাদিত ধৰ্ম ও অধৰ্ম সমুদায়ের একেবারে লোপ না হওয়ায় সেই কৃতকৰ্মানুসারে আবার পরবর্তী সৃষ্টিতে কৰ্মে প্রবর্তনাহেতু কোনই দোষ নাই। স্মৃতিশ্চ 'পুণ্যপাপাদিকং' ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্যপূরণোক্ত জ্ঞাতব্য। 'প্রামাণিকত্বাৎ'—বীজাকুরের মত নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ ইহা মানিতেই হইবে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরাদি হয়, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহা যেমন অনাদি ধারায় প্রবাহিত, সেইরূপ পূর্বকৰ্মানুসারে জীবের দেবাদিদেহ

ধারণ, আবার সেই দেহধারীর কর্ম—এই ধারা প্রবহমান। ‘ন চ ঘটকুট্যা-
মিত্যাদি’—যেমন ঘাটের কড়ি ফাঁকি দিতে ইচ্ছুক বণিকগণ ঘটপালকে
না জানাইয়া উদ্ভট পথে যায়, তাহার। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া আবার প্রভাতে সেই ঘাটের কুটীতে আসিয়া পড়িলে ঘটপাল
কর্তৃক বদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়, সেইরূপ কর্মের দোহাই দিয়া ব্রহ্মের বৈষম্য-
দোষ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমরা প্রলয়কালে কর্ম মানিতেছ
আবার ব্রহ্মাধীন সেই কর্মসত্তা স্বীকার করিয়া সেই বৈষম্য স্বীকারেই
পড়িয়াছ, আমরা দেখিতেছি ইহাই ঘটকুটী-শ্রায়েব তাৎপর্য ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জীব নিজ কর্ম্মানুসারে
স্বত্বঃখ ভোগ করে এই কথা বলায় ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ পরিহার
হয় না; কারণ কর্মের ব্রহ্ম হইতে কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ ‘সৃষ্টির পূর্বে
একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন’—এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু
সত্তা না থাকায় ব্রহ্মবিভক্ত কর্মের প্রতীতি লক্ষিত হয় না। এইরূপ
পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ যদি বল, তাহা ঠিক
নহে, কারণ ব্রহ্মের শ্রায় ক্ষেত্রজ জীবগণের ও কর্মের অনাদিত্ব স্বীকৃত
আছে। সুতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম্মানুসারেই জীব ফল ভোগ করে,
ঈশ্বর সেই কর্ম্মানুসারেই ফলদান করিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন
দোষ হইতে পারে না। আরও কর্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা
দোষও হয় না। কারণ বীজাকুরবৎ ইহার প্রামাণিকতা আছে। তবে যদি
বল, কর্ম্মানুসারে ফলদান করিলে ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন বলিতে হয়, এবং তাহাতে
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ দ্রব্য, কর্ম, কাল
সকলই ঈশ্বরের অধীনরূপে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। পক্ষান্তরে এখানে ঘটকুটী-
শ্রায়েও কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্রে বীজ পরে অঙ্কুর কিংবা অগ্রে অঙ্কুর পরে বীজ, ইহার সিদ্ধান্ত
না হওয়ায় বীজাকুর-প্রবাহ অনাদি বলিয়া শ্রায়শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“মৈবান্মান্ সাক্ষন্থয়েথা ভ্রাতৃর্কৈরুপ্যচিস্তয়া।

স্বত্বঃখদো না চাত্তোহন্তি যতঃ স্বকৃতভুক পুমান্ ॥” (ভাঃ ১০।৫৪।৩৮)

অর্থাৎ শ্রীবলদেব কল্পিণীর মাস্তনীর জন্ত বলিলেন,—হে সাক্ষি! তুমি
ভ্রাতার এতাদৃশ বিরূপভাব চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ
করিও না, যেহেতু ইহলোকে জীব স্বকর্ম্মেরই ফলভোগ করে, অপর কেহ
তাহার স্বত্ব-দুঃখ দাতা নহে।

আরও—

“দেহে পঞ্চত্মাপন্নো দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ।

দেহান্তব্রহ্মপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।

যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥”

(ভাঃ ১০।১।৩৯-৪০)

“দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।

যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥” (ভাঃ ২।১০।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই—

“স্বকর্ম্মফলভুক পুমান্”—প্রভু উত্তর দিলা।” (অন্ত্য ২।১৬৩)

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীগীতার “ন কর্তব্যং ন কর্ম্মাণি

লোকশ্চ স্বজতি প্রভুঃ।” শ্লোকও আলোচ্য ॥ ৩৫ ॥

অবতরণিকাতাষ্যম্—বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মাণি পরিহৃতম্। ভক্ত-
পক্ষপাতরূপং তদিদানীং তস্মিন্নঙ্গীকরোতি। ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা-
নিবারণঞ্চ পরস্মিন্ বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে তদ্রক্ষণাদেবপি কর্ম্মসা-
পেক্ষত্বাৎ ন শ্রাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যাদি দোষ ব্রহ্মে পরিহৃত
হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্ত-পক্ষপাতরূপ দোষের আপত্তি, তাহাও এক্ষণে পরমেশ্বরে
স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে সংশয় এই—ভক্ত রক্ষা ও ভক্তের বাসনা (অবিভা)
নিবারণ পরমেশ্বরে বৈষম্য কিনা? এ-বিষয়ে পূর্বপক্ষী বলেন—ভক্ত-রক্ষণাদি
কার্য্যও কর্ম্মসাপেক্ষ, এ-জন্ত বৈষম্য হইবে না; ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্য-টীকা—জগৎকর্ত্তৃর্হরের বৈষম্যাপাত্ত যমেবেত্যাদি-
শ্রুতিমাত্রিত্য তন্ত ভক্তসংরক্ষণে বৈষম্যং বক্তৃমুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যাদিনা।

আক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। স্বভক্তবৎসলস্ত হরেজগৎকৰ্ত্ত্বং বদন্ সমন্বয়ন্তর্কেণ
হরিঃ সাবভো বিষমকৰ্ত্ত্বাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। তদ্বাসনা
তদবিজ্ঞা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জগৎস্থষ্টিকর্তা শ্রীহরির কুত্রাপি
বৈষম্য (পক্ষপাত) নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে ‘যমেবৈষ’ ইত্যাদি
শ্রুতি-সাধায়ে তাঁহার ভক্তের প্রতি পক্ষপাতরূপ বৈষম্য বলিবার জন্য উপক্রম
করিতেছেন—‘বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। এই
অধিকরণে আক্ষেপ-সঙ্গতি জানিবে। তাহা বর্ণনা করিতেছেন—নিজভক্তে-
বৎসল শ্রীহরির জগৎকৰ্ত্ত্ব্য-সমর্থক সমন্বয় তর্কদ্বারা আক্ষিপ্ত করা হইতেছে—
যথা শ্রীহরি বৈষম্যদোষে দুষ্ট,—যেহেতু বিষম (পক্ষপাতপূর্ণ) কার্য্য করিতেছেন
—ইহার দ্বারা। পরে তাহার সমাধানও হইয়াছে—এইজন্য আক্ষেপ-সঙ্গতি।
‘তদ্বাসনা নিবারণক’ ইতি ভাষ্যাবতরণিকা—তদ্বাসনা—ভক্তের অবিজ্ঞা—

শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণ

সূত্রম্—উপপত্ততে চাত্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—ভক্তবৎসল নিগ্রহাহুগ্রহ-সমর্থ শ্রীহরির ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য
হয় নত্যা, কিন্তু তাহা ‘উপপত্ততে’—যুক্তিযুক্ত। ইহা শ্রীহরির গুণরূপেই
প্রশংসিত হইতেছে। ‘অভ্যুপপত্ততে চ’ এবং উহা শ্রুতিস্মৃতিতে উপলব্ধও
হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভক্তবৎসলস্তাত্ম প্রভোস্তুৎপক্ষপাতো বৈষম্য-
মেব তদুপপত্ততে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতভক্তি-
সাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তদ্রূপস্য
বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্ত্যুমানত্বাৎ। গুণবৃন্দমণ্ডনমিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ।
যদিনা সর্বের গুণা জনেনোহরোচমানাঃ প্রবর্তকান স্যুঃ। উপলভ্যতে
চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তসৌষ আত্মা
বিরূণুতে তন্মুং স্বাম্” ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ। “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ-

ত্বর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” “সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে
দ্বেষ্টোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু
চাপ্যহম্।” “অপি চেৎ স্তুত্বরাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ। ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাশ্রা
শম্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি। কোন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্চতি” ইত্যাত্মাঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীহরি ভক্তবৎসল এবং নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ, তাঁহার ভক্তের
উপর পক্ষপাত বৈষম্য বটে তাহা হইলেও উহা সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু
ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির বৃত্তি (কার্য্য) ভূত শক্তির দ্বারা উহা (ভক্ত রক্ষাকার্য্য)
সাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে ব্রহ্মের নির্দোষতাবাদের ব্যাঘাত হইবে না,
কেননা, ভক্তরক্ষাদি-বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) তাঁহার গুণমধ্যে ধৃত হওয়ায়
প্রশংসিতই হইয়া থাকে। শ্রুতিতে শ্রীহরির-ভক্তবাৎসল্য-গুণ সকলগুণের ভূষণ
—ইহাও বলিয়াছেন। যাহা না থাকিলে ভগবানের সকলগুণই জনসাধারণের
অরুচিকর হওয়ায় তাঁহার প্রতি সামান্য জন্মাইতে পারে না। ইহা শ্রুতি-
সমূহেও স্মৃতিবাক্য-সমুদয়েও উপলব্ধ হইতেছে। যথা শ্রুতি—‘যমেবৈষ বৃণুতে
...তন্মুং স্বাম্’। এই শ্রীহরি যে ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া গ্রহণ করেন,
তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য, তাহার কাছেই এই পরমেশ্বর নিজ শ্রীবিগ্রহ
বিস্তৃত করেন ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রীভগবদ্ গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমুখে
বলিয়াছেন—‘প্রিয়ো হি জ্ঞানিন’ ইত্যাদি—আমি ভগবদ্ভজ্ঞানীদিগের অত্যন্ত
প্রিয়, আর সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয়। আবার—‘সমোহহং সর্বভূতেষু’...
আমি সকল প্রাণীর নিকট সমান, আমার কেহ শত্রু নাই, কেহ প্রিয়ও
নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমার
উপর নির্ভর করিয়া থাকে অর্থাৎ মদেকপরায়ণ, আর আমিও তাহাদের
কাছে থাকি। ‘অপি চেৎ স্তুত্বরাচারঃ...ব্যবসিতো হি সঃ’ যদি কোনও ব্যক্তি
অত্যন্ত অনাচারী, কদাচারী হইয়াও আমাকে অনন্তনিষ্ঠ হইয়া ভজন করে,
অর্জুন! তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু সে ঠিক পথই
ধরিয়াছে। আমাকে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। সেই
হ্রাচারী আমার ভক্তের ফলে অচিরেই ধর্মপথের পথিক হয় এবং সনাতনী

শান্তিও প্রাপ্ত হয়। কুস্তীনন্দন! সকলের কাছে সগর্বে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও ভ্রষ্ট হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপপত্তিতে ইতি। তদ্রূপস্ত ভক্তপক্ষপাতরূপস্ত। ইদং ভক্তপক্ষপাতরূপং বৈষম্যম্। যদ্বিনা ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যম্ স্বতে। প্রবর্তকা হরিসাম্মুখ্যাহেতবঃ। যমিতি। যং জনম্। এষ হরিস্তদভক্তিপরি-
তুষ্টো বৃণুতে স্বীয়স্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। তস্ত জনস্ত সম্বন্ধে এষ হরিঃ স্বাং স্বীয়াং তল্লং ত্রিবিগ্রহং বিবৃণুতে বিবৃত্য দর্শয়তীত্যর্থঃ। বিশেষস্ত ‘পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্তাত্ত্ববন্ধ’ ইত্যত্র ভ্রষ্টব্যঃ। আদি-শব্দাং “ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তি-
বশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী” ইতি শ্রুতিগ্রাহ্য। প্রিয়ো হীতি সাদ্বিক্রিকং ত্রিগীতাস্ত। অপি চেদিতি যত্নপীত্যর্থঃ। সূত্রাচার্যো বিনিব্দিতাচরণঃ শাস্ত্রীয়কর্মশূন্যো বা। অনন্ত্যাক্ সন্ মাং ভজতে দেবতাস্তরং বিহায় মামেব স্বারাধ্যবুদ্ধ্যা সেবত ইত্যর্থঃ। স ত্বয়া সাধুরেব অর্জুন! মন্তব্যঃ ন তু দুরাচার্যাংশং বীক্ষ্য তস্ত্রাসাধুত্বকাশঙ্ক্যমিত্যর্থঃ। মন্বিষ্টাপ্রভাবে দুরাচার-
স্পর্শাদিত্যেবকারাশয়ঃ। হি যস্মাদসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ মদেকান্তিভূরূপপর-
মনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। দুরাচারোহপি তস্ত ঋটিত্যেব নশ্চেদিত্যাহ ক্ষিপ্ৰ-
মিতি। ধর্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠচিত্তঃ। শান্তিঃ দুরাচারনিবৃত্তিম্। অহুলাসং বীক্ষ্যাহ কোন্তয়েতি। হে মদেকভক্ত কুস্তীনন্দন! মে ভক্তো ন প্রণশ্রুতি
পরমার্থাদভ্রষ্টো ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীহি বিবাদিসদসি সাটোপং প্রতিজ্ঞাং
কুর্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকাসুবাদ—ভাষ্যে—‘তদ্রূপস্ত বৈষম্যস্ত’—ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্যের। ‘গুণবৃন্দমণ্ডনমিদং’—ইদং—ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য। ‘যদ্বিনা সর্কে গুণা’ ইত্যাদি—যদ্বিনা যে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য না থাকিলে, ‘প্রবর্তকা ন স্যঃ ইতি—প্রবর্তকাঃ—হরিসাম্মুখ্যের প্রবর্তনজনক হয় না। ‘ষমৈবেষ বৃণুতে’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—এষঃ—এই শ্রীহরি, যং—যে লোককে, তাহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া ‘বৃণুতে’—আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, তেন—সেই ভক্তজন কর্তৃক, এই হরি, লভ্যঃ—প্রাপ্য হন। তস্ত—সেই ভক্তজন-সম্বন্ধে, এষঃ—এই শ্রীহরি, স্বাং তল্লং—স্বকীয় ত্রিবিগ্রহ, বিবৃণুতে—প্রকট করিয়া দেখান। এ-সম্বন্ধে বিশেষ

‘পরেণ চ-শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্তাত্ত্ববন্ধঃ’ এই অংশে ভ্রষ্টব্য। ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ—আত্মপদের গ্রাহ্য যথা ‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি...ভূয়সী’। ভক্তি শ্রীহরিকে পাওয়াইয়া দেয়, ভক্তি শ্রীহরিকে দর্শন করাইয়া দেয়, পরমপুরুষ কেবল ভক্তির অধীন, ভক্তিই প্রচুর সিদ্ধি—এই শ্রুতিগ্রাহ্য। ‘প্রিয়োহীত্যাদি’ এই তিনটি শ্লোক ও শ্লোকোদ্ধি ত্রিগীতাতে উক্ত। ‘অপি চেদি-
ত্যাদি’, অপি চেৎ—অর্থাৎ যদিও। সূত্রাচার্যঃ—নিব্দিতির কার্য্যকারী অথবা শাস্ত্রোক্ত কর্মত্যাগী। অনন্ত্যাক্—একনিষ্ঠ হইয়া, ভজতে মাং—
—আমাকে ভজন করে অর্থাৎ অত্র দেবতা ছাড়িয়া আমাকেই নিজের আরাধনীয় মনে করিয়া সেবা করে। তাহাকে তুমি অর্জুন! সাধু বলিয়াই মনে করিবে অর্থাৎ তাহার অবৈধ আচরণ দেখিয়া অসাধু মনে করিবে না। সাধুরেব এই—‘এব’ শব্দের অর্থ—‘ব্যবসিতো হি সঃ’—হি—
—যেহেতু, অসৌ—ঐ লোক, সম্যক্ ব্যবসিতঃ—আমার ঐকান্তিকত্বরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান—এই অর্থ। দুরাচারও তাহার অন্তর্গতই নিবৃত্ত হয়, এই কথা বলিতেছেন—‘ক্ষিপ্ৰমিত্যাদি’ বাক্যদ্বারা—ধর্মাত্মা—সদাচারনিষ্ঠ হইয়া, শান্তিঃ—দুরাচার-নিবৃত্তি। অর্জুনের যুদ্ধে অহুংসাহ দেখিয়া বলিতেছেন, হে কোন্তয়ে! অর্থাৎ আমার একনিষ্ঠ ভক্ত কুস্তীনন্দন! ‘মে ভক্তঃ ন প্রণশ্রুতি’ আমার ভজনাকারী ব্যক্তি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। ইহা ‘ত্বং’ প্রতিজানীহি’ বিবাদি সভায় আশ্ফালন পূর্বক সগর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল—ইহাই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মে বৈষম্যাদি দোষ পরিহার পূর্বক এক্ষণে ভক্তপক্ষ-
পাতরূপ বৈষম্য যে শ্রীভগবানে আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন। তবে এই ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তের সংসার-বাসনা (অবিজ্ঞা) ক্ষয়-করণ প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের বৈষম্য প্রকাশ পায় কিনা? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ইহা যুক্তিযুক্তই অর্থাৎ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানে ইহা দৃশ্যমান তো নহেই পরন্তু শ্রীহরির গুণ বলিয়াই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“ন হি বাৎ বিধমা দৃষ্টিঃ সূত্রদোজ্জগদাত্মনোঃ।

সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥” (ভাঃ ১০।৪১।৪৭)

“ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিশ্চব শ্রাৎ
সৰ্বাশ্রয়নঃ সমদৃশঃ স্বস্থানভূতঃ ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবাহরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োহত্র ॥” (ভাঃ ১০।৭২।৬)

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

“নাহমাশ্রয়নমাশ্রয়ে মন্তকৈঃ সাদৃভির্বিদা ।

শ্রিয়ত্যাগ্যন্তিকীং ব্রহ্মণ যেষাং গতিরহং পরা ॥” (ভাঃ ২।৪।৬৪)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার “সমোহং সৰ্বভূতেষু” শ্লোক হইতে “ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্রুতি” শ্লোক পর্যন্ত (গীঃ ২।২২-৩১) আলোচ্য ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“শ্রীচৈতন্য-সম আর কুপালু বদাশ্র ।

ভক্তবৎসল না দেখি দ্বিজগতে অশ্র ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৬১)

“ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কাকণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা ।

ভক্তবাৎসল্যে আশ্রা-পর্যন্ত বদান্ততা ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪২) ॥৩৬॥

সৰ্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—সৰ্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত
প্রথমপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—‘সৰ্বধর্মোপপত্তেশ্চ’ শ্রীহরি সৰ্বেশ্বর, অচিন্তনীয় স্বরূপ, তাঁহাতে
যত বিরুদ্ধ ধর্মই থাক্, সমস্তই সঙ্গত, এজ্ঞাও বৈষম্য দোষ হইতে
পারে না ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
প্রথমপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবিচিন্ত্যস্বরূপে সৰ্বেশ্বরে সৰ্বেষাং বিরুদ্ধা-
নামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধর্মায়ুপপত্তেঃ সিদ্ধেশ্চ ভক্তপক্ষপাতোহপি গুণঃ
সুজৈরাস্থেয় এব । যথা জ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবান্ শ্রামশ্চৈবমবিষমো

ভক্তপ্রিয়ানিত্যাদয়ো মিথো বিরুদ্ধাঃ কাস্ত্যার্জবাদয়োহবিরুদ্ধাশ্চ
পরস্মিন্নেব সন্তি । স্মৃতিশ্চ—ঐশ্বর্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোহভি-
ধীয়তে । তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্যাঃ কথঞ্চন । গুণা
বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্যাঃ সমন্তত ইতি । তথা চাবিষমোহপি
হরির্ভক্তসুহৃদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে
শ্রীবলদেবকৃতং মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অচিন্তনীয়স্বরূপ সৰ্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল
ধর্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ স্মৃতির্যং গুণচরিত বিদ্বান্গণ ভক্তপক্ষপাতও
তাঁহার গুণমধ্যে গ্রহণ করিবেন । যেমন তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানের
আধার এই উক্তি তাঁহাতে সঙ্গত, নিগূর্ণ হইয়াও শ্রামবর্ণ, এই উক্তি বিরুদ্ধবৎ
প্রতীয়মান হইলেও অসঙ্গত নহে, সেইরূপ সৰ্বপ্রাণীতে পক্ষপাতশূন্য হইলেও
ভক্তপ্রিয় ইত্যাদি উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া প্রভৃতি
অবিরুদ্ধ গুণগুলিও একমাত্র পরমপুরুষেই সম্ভব । স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ
বলিতেছে—‘ঐশ্বর্যযোগাদিত্যাদি’—ভগবান্ সৰ্বেশ্বরঅনিবন্ধন বিরুদ্ধার্থক
গুণসম্পন্ন কথিত হইতেছেন, তাহা হইলেও সেই পরমপুরুষে কোনও দোষ
কোনরূপেই গ্রহণীয় নহে । এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে
সৰ্বতোভাবে সঙ্গত জ্ঞানিবে । অতএব সিদ্ধান্ত এই—ভগবান্ শ্রীহরি সৰ্বত্র
বৈষম্যশূন্য হইলেও ভক্তের পক্ষপাতী—ইহা সিদ্ধই হইল ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিষমে কথং বৈষম্যমিতি চেৎ তত্রাহ সৰ্বেষতি ।
স্মৃতিশ্চেতি সাদ্বিকং কোর্ষবচনম্ । ঐশ্বর্যমবিচিন্ত্যশক্তিঃ । এতে অস্থূলশান-
গৃশ্চৈব স্থলোহগৃশ্চৈব সৰ্বতঃ । অবর্ণঃ সৰ্বতঃ প্রোক্তঃ শ্রামো রক্তান্তলোচন
ইতি প্রাপ্তজাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে
মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—যদি তিনি সর্বত্র অবিষয়—সমান, তবে ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য কেন? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘সর্বৈশ্বরে’ ইত্যাদি। স্মৃতিশ্চ ইতি এই সাক্ষী শ্লোক কৃষ্ণ-পূর্বাপেক্ষ। ঐশ্বর্য্য অর্থ্যাৎ অচিন্তনীয়-শক্তি। বিরুদ্ধা অপ্যেতে চ ইত্যাদি বিরুদ্ধ গুণগুলি দেখাইতেছেন—‘অস্থূলশ্চানগু.....শ্রামো বক্তাস্তলোচনঃ’। তিনি মহৎ পরিমাণও নহেন, অণু পরিমাণও নহেন, আবার জগদ্রূপে চারিদিকে স্থূল ও অণুরূপে বিরাজমান। তিনি সর্বথা বর্ণহীন বলিয়া কথিত তথাপি শ্রামবর্ণ রক্ত-কটাক্ষ। ইত্যাদি পূর্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে
মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় বর্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, অবিচিন্ত্য-স্বরূপ সর্বৈশ্বর্য্য শ্রীহরিতে সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ আছে। ইহা নিত্যসিদ্ধ গুণরূপে তাহাতে অবস্থিত। সূত্ররাজ ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ গুণকেও শুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“সর্গাদি যোহশ্রাহুরূপদ্বি শক্তিভি-

দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।

তস্মৈ সমুদ্রবিরুদ্ধশক্তয়ে

নমঃ পরশ্চৈ পুরুষায় বেদসে ॥” (ভাঃ ৪।১৭।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্ব বলেন,—

“বিরুদ্ধশক্তয়ো যস্ত নিত্য্য যুগপদেব চ।

তস্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বজিজ্ঞেবে ॥”

(ইতি বারাহে) ॥ ৩৭ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে
সিদ্ধান্তকণা-নান্দী অনুব্যাক্ষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্,

কৃষ্ণৈষ্যায়নং নোহি যঃ সাংখ্যাদ্যুক্তিকণ্ঠকান্ ।

দ্বিত্বা যুক্ত্যমিনা বিশ্বং কৃষ্ণকৌটুম্যং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—‘কৃষ্ণৈষ্যায়নং’ ইত্যাদি। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয়পাদ প্রারম্ভে ইষ্টদেবতা প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণপূর্বক অভিধেয় নির্দেশ করিতেছেন—আমি সেই কৃষ্ণৈষ্যায়নকে প্রণাম করিতেছি, যিনি এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষ সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রকর্তা কপিল প্রভৃতির উক্তি-জালরূপ কণ্টক সমুদায়কে যুক্তিরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব্ধসঞ্চায়ময়লীলা-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন।

কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন—

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বপক্ষে পরৈকান্তাবিতা দোষা নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দৃশ্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং বস্তু বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃতিঃ শ্রাদানর্থং চ তে সমীয়াঃ। তত্র তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্ততে। সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান, মহতোহহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি। তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথা হি—তরুণী রত্যা পত্ন্যঃ সুখদেতি সাঙ্গিকী ভবতি। মানেন দুঃখদেতি রাজসী। বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেতোবাং সর্বৈ ভাবা দ্রষ্টব্যঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি। দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ান্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্য্য

বিভী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্। ন
পরিচ্ছিন্নং সর্বোপাদানম্। সর্বত্র কার্যদর্শনাদ্ বিভূষমিতি
সূত্রভ্যাঃ। মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ
প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্ত বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি
চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্ত নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্তাপি
প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বরকৃষ্ণচাহ—মূলপ্রকৃতিবিকৃ-
তিস্মদদাতাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন
বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারী স্বয়মচেতনাপ্য-
নেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকার্যোণানুমীয়তে।
একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহাদিবিচিত্ররচনাং জগৎ
প্রসূত ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্ত নিজিয়ো
নিষ্ঠুগৈঃ বিভূষিতঃ প্রতিকায়ঃ ভিন্নঃ সজ্জাতপরার্থবাদনুমেয়শ্চ সঃ।
বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে
প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বৈ সন্নিধিমাাত্রাং তয়োঃস্থিথো ধর্মবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ
চৈতন্ত্যং পুরুষে তু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরাধ্যাসো ভবতি। ইথমবিবেকাদ্
ভোগো বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যোদাসীত্ত্বপূরিত্যেবমা-
দীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্ত্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষা-
নুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব-
সিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেঃকথেষু নাতীব
বিসংবাদঃ। যন্তু পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতশ্চেত্যাদিসূত্রৈঃ
প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং তন্নিরস্যাং ভবতি তেনৈব সর্বতন্মত-
নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে
প্রধানমেব তথা। জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য
তদুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদানং খলু তৎসজ্জাতীয়ং
মুদাত্তেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য
কর্তৃত্বঞ্চ। তস্যাং প্রধানমেব জগদুপাদানং জগৎকর্তৃ চেত্যেবং
প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ—প্রথমপাদে স্বমতের উপর প্রতিবাদীদের
উদ্ভাবিত দোষরাশি নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলি
দূষিত করিতেছেন; সেগুলি দূষিত না করিলে, বৈদিক পথ ছাড়িয়া লোকে
সেই সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহার ফলে তাহারা অনর্থ-মাগরে
নিমগ্ন হইবে। সেই বিরুদ্ধ মত সমুদায়ের মধ্যে অধুনা সাংখ্যমত
নিরাস করা হইতেছে। সাংখ্যাচার্য্য কপিল এই সকল তত্ত্বের নির্দেশ
করিয়াছেন। যথা, প্রথমতঃ—প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-
স্বরূপ। প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, স্থলভূত আকাশাদি পাঁচটি ও
পুরুষ (আত্মা) এই পঁচিশটি তত্ত্ব। তাহাদের মধ্যে সাম্যভাবে (অবিকৃত-
ভাবে) অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সেই
গুণগুলি যথাক্রমে সূক্ষ্ম, হৃৎ ও মোহাত্মক অর্থাৎ সূক্ষ্মাত্মক সত্ত্বগুণ, হৃৎ-
ময় রজোগুণ ও মোহাত্মক তমোগুণ। যেহেতু সেই প্রকৃতির কার্য্যে
—জগতে সূক্ষ্ম, হৃৎ ও মোহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত
দেখাইতেছেন—যেমন একটি তরুণী রমণী পতির সহস্বে রতিদায়িনী, এ-জন্ত
সত্ত্বগুণময়ী, আবার সেই রমণীই মান করিলে পতির হৃৎখদায়িনী হইয়া থাকেন,
এ-জন্ত রাজসী (রজোগুণময়ী), তিনিই আবার বিচ্ছেদ দ্বারা মোহদায়িনী,
অতএব তমোগুণময়ী। এইরূপ দৃষ্টান্তে ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞাত সকল পদার্থ বুঝিয়া
লইবে। উভয় ইন্দ্রিয়—দশ বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ
—এই পাঁচটি কর্ষেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ভ্রূ—এই পাঁচটি জ্ঞানে-
ন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় এক মন, এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্য
ও বিভূ (বিশ্বব্যাপিনী)। ‘মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্’ প্রকৃতিই সকলের মূল-
উপাদানকারণ, মূলের আর কোন মূল থাকে না, অতএব সেই প্রকৃতি
নিষ্কারণ, তাহার কেহ কারণ নাই। ‘ন পরিচ্ছিন্নং সর্বোপাদানম্’—তিনি
বিভূ অর্থাৎ দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ- (সীমা) হীন। যে পরিচ্ছিন্ন
হয়, সে সকলের উপাদানকারণ হইতে পারে না। ‘সর্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ’
সকল স্থানেই তাহার কার্য্য দেখা যাইতেছে, এ-জন্ত তিনি বিভূ। এই তিনটি
সূত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে
মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি (কারণ ও

কার্য) উভয়-স্বরূপ। যেহেতু মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি আবার প্রকৃতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি, মহত্ত্বের বিকৃতি। পূর্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ত্ব কেবল বিকৃতি-স্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, অর্থাৎ কাহারও কার্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্ত বিকৃতিও নহে। সাংখ্যতত্ত্ব-কারিকাশ্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—যথা, ‘মূলপ্রকৃতির বিকৃতিঃ... বিকৃতিঃ পুরুষঃ।’ মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি (উপাদান) ও বিকৃতি (কার্য) উভয় স্বরূপ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে। সেই প্রকৃতি নিতাই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্রকৃতি সর্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয় কার্য দ্বারা অহুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সৎবাদি-গুণসমন্বিত বলিয়া পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা-পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপ। আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সৎবাদি গুণরহিত, বিভূ (বিশ্বব্যাপক), চৈতন্যময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, তাহার সত্তার অহুমান দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শয্যাদি ভোগ্য দ্রব্য যেমন অল্প এক জনের প্রয়োজননির্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের নহে, সেই পর (অল্প জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য এ-বিষয়ে অহুমানও আছে, প্রধানঃ পরার্থঃ স্বেতরশ্মি ভোগাপবর্গফলকং সজ্জাতত্বাৎ শয্যাদিবৎ। এই অহুমান দ্বারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ—অসংহত, ইহা সিদ্ধ হইল। সেই পুরুষের—বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কর্তৃত্ব ও তোকৃত্বের অভাব জাতব্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্নিধ্য-বশতঃ তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম সূত্রঃখাদি-ভোকৃত্ব ও কর্তৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে পুরুষধর্ম চৈতন্যের অবতাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার

অবिवেকবশতঃ (উভয়ের পৃথক ধর্মতা জ্ঞানের অভাবে) আত্মার সূত্র-দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা (পার্থক্যবোধের পর) মুক্তি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ,—এইরূপ সব পদার্থ যুক্তিপূর্ণ ব্রহ্মসমূহ দ্বারা মহর্ষি কপিল গ্রন্থিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে উপযোগী প্রত্যক্ষ, অহুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্ত এই তিনটির অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অহুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ কোন কোনও বস্তু-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন ‘পরিমাণাৎ’ প্রকৃতি জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবতী। যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যাভিচার দোষ ঐ অহুমানে ঘটে, তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-জাতিমত্ত্বই তাহার অর্থ। তাৎপর্য এই—কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যাভিচার নাই। প্রধানের জগৎ-কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপলব্ধ করিলেন যথা ‘সমম্বয়াৎ’—উপবাসাদি দ্বারা বুদ্ধাদিতত্ত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধাদিতত্ত্ব কার্য, ইহা অহুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম সূত্র, দুঃখ ও মোহ যখন মহাদি কার্যে অস্থিত, তখন অহুমান করা যাইতেছে—প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার ‘শক্তিতঃ’ অর্থাৎ কারণের শক্তিতে কার্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির শক্তি অহুসায়ে মহাদি কার্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কার্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অহুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে। এক্ষণে তাহাতে সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার মীমাংসার্থ পূর্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। প্রমাণ কি? তাহাতে উহার বলেন—জগৎ যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে; যাহা সৎবাদি গুণত্রয়-বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই ঐ গুণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান-কারণ। এই অহুমান হইতে উহা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন দেখা যায়—ঘটাদি

কার্য) উভয়-স্বরূপ। যেহেতু মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি আবার প্রকৃতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি, মহত্ত্বের বিকৃতি। পূর্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই বোলটি তত্ত্ব কেবল বিকৃতি-স্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, অর্থাৎ কাহারও কার্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্ত বিকৃতিও নহে। সাংখ্যতত্ত্ব-কারিকাশ্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—যথা, ‘মূলপ্রকৃতির বিকৃতিঃ... বিকৃতিঃ পুরুষঃ।’ মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি (উপাদান) ও বিকৃতি (কার্য) উভয় স্বরূপ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই বোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে। সেই প্রকৃতি নিতাই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্রকৃতি সর্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয় কার্য দ্বারা অহুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্ত্বাদি-গুণসম্বিত বলিয়া পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা-পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপ। আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সত্ত্বাদি গুণরহিত, বিভূ (বিশ্বব্যাপক), চৈতন্যময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, তাহার সত্তার অহুমান দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শয্যাদি ভোগ্য দ্রব্য যেমন অল্প এক জনের প্রয়োজননির্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়াত্মক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের নহে, সেই পর (অল্প জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য এ-বিষয়ে অহুমানও আছে, প্রধানঃ পরার্থঃ স্বেতরশ্মি ভোগাপবর্গফলকং সজ্জাতত্বাৎ শয্যাদিবৎ। এই অহুমান দ্বারা প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ—অসংহত, ইহা সিদ্ধ হইল। সেই পুরুষের—বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভাব জ্ঞাতব্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্নিধ্য-বশতঃ তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধর্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম সূত্রঃখাদি-ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে পুরুষধর্ম চৈতন্যের অবভাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার

অবिवেকবশতঃ (উভয়ের পৃথক ধর্মতা জ্ঞানের অভাবে) আত্মার সূত্রঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা (পার্থক্যবোধের পর) মুক্তি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ,—এইরূপ সব পদার্থ যুক্তিপূর্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা মহর্ষি কপিল প্রণীত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে উপযোগী প্রত্যক্ষ, অহুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্ত এই তিনটির অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অহুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ কোন কোনও বস্তু-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন ‘পরিমাণাৎ’ প্রকৃতি জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবতী। যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যাভিচার দোষ ঐ অহুমানে ঘটে, তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-জাতিমত্ত্বই তাহার অর্থ। তাৎপর্য্য এই—কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যাভিচার নাই। প্রধানের জগৎ-কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপলব্ধ করিলেন যথা ‘সমম্বয়াৎ’—উপবাসাদি দ্বারা বুদ্ধাদিতত্ত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধাদিতত্ত্ব কার্য্য, ইহা অহুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম সূত্র, ত্বঃখ ও মোহ যখন মহাদি কার্য্যে অস্থিত, তখন অহুমান করা যাইতেছে—প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার ‘শক্তিতঃ’ অর্থাৎ কারণের শক্তিতে কার্য্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির শক্তি অহুসারে মহাদি কার্য্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কার্য্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার কারণ, এই ব্যাপ্তি দ্বারা প্রকৃতি অহুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে। এক্ষণে তাহাতে সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার মীমাংসার্থ পূর্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। প্রমাণ কি? তাহাতে উহার বলেন—জগৎ যখন সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে; যাহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়-বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই ঐ গুণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান-কারণ। এই অহুমান হইতে উহা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন দেখা যায়—ঘটাদি

কার্যের উপাদান তাহার সজাতীয় সৃষ্টিকা। আপত্তি হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তবে প্রকৃতি জড়, কিন্তু তাহার কার্য সক্রিয় কেন? তাহার উত্তর—যেমন বৃক্ষ কলিতেছে, জল চলিতেছে—এইরূপ জড় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব উপপন্ন। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান এবং কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। এইরূপ বাদ স্থির হইলে সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

মঙ্গলাচরণ-টীকা—ইদানীং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানসিদ্ধয়ে শাস্ত্রদেশিকস্বত্ব-রূপং মঙ্গলমাচরন্ পদার্থং সূচয়তি—কৃষ্ণেতি। কপিলবুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বর-মাহঃ। প্রধানেন জগদ্বতীতি কপিলঃ। পরমাণুভিরিতি বুদ্ধো জৈনশ্চ জ্ঞানমেব। শূন্যং জগদ্বিতী বুদ্ধৈকদেশিনঃ, জগৎকর্তা কোহপি নাস্তীত্যেবাং সর্বেষাং রাক্ষাস্তঃ। যে চ কণাদপতঞ্জলিপ্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্যস্তে তেহপি বস্তুতোহনীশ্বরা এব বেদোক্তেশ্বরবাদীকারাং। ইথঞ্চ কপিলাদিবাগ্-জালকণ্টকাপুুরিতে জগতি তন্ত্ৰ স্ককোমলাজ্যে রীশ্বরন্ত সঞ্চারং দুঃশক্যং বিলোক্য তদ্বিমুখং তদবিজ্ঞায়ৈত্যর্থঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সদযুক্তিরূপেণ খড়্গেন কপিলাদিবাক্কণ্টকান্ চিচ্ছেদ। তদেবং নিষ্কটকে ভক্তিবত্তয়া স্নিগ্ধে তত্র শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ সূত্রং বিক্রীড়তি সাংখ্যাদিমতানি বিনির্ধর্য তদভক্তিং প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—ও নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়ৈতি। এই দ্বিতীয়পাদে বাদি-পক্ষ নিরাসের জন্য ভাস্কর্য্যকার সূত্রকর্তা আচার্য্যের অভীষ্ট দেবতার স্বত্বরূপ মঙ্গলাচরণ পূর্বক এই দ্বিতীয় পাদের প্রতিপাত্ত বিষয় সূচনা করিতেছেন—‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ননামৌমীত্যাদি’ দ্বারা। কপিল-বুদ্ধ-জৈন ইহারা জগৎকে অনীশ্বর বলেন, তন্মধ্যে কপিলের মত—প্রকৃতি দ্বারা জগৎ হইয়া থাকে। বুদ্ধমতে পরমাণু দ্বারা, জৈন জগৎকে বিজ্ঞানস্বরূপ, কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় জগৎশূন্য, সূতরাং জগতের কর্তা কেহই নাই, ইহাই ইহাদের সকলের সিদ্ধান্ত। আর যে কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ বা ফলতঃ অনীশ্বরবাদী; কেন না তাঁহারা বেদবর্ণিত ঈশ্বর মানেন না। এইরূপে কপিলাদির বাগ্জালরূপ কণ্টকাকীর্ণ জগতে সেই স্ককোমল পদারবিন্দবিশিষ্ট শ্রীহরির সঞ্চরণ দুঃশক্য দেখিয়া অর্থাৎ লোককে ঈশ্বরের বিমুখ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সদযুক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা কপিলাদির বাক্যজালরূপ কণ্টক ছেদন করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তিবত্তার

প্রবাহে স্নিগ্ধ নিষ্কটক জগতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সূত্রে ক্রীড়া করিবেন। এই মনে করিয়া সাংখ্যাদিমত উন্মূলিত করতঃ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়াছেন—ইহাই মর্শ্বার্থ।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্বোত্তরয়োঃ পাদয়োর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি স্বপক্ষ ইত্যাদিনা। এতাবতা গ্রহেন মুমুকুণাং সমাগ্ জ্ঞানায় বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ং প্রতিপাত্ত তত্র পৰৈকরূপাবিতান্ দোষান্ নিবশ্ত স্বপক্ষো দৃঢ়ীকৃতঃ। ইদানীং তেবাং বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ-প্রবৃত্তয়ে পরপক্ষাক্ষেপকঃ পঞ্চচত্বারিংশৎসূত্রকোহষ্টাধিকরণকো দ্বিতীয়ঃ পাদোহয়মারভাত ইত্যর্থঃ। পূর্বত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরাব্রহ্মমো নিবর্তিতঃ। ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাধিকানাং স্মৃতীনাং যুক্ত্যা-ভাসময়তয়া প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ। সমন্বয়বিরোধনিরাসকেন স্বপক্ষ-স্থাপকেন প্রথমপাদেনাস্ত দ্বিতীয়পাদস্ত্রোপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতিঃ। স্বপক্ষস্থাপনেন বিনা পরপক্ষনিরাসাম্যোগাৎ সর্বৈরধিকরণৈঃ পরপক্ষাক্ষেপাং পাদসঙ্গতিঃ। পূর্বোত্তরাধিকরণয়োরাক্ষেপলক্ষণাবাস্তবসঙ্গতিশ্চ। সর্বধর্ম্মো-পপত্তেচেত্যত্র জগদুপাদানত্বেহপি তদোবাশ্পৃষ্টত্বং জগৎকর্তৃত্বেহপি খেদাদি-শূন্যত্বমিত্যদয়ো গুণা ব্রহ্মণীব প্রধানেনৈপ্যাপপত্তেরমিত্যাক্ষেপস্তাত্ত্রানিরাসাং। ফলং ত্রাপাদপূর্বেঃ। পরমতযুক্তিবিরোধাবিরোধাত্মাং সমন্বয়সিদ্ধিতংসিদ্ধী বিবেচ্যে। তত্রৈতি। তাবদাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিল-সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। সন্ধিহমানস্তৈবধিকরণবিষয়ত্বাং। সোহত্র প্রমাণমূলো লবমূলো বেতি সন্ধিহতে। তৎ প্রমাণমূলং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি সাংখ্যাচার্য্য ইত্যাদিনা। তানি চেতি। তানি সম্ভবজন্তমাংসি লাঘবপ্রকাশ-চলনোপষ্টন্তনগোরবাবরণধর্ম্মাণি চ ক্রমাদ্বোধ্যানীতি চশব্দাং। মূলে ইতি। মূলং প্রধানমূলমকারণং ভবতি। ন হি মূলস্ত মূলং দৃষ্টমন্তীতি। তেন প্রধানস্ত নিত্যত্বমুক্তম্। ন পরিচ্ছিন্নমিত্যাদিহ্ময়েন তু বিভূতঞ্চ। মূল-প্রকৃতিরিত্যেতদব্যাখ্যাতপ্রায়মেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রতিসর্গেহপি সজাতীয়পরিণামস্ত সত্ত্বাং তৎকার্য্যোণানুস্মীয়ত ইতি। যথাহ কপিলঃ—মূলাং পঞ্চতন্মাত্রস্ত বাহ্যভাস্তরাভ্যাং তৈরহঙ্কারস্ত তেনাস্তঃকরণস্ত, ততঃ প্রকৃতেরিত্তি। সজ্বাতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপার্বর্ত্ত্বাং পুরুষস্তেতি। বহা সংহতঃ শযাদি পরার্থঃ দৃষ্টমেবং সংহতং প্রধানং পরার্থং ভবেৎ।

পরন্তু পুরুষ এবাংহত ইতি সূত্রার্থঃ। প্রকৃত্যাদানীন্তবপূরিত। প্রকৃতৌ যৎ পুরুষত্বেদানীন্তং স তন্ত্র মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষানুমানশব্দরূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাধিকং তত্রৈব সর্বেষামুপমানাদীনামন্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাকরেষু দৃশ্যম্। যদ্বিতি। পরিমাণাদিত্যর্থঃ। মহাদানীনাং পারিমিত্যাং তৎকারণম্ পরিমিতং বোধ্যম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। সমন্বয়াদিত্যর্থঃ। স্বত্বদুঃখমোহানাং প্রধানধর্ম্মাণাং তৎকার্য্যেযু মহাদাদি-ষ্মিতত্বাং প্রধানমেব তৎকারণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি। অস্ত্যর্থঃ—কারণশক্ত্যা কার্য্যং প্রবর্ততে। মহাদাদয়ঃ প্রকৃত্যনুরূপেণ কার্য্যং জনয়ন্তি। অগ্ৰথা ক্ষীণাঃ সন্তঃ কার্য্যং ন জনয়েয়ুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে প্রবর্তন্তে তৎ তেষাং কারণম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। তদ্ব্রুতি। তথা জগন্নিমিত্তো-পাদনম্। ফলতীতি। ফলনে বৃক্ষস্ত কৰ্ত্তব্যং চলনে তু জলস্তেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদুভয়স্ব প্রধানম্বেতি প্রাপ্তে রচনেতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর পূর্ব ও উত্তরপাদ (প্রথম-দ্বিতীয়পাদ) এই দুইটির পরস্পর অর্থসঙ্গতি দেখাইতেছেন—স্বপক্ষে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ প্রথম পাদের বর্ণিত বিষয় দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি-দিগের ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত বেদান্তবাক্য সমুদায়ের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়া সেই সমন্বয়ে বিরুদ্ধবাদীরা যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছে, সেগুলি নিরাস করিয়া স্বমত দৃঢ় করিয়াছেন। এই পাদে সেই বেদান্তবাক্য সমুদায়ের নিঃসন্দেহে প্রবর্তনের জন্ত বাদী পক্ষের আক্ষেপক অর্থাৎ নিরাসক পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে ও আটটি অধিকরণে নিবদ্ধ এই দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ হইতেছে। পূর্বপাদে বেদান্তবাক্যগুলির প্রধানাদিতে তাৎপর্য্যের ভ্রম দূর করা হইয়াছে; এই পাদে ক্ষতিনিরপেক্ষ প্রধানাদি-সাধিকা স্বতিগুলির দৃষ্ট যুক্তিময় প্রতাপাদন করিয়া তাহার দ্বারা তাহাদের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে; এ-জন্ত পুনরুক্তি দোষ হইল না। প্রথম পাদে ব্রহ্ম-সমন্বয়ের বিরোধনিরাস ও স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত এই দ্বিতীয় পাদের উপজীব্যোপজীবকভাবরূপ সঙ্গতি। স্বপক্ষ-স্থাপন ব্যতিরেকে পরপক্ষ-নিরাস হয় না, এ-জন্ত এই পাদের সকল অধিকরণের দ্বারা পরপক্ষের আক্ষেপ (প্রতিবাদ) করা হইয়াছে। অতএব পাদসঙ্গতিও আছে। পূর্ব এবং উত্তর (পর) অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপস্বরূপ আবর্তন সঙ্গতিও আছে। যেহেতু

‘সর্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ’ এই সূত্রে ব্রহ্মের জগৎপাদান-কারণতা সত্ত্বেও দোষলেশের সম্পর্কভাব এবং জগৎসৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার ক্রেশাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই সকল গুণ যেমন ব্রহ্মে বর্তমান, সেইরূপ প্রকৃতিতেও সঙ্গত, এই আক্ষেপের তো নিরাস হয় নাই। এই আক্ষেপের ফল কি, তাহা এই পাদ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত কথিত হইবে। অতঃপর বাদিমতে প্রদর্শিত যুক্তির কোন কোন অংশে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি দ্বারা সমন্বয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি,—তাহাই বিচারণীয়। তত্র তাবৎসাংখ্যানামিত্যা-দি—তাবৎ—প্রথমে। এক্ষণে প্রকৃতির কারণতাবাদে পঞ্চাঙ্গ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে বিষয়—অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ এই কপিলসিদ্ধান্ত। যেহেতু যাহা সন্দেহবিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই বিষয় ধরিতে হয়। সেই বিষয়টি এখানে সন্দেহ করা হইতেছে, ইহা কি সপ্রমাণ, না ভ্রমমূলক? বাদীরা উহাকে প্রমাণমূলক বলেন; তাহাই বলিবার জন্ত তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্বানি’ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তানি চ ইত্যাদি—তানি তাহা। সন্ত, রজঃ ও তমঃ। তাহাদের ধর্ম্ম যথাক্রমে লঘুতা ও প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ অর্থাৎ স্বরূপতিরোধানপূর্বক অস্বরূপে আবদ্ধীকরণ—ইহা রজোগুণের কার্য্য; গৌরব ও আবরণ তমোগুণের ধর্ম্ম। এগুলিও জ্ঞাতব্য, ভাষ্যোক্ত ‘তানি চ’ এই ‘চ’ শব্দ দ্বারা। ‘মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্’ এই সূত্রার্থ যথা—মূল—প্রধান বা প্রকৃতি, অমূলং—কারণহীন হইতেছে, হেতু—মূলভাবাৎ—কারণের অভাবে। যেহেতু যে সকলের মূল, তাহার মূল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ফলে প্রধানের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। ‘ন পরিচ্ছিন্নং সর্বোপাদানম্’ ইত্যাদি দুইটি সূত্রদ্বারা প্রধানের বিভূত্বও বলা হইল। ‘মূল প্রকৃতিরবিকৃতিঃ’ ইত্যাদি দ্বৈতব্রহ্মের-কারিকা একপ্রকার ব্যাখ্যাতই আছে। ‘সা থলু প্রকৃতিরিত্যা-দি’—সা—নিত্যবিকারময়ী, যেহেতু প্রতি সৃষ্টিতেই সজাতীয় পরিণাম হইয়া থাকে। তৎকার্য্যেণাহুমীয়াত ইতি—তৎ—সেই প্রধান কার্য্যদ্বারা অহুমিত হয়, কপিল যে প্রকার বলিতেছেন—স্থূল পঞ্চমহাভূত হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের, আবার বাহ ও আভাস্তর ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা অহ্বারের, অহ্বাররূপ কার্য্য দ্বারা অন্তঃকরণের অর্থাৎ মহদাখ্যাবুদ্ধিতত্ত্বের, মহত্ত্ব নামক কার্য্য হইতে প্রকৃতির অহুমান হইয়া থাকে। সজ্ঞাতপরার্থস্বাদিত্যি, যাহা

সেই কপিল বলিয়াছেন—‘সংহতপদার্থভাং পুরুষত্ব’ এই সূত্র। ইহার তাৎপর্য—যেমন শয্যা-সমষ্টি পরপ্রয়োজনে লাগে দেখা যায়, এইরূপ প্রধান ও মহাদাদি সমষ্টি অপরের প্রয়োজনে লাগিবে, কিন্তু পুরুষই কেবল সংহত নহে। প্রকৃত্যাদাদীসত্ত্বপুত্রিতি—এই সূত্রের অর্থ যথা—প্রকৃতিতে যে পুরুষের ঐদাদীসত্ত্ব, তাহাই তাহার মুক্তি। দ্বিবিধমিত্যাদি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দস্বরূপ প্রমাণ তিন প্রকারই, অধিক নহে। অর্থাৎ যেহেতু ঐ তিনটি প্রমাণের মধ্যেই উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের অন্তর্ভাব, ইহা আকরগ্রন্থে অনুসন্ধান। যন্তু ইত্যাদি—‘পরিমাণাৎ’ এই সূত্রের অর্থ—মহাদাদি কার্যের পরিমাণ পরিমিত, অতএব তাহার কারণ পরিমাণ-হীন—বিভু, তাহা প্রকৃতিই। ‘সমন্বয়াৎ’ এই সূত্রের অর্থ—সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রধানের ধর্ম, তাহার প্রধানের কার্য মহাদাদিতে অত্যন্ত, এ-জন্য তাহাদের কারণ প্রধানই। তাহারই পরিচয় দিতেছেন—‘শক্তিভাং’ এই সূত্রে ইহার অর্থ—কারণের শক্তিদ্বারা কার্যের প্রবৃত্তি হয়, মহাদাদি প্রকৃতি অনুসারে কার্য জন্মায়, তাহা না হইলে অর্থাৎ শক্তিহীন হইলে কার্য জন্মাইবে না, অতএব যাহার শক্তিবশে কার্য জন্মিতেছে, সেই তাহাদের কারণ, ফলে উহা প্রধানই। তত্রিতি—সেই প্রকার জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণরূপ ফল সিদ্ধ হইতেছে। ফলজননে বৃক্ষের কণ্ডু, চলনে জলের কণ্ডু, অতএব উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ এই উভয় প্রধানেরই। এই পূর্বপক্ষীর কথায় ‘রচনা’ ইত্যাদি সমাধান-সূত্র।

রচনানুপপত্তেরিত্যাধিকরণম্,

সূত্রম্—রচনানুপপত্তেচ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—‘নানুমানং’—জগতের হেতুরূপে যে জড় প্রধানকে অনুমান করা যায়, তাহা সম্ভব নহে অর্থাৎ প্রধান জগতের উপাদানও নহে, নিমিত্তকারণও নহে, কারণ কি? উত্তর—‘রচনানুপপত্তেচ’ এই বিচিত্র জগৎ রচনা চেতন-পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত কোন জড় পদার্থ করিতে পারে না, ‘চ’ শব্দ দ্বারাও বলা হইতেছে যে, কার্যের মধ্যে কারণ প্রকৃতির অন্বেষণ নাই ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনুমীয়েত জগদ্বৈতত্বয়েত্যানুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ম জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ? রচনেতি। বিচিত্রজগৎরচনায়্যশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনানুপপত্তিঃ সমুচিতা। ন হি বাহ্য ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপ-তয়াস্থিতাঃ। সুখাদীনামান্তরহাং ঘটাদীনাম্ সুখাদিহেতুহাং তদ্রূপ-ত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘অনুমানং’—জগতের হেতুরূপে যে জড়প্রকৃতিকে অনুমান করিতেছে, সেই জড়প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণও নহে, আবার নিমিত্ত-কারণও নহে। কি হেতু? তাহা বলিতেছি—‘রচনানুপপত্তেচ’—অর্থাৎ বিচিত্র জগৎসৃষ্টি কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অনধিষ্ঠিত জড় প্রধান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার নিদর্শন—চেতন শিল্পীর পরিচালনা ব্যতীত ইষ্টক প্রভৃতি প্রাসাদের উপকরণ দ্বারা প্রাসাদাদি নির্মাণ সম্ভব হয় না। আর একটি হেতু আছে, কারণের অনুবৃত্তি কার্যে হয়, ইহা যে বলিয়াছে তাহারও অনুপপত্তি, তাহাও অনুপপন্ন, ইহা সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দ দ্বারা প্রদর্শিত হইল। তাহার উদাহরণ—বাহ্য ঘটাদি বস্তু কখনও সুখাদিস্বরূপেরদ্বারা অস্থিত নহে, কারণ—সুখ-দুঃখ-মোহ—অন্তঃকরণের ধর্ম। কারণ—ঘট প্রভৃতির সুখাদির কারণ বলিয়া যে সুখাদিরূপত্ব বলিতেছে, তাহাও প্রতীতি সিদ্ধ নহে ॥ ১ ॥

সূক্তা টীকা—রচনেতি। বিচিত্রেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদয়ো বিচিত্রশিল্পবিষয়কেণ জ্ঞানেন রচ্যমানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। তদ্রূপত্বেন। সুখাদি-রূপত্বানবগম্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্য—বিচিত্রজগৎরচনায়্যামিত্যাদি। লৌকিক ব্যাপারে দেখা যায়, বিচিত্র শিল্পবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা বিচিত্র রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি বিরচিত হইতেছে। ‘তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ’ ইতি অর্থাৎ সুখাদিস্বরূপত্ব যেহেতু অবগত হয় না একারণে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান পাদেও সর্ব প্রথমে ভাষ্যকার সূত্রকর্তার স্তুতি-রূপ মঙ্গলাচরণ পূর্বক গ্রন্থের সূচনা করিতেছেন। পূর্ব পাদে বিভিন্ন মতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষ সমূহ নিরাস করতঃ বর্তমান পাদে সেই

সকল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন পূর্বক স্বপক্ষ দৃঢ় করিতেছেন; যাহাতে লোক সমূহ প্রকৃত বৈদিক পথ পরিত্যাগ পূর্বক ঐ সকল নিরীশ্বর-বাদিগণের কুমত আশ্রয় পূর্বক অনর্থ-মাগরে নিপতিত না হয়। কপিল, বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্পষ্টতঃই জগৎকে অনীশ্বর বলিয়াছেন, আর কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীত হইলেও বৈদিকসিদ্ধান্তানুযায়ী ঈশ্বর স্বীকার না করায় উহারাও নিরীশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। পরম করুণাময় শ্রীব্যাসদেব জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে ঐ সকল কুমত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এই সদ্যুক্তি-পূর্ব বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে বর্তমান পাদে তিনি সাংখ্যাচার্য্য নিরীশ্বর কপিলের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভাস্কর্য্য আচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকার অবতরণিকায় সাংখ্যমত উল্লেখ পূর্বক তাহার খণ্ডন দেখাইয়াছেন, বর্ণিত বিষয়গুলি অল্পবাদেও প্রকাশ করা হইয়াছে। উহা তথায় দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার ‘পরিমাণাৎ’, ‘সমন্বয়াৎ’ এবং ‘শক্তিতঃ’ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা প্রধানকেই যে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিরাস হইলে তদ্বারাই তাহাদের সর্বমত খণ্ডিত হইবে। এক্ষণে প্রধান জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারে কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে তাঁহারা বলেন,—প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যুক্তিস্বরূপে বলেন—জগতের সাত্ত্বিকাদি রূপ এবং প্রধানেরও সত্ত্বাদিরূপ, সুতরাং জগতের উপাদান প্রধান, ইহা অনুমান করা যায়। যেমন ঘটাদিকার্য্যের উপাদানরূপে তৎসজাতীয় মৃত্তিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—প্রকৃতি জড়, সুতরাং তাহার কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলেন,—যেমন বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে, সুতরাং প্রকৃতি জড় হইলেও জগতের কর্তা বা নিমিত্তকারণ হইতে পারে। কপিলের এইরূপ মত স্থিরীকৃত হইলে তাহা লোকের নিকট আপাততঃ যুক্তিপূর্ণ দেখাইলেও উহা যে ভ্রমাত্মক, তাহাই প্রদর্শনের নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন—জগতের হেতুরূপে প্রধানকে অনুমান করা অসম্ভব; কারণ বিচিত্র জগতের রচনার পক্ষে কোন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল জড়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, কোন গৃহাদি নির্মাণ-ব্যাপারে কেবল ইষ্টকাদি দ্বারা তাহা সম্ভব হয়

না, কোন চেতন শিল্পীর কর্তৃত্ব প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রূপ চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্রকৃতিবাদী আর একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কারণের অল্পবৃদ্ধি কার্য্যে হইয়া থাকে, তাহারও অল্পপপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ বাহ্য ঘটাদি স্থখ-দুঃখাদির দ্বারা অধিত নহে; যেহেতু স্থখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, উহা বাহিরের বস্তুতে কখনও থাকে না। অতএব ঘটাদির স্থখাদির হেতু হইতে স্থখাদিরূপতার প্রতীতিও সম্ভব নহে।

এমতাবস্থায় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ উপাদান কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা ব্যতিরেকে জড়া প্রকৃতি এই বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টির একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অশ্রাক্ষীভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়।

তয়া সংস্থাপয়তোতদ্ভূয়ঃ প্রত্যাপিধাস্মতি ॥” (ভাঃ ৩।৭।৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ত্রিগুণময়ী নিজমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারাই পালন করেন ও নিজেতে লীন করিবেন।

আরও পাওয়া যায়,—

“স এষ প্রকৃতিং সৃষ্ট্বাং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ।

যদৃচ্ছ্যৈবোপগতামভ্যপত্তত লীলয়া ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৪)

এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকও আলোচ্য :—

“দৈবাং ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বশ্রাং যোনৌ পরঃ পূমান্।

আদন্ত বীৰ্যাং সাহসৃত মহত্ত্বং হিরণ্যম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।১২)

“প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরশ্চ তাঃ।

পারতন্ত্র্যাদৈবাদৃশাদ্রয়োচ্চেষ্টৈব চেষ্টতাং ॥” (ভাঃ ১০।৮৫।৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্রয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥” (গীঃ ৯।১০)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ...ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ” (৪।২-১০)।
ঐতরেয়োপনিষদেও পাওয়া যায়, “স ঈক্ষত লোকান্ হু সৃজা” (১।১।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমুখি হইয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে, ‘নিমিত্ত’ ‘উপাদান’ লইয়া ॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের ‘নিমিত্ত’-কারণ
অদ্বৈতরূপে ‘উপাদান’ হন নারায়ণ ॥
‘নিমিত্তাংশে’ করে তেহো মায়াতে ঈক্ষণ।
‘উপাদান’ অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাও সৃজন ॥
যতপি সাংখ্য মানে ‘প্রধান’-কারণ।
জড় হইতে কতু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি’ প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত’ নির্মাণে ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৬।১৫-১২)

আরও পাই,—

“জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে রূপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল—জগৎ কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫২-৬১) ॥ ১ ॥

জড়ের কর্তৃত্ববাদ খণ্ডন—

সূত্রম্—প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—জড় পদার্থ চৈতন পদার্থ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে তবে তাহার
চেষ্টা সম্ভব হয়, অতএব জড় প্রধান জগৎসৃষ্টিকর্তা হইতে পারে না ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জড়স্থ চৈতন্যধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ
যস্মিন্ধিষ্ঠিতারি সতি জড়ং প্রবর্ততে তস্মৈব সা প্রবৃত্তিরিতি
নিশ্চিতং রথসূতাদৌ। ইথঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি
চৈতন্যধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চাস্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্মৃষ্টীভাবি।
চোহবধারণে। অহং করোমীতি চৈতন্যস্থৈব প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ জড়স্য
কর্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাভ্রাণ মিথো ধর্ম্মা-
ধ্যাসাৎ জগজ্জচনোপপত্তিরিতি চেতুচ্যতে—অধ্যাসহেতুঃ সন্নিধিঃ, কিং
তয়োঃ সম্ভাবঃ? কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্ধিকার ইতি?
নাভ্যঃ, মূলানাং প্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অন্ত্যোহপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো
বিকারঃ, অধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্ত তস্মাদধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; ন চ
পুরুষগতঃ, অস্বীকারাৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে ‘জড়স্থ চৈতন্যধিষ্ঠিতত্বে সতি’ এই বাক্যাংশটুকু
অধ্যাহার করিতে হইবে। অতএব সমুদায়ার্থ হইতেছে, জড় বস্তু চৈতন
কর্তৃক চালিত হইলেই তাহার চেষ্টা হয়, অতএব যে অধিষ্ঠাতা থাকিলে জড়
কার্য্য করে, সে চেষ্টা সেই অধিষ্ঠাতার, ইহাই নিশ্চিত, যেমন রথের গমনাদি
চেষ্টা স্বতঃ নহে কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে
‘বৃক্ষঃ ফলতি, জলং চলতি’ ইত্যাদি স্থলে জড়ের কর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইল। এই
প্রধানের কর্তৃত্ব বিষয়েও তাহার চৈতন্যধিষ্ঠিতত্ব আছে, (অতএব প্রধান
জগৎকর্তা নহে) তাহাও অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়।
এসব কথা পরে পরিষ্কার হইবে। সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ অবধারণ,
অর্থাৎ প্রবৃত্তিবশতঃই প্রধান জগৎকর্তা নহে। অথবা এই সূত্রের অর্থ
ব্যাখ্যাও করা যায়। যথা—আমি করিতেছি ইহা বলিলে যেহেতু কোন চৈতন
পদার্থের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জড়ের কর্তৃত্ব নহে। যদি বল, প্রকৃতি ও
পুরুষের পরস্পর যে সন্নিধিমাভ্র দ্বারা পরস্পর ধর্ম্মের অধ্যাস হয় এবং সেই
অধ্যাসবশে জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে অন্তঃপত্তি কি? ইহার উত্তরে
বলিতেছি—তুমি যে সন্নিধিকে অধ্যাসের (অতদবশ্বতে তদবশ্ব আরোপের)
কারণ বলিতেছ, সেই সন্নিধি কাহাকে বলে? প্রকৃতি ও পুরুষের

সত্তা? অথবা প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ কোনও বিকার (অবস্থাস্তর)? ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সত্তাবকে অধ্যাসের হেতু বলিতে পার না; যেহেতু তাহা হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও সেই অধ্যাস হইয়া পড়ে, আবার শেষ পক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ বিকারকেও সন্নিধি বলা যায় না; কারণ—প্রকৃতিগত বিকারকে অধ্যাসের কারণ বলিলে যাহা (দেহাদি প্রকৃতি বিকার) অধ্যাসের কার্যরূপে স্বীকৃত, তাহা সেই অধ্যাসের কারণ কিরূপে হইবে? আবার পুরুষগত বিকারও বলা যায় না, যেহেতু পুরুষ নির্বিকার বলিয়াই ঐক্য আছে, বিকার তাঁহার স্বীকৃতই নহে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রবৃত্তিরিতি। ইথঙ্কেতি জড়স্ত কৰ্ত্ত্বং ক্ষতমিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যাস্তরমাহ অহমিত্যাদিনা। আশঙ্কতে নস্থিতি। তন্ত্ৰেতি প্রকৃতিগত-বিকারস্তেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—ইথঙ্কেত্যাदि—এইরূপে জড় প্রধানের জগৎ কৰ্ত্ত্ব-বাদ খণ্ডিত হইল। ‘প্রবৃত্তেশ্চ’ এই সূত্রের অন্ত ব্যাখ্যা বলিতেছেন—‘অহং করোমীত্যাदि’ বাক্যদ্বারা। নহু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন—অধ্যাসকার্য্যভিন্নতস্ত তন্ত্ৰেতি—তস্ত—অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাসে কারণস্থ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকথা—ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সূত্রকার বর্তমান সূত্রে ইহাই নির্ধারণ করিতেছেন যে, চেতন কৰ্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জড় বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চেতনকে আশ্রয় করিলেই জড়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়। স্ততরাং যাহা কৰ্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত হইয়া জড় কার্য্য করিতে পারে, সে কার্য্য বা চেষ্টা অধিষ্ঠা-তারই। যেমন রথচালক রথে অধিষ্ঠান করিলেই রথের গমনাদি চেষ্টা সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা পূৰ্ব্বপক্ষবাদীর পূৰ্ব্বোক্ত ‘জলের চলন,’ ‘বৃক্ষের ফলন’ ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত জড়ের কৰ্ত্ত্ব-বাদ নিরস্ত হইল। এ-স্থলেও সেইরূপ জড়প্রকৃতির কৰ্ত্ত্ব-বিষয়ে চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণেও প্রমাণ আছে। ব্যাখ্যাস্তরেও বলা যায়, আমি করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। পূৰ্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সন্নিধিবশতঃ পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসহেতু

জগৎ রচনা হইয়া থাকে। এইরূপ অধ্যাসবাদ স্বীকার করিলে প্রথমতঃ মুক্তপুরুষেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিবিকার স্বীকার করিলেও এই দোষ হয় যে, যাহাকে অধ্যাসের কার্য্যরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কারণরূপে স্বীকার করা যায় না। পুরুষগত বিকার তো আদৌ সম্ভব নহে, কারণ পুরুষ নির্বিকার—ইহা ঐক্যেতে স্বীকৃত। স্ততরাং এই অধ্যাসবাদও অসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“এতান্ধসংহত্য যদা মহাদাদীনি সপ্ত বৈ।

কালকর্ষগুণোপেতো জগদাদিরূপাশিশং ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৫০)

অর্থাৎ এই সকল মহত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর অমিলিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যোপপত্তি অসম্ভব ঘটিলে জগতের আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ কাল, কর্ষ ও গুণযুক্ত হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারপর সেই ভগবৎপ্রবেশহেতু ঐ সকল তত্ত্ব ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“মায়া, যৈছে দুই অংশ—‘নিমিত্ত’, উপাদান।

‘মায়া’—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—প্রধান ॥

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমুর্তি হইয়া।

বিশ্বসৃষ্টি করে ‘নিমিত্ত’ উপাদান লইয়া ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৬।১৪-১৫) ॥ ২ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—নহু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে—যথা চান্থ বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরান্নাদিবিচিত্র-রসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ষবৈচিত্র্যাং তনুভূবনাদিরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—যেমন দুগ্ধ নিজেই দধিরূপে পরিণত হয়, কিংবা যেমন মেঘমুক্ত জল একই রসসম্পন্ন হইয়াও

আম, তাল প্রভৃতিতে পতিত হইয়া মধুর, অন্ন প্রভৃতি বিচিত্র রসে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের বিচিত্র কৰ্ম্মানুসারে জীবশরীর ও ভুবনরূপে পরিণত হয়, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাত্মা—টীকা—নথিতি । স্পষ্টম্ ।

অবতরণিকা—ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্পষ্ট ।

সূত্রম্—পয়োহম্বুবচ্ছেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—‘চেৎ’—যদি বল ‘পয়োহম্বুবৎ’—দুধ ও জলের পরিণাম সদৃশ প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম, তাহাতে উত্তর—‘তত্রাপি’ তথায়ও চেতনের অধিষ্ঠানে ঐ দুধ ও মেঘোদকের বিচিত্র কার্য্যকারিতা, স্বতঃ নহে ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তয়োঃ পয়োহম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ । তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্য্যামিত্রাক্ষণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই দুধ ও মেঘোদকও চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বিচিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বভাব হইতে নহে । রথ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে চেতনা-ধিষ্ঠিতত্ব অহুমিত হইয়া থাকে । শুধু ইহাই নহে, অন্তর্য্যামী ত্রাক্ষণাত্মক শ্রুতি হইতেও ঐ দুধ ও মেঘোদকের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পয় ইতি । পয়ো দুগ্ধম্ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিরূপে পরিণত হয়, মেঘমুক্ত জল যেমন একরস হইয়াও তাল, আম্র, প্রভৃতি বৃক্ষে পতিত হইয়া মধুর ও অন্নাদি বিচিত্র রসে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষের কৰ্ম্ম-বৈচিত্র্য হইতে বিভিন্ন শরীর ও গৃহাদিরূপে পরিণত হয় ; তদ্বৎ সূত্রকার বলিতেছেন—সেখানেও চেতনের অধিষ্ঠানহেতুই ঐ দুগ্ধ ও মেঘনিঃসৃত জলের কার্য্যপ্রবৃত্তি, স্বতঃ অর্থাৎ স্বভাব হইতে নহে ।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“কালবৃত্ত্যাম্মায়ায়াং গুণময়ামধোক্ষজঃ ।

পুরুষণাত্মভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্ ॥

ততোহভবন্নহত্তত্তমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ ।

বিজ্ঞানাত্মাদেহং বিশ্বং ব্যঞ্জন্তমোহুদঃ ॥”

(ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“মায়াং যে দুই বৃত্তি—‘মায়া’ আর প্রধান ।

‘মায়া’ নিমিত্তহেতু বিশ্বের, ‘প্রকৃতি’ উপাদান ॥

সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান ।

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীৰ্য্যের আধান ॥

স্বাক্ষ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন ।

জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য)

“তবে মহত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ।

যাহা হইতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য) ॥ ৩ ॥

সূত্রম্—ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—কেবল প্রধানের অর্থাৎ চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রকৃতির ‘ব্যতিরেকানবস্থিতে: চ অনপেক্ষত্বাৎ’ স্বভিন্ন অত্র কারণের স্থিতির পূর্বে অনবস্থিতিহেতু নিরপেক্ষ হওয়াতেও ঐ কথা বলিতে পার না ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপ্যর্থো চকারঃ । সৃষ্টে: প্রাক্ প্রধান-ব্যতিরেকেণ হেতুস্তানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্তৃত্বম্ । প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্তকস্তন্বিবর্তকো বা হেতু-রাদিসর্গাৎ পূর্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তস্যাপি পুন-রূপেক্ষণাৎ । চৈতন্যসন্নিধৌ হেতুস্তান্বাদীকারাদিতি যাবৎ । তথা চ কেবলজড়কর্তৃত্ববাদভঙ্গঃ । কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেতুত্বাবাৎ সন্নিধিসম্বাদ

প্রলয়েইপি কার্যোদয়প্রসঙ্গঃ । ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধোভাবাৎ কার্য্যোভাবঃ
তদ্বোধোপশ্যাপি তদৈবাপাশ্রয়মানত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ভাব্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ ‘অপি’ অর্থাৎ সমুচ্চয়; এই কারণেও কেবল প্রকৃতিকে কারণ বলিতে পার না। সৃষ্টির পূর্বে প্রধান ভিন্ন অল্প কোনও সৃষ্টির কারণ থাকে না—ইহা উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল প্রধানের (চেতনানির্ধৃত প্রকৃতির) নিজ পরিণাম-কর্তৃত্ব নাই। কথাটি এই—তোমরা যে মানিয়াছ প্রধান ভিন্ন অল্প কেহ তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তির কারণ বা নিবৃত্তির কারণ প্রথম সৃষ্টির পূর্বে থাকে না, তাহাও তো তোমাদের কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, যেহেতু চৈতন্য-সম্পর্করূপ অল্প হেতু থাকে—ইহা স্বীকার করিয়াছ; তাহা যদি হইল, তবে চেতনানির্ধৃত কেবল জড় প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হইল। আর একটি দোষ—প্রকৃতি-ভিন্ন অল্প হেতুর অভাবে অথচ তখন চৈতন্যসম্পর্ক থাকায় প্রলয়কালেও সৃষ্টিকার্য্যের আরম্ভ হয় না কেন? তাহাও হউক। যদি বল, তখন জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন নাই, এইজন্য সৃষ্টি হয় না। তাহাতে বলিব, কেন অদৃষ্টের উদ্বোধনও হউক, ইহাও আপত্তির বিষয় ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জড়কর্তৃত্বং মত্বা তৎ পুনস্ত্যজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি । উপেক্ষণাৎ পরিত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—জড়কর্তৃত্ববাদ মনে করিয়া তাহার আবার নিরাস করা হইতেছে, ইহাই ব্যতিরেকেত্যাди সূত্র দ্বারা বলিতেছেন। তস্ত্যাপি পুনরুপেক্ষণাৎ—যেহেতু সে মতেরও আবার উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকারের জড়কর্তৃত্ববাদ প্রথমে স্বীকার করিয়া পুনরায় তাহা খণ্ডন করিতেছেন। কারণ সৃষ্টির পূর্বে প্রধান ব্যতীত সৃষ্টির অল্প কোন কারণ-সত্তার অপেক্ষা না করায় কেবল প্রধানের নিজ পরিণামকর্তৃত্ব নাই। যেহেতু আদি সৃষ্টির পূর্বে প্রধান ব্যতীত সেই প্রধানের প্রবর্তক বা নিবর্তক কোন কারণের বিद्यমানতা নাই স্বীকার করিয়াও তোমরা পুনরায় চৈতন্যসম্পর্করূপ অল্প হেতু স্বীকার করিয়াছ, সে-কারণ জড়কর্তৃত্ববাদ তো ভঙ্গ হয়ই, অধিকন্তু সৃষ্টির অল্প হেতুরও অভাব, অথচ চৈতন্য-

সম্পর্কের নিয়ত বিद्यমানতা স্বীকার করায় প্রলয়কালেও সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যদি সাংখ্যবাদী বলেন যে, জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন না হওয়ায় সৃষ্টিকার্য্য হয় না, তদন্তরে বলা যায়, তখনও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন আপত্তমান অর্থাৎ হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অস্ত্রাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-

মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহঃ ।

সোহয়ং ত্রিনাভিরথিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ

কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্বম্ ॥” (ভাঃ ১।১।৬।১৫)

অর্থাৎ হে প্রভো! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্বেরও নিয়ামক কাল বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক মহাবেগশালী কালস্বরূপ; সুতরাং আপনি পুরুষোত্তম।

আরও পাই,—

“কালং কর্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়ায়া স্বয়া ।

আত্মানু যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূয়ুর্নৃপাদদে ॥

কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।

কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভুৎ ॥” (ভাঃ ২।৫।২১-২২)

অর্থাৎ সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত আপনাতে অনুসৃত্যভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল ও স্বভাবকে সৃষ্টির জন্ত গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবৎকর্তৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে সেই কাল হইতে গুণের ক্ষোভ হইল। ঈশ্বরাস্রিত স্বভাব হইতে পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তর হইল, জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে মহত্বের উৎপত্তি হইল ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাতাভ্যাম্—নহু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেতুস্বরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাकारेण परिणमते तथा प्रधानमपि महदात्माकारेणेति চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—যদি বল গবাদিপশুভক্ষিত লতা, তৃণ, পল্লব—ইহারা যেমন অল্প হেতু ব্যতিরেকে স্বভাব হইতেই দুষ্কারূপে পরিণত হইতেছে, সেইরূপ প্রকৃতিও মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপে পরিণত হইবে, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নস্থিতি। তৃণাদিকং ধেয়া ভক্ষিতং বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু লতাতৃণপল্লবাদীতি—লতা, তৃণ, পল্লবাদি ধেয়কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুষ্কারূপে পরিণত হয়।

সূত্রম্—অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—দুষ্কাদি দৃষ্টান্তও সমীচীন নহে, যেহেতু ‘অন্যত্রাভাবাৎ চ’ বলীবদ্দাদি পশু তৃণ পল্লবাদি ভক্ষণ করিলে দুষ্কাকারে পরিণত হয় না, অতএব তৃণাদি দৃষ্টান্ত অব্যভিচারী নহে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবধূতো চ-শব্দঃ। নৈতচ্চতুরশ্রম্। কুতঃ? অন্ত্রাভাবাৎ। বলীবদ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণা-মাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরায়না পরিণমতে তর্হি চত্বরাদিপতিতেহপি তথা স্ত্রান চৈবমস্ত্যাতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসম্বল্ল এব তথ্যেতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দ অবধারণার্থে। ইহা চতুরশ্রম অর্থাৎ সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইল না, এ-মত মন্দই হইতেছে। যেহেতু লতা-তৃণপল্লবাদি ভক্ষিত হইলেই যদি দুষ্কাকারে পরিণত হয়, তবে বলীবর্দ প্রভৃতি পুংজাতীয় পশু কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুষ্কে পরিণত হয় না কেন? যখন তাহা হয় না, তখন বুঝাইতেছে যে, ইহার কারণ ঈশ্বরসম্বল্ল। যদি বল, স্বভাব হইতে তৃণাদি দুষ্কে পরিণত হয়, তাহা হইলে চত্বরাদিতে পতিত তৃণাদি হইতেও দুষ্ক হউক, কিন্তু তাহাতো হয় না। অতএব কেবল স্বভাব কারণ নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রীজাতি কর্তৃক ভক্ষিত অনাদির সম্পর্ক হইলে পরমেশ্বরের সম্বল্লই ঐ পরিণামের কারণ বলিতে হইবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যত্রাভাবাচ্চ। নৈতৎ চতুরশ্রমকুৎসং মন্দমিত্যর্থঃ। তথা ক্ষীরাকারপরিণামঃ। কিস্তিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেয়াদিরূপে তৃণাদীনাম্

ভক্ষ্যভক্ষকভাবং সম্বন্ধং বিধায় তানি ক্ষীরতয়া পরিণমস্ত্যামিতি য ঈশসম্বল্লঃ স তত্র হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—অন্যত্রাভাবাচ্চৈতি নৈতৎ চতুরশ্রম—অর্থাৎ ইহা সর্বাঙ্গ সুন্দর হইল না, অসম্পূর্ণই হইল, অর্থাৎ মন্দ কথাই হইল। তথা স্ত্রান চৈবমস্ত্যীতি—তথা—ক্ষীরাকারে পরিণাম। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাদিতি—ব্যক্তিবিশেষে অর্থাৎ ধেয় প্রভৃতি স্ত্রীজাতিতে ঐ তৃণাদির সম্বন্ধ অর্থাৎ ভক্ষ্যভক্ষকসম্বন্ধ বিধান করিয়া ঈশ্বর ‘ঐ তৃণাদি দুষ্কারূপে পরিণত হউক’, এইরূপ যে সম্বল্ল করেন, সেই সম্বল্লই ঐ পরিণামের হেতু ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত তৃণপল্লবাদি স্বভাবতঃ যেমন দুষ্কাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃ মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ ইহার অন্ত্র অভাব আছে অর্থাৎ বুকের তৃণভক্ষণে সেই তৃণ দুষ্কাকারে পরিণত হয় না। আবার তৃণাদি স্বভাবতঃই দুষ্কাকারে পরিণত হয়, এ-কথাও বলা চলে না, কারণ তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রাঙ্গণে পতিত তৃণাদিও দুষ্কাকারে পরিণত হইত। কাজেই কেবলমাত্র স্বভাবই ইহার হেতু বলা যায় না। কারণ গাভী তৃণাদি ভক্ষণ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহাই দুষ্কারূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্যে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“অমেক আত্মঃ পুরুষঃ সৃগুশক্তি-

স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিগতে।

মহানহং খং মরুদগ্নিবান্ধরাঃ

স্বর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥” (ভাঃ ৪।২।৪।৬৩)

ব্রহ্মার বাক্যও পাই,—

“ঈশাভিসৃষ্টং হবরুদ্রাহেহঙ্গ

দুঃখং সুখং বা গুণকর্ম্মসঙ্গাৎ।

আস্থায় তৎ তদ্বদযুগুং নাত্-

চক্ষুস্তাত্কা ইব নীয়মানাঃ ॥” (ভাঃ ৫।১।১৫) ॥৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রধানস্ত জাভ্যাং স্বতঃপ্রবৃতির্ন সমস্তী-
ত্যাপাদিতম্ । অথ হনুখোল্লাসায় তাক্কেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চি-
ত্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রধানের জড়তানিবন্ধন নিজ হইতে জগৎ-
সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবৃতি সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর হে
সাংখ্যবাদিন্! যদি তোমার মন্ত্যেষের জন্ত আমরা সেই স্বতঃপ্রবৃতি
স্বীকারও করি, তাহা হইলেও তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; এই
কথা বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রধানশ্রেতি । তাং স্বতঃ প্রবৃতিম্ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রধানশ্রেতি তাক্কেদভ্যুপগচ্ছামঃ—
তাম্—প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃতি ।

সূত্রম্—অভ্যুপগমেহ প্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—‘অভ্যুপগমেহপি’ সাংখ্যের অভ্যুপগত বিষয়গুলিতে প্রকৃতির
প্রবৃতি স্বাভাবিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ কপিল মনে করেন, পুরুষের
ভোগ ও মুক্তির জন্ত প্রকৃতির প্রবৃতি, কিরূপ? ‘পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া
পরে আমার দোষ বুঝিয়া আমাতে ঐদাসীশ্বররূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।’ এইরূপ
পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্ত প্রকৃতির প্রবৃতি। কিন্তু এইমতও যুক্তিযুক্ত
নহে, কারণ—‘অর্থাভাবাৎ’ ইহা স্বীকার করিলেও কোন ফল নাই ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চতুর্ষু নেত্যনুবর্ততে । “পুরুষো মাং ভুক্ত্বা
মন্দোষানমুভূয় মর্দোদাসীশ্বররূপং মোক্ষং প্রাপ্যতি” ইতি তদভোগা-
পবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃতিং মন্যতে । প্রধানপ্রবৃতিঃ পরার্থা স্বতো-
হপ্যভোক্তৃহাহুষ্কুম্ভবহনবদিতি । অকর্তৃপি পুরুষো ভোক্তেতি
চ মন্যতে । “অকর্তৃরপি ফলোপভোগোহন্মাদবৎ” ইতি । সৈষা
প্রবৃতির্ন যুক্তা মন্তম্ । কৃতঃ? তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ । পুরুষস্ত
প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীশ্বররূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ
ফলম্ । তত্র ভোগস্তাবয় সম্ভবতি । প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্ত

নির্বিকারস্যাকর্তৃঃ পুরুষস্য তদর্শনরূপবিকারায়োগাৎ । ন চাপবর্গঃ ।
প্রাগপি প্রবৃত্তেষ্টস্য সিদ্ধেণ তদৈবার্থ্যাৎ সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুর্হে
তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চারিটি শব্দে ‘ন’ এই পদটির অর্থবৃতি আছে। কপিল
প্রকৃতির এইরূপ অভিপ্রায় মনে করেন যে, পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া
পরে আমার দোষ অনুভব করিবে এবং আমার উপর বৈরাগ্যরূপ
ঐদাসীশ্বররূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে; এইরূপ প্রকৃতির ভোগ ও মুক্তিনামক
প্রকৃতির কার্য্য হয়। এ-বিষয়ে সাংখ্যসূত্র যথা ‘প্রধানপ্রবৃতিঃ পরার্থা...
স্বতোহপ্যভোক্তৃহাহুষ্কুম্ভবহনবদিতি।’ প্রকৃতির কার্য্য পুরুষের জন্ত, কারণ
উষ্ট্রের কুম্ভবহন যেমন অপরের জন্ত, সেইরূপ প্রকৃতির স্বগত ভোগ নাই।
কপিল আরও বলেন—পুরুষ কর্তা না হইলেও ভোগকর্তা। এ-বিষয়ে
দৃষ্টান্ত-সূত্র যথা,—‘অকর্তৃরপি ফলোপভোগোহন্মাদবৎ’ যেহেতু পুরুষের প্রকৃতি
দর্শনরূপ ‘ভোগোহন্মাদবৎ’—ইহার অর্থ পাচক যেমন অন্নপাক করিয়াও ভোক্তা
নহে, কিন্তু অপাচক রাজার ভোক্তৃ, সেইরূপ কর্তা প্রধানের ভোক্তৃ নহে
কিন্তু অকর্তা পুরুষের হয়। প্রকৃতির এই প্রবৃতিও মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে,
যেহেতু তাহা স্বীকারেও কোন ফল নাই; পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও
প্রকৃতিতে ঐদাসীশ্বররূপ মুক্তিই প্রকৃতির প্রবৃতির ফল। তাহার মধ্যে ভোগ
পুরুষের হইতেই পারে না; কেননা প্রকৃতির প্রবৃতির পূর্বে চৈতন্যমাত্ররূপে
অবস্থিত, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় পুরুষের প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার হয়ই না।
আবার মুক্তিফলও মানা যায় না, প্রবৃতির পূর্বেও সেই মুক্তি সিদ্ধ, অতএব
প্রকৃতিদর্শন ব্যর্থ। কেবল পুরুষের সন্নিধিমাত্র যদি ভোগের কারণ বলা
হয়, তবে মুক্ত-পুরুষদিগেরও প্রকৃতি-পুরুষ-সন্নিধি থাকায় ভোগ হউক,
যেহেতু প্রকৃতি-পুরুষসংযোগ নিত্য ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভ্যুপগমেহপীতি । পুরুষ ইতি । পুরুষো মামিত্যাদিকং
প্রধানানুসন্ধিবাক্যং মন্যতে কপিলঃ । প্রধানেনিতি কপিলসূত্রমিত্যর্থঃ । উষ্ট্রো
যথা পরার্থং কুম্ভমং বহতি ন তু স্বার্থং তথা প্রধানমপি পুরুষভোগাত্ত্বং
জগৎ সৃজতি তস্ত ভোক্তৃত্বাভাবাদিতি । নষকর্তা চেৎ পুরুষস্তর্হি তস্ত
ভোক্তৃত্বং কথমিতি চেৎ তত্রাহ অকর্তৃরপীতি কপিলসূত্রমিদম্ । অন্ত্যর্থঃ—
পাচকস্ত হৃদস্ত ন ভোক্তৃত্বং কিন্তুপাচকস্তাপি রাজস্তৎ । এবং কর্তৃঃ প্রধানস্ত

ন ভোক্তৃং কিন্তু অকর্তৃরপি পুরুষস্ত তদিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্তে: পূৰ্বমপবৰ্গস্ত সিদ্ধতেন তস্তা বৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। তদাপত্তির্ভোগপ্রসঙ্গঃ। তস্ত সন্নিধিমাাত্রস্ত ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—‘অভ্যুপগমেহপীতি’ সূত্র—পুরুষো মাং ভুক্তা ইতি—‘পুরুষো মাং’ ইত্যাদি বাক্য প্রধানের অল্পসন্ধানবোধক, মন্ততে মহর্ষিঃ—মহর্ষি কপিল মনে করেন। ‘প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা...বহনবদিতি’—এইটি কপিলের সাংখ্যসূত্র, ইহার অর্থ—উট যেমন পরের জন্ত কুসুম বহন করে, নিজের ভোগের জন্ত নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্ত জগৎ সৃষ্টি করে, নিজের জন্ত নহে, যেহেতু প্রকৃতির ভোক্তৃ নাই। প্রশ্ন—যদি পুরুষ কর্তা না হয়, তবে তাহার ভোক্তৃ কিরূপে? ইহার উত্তরে কপিল বলিতেছেন—‘অকর্তাপি পুরুষো’ ইত্যাদি—পুরুষ কর্তা না হইলেও ভোক্তা—ইহাও কপিলের মত। সেইরূপ সূত্রও আছে, যথা ‘অকর্তৃরপি ফলোপভোগোহন্নাদবৎ’ ইহার অর্থ এইরূপ—পাককারী স্থপকার অনাদি পাক করিলেও তাহার ভোক্তৃ নাই, কিন্তু পাক না করিয়াও যেমন রাজার ভোক্তৃ হয়, এইরূপ প্রধান কর্তা, কিন্তু ভোক্তা নহে, অথচ অকর্তা হইয়াও পুরুষের ভোক্তৃ। প্রকৃতে: প্রাক্-চৈতন্যমাাত্রস্ত ইতি—প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বেও মুক্তি সিদ্ধ থাকায় প্রকৃতির প্রবৃত্তি ব্যর্থ, এজন্য প্রকৃতিপ্রবৃত্তির ফল মুক্তি বলা যায় না, ইহাই তাৎপর্য। মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ ইতি—তদাপত্তিঃ—ভোগাপত্তি। তস্ত নিত্যবাদিতি তস্ত—প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য নিত্য, এজন্য ঐ আপত্তি ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকথা—প্রকৃতি জড় বলিয়া তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি সাংখ্যবাদিগণের মনস্তপ্তির জন্ত যদি ঐ মত স্বীকার করাও যায়, তথাপি তাহাদের কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্ত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রকৃতিবাদী সাংখ্যের মত স্বীকারেও কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার বলেন, সাংখ্যকার কপিলের মতে প্রকৃতি—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষদায়িকা। প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগ প্রদান করে, আবার ভোগের দোষ অনুভব হইলেই উহাতে ওদাসীজ্ঞ বশতঃ পুরুষের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। আরও বলেন, প্রকৃতির এই স্বতঃপ্রবৃত্তিবশতঃ জগৎসৃষ্টি পরার্থে; যেমন উট পরের জন্ত কুসুম বহন করিয়া থাকে। পুরুষ এ-স্থলে অকর্তা হইয়াও

ভোক্তা হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন পাচক রন্ধনের কর্তা হইলেও রাজা সেই বিষয়ে অকর্তা হইয়াও ভোক্তা। জগৎ সৃষ্টি-বিষয়ে প্রধান কর্তা হইলেও তাহার ভোক্তৃ নাই, কিন্তু পুরুষেরই ভোক্তৃ। সাংখ্যের এইরূপ মত স্বীকারে কোন ফল নাই। কারণ সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্যমাত্র, নির্বিকার। তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার সম্ভব নহে। স্তত্রাং সেই পুরুষের ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ নির্বিকার চৈতন্যমাত্র পুরুষের বিকারাবাবশতঃ তাহার পক্ষে প্রকৃতিদর্শন বা ভোগ ঘটিতে পারে না। পুনরায় নির্বিকার চৈতন্যমাত্র পুরুষের নির্বিকারতা স্বাভাবিক বলিয়া তাহার মোক্ষও স্বতঃসিদ্ধ; স্তত্রাং প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বেই ঐ পুরুষের অপবর্গ সিদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় ফলের কল্পনাও ব্যর্থ। যদি বলা হয় যে, প্রকৃতির সন্নিধিমাাত্রই পুরুষের ভোগের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুক্তপুরুষেরও ভোগের আপত্তি হয়; যেহেতু সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য নিত্যই থাকে, ইহা স্বীকৃত।

প্রকৃতি জড়, তাহার সৃষ্টি-কার্যে কিংবা ভোগ বা অপবর্গ প্রদানে স্বতঃ-কর্তৃ নাই; জীভগবান্‌ই জীবের সংসার ও মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বীৰ্য্যানি তস্তাখিলদেহভাজামন্তর্করিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।

প্রযচ্ছতো মৃত্যুমৃত্যুমতঞ্চ মায়ামহুগ্নস্ত বদন্ত বিদ্বন্ ॥”

(ভাঃ ১০।১।৭)

“অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা।

তীত্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভূতয়া চিরম্ ॥

জ্ঞানেন দৃষ্টত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।

তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাস্তসমাধিনা ॥

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈহ দহমানা ত্বহর্নিশম্।

তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নেধোনিবিবারণিঃ ॥

(ভাঃ ৩।২।৭।২১-২৩) ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃকশক্তি-সহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্গতিশক্তিমান্ দৃকশক্তিরহিতোহ-

পাক্ষঃ প্রবর্ততে যথা চায়স্কান্তাস্থানঃ সন্নিধানাজ্জড়মপায়শ্চলতি এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনৈব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তদ্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—যেমন গতিশক্তিবিহিত; কিন্তু দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন পক্ষ ব্যক্তির সাহায্যে গতিশক্তিমান্ অথচ দৃকশক্তিহীন অন্ধ গত্যাदि কার্য্য করে, কিংবা যেমন অয়স্কান্ত মণির (চুষক পাথরের) সন্নিধানে জড় লৌহও গতিশীল হয়, সেইরূপ কেবল চিৎস্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে অচেতন (জড়) হইয়াও প্রকৃতি পুরুষের ছায়াপাতে চেতনের মত হইয়া পুরুষের ভোগমুক্তি-সম্পাদনার্থ জগৎসৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নহিতি। অয়স্কান্তাস্থা চুষকাখ্যঃ পাষণঃ। তচ্ছায়য়া পুরুষচ্ছায়য়া। তদর্থে পুরুষনিমিত্তকে তদ্ভোগাদিনিমিত্তকে ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহ ইত্যাদি অবতরণিকা-ভাষ্য—অয়স্কান্ত অস্থা চুষক নামক প্রস্তর। প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া—পুরুষের ছায়াপাতে দ্বারা। তদর্থে সর্গে ইতি—তদর্থে—পুরুষের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের ভোগাদির জন্ত।

সূত্রম্—পুরুষাশ্রবদিতি চেতথাপি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—‘পুরুষাশ্রবদিতি চেৎ’—‘চেৎ’ যদি বল, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির চেষ্টা প্রস্তরের মত হইবে; এখানে ‘অশ্র’ কথাটি অয়স্কান্ত প্রস্তরাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেমন লৌহ জড় হইয়াও অয়স্কান্ত মণির সন্নিধিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে চেষ্টাবতী হইবে, এই কথা বলিতে পার না ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্ত স্বতঃ প্রবর্ত্তি ন সিধ্যতি। পক্ষোপগতিবৈকল্যেহপি বস্তুদর্শনতত্ত্বপদেশাদয়োহন্ধস্য দৃকশক্তিবিরহেহপি তত্ত্বপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্ত-মণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ম

কোহপি বিকারঃ। সন্নিধিমােণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পক্ষদ্বাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ হে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্কটম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তথাপি ইতি—তাহা হইলেও জড়ের স্বতঃ চেতননিরপেক্ষ-ভাবে প্রবর্ত্তি হয় না, পক্ষদ্ব-দ্বায়ে দৃষ্টান্ত-বৈষম্য রহিয়াছে; কেননা পক্ষুর গতিশক্তির অভাব থাকিলেও পথ দেখাইবার এবং পথ চলিবার উপদেশাদি আছে এবং অন্ধের দর্শনশক্তির অভাবেও পক্ষুর উপদেশ-গ্রহণাদি বিশেষ ধর্ম্মগুলি আছে, এইরূপ অয়স্কান্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্যাদি হয়, কিন্তু পুরুষ নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মহীন, তাহার পক্ষে কোনও প্রকার বিকার থাকিতে পারে না। যদি প্রকৃতির সন্নিধিমাে প্রকৃষের বিকার স্বীকারও কর, তবে অসঙ্গতি এই,—যেহেতু সেই প্রকৃতি-সান্নিধ্য পুরুষের নিত্য, অতএব সৃষ্টি নিত্য হউক এবং মূর্ত্তি না হউক। আর এক কথা, এই যে পুরুষাশ্র-দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, ইহাও বিষম দৃষ্টান্ত; কারণ পক্ষ-অন্ধ দৃষ্টান্তে পক্ষ ও অন্ধ উভয়ই চেতন পদার্থ, প্রকৃতি-পুরুষস্থলে একটি চেতন, অপরটি জড়; আর অয়স্কান্ত ও লৌহ দৃষ্টান্তে দুইই অচেতন, এই দৃষ্টান্তের বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য স্পষ্টই রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুরুষেতি। পুরুষবদশ্রবচ্চ প্রধানস্ত প্রবর্ত্তিরিত্যর্থঃ তেনাপি প্রকারেণ পক্ষাদিদৃষ্টান্তবিধানেনাপীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তয়োর্বৈষম্যং দর্শয়িতুমাহ পক্ষোরিত্যাদিনা। অয়স্কান্তমণেরিতি। অয়ঃসামীপ্যমপি মণের্বিশেষো ভবতি তস্ত তদ্বস্তুধর্ম্মপ্রত্যয়াৎ। কোহপি প্রকৃতিদর্শনাত্মকোহপি। তস্মিন্ বিকারে। তস্ত সন্নিধিমােস্ত। উভাবিত্যত্র হে ইত্যত্র চাপিশঙ্কো যোজ্যঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—পুরুষাশ্রবৎ—পুরুষের মত ও প্রস্তরের মত প্রকৃতির প্রবর্ত্তি। তেনাপি প্রকারেণ ইত্যাদি—পক্ষ অন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারাও। দুইটি দৃষ্টান্তের সহিত প্রকৃতস্থলের বৈষম্য দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন—‘পক্ষোরিত্যাদি’ গ্রন্থ দ্বারা। অয়স্কান্ত মণেরিত্যাदि লৌহসামীপ্যটিও চুষক মণির বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে, যেহেতু, সেই মণি লৌহসান্নিধ্য-ধর্ম্মবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ন কোহপি বিকার ইতি কোহপি—প্রকৃতিদর্শন-স্বরূপ কোনও বিকার। তস্মিন্ স্বীকৃতে ইতি—তস্মিন্—অর্থাৎ সেই বিকার

স্বীকার করিলেও। তন্তু নিত্যত্বাৎ—তন্তু—সন্নিধিমাত্র নিত্য এইজন্তু।
পঙ্কদ্বাবুভৌ—ইহার সহিত এবং যে জড় এখানে ‘হে’ পদের সহিত ‘অপি’
শব্দ যোজনীয় অর্থাৎ পঙ্ক অন্ধ উভয়ই এবং হে—দুইই ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি পঙ্ক-অন্ধ-শ্রায় এবং অয়স্কাস্ত-
লৌহ-শ্রায়-অবলম্বন পূর্বক বলিতে চাহেন যে, গতিশক্তি-রহিত কিন্তু দৃষ্টিশক্তি-
যুক্ত পঙ্ক-পুরুষের সন্নিধানে অর্থাৎ সাহায্যে চলনশক্তিযুক্ত, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি-
রহিত অন্ধব্যক্তিও চলন-কার্য্যে প্রবর্তিত হয় এবং চুম্বক-পাথরের সান্নিধ্যে
জড় লৌহও যেরূপ চলনশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিন্মাত্র পুরুষের
সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও পুরুষের ছায়াপাতের দ্বারা চেতনের
মত হইয়া পুরুষের ভোগনিমিত্ত জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ইহাতে
যে জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না; তাহাই বুঝাইবার জন্য সূত্রকার
বর্তমান সূত্র বলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলেন যে, সাংখ্য-
বাদিগণের এই যুক্তি অসঙ্গত। কারণ পঙ্ক চলিতে না পারিলেও পথ
দেখিতে পান এবং তৎসম্বন্ধীয় উপদেশাদি দিতে পারেন, আর অন্ধ পথ
দেখিতে না পাইলেও তাহার পঙ্কুর উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে।
সুতরাং জড় বিলক্ষণ এই বিশেষ ধর্মগুলি এ-স্থলে দেখা যায়। উহাদের
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, লৌহের সামীপ্যেও অয়স্কাস্তমণির বিশেষ
ধর্ম, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিত্য, নিষ্ক্রিয়, ধর্মহীন; সুতরাং তাহার কোন
বিকার সম্ভব নহে, বিশেষতঃ সে যখন কিছু করিতেই পারে না,
তখন প্রকৃতির পরিচালনা তাহাতে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?
অর্থাৎ সম্ভব নহে। তবে যদি এ-কথা বলা হয় যে, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ
প্রকৃতি জড় হইয়াও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বলা হইতেছে,
তাহাও ঠিক নহে, কারণ সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সান্নিধ্য
নিত্য, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ নিত্য হইয়া পড়ে, কখনও
প্রলয় হইত না এবং কাহারও মুক্তি কখনও হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত দৃষ্টান্ত দুইটির মধ্যেও বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে। পঙ্ক ও
অন্ধ দুইটিই চেতন, আর অয়স্কাস্ত ও লৌহ—দুইটিই জড়; আর যাহাদের
সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতি জড়রূপা, আর পুরুষ
চিন্মাত্র, এমতাবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্তেও সঙ্গতি নাই।

শ্রীমন্তাগবতে কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে অয়স্কাস্ত মণির দ্বারা বুঝাইতে গিয়া
শ্রীমন্ত বলিয়াছেন,—

“নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীনিগুণং পুরুষধঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥” (ভাঃ ৪।১।১১৭)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥” (গীঃ ৯।১০) ॥ ৭ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—যন্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাস্কাদ্ভিভা-
বাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্ততে তন্নিরস্তুতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদ্বিত্যাদি। মহর্ষি কপিল যে আর একটি
মত পোষণ করেন, যথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-
বশে একটি গুণ—প্রধান হয় ও অপর গুণ অপ্রধান বা (অপকৃষ্ট) অন্ধ
হয়, এজন্য বিজাতীয় সৃষ্টি হয়, ইহাও সূত্রকার নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্ম-টীকা—যদ্বিত্তি। কপিলঃ মন্ততে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যন্তু, ইত্যাদি—ইতি মন্ততে—
কপিল মনে করেন।

সূত্রম্—অঙ্গিতানুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—গুণত্রয়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য উক্তিও
সঙ্গত হয় না ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সদ্বাদীনাং সাম্যোন্মাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা।
তস্মাৎ চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং তেষাং কস্মচিদেকস্মাদ্ভিঃ নোপপত্ততে
ইতরয়োস্তৎসমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণাণামঙ্গাদ্ভিভাবা-
সিদ্ধিঃ। ন চেত্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ অস্বীকারাৎ। যথাহ
কপিলঃ—“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্তরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ” ইতি।
“দিক্কালাবাকাশাদিত্য” ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তন্তু তদ্রোদা-

সীত্যাং। তথা চ গুণবৈষম্যাহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং
হেতুভাবাৎ প্রতিসর্গেহপি তে বৈষম্যং ভজেরন্ আদিসর্গে তু ন
ভজেরন্নিতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই
প্রকৃতির স্বরূপ, সেই প্রকৃতিতে নিরপেক্ষরূপে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে
একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু একটি গুণ
অঙ্গী হইবে, অপর দুইটি যে অঙ্গ হইবে—ইহার প্রমাণ কি? দুইটিই গুণ
হিসাবে সমান, অতএব অপরের গুণীভাব (অপ্রাধান্য) অসম্ভব। সুতরাং
গুণগুলির মূখ্যগোণভাব অসিদ্ধ। যদি বল, গুণগুলির বৈষম্যের কারণ
ঈশ্বর অথবা কাল অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা কাল গুণবৈষম্য করে, ইহাও নহে;
যেহেতু তোমরা (সাংখ্যবাদী) ঈশ্বর স্বীকারই কর না। যথা কপিলকৃত
সাংখ্য-সূত্র—‘ঈশ্বরাসিদ্ধৈর্মুক্তবদ্ধয়োঃ পরতত্ত্বভাবাম তৎসিদ্ধিঃ’ প্রমাণের অভাবে
ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহাতে যুক্তি—মুক্ত ও বদ্ধ, ইহাদের অন্তত্বের অভাবহেতু
ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। কথাটি এই—ঈশ্বর মুক্ত অথবা বদ্ধ? যদি
মুক্ত হন, তবে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যদি বদ্ধ হন, তবে সামর্থ্যাভাবে
তাহার দ্বারা সৃষ্টি অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর-স্বীকার ব্যর্থ। আর দিক্ বা
কালকেও প্রবর্তক বলিতে পার না, যেহেতু আকাশ ব্যতিরিক্ত দিক্‌কালের
সত্তাই নাই, সেই সেই দেশাবচ্ছিন্ন আকাশই দিক্‌শব্দবাচ্য এবং সেই সেই
সময়াবচ্ছিন্ন আকাশই কালশব্দবাচ্য। আর পুরুষও গুণের তারতম্য করে না,
কারণ সেই গুণবৈষম্যে তাহার ঔদাসীন্য়, যদি প্রযত্ন স্বীকার করা হয়, তবে
নিঃসঙ্গত্ব-শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—গুণবৈষম্য কৃত জগৎ
সৃষ্টি হইতে পারে না। আরও একটি দোষ—যদি গুণবৈষম্যের কোন
কারণ না থাকে, তবে প্রতি সৃষ্টিতেও গুণগুলি বৈষম্য প্রাপ্ত হউক,
এবং প্রাথমিক সৃষ্টিতে হেতুর অভাবে বৈষম্য প্রাপ্ত না হউক, অতএব গুণ-
বৈষম্যাত্মিকা প্রকৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলা যায় না ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অঙ্গিত্বেনি। একস্ত সত্ত্বাত্তত্ত্বমস্ত। তৎকৃদঙ্গাঙ্গিভাব-
হেতুঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধিরিতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা হি ন তত্র
প্রত্যক্ষমানং ঘটাদেবির তত্ত্বাহুপলম্ব্যং। যন্তু ক্ষিত্যাদি সর্কর্ভকং কার্য্যত্বা-

দিত্যহুমানমাহুস্তচ্চ ন। স কিং সর্দেহো দেহশূন্তো বেতুভয়থাপি জগৎ-
কর্ভুত্বাসম্ভবাৎ। “যশ্চ” স সর্কর্বিৎ স হি সর্কর্স্ত কর্ভেত্যাদিআগমোহস্তি স খলু
যুক্তাত্মনো লব্ধসিদ্ধৈর্যোগিনো বা প্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ। যুক্তান্তরমাহ মুক্ত-
বদ্ধয়োঃ। মুক্তশ্চৈদীশ্বরঃ তর্হি সর্গপ্রবৃত্ত্যাসম্ভবঃ। বদ্ধশ্চৈদসামর্থ্যমিতি
ব্যর্থন্তৎস্বীকার ইত্যর্থঃ। দিক্‌কালাবিতি। তত্ত্বতুপাধিভেদাদাকাশমেব দিক্-
কালশব্দবোধ্যমিতি তত্র তয়োঃ সম্ভাবঃ। সপ্তম্যর্থো পঞ্চমীয়ম্। কিঞ্চৈতি।
তে গুণাঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অঙ্গিত্বাহুপপত্তেরিতি সূত্রের ভাষ্যে কশ্চিৎকৈকশ্চ ইতি—
একস্ত—সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের মধ্যে যে কোনও একটির। কালো বা
তৎকৃদতি—তৎকৃতং—অঙ্গাঙ্গিত্বভাবকারী। ঈশ্বরাসিদ্ধিরিতি অর্থাৎ প্রমাণ নাই
—এইজন্ত ঈশ্বর নাই। কোনও প্রমাণ নাই তাহা দেখাইতেছেন—সর্কর্ভপ্রমাণবর
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না, যেহেতু ঘটপটাদির মত ঈশ্বরের
উপলব্ধি হয় না। তবে যে কেহ কেহ অহুমান করিয়া থাকেন যথা ‘ক্ষিত্যাদি
সর্কর্ভকং কার্য্যত্বাৎ’ ক্ষিতি অস্তুর প্রভৃতির একটি কর্তা আছে, যেহেতু উহা
কার্য্য, কার্য্যমাত্রই কর্তৃসাপেক্ষ; যখন আমরা ঐ সকল বস্তুর কর্তা নহি, তখন
ঈশ্বর তাহাদের সৃষ্টিকর্তা; এই অহুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, তাহাও
নহে, যেহেতু ঐ অহুমান বিকল্পাসহ—অর্থাৎ ঈশ্বর দেহধারী অথবা দেহহীন?
এই উভয় প্রকারেই জগৎকর্তা হইতে পারেন না। যদি বল, আগম প্রমাণ
দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, যথা—‘স সর্কর্বিৎ, স হি সর্কর্স্ত কর্তা’ তিনি সর্কর্ভজ,
সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা—এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে,
তাহাও এই সর্কর্ভজ সর্কর্ভকর্তা এই আগম কোনও যুক্তাত্মা পুরুষের
প্রশংসাবাদ অথবা সিদ্ধিলাভকারী কোনও যোগীর ইহা স্তুতিপূর।
অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বিষয়ে অন্য
যুক্তিও দেখাইতেছেন—‘মুক্তবদ্ধয়োঃ পরতত্ত্বভাবাম তৎসিদ্ধিঃ’। ইহার তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বর
যদি মুক্ত হন, তবে সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; যদি বদ্ধ
হন, তবে তাঁহার জগৎসৃষ্টির সামর্থ্য নাই। অতএব তাঁহাকে স্বীকার
করাই ব্যর্থ। দিক্‌কালো ইত্যাদি—দেশবিশেষোপাধিক আকাশই দিক্-
শব্দের দ্বারা বোধ্য এবং কালবিশেষোপাধিক আকাশই কাল, অত
দিক্‌কাল বলিয়া কিছু নাই, দিক্‌কালের আকাশের মধ্যেই অন্তর্ভাব।

‘দিক্কালাবাকাশাদিত্যঃ’ এই সূত্রস্থ আকাশাদি শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি সপ্তমী অর্থে, অর্থাৎ আকাশাদিতে দিক্কালা অন্তর্ভুক্ত। ‘কিঞ্চ তে বৈষম্যং ভেদেরন’ তে—গুণগুলি ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সাংখ্যকার কপিলের মতে যে গুণ সমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু জগৎসৃষ্টির কথা বলা হয়, তাহাও সূত্রকার বর্তমান সূত্রে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, সত্ত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান বা প্রকৃতি, সূত্রের কোন গুণ-বিশেষের অঙ্গি অর্থাৎ প্রাধান্য স্বীকার যুক্তিযুক্ত হয় না।

ভাষ্যকার বলেন—নিরপেক্ষস্বরূপ গুণ সমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব-বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি বা প্রধান। সাংখ্যের পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রে যে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য করে, এই বিচার পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বর বা কালকে যদি অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা স্বীকার করিয়া প্রকৃতির বৈষম্যের হেতু বলিয়া স্থির করিতে প্রয়াস পান, তাহাও হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যকার কপিলের মতে ঈশ্বর বা কালাদির স্বীকার নাই, ইহা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্তস্বরূপে ইহা বলা যায় যে, কপিলোক্ত এইরূপ গুণবৈষম্য-হেতু জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। আর এংবিধ হেতুর অভাবে যতপ্রকার সৃষ্টি হইবে, প্রতি সৃষ্টিতে সেই সকল গুণের বৈষম্য হউক। আবার আদি সৃষ্টিতেও গুণের বৈষম্য না থাকুক যেহেতু আদি সৃষ্টিতে গুণগণের বৈষম্যের হেতু পাওয়া যায় না।

সূত্রের সাংখ্যের মতে গুণত্রয়ের মধ্যে কোন অঙ্গীর কথা স্বীকৃত হয় নাই। অর্থাৎ গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অঙ্গী, অপর দুইটি অঙ্গ, ইহারও স্বীকার নাই। সূত্রের তাহাদের মতেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকিয়া যায়। গুণ-বৈষম্য হেতু জগৎ সৃষ্টি উপপন্ন হয় না। অতএব সাংখ্যের মতে জগৎসৃষ্টির উপপত্তির অভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি হইয়া সৃষ্টিশক্তি লাভ করে, ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অনাদিরাত্মা পুরুষো নিগূর্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিষ্মং যেন সমন্বিতম্ ॥

ন এষ প্রকৃতিং সৃষ্ট্বাং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ।

যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপত্তত লীলয়া ॥” (ভাঃ ৩।২।৩-৪)

অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী অব্যাক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বহিরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে ঈক্ষণের দ্বারা সৃষ্টি করেন ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুময়ম্। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—কার্য্যের অনুরোধে অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইবে অর্থাৎ গুণগুলি বিচিত্র স্বভাব ইহা অনুমিত হইবে; তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হইবে না—এই যদি বল, তবে সূত্রকার বলিতেছেন—‘অনুথানুমিতৌ চ’ ইত্যাদি—

সূত্রম্—অনুথানুমিতৌ চ জ্ঞানজিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—‘অনুথানুমিতৌ’—অনুপ্রকারে অনুমান করিলেও অর্থাৎ ‘গুণা বিচিত্রস্বভাবাঃ বিচিত্রকার্য্যকারিত্বাৎ’ এইরূপ অনুমান দ্বারা সত্ত্বাদিগুণের বিচিত্র স্বভাবের অনুমিতি হইলেও দোষ হইতে উদ্ধার নাই, যেহেতু ‘জ্ঞানজি-বিয়োগাৎ’ চেতনের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞশক্তি গুণের নাই, অতএব জ্ঞানশূন্য জড় গুণ হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণাণামনুমানেনাপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ স্বজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্ঞদান সৃষ্টিরিষ্টকাদে-রিব স্বতে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিচিত্র শক্তিবিশিষ্টরূপে সত্ত্বাদিগুণের অনুমান করিলেও দোষ হইতে উদ্ধার নাই। কি কারণে? ‘জ্ঞানজিবিয়োগাৎ’—জ্ঞান অর্থাৎ

জ্ঞাতার শক্তি জ্ঞাতব্য, তাহাদের যেহেতু নাই। কথাটি এই—আমি ইহা এইরূপ ভাবে সৃষ্টি করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই কর্তা সৃষ্টি করেন, সেই চিন্তা বা সঙ্কল্প গুণগুলির নাই—ইহাই উহার মর্মার্থ। জ্ঞানশূন্য জড় হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, যেমন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে প্রাসাদ নির্মাণ হয় না ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তর্থেতি। নস্বিত্তি। ন বয়ং নিরপেক্ষস্বভাবান্ কৃৎস্থান্ গুণানহুমিহুমঃ কিস্ত্বগ্ধা বিধান্তরেণৈব যথা কার্যোৎপত্তিঃ শ্রাৎ। কার্যাহ্ম-মেয়া হি প্রকৃতিঃ। ইথঞ্চ বৈষম্যসম্ভবাৎ কার্যোৎপাদঃ সম্ভবতীতি চেন্ন জ্ঞাতব্যবিরহাৎ সাম্যাবস্থা প্রচ্যুতো যোগ্যত্বমপি ন সম্ভবেৎ তস্তাং নিমিত্তা-ভাবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিত্রসদ্বাৎ। স্বতশ্চৈব বৈষম্যমিষ্টং তর্হি সর্বদা সৃষ্টিপ্রসঙ্গ ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—অন্তর্থেতাদি সূত্রের অবতরণিকায় নহু ইত্যাদি—সাংখ্য-বাদীরা বলিতেছেন—আমরা পরস্পর নিরপেক্ষ-স্বভাব, নির্বিকার গুণের অহুমান করিতেছি না, কিন্তু প্রকারান্তরেই যাহাতে বিচিত্র কার্যোৎপত্তি হয়, তাদৃশ ধর্মবিশিষ্ট গুণের অহুমান করিতেছি। যেহেতু প্রকৃতি কার্য দ্বারাই অহুমেয়, এইরূপে বিষম স্বভাববশতঃ বিচিত্র সৃষ্টিও সম্ভব হইতেছে; এই যদি বল, তাহা নহে; ‘জ্ঞাতব্যবিরহাৎ’—তাহাদের জ্ঞানশক্তি নাই, তদ্বিত্তিন্ন সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিতে তাহাদের যোগ্যতাও নাই, তাহার কারণ জ্ঞানশক্তির অভাব। আবার তাহাদের জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু গুণগুলি বিচিত্র সত্ত্বসম্পন্ন। যদি গুণসকলের বৈষম্য স্বাভাবিক মান, তাহা হইলে সর্বদা সৃষ্টি হইয়া পড়ে, অতএব ইহা অসার কল্পনা ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি বলেন যে, কার্যাহ্মরোধে অর্থাৎ কার্য দেখিয়া কারণের অহুমান হয়, অতএব গুণসমূহ বিচিত্র স্বভাব হইবেই, ইহা অহুমানলব্ধ; স্মতরাং পূর্বোক্ত দোষের অবকাশ থাকে না। সাংখ্যবাদীর এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অন্তর্প্রকারে অহুমান করিলেও ‘জ্ঞ’-শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতব্য-শক্তি গুণের না থাকায়, জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ ইহা আমি সৃজন করিতেছি—এইরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জ্ঞানশূন্য জড়ের দ্বারা কখনও জড়সৃষ্টি হইতে

পারে না। দৃষ্টান্তস্বলে যেমন বলা যায়, কোন চেতন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদি নির্মাণ হইতে পারে না। স্মতরাং সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল জড় প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। সাধারণ ব্যাপারেও দেখা যায়, পিতা ব্যতিরেকে কেবল মাতা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কালবৃত্ত্যাত্মমায়্যাং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষণোঅভূতেন বীর্ধ্যমাধত্ত বীর্ধ্যবান্ ॥

ততোহভবমহত্তত্তমব্যক্তাং কালচোদিতাং।

বিজ্ঞানাত্মাদেহম্বং বিস্বং ব্যঞ্জন্তমোহদঃ ॥” (ভাঃ ২।৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীর্ঘের আধান ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭২) ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উপসংহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সাংখ্যবাদ-খণ্ডন উপসংহার করিতেছেন।

সূত্রম্—বিপ্রতিবেদাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—পূর্বাপর বিরোধহেতু কপিলমত অসামঞ্জস্যে পূর্ণ। অতএব যুক্তিপথের পথিকদের উহা অনাশ্রয়ণীয় ॥ ১০ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—পূর্বোক্তবিরোধোচ্ছেদং কপিল-দর্শনমস-মঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈহৈয়মিত্যর্থঃ। তথাহি প্রকৃতে: পারার্থ্যাৎ-দৃশ্যত্বাচ্চ তস্তা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি “শরীরাদিব্য-তিরিক্তঃ পুমান্” “সংহতপরার্থত্বাৎ” ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুন-নির্বিকারনির্ধর্মকচৈতন্যকর্তৃত্বভোক্তৃত্বশূন্যত্বং কৈবল্যরূপত্বাভি-

হিতম্। “জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ” “নিগুণত্বান্ চিদধর্ম্মা” ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য তৌ পুনর্গুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। “নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে” “প্রকৃতে রাজস্যোৎসঙ্গত্বাৎ পশুৎ” ইত্যেব-মাদয়োহনেকে বিপ্রতিষেধাস্তংস্মৃতাবেব যুগ্যাঃ ॥ ১০ ॥

ভাব্যানুবাদ—পূর্বোক্তর মতগুলির পরস্পর বিরোধহেতু কপিলের সাংখ্য-দর্শন অসংলগ্ন, অতএব যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের পক্ষে হয়। সে বিরোধগুলি দেখাইতেছেন—তথাহীত্যাदि দ্বারা। প্রথমে বলিলেন, পুরুষের ভোগের জন্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তি শযাদির মত, যেহেতু সংহতিবিশিষ্ট বস্তুর পর-প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত উপযোগিতা। আবার প্রকৃতি দৃশ্য, এ-জন্ত তাহার ভোক্তা, দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) চেতন পুরুষ। অতএব শরীর-ইন্দ্রিয়াদিভিন্ন পুরুষ, এ-কথা ‘সংহতপর্য্যাদিত্যাदि’ সূত্রদ্বারা স্বীকার করিয়া আবার সেই পুরুষকে নির্ধিকার, নিধর্ম্মক, চেতনত্ব, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশূন্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল-স্বরূপ বলিলেন। অতএব পূর্বাঙ্গের উক্তির বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। আরও দেখ—‘জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ’ এই সূত্রে জড়ের প্রকাশ-স্বরূপতা হইতে পারে না, অতএব সূর্য্যাদির মত আত্মাই চৈতন্যহেতু প্রকাশ-স্বরূপ। কথাটি এই—বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রথমে অপ্রকাশস্বরূপ জড় থাকে, পরে তাহার মনঃসংযোগ হইতে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়; সাংখ্য-বাদীরা ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতেছেন—‘জড়প্রকাশযোগাৎ’ ইত্যাদি। ইহার মর্ম্মার্থ—যে জড়, সে চিরদিনই জড়, তাহা আর প্রকাশস্বভাব হইতে পারে না। তাহাতেও বৈশেষিকেরা প্রশ্ন করেন—বেশ, পুরুষ প্রকাশ-স্বরূপই না হয় হইল, কিন্তু সূর্য্যাদির মত ধর্ম্মধর্ম্মিভাব তাহার আছে কিনা? তাহার উত্তরে সাংখ্যবাদী বলেন—‘নিগুণত্বান্ চিদধর্ম্মা’। পুরুষ স্বভাবতঃই নিগুণ স্তবরাং তাহার জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম ও সত্ত্বাদি গুণ নাই, আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, নিগুণ। ইত্যাদি সূত্রদ্বারা তাহারা পুরুষের নিগুণত্ব, নিধর্ম্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর একটি বিরোধ দেখা যাইতেছে, যথা—পুরুষের প্রকৃতির সহিত অবিবেক (ভেদ জ্ঞানাভাব) হইতে বন্ধ (সংসার), বিবেক হইতে মুক্তি, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, পরে

আবার বলিতেছেন—সেই বন্ধ ও মোক্ষ সত্ত্বাদিগুণেরই, পুরুষের নহে। যথা সাংখ্য-সূত্র—‘নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্তাবিবেকাদৃতে’ পুরুষের বাস্তব বন্ধ ও মোক্ষ নাই, প্রকৃতিরই সংসারে বন্ধন ও তাহার মুক্তি, অবিবেক-ব্যতিরেকে ইহা হয় না, অতএব বাস্তব নহে। প্রকৃতি পক্ষেই উহা বাস্তব; যেহেতু প্রকৃতি দুঃখকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-গুণ-সম্পর্কযুক্ত, পশুর মত অর্থাৎ যেমন পশুর রজ্জু-সম্পর্কে বন্ধন, আবার রজ্জু-সংযোগাভাবে মুক্তি, সেইরূপ। এই প্রকার অনেক বিরুদ্ধ উক্তি সাংখ্য-দর্শনে অল্পসন্ধান যোগ্য ॥ ১০ ॥

মুক্ত্যা টীকা—বিপ্রতিষেধাদিতি। তথাহীতি। প্রকৃতে: পারার্থ্যং পুরুষ-ভোগার্থং শযাদিবৎ তন্ত্ৰাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীতন্ত্ৰার্থঃ। শরীরাদিকং সংহতং পুমানসংহতশ্চিদেকরসোহতন্ততোহন্তঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ-ব্যাপ্যাতপ্রায়ম্। আদিশব্দস্ত্রিগুণাদিবিপর্য্যাদধিষ্ঠানাদ্ভোক্তৃভাবাৎ কৈব-ল্যার্থং প্রবৃত্তেন্চেতি চত্বারি সূত্রানি গৃহীতানি। তেন ভোক্তৃত্বাদিসিদ্ধিঃ। জড় ইতি। জড়চেতনৌ হি দ্বৌ পদার্থৌ তয়োজ্জড়ো ন প্রকাশত ইতি সিদ্ধম্। তস্মাদাত্মৈব চৈতন্ত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নির্বিবাদমিতার্থঃ। নহ জড়োহপ্যাত্মা জ্ঞানগুণকন্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্ত্বমাত্রঃ স ইতি চেৎ তত্রাহ নিগুণত্বাদিতি। ধর্ম্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানির্মোক্ষশ্চ নিগুণশ্চৈতিব্যাকোপশ্চ স্মাদতো নিগুণচৈতন্ত্বমাত্মৈত্যর্থঃ। আদিনা অবিবে-কাদৃ বা তৎসিদ্ধিরিতি নোভয়ং তত্ত্বাখ্যানে ইতি চ সূত্রং গ্রাহম্। প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্তৃত্বঃ ফলভোগাভিমানসিদ্ধিরিতি পূর্ব্বস্বার্থঃ। বিবেকাৎ তত্ত্বজ্ঞানে সতি নোভয়ং কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ পুংসো নাস্তীতি পরস্বার্থঃ। ততশ্চাকর্তৃত্বাদি সিদ্ধম্। গুণাবিবেকেতি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেক্যাবিত্যর্থঃ। নৈকান্তত ইত্যন্তার্থঃ। প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদেব পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমান-মাত্রং বস্ত্তন্ত প্রকৃতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং স্মৃটয়তি প্রকৃতেরিতি। আন্তস্তাৎ তত্ত্বতঃ সঙ্গত্বাদ্গুণযোগাৎ প্রকৃতেস্তৌ বোধ্যৌ। যথা পশোগুণ-যোগাদেব দ্বৈতত্বযোগাৎ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তিবন্ধ-বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিস্তমোক্ষ ইতি নিকর্ষঃ। উক্তঞ্চ তস্মান্ বধ্যতে জ্ঞানং মূচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মূচ্যতে চ নানার্শ্রয়া প্রকৃতিরিতি। অত্কা সাক্ষাৎ। তথাচ কপিলমতস্ত ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিভিঃ ক্রটিসম্বয়ো ন শক্যো বিরুদ্ধমিতি রাষ্ট্রান্তঃ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—বিপ্রতিষেধাদিত্যাди সূত্রের 'তথাহি প্রকৃতেঃ' ইত্যাদি ভাষ্য—প্রকৃতির পরার্থতা—পর-প্রয়োজন-নিষ্পাদকতা অর্থাৎ পুরুষের ভোগ-সম্পাদন, যেমন শয্যা করে; যেহেতু প্রকৃতি সংহত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্ভবন্ধ। 'শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্ সংহতপরার্থত্বাৎ',—এই অহুমানের তাৎপর্য এই—শরীরাদি সম্ভবন্ধ, পুরুষ অসংহত ইন্দ্রিয়-শরীরাদি যুক্ত নহে, শুদ্ধ জ্ঞানানন্দময়, অতএব শরীরাদি হইতে পুরুষ অন্ম। 'সংহতপরার্থত্বাৎ' ইহার ব্যাখ্যা প্রায় কথিতই হইয়াছে। 'ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্যোতি'—ইত্যাদি পদ আরও চারিটি সাংখ্যসূত্র গ্রহণ করিতেছে। 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ', প্রকৃতি হইতে তিন গুণের ক্রমিক বিকাশ হয়, পুরুষের তাহা নহে, 'অধিষ্ঠানাদ্'—পুরুষ আরোপের অধিষ্ঠান, 'ভোকৃত্বাৎ' পুরুষের ভোকৃত্ব বশতঃ ও 'কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ'—পুরুষের মূর্তির জন্ম প্রকৃতির প্রবৃত্তি। এই চারিটি সূত্র হইতে পুরুষের ভোকৃত্ব, দ্রষ্টৃ, অধিষ্ঠানত্ব, কর্তৃত্ব-শূন্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। 'জড়প্রকাশাযোগাৎ' ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য—জগতে দুইটি পদার্থ আছে, একটি জড়, অন্মটি চেতন, তাহাদের মধ্যে জড় প্রকাশস্বরূপ হয় না। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব আত্মাই চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ পদার্থ। এ-বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই। যদি বল, আত্মা জড়ই, তবে জ্ঞান-গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা হইতে জগৎ প্রকাশ হউক, কিন্তু শুদ্ধ চেতনস্বরূপ আত্মা নহে। সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'নিগুণত্বাৎ চিদ্রূপা' গুণরূপধর্ম যোগ হইলেই পরিণামী হইবে, তাহাতে মূর্তির বাধা হইবে এবং আত্মার নিগুণত্ব স্রুতির ব্যাঘাত হইবে। অতএব নিগুণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাই তাৎপর্য। ধর্মোত্যাदिभिঃ ইতি এই আদিপদগ্রাহ 'অবিবেকান্ধা-তৎসিদ্ধেঃ', 'নোভয়া তত্ত্বাখ্যানে' এই দুইটি সূত্র। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের অর্থ—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাবে আত্মার কর্তৃত্ব ও তজ্জন্ম ফলভোগা-ভিমান হয়। দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ—বিবেক হইতে তত্ত্বজ্ঞান হইবার পর আর ঐ দুইটিই অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোকৃত্ব পুরুষের থাকে না। অতএব পুরুষ অকর্তা, অভোক্তা, নিগুণ ইত্যাদি সিদ্ধ হইল। 'গুণাবিবেকবিবেকো' ইত্যাদি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবেক ও বিবেক, এই অর্থ। 'নৈকান্ততো বন্ধ-মোক্ষো' ইত্যাদি সূত্রের অর্থ—প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক হইতেই পুরুষের 'আমি বন্ধ, আমি মুক্ত' এইরূপ অভিমান মাত্র হয়, বাস্তব নহে। বাস্তবিক

পক্ষে প্রকৃতিরই বন্ধ ও মুক্তি। এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ প্রকৃতিভিঃ'—আজ্ঞাত্বাৎ—বাস্তব পক্ষে, প্রকৃতির সমস্ত অর্থাৎ সম্বাদি-গুণ-যোগহেতু, তাহারই বন্ধন ও মুক্তি জানিবে, যেমন পশুর রজ্জ্বযোগে বন্ধন ও রজ্জ্ব-সংযোগের অভাবে মুক্তি, সেইরূপ। সিদ্ধান্ত এই—অবিবেকী পুরুষের প্রতি প্রকৃতির চেষ্টাই বন্ধন এবং বিবেকী পুরুষের প্রতি তাহার প্রবৃত্তির অভাবের নাম মুক্তি। তত্ত্বকৌমুদীতে কথিত আছে যে—'যস্মান বধ্যতেহন্ধা' ইত্যাদি—যেহেতু প্রকৃতিরই বন্ধন ও মুক্তি, এইজন্য কোনও পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, সংসারীও হয় না। কিন্তু সংসারী হয়, বন্ধ হয় ও মুক্ত হয়, নানা জীবান্তিত প্রকৃতিই। অন্ধা শব্দের অর্থ সাক্ষাদভাবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কপিলমত ভ্রম-মূলক, এজন্য তাহার কথিত মুক্তিগুলির দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয় বিরুদ্ধ করা যাইবে না, —ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার প্রকৃতিবাদী সাংখ্যমতপ্রবর্তক নিরীশ্বর কপিলের মত খণ্ডনের উপসংহারে বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এই মতে পূর্বোক্তের অংশে বিরোধ থাকায় কপিলের সাংখ্যদর্শন সামঞ্জস্যহীন। যাহারা নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী অর্থাৎ মুক্তি-কামী, তাহাদের পক্ষে হেয় অর্থাৎ এইমত আশ্রয় করা উচিত নহে। এই মতে পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলি মূল ভাষ্য, টীকা এবং তদনুবাদে দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও এই সাংখ্যমতে অনেক বিরোধী উক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথায়ও ইন্দ্রিয় সাতটি, কোথায়ও এগারটি, কোথাও মহত্ত্ব হইতে তন্মাত্র সমূহের উৎপত্তি, কোথাও অহঙ্কার হইতে উৎপত্তি, কোথায়ও অন্তঃকরণ একটি, কোথাও তিনটি কথিত হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন,—এই সাংখ্যদর্শনে কোথাও পুরুষকে নির্বিকার, কোথাও ভোক্তা, কোথাও পুরুষকে নিগুণ, আবার কোথাও প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বাক্য উক্ত হইয়াছে।

মূল সিদ্ধান্ত এই যে, এই মত ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক। এই মতের যুক্তির দ্বারা বেদান্তবাক্যের সমন্বয়-বিরোধ সাধিত হইবে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তের অকৃত্রিমভাষা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবদবতার দেবহুতিনন্দন শ্রীকপিলদেব-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিলে প্রকৃত পক্ষে প্রতিবাক্যের প্রকৃত সম্বন্ধ পাওয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,—

“অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তবানাং লক্ষণং পৃথক্।

যদ্বিদিদা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈত্তত্ত্বৈঃ ॥

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্তাত্মদর্শনম্।

যদাহর্যর্গয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥” (ভাঃ ৩।২।১০-২)

মৈত্রেয় মুনি বিহুরকে কপিলদেব-বর্ণিত সেশ্বর সাংখ্যমত বর্ণনপূর্বক বলিয়াছেন,—

“য ইদমহুশ্ণোতি যোহভিধত্তে

কপিলমুর্নের্মতমাত্মযোগগুহম্।

ভগবতি কৃতধীঃ স্থপর্ণকেতা-

বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥” (ভাঃ ৩।৩।৩৭)

অর্থাৎ হে বিহুর! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত— এই গুহ্য আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাঁহার বুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ নিমগ্ন হয় এবং তিনি অস্ত্রে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের উল্লেখ আছে, যথা—

“কপিলো বাহুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।

ব্রহ্মাদিত্যশ্চ দেবেভো ভৃগ্বাদিত্যন্তথৈব চ ॥

তথৈবাহুরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।

সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহত্মো জগাদ হ।

সাংখ্যমাত্মরয়েহত্মৈ কৃতকপরিবৃংহিতম্ ॥”

অর্থাৎ কপিল দুইজন, একজন ভগবদবতার, অগ্ৰজান নিরীশ্বরবাদী, ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত জন—ভগবদাবেশাবতার কার্দ্ধমি কপিল— বাহুদেবাংশ। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও ‘আহুরি’ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং স্বীয় মাতা দেবহুতিকে সর্ববেদার্থপরম্পরিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় জন নিরীশ্বর কপিল

অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ‘আহুরি’ নামক জনৈক অগ্নি ব্রাহ্মণকে সর্ববেদবিরুদ্ধ কৃতক-পরিপূর্ণ নিরীশ্বর সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। কার্দ্ধমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন, আর অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেন। দেবহুতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্তা, তাঁহার প্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। নিরীশ্বর কপিলের প্রচারিত মত ষড়্‌দর্শনের অগ্রতম সাংখ্যদর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই মতে—‘ঈশ্বরানিচ্ছঃ’ (সাংখ্যদর্শন—১।১২) অর্থাৎ কোন প্রকারেই ‘ঈশ্বর’ সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে তাঁহাকে ‘মুক্ত’ বা ‘বদ্ধ’ বলিতে হয়; তদিতর আর কি বলিতে পারা যায়? মুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি কেহ পূর্বপক্ষ করে যে, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের কি গতি হইবে? তদন্তরে নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল বলেন,—ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্য সমূহ মুক্তাঙ্গাদিগের প্রশংসাত্মক অথবা অগ্নিমাতি-সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির উপাসনাপর। এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল মতের বহু বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি, নিজ মতেরও পরস্পর বিরোধী বাক্য সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়। যাহা বর্তমান সূত্রের ভাষ্যে ও টীকায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ প্রভু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। নিরীশ্বর কপিল জড়া প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুকূলে যাবতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুদয় ভগবদবতার শ্রীমদ্বদব্যাস তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার বিভাভূষণ প্রভু নিজ ভাষ্যে ও টীকায় তাহা বিশদরূপে যুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মারগ্রাহী ব্যক্তিমাট্রই অহুসন্ধান করিলে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণবচার্য্যগণ সকলেই স্বীয় ভাষ্যের মধ্যে এইমত খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও স্বীয় ভাষ্যে এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলাকাজী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভ্রমপূর্ণ, অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, অসার মত পরিবর্তন করা উচিত ॥ ১০ ॥

শ্রায়-বৈশেষিক-স্থাপিত আরম্ভবাদ-খণ্ডন—

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথারম্ভবাদো নিরস্তুতে। তর্কিকা
মন্ত্যন্তে পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ
পারিমাণুল্যপরিমাণাঃ প্রলয়কালেহনারককার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি, সর্গকালে
তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্তুঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎ-
কার্য্যমারভন্তে। তত্র দ্বয়োঃ পরমাণোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া, তয়া
সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং হ্রস্বমুৎপত্ততে। তত্র সমবায়্যাসমবায়িনিমিত্ত-
কারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতৎসংযোগজীবাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেহপি।
ততশ্চর্যাণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং মহদুৎপত্ততে।
ন চ দ্ব্যভ্যামণুভ্যাং ত্র্যণুকারন্তঃ কারণভূম্মা কার্য্যমহদ্বোৎ-
পাদনাৎ। এবং চতুর্ভিঃত্র্যণুকৈশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরপরাং স্থূলতরং
তৈশ্চ স্থূলতরমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্যা আপো
মহন্তেজো মহান বায়ুশ্চোৎপত্ততে। কার্য্যগতরূপাদিকন্ত স্বাশ্রয়-
সমবায়িকারণগতাক্রপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে।
ইথমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমাণুষু ক্রিয়া
বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্ব্যণুকেষু নষ্টেষ্বাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদি-
নাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। যথা পটন্ত তন্তনাশে। তদ্-
গতস্ত রূপাদেস্ত স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয়প্রকারঃ। কিঞ্চ
পরমাণুরত্র পরিমণ্ডলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণং তু পারিমাণুল্যমভি-
ধীয়তে। দ্ব্যণুকমণুসংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাণং ত্বণুত্বং হ্রস্বত্বঞ্চ।
ত্র্যণুকাদিপরিমাণন্ত মহত্বঞ্চৈতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয়ঃ—
পরমাণুভিজ্জগদারম্ভঃ সমঞ্জসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাশ্রয়সংযোগ-
হেতুকং পরমাণুগতাত্তক্রিয়াজন্ততদ্যুগ্মসংযোগারম্ভদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ
সৃষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রায়-বৈশেষিকের আরম্ভবাদ
খণ্ডিত হইতেছে—তর্কিকদের মতে চারিপ্রকার পরমাণু আছে, যথা

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, ইহারা প্রত্যেকই নিরবয়ব এবং রূপ,
রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত। প্রতি পরমাণুই পারিমাণুল্য-পরিমাণযুক্ত।
(অণু পরিমাণকেই পারিমাণুল্য পরিমাণ বলা হয়)। প্রলয়কালে ঐ
পরমাণুগুলি কোনও কার্য্যদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া বর্তমান থাকে।
আবার সৃষ্টির সময়ে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ঐ সকল পরমাণু দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টিক্রমে
অবয়বযুক্ত, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম জগৎ উৎপাদন করে। সে বিষয়ে এইরূপ
সৃষ্টিক্রম আছে—যথা জীবের অদৃষ্টবশতঃ দুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া হইতে
থাকে, সেই ক্রিয়া দ্বারা দুইটি পরমাণুর সংযোগ হয়, তাহা হইতে দ্ব্যণুকের
উৎপত্তি হয়, উহা হ্রস্ব অর্থাৎ অতীব ক্ষুদ্র পরিমাণ-সম্পন্ন। এই সৃষ্টি-
প্রক্রিয়ায় তিনটি কারণ আছে, যথা—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও
নিমিত্ত কারণ। তন্মধ্যে দ্ব্যণুকোৎপত্তিতে সমবায়ি কারণ দুইটি পরমাণু,
সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট নিমিত্ত
কারণ হয়—এইরূপ ত্র্যণুকাদি উৎপত্তিতেও জ্ঞাতব্য। তাহার পর তিনটি
দ্ব্যণুকে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্রিয়া জন্মে, তাহা দ্বারা পরস্পর সংযোগ হইলে
মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। নৈমায়িকদের মতে
দুইটি ক্ষুদ্র দ্ব্যণুক হইতে মহৎ দীর্ঘ পরিমাণ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু
তিনটি দ্ব্যণুকের সংখ্যাই তাহার মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের কারণ। যুক্তি এই—
অণু পরিমাণ কোনও পরিমাণের কারণ হইতে পারে না, কেননা পরিমাণ
কারণ হইলে সে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর পরিমাণের জনক হইবে, অণু হইতে
উৎকৃষ্টতর পরিমাণ অণুতর, তাহা অপ্রসিদ্ধ, এজন্য সংখ্যাই দীর্ঘ পরিমাণের
কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—‘কারণ-ভূম্মা
কার্য্য-মহদ্বোৎপাদনাৎ’—কারণের বহু সংখ্যা কার্য্যগত মহত্ব জন্মাইয়া
থাকে। এইরূপে চারিটি ত্রসরেণু দ্বারা চতুরণুক পদার্থ গঠিত হয়, চতু-
রণুকগুলি দ্বারা অপর আর একটি স্থূলতর পদার্থ জন্মে, সেই
স্থূলতর পদার্থগুলি দ্বারা স্থূলতম পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপ ক্রমে
মহতী পৃথিবী, মহাপরিমাণ জল, তাদৃশ অগ্নি ও বায়ু উৎপন্ন হয়।
কার্য্য—পৃথিব্যাদিতে যে রূপাদি থাকে, তাহা তাহাদের সমবায়ি কারণগত
রূপাদি হইতে। যেহেতু, কারণের গুণ কার্য্যের গুণ সৃষ্টি করে। তাহার
পর যখন ঐশ্বর সেইরূপে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি পদার্থ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা

করেন, তখন আবার প্রত্যেক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে থাকে, সেই ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির বিভাগ হয় এবং পরস্পর সংযোগ শিথিল হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে অধিকরণের বা সমবায়ি কারণের নাশে সমবেত কার্য্যনাশের নিয়মহেতু দ্রব্যাদির নাশ হয়, এইরূপ ক্রমে পৃথিব্যাদির নাশ হইয়া থাকে। যেমন তন্তুনাশ হইলে বজ্রনাশ হয়, সেই কার্য্যদ্রব্যগত অর্থাৎ পটগত রূপাদিরও আশ্রয় (সমবায়িকারণ) নাশাধীন (নাশ হইয়া থাকে)। ইহাই জগৎ প্রলয়ের ব্যাপার। পরমাণু-পদার্থকে পরিমণ্ডল বলা হয়, সেজন্ত তাহাতে সমবেত পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য-সংজ্ঞায় অভিহিত। দ্রব্যকের নাম অণু, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সঙ্ক্ষে বর্তমান পরিমাণ অণুত্ব, হ্রস্বত্ব নামে কথিত। দ্রব্যাদির পরিমাণ—দ্রব্যকণ্ড ও মহত্ব। ইহাই নৈয়ায়িকদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া। তাহাতে সংশয় হইতেছে—পরমাণু-সমষ্টি দ্বারা জগতের উৎপত্তি সম্ভব কিনা? তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন, হঁ, উহা সমস্তই বটে, যেহেতু উহা অদৃষ্ট—পাপ বা পুণ্য অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবের সহিত সংযোগ-বশতঃ পরমাণু দুইটিতে প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে ঐ উভয়ের সংযোগ হয় এবং তজ্জন্ত দ্রব্যকোৎপত্তি হয় এবং দ্রব্যাদিক্রমে মহতী পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। সূত্রকার এই তार्কিক সিদ্ধান্তের পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথারম্ভেতি। এতদারম্ভা সপ্তস্বধিকরণেষু প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিঃ। প্রকৃতেন্চেতেনানধিষ্ঠানাং বিশ্বকারণত্বং মাস্ত পরমাণুনাং তু তেনাধিষ্ঠানাং তৎকারণত্বমস্বিত্তি পরমাণুভির্দ্রব্যাদিক্রমেণ বিশ্বসৃষ্টিরিত্তি তार्কিকরাক্ষান্তোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি তত্র সন্দেহঃ। তস্ত প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তार्কিকা মন্তস্ত ইত্যাদিনা। অদৃষ্টেতি। জীবাদৃষ্টেন পরমাণুসু ক্রিয়োৎপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ দ্বাভ্যামিতি। তार्কিকা বদন্তি হ্রবাদগোষ্ঠ দ্রব্যকণ্ডং মহৎ দীর্ঘঞ্চ দ্রব্যকমুৎপত্ততে। দ্রব্যকগতে হ্রস্বদ্রব্যগুণে তু দ্রব্যকে মহদ্ব্যক্তো-র্নারম্ভকে কিন্তু তদগতা ত্রিসংখ্যৈব তয়োরাবৃত্তিকা। অত্রথা ততোহপ্যভি-সৌন্দর্য্যে প্রথিমাল্পপত্তিঃ। এবং পরিমণ্ডলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণ্ডল্যদ্রব্যকমারম্ভতে। তদগতা দ্বিসংখ্যা তত্রাপ্যভ্যোরাবৃত্তিকা ন তু পারিমাণ্ডল্যং তয়োরাবৃত্তকম্।

তেনারম্ভে ততোহপি সৌন্দর্য্যপত্তেরিত্তি। কার্য্যরূপং কারণরূপাদিত্তি চাহঃ। কার্য্যং পটন্তদগতং যজ্ঞপং তৎ খলু আশ্রয়স্ত পটস্ত যৎ সমবায়িকারণং তন্তবস্তদগতাজ্ঞপাদুপপত্তত ইত্যর্থঃ। কারণগুণা হীতিব্যাখ্যাতার্থঃ। ইথমিত্তি। সংজিহীর্ষৌ সংহর্ষুকামে, আশ্রয়নাশাং দ্রব্যকবিনাশাং। যথা পটস্তেতি। নাশ ইতি পূর্বেণ সঙ্ঘটঃ। তদগতস্তেতি। পটগতস্ত রূপস্ত পটনাশেনৈব নাশ ইত্যর্থঃ। কিক্বেতি। অত্র তর্কসময়ে। তত্রাদৃষ্টেতি। অদৃষ্টবদাত্মনা জীবেন সহ পরমাণুনাং সংযোগসম্বন্ধেতুকা যা পরমাণুগতাক্রিয়া তজ্জন্তো যঃ পরমাণু-যুগ্মসংযোগসম্বন্ধারম্ভানি যানি দ্রব্যকানি তদাদিক্রমেণেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই আরম্ভবাদসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটি অধিকরণে প্রত্যুদাহরণ (প্রতিবাদাখ্য)-সঙ্গতি জানিবে। প্রকৃতি যেন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগৎকারণ হইতে পারে না; না হউক, কিন্তু পরমাণুগুলির চেতনাধিষ্ঠান থাকায় তাহারা জগতের কারণ হউক, ‘পরমাণু সমুদায় দ্বারা দ্রব্যাদির উৎপত্তিক্রমে বিশ্বসৃষ্টি হয়’—এই তार्কিকদের সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সংশয়—ইহা সপ্রমাণ অথবা ভ্রমমূলক? পূর্বপক্ষী উহা সপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—তार्কিকা মন্তস্তে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। দ্বয়োঃ পরমাণোরদৃষ্টপাপেক্ষা ক্রিয়া ইতি—অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণু-দ্বয়ে ক্রিয়া জন্মে। ন চ দ্বাভ্যামণ্ডল্যামিত্যাদি—নৈয়ায়িকগণ বলেন—হ্রস্ব এবং অণুপরিমাণ দ্রব্যক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণ দ্রব্যকের উৎপত্তি হয়। এখানে তাঁহাদের বক্তব্য—দ্রব্যকের যে পরিমাণ হ্রস্ব ও অণুত্ব, ইহা দ্রব্যকের মহৎ-দীর্ঘত্ব পরিমাণের জনক নহে, কিন্তু দ্রব্যকগত ত্রিসংখ্যাই সেই মহৎ ও দীর্ঘত্বের জনক। তাহা স্বীকার না করিলে তাহা হইতে অতিশূন্য দ্রব্যকে পৃথুত্ব পরিমাণের উপপত্তি হয় না। এইরূপ পরিমণ্ডল-পরিমাণ দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্যকের উৎপত্তি হয়, তদ্ব্যয়ং দ্রব্যকগত দ্বিসংখ্যা তাহার দীর্ঘত্ব ও মহৎ-পরিমাণের কারণ, তদ্বিত্তি পরমাণু-পরিমাণ সেই দ্রব্যক পরিমাণের কারণ নহে, যদি সেই পরিমাণ্ডল্য-পরিমাণ দ্বারা দ্রব্যক-পরিমাণের উৎপত্তি বলা হইত, তবে পরমাণুর অণুত্বপত্তি হইত। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, কার্য্যের রূপ কারণের রূপ হইতে জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন,—তন্তুর কার্য্য পট, তাহার রূপ, পটের সমবায়ি,

কারণ তত্ত্বরূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ-গুণা হি ইত্যাদি আয়ের অর্থ একপ্রকার ব্যাখ্যাতই হইয়াছে। ইখমিতি—সঞ্জিহীৰ্যো—অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্ব ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইলে। আশ্রয়নাশাং ত্র্যণুকাদি নাশ ইতি—আশ্রয়ের নাশ হইতে অর্থাৎ ত্র্যণুকের নাশ হইতে। যথা পটস্ত তন্তনাশে 'নাশঃ' এই পদের সহিত যোজনা। তদগতস্ত ইতি—পটস্থিত রূপাদির পটনাশের দ্বারাই নাশ হয়। কিস্তেতি পরমাণুরত্র, অত্র—এই তার্কিক সিদ্ধান্তে। তত্রাদৃষ্ট-বদাত্মসংযোগ ইতি—অদৃষ্টবিশিষ্ট যে আত্মা, তাহার সহিত পরমাণুদের সংযোগ (সম্বন্ধ) হইতে পরমাণুদ্বয়ে যে প্রাথমিকী ক্রিয়া হয়, তাহা হইতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জন্মে; সেই সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়, সেইক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতি জন্মিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করে।

মহদীর্ঘবদধিকরণম্,

সূত্রম্—মহদীর্ঘবদ্বা ত্র্যণুপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়, ত্র্যণুপরিমাণ ত্র্যণুকদ্বারা ও পরিমাণ-পরিমাণ-বিশিষ্ট পরমাণু দ্বারা—এই মতের মত তাঁহাদের সমস্ত মতই অসমঞ্জস—যুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহ বেতি চার্থে। পূর্বতোহসমঞ্জসমিত্যানু-বর্ততে। ত্র্যণুপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ত্র্যণুকপরিমাণভ্যাম্ মহদীর্ঘত্র্যণুক-বর্ত্তনাতঃ সর্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো ত্র্যণুকানি তেভ্যস্ত্র্যণুকানি তেভ্যঃচতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতিবদন্ত্যপি তৎ-প্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি ত্র্যণুকাত্মানভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তু নামবয়বিপটারম্ভকতদর্শনাৎ। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণবোহঙ্গীকার্য্যাঃ। ইতরথা সহস্রপরমাণুনাং সংযোগেহপি পারিমাণ্ডল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমাত্মপপত্তেরণুত্বত্বস্বত্বমহত্বাচ্চ-সিদ্ধিঃ। ন চ কারণভূমা কার্য্যমহত্বোৎপাদকঃ, মনঃকল্পনমাত্রাৎ।

তথাঙ্গীকৃতোহপি প্রদেশভেদে তেহপি সাংশাঃ সৈরংশৈস্তেহপি পুনঃ সৈরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যাসাম্যেন মেরুসর্বপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ। তস্মান্মহদীর্ঘত্র্যণুকং ত্র্যণুত্র্যণুকোৎপন্নং ত্র্যণুত্র্যণুকঞ্চ পরিমণ্ডলোৎ-পন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ সূত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যায়ম্ অস্ত্য পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'বা' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে, তাহার তাৎপৰ্য্য মহৎ দীর্ঘ পরিমাণও অসমঞ্জস। পূর্ব হইতে 'অসমঞ্জসম্' ইহার অল্পবৃত্তি চলিতেছে। ত্র্যণুকের ত্র্যণু পরিমাণ ও পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য হইতে অর্থাৎ ত্র্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তির মত সর্ব্বমতই অসমঞ্জস। কথাটি এই—যেমন পরমাণু হইতে ত্র্যণুক এবং তাহা হইতে ত্র্যণুক, তাহা হইতে চতুরণুক হইয়া ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ অত্র তৎসম্মত প্রক্রিয়াও বিরুদ্ধ। সে কিরূপ? তাহা বলা হইতেছে—অবয়বশূন্য পরমাণুগুলি হইতে সাবয়ব ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, এই প্রক্রিয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সাবয়ব ছয়টি (তন্তু) পার্থকের সহিত সংযুক্ত তন্তুগুলিরই অবয়বী-পটের উৎপাদকতা দেখা যায়। অতএব ত্র্যণুকোৎপত্তিতেও পরমাণুদের সাবয়বতা স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব-যুক্তত্ব স্বীকার না করিলে সহস্রসংখ্যক পরমাণুর সংযোগেও ত্র্যণু পরিমাণের অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ সকল পরমাণুই পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের দ্বারা (পৃথুতা) স্থূল পরিমাণের উৎপত্তি হইতে পারে না, হুতরাং ত্র্যণুক পরিমাণ, ত্র্যণু পরিমাণ ও মহৎ দীর্ঘ পরিমাণোৎপত্তি অসঙ্গত। কারণের বহুত্ব-সংখ্যা কার্য্যের মহৎ পরিমাণের উৎপাদক হয়, এরূপ বলা চলে না, কারণ ইহা মনের কল্পনা মাত্র। সে যুক্তি স্বীকার করিলেও অংশবাদ হিসাবে কোনও প্রদেশে সেই সাংশ পরমাণুগুলি স্বকীয় অত্র অংশ দ্বারা, তাহারা আবার অত্র অংশদ্বারা সংযুক্ত হইবে, এইরূপ অনবস্থা হয়, তদ-ভিন্ন আরও একটি প্রবল দোষ দেখা যায় যে অনন্তাংশবিশিষ্ট পরমাণুকে মেরুর কারণ বলিলে সর্ব্বপেও সেই অনন্তাংশ থাকায় উভয়ের তুল্যতার আপত্তি হয়। অতএব মহৎ দীর্ঘত্র্যণুক ত্র্যণু ত্র্যণুক হইতে উৎপন্ন এবং ত্র্যণু ত্র্যণুক পরিমণ্ডল পরিমাণ হইতে উৎপন্ন, ইহা সারহীন কথা। কেবলাদৈতবাদী ব্যাখ্যা

করিয়াজেন—এই সূত্রটি বেদান্তের উপর সম্ভাবিত দোষের নিরাসার্থ প্রযুক্ত ; কিন্তু তাহা নহে, এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটি পরবাদীর মতের প্রতিবাদ-তাৎপর্যার্থক ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মহদীর্ঘবদেতি। ইহ বাশব্দচাৰ্থোহুক্তং হ্রস্বদ্ব্যণুকব-
দিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি। ততশ্চ পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানীতাদিব্যাখ্যানং
সঙ্গতিমৎ। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেন্টি। পারিমাণ্ডল্যং পরমাণু-
পরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চেতি। ন খলু বহুত্বসংখ্যাঃ
কশ্চিদযোগীক্ৰো যৎপ্রভাবাৎ কার্যো মহত্বমুৎপত্তেত। তস্মাৎ মনঃকল্পনমাত্র-
মেতদ্ বাচালানাম্। কিঞ্চ কারণকার্যায়োজকত্বজ্ঞত্বনিয়মোহপি তৈর্ভগ্ন
এব। পারিমাণ্ডল্যাদ্ব্যণুত্বান্নানারম্ভকত্বস্বীকারাৎ অণুত্বাভ্যর্থহত্বাত্ত্বারম্ভকত্বস্বী-
কারাচ্চ। তথেন্টি। তেহপি প্রদেশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেরোর্থানন্তা-
বয়বত্বং তথা সর্গপশ্চাপীতাপত্তেত। ন চৈতৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ন চৈতদিত্তি।
বেদান্তসিদ্ধান্তসম্ভাবিতদোষনিরাসকতয়া সূত্রমেতৎ কেবলাদৈত্বেতিভির্ব্যাখ্যাতম্।
তন্ন যুক্তম্। তত্র হেতুরন্ত্যেতি ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—‘মহদীর্ঘবদবা’ ইত্যাদি সূত্রে যে ‘বা’ শব্দটি আছে,
উহা সমুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ ‘হ্রস্বদ্ব্যণুকবদ’ ইহাকেও বুঝাইতেছে। তাহাতে
প্রতিপন্ন হইল—এই পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ যুক্ত পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক হয়
ইত্যাদি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি যুক্ত হইল। তস্মাৎ
সপ্রদেশাঃ পরমাণব ইত্যাদি—সপ্রদেশাঃ—সাবয়ব। ‘ইতরথা সহস্রপর-
মাণুনাং’ ইতি ইহার তাৎপর্য পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণু-পরিমাণ, তাহা
হইতে উৎকৃষ্টতর পরিমাণ অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের অভাববশতঃ পৃথুত্ব বা
বিশালত্ব হইতে পারে না। ন চ কারণ ভূমেত্যাদি—এমন কোনও বহুত্ব
সংখ্যায়ুক্ত যোগিবর নাই, ইহার প্রভাবে কার্যো মহত্ব উৎপন্ন হইবে,
অতএব ইহা বাক্যপটুদিগের মনের কল্পনা মাত্র। আর একটি দোষ
হইতেছে—এক পরমাণু হইতে যদি বহুত্বের উৎপত্তি হয়, তবে কার্য-
কারণের জ্ঞান-জনকভাব-নিয়মও তাঁহারা ভাঙ্গিলেন। কিরূপে তাহা
দেখাইতেছি—যেহেতু পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণকে দ্ব্যণুকপরিমাণের অল্পত্বপাদক
স্বীকার করা হইতেছে এবং যেহেতু দ্ব্যণুকের অণুত্ব ও হ্রস্বত্বপরিমাণ মহত্ব ও
দীর্ঘত্ব পরিমাণের অল্পত্বপাদক স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্ত বহুত্ব পরিমাণের প্রতি

সূত্র পরিমাণ কারণ—এই কার্যাকারণের জ্ঞান-জনকভাব ব্যাহত হইতেছে।
তথাকীকৃতে ইত্যাদি—তেহপি সেই প্রদেশগুলিও। অংশানন্ত্যাম্যেন ইতি—
অনন্তাবয়বত্ব হিসাবে মেরুর মত সর্গপও হইয়া পড়ে, এই তুল্যত্ব কিন্তু
সম্ভব নহে। ন চৈতৎসূত্রমিত্যাदि। কেবলাদৈত্ববাদী সম্প্রদায় এই সূত্রটি
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সম্ভাবিত দোষের খণ্ডনপর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা
যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার কারণ অশ্রু পাদস্ত ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে জ্ঞায় ও বৈশেষিক মতের দ্বারা সিদ্ধান্তিত
‘আরম্ভবাদ’ খণ্ডন করা হইতেছে। তार्কিকগণের মতানুসারে পার্থিব,
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চারিপ্রকার পরমাণু স্বীকৃত হইয়া থাকে।
উহাদের প্রত্যেকেই আবার নিরবয়ব, রূপরসাদিগুণযুক্ত, পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ
এবং প্রলয়কালে অনারম্ভকার্যস্বরূপে বর্তমান থাকে। আবার সৃষ্টিকালে
জীবাদৃষ্টবশতঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্থূলতর জগৎ সৃষ্টি করে।
জীবের অদৃষ্টানুসারেই দুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার দ্বারা
পরস্পরের সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, উহা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ। এই
সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ-রূপ তিনটি কারণ আছে।
এইরূপে তিনটি দ্ব্যণুকের ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের সংযোগে মহৎ দ্ব্যণুক বা
জসরেণু সঙ্গত হয়।

নৈয়ায়িকদিগের মতে আবার দুইটি ক্ষুদ্র দ্ব্যণুক হইতে মহৎ দ্ব্যণুক
উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তিনটি দ্ব্যণুকের ত্রিভু সংখ্যাই মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের
কারণ। যেহেতু কারণের বহুত্ব কার্যের মহত্ব উৎপাদন করে—ইত্যাদি
বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বৈশেষিক, নৈয়ায়িক তार्কিকেরা স্ব স্ব মত
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। উহা ভাষ্যের ও টীকার অবতরণিকায় বর্ণিত
হইয়াছে।

এ-স্থলে সংশয় এই যে, পরমাণু-সমষ্টির দ্বারা জগতের আরম্ভ অর্থাৎ
উৎপত্তি সমঞ্জস কি না? অবশ্য নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের যুক্তির সামঞ্জস্য
প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিবেন যে, যেহেতু উহা অদৃষ্ট-বিশিষ্ট জীবের
সংযোগবশতঃ পরমাণুগত যে আন্ত ক্রিয়াজনিত পরমাণুত্বের সংযোগ,
তাহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তাঁহাদের অর্থাৎ
নৈয়ায়িকদিগের মত সঙ্গতই। এই প্রকার মত নিরসনের জন্ত সূত্রকার

বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, সেইরূপ তार्কিকদিগের সমুদয় মতই অসমঞ্জস ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রদেয়। এতৎ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্মেও পাই যে, হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল পরিমাণ পরমাণু হইতে দীর্ঘ ও মহৎ পরিমাণ চতুরণু প্রভৃতির উৎপত্তি যুক্তিহীন এবং বৈশেষিকদিগের অপর মতও অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির বাক্যে পাই,—

“চরমঃ সন্নিবেশাণামনেকোহসংযুতঃ সদা।

পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈকাত্মনো যতঃ।

সত এব পদার্থস্ত স্বরূপাবস্থিতস্ত যৎ।

কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ।” (ভাঃ ৩।১।১২-২)

আরও বলিয়াছেন,—

“অণুর্বেণী পরমাণু স্তাৎ ত্রসরেণুদ্বয়ঃ স্মৃতঃ।

জালার্করশ্যাবগতঃ খমেবাহুপতঙ্গাৎ।” (ভাঃ ৩।১।১৫)

আরও পাই,—

“এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-

মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।

অবিভক্তা মনসা কলিতান্তে

যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ।

এবং কৃশং স্থূলমণুবৃহদ্য-

দসচ্চ সজ্জীবমজীবমগ্ভৎ।

দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম-

নাম্নাজ্ঞ্যাবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্।” (ভাঃ ৫।১২।২-১০) ॥১১॥

অবতরণিকাতাষ্যম্—কিমণুদসমঞ্জসং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর কি অসমঞ্জস আছে, তাহাতে বলিতেছেন—

সূত্রম্—উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাতত্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—‘উভয়থাপি’—কৰ্ম্মজ্ঞ যে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া পরমাণুগত অদৃষ্ট জ্ঞ ? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্টজ্ঞ ? এই দুই পক্ষেই ‘ন কৰ্ম্ম’ কৰ্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্য জ্ঞ অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভব নহে, আবার জীবগত অদৃষ্ট জ্ঞ পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তিও হইতে পারে না, ‘অতঃ’—এইজ্ঞ ‘তদভাবঃ’—জগৎস্থিতির অভাব হইবে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমাণুক্রিয়াজ্ঞাতং সংযোগপূর্বকদ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ তार्কিকৈর্জগৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজ্ঞা কিং বাত্মগতাদৃষ্টজ্ঞেতি। নাথঃ আত্মপুণ্যাপুণ্য-জ্ঞাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্মগতেন তেন পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি নিরবয়বানাং পরমাণুনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ। তদেবমুভয়থাপি নাথক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাদি, ন হচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ততে প্রবর্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাক্। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্তকঃ। তদানুৎপন্নচেতনস্য তস্যাপি তত্ত্বাৎ। ন চাদৃষ্টোহুসারীশ্বরেচ্ছা তৎক্রিয়াহেতুঃ তস্য। নিত্যত্বেন নিত্যং তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধোভাবাৎ প্রতिसর্গে তদভাবঃ তস্যাপি সামগ্রীসত্ত্বেহনাবশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোর-ভাবান্ন সা। পরমাণুসু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতত্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দুইটি পরমাণুগত ক্রিয়া জ্ঞ উভয়ের সংযোগ জন্মিয়া দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি নৈয়্যায়িকগণ মনে করেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা এই—পরমাণু-ক্রিয়া কোন অদৃষ্ট জ্ঞ ? তাহা কি পরমাণু-গত অদৃষ্ট জ্ঞ ? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্ট জ্ঞ ? এই প্রশ্নে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ পরমাণুগত অদৃষ্ট-জ্ঞ, এ-কথা বলা চলে না ; পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্ম-জ্ঞ অদৃষ্ট

জীবেরই সম্ভব, উহা জীবের আত্মগত থাকিবে, পরমাণুতে থাকিতে পারে না। আর শেষপক্ষ অর্থাৎ আত্মগত অদৃষ্ট হইতে পরমাণুর ক্রিয়ার উৎপত্তি, ইহাও সমীচীন হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে কার্যাকারণের অসামান্যিকরণ ঘটে। যদি বল, সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকিবে অর্থাৎ জীবের সহিত সংযুক্ত পরমাণু, তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অদৃষ্ট, সেই পরমাণুতেই ক্রিয়া, এইরূপে কার্য-কারণের সামান্যিকরণ হইতে পারে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা অবয়বহীন কোনও দুইটি বস্তুর সংযোগ হয় না, পরমাণু নিরবয়ব, আত্মাও নিরবয়ব, তবে আত্মার সহিত পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হইবে? অতএব এই উভয় প্রকারে অদৃষ্ট পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। আর একটি কারণ এই, পরমাণু জড় পদার্থ, তাহার চেতন সম্পর্ক ব্যতীত দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? যেহেতু, অচেতন পদার্থ চেতনাবিধিহীন না হইলে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তিমান হয় না এবং অপরের প্রবৃত্তির প্রযোজকও হয় না, ইহা পূর্বে বিচারিত হইয়াছে। যদি বল, আত্মাই পরমাণুর প্রবৃত্তির কারণ, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় তোমরাই জ্ঞানের অভাবে আত্মার চৈতন্যভাব বলিয়াছ। তথাপি যদি বল—জীবের অদৃষ্টোৎসারিণী ঈশ্বরেচ্ছা পরমাণু ক্রিয়ার উৎপাদিকা হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। কেননা ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, অতএব নিত্যই সৃষ্টি হইয়া পড়ে। এই আপত্তির সমাধানার্থ যদি বল—সর্বদা জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধক বস্তু না থাকায় প্রতিসর্গে, অর্থাৎ প্রলয়ে সেই অদৃষ্টোদ্বোধকের অভাব, কেননা উৎপত্তির সামগ্রী (কারণ কূট) থাকিলে আর অদৃষ্টের উদ্বোধকের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—যখন ক্রিয়ার নিয়মসিদ্ধ (অব্যভিচারী) নির্দিষ্ট কোন কারণ নাই, তখন পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে না, আর পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অসিদ্ধ, সংযোগের অভাবে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তিও অসম্ভব, অতএব ‘তদভাবঃ’ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেতোতং কেচিদ্ভ্যাচক্ষতে। সৃষ্টিঃ প্রাক্ নিশ্চলৌ পরমাণু ক্রিয়া সংযজ্য দ্ব্যণুকম্পাদয়ত ইতি মন্তন্তে। তত্র ক্রিয়ানিমিত্তং কিঞ্চিদ্বাচ্যং ন বা। আত্মে জীবপ্রযত্নাভিঘাতাদি তন্নিমিত্তং বাচ্যম্।

তন্ন সম্ভবেৎ তস্ত সৃষ্টান্তরকালিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ে ক্রিয়ানুৎপত্তিরিত্যুভয়থাপি ন পরমাণুকর্ম্ম। অতন্তদভাবো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যভাব ইতি। পরমাণু-ক্রিয়েতাদি মূলগ্রন্থঃ স্মৃঢ়ার্থঃ। ন চ সংযুক্তেতি। পরমাণুভিঃ সংযুক্তে আত্মনি সমবেতমদৃষ্টং তান্ বিচালয়েৎ। তেন তেভ্যো দ্ব্যণুকাভ্যাংপত্তেরগ্নিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুর্নিরবয়বানামিতি। অব্যাপ্যবৃত্তিঃ খলু সংযোগো ন স পরমাণুভিঃ সাক্ষ্যমাশ্রয়ঃ শক্যো বস্তুমুবচ্ছেদকদ্বয়াভাবাদিত্যভাবঃ। বৃক্ষঃ কপিসংযোগীতাত্ৰাগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগো ন তু মূল্যবচ্ছেদ ইত্যবচ্ছেদক-দ্বয়সব্যাপেক্ষঃ স দৃষ্টঃ। যন্তু পরমাণুনামাশ্রয়ঃ সংযোগাদিত্যাদিরবচ্ছেদকঃ কল্পাতে তন্ন চাক তস্তাসম্বন্ধস্ত তদ্ব্যবহিত্যপ্রসঙ্গাৎ। সম্বন্ধস্ত তদ্ব্যে তু তত্রাপি তদন্তরকল্পনেহনবস্বৈবেতি যৎ কিঞ্চিদেতৎ। তদেতি প্রলয়ে। তস্ত জীবাত্মনঃ। তত্বাৎ জড়ত্বাৎ। দেহপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে তত্র জ্ঞানাদিশুণ্ড উৎপত্তেত। তদা দেহাভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেজড় আত্মেত্যর্থঃ। তস্তাদৃষ্টোদ্বোধস্ত। কস্তচিদিতি। অদৃষ্টস্ত জীবাত্মন ঈশ্বরেচ্ছায়া বেত্যর্থঃ। এবং প্রতিসর্গোহপি ন স্তাৎ পরমাণুনাং বিভাগায় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাৎ। ন তত্রেশেচ্ছা হেতুঃ তস্ত নিত্যত্বেনোক্তদোষাপত্তেঃ। ন চ জীবাদৃষ্টে ভোগার্থত্বেন খ্যাতস্ত তস্ত প্রলয়ার্থত্বকল্পনায়োগাৎ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—‘উভয়থাপি’ ইত্যাদি সূত্রটি কোন কোনও ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেন, যথা—সৃষ্টির পূর্বে নিষ্ক্রিয় বা জড় দুইটি পরমাণু-ক্রিয়া দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক উৎপাদন করে, ইহাই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। তাহাতে প্রশ্ন এই যে—এ ক্রিয়ার নিমিত্ত কিছু অবশ্য বস্তু কি না? যদি বস্তু হয়, তবে তাহা কি? জীবের প্রযত্ন অথবা অভিঘাত প্রভৃতি সেই ক্রিয়ার কারণ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে; যেহেতু উহা সৃষ্টির পরে হইতে পারে, আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ ক্রিয়ার কোনও নিমিত্ত নাই, এ-কথা বলিলে ক্রিয়ার উৎপত্তিই হইবে না; এই উভয় প্রকারেই পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে না। ‘অতন্তদভাবঃ’ অতএব দ্ব্যণুকাদি-সৃষ্টিক্রমে জগৎ সৃষ্টির অভাব এই ব্যাখ্যা করেন। পরমাণু-ক্রিয়া-জন্তু ইত্যাদি ভাষ্য-গ্রন্থের অর্থ সূক্ষ্মষ্ট, এজন্ত পুনর্ব্যাখ্যাত হইল না। ‘ন চ সংযুক্তসমবায়েন’ ইত্যাদি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অদৃষ্ট সেই পরমাণুগুলির ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেইজন্ত ক্রিয়াবিত্ত সেই পরমাণুগুলি

হইতে দ্ব্যণুকগুলি জন্মিবে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না, তাহার কারণ এই—নিরবয়বানামিত্যা—অবয়বশূন্য পরমাণুগুলির অবয়বশূন্য আত্মার সহিত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাতে যুক্তি এই—সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ নিজের অধিকরণেই তাহার অগ্ৰাংশে অভাব থাকে, তাহা (সেই সংযোগ) পরমাণুগুলির সহিত আত্মার হয় এ-কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ দুইটি অবচ্ছেদক (অংশ) নাই, ইহাই উহার তাৎপর্য। উদাহরণ স্বরূপ দেখান হইতেছে—‘বৃক্ষঃ কপিসংযোগী’—বৃক্ষটি একটি বানরযুক্ত, এ-কথা বলিলে বৃক্ষের সর্বাংশে কপির সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু অগ্রদেশে তাহার সংযোগ বৃক্ষের মূল-দেশে তাহার অভাব, এইরূপ দুইটি অংশকে অপেক্ষা করিয়া থাকে দেখা যায়। তবে যে পরমাণুগুলির আত্মার সহিত সংযোগ হইতে ক্রিয়োৎপত্তি হয়, এ-কথা নৈমায়িকগণ বলিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক কল্পিত হইয়াছে। তাহা ভাল হয় নাই, কেননা সেই সংযোগ সম্বন্ধ যদি অসমর্থ হয়, তবে যে কোন সময় যে কোন দেশের সহিত সংযোগ হইতে পারে। যদি সম্বন্ধ (সংযোগ) সত্য হয়, তবে তথায় সম্বন্ধান্তর আছে ধরিয়া অনবস্থা হইয়া পড়ে, অতএব ইহা অতি অসার কথা। তদানুৎপন্ন-চৈতন্যশূন্য ইত্যাদি তদা—অর্থাৎ প্রলয়-সময়ে। তস্তাপি তত্বাৎ ইতি—তস্ত—জীবাত্মার, তত্বাৎ—জড়ত্ববশতঃ। কথাটি এই—দেহ-মধ্যে অবস্থিত মনের সহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখন সেই আত্মার জ্ঞান, স্মৃতি, হৃৎ, কৃতি প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রলয়কালে দেহ না থাকায় জ্ঞানের অহুদয় হইল, কাজেই আত্মা জড়ই রহিল। ‘তস্তাপি সামগ্রী সত্ত্ব’ ইতি—তস্ত অর্থাৎ অদৃষ্টের উদ্বোধকের অপেক্ষা অনাবশ্যক। ‘কস্মচিৎ ক্রিয়াহেতোরিতি’—পরমাণুক্রিয়ার হেতু যে কোন একটির অর্থাৎ অদৃষ্ট, জীবাত্মা বা ঈশ্বরেচ্ছার অভাব হেতু। এইরূপে প্রলয়েরও অল্পপপত্তি, যেহেতু পরমাণুগুলির বিভাগের অল্পকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব। তথায় ঈশ্বরেচ্ছাকে কারণ বলিতে পার না, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, সেজন্ত নিত্য-প্রলয়ের আপত্তি রূপ পূর্ব বর্ণিত দোষ ঘটে। জীবের অদৃষ্টকেও প্রলয়ানুকূল বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ বলিতে পার না, তাহাতে আপত্তি এই, যদি তাহা বল, তবে জীবের ভোগের অল্পকূলরূপে খ্যাত সেই অদৃষ্টের প্রলয়কারণতা কল্পনা করা অযৌক্তিক ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—তार्কিকগণের মতে আর কি অসামঞ্জস্য আছে— তাহা বর্ণনাভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন—তार्কিকগণ যে বলেন, পরমাণুর ক্রিয়াজন্ত তৎ সংযোগপূর্বক দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণুক্রিয়া কি পরমাণুগত অদৃষ্টজন্তা? অথবা আত্মগত অদৃষ্টজন্তা? এই দুই পক্ষেই কস্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকিতে পারে না, আবার জীবগত অদৃষ্টের নিমিত্ত পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব নহে, এইজন্ত জগৎ সৃষ্টির অভাব।

এ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার তাঁহার সারগর্ভ ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“তব বিতবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।

বিশ্বস্বজন্তেহংশাংশান্তত্র মুখা স্পর্ধস্তি পৃথগভিমত্যা ॥” (ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি যাহা কিছু, তাহা বস্তুতঃ আপনারই লীলা, সেই বিশ্বস্ত্রী ব্রহ্মাদি দেবগণ—আপনারই অংশাংশ। সৃষ্টাদি-কার্যে যাহারা পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহা বুঝা।

আরও পাই,—

“পরমাণু-পরম-মহতোঃ সমাত্মান্তান্তবর্তী ত্রয়বিধুরঃ।

আদাবস্তে সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবাস্তবালেহপি ॥”

(ভাঃ ৬।১৬।৩৬) ॥ ১২ ॥

সূত্রম্—সমবায়ভূগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—‘সমবায়ভূগমাচ্চ’ নৈমায়িকগণের সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকারহেতু তাঁহাদের মত অসংলগ্ন। কি যুক্তিতে? উত্তর—‘সাম্যাৎ’—সমবায় সম্বন্ধও অল্প সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধী হওয়ায় সাম্য দেখা যায়, এজন্ত। তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর—‘অনবস্থিতঃ’—অনবস্থা দোষবশতঃ ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সমবায়স্বীকারাচ্চাসমঞ্জস্যং তন্মতম্। কূতঃ? সাম্যাদিতি। পরমাণুনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ সমবায়-সম্বন্ধস্তার্কিকৈ-
রঙ্গীকৃতঃ। স খলু ন সম্ভবতি। তস্মাপি সম্বন্ধিত্বসাম্যাং তত্রাপি
সমবায়োপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ
জনয়ন্ সমবায়ৈষ্টে: সম্বন্ধ এব জনয়েদন্তথাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ,—
সমবায়ান্তরঙ্গীকারেহনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্ত্বং
ত্রাপি স এবাস্ত কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোহতু্যপগন্তম্। তস্য স্বরূপ-
মাত্রতয়া সর্বত্র সর্বধর্মপ্রাপ্তে: কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ো গন্ধঃ
পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপদ্যেত সমবায়স্যৈ-
কত্বেন তত্ত্বংসমবায়স্য তত্র সম্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি
বোধ্যং তন্নিরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্ত্বাৎ।
অতিরিক্তস্য চ নিয়তপদার্থবাদেহসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধস্তর্কসময়ঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমাণু প্রভৃতি অবয়বে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি অবয়বী দ্রব্য
সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িকগণের সমবায় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু
ঐ মত সঙ্গত হইতেছে না, তাহার কারণ কি? উত্তর—সাম্যাৎ—সমানভাবে
সমবায় স্বীকার হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—তার্কিকগণ
স্বীকার করিয়াছেন—অবয়বী দ্ব্যণুকগুলির সহিত অবয়ব-পরমাণুগুলির
সমবায়-সম্বন্ধ। সেই সমবায়-সম্বন্ধই সম্ভবপর নহে, কেননা, সেই সমবায়ও
আর একটি সমবায়-সম্বন্ধে বর্তমান বলিতে হয়, তাহা স্বীকার করিলে
তাহার সত্তাও অগ্ন সমবায়-সাপেক্ষ হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ ঘটে।
কথাটি এই—দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বৈশিষ্ট্যবুদ্ধির-জনক হয় সমবায় সম্বন্ধ,
সেই সমবায়-সম্বন্ধ দ্রব্যাদির সহিত অচ্ছেদ্যরূপে বর্তমান থাকে, কিন্তু সেই
সম্বন্ধ আবার কোন সম্বন্ধে তথায় বর্তমান, এই অপেক্ষায় সমবায়কেই বলিতে
হয়, আবার ঐ সমবায় কোন সম্বন্ধে বর্তমান, এই অপেক্ষায় আবার সমবায়কে
বলিলে অনবস্থা-দোষই ঘটে। সমবায়-সম্বন্ধ-বৈশিষ্ট্যে সমবায়কে সম্বন্ধরূপে
স্বীকার না করিলে অতিপ্রসঙ্গ-দোষ হয়। আবার এইরূপে অগ্ন সমবায়-সম্বন্ধ
ঘটকরূপে স্বীকৃত হইলে অনবস্থা-দোষই হয়। যদি বল, সমবায়-সম্বন্ধ

ঘটক-সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধই বলিব, ইহাও বলিতে পার না। সংযোগাদিস্থলেও
সেই স্বরূপ-সম্বন্ধ বল না কেন? সমবায় বলিয়া একটি অতিরিক্ত পদার্থ
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইষ্টাপত্তিও করিতে পার না অর্থাৎ স্বরূপ
সম্বন্ধকেও সমবায়ের সম্বন্ধ মানিতে পার না, যেহেতু তাহাতে দোষ এই হয়
যে, সেই স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-স্বরূপ, অতএব সকল পদার্থেই সকল
ধর্মের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—তোমাদের
মতসিদ্ধ সমবায় এক, অতএব পৃথিবীর যে গন্ধ-সমবায় তাহার ও বায়ুর স্পর্শ-
সমবায়ের একত্ব নিবন্ধন বায়ুতে গন্ধবস্তু প্রতীতি হউক। এইরূপ পৃথিবীতে
শব্দ, আত্মায় রূপ, তেজে জ্ঞানবস্তু হইতে পারে। যেহেতু সমবায় এক, অতএব
সেই সেই দ্রব্যাদিতে গুণাদির সমবায় বর্তমান। যদি বল, পৃথিবী-নিরূপিত
গন্ধ-সমবায়, বায়ু-নিরূপিত স্পর্শ সমবায়, ইত্যাদি বিশেষ সমবায় সমবায়-সামান্য
হইতে ভিন্ন। অতএব পৃথিবীর গন্ধ বায়ুতে, বায়ুর স্পর্শ আকাশে থাকিতে
পারে না, এ-কথা বলিলেও দোষোদ্ধার হইবে না, যেহেতু তত্ত্ব নিরূপিতত্বটিও
তত্ত্বংস্বরূপমাত্র, অতএব সেই সমবায় গন্ধাদি নিরূপিত-সমবায় হইতে ভিন্ন
নহে, সমবায়েরই স্বরূপ, তাহা হইলে গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়ও বায়ু
প্রভৃতিতে আছে। কাজেই সর্বত্র সকল ধর্মসম্ভার আপত্তি। যদি বল,
গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায় শুদ্ধ সমবায় হইতে অতিরিক্ত একটি পদার্থ, তাহাও
নহে; কারণ তাহা বলিলে নিয়ত সপ্ত পদার্থবাদী বৈশেষিকগণের পক্ষে
অতিরিক্ত নিরূপিত সমবায় বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ হয়, অতএব উহা অসম্ভব।
এই সব কারণে তার্কিক-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমবাস্তি। পরমাণু প্রভৃতি অবয়বে দ্ব্যণুকাদিরবয়বী
সমবাস্তি তিষ্ঠতি। দ্রব্যে গুণকর্মণী। দ্রব্যগুণকর্মণী দ্রব্যাদিক জাতিশ্চ
তেনৈব তিষ্ঠতীতি তার্কিকা মন্তন্তে। নিত্যসম্বন্ধো হি সমবায়ঃ। অথাবয়ববিশিষ্ট-
গুণবিশিষ্টাদিষু তিষ্ঠন্ সমবায়ঃ কেন সম্বন্ধেন তিষ্ঠেদিতি পৃচ্ছায়াং সংযোগেন
তিষ্ঠেদিতি ন শকাৎ বক্তুং দ্রব্যায়োরব সংযোগাঙ্গীকারাৎ। সমবাস্তি
তিষ্ঠেদিতি চেৎ তাহি সোহপি সমবাস্তিনেত্যবয়বনবস্থা শ্রাদিতার্থঃ। এতদ্বিশ-
দ্যতি তথাহীতি। তৈগুণাদিবিশিষ্টে: সম্বন্ধ এব সন্ সমবাস্ত্যং গুণাদি-
বিশিষ্টবুদ্ধিঃ জনয়েৎ। অগ্নত্যা তৈরসম্বন্ধস্ত তদ্বুদ্ধিজনকত্বস্বীকারে সতীতার্থঃ।
স্বরূপমেবেতি। সমবাস্ত্যং স্বরূপং স এব তস্য সম্বন্ধো ন তু সম্বন্ধান্তরং

তেন নানবস্থেতি চেৎ উচ্যতে। তর্হ্যনুত্র সংযোগাদাবপি স এব স্বরূপ-সম্বন্ধ এবাস্ত কিং তেন সমবায়েন, সংযোগাদেগুণপরিভাষায়াঃ কল্পিতত্বাৎ ন তস্মা সম্বন্ধার ইতি ভাবঃ। বেদান্তিনস্ত তত্র তত্র বিশেষণতৈব সম্বন্ধো বোধঃ। ন চেতি। স স্বরূপসম্বন্ধঃ। সর্বত্র সর্বধর্মপ্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনা-মিত্যাदिना। সমবায়শ্চৈকত্বেনেতি। গন্ধাদিসমবায়স্ত বায়ুদিষপি সম্বাদিতার্থঃ। ন চ তদ্বিতি। গন্ধনিরূপিতঃ সমবায়ো ন বায়ো শব্দনিরূপিতস্ত ন পৃথিব্যামিতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি ন বাচ্যমিতার্থঃ। তত্র হেতুস্তদ্বিতি। সমবায়স্ত যৎ গন্ধাদিনিরূপিতস্ত তৎ কিল সমবায়স্বরূপান্নাতিরিক্তমতস্তস্তাপি গন্ধাদিনিরূপিতসমবায়স্তাপি তত্ত্বাৎ বায়ুদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্বত্র সর্বধর্মপ্রাপ্তিরিতার্থঃ। অত্রৈব কেচিদ্ব্যাচক্ষতে—সমবায়ভূতাপগমাচ্চ তর্ক-সিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ। নহু তদভূতাপগমে কো দোষস্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেরিতি। দ্ব্যণুকং পরমাণুভ্যামত্যন্তং ভিন্নং সৎ সমবায়মপেক্ষতে এবং সমবায়োহপি সমবায়িভ্যামত্যন্তং ভিন্নঃ সন্ন্যেজেন সমবায়েন তাভ্যাং সম্বধ্যত। ভিন্নস্বসাম্যাদসম্বন্ধস্ত চ সম্বন্ধজ্ঞাদর্শনাৎ। তথা চ তস্তাপি তৎসাম্যাৎ সমবায়ান্তরমিত্যানবস্থাপত্তিঃ। স্বরূপস্ত সম্বন্ধস্তে তু সমবায়বিলোপপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—‘সমবায়ভূতাপগমাচ্চৈতি’ তार्কিকগণ বলেন—পরমাণু প্রভৃতি অবয়বগুলিতে দ্ব্যণুকাদি অবয়বী সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, এইরূপ গুণ-কর্ম দ্রব্যে, দ্রব্যে, গুণে, কর্মে দ্রব্যে, গুণে, কর্মে ও সত্তাজাতি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ, ইহা আগন্তুক নহে। এক্ষণে তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন হইতেছে—এ অবয়বাত্মক পরমাণুতে এবং গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে বর্তমান যে সমবায়, তাহা কোন্ সম্বন্ধে আছে? যদি বল, সংযোগ সম্বন্ধে বর্তমান, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু দুইটি দ্রব্যেরই সংযোগ হয়, দ্রব্যগুণের সংযোগ হয় না—ইহা তোমরা স্বীকার কর। তাহাতে যদি বল, ঐ সমবায়-সম্বন্ধে সমবায় বর্তমান হইবে, তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধ-ঘটক সমবায় কোন্ সম্বন্ধে থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি সমবায়কে পুনরায় স্বীকার কর, তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িল। এই কথাই ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিতেছেন—‘তথাহি গুণক্রিয়াজাতি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সেই গুণাদিবিশিষ্ট পদার্থগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সমবায় বিশেষ্য ও বিশেষণে থাকিয়া উহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি

জন্মাইয়া দিবে। ‘অন্তথাতিপ্রসঙ্গাৎ’—ইতি অন্তথা অর্থাৎ সেই গুণাদির সহিত সম্বন্ধহীন বিশেষ্য হইলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য প্রতীতি সর্বত্র হইয়া যায়। ‘স্বরূপমেবেতি’—যদি বল, স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সমবায় থাকিবে অর্থাৎ সমবায়ের যে স্বরূপ, তাহাই সমবায়ের সম্বন্ধ, তদ্বিভিন্ন অন্ত কোন সম্বন্ধ নহে, অতএব অনবস্থা-দোষ হইতেছে না; ইহাতে বলিতেছি—তাহা হইলে ‘অন্তত্রাপি স এবাস্ত কিন্তেন’ অন্তত্র-সংযোগাদিস্থলেও স এবাস্ত—সেই স্বরূপ-সম্বন্ধই হউক, কিন্তেন—সমবায় স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ভাবার্থ এই—সংযোগাদিকে তোমরা যে গুণ-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছ, উহাতে কল্পিত, অতএব কল্পিত পরিভাষা-বলে ঐ দোষোক্তার হইতেছে না। বৈদান্তিক-গণ ঐ সব দ্রব্যগুণবিশিষ্টাদি বুদ্ধিতে স্বরূপ-সম্বন্ধই স্বীকার করেন, সমবায় নহে, ইহা জ্ঞাতব্য। ‘ন চ যুক্তঃ সোহভূতাপগন্তুম্’ ইতি—সঃ—অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধও সমবায়-সম্বন্ধের ঘটক বলিতে পার না। তাহাতে সর্বত্র সর্বধর্মপ্রাপ্তিদোষ ঘটে, তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন—কিঞ্চ সমবায়বাদিনামিত্যাदि बাক्याद्वारा। সমবায়শ্চৈকত্বেনেতি—সমবায় এক হওয়ার গন্ধাদি-সমবায় বায়ু প্রভৃতিতেও আছে, এই হেতু। ‘ন চ তন্নিরূপিত ইতি’ যদি বল, গন্ধনিরূপিত সমবায় বায়ুতে নাই, শব্দনিরূপিত সমবায় পৃথিবীতে নাই, অতএব উক্ত আপত্তি নাই, এ-কথাও বলিতে পার না, তাহার হেতু “তন্তন্নিরূপিত” ইত্যাদি গ্রন্থ—ইত্যাদি—গন্ধাদি নিরূপিত যে সমবায়, ইহা সমবায়স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব সেই গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়েরও বায়ু প্রভৃতিতে সত্তা আছে, স্তত্রাৎ যে কোন বায়ু প্রভৃতিতে পৃথিবী প্রভৃতির ধর্মের আপত্তি, ইহাই বক্তব্য। এই স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—‘সমবায়ভূতাপগমাচ্চ তর্কসিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ’ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সমবায় স্বীকার করায় বৈদান্তিকগণের মতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। যদি বল—তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘সাম্যাদনবস্থিতেঃ’ সমস্ত সমবায়ের ঐক্য-নিবন্ধন-দোষ ও অনবস্থা-দোষ হয়। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—দ্ব্যণুক দুই পরমাণু হইতে একান্ত ভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ দ্বারা উভয়ে সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। এই ভিন্নত্বের তুল্যতা বশতঃ এবং অসম্বন্ধের সম্বন্ধ থাকে না, এইজ্ঞাত। তাহাতে ক্ষতি এই, সেই সমবায়েরও দ্রব্যগুণাদির সাম্য-বশতঃ তাহার ঘটক-সম্বন্ধ অন্ত একটি সমবায়, এইভাবে অনবস্থাপত্তি।

স্বরূপকে তাহার সম্বন্ধ বলিলে সমবায়-স্বীকার নিশ্চয়োজন, অতএব সমবায়ের বিলোপ হয় ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—নৈয়ায়িকদিগের মতের আরও একটি অর্থোক্তিকতা সূত্রকার বর্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন। উহাদের মতে সমবায় নামক যে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত আছে, তাহাতে এই সমবায়-সম্বন্ধ অত্র সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয়, সেই জগৎ অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়।

ভাষ্যকার তাহার ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া এই জটিল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিলাম না। ভাষ্য ও টীকার অম্ববাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যদা ক্ষিতাবেব চরাচরশ্চ

বিদ্যাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।

তন্মামতোহনুদ্যবহারমূলং

নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়াত্ময়েয়ম্ ॥” (ভাঃ ৫।১২।৮)

কার্যের মূল কারণ অবগত হইলে তৎকার্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতেই হয়, তাহাতে নানা প্রকার অর্থোক্তিক কথার অবতারণা করিতে হয় না। যেমন মুৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তজ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। তখন আর বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদিগের গ্রাণ্য অসার যুক্তি কল্পনা করিতে হয় না ॥ ১৩ ॥

সূত্রম্—নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—সমবায়কে যখন নিত্য বলা হইতেছে, তখন সেই সমবায়-সম্বন্ধী জগৎও নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব নৈয়ায়িকমত অসংলগ্ন ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারান্তঃসম্বন্ধিনোহপি জগতো নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু সেই সমবায় সম্বন্ধে

সম্বন্ধী জগতেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়ে, কিন্তু জগৎ অনিত্য,—তাহাদের মত এই অসঙ্গতি দোষদুষ্ট ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যমিতি। সম্বন্ধনিত্যত্বং খলু সম্বন্ধনিত্যত্বমন্তরা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। অত্র ব্যাচক্ষতে। পরমাণবশ্চেৎ প্রবৃত্তিস্বভাবাস্তদা নিত্যং সর্গপ্রসঙ্গঃ নিবৃত্তিস্বভাবাশ্চৈরিত্যং প্রলয়প্রসঙ্গ ইত্যুভয়নিত্যতাপত্তেরসমঞ্জস-স্বত্বসময় ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—অভিপ্রায় এই—সম্বন্ধীর সত্তা সম্বন্ধের সত্তাধীন হইয়া থাকে; নতুবা সম্ভব নহে অর্থাৎ সম্বন্ধী নিত্য না হইলে সম্বন্ধ নিত্য হয় না। এ-বিষয়ে ব্যাখ্যাকর্তার বলেন, যদি পরমাণুগুলির কার্যোৎপাদকতা স্বভাব হয়, তবে সর্বদা সৃষ্টি হয় না কেন? যদি কার্যের নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে নিত্য প্রলয় হউক; এইরূপে উভয় পক্ষেই নিত্যতাপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব তর্ক সঙ্গতিহীন ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সমবায়-স্বীকারকারী তার্কিকদিগের মত খণ্ডন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহারা যখন সমবায়কে নিত্য স্বীকার করেন, তখন উহাদের মতে তৎসম্বন্ধী জগতেরও নিত্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, সেই কারণেও নৈয়ায়িকের মত অসমঞ্জস বলিতে হইবে, কারণ জগৎ অনিত্য।

সম্বন্ধ-নিত্যত্ব কখনও সম্বন্ধি-নিত্যত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। পরমাণু সমূহ যদি প্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য নিত্যই হইয়া পড়ে, আর নিবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত বলিলেও নিত্যপ্রলয়-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; সুতরাং উভয়স্থলেই নিত্যতার আপত্তিবশতঃ তার্কিকের এই মত অসমঞ্জস।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তন্মাদিদং জগদশেষমসংস্বরূপং

স্বপ্নাভমন্তধিষণং পুরুহুঃখদুঃখম্।

ত্বম্যেব নিত্যস্ববোধতনাবনন্তে

মায়াত উগদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২২)

অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য, জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনার

আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের জ্ঞান প্রদীত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

সূত্রম্—রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—নৈয়ায়িক মতের অসমঞ্জসতার আর একটি কারণ—‘রূপাদি-মত্বাচ্চ’—পার্শ্বিক, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসগন্ধস্পর্শবস্তা-স্বীকারহেতু, ‘বিপর্যয়ঃ’—পরমাণুর নিত্য-নিরবয়বত্ববাদের ভঙ্গ হয়। প্রমাণ? ‘দর্শনাৎ’—যেহেতু রূপাদিমান্ ঘটাদিতে সেইপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পার্শ্বিপ্যাতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণুনাং রূপরসগন্ধস্পর্শবস্তাস্বীকারান্তেষু নিত্য-নিরবয়বত্ববিপর্যয়োহনিত্য-সাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথা দর্শনাদিতি স্বীকার-পরিচয়াদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পার্শ্বিক—ভূমি সঞ্চীয়, আপ্য—জলীয়, তৈজস—অগ্নি-সঞ্চীয় ও বায়বীয়—পরমাণুগুলির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবস্তা স্বীকৃতিহেতু সেইসকল পরমাণুতে স্বীকৃত নিত্য ও অংশহীনত্বের বিপর্যয়—বৈপরীত্য অর্থাৎ অনিত্য, সাবয়বত্ব হইয়া পড়িবে, প্রমাণ? যেমন রূপাদি বিশিষ্ট ঘটাদিতে অনিত্য ও সাবয়বত্ব দেখা যায়, অতএব উহা (পরমাণুর নিত্য ও নিরবয়বত্ব স্বীকার) পরিচয় হেতু নৈয়ায়িক মত অসঙ্গত ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মাটিকা—রূপাদিমত্বাদিতি। পার্শ্ববাদঃ পরমাণবো রূপাদিমন্তো নিত্যাস্তি তর্কিকসিদ্ধান্তঃ। স ন যুক্তঃ। তেহনিত্যাঃ স্থলাশ্চ রূপাদিমত্বা-দৃষ্টাদিবদ্বিতি বিপরীতাত্মমানসত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

টিকানুবাদ—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত এই যে—পার্শ্বিক, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুগুলি রূপ-রসাদি-বিশিষ্ট ও উহার নিত্য। সেই মত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, কেননা ঐ বাদের প্রতিকূল অত্মমান রহিয়াছে—যথা ‘পার্শ্ববাদিপরমাণবঃ অনিত্যাঃ স্থলাশ্চ (অবয়বিনঃ)’

রূপাদিমত্বাৎ ঘটাদিবৎ’। পার্শ্ববাদি পরমাণুগুলি অনিত্য ও অবয়ববিশিষ্ট, ইহা—সাধ্য, হেতু—রূপাদিমত্বা, দৃষ্টান্ত—ঘটাদি ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আর একটি কারণেও যে নৈয়ায়িক মতে সামঞ্জস্য নাই, তাহাই এক্ষণে সূত্রকার দেখাইতেছেন। পার্শ্বিক, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণুতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বিশিষ্টতা-স্বীকার হেতু, পূর্ব স্বীকৃত পরমাণুসমূহের নিত্য ও নিরবয়বত্বের বিপর্যয় হইয়া অনিত্য ও সাবয়বত্ব আসিয়া পড়ে, কারণ রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদিতে ঐরূপ দেখা যায়। স্বীকার করিয়া আবার সেই স্বীকার-পরিচয় হেতু এই মত অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“আন্তস্তাবস্ত যমধ্যমিদমন্তদহং বহিঃ।

যতোহব্যাস্ত নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিহ্নবান্ ॥”

(ভাঃ ৮।১২।৫) ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যদি পরমাণুগুলির রূপাদি স্বীকার না করা যায়, তবে তাহাদের কার্য স্থল ঘটপটাদিরও রূপাভাব হইয়া পড়ে, আবার যদি রূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণুগত রূপাদির অনিত্য-স্থলত্বাদি দোষ হয় ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমাণুনাং রূপাত্মনঙ্গীকারে স্থলপৃথিব্যাদে-রপি তদভাবপ্রাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়া রূপাত্মঙ্গীকারে তু প্রাপ্তদোষ ইত্যুভয়থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমাণুতে রূপাদি স্বীকার না করিলে তাহাদের কার্য স্থল ঘটপটাদিতে রূপাভাব হইয়া পড়ে। আবার সেই দোষ পরিহারের জন্য যদি রূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণুর অনিত্য ও স্থলত্বাদি দোষাপত্তি, এইভাবে উভয় অর্থাৎ রূপবস্তা ও অরূপবস্তা বিচারাসহ হওয়ায় উহা অসঙ্গত ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেতি । তদভাবপ্রাপ্তিঃ রূপাত্তভাবপ্রসঙ্গঃ । তৎ-
পরিজিহীষ্যেতি স্থূলপৃথিব্যাदिषু রূপাত্তভাবপ্রসঙ্গো মাভূদিতি তদোষপরি-
হারেচ্ছয়া পুনঃ পরমাণুযু রূপাত্তস্বীকারে সতি তেষ্মনিত্যস্থূলত্বরূপপূর্বোক্ত-
দোষাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—উভয়থাপি ইত্যাদি সূত্রে ‘তদভাবপ্রাপ্তিঃ’—রূপরসস্পর্শাদির
অভাব হউক । তৎপরিজিহীষ্যেতি—যদি ঐ আপত্তি নিরাসের জন্য অর্থাৎ
স্থূল পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপাত্তভাবের আপত্তি পরিহারেচ্ছায় পরমাণুতে রূপাদি
স্বীকার কর, তবে পরমাণুগুলিতে স্থূলত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি পূর্বোক্ত দোষ
আসিয়া পড়ে ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পরমাণুবাদী তार्কিকগণের মতের আর একটি অযৌক্তি-
কতা-প্রদর্শনমূলে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরমাণুগণের রূপাদি
অঙ্গীকার না করিলে স্থূল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাবপ্রসঙ্গ উপস্থিত
হয়, দ্বিতীয়তঃ পরমাণুতে রূপাদির অঙ্গীকার করিলেও পূর্বোক্ত দোষ আসিয়া
পড়ে । এমতাবস্থায় উভয়দিকেই বিচারের অযোগ্যত্ব-হেতু সেই মতের
সামঞ্জস্যের অভাব ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ ।
ভৌতিকানাং যথা খং বাতুর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ।
এবং জ্ঞেতানি ভূতানি ভূতেষাং ততঃ ।
উভয়ং মধ্যমং পরে পশ্যতাত্মকমকরে ॥”

(ভাঃ ১০।৮২।৪৫-৪৬) ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সর্বথানুপাদেয়ত্বমুপদিশন্তু পসং-
হরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর নৈয়ায়িকমত সর্বপ্রকারেই
অগ্রাহ্য, ইহা উল্লেখ করতঃ ঐ মতের উপসংহার করিতেছেন—

সূত্রম্—অপরিগ্রহাচ্চাত্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—‘অপরিগ্রহাচ্চ’—বিশেষতঃ সকল বাদীই এই বেদবিরুদ্ধ পরমাণু-
বাদকে অস্বীকার করায়, ‘চ’ এবং পূর্বোক্ত অসঙ্গতি হেতু,—‘অত্যন্তমনপেক্ষা’
—শ্রেয়োহর্থীদিগের ইহাতে একেবারেই অনপেক্ষা অর্থাৎ অনাস্থা ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্মহা-
দিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্যাৎ । অস্যা তু পরমাণু কারণবাদস্য
বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োহ-
র্থিনামপেক্ষা স্যাদিতি ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কপিলাদি মতগুলির মধ্যে কোন কোনও অংশ—বচন
শ্রবণে মনু প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য কিছু অংশে আস্থা আছে ; কিন্তু
নৈয়ায়িক সম্মত এই পরমাণু কারণবাদ বেদবিরুদ্ধ, ইহা সেই মনু প্রভৃতি
শিষ্টগণ কোন অংশতঃও গ্রহণ করেন নাই এবং অসঙ্গতিবশতঃ এইমতে
শ্রেয়োহর্থী ব্যক্তিদিগের (মুক্তিকামীদের) আস্থা থাকিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপরিগ্রহাদিতি । কেনচিদংশেনেতি । সংকার্য্যাত্ম-
শেনেতি বোধ্যম্ । অসঙ্গতেশ্চেতি । ইয়ঞ্চ পূর্বব্যাখ্যানেষু বিস্কটেব দ্রষ্টব্য ।
শ্রেয়োহর্থিনাং—পরমার্থলিপুনাম্ । তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা চ দুর্ধোনিপ্রদেত্যুক্তম্
মোক্ষধর্মে—“আত্মীক্ষিকীং তর্কবিভ্রামহরক্তো নিরর্থিকাম্ । তন্তৈব ফলনি-
বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম” ইতি ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—‘অপরিগ্রহাৎ’—এই সূত্রে, কেনচিদংশেন ইত্যাদি ভাষ্য—
কোন কোনও অংশ দ্বারা—যেমন সংকার্য্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা ঐক্য
আছে, জানিবে । অসঙ্গতেশ্চ ইতি—এই অসঙ্গতি পূর্ববর্ণিত ব্যাখ্যায়
পরিষ্কৃষ্টই আছে, দেখিবে । শ্রেয়োহর্থিনাম্—পরমার্থলাভেচ্ছুদিগের । তর্ক-
শাস্ত্রে নিষ্ঠা নিবৃত্তি জাতিতে জন্মের কারণ হয়, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্বে
মোক্ষধর্মে কথিত আছে, যথা—‘আত্মীক্ষিকীং তর্কবিভ্রামহরক্তো বনে মম’ । কোন
শৃগাল বলিতেছে,—আমি পূর্বজন্মে নিষ্ফল তর্কবিভ্রায় অন্তরুক্ত হইয়া অধ্যয়ন
করিয়াছিলাম, তাহারই বিপাকে (পরিণাম ফলে) বনে বাস ও শৃগাল-
জন্ম-প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে পরমাণুবাদীর মত সর্বপ্রকারেই অহুপাদেয়, ইহা জ্ঞাপনমুখে উপসংহার করিতেছেন।

কপিলাদির মতের কোন কোন অংশ শিষ্টমত প্রভৃতি স্বীকার করায় আমাদেরও কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ পরমাণুবাদী বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণের মতের কোন অংশই শিষ্টগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই, পরমার্থলিপ্সু কেহই এরূপ বেদবিরুদ্ধ মত আদৌ গ্রহণ করিবেন না। ভাস্কর্য্যকার তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা দুর্ধোনিপ্রাপক। এ-বিষয়ে শ্রীমহাভারতের প্রমাণও দিয়াছেন। টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীনার্কেভৌমবাক্যে পাই,—

“তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু স্থিতির করিল।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥
তর্কশাস্ত্রে—জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২।১২-২।১৪)

“নার্কেভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ-সম্পদ—সিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—এছে কোন্‌ হয় ॥
তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি’।
সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ ॥
কাঁহা বহিস্মুখ তার্কিক শিষ্টগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

“যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥

‘মীমাংসক’ কহে,—‘ঈশ্বর হয় কণ্ঠের অঙ্গ’।
‘সাংখ্য’ কহে,—“জগতের প্রকৃতি কারণ ॥”
‘শ্যাম’ কহে,—‘পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়’।
‘মায়াবাদী’ নির্বিশেষ-ব্রহ্মে ‘হেতু’ কয় ॥
‘পাতঞ্জল’ কহে,—‘ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান’।
‘বেদমতে’ কহে তাঁরে স্বয়ংভগবান্ ॥
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা ‘বেদান্ত’-বর্ণন ॥
‘বেদান্ত’-মতে ব্রহ্ম ‘সাকার’ নিরূপণ।
‘নিগুণ’ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত’ ‘সগুণ’ ॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে ‘তত্ত্ব’ নাহি জানি।
‘মহাজন’ যেই কহে, সেই ‘সত্য’ মানি ॥
“তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ স্রুতয়ো বিভিন্না নানারুর্বিষ্ম মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মাঃ ॥”
(মহাভারত-বনপর্ব)
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই ‘তত্ত্ব’ সার ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৭)

আমাদের পরাংপর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘কল্যাণ-কল্পতরু’-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“মন, তুমি পড়িলে কি ছার ?
নবদ্বীপে পাঠ করি,’ শ্যামরত্ন নাম ধরি’,
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার ॥ ১ ॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল;
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার ॥ ২ ॥

হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার ?
অহুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর,
সাধন কেমনে হবে তাঁর ? ॥ ৩ ॥
সহজ সমাধি ত্যজি' অহুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার ।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো, ধিক্, সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥
অন্টার জ্বায়ে মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাংসার ॥ ৫ ॥

এতৎ-প্রসঙ্গে ভাস্কর্য্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত সিদ্ধান্তরত্নের টীকাও আলোচ্য ।

শ্রীমন্তাগবতে শ্রুতির স্তবে পাই,—

“জনিয়মতঃ সতো মৃতিমুতানি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশস্তি ত আকুপিতৈঃ ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধরুতা
অয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥” (ভাঃ ১০।৮।২৫)

অর্থাৎ হে দেব, বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বিগণ অসৎ হইতে ব্রহ্মত্বের উৎপত্তি কীর্তন করেন, নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার ভূঃখ-নাশকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন, সাংখ্যকারগণ আত্মবস্তুতে ভেদ বর্ণন করেন এবং মীমাংসকগণ কর্মফল-ব্যবহার অর্থাৎ কর্মফলজাত স্বর্গাদির সত্যত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু তাহাদের পূর্বোক্ত উপদেশ সমূহ ভ্রমজনিতই হইয়া থাকে, বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টিজাত নহে । পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধ্যে যে ভেদ বর্তমান, তাহা অজ্ঞানেরই বিলাস মাত্র বলিয়া তাদৃশ অজ্ঞানের অতীত অসঙ্গ চিদ্ব্যনস্বরূপ আপনার মধ্যে তাদৃশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্তমান থাকিতে পারে না ।

দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

“ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরেবর্ষশো
জগৎপবিত্রং প্রগুণীত কর্হিচিং ।
তদ্ব্যয়সং তীর্থমুশস্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ” (ভাঃ ১।৫।১০) ॥ ১৭ ॥

বৌদ্ধমতের খণ্ডন

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে । তত্র বুদ্ধমূর্নৈবৈভাষিকসৌত্রান্তিকযোগাচারমাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ । তেষু বাহ্যঃ সর্বোহপ্যর্থঃ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ । বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদর্থোহনুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ । অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসং বাহ্যোহর্থস্ত্ব স্বাপ্নতুল্য ইতি যোগাচারঃ । সর্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ । ইত্যেবং তে মতানি দক্ষঃ । ভাবপদার্থঃ সর্বত্র ক্ষণিকঃ । তত্রাত্তৌ ভূতভৌতিকশ্চিহ্নচৈত্যশ্চেতি সমুদায়দ্বয়ং মত্তোতে । তথাহি রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চ স্কন্ধা ভবন্তি । তেষু ধরন্থেহোষ্ণচলনশ্চাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদি-ভূতচতুষ্টয়রূপেণ সংহতন্তে । তচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণেতি স এষ ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধো বাহ্যসমুদায়ঃ । অহংপ্রত্যয়সমাক্রটো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ । স এষ কর্তা ভোক্তা চাত্মা । সুখবেদনা ভূঃখবেদনা চ বেদনাস্কন্ধঃ । দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্কন্ধঃ । রাগদ্বेषমোহাদিশ্চৈতসিকো ধর্ম্যঃ সংস্কারস্কন্ধঃ । ত এতে চত্বারঃ স্কন্ধাশ্চিহ্নচৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে । সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন চান্তঃ সংহতন্তে । তদয়মান্তরঃ সমুদায়শ্চতুস্কন্ধীরূপঃ । ইদমেব সমুদায়দ্বয়মশেষং জগৎ । এতদনুদাকাশাদিকমবস্থত্বভূতমিতি । অত্র সংশয়ঃ । এষা সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তা ন বেতি । এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তেযুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধন্তে-

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে বুদ্ধমতের খণ্ডন করিতেছেন—সেই বুদ্ধমতে পাণ্ডয়া যায়—বুদ্ধ মূনির বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামে চারিটি শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈভাষিক বলেন—বাহু ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য। সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থের অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ঘটাদি-আকারে জ্ঞান জন্মিলে পরে সেই ঘটাকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়, ইহা বলেন। বাহু বা আভ্যন্তর কোনও পদার্থ সং নহে, একমাত্র বিজ্ঞানই যথার্থ সং, বাহু পদার্থ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত মিথ্যাভূত—ইহা যোগাচার বৌদ্ধের মত। মাধ্যমিকের মতে বাহু আভ্যন্তর সমস্তই শূন্য। এইরূপে তাঁহারা মতভেদ পোষণ করেন। ইহাদের সকলের মতে জগতে যাহা কিছু ভাব-পদার্থ অর্থাৎ সং বলিয়া প্রতীয়মান, সে সমস্তই সকল অবস্থায় ক্ষণিক। তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকমতে ‘ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈত্যা’ দুইটি সমুদায় স্বীকৃত হয়। কি ভাবে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—রূপস্বক্ষ, বিজ্ঞানস্বক্ষ, বেদনাস্বক্ষ, সংজ্ঞাস্বক্ষ ও সংস্কারস্বক্ষ এই পাঁচটি স্বক্ষ (স্তর) আছে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণু আছে। ইহাদের মধ্যে পার্থিব পরমাণুর খর স্বভাব, জলপরমাণুর স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর চলন- (গতি) গুণ। সেই সকল পরমাণুপুঞ্জ মিলিত হইয়া পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটি ভূতরূপে উৎপন্ন হয়। সেই চারিটি ভূত দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত হয়, ইহাকেই ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্বক্ষ বলে, ইহা বাহু বস্তু। অহংজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান-ধারা হইতে থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানস্বক্ষ। তাহাকেই ভোক্তা ও কর্তা আত্মা বলা হয়। স্খানুভূতি ও দুঃখানুভূতির নাম বেদনাস্বক্ষ। দেবদন্ত, চৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তির নাম সংজ্ঞাস্বক্ষ। রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি চিত্তধর্মের নাম সংস্কারস্বক্ষ। সেই বিজ্ঞানাদি চারিটি স্বক্ষকে চিত্তচৈতন্যিক বলা হয়, এই অন্তরের সমুদায় চতুঃস্বক্ষাত্মক। এই দুইটি সমুদায় লইয়াই সমস্তজগৎ অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ, ইহা অবস্তভূত। এইমতে সংশয় হইতেছে, এই সমুদায় দ্বয়কল্পনা যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষী বলেন—হাঁ, ইহা দ্বারাই যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন ইহা যুক্তই বটে। উত্তর পক্ষী তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। তार्কিকমতনিরাসানন্তরমিতার্থঃ। তार्কিকো হর্দ্ববৈনাশিকঃ দেহান্নানোঃ ক্রমাদবিনাশশৈর্ঘ্যাত্মাপগমাৎ। বৈভাষিকাদিস্ত পূর্ববৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্বস্ত ক্ষণবিনাশিত্বাত্মাপগমাৎ। তদন্যোঃ পৌরোত্তর্যেণ নিরানো যুক্তঃ। মা ভূদসঙ্গতেন শিষ্টানস্কীকৃতেন তর্কসিদ্ধান্তেন বেদান্তসম্বয়বিরোধঃ। বৈভাষিকসিদ্ধান্তেন তস্মিন্ স স্ত্রাৎ তস্ত সর্বজ্ঞেন ভগবতা বুদ্ধেনোপদেশাৎ। তদুপদিষ্টস্ত ভূতদয়াখ্যস্ত ধর্মস্ত শিষ্টেঃ স্বীকারাচ্ছেতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ। তত্র বুদ্ধমূনিরिति। বুদ্ধেন স্বাগমে চাতুর্বিধোনার্থা বর্ণিতাঃ, তে চার্বাক্যন্তুভিবৈভাষিকাত্তেঃ শিষ্টেঃ স্ববাসনাত্মসারেণ গৃহীতা ইত্যর্থঃ। তেহিতি। বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং তদ্ভিন্নাঃ পদার্থাশ্চ সর্বের ক্ষণিকাঃ সত্যাস্চ ভবন্তি। ইয়াংস্ত বিশেষঃ। বৈভাষিকো ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্ততে। সৌত্রান্তিকস্ত জ্ঞানে ঘটাত্মাকারে জ্ঞাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষোপপ্রত্যক্ষো ঘটাদিরনুমান ইতি বদতি। তদন্যোঃ সিদ্ধান্তং বাহ্যার্থান্তিবা বিশেষবাদকৌক্যতা প্রত্যাখ্যাভুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তত্রাত্মাবিত্যাদিনা। তথাহীতি। পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবো যুগপৎ পুঞ্জীভূতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি ভবন্তি। তানি চত্বারি পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপানি ভৌতিকাশ্চাত্তে। তানীমানি ভূতভৌতিকানি পরমাণুপুঞ্জব্যতিরিক্তানি ন সন্তীতি পরমাণুহেতুকোহয়ং বাহুসমুদায়ো রূপস্বক্ষ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানাদিস্বক্ষচতুষ্কহেতুকস্বান্তরসমুদায় আধ্যাত্মিকঃ। তং প্রতিপাদয়তাহমিত্যাদিনা। জ্ঞান-সন্তান আলয়-বিজ্ঞানপ্রবাহঃ। স্খাদি-প্রত্যয়ো বেদনাস্বক্ষঃ। মন্তস্তো গৌরব ইত্যাদি বিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কঃ সবিকল্প-প্রত্যয়ঃ সংজ্ঞাস্বক্ষঃ। রাগেতি। আদিশব্দেন ধর্মাদর্শো গ্রাহ্যো। এব চতুর্বি-বিজ্ঞানস্বক্ষশ্চিন্তামিত্যাশ্বেতি চ কথ্যতে। ইতরে চৈত্যা ভগ্যন্তে। তদেবং দ্বিবিধসমুদায়রূপং নিখিলং জগদিতি। অত্রোতি। মোহয়ং বৈভাষিকাদি-সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। স চ প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে সর্বজ্ঞোপদিষ্টত্বাৎ প্রমাণমূল ইতি প্রাপ্তে নিরাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইদানীমিত্যাदि—ইদানীম্—এখন অর্থাৎ তार्কিক মতের নিরাসের পর। তार्কিক সম্প্রদায় একপ্রকার হর্দ্ববৈনাশিক বৌদ্ধ। যেহেতু, তাঁহারা দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থায়িত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৈভাষিকাদি-বৌদ্ধ পূর্ণ বৈনাশিক,

তাহার কারণ—তাহারা দেহ, আত্মা সকলেরই প্রতিক্ষেপে নাশ স্বীকার করেন। অতএব নৈয়ায়িকাদি তার্কিক মতের ও বৈভাষিকাদি-বৌদ্ধ মতের পূৰ্বপশ্চাদ্ভাব্যে নিরাস যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে,—অধৌক্তিক ও শিষ্টগণ কর্তৃক অস্বীকৃত তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাষিক-বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই বেদান্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে। কারণ সেই বৈভাষিক সিদ্ধান্ত সর্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইহার প্রামাণ্য মানিতেই হইবে। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট জীব-দয়া নামক ধর্মকে শিষ্ট-গণও মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রত্যুদাহরণ বা প্রতিবাদ হেতু আক্ষেপ-সঙ্গতি। ‘তত্র বুদ্ধমুনেরিত্যাदि’ ভগবান্ বুদ্ধ নিজ দর্শনে (বৌদ্ধদর্শনে) চারিপ্রকারে পদার্থ-বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। সেই পদার্থগুলি বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক শিষ্টগণ নিজ নিজ বুদ্ধি-বাসনা-মু-সারে গ্রহণ করিয়াছেন। ‘তেষু বাহুঃ সর্বোহপ্যর্থ’ ইত্যাদি। মর্মার্থ এই—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন পদার্থগুলি সমস্তই ক্ষণিক (উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে নাসের প্রতিযোগী) এবং সত্য স্বরূপ, মিথ্যাত্ব শূন্য নহে। তবে ঐ উভয় মতের অবাস্তব বিশেষত্ব এই—বৈভাষিক সম্প্রদায় মনে করেন ঘটাদি বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সৌত্রান্তিক বলেন,—ঘটাকার জ্ঞান ইহবার পর তদাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অহুমিত হয়। অতএব এই উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ববাদ তুল্যভাবে থাকায় সেই সিদ্ধান্তকে একভাবে ধরিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘তত্রাজো’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তথাহি রূপবিজ্ঞানেত্যাদি। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারিপ্রকার পরমাণু এককালে একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতে পরিণত হয়। সেই চারিটি ভূত আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ভেদে পরিণত হইয়া ভৌতিকসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সেই এই ভূত-পদার্থ ও ভৌতিক পদার্থগুলি পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন নহে, অতএব পরমাণু-জন্ত এই ঘট-পটাди বাহ্য সমুদায় রূপস্বক নামে অভিহিত। —ইহাই তাৎপর্য। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক চারিটি স্বক্কজনিত যে আন্তর সমুদায়, ইহা

আধ্যাত্মিক। তাহাই—‘অহংপ্রত্যয়সমারূঢ়’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। জ্ঞানসন্তান বা জ্ঞানধারা আলয়বিজ্ঞান-প্রবাহ। সূখদুঃখাদি-জ্ঞান বেদনাস্বক। মহত্ত্ব, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থবিষয়ক যে সবিকল্পক (প্রকারতা-বিশেষ্যতাশালী) জ্ঞান, তাহার নাম সংজ্ঞাস্বক। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আদি-পদগ্রাহ্য ধর্ম, অধর্ম এই সকল চিত্তের ধর্ম সংস্কারস্বক নামে অভিহিত। এই চারিটি স্বক্কের মধ্যে বিজ্ঞানস্বককে চিত্তও বলা হয়, আত্মাও বলা হয়। অপর স্বক্কগুলি চৈতন্য নামে অভিহিত। অতএব এইরূপে উক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ সমুদায়ই সমগ্র জগৎস্বরূপ। অত্র সংশয় ইতি—এই প্রকরণের বিষয় হইতেছে এই বৈভাষিকাদি সিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয় এই যে, সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, অথবা ভ্রমমূলক অর্থাৎ ভ্রমাদীন। এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন, যখন সর্বজ্ঞ বুদ্ধকর্তৃক উপদিষ্ট, তখন উহা প্রমাণমূলক। সূত্রকার এই কথার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

সমুদায় ইত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—‘উভয়হেতুকে’—পরমাণুহেতুক অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জঘটিত বাহ্য সমুদায় ও বিজ্ঞানাদি-স্বক্কচতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদায় এই দুইটি ‘সমুদায়েহপি’—সমুদায় স্বীকার করিলেও, ‘তদপ্রাপ্তিঃ’—জগৎস্বরূপ সমুদায়ের অসিদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বোহয়মুভয়সংঘাতহেতুক উভয়বিধঃ সমুদায়ে নিরূপিতস্তস্মিন্ স্বীকৃতেহপি তদপ্রাপ্তির্জগদাত্মকসমুদায়া-সিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্ত চ সংহন্তঃ স্থিরচেতনশ্চাভাবাৎ। তস্য চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যুরীকৃতৌ তৎসাতত্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই যে পূর্বোক্ত উভয় সংঘাত-জন্ত অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ হইতে বাহ্য সমুদায় আর বিজ্ঞানাদি চারিটি স্বক্ক হইতে সমুৎপন্ন আভ্যন্তর

হর্ষ-শোকাদি সমুদায়, এই উভয়বিধ সমুদায় নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিলেও তাহার অসিদ্ধি অর্থাৎ জগৎস্বরূপ সমুদায়ের অহংপত্তি হইবে। কারণ—সমুদায়ী পরমাণুপুঞ্জ ও বিজ্ঞানাদি-স্বল্পসমুদায়ী অচেতন, আর সমুদায়-যোজক যে চেতন পদার্থ, তাহাও ক্ষণিক, তোমাদের মতে স্থায়ী সংঘাতকর্তা চেতনের অভাব, যেহেতু সেই সংঘাতকর্তা চেতন ভাবপদার্থ বলিয়া ক্ষণিক, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব সমুদায়ের অসিদ্ধি। যদি স্বভাব হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহাতেও দোষ এই—সর্বদা জগৎসমুদায়ের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। অতএব সমুদায় কল্পনা অযৌক্তিক—বার্থ ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমুদায় ইতি। উভয়হেতুকঃ পরমাণুহেতুকো বাহ-সমুদায়চতুষ্টয়হেতুক আন্তরসমুদায় ইত্যর্থঃ। সূত্রশেষং দর্শয়তি সমুদায়িনা-মিতি। স চেতি স্থিরচেতনাব্যবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—‘সমুদায়ে উভয়হেতুকেহপি’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা—উভয়-হেতুক অর্থাৎ পরমাণুজনিত বাহ-সমুদায়, বিজ্ঞানাদিচতুষ্টয়জনিত আন্তর-সমুদায়। অতঃপর ‘সমুদায়িনামচেতনব্যবঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সূত্রের অভিপ্রায় দেখাইতেছেন। ‘স চ ভাবক্ষণিকত্বাদীকারাদিতি স চ স্থির’ (অবিনাশী অক্ষণিক) চেতন পদার্থের অভাব ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকথা—তार्কিকগণের মত খণ্ডনের পর সূত্রকার এক্ষণে বৌদ্ধমত নিরসন করিতেছেন।

বুদ্ধ মনি স্বকীয় দর্শনে অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে চারি প্রকারে পদার্থ বিভাগ করিয়াছেন, সেই বিষয়গুলি বৈভাবিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক চারিজন শিষ্য নিজ নিজ বুদ্ধি ও বাসনাভাসারে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তত্ত্বের সমস্ত পদার্থগুলি ক্ষণিক ও সত্যস্বরূপ। তবে ঐ উভয় মতের পার্থক্য এই যে, বৈভাবিকগণ ঘটাদি পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন, আর সৌত্রান্তিকেরা মনে করেন যে, ঘটাদির জ্ঞান জন্মবার পর সেই আকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অহমিত হয়। যোগাচার-মতে অর্থশূন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সং, বাহ-অর্থ স্বপ্রতুল্য; সকলই শূন্য,—

ইহা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিচার ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিবৃত করিয়াছেন।

তार्কিকগণ অর্দ্ধ বৈভাবিক, কারণ, দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থৈর্য্য স্বীকার করে, কিন্তু বৈভাবিকাদি পূর্ণ বৈভাবিক; কারণ, ইহারা দেহ-আত্মাদি সকলের ক্ষণবিনাশিত্ব স্বীকার করে। সুতরাং এই উভয় মতই পূর্ণাপর-ভাবে নিরস্ত হওয়া উচিত। আপত্তি হইতেছে যে, তार्কিকগণের মত অযৌক্তিক ও শিষ্টগণ কড়ক অঙ্গীকৃত হয় নাই; সুতরাং উহা দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাবিক বৌদ্ধ মতের দ্বারা সেই বেদান্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে; কারণ ঐ বৈভাবিক মত তো সর্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত ভূতদয়া-ধর্ম্ম তো শিষ্টগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রত্যাভাবহেতু আক্ষেপ।

বৈভাবিকাদির সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সংশয় এই যে, উহা প্রমাণমূলক বা ভ্রমমূলক? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বাদিগণ বলিতে পারেন যে, উহা যখন সর্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্ট, তখন উহাকে প্রমাণমূলক বলিব। অথবা সমুদায়দ্বয় কল্পনার দ্বারা যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন উহাকে যুক্তিযুক্তই বলিব, এইরূপ স্থলে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন যে, উভয়হেতুক অর্থাৎ পরমাণুহেতুক বাহ সমুদায় এবং বিজ্ঞানাদি-স্বল্প-চতুষ্টয়হেতুক আন্তর সমুদায়—এই দুইটি স্বীকার করিলেও জগদাত্মক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ, সমুদায়ী বস্তুর অচেতনত্বহেতু, আর সমুদায়-যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাত-কর্তার অভাবহেতু ঐ সকল অসিদ্ধ; আর যদি স্বতঃপ্রসূতি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহাতেও নিরন্তর জগৎসমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়া পড়ে, সুতরাং এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবন্তুবিজ্ঞাং

স্থাস্মুচরিসুখং হৃদয়কঞ্চ।

বিনাচ্যুতানন্তরং ন বাচ্যং

স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ ॥’ (ভাঃ ১।১৪৬।৪৩)

অর্থাৎ ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট, শ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তত্ত্বতঃ নির্বচনের অযোগ্য, তিনি সকলের মূলস্বরূপ এবং ‘সর্ব’ শব্দ-বাচ্য।

আরও পাই,—

“অশ্রাক্ষীভূগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়।

তয়া সংস্থাপয়তোতদ্ ভূয়ঃ প্রতাপিধাস্ততি ॥” (ভাঃ ৩।৭।৪) ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—নহু সৌগতসমনয়েহবিছাদয়ো মিথো হেতুফলভাবমাপন্নঃ স্বীক্রিয়ন্তে অপ্ৰত্যাখ্যোয়াশ্চ তে সর্বেষাম্। তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্তবৎ সমুতমাবর্তমানেষার্থাক্ষিপ্তঃ সজ্জাতস্তমন্তরেণৈবামসিক্কেঃ। তে চাবিছা, সংস্কারো, বিজ্ঞানং, নাম, রূপং, বড়ায়তনং, স্পর্শো, বেদনা, তৃষ্ণোপাদানং, ভবো, জাতিজরা, মরণং, শোকঃ, পরিবেদনা, হুঃখং, দুঃখমনস্তা চেতি। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন—হে প্রতিবাদি বৈদান্তিক! তোমরা যে আমাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিলে, উহা হইবে কেন? যেহেতু বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে অবিছা প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ পদার্থগুলি পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রাপ্ত হয়—ইহা স্বীকৃত আছে এবং সেগুলি সকলেরই অপ্ৰত্যাখ্যেয়। তাহার পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে ঘটীযন্তের ন্যায় প্রবর্তমান অর্থাৎ যেমন যন্ত্র সাহায্যে ঘট কুণ্মধ্যে নামে, আবার তাহারই সাহায্যে উপরে উঠে, এইরূপ অবিছাদিবশে কার্য্যের—উৎপত্তি, নাশ, এইরূপ প্রবাহ সর্বদাই প্রবহমান, অতএব ফলবলে কল্পিত-সজ্জাত বলিতে হয়। কিরূপ? তাহা বলিতেছি—সজ্জাত ব্যতিরেকে অবিছাদির অসিদ্ধি, অতএব এই অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা সজ্জাত নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই সজ্জাত-বাচ্য-পদার্থের পরিগণনা করিতেছেন ‘তে চ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সেই অবিছাদি যথা—অবিছা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ছয়টি আয়তনযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃন্দ, তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় ছয়টি যথা—পৃথিব্যাভিভূত চতুষ্টয়, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু, তাহা হইতে নাম, রূপ ইন্দ্রিয়াদির স্পর্শ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, বেদনা—স্বখ-দুঃখাদির অনুভূতি,

তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, হুঃখ, দৌর্দমনস্ত—ইহারা ই সজ্জাতবাচ্য পদার্থ—তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্য-টীকা—পুনরাশঙ্কতে নস্থিতি। তমন্তরেণেতি। সজ্জাতং বিনাবিছাদীনামসিক্কেরিতার্থঃ। আধারং বিনাধেয়স্থিতিন’ সম্ভবে-দিত্তি ভাবঃ। তে চাবিছোতি। বিজ্ঞানস্বক্কাশ্রয়নঃ ক্ষণিকত্বাদবিছা ক তিষ্ঠেৎ ক বা রাগদ্বৈষাদিরূপো জায়েতেতি চ বোধ্যম্। ক্ষণিকেষুপি স্থির-ত্বাদিত্তিস্থিরবিছা তয়া সংস্কারাখ্যো রাগদ্বৈষাদিজগ্মতে। তেন সংস্কারেণ গর্ত্তশ্রাণ্ডং বিজ্ঞানং জগ্মতে। তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাভিভূতত্বং শরীরশ্চ সমুদায়শ্চ হেতুভূতং নাম জগ্মতে। নামাশ্রয়ত্বাৎ তচ্চতুষ্টিং নামেত্যুক্তম্। তেন নামা সিতানিতাদিরূপং শরীরং জগ্মতে। রূপাশ্রয়ত্বাৎ শরীরং রূপ-মিত্যুক্তম্। গর্ত্তভূতশ্চ শরীরশ্চ কলনবুদ্ধদাতবস্থা নামরূপশব্দার্থঃ। তেন রূপেণ বড়ায়তনমিন্দ্রিয়বৃন্দং জগ্মতে। পৃথিব্যাভি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞান-ধাতুশ্চেতি ষট্ ষষ্ঠায়তনানি তদিত্যর্থঃ। তেন বড়ায়তনে নামরূপেন্দ্রিয়াণাং মিথঃ সম্বন্ধঃ স্পর্শো জগ্মতে। তস্মাৎ স্বখাদিবেদনাদয়ন্ততঃ পুনরবিছাদয়ো যথোক্তরীত্য। ভবন্তীত্যনাদিরিয়মন্তোত্তমূল্যবিছাদিকা চক্রপরিবৃত্তিভূত-ভৌতিকসজ্জাতাদৃতে ন সম্ভবতীতি তৎসজ্জাতোহর্থাক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আবার আশঙ্কা করিতেছেন—‘নহু’ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। ‘তমন্তরেণৈবামসিক্কেঃ’ ইতি। তম্—সজ্জাত, অন্তরেণ—ব্যতীত, অবিছাদির সিদ্ধি হয় না, এইজন্য অর্থাক্ষিপ্ত সজ্জাত। অভিপ্রায় এই—আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, এইজন্য। ‘তে চাবিছা-সংস্কার ইত্যাদি’—আত্মাই বিজ্ঞানস্বক্কা, তাহা ক্ষণিক, অতএব অবিছা কোথায় থাকিবে? এবং কোথায় বা রাগদ্বৈষাদিরূপ সংস্কারস্বক্কা থাকিবে? ইহাও জ্ঞাতব্য। বৌদ্ধমতে সমস্ত ক্ষণিক হইলেও ভাবপদার্থে স্থিরত্বাদি ভ্রম অবিছা। সেই ভ্রান্তিরূপিণী অবিছা দ্বারা সংস্কার স্বক্কা সংজ্ঞক রাগ, দ্বৈষাদি উৎপাদিত হয়। আবার সেই সংস্কার দ্বারা গর্ত্তস্থ সন্তানের প্রথম বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত জন্মে, যাহা শরীরের ও সমুদায়ের হেতুভূত নাম উৎপন্ন হয়। নামকে আশ্রয় করিয়া পৃথিব্যাভি চতুষ্টয়কে নাম বলা হইয়াছে, সেই নামসংজ্ঞক পৃথিব্যাভি-চতুষ্টয় দ্বারা শ্বেতকৃষ্ণাদিরূপ শরীর উৎপাদিত হয়। রূপের আশ্রয়

বলিয়া শরীরকে, রূপ বলা হইয়াছে। মাতৃগর্ভস্থিত জীব-শরীরের কলন (শুক্ৰশোণিতের মিশ্রণ) পরে বৃদ্ধ (গেঞ্জলা) প্রভৃতি অবস্থা নামরূপ শব্দের অর্থ। সেই রূপ দ্বারা ষড়ায়তন ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎপাদিত হয়। পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু এই ছয়টি যাহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই বিগ্রহবশে ইন্দ্রিয়সমূহকে ষড়ায়তন বলা হয়। সেই ষড়ায়তন দ্বারা নাম, রূপ, ইন্দ্রিয় বর্গের পরস্পর সম্বন্ধরূপ স্পর্শ জনিত হয়। সেই স্পর্শ হইতে স্তম্ভত্বাদি অল্পভূতি প্রভৃতি জন্মে, তাহা হইতে পুনরায় অবিজ্ঞা প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রণালীতে হইয়া থাকে, অতএব অনাদি এই পরস্পরমূলক অবিজ্ঞাদি চক্রের মত যে ঘুরিতেছে, ইহা ভূত-সজ্জাত ও ভৌতিক-সজ্জাত ব্যতীত হইতে পারে না, এই অল্পপপত্তি প্রমাণলভ্য, এইজন্য সেই সজ্জাত অর্থাক্ষিপ্ত—ইহাই তাৎপর্য।

**সূত্রম্—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্ত-
ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥**

সূত্রার্থ—‘ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেন্ন’ অবিজ্ঞা প্রভৃতি—পরস্পর হেতু-হেতুমদভাবাপন্ন এইজন্য সজ্জাত যুক্তিযুক্ত এই যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ কি? উত্তর—‘উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ’—অবিজ্ঞাদির মধ্যে পূর্বপূর্ব নির্দিষ্ট পদার্থ পরপর নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তিমাত্রের প্রতিকারণ হইতে পারে, কিন্তু দেহাদিসজ্জাতের প্রতি স্থির চেতন কোন পদার্থকে তোমরা কারণ বলিয়া স্বীকার কর নাই। আর এক কথা—সজ্জাতমাত্রই অপরের ভোগসম্পাদক হয়, সেই ভোগও ক্ষণস্থায়ী আত্মায় সম্ভব নহে, আবার সেই ভোগের কারণীভূত ধর্ম বা অধর্ম ক্ষণিক আত্মা কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিজ্ঞাদীনাং পর-
স্পরহেতুত্বাহুপপন্নঃ সজ্জাত ইতি যদুক্তং তন্ন। কুতঃ? উৎপত্তীতি।
তেষাং পূর্বপূর্বমুত্তরোত্তরোৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্তং স্তান্ন তু
সজ্জাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদন্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সজ্জাতঃ। ন
চ ক্ষণিকেষাশ্চ ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্বৈতোধর্মাদধর্মাদেতৈঃ পূর্ব-

মসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্মা স্থায়ীত্ব
সর্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্ব প্রাপ্তকৃতদোষানতিবৃত্তেঃ।
তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রান্তর্গত প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু, অবিজ্ঞা প্রভৃতি
পরস্পর হেতু হওয়ায় তাহা হইতে সজ্জাতের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হইবে, এই
যে কথা তোমরা বলিয়াছ, তাহা অসঙ্গত, কি হেতু? উত্তর—‘উৎপত্তিমাত্র-
নিমিত্তত্বাৎ’—অবিজ্ঞাদির মধ্যে পূর্ব পূর্বটি পরপর কার্যের উৎপত্তিমাত্রের
প্রতি নিমিত্ত হইতে পারে, তদন্তীত সজ্জাতের প্রতি কোন নিমিত্ত নহে।
আর এক কথা, সজ্জাতমাত্রই অপরের ভোগের নিমিত্ত হয়, ক্ষণিক আত্মাসমূহে
সেই ভোগ সম্ভব নহে। যেহেতু ভোগের কারণ জীবকৃত পূর্ব ধর্মাদধর্ম
প্রভৃতি ভোগকারী আত্মাসমূহ পূর্বে অল্পভূতি করে নাই, যাহারা
করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে নাই; যেহেতু ক্ষণিক। যদি বল, আত্মধারা
স্বীকার করিব, তাহার দ্বারা ভোগ হইবে, ইহাও বলিতে পার না,
কেন না, আত্মসন্তান নিত্য? না অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে তোমাদের
মতসিদ্ধ সর্বভাববস্তুর ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হইল, যদি অনিত্য বল, তবে
সেই ভোগের অল্পপপত্তি দোষ রহিয়াই গেল। অতএব বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত
নহে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরেতরেতি। প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচীতি। প্রত্যয়োহ-
ধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুধ্বিত্যি নানার্থবর্গঃ। তন্নিরুক্তিস্তু কার্যং প্রত্যোতি,
জনকত্বেন গচ্ছতীতি। কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্তং স্থিরচেতনরূপং ত্বয়াদী-
কৃতং নাস্তীত্যর্থঃ। তদ্বৈতোভোগজনকত্বাৎ। তৈরাশ্চাভিঃ। ন চ তদ্বিতি।
আত্মসন্তানেন ধর্মাদধর্মাদিন’ কৃত ইত্যর্থঃ। তস্মেতি। তস্মাশ্চাসন্তানশ্চ নিত্য-
ত্বেন্ভিমতে সর্বো ভাবঃ ক্ষণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভ্রান্তোক্ত্যর্থঃ।
সৌগতসময়ো বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ। সর্বজ্ঞঃ সূর্যতো বুদ্ধ ইত্যমরঃ। সন্তানঃ কারণং
যদাদি সন্তানী কার্যং ঘটাদিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—‘ইতরেতরেতি’ সূত্রের অন্তর্গত প্রত্যয় শব্দ হেতুবাচক
অর্থাৎ পরস্পরহেতুক। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু ইহা অমরকোষে নানার্থবর্গ-
যত আছে যথা ‘প্রত্যয়োহধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতু’ প্রত্যয় শব্দটি অধীন,

শপথ, জ্ঞান, বিশ্বাস ও হেতু অর্থে বর্তমান। তাহার ব্যুৎপত্তিও এইপ্রকার—যে কার্যের প্রতি জনকরূপে যায় অর্থাৎ কার্যজনকরূপে যাহাকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে প্রতিপূর্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর অচ্। ‘কিঞ্চিদন্তীতি’, কিঞ্চিৎ অর্থাৎ স্থায়ী, অক্ষণিক অথচ ‘চেতন স্বরূপ’ কোন একটি নিমিত্ত তোমাদের অঙ্গীকৃত নাই, ইহাই অর্থ। ‘তদ্বৈতোর্ধ্বাধ্বাদে-রিতি’ তদ্বৈতোঃ—ভোগজনক, ‘তৈঃ পূর্বমসম্পাদনাৎ’ ইতি তৈঃ—সেই আত্মাগুলি কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই। ‘ন চ তদিতি’ আত্মসন্তান দ্বারা ধর্মাদি কৃত হয় নাই—এই অর্থ। ‘তন্ত স্থায়িত্ব ইতি’ আত্মসন্তানকে নিত্য বলিলে সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষণিক—এই মতবাদ তোমাদের ভয় হয়। সৌগত সময় অর্থাৎ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। অমরকোষে ‘সর্বজ্ঞঃ স্মৃগতো বুদ্ধঃ’ ইহা বলা আছে। সন্তান শব্দের অর্থ কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি সন্তানী শব্দের অর্থ, কার্য—ঘটাদি ইহা জানিবে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বোক্ত বৌদ্ধবাদে বৈদান্তিকগণ দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাদের (বৌদ্ধগণের) পক্ষ সমর্থনকারীরা বলিতেছেন যে, বৌদ্ধসিদ্ধান্তে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি পরস্পর কার্য-কারণভাব প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার আছে এবং তাহা সর্ববাদি-সম্মত। সেগুলি পরস্পর কার্যকারণভাবে ঘটাব্যবহায়ে আবার্তমান। সংঘাত অর্থ দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সংঘাত-ব্যতিরেকে অবিজ্ঞাদির অসিদ্ধি হয়। সেই সংঘাত-বাচ্য পদার্থ হইতেছে, যথা—অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুর্মনস্ব। ইহারা পরস্পর হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। এই পরস্পরমূলিকা অবিজ্ঞাদির চক্রবৎ পরিবর্তন ভূত-ভৌতিক সংঘাত ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা অর্থাক্ষিপ্ত হইল।

সূত্রকার এই মত নিরসনার্থ বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—অবিজ্ঞাদির পরস্পর হেতুত্বশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা সম্ভব নহে, কারণ অবিজ্ঞাদির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভাব, উত্তর উত্তর ভাবের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে, কিন্তু দেহাদি-সংঘাতের নিমিত্ত স্থির চেতন কাহাকেও কারণ স্বীকার করা হয় নাই। আর বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত, যে ভোগের জন্ত সংঘাত, কিন্তু ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ ভোগজনক ধর্মাদি

ক্ষণিক আত্মা কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিতও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও সর্বক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই মত সমীচীন নহে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“দ্রব্যাক্রিয়াহেতুয়নেশকর্তৃভি-

মায়াকুণৈবন্তনিরীক্ষিতাত্মনে।

অনীক্ষয়ান্ধাতিশয়াত্ত্ববুদ্ধিভি-

নিরন্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥” (ভাঃ ৫।১৮।৩৭)

অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সমস্ত মায়ার কার্য। এই মায়িক কার্য-দর্শনে কার্যের কারণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার সেই স্বরূপ—মায়াকল্পশূন্য। তত্ত্ব-বিচার ও যম-নিয়মাদির দ্বারা ঐহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়বতী হইয়াছে, তাহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

অবতরণিকাতাভ্যাম্—ইদানীমবিজ্ঞাদীনাং মিথো হেতুত্বং দূষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে অবিজ্ঞা প্রভৃতির পরস্পর-হেতুবাদে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—‘উত্তরোৎপাদে চ’—পরক্ষণে কার্য জন্মিতে থাকিলে, ‘পূর্ব-নিরোধাৎ’—সেই কার্যের পূর্বক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সৌগত-মতে অবিজ্ঞাদির পরস্পর কার্য-কারণভাব হইতে পারে না। কথাটি এই—কার্যোৎপত্তিক্ষণের পূর্বক্ষণে কারণসত্তা আবশ্যক, কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না, যেহেতু বৌদ্ধমতে প্রত্যেক ভাবপদার্থের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে কারণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার পরক্ষণে কার্য জন্মিতে পারে না ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেতানুবর্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মনুস্তে
উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপন্নমানে পূর্বঃ ক্ষণো নিরুধ্যত ইতি। উত্তর-
ক্ষণবর্ত্তিনি কার্যো জায়মানে সতি পূর্বক্ষণবর্ত্তি কারণং বিনশ্যাতীতি
তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্ষ্বতাবিছাদীনাং মিথো হেতুহেতুমন্তাবঃ শক্যো
বিধাতুং নিরুদ্ধস্ত পূর্বক্ষণবর্ত্তিনো নিরুপাখ্যে নোত্তরক্ষণবর্ত্তিহেতুতানু-
পপত্তেঃ। কারণং হি কার্য্যানুসৃত্যং দৃষ্টম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব হইতে ‘ন’ এই পদটির অনুবর্ত্তি আছে। ক্ষণভঙ্গ-
বাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন—পরক্ষণ উৎপন্ন হইতে থাকিলে পূর্বক্ষণ নষ্ট
হইয়া যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই—উত্তরক্ষণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে
থাকিলে কারণ তাহার পূর্বক্ষণবর্ত্তী হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া
যাইতেছে, এইরূপ স্বীকার করিলে অবিছাদ প্রভৃতির পরস্পর কার্য্যকারণভাব-
ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না, কেননা বিনষ্ট পূর্বক্ষণবর্ত্তী কারণস্বরূপে
অভিন্নতবস্ত্ত অসংকল্প হওয়ায় উত্তরক্ষণে জায়মান কার্য্যের প্রতি তাহার
কারণতা সঙ্গত হয় না। যেহেতু কারণ কার্য্যের ঠিক পূর্বক্ষণে লগ্ন থাকে,
ইহা দেখা গিয়াছে ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উত্তরেতি। উরীকুর্ষ্বতা স্বীকুর্ষ্বতা সৌগতেন ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—উত্তরেতি সূত্রের ভাষ্যে—‘উরীকুর্ষ্বতাবিছাদীনামিতি’ উরী-
কুর্ষ্বতা—স্বীকারকারী সৌগত কর্তৃক ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার এক্ষণে অবিছাদির পরস্পর হেতুবাদে দোষ
দিতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদিগের মতে পরবর্ত্তী ক্ষণ (কার্য্য) উৎপন্ন
হইতে থাকিলে পূর্ববর্ত্তী ক্ষণ (কারণ) বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ বলা হয় যে,
পূর্বক্ষণই পরক্ষণের কারণ; যদি পূর্বক্ষণবর্ত্তী কারণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা
হইলে পরক্ষণবর্ত্তী কার্য্যের হেতুত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণ
কার্য্যের অনুগত, ইহাই দেখা গিয়া থাকে, সূত্রবাং অবিছাদির পরস্পর কার্য্য-
কারণভাবব্যবস্থা সমীচীন নহে বলিয়া এমতও গণ্ডিত হইল।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“যত্র যেন যতো যস্ত যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।

স্বাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমান্বস্টমধোক্ষজ।

আত্মনানুপ্রবিশ্বাস্তান্ প্রাণো জীবো বিভর্ষাজ্ ॥

প্রাণাদীনাং বিশ্বম্জ্ঞাং শক্তয়ো যাঃ পরস্ত তাঃ ॥

পারতন্ত্র্যাদৈবাদৃশাদ্যোশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥” (ভাঃ ১০।৮।১৪-৬)

অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যে কালে, যে প্রকারে,
যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি
এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ অর্থাৎ তাহার
আপনারই কার্য্য। হে অধোক্ষজ, হে পরমান্বন, হে অজ, আপনিই প্রাণ
(ক্রিয়াশক্তি) এবং জীব (জ্ঞানশক্তি) রূপে স্বকীয় মায়া-রচিত এই বিচিত্র
বিশ্বমধ্যে অন্তর্ধ্যামিস্ত্রে প্রবেশ পূর্বক ইহার পোষণ করিতেছেন। বাণের
মধ্যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ-নিষ্ক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি,
সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থও পরাধীন বলিয়া তদন্তর্গত শক্তিও পরমকারণ
পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর
বৈমাদৃশবশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের দ্বারা স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই
হইয়া থাকে। বায়ুর শক্তির দ্বারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের
শক্তির দ্বারা যেমন বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই
প্রাণাদি পদার্থের কেবলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরন্তু ইহাদের কোন স্বতন্ত্র
শক্তি নাই ॥ ২০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অসতঃ সচ্চুৎপত্তিঃ তে মনুস্তে। নানু-
পমদ্য প্রাচুর্য্যবাদিতি। তাং দৃষয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি মনে
করেন, যেহেতু বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুরের উদয় দেখা যায় না, অতএব
কার্য্যের পূর্বক্ষণে বিনষ্ট-কারণ অর্থাৎ অসৎ কারণ হইতেই কার্য্যের
উৎপত্তি হইবে, এইমতে অর্থাৎ সেই অসৎ হইতে সচ্চুৎপত্তিতে দোষারোপ
করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অসচ্চুৎপত্তিবাদং দৃষয়তি অসত ইত্যাদিনা।
তে বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাস্তি তত্র তদ্বাক্যং প্রমাণয়ন্তি নানুপমদ্যেতি।
বীজমনুপমদ্য নানুসং প্রাচুর্য্যবেদতোহসতস্তদুৎপত্তিঃ সিদ্ধা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিবাদ দৃষিত করিতেছেন—‘অসতঃ সত্ত্বপত্তিমিত্যাदि’ বাক্যদ্বারা। ‘তে মন্তস্তে’ তে অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। অসৎ হইতে সত্ত্বপত্তিবাদে তাঁহাদের বাক্যকে প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন—‘নাত্তপমর্দ্যা প্রাত্ত্বাং’ ইহার অর্থ—বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুর জন্মায় না। অতএব অসৎ হইতে সংকার্যের উৎপত্তি সিদ্ধ।

সূত্রম্—অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্তমন্তথা ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—‘অসতি’—উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে যদি কার্যোৎপত্তি হয় বল, তবে ‘প্রতিজ্ঞোপরোধঃ’ পক্ষ স্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি হয়—তাহাদের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই দোষ নিরাকরণের জন্য যদি বল, ‘অন্তথোপাদানাং’ ইত্যাদি অসৎ উপাদান হইতে কার্যের উৎপত্তি, তবে কার্য-কারণের ‘যোগপত্ত’ হইয়া যায় অর্থাৎ সহাবস্থান হইয়া পড়ে—এককালে কার্য-কারণ উভয়ের অবস্থান হইয়া পড়ে ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অসত্ত্বাপাদানে চেৎ কার্যং তদা স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। সর্বদা সর্বত্র সর্বং চোৎপত্তোৎ উৎপন্নঞ্চাসৎ। অন্তথোপাদানাচ্চেৎ কার্যং তর্হি যোগপত্তং কার্যাকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্ম্যৎ কার্যানুস্ম্যাতস্তোপাদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ তত্ত্বপত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপাদান পূর্বে না থাকিলে যদি কার্য হয়, তাহা হইলে পক্ষস্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তিবাদরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পক্ষস্কন্ধ তো অসৎ তাহা হইতে উৎপত্তি উক্তি অসত্য এবং সকল কালে, সকল স্থানে, সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, পক্ষস্কন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি উক্তি কেন? আর সেই অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্যও অসৎ হয়, সমুদায়ের সজ্জপে প্রতীতি হয় কেন? যদি অসৎ উপাদান হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, তবে যোগপত্ত অর্থাৎ কার্য ও কারণের সহাবস্থান—এককালে অবস্থিতি হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্যো উপাদান অনুস্ম্যাত হইতেছে। ইহার ফলে

ভাবপদার্থ-মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদের ভঙ্গ হইল। অতএব অসৎ হইতে কার্যের উৎপত্তি বলা যায় না ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসতীতি। বীজশ্রোপমর্দিতত্বাদুপাদানস্ত তস্তাসজ্জপত্বম্। সর্বদেতি। সর্বস্মিন কালে দেশে চাসতঃ সৌলভ্যাং সর্বং কার্যং তত্র তত্র জ্ঞায়েতেত্যর্থঃ। উৎপন্নমিতি। জাতকার্যমসন্নিক্রপাং স্ম্যৎ। তদ্বৈ-
তোরসজ্জাদিত্যর্থঃ। সহাবস্থিতিরেকস্মিন কালেহবস্থানম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—‘অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধ ইত্যাদি’ সূত্রের ভাষ্যের তাৎপর্য—বীজ উপমর্দিত হওয়ায় সেই উপাদান কারণ অসৎ-স্বরূপ। সর্বদেত্যাদি—সকল কালে ও সকল স্থানে অসৎ পদার্থ থাকিবেই অতএব সকল কার্য সর্বদা সর্বত্র হউক, ইহাই তাৎপর্য। ‘উৎপন্নঞ্চাসৎ’ ইতি এবং অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্যও অসৎ হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে। যেহেতু কারণরূপ কার্য হয়, যেহেতু কারণ অসৎ অতএব তাহার কার্যও অসৎ হইবে—ইহাই তাৎপর্য। ‘সহাবস্থিতিঃ’—এককালে উভয়ের অবস্থান ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ যে মনে করেন অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অর্থাৎ পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্বক্ষণ ‘অসৎ’ অর্থাৎ থাকে না, সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি; এই মতও সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন যে, উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে, যদি কার্যোৎপত্তির কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। অর্থাৎ পূর্বক্ষণ পরক্ষণের হেতু—এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এই দোষ নিরাকরণার্থ যদি বলা হয় যে, অসৎ উপাদান হইতে কার্যের উৎপত্তি, তাহা হইলে যুগপৎ কার্য-কারণের সহাবস্থান হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্যো উপাদান অনুস্ম্যাত থাকে। তাহাতে তাহাদের ভাবক্ষণিকত্ব-মত ভঙ্গ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিৎসুমাত্তঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥

অমেকঃ সর্বভূতানাং দেহান্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।

অমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

স্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সৃষ্টা রজঃ সত্ত্বতমোময়ী।

অমেব পুরুষোহধ্যাক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥” (ভাঃ ১০।১০।২৩-৩১)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরম পুরুষ এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মবিদগণ এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন, হে ভগবন্! সর্বপ্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি। আপনিই বিষ্ণু, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরূপ। আপনিই কাল (নিমিত্তকারণ) এবং ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্মা প্রকৃতি (উপাদান কারণ) আপনিই মহত্ত্ব (কার্য-স্বরূপ), আপনি অন্তর্ধ্যামী স্বতরাং সর্বভূতের চিত্তজ্ঞাতা এবং পুরুষ ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—দীপস্তেব ঘটাদের্নিরস্বয়ং বিনাশং মন্যন্তে।

তং দুষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৌদ্ধসম্প্রদায়-মতে দীপ যেমন নিবিয়া গেলে তাহা নিরবশেষেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঘটাদি নিরবশেষে বিনষ্ট হয়—এইমত দূষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দীপস্তেতি। নিরস্বয়ং নিরবশেষম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘দীপস্তেব ঘটাদের্নিত্যাদি’ নিরস্বয়ং—অবশেষহীন অর্থাৎ নিঃশেষ।

সূত্রম্—প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—‘প্রতিসংখ্যানিরোধ’—ভাবপদার্থগুলির বুদ্ধিপূর্বক যে ধ্বংস, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তাহার বিপরীত ধ্বংসকে ‘অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ’ বলে, ইহাদের ‘অপ্রাপ্তি’ অর্থাৎ এই দুইটি নিরোধ অসম্ভব হইবে। কিহেতু? উত্তর—‘অবিচ্ছেদাৎ’ সদ্ বস্তুর নিরবশেষ ধ্বংস হয় না। সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভাবানাং ধীপূর্বকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যানি-রোধঃ। তদ্বিলক্ষণম্ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকা-শম্। এতদ্বয়ং নিরূপাখ্যং শূন্যমিতিষ্যাবৎ। তদন্তঃ সর্বত্র ক্ষণিকম্। যজ্ঞস্কম্। “বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্তঃ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ” ইতি। তত্রাকাশং

পরত্র নিরাকরিয়তি। নিরোধো তাবল্লিরাকরোতি প্রতিসংখ্যোতি। এতয়োনিরোধয়োরাপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ। কৃতঃ? অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরস্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্তোৎপত্তি-বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্ত নিরস্বয়ত্ববীক্ষণাদন্ত্রাপি তথাস্থিতি বাচ্যম্ অবস্থান্তরাপত্তেরেবাশ্রয় নাশহে নিশ্চিতো দীপেহপি তস্তা এব তত্বেন নিশ্চয়হাৎ। অনুপলম্ব-স্তিসৌক্ষ্মাদেব। সত্বস্তনো নিরস্বয়শ্চেদিনাশস্তর্হি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং নিরূপাখ্যং পশ্যেজ্জ্ঞং ন ভবেন চৈবমস্তি। তস্মাদনুপপন্নঃ সং ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঘটপটাদি ভাবপদার্থের প্রতিসংখ্যা বুদ্ধিতে বিনাশ অর্থাৎ ঘট আমার প্রতিকূল অতএব অসৎ-কল্প তাহাকে অসৎ করিব, এই প্রকার বুদ্ধিতে যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঐক্য বুদ্ধিতে যে বিনাশ হয় না, তাহা অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ, আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ পদার্থ—এই তিনটিই নিরূপাখ্য—নামহীন অর্থাৎ শূন্য। ইহা ছাড়া সমস্তই ক্ষণিক, যেহেতু উক্ত হইয়াছে উক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটি হইতে ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ পরমাণু, পৃথিবী প্রভৃতি ধীগম্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক। তন্মধ্যে আকাশের থগুন পরে করিবেন। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই দুইটি এক্ষণে সূত্রকার নিরাকরণ করিতেছেন—‘প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যোত্যাদি’ সূত্র দ্বারা। এই যে দুইটি নিরোধ বলা হইয়াছে, ইহাদের অসম্ভব হইবে; কি কারণে? অবিচ্ছেদাৎ—যেহেতু সদ্বস্তুর নিঃশেষে বিনাশ নাই। তবে কি? অস্ত্র অবস্থা প্রাপ্তিই সদ্ দ্রব্যের উৎপত্তি, এবং বিনাশও অবস্থান্তর প্রাপ্তি। অবস্থা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া একই দ্রব্য স্থিতিশীল। যদি বল, যখন দেখা যাইতেছে দীপ নিবিলে তাহা নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, এই দৃষ্টান্তে অস্ত্রস্থলেও নিরবশেষ বিনাশ হউক, ইহা বলিতে পার না। কারণ—যদি অস্ত্রস্থলে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই বিনাশ নিশ্চিত হয়, তবে দীপনাশস্থলেও সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তবে যে দীপের উপলব্ধি হয় না, তাহা অতি সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধনই। আর যদি সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ অর্থাৎ নির-বশেষ ধ্বংস বল, তবে কিছুক্ষণের পর এই বিশ্বকে নিঃশেষ দেখিবে এবং

হে বাদী ! তুমিও থাকিবে না, কিন্তু এইরূপ তো হইতেছে না। অতএব বস্তুর নিরবশেষ ধ্বংসবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিসংখ্যোতি। প্রতিকূলাসত্ত্বং ঘটমসত্ত্বং করোমীত্যেবং-লক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা তয়া নিরোধো নাশঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ তদ্বিলক্ষণশূন্য ইত্যর্থঃ। নিরূপাখ্যং তুচ্ছমবস্তুভূতমিতি যাবৎ। বুদ্ধীতি। ত্রয়াং নিরোধদ্বয়াকাশরূপাং অত্রাং পরমাণুপৃথিবীাদি। বুদ্ধিবোধ্যং ধীগম্য-মিত্যর্থঃ। অবস্থান্তরেতি। সতো মূপিগুস্ত কশুগ্রীবাণবস্থাযোগো ঘটশো-পত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাত্তবস্থাযোগস্ত তস্ত বিনাশঃ, মূপিগুস্তে কঃ স্থায়ীত্যার্থঃ। ন চেতি। অত্রাৎ ঘটাদিবিনাশে। অত্রাৎ ঘটাদৌ। তস্তা ইতি। অবস্থা-স্তরাপত্তেরেব নাশে নৈশ্চৈতুং শক্যাদিত্যর্থঃ। নহু যদ্রব্যাস্তেব দীপস্ত কুতো নোপলস্তজ্বাহাতিসৌক্ষ্যাদিতি। দীপপ্রকাশোহপি ভূততৃতীয়ে তেজসি বিলীনস্তিষ্ঠেদেবেতি ভাবঃ। নিরূপাখ্যমভাবগ্রস্তম্। স্বধেতি। নিরস্বয়-বিনাশবাদী ক্ষণিকস্ত্বক্ষণোত্তরমভাবগ্রস্তঃ স্তাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ মোক্ষো-পায়ে প্রবৃত্তিস্তেহতীবমূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। স নিরস্বয়বিনাশঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—‘প্রতিসংখ্যোতি’ সূত্রে—প্রতিসংখ্যানিরোধ শব্দের অর্থ—যে ঘট প্রতিকূল—অনভিপ্রেত অতএব অসংকল্প তাহাকে অসং করিব—এইরূপ সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রতিসংখ্যা বলে, সেই বুদ্ধিতে যে নাশ হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহা ঐরূপ বুদ্ধিপূর্বক না হয়, তাদৃশ বিনাশকে অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ বলা হয়। নিরূপাখ্য শব্দের অর্থ তুচ্ছ—অর্থাৎ যাহা বস্তুভূত নহে। বুদ্ধিবোধ্যমিত্যাди বাক্যের অর্থ—ত্রয়াং—তিনটি হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ হইতে অত্র অর্থাৎ পরমাণুপৃথিবী প্রভৃতি। বুদ্ধিবোধ্যম্—অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্য। অবস্থান্তরোৎপত্তিরিতি—ঘটের উৎপত্তি বলিতে সংস্করণ মূপিগুের কশুগ্রীবাদিরূপ অবস্থায় পরিণতি, আর তাহার বিনাশ পদবাচ্য—ঐ কশুগ্রীবাди অবস্থা-বিরোধী কপালাদি অবস্থা-প্রাপ্তি, কিন্তু একই মূপিগু স্থির আছে—ইহাই তাৎপর্য। ‘ন চ দীপনাশস্তেত্যাদি অত্রাপি’—অত্রস্থলেও অর্থাৎ ঘটাদি বিনাশেও সেইরূপ নিরস্বয় বিনাশ হউক। ‘অবস্থা-স্তরাপত্তেরেবেত্যাদি অত্রাৎ’—ঘটাদি স্থলে। ‘তস্তা এব তত্বে নৈশ্চৈতুং’—অর্থাৎ সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায়। প্রশ্ন—ঘটনাশ হইলেও যেমন মূপ দ্রব্যের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দীপেরও প্রত্যক্ষ

হয় না কেন? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘অতিসৌক্ষ্যং’—অত্যন্ত সূক্ষ্মতা-নিবন্ধন। কথাটি এই—দীপের প্রকাশও তৃতীয় ভূত অগ্নিতে বিলীন হইয়া অবস্থান করে—ইহাই অভিপ্রায়। নিরূপাখ্যম্—অভাবগ্রস্ত, শূন্য। ‘স্বধ ন ভবেঃ’—নিরস্বয় বিনাশ-মতবাদী বৌদ্ধ তুমিও থাকিবে না। কেননা, তুমিও ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণান্তরে অভাবগ্রস্ত হইবে। তাহাতে মোক্ষ লাভের উপায়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমার মুখ্য তাই প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। ‘অল্পপন্নঃ সঃ ইতি’—সঃ—সেই নিরস্বয় বিনাশ অর্থোক্তিক ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকথা—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যদি বলা হয় যে, দীপ নিবিয়া গেলে যেমন তাহা একেবারেই বিনাশ হয়, সেইরূপ দীপের জ্বালা ঘটাদিরও নিরবশেষেই বিনাশ হয়। সূত্রকার বর্তমান সূত্রে সেই মতেরও খণ্ডন করিতেছেন। বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়, পদার্থের বুদ্ধিপূর্বক ধ্বংসের নাম ‘প্রতিসংখ্যানিরোধ’, অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্বক কোন বস্তুকে ধ্বংস করা, যেমন লণ্ডু আঘাতে ঘট ভগ্ন করা। ইহার বিপরীত ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ এবং আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ। এই তিনটি নিরূপাখ্য অর্থাৎ শূন্য বা অবস্তুভূত। ইহা ব্যতীত অত্র সকলই ক্ষণিক, সূত্রকার আকাশের নিরাকরণ পরে করিবেন স্থির করিয়া এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন যে, উক্ত নিরোধদ্বয়ের কল্পনা ভ্রমপূর্ণ, কারণ সদবস্তুর নিঃশেষে বিনাশ নাই; কেবল অবস্থান্তর-প্রাপ্তি উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশের দৃষ্টান্ত।

ত্রীণীত্যয়ং পাওয়া যায়,—“নাসতো বিগতে ভাবো নাভাবো বিগতে মতঃ”। যদি বল, দীপ নিবিয়া গেলে তো নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, সেইরূপ অত্রস্থলেও হইবে, না, তাহা বলা যায় না; কারণ দীপনাশস্থলেও সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তিই হইয়া থাকে, তবে অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তিবশতঃ দীপের তাৎকালিক উপলব্ধি হয় না কিন্তু তখনও অগ্নিতেই বিলীন থাকে, সদবস্তুর যদি একেবারেই বিনাশ বলা হয়, তাহা হইলে জগৎ নিঃশেষ হইবে, বাদীও নিঃশেষ হইবে। তখন বৌদ্ধগণ যে মোক্ষের অভিপ্রায় করেন, তাহাও মূঢ়তায় পরিণত হইবে। সূত্রাং সেই নিরস্বয় বিনাশ যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

“সদিব মনস্তিৰুং স্বয়ি বিভাত্যসদা মহজ্ঞাং

সদভিমুশান্ত্যশেষমিদমাশ্রুতয়াবদিতঃ ।

ন হি বিকৃতিং তাজস্তি কনকশ্চ তদাত্মতয়া

স্বরূতমহুপ্রবিষ্টমিদমাশ্রুতয়াবসিতম্ ॥” (ভাঃ ১০।৮।২৬)

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ সমূহ মনঃকল্পিত এবং অসৎ স্বরূপ হইয়াও আপনাতে অধিষ্ঠিত থাকায় মহজ্ঞা পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবগণের সংসার ত্রায় প্রতীতি হইতেছে। আশ্রুতবজ্জ পণ্ডিতগণ ভোক্তৃ-ভোগ্য-স্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মরূপ সদ্বস্তুর কার্য বলিয়া সদরূপে দর্শন করেন, পরন্তু পরমাত্ম-সদ্বজ্জ-ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক সত্তা জ্ঞান করেন না। কনকাত্মিনী ব্যক্তিগণ কুণ্ডলাদি বস্তুকে পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু উহাও কনকেরই কার্য বলিয়া কনকরূপে তাহারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অহুপ্রবিষ্ট পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাত্ম্যম্—অথ তদভিমতাং মুক্তিং দুষয়তি ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ বলেন সংসারের কারণ অবিজ্ঞাপ্রভৃতির বিনাশই মোক্ষ, এই যে অভিমত, তাহাতে প্রশ্ন এই,—সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত? অথবা তত্ত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই উৎপন্ন হয়? উভয়পক্ষেই দোষ আছে অতএব বৌদ্ধ-সম্মত মুক্তিও সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ২৩ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—ত্রিষু মণ্ডুকপ্লুত্যা নেতানুবর্ততে। যোহয়ং সংসারহেতোরবিজ্ঞাদেন্নিরোধো বৌদ্ধৈর্মোক্ষোহভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্ত্রাং স্বয়মেব বা। নাত্যঃ, নিহেতুকবিনাশস্বীকার-

বৈয়র্থ্যাৎ, নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর্থক্যাদিত্যভয়থাপি বিচারাসহ-
হাস্তদভিমতো মোক্ষোহপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১২ সূত্র হইতে মণ্ডুকপ্লুতিস্ত্রায়ে অর্থাৎ ভেকের লক্ষণের মত এই সূত্র হইতে পরপর তিনটি সূত্রে—‘ন’ পদটির অন্তরুত্তি হইতেছে অতএব ‘উভয়থা চ দোষাৎ ন’ এইরূপ সূত্র। এই যে সংসারের প্রতি কারণ অবিজ্ঞা প্রভৃতির নিরোধ অর্থাৎ বিনাশকে বৌদ্ধগণ মুক্তি বলিয়া মনে করেন, সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে? অথবা তত্ত্বজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংই জন্মিবে? তন্মধ্যে প্রথমকল্প হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অপ্ৰতিসংখ্যানি-
রোধ স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে মুক্তি সাধনের উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই উভয় প্রকারেই তাঁহাদের মত বিচারাসহ, এ-জগৎ তাঁহাদের অভিমত মুক্তির অনুরূপপত্তি ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়থেতি। নিহেতুকেতি। অপ্ৰতিসংখ্যানিরোধাদী-
কারনৈরর্থক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—‘উভয়থা চেতি’ সূত্রে, নিহেতুক বিনাশেতি—ভাষ্য, ইহার
অর্থ—অপ্ৰতিসংখ্যানিরোধের অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদ খণ্ডন
করিতেছেন। বৌদ্ধগণের মতে যে সংসারের হেতু অবিজ্ঞার বিনাশকে
মোক্ষ বলা হয়, তাহা উভয় প্রকারেই সঙ্গত নহে; কারণ ঐ অবিজ্ঞা-
বিনাশরূপ মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে হইবে? যদি তাহাই স্বীকার
করা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিহেতুক-বিনাশ অর্থাৎ যে নাশ বুদ্ধি
দ্বারা হয় না, তাহা নিরর্থক হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যদি বলা হয়
যে, উহা স্বয়ংই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে ঐ বৌদ্ধমতে যে সকল
সাধনের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় পক্ষেই
তাঁহাদের মত বিচারের যোগ্য নহে, কাজেই তাঁহাদের অভিমত মুক্তি সিদ্ধ
হইতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও স্বীয়ভাষ্যে এই মত নিবাস করিয়াছেন—আচার্য্য
শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্মেও অবগত হওয়া যায় যে জগৎ উৎপন্ন হইয়া
পরক্ষণেই ধ্বংস হয়, আবার উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা

হইলে ধ্বংসের পর শূন্য হইতেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে শূন্য হইতে উৎপন্ন বস্তুও শূন্য হইবে। জগৎ শূন্যময় নহে বলিয়া উহাদের মত অযৌক্তিক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ

সর্বাঙ্গানাং ন বিসৃজেৎ হিরিদ্ভিগ্নানি।

একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে

যুঞ্জীত তদ্বৃতিযু সাধুযু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥” (ভাঃ ৯।৬।৫১)

অর্থাৎ মুক্তিকামি-ব্যক্তি দাম্পত্যধর্ম্মরত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়সকলকে কোন প্রকারে বাহ্য বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, নিজেই একাকী অবস্থান পূর্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিবেন। আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন।

শূন্যবাদ-নিরসনকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়ায়া।

ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা ॥

যথেনানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যোতদীদৃশম্ ॥” (ভাঃ ৩।১০।১২-১৩)

অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিাদি-শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রহ্মে অব্যাক্তরূপে একীভূত ছিল, তাহাই পুনরায় অব্যাক্ত-স্বরূপ ঈশ্বর-প্রভাবরূপী কালের দ্বারা পৃথকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাকাশস্ত নিরূপাখ্যাত্বং নিরস্যাতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর আকাশের অভাব বা শূন্যবাদ নিরস্তু হইতেছে—

সূত্রম্—আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—‘আকাশে চ’—আকাশ-বিষয়ে যে নিরূপাখ্যাতা—তোমাদের অভিমত, তাহাও সম্ভব হইতেছে না। কি কারণে? উত্তর—‘অবিশেষাৎ’ যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত অবিশেষে তাহার প্রতীতি হইতেছে ॥ ২৪ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—আকাশে যা নিরূপাখ্যাতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। ইহ শ্বেন উৎপত্তীতি প্রতীত্যা তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদ্বাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্রাশ্রয়-বীক্ষণাচ্ছদগুণস্তাপ্যাকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয় ইতানুমানাচ্চ। বায়ু-রাকাশসংশ্রয় ইতি ব্রহ্মত্বাসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাবমাত্রমা-কাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি। ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেবাবরণস্ত সত্ত্বেন তদপ্রতীতি-প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাত্ত-প্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্তোন্ত্রাভাবঃ তস্য তত্ত্বাবরণগতত্বেন তন্মধ্য-কাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্রাবরণাভাবস্তদাকাশ-মিতি চেত্তর্হি বস্তুভূতমেব তৎ আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদিবদ্বাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরূপাখ্যম্ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশে যে শূন্যতাবাদ তোমাদের অভিমত, তাহা সম্ভব নহে, কারণ কি? অবিশেষাৎ। যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত নির্বিশেষে আকাশের প্রতীতি হইতেছে। যথা—এই আকাশে শ্বেনপক্ষী উড়িতেছে, এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সেই আকাশেও পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুর মত ভাব-স্বরূপতা আছে, তন্নিম্ন দেখা যায় যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে। সেইরূপ শব্দগুণেরও আশ্রয় বস্তুভূতই আকাশ, এই অনুমান প্রমাণেও আকাশ সিদ্ধ হইতেছে, অনুমান প্রণালী এই প্রকার—‘শব্দো দ্রব্য-সমবেতঃ গুণত্বাৎ, গন্ধাদিবৎ শব্দো ন স্পর্শবদ্ ব্যবিশেষগুণঃ অগ্নিসংযোগাসম-বায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্বক প্রত্যক্ষত্বাৎ স্থবৎ’। ‘নান্ন-কালদিগ্‌মনস্যাং গুণঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহত্বাৎ’ এইরূপে শব্দাশ্রয় আকাশের সিদ্ধি জানিবে। তদ্বিনি ‘বায়ুরাকাশসংশ্রয়ঃ’ বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তোমাদের এই উক্তিও অসঙ্গত হয়। আর এক কথা—‘আবরণা-ভাবমাত্র আকাশ’ এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু তাহা বিচারসহ। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—অভাব তিনপ্রকার আছে, প্রাগভাব, প্রধ্বংসা-ভাব ও অত্যন্তাভাব—আকাশ এই তিনপ্রকার অভাবস্বরূপ হইতে পারে

না, যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূতের আবরণ থাকিতে আবরণাভাবের অপ্রতীতি হওয়ায় বিশ্ব আকাশশূন্য হইয়া পড়ে। আবার পৃথিবী প্রভৃতিতে আকাশের সত্তা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির প্রতীতির অভাব ঘটে। অন্তোন্মোক্তাভাবও আকাশ বলা যায় না; কেননা আবরণভেদে পৃথিবী প্রভৃতি আবরণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের মধ্যপতিত-আকাশের প্রতীতিব্যাঘাত হয় অতএব আকাশকে যে আবরণাভাব স্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা অতীব তুচ্ছ কথা। যেখানে আবরণাভাব তাহাই আকাশ, একথা যদি বল, তবে আকাশকে শূন্য বলা চলিল না, উহা বস্তুস্বরূপই হইল, কারণ আকাশের লক্ষণ করা হইল যে আবরণাভাব বিশিষ্ট তাহা, ইহা আবরণাভাব দ্বারা বিশেষিত একটি বস্তু, তাহা শূন্য হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পৃথিবী প্রভৃতির মত আকাশও একটি ভাবপদার্থ, অভাব নহে ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আকাশে ইতি। তত্রাপি আকাশেহপীতার্থঃ। ন তাব-
দিতি। প্রাগভাবঃ প্রধ্বস্তাভাবোহত্যস্তাভাবশ্চ নাকাশ ইত্যর্থঃ। তদ-
প্রতীতিস্তম্ভাঃ প্রসঙ্গাৎ প্রাপ্তেঃ। নাপীতি। অন্তোন্মোক্তাভাবোহপি নাকাশ
ইত্যর্থঃ। তস্তান্তোন্মোক্তাভাবস্ত পৃথিব্যাভাববর্ণিত্বেন পৃথিব্যাতিমধ্যগতাকাশা-
প্রতীতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—‘আকাশে চ’ ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘তত্রাপি পৃথিব্যাতিমধ্য-
গতাকাশে’—তত্রাপি অর্থাৎ আকাশেও। ‘ন তাবৎ প্রাগভাবাদিভ্রম্মিত্যাতি’ অভাব
আপাততঃ দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্তোন্মোক্তাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব
আবার তিনপ্রকার যথা প্রাগভাব, যাহা বস্তু জন্মবার পূর্বে থাকে, প্রধ্বস্তাভাব,
যাহা বস্তু নষ্ট হইবার পর জন্মে, অত্যস্তাভাব যাহা সকলকালে সকলস্থানে
থাকে। এই তিনটি অভাবস্বরূপ আকাশ বলা চলে না। কারণ পৃথিবী
প্রভৃতির আবরণ থাকিতে আবরণের অভাব প্রতীতি না হউক, সেই
আবরণাভাবের অপ্রতীতি হইয়া যায়। ‘নাপ্যন্তোন্মোক্তাভাবঃ’ ইতি—অর্থাৎ
সংসর্গাভাব যেমন আকাশ হইল না, অন্তোন্মোক্তাভাবও আকাশ হইতে পারে
না, যেহেতু তস্ত—সেই অন্তোন্মোক্তাভাবের তত্তদাবরণগতত্বেন—সেই পৃথিবী
প্রভৃতি আবরণে থাকে, কিরূপে? দেখাইতেছি—এক আবরণের ভেদে
অপর আবরণে থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে যে আকাশ আছে,

তাহাতে আর আকাশের ভেদ নাই সুতরাং তাহার প্রতীতির অভাব
হইয়া পড়ে ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বৌদ্ধগণের মতে আকাশ যে নিরূপাখ্য
অর্থাৎ অবস্তুভূত, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। পৃথিব্যাদি যে কারণ-
বশতঃ ভাবরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, আকাশেও তাহা অবিশেষরূপে থাকায়
আকাশকে অভাবরূপ বলা যায় না। এ-বিষয় ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায়
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশেষ কথা এই যে,—বুদ্ধদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, ‘বায়ু
আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে’ সুতরাং বৌদ্ধমতে আকাশকে অবস্তুভূত বা
অভাবমাত্র বলা আদৌ সঙ্গত নহে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“তামসাত্ত বিকূর্বাণাস্তগবদীর্ঘ্যচোদিতাং।

শব্দমাত্রমভূৎ তন্মাত্রভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥

অর্থশ্রয়ত্বং শব্দস্ত দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।

তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসৌ লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥

ভূতানাং ছিদ্ৰদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।

প্রাণেন্দ্রিয়ান্ধক্ষিত্বং নভসৌ বৃত্তিলক্ষণম্ ॥”

(ভাঃ ৩।২।৩২-৩৪) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—অথ ভাবস্তা ক্ষণিকত্বং দৃশ্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্মত ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব-
বাদ দৃষিত করিতেছেন—

সূত্রম্—অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—যখন পূর্বাহ্নভূত বস্তুর স্মৃতি হয়, তখন পদার্থ ক্ষণিক হইলে
ঐ স্মৃতি হইতে পারে না। পূর্বাহ্নভূত বস্তুর বিষয়ক যে স্মৃতি অর্থাৎ ইহা সেই
বস্তু—এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, ক্ষণিক পদার্থবাদে তাহা অতুপপন্ন ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্বানুভূতবস্তুবিষয়া ধীরনুস্মৃতিঃ। প্রত্য-
ভিজ্ঞেতি যাবৎ। সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পূর্বানুভূতমনুসন্ধীয়-
তেতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্ত ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপা-
চ্চিরিতিবং সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্তুনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং,
সাদৃশ্যগ্রহীতুরেকস্ত স্থায়িনোহভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ্যে
বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্মৃতিদেবেদং তৎসদৃশং বেতি আত্মনি
তুপলঙ্কারি ন কদাচিৎ অন্যানুভূতেহ্যনুস্মৃত্যসম্ভবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং
নিয়ামকং স্থায়িসন্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ।
অস্বীকারেহ্যনুস্মৃত্যসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম্। কিং
ক্ষণসম্বন্ধঃ কিংবা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ। ন তাবদাভঃ স্থায়িনঃ
ক্ষণসম্বন্ধসম্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি
নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বস্বীকারাৎ। তস্মান ক্ষণিকো
ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ভাব্যানুবাদ—পূর্বে যে সমস্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভব করা
হইয়াছে, পরে সেগুলি দেখিয়া স্মৃতি হয় অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু বলিয়া
প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু ভাববস্তু ক্ষণিক হইলে সেই পূর্বানুভূত বস্তুর যে
অনুসন্ধান হয়, তাহার অনুপপত্তি অতএব ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব বলা যায়
না। যদি বল, ‘এই সেই গঙ্গা’ এই সেই ‘দীপশিখা’ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা
যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া হয় কিন্তু একবস্তু বোধে নহে, সেইরূপ বস্তু ক্ষণিক
হইলেও পূর্বানুভূত বস্তুর সাদৃশ্য দেখিয়া ঐ অনুস্মৃতি হইবে, এ-কথাও
বলিতে পার না, যেহেতু পূর্বে অনুভবকারী ও বর্তমানে সাদৃশ্যগ্রহণকারী
এক স্থায়ীব্যক্তি নহে, সুতরাং সেই স্থির ব্যক্তির অভাববশতঃ সেই
সাদৃশ্যানুসন্ধানও সম্ভবপর নহে। বাহ্যবস্তু গঙ্গাপ্রবাহ বা দীপশিখা প্রভৃতিতে
কখন কখনও সংশয় জন্মে, যথা—ইহা কি সেইবস্তু? অথবা তাদৃশ? কিন্তু
আন্তরবস্তু-উপলক্ষিকারী আত্মাতে কখনও সে সন্দেহ হয় না, যেহেতু
অন্তর্য্যক্তি কর্তৃক অনুভূত বস্তুতে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুস্মৃতি অসম্ভব। যদি
বল, আমরা সন্তানবাদী, সুতরাং এক সন্তান বা জ্ঞানধারা ধরিয়া ঐ নিয়ম

নিরূপ্য হইবে অর্থাৎ এক জ্ঞানধারা একজাতীয় অনুভূতি ও অনুস্মৃতির
নিয়ামক হইবে, এই কথাও সম্ভব নহে, যেহেতু ঐ সন্তান স্থায়ী? কি
অস্থায়ী? যদি স্থায়ী সন্তান স্বীকার কর, তবে তাহাই স্থির (অক্ষণিক)
আত্মা হইল, সুতরাং তাহাতে তোমাদের মতবিরুদ্ধ অগম্যত আসিয়া
পড়িল। আর যদি সন্তান স্থায়ী স্বীকার না কর, অন্য কর্তৃক অনুভূত
বস্তুর অপরিবর্তিত কর্তৃক অনুস্মৃতির অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আর এক
কথা—ক্ষণিকত্ব বস্তুটি কি? উহা কি ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ? অথবা
একক্ষণেই উৎপত্তি ও বিনাশ? তাহার মধ্যে ক্ষণ-সম্বন্ধকে ক্ষণিকত্ব
বলিতে পার না; কারণ যে পূর্বাপর স্থির পদার্থ, তাহারই ক্ষণ-বিশেষের
সহিত সম্বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ একক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশও বলিতে
পার না; যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা পড়ে অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়ক্ষণে
সেই ঘটাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন উহা বিনষ্ট হইয়াছে কিরূপে
বলিব? যদি বল, ধারাবাহিক জ্ঞানের সৃষ্টি হয় বলিব, তাহাও এই ক্ষণ-
ভঙ্গবাদ নিরাস দ্বারা নিরাকৃত হইল। কিরূপে? তাহা বলিতেছি—এই
দৃষ্টিসৃষ্টিতেও ফলতঃ ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইতেছে। অতএব ভাবপদার্থ
ক্ষণিক নহে ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুস্মৃতিরতি। তদযোগাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধানসম্ভবাৎ। বাহ্যে
বস্তুনি গঙ্গাপ্রবাহদীপাচ্চিরাদৌ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—‘অনুস্মৃতিশ্চ’ এই সূত্রে ভাষ্যান্তর্গত ‘একস্ত স্থায়িনোহ-
ভাবেন তদযোগাৎ’ ইতি তদযোগাৎ অর্থাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধান অসম্ভব—
এই হেতু। ‘কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি ইতি’—গঙ্গাপ্রবাহ-দীপশিখা প্রভৃতি
বাহ্য পদার্থে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বোদ্ধগণ যে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন,
বর্তমানে সূত্রকার সেই ক্ষণিকত্ববাদ নিরসন করিতেছেন। পূর্বানুভূত
বস্তুর স্মৃতি লোকের হয় সুতরাং ক্ষণিকত্ববাদ অযৌক্তিক, কারণ ভাবপদার্থ
ক্ষণিক হইলে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মৃতির অনুসন্ধান সম্ভব নহে। ভাষ্যকার
বোদ্ধমতের এতৎ-সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলি একে একে নিরাস করিয়াছেন। উহা
ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথাহুমীয়েতে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্ৰিয়েহিতৈঃ ।
এবং প্রাপ্তেহজ্ঞং কৰ্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥
নাহুভূতং ক চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্ ।
কদাচিত্তপলভ্যেত যজ্ঞপং যাদৃগাশ্রয়ি ॥
তেনাস্ত তাদৃশং রাজন্ নিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্ ।
শ্রদ্ধংস্থানহুভূতোহর্থো ন মনঃ শ্রষ্টুমর্হতি ॥”

(ভাঃ ৪।২।১৬৩-৬৫) ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—স্বকীয়ং পীতাত্মাকারং জ্ঞানে সমৰ্প্য
বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন পীতাত্মাকারেণাহুমীয়তে । অতোহর্থ-
বৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দৃষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সৌত্রান্তিক মতে ঘট-পটাদি পদার্থ নিজ-
গত পীতাদি আকার জ্ঞানে সমৰ্পণ করিয়া অর্থাৎ ঘটপটাদি দৃষ্ট হইলে
দর্শনে ঘটাদির আকার সমর্পিত হয়, তাহার পর সেই ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট
হইয়াও জ্ঞানে ভাসমান সেই পীতাদি আকার দ্বারা সেই ঘটাদি অহুমিত
হইয়া থাকে অর্থাৎ ‘ইদং পীতঘটজ্ঞানং পীতাকারবদ্ব্যং’ ইত্যাদি আকার-
ভেদ দ্বারা বিবিধ জ্ঞান অহুমিত হইয়া থাকে, অতএব বিচিত্র পদার্থের জগুই
বিচিত্রজ্ঞান রচিত হয়,—এই সৌত্রান্তিক মতকে দূষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্য-টীকা—অথ সৌত্রান্তিকমাত্র স্বীকৃতমংশং দৃষয়তি
স্বকীয়মিত্যাদিনা ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর বৌদ্ধসম্প্রদায়-বিশেষ
সৌত্রান্তিকমাত্র স্বীকৃত অংশ দূষিত করিতেছেন—স্বকীয়মিত্যাди বাক্য দ্বারা ।

সূত্রম্—নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—‘নাসতঃ’—বিনষ্ট পীতাদি পদার্থের পীতাদি আকার জ্ঞানে ‘ন’
সমর্পিত হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর—‘অদৃষ্টত্বাৎ’ যেহেতু ধর্মী
বিনষ্ট হইলে ধর্মের অস্তিত্ব স্থিতি কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অসতো বিনষ্টস্য পীতাত্মত্বস্য পীতাদিরাকারো
জ্ঞানে ন সম্ভবতি । কৃতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ । ধর্মীণি বিনষ্টে ধর্মস্বাত্মত্ব
সম্বন্ধাদর্শনাৎ । ন চাত্মমেয়ো ঘটাদিন’ তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং
ভগিতুম্ । প্রত্যক্ষাণে জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রা-
ন্তিকাসাধারণো দোষঃ । তস্মাৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদিন’ তু জ্ঞানগতেন
তদাকারেণাহুমীয়ত ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট পীতাদি—ঘটপটাদি বস্তুর পীত প্রভৃতি
আকার জ্ঞানে সমর্পিত হইয়া ভাসমান হইতে পারে না, কি কারণে?
‘অদৃষ্টত্বাৎ’ এইরূপ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পীতাদি আকারবিশিষ্ট ঘট-পটাদি বিনষ্ট
হইলে তাহার ধর্ম পীতাদি-আকারের অস্তিত্ব স্থিতি দেখা যায় না । তদুত্তর
ঐ জ্ঞানে ভাসমান আকার দ্বারা বিনষ্ট ঘটাদি অহুমিত হয় অর্থাৎ ‘জ্ঞানং
ঘটাদিবিষয়কং পীতাত্মাকারবদ্ব্যং’ এই অহুমান দ্বারা বিনষ্ট ঘটকে অহুমান
করা হয়, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে, এ-কথাও বলিতে পার না; কারণ প্রত্যক্ষ
প্রমাণ দ্বারা ঘটকে আমি জানিতেছি—এই অহুব্যবসায় দ্বারাই ঐ মত খণ্ডিত
হইয়াছে, এইটি সৌত্রান্তিকদের পক্ষে অসাধারণ দোষ । অতএব সিদ্ধান্ত
এই—বিনষ্ট ঘটাদি প্রত্যক্ষই হয়, জ্ঞানগত ঘটাদির আকার দ্বারা ঘটাদি
অহুমিত হয় না ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাসত ইতি । ধর্মীণীতি । পীতাদিকোহর্থো ধর্মী তস্মিন্
বিনষ্টেহপি সতি । ধর্মস্য পীতাত্মাকারস্য ততোহস্তত্র জ্ঞানে সম্বন্ধো ন দৃষ্টো
নাহুভূতো যস্যাদিত্যর্থঃ । প্রত্যক্ষাণেতি । চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষাণে ঘটমহং
জানামীতি প্রত্যয়েনৈবাহুমাননিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—‘নাসতঃ’ ইত্যাদি সূত্রের ‘ধর্মীণি বিনষ্টে’ ইত্যাদি ভাষ্য—
পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ ধর্মী—তাহা বিনষ্ট হইলেও । ধর্মস্য—
পীতাদি আকারের, অস্তিত্ব—সেই ঘটাদি ভিন্ন অস্তিত্বানে অর্থাৎ জ্ঞানে, সম্বন্ধঃ—
পীতাদি আকারের স্থিতি, ‘ন দৃষ্টঃ’—যেহেতু অহুভূত হয় না—এই অর্থ ।
‘প্রত্যক্ষাণে জানামি’ ইতি—চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ‘ঘটমহং জানামি’
ঘটকে আমি জানিতেছি—এইরূপ প্রতীতিবশতঃ উহার অহুমান নিরস্তই
হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সৌত্রান্তিকগণের মতে ঘটপটাদির পীতাদি-জ্ঞান লাভের পর তাহাদের আকার বিনষ্ট হইলেও সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাদি অল্পমিত হইয়া থাকে, স্তত্রাং অর্থ-বৈচিত্র্যকৃতই জ্ঞানের বৈচিত্র্য; ইহা নিরসনকল্পে সূত্রকার বলিতেছেন,—যে পীতাদি বস্তু অসং অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পীতাদি-আকার জ্ঞানে থাকিতে পারে না; কারণ পীতাদি বস্তুধর্মী, সেই ধর্মী নষ্ট হইলে তাহার ধর্ম—পীতাদি আকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঘটাদি অল্পমানের বিষয় তাহাও বলা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটাদি জানা যাইতেছে স্তত্রাং এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির দ্বারাই অল্পমান স্বতঃই নিরাস হয়।

অর্থ ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্নবৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বাহ্য পদার্থ স্বীকারের আর কোন আবশ্যকতাই থাকে না। জ্ঞান ব্যতীত অস্ত্র কিছু নাই বলিলে উপহাস্যপদ হইতে হয়।

ত্রীমস্তাগবতে পাই,—

“যো জাগরে বহিরণু ক্ষণধর্ম্মিণোহর্থান্

ভুঙক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।

স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ

স্বতাব্যয়ং ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্రిয়শঃ” (ভাঃ ১।১।১৩।৩২) ২৬।

অবতরণিকাতাৎপ্যম্—অথোভয়সাধারণদোষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় পক্ষেই সমান দোষ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—উদাসীনানাংমপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—‘এবং’—ভাবপদার্থমাত্রই ক্ষণিক হওয়ায় অসং হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উপায়শূন্য ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা, ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবপদার্থমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন উপায়-সাধন নিস্প্রয়োজন, স্তত্রাং উপায়-সাধন না করিলেও তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং ভাবক্ষণিকতয়াসচ্ছৎপত্তৌ স্বীকৃত্যায়ামুদাসীনানাংমুপায়শূন্যানাংমুপায়সিদ্ধিঃ স্ত্রাং। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রশ্চ পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োঁরহেতুকত্বমতো-হল্পুপায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্ত্রাং। উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্ৰাপ্যুপায়ে ন প্রবর্তেত, স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোহপি প্রযতেত। ন চৈবমস্তি সর্ব্বশ্রুতাপ্যুপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা তরৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে। তস্মাদ্বিশ্বপ্রতারণ্যমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল ভাবভূতস্বক্কেহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবান্তাবোৎপত্তিমূচতুঃ ক্ষণিকানাংমপ্যায়নাং স্বর্গাপবর্গসাধনান্যুপদিদিশতুরিতি তুচ্ছস্তংসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে ভাবপদার্থের ক্ষণিকতাহেতু অসং হইতে সং পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে এবং তাহার ফলে উপায়ান্তর্ধান-রহিত ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, কেননা, ক্ষণভঙ্গ বৌদ্ধমতে ভাব-পদার্থমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট ইষ্টের প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্টের পরিহারের উপায় সন্ধান নিরর্থক হইতেছে; স্তত্রাং ইষ্ট-প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় ব্যবস্থা না করিলেও তাহাদের পক্ষেও ইষ্ট-প্রাপ্তি, অনিষ্ট-পরিহার হইবে অর্থাৎ উপায়লভ্য পদার্থ পাইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিই কোন উপায়ের চেষ্টা করিবে না, স্তত্রাং স্বর্গের জন্ম বা মুক্তিলাভের জন্ম কেহ কোনও প্রযত্ন করিবে না, কিন্তু তাহা হয় না; উপেক্ষার্থী সকলেই উপায় অবলম্বন করে এবং সোপায়তা-জন্ম উপেয় বস্তুও লাভ করে, ইহা প্রতীত হয়, অতএব বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদিগের প্রবৃত্তি বিশ্বকে প্রতারিত করিবার জন্মই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে দুই সম্প্রদায় ভাবভূতস্বক্কে হইতে জগৎরূপ সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও আবার অভাব হইতে অর্থাৎ শূন্য হইতে সং পদার্থের উৎপত্তি বলিয়াছেন এবং আত্মসমূহ ক্ষণবিনাশী হইলেও তাহাদের স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন। অতএব তাহাদের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উদাসীনানামিতি। বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাস্চোক্তয়োঃ-পাদে চ পূর্ব্বনিরোধাদিতি স্বীকৃষ্ণন্তঃ কার্য্যোৎপত্তিপ্রারম্ভে সতি হেতোর্ভাবশ্চ

ক্ষণিকত্বাদিনাশং মন্ততে। ভাবস্ত ক্ষণাদৃষ্টিং বিনাশিত্বেন কার্য্যারম্ভে তদুপাদেয়ো হেতুরভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈব তন্মতে সা ভবেৎ। ততশ্চ কার্য্যমুৎপাদয়িষ্যন্তে হেতোর্বিনাশাদ্বেতুরূপোপায়তাবাহুপায়শৃঙ্গা উদাসীনঃ কথ্যন্তে। ব্যবহারোপায়হীনাবিরক্তা যথোদাসীনাব্যপদিষ্টা ইথঞ্চোদাসীনানামুপায়শৃঙ্গানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্। তদর্থঃ—ধাত্বাদিকলোপায়েষু কর্ণাদিষ্প্রবর্তমানানাং স্ববেশ্মনি তুষ্টীং স্থিতানাং পুংসামভীষ্টধাত্বাদি-ফলপ্রাপ্তিঃ স্মাৎ। সন্ন্যাসিনামপি পুত্রাদিকং ভবেদিতি। ক্ষণভঙ্গবাদে হীষ্টপ্রাপ্ত্যানিষ্টপরিহারয়োলৌকিকদৃষ্টয়োক্তরীত্যা নিহেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং হেতুরূপোপায়শৃঙ্গানামপি তদ্রূপোপেয়সিদ্ধিঃ স্মাদিত্যর্থঃ। যথেষ্ট সিদ্ধান্তঃ পারমার্থিকস্তর্হি তদগ্রাহিকাণামৈহিকফলসাধনেযু প্রবর্তিনাং স্মাদিত্যাহ উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদিতি। উপেয়ং ফলং তল্লিপ্সুঃ তদর্থীত্যর্থঃ। পারলৌকিকফলসাধনেষপি ন তেষাং প্রবৃত্তিঃ স্বতরামিত্যাহ স্বর্গায়তি। নমস্বপ্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমস্তীতি। সোপায়তা দৃশ্যত ইতি শেষঃ। তথৈব সোপায়তথৈব। এতয়োর্বৈভাবিকাতোঃ। তথাচ ভ্রান্তিমূলেণ এতয়োঃ সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়েনেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—‘উদাসীনানামপি’ ইত্যাদি সূত্রে—বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ মনে করেন—পরে কিছু কার্যের উৎপত্তিতে পূর্ব বস্তুর বিনাশ হইতে উহা হয়, ইহা স্বীকার করিয়া কার্যোৎপত্তির আরম্ভ হইলে ভাবভূত হেতুর ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন বিনাশ হয়। ভাবপদার্থ ক্ষণকালের পর বিনাশশীল, এজন্ত কার্য উৎপাদন করিতে হইলে উপাদেয় তাহার হেতু অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শূন্য, স্বতরাং তাহাদের মতে কার্যোৎপত্তি নিষ্কারণকই হইতেছে। সেজন্ত কার্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা হেতুর বিনাশহেতু হেতুরূপ কার্য্যসিদ্ধির উপায়ের অভাবে উপায়শূন্য, অতএব উদাসীন কথিত হয়। যাহারা ব্যবহারের উপায়হীন, অথবা উপায়-সংগ্রহে বিরক্ত ব্যক্তি, তাহারা যেমন উদাসীন বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, এইরূপ উপায়-শূন্য উদাসীনগণের, এইরূপ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সমীচীনই আছে। অতএব সংক্ষিপ্ত প্রতিপাত্ত অর্থ দাঁড়াইতেছে যে—ধাত্বাদি শব্দোৎপাদনের উপায় ক্ষেত্র-কর্ণাদি কার্য্যে অপ্রবৃত্ত, গৃহে নিস্তরুভাবে অবস্থিত লোকদিগেরও অভীষ্ট ধাত্বাদি শব্দ প্রাপ্তি হউক এবং সন্ন্যাসী অর্থাৎ দারহীনদিগেরও

পুত্রাদিলাভ হউক, এইরূপ আপত্তি অপর ব্যাখ্যাতৃগণ করেন। ক্ষণভঙ্গবাদ স্বীকার করিলে লৌকিক ব্যবহারে দৃশ্যমান ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার উক্ত রীতিতে হেতুশূন্য হওয়ায় যাহারা সেই ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার করিতে চায়, তাহারা হেতুরূপ উপায় শূন্য হইলেও তাহাদের ঐ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ কার্যোৎপত্তি হউক, ইহাই সমুদায়ার্থ। আর যদি তোমাদের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি বা স্বর্গরূপ পরমার্থের উপযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে সেই পরমার্থলিপ্সু ব্যক্তিদিগের ঐহিক ফল সাধনেও প্রবৃত্তি না হউক, এই কথাই ‘উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিৎ’ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। উপেয়লিপ্সু-শব্দের অর্থ—উপেয়—ফল তাহাকে লিপ্সু—তাহার প্রার্থী। পারলৌকিক ফল স্বর্গাদির সাধক যজ্ঞাদিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি একেবারেই হইবে না, ইহাই ‘স্বর্গীয়’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। যদি বল, অপ্রবৃত্তি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘ন চৈবমস্তি’ এইরূপ কিন্তু হয় না। ‘উপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা’—ফলার্থীর উপায়বন্ত, (অর্থাৎ চেষ্টা) ‘দৃশ্যতে’—দেখা যায়, ইহা অধ্যাহার্য। ‘তথৈবোপেয়লাভশ্চ’ তথা—সেই উপায়বস্তাভ্যুতই। ‘বিশ্বপ্রতারার্থম্ এতয়োঃ’—বিশ্বপ্রতারণার্থই বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের এই মতবাদ। ফল কথা—ভ্রান্তিমূলক ইহাদের সিদ্ধান্তদ্বারা উপনিষদ্বাক্যের ব্রহ্ম সমন্বয়-বিষয়ে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে সূত্রকার বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক উভয় পক্ষেরই সাধারণ দোষ প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন যে, ক্ষণিকত্ব-বাদ স্বীকৃত হওয়ায় এবং অসৎ হইতে যদি সতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উদাসীন অর্থাৎ উপায়-রহিত ব্যক্তিরও কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলে যে কোন লোক যত্ন ব্যতিরেকেও ইচ্ছামূরূপ দ্রব্য লাভ করিতে পারিত, ভূমি-কর্ণাদি ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও কৃষক ধাত্বাদি ফল পাইতে পারিত, উহাদের মতে শূন্য হইতেই সকলের সকল ফল লাভ হইতে পারিত, স্বতরাং সাধন-ব্যতিরেকেই যখন সিদ্ধি সম্ভব তখন আর কাহারও সাধনের যত্নের প্রয়োজন হইবে না, বিনা সাধনেই স্বর্গ ও মোক্ষ হইয়া পড়িবে; কিন্তু দেখা যায়,—উক্ত বাদীরা ভাবভূতত্বক হইতে সমুদায় উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আবার অভাব হইতে উৎপত্তিবাদ বলিতেছে,

আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়া আবার ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও অপবর্গ-সাধনের উপদেশ দিতেছে। স্মরণ্য উহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল বিশ্বপ্রতারণার জন্যই প্রস্তুতি।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“নৈতদেবং যথাখং তৎ যদহং বচি তৎ তথা।

এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে হ্রতয়া ॥” (ভাঃ ১।১।২২৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“তোমার যে শিষ্ট কহে কুতর্ক নানাবাদ।

ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥”

শ্রীমন্তাগবতে আরও পাই,—

“এবমিন্দ্রে হরতাপং বৈধ্যযজ্জিঘাংসয়া।

তদগুহীতবিস্মৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতিনৃণাম্ ॥

ধর্ম ইত্যপধর্মেষু নগ্নবস্ত্রপটাদিষু।

প্রায়ৈং সজ্জতে ভ্রাতৃণ্য পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥” (ভাঃ ৪।১।২৪-২৫)

অর্থাৎ বেদ-নন্দন পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্দ্র এইরূপ বারংবার যে পাষণ্ডরূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে ক্রমে মনুষ্যদিগের মতি আসক্ত হইল। দিগম্বর—জৈনগণ, বক্ত-বস্ত্রধারী—বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ সকলেই পাষণ্ড—উপধর্ম্মাপ্রিত; ইহাদিগের আপাতরমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধর্ম্ম-ভ্রমে মনুষ্যদিগের মতি পাষণ্ড-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকাভাব্যম্—তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরন্ত্রে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবর্তিষ্ঠতে। বাহ্যে বস্ত্রত্বভিনিবিশমানান্ কাংশ্চিচ্ছিত্ত্যান্নুরূধ্য বাহ্যার্থপ্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিতা। তস্মাৎ ন তস্মাশয়ঃ, বিজ্ঞানস্বক্শমাত্রাতংপর্য্যাতং। তথাহি বিজ্ঞেয়ো ঘটাত্ত্বার্থে বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে। তস্মৈবার্থাকার-ত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান্ বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেহর্থাকারত্বং ধর্ম্মোহবশ্যং মন্তব্যঃ।

কথমত্মাথা ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ? তথাচ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থঃ? নহু কথমাত্ত্বং জ্ঞানং ঘটপর্ব্বতাভ্যাকারকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্ত তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব তৎ। নহু কথমসতি বাহ্যেহর্থো ধীবেচিত্র্যম্। বাসনাবেচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তদৈ-চিত্র্যস্যাস্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ব-নিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানান্তিন্নম্। কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি।

ইহ সংশয়ঃ। সর্ব্বং জ্ঞানাত্মকমিতি যুক্ত্যতে ন বেতি। স্বপ্নবদ্ভি-নাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতি-রেকাচ্চ যুক্ত্যত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতএব বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মত এইরূপে নিরন্ত হইবার পর বিজ্ঞানমাত্র-পদার্থবাদী যোগাচার বৌদ্ধ—আক্ষেপ করিতেছেন—বাহ্য বস্তুর অভিনিবেশযুক্ত কোন কোনও শিষ্টের অহুরোধে অর্থাৎ উপদেশার্থ বাহ্য বস্তুর প্রক্রিয়া সুগত—বুদ্ধ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতে তাঁহার সম্মতি নাই যেহেতু সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞানরূপতাই তাঁহার তাত্পর্য্য। সেই প্রক্রিয়া এইপ্রকার—জ্ঞানবিষয়ীভূত ঘটপটাদি পদার্থ বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে। যেহেতু জ্ঞানই বাহ্য পদার্থাকারে পরিণত হয়। যদি বল, বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে লৌকিক ব্যবহারের অনিপ্পত্তি হইবে, তাহাও নহে। স্বপ্নে যেমন বাহ্য পদার্থের সত্যতা না থাকিলেও স্বাপ্ন-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ হইবে। যিনি (সাংখ্য-যোগদর্শন মতাবলম্বী) বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিও বুদ্ধির অর্থাকারতা ধর্ম্ম অবশ্য মানিবেন। তাহা না হইলে ‘ঘট-জ্ঞান’ ‘পট-জ্ঞান’ এইরূপ বিবিধ জ্ঞান ব্যবহার হইবে কেন? তাহা যদি হইল, তবে আর বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিয়া ফল কি? আপাত হইতে পারে—জ্ঞান অন্তরের ধর্ম্ম, তাহা বাহ্য ঘটপর্ব্বত প্রভৃতি আকারে আকারিত হইবে কিরূপে? এই আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশাত্মক চৈতন্যময় বস্তু, কিন্তু আকারশূন্য (বিষয়শূন্য) হইলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব, এজন্ত সাকারত্বই বলিতে হইবে। যদি বল, বিভিন্ন বাহ্য বস্তু না থাকিলে তত্ত্বদাকারে বিচিত্র জ্ঞান হয়

কিরূপে? তাহাও নহে, বিভিন্ন বাসনা হইতে বিভিন্নাকার জ্ঞানের উদয় হয় বলিব। বাসনারূপ হেতু হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় অস্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘট-জ্ঞানের বাসনা থাকিলে ঘটাকার জ্ঞান হয়, এইরূপ অস্বয় ও ঐ বাসনা না থাকিলে তদাকার জ্ঞান হয় না, এইরূপ ব্যতিরেকবলে জ্ঞানের বৈচিত্র্য নিশ্চয় হয়। আরও একটি কারণ এই—যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক সঙ্কেই নিয়মিতভাবে উপলব্ধ হয়, তখন জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন নহে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপই জ্ঞেয়, অতএব বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এই মতের উপর সংশয় হইতেছে—সমস্ত পদার্থই জ্ঞানস্বরূপ, ইহা যুক্তিযুক্ত কি না? পূর্বপক্ষী বলেন, স্বাপ্ন জ্ঞানের মত পদার্থব্যতিরেকেই কেবল জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় আবার অতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থ স্বীকারে প্রয়োজন নাই। অতএব সমস্তই জ্ঞানাত্মক, ইহা যুক্তিযুক্ত। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ যোগাচারং নিরাকর্ষ্যমারভতে তদেব-মিত্যাদিনা। মা ভূদসঙ্গতেন বৈভাষিকাদিসিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্নদৃষ্টান্তপুণ্ডেন শক্যঃ স তস্মিন্ কর্ত্তুমিতি প্রত্যুদাহরণা-দাক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তস্ত বাহ্যবস্তুনোহভাব ইতি সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমাণমূল ইতি বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তস্মৈবেতি। বিজ্ঞানশ্চৈব ঘটাত্মাকারত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নবদিতি সপ্তম্যস্তাদিবার্থে বতিঃ। কথমন্তথেনিতি। ঘটাকারকং জ্ঞানং ঘটজ্ঞানম্। যথা ঘটকর্ত্তুঃ কুলালস্ত জ্ঞানেনৈব ব্যবহারে সিদ্ধে বাহ্যার্থাদী-কারো ব্যর্থঃ। নহু কথমিতি সূত্রে মনসি পর্ত্তাত্মাকারকস্ত জ্ঞানস্তাসমাবেশা-পত্তেরিতি ভাবঃ। জ্ঞানং কিলেতি। জ্ঞানস্ত নিরাকারত্বে কালাদেব-িত তস্ত প্রকাশো ন স্তাদতঃ সূর্য্যাদেব-িত সাকারশ্চৈব তস্ত প্রকাশাত্মরূপপত্তি-স্তত্ত্বৈ মানম্। ন চ তত্ত্বাসমাবেশঃ তত্ত্বদাকারস্ত জ্ঞানাত্মকতয়া লৌকিকা-কারবৈলক্ষণ্যেন সমাবেশসিদ্ধেঃ। তস্মৈতি জ্ঞানস্ত। তদ্বৈচিত্র্যাস্তেতি ধীবৈ-চিত্র্যাস্ত। জ্ঞানং বিনা জ্ঞেয়ং ন ভাসতে অতন্তয়োরভেদ ইত্যর্থঃ। ইহ সংশয় ইত্যাদি,—তদঙ্গীকারে অর্থস্বীকারে। তথাচ স্বপ্রকাশাৎ সাকারাৎ ক্ষণিকাং জ্ঞানাদেব ব্যবহারে সিদ্ধে স্থিরাং জ্ঞানাং মশক্তিকাং ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্থেয়ঃ স্থিতিয়েতি প্রাপ্তে নিরস্ততি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অনন্তর যোগাচার মত নিরাস করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—‘তদেবমিত্যাदि वाक्याद्वारा’ পূর্বপক্ষী বলেন,—বেশ, অসঙ্গত বৈভাষিক ও মৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, স্বপ্নদৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট অর্থাৎ সমর্থিত বিজ্ঞানবাদ দ্বারা তো সেই সমন্বয়ে বিরোধ করা যাইতে পারে, এই প্রত্যুদাহরণ হইতে (প্রতিবাদ বা আপত্তিরূপ) আক্ষেপ সঙ্গতি এই সন্দেহে বোধব্য। বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের অভাব—এই যোগাচার সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ এই—সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ অথবা ভ্রান্তিমূলক? এই সন্দেহের উপর পূর্বপক্ষী বলেন—হাঁ, ইহা প্রমাণ-মূলক। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই প্রক্রিয়া বা যুক্তি দেখাইতেছেন—‘তথাহি’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ‘তস্মৈবार्থাकारत্বादिति’—তস্ম—বিজ্ঞানেরই, অর্থাकारत্বाৎ—অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্যकारत্বাহেতু। ‘स्वप्नवदिति’ স্বপ্নে ইব এই সপ্তম্যস্ত ‘स्वप्ने’ পদের উত্তর ইবার্থে তদ্ধিত বতি প্রত্যয়, ইহার অর্থ যেমন স্বপ্নে। ‘कथमन्तथेति’ তাহা না হইলে কেন ঘটাকারক জ্ঞান ঘটজ্ঞান এইরূপ প্রতীতি হইবে। যেমন ঘটনির্মাणकर्त्ता कुम्भकारेण ज्ञानद्वारा इव व्यवहार सिद्ध इति। স্তুরাং বাহ্যবস্ত স্বীকার না করিলেও চলে। ‘नहू कथमास्तबं ज्ञानमित्यादि’ জ্ঞান অন্তরের কার্য, সেই অন্তর (মন) অতিক্রম, তাহাতে পর্ত্তাত্মাকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব হইয়া পড়ে, এই তাৎপর্য। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ज्ञानं किलेत्यादि’ জ্ঞান নিরাকার হইলে কালদিক প্রভৃতির মত তাহার প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব সূর্য্যাদির মত সাকারেরই তাহা প্রকাশ হইবে, সাকারত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞানের প্রকাশই হইতে পারে না, এই অগ্ৰথারূপপত্তিই জ্ঞানের সাকারত্বে প্রমাণ। যদি জ্ঞানমাত্র স্বীকৃতই হয়, তবে পর্ত্তাত্মাকার হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় যদি বল, জ্ঞানে পর্ত্তাত্মাকারত্বের সমাবেশ বা বিষয়তা নাই, তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু পর্ত্তাত্মাদি আকার জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় লৌকিক আকার হইতে বিলক্ষণভাবেই সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে মানসিক জ্ঞানে পর্ত্তাত্মাদি আকার বাধিত হয় বটে, কিন্তু যখনই জ্ঞানের বিষয় পর্ত্তাত্মাদি হইল তখনই জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া উহা বিলক্ষণ বিষয় হইল; অতএব ঐ আপত্তি সঙ্গত নহে। ‘নিরাকারস্ত তস্মৈতি’ তস্ম—

জ্ঞানের। 'তদ্বৈচিত্র্যাস্বয়ব্যাতিরেকাত্মামিত্যাদি'—তদ্বৈচিত্র্যাস্বয়ব্যাতিরেকাত্মামিত্যাদি—বিচিত্র-জ্ঞানের। 'ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাত্মমিতি'—জ্ঞানব্যাতিরেকে জ্ঞেয়বস্তুর কোন প্রকাশ হয় না, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয় অভিন্ন, ইহা তাৎপর্য। 'ইহ সংশয় ইত্যাদি' পৃথকতদঙ্গীকারে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিলে। অভিপ্রায় এই—স্বপ্রকাশ সাকার এবং ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইলে আর চিরস্থায়ী জ্ঞানস্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টিবাদী সমন্বয়কে সুধী ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিয়েন না, ইহাই পূর্বপক্ষীর মত সিদ্ধ হইলে তাহার নিবাস করিতেছেন—

নাতাব উপলক্ষ্যধিকরণম্,

সূত্রম্—নাতাব উপলক্ষেঃ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—'ন অতাবঃ'—বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পার না, কি জ্ঞান? 'উপলক্ষেঃ'—যেহেতু 'ঘটন্ত জ্ঞানম্' ঘটের জ্ঞান এ-কথায় ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থের উপলক্ষি হয় ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তুন্ম। কুতঃ? উপলক্ষেঃ। ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মস্যার্থস্যোপলব্ধ্যং। ন চ নাহমর্থং নোপলভে অপি তু জ্ঞানাত্মং নোপলভে ইতি বাচ্যম্। উপলক্ষিবলেনৈব তদন্ততায় গলে নিপাতনাং। ঘটমহং জানামীত্যাদৌ জ্ঞা-ধাত্বর্থং সাক্ষ্যকং সাক্ষ্যকঞ্চ সর্বো লোকঃ প্রত্যোতি প্রত্যায়তি চাত্মান্। তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোহর্থো জ্ঞানাং। ননু জ্ঞানাত্মশেদঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথং, জ্ঞানে চেৎ, তর্হ্যেকস্মিন্ সর্বস্য প্রকাশঃ স্যাৎ অত্ভাববিশেষাদিতি চেন্ন। তন্তিন্নেহপি তস্মিন্ যত্র বিষয়ত্যাঃ সম্বন্ধস্তস্যৈব নাত্মস্যোতি ব্যবস্থানাং। পীত-রক্তাদিবিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাত্মাকারাসম্ভবাচ্চ। যত্ন-সহোপলব্ধিনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্থভেদহেতু-

কথাং। ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ। কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যা তা সৌগতেন তস্য পৃথক্-সঙ্গ স্বীকৃতম্। “যন্ত-দন্তজ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহির্বদবভাসত” ইতি তত্বক্ষেঃ। অত্থথা বৎকরণা-সম্ভবঃ। ন হি বক্ষ্যাপুত্রো বক্ষ্যাপুত্রবদিতি কশ্চিদাচক্ষীত ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পার না। কি কারণে? উত্তর—উপলক্ষেঃ—যেহেতু তাহার উপলক্ষি হইতেছে। কি প্রকারে? দেখাইতেছি—যেহেতু 'ঘটন্ত জ্ঞানম্' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ বোধিত হইতেছে। কথাটি এই—'ভেদে যষ্টী' দুইটি পদার্থের ভেদ থাকিলে যষ্টী হয়, অতএব ঘটন্ত জ্ঞানম্ এই বাক্যে ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা না হইলে 'ঘটোজ্ঞানম্' এইরূপ সামান্যধিকরণ্য প্রতীতি হইত। আর একথাও সত্য যে, উপলক্ষ বস্তুকে অপলাপকারী ব্যক্তি কখনও সমীক্ষা-কারী ব্যক্তিগণের কাছে গ্রহণীয় বাক্য বা শ্রদ্ধেয় বাক্য হয় না। যদি বল, আমি (বিজ্ঞানবাদী) বাহ্য পদার্থ অপলাপ (অস্বীকার) করিতেছি না অর্থাৎ আমি বাহ্য অর্থ উপলক্ষি করিতেছি না, তাহা নহে, কিন্তু জ্ঞানাত্মিক বাহ্য পদার্থ উপলক্ষি করিতেছি না। এ-কথাও বলা চলে না; যখন বাহ্য পদার্থের উপলক্ষি হইতেছে, তখন জ্ঞানভিন্ন অন্যপদার্থের গলে নিপাতন হইল অর্থাৎ অন্তঃস্থ ঘাড়ে পড়িল। ইহাই বিবৃত করিতেছেন—'ঘটমহং জানামি' আমি ঘটকে জানিতেছি—এই বাক্যের অন্তর্গত 'জানামি' পদের প্রকৃতি জ্ঞা-ধাতুর অর্থ সাক্ষ্যক ও সাক্ষ্যক, ইহা সকললোক বুঝিয়া থাকে অর্থাৎ একজন কোন বস্তুজ্ঞান করে এবং অপর সকলকে উহা বুঝাইয়া থাকে। তাহার ফলে যিনি কেবলমাত্র জ্ঞান সাধন করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিক বাহ্য পদার্থ মানিতেছেন না—তিনি লোকের উপহাসাম্পদই হইবেন। অতএব জ্ঞান-ভিন্ন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। আপত্তি এই—যদি জ্ঞান-ভিন্ন ঘটাদি বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহার প্রকাশ হয় কিরূপে? যদি বল, জ্ঞানেই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে এক ঘটজ্ঞানে সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হউক, কারণ জ্ঞানাত্মক সকল পদার্থই নির্কিংশে-ভাবে আছে। এইরূপ পূর্বপক্ষীর আপত্তির খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—'ইতি চেন্নৈবম্' ইহা যদি বল, তাহা এরূপ নহে; জ্ঞানভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের

মধ্যে যাহাতে বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকে, তাহারই জ্ঞানে প্রতিভাস হয়, অল্প সকলের নহে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় ঐ আপত্তি হইতে পারে না; তদুত্তরে পীত-ব্রহ্মাদিকে বিষয় করিয়া যে সমূহালঙ্ঘন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের পরস্পর বিরুদ্ধ নীল-পীতাদি নানাকারতারও অসম্ভব হয় যেহেতু তোমার মতে জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় অসং। আর যে তোমরা একটি যুক্তি দেখাইয়াছ যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় যেহেতু সহভাবেই উপলব্ধ হয় অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নহে—ইহা মন্দ কথা; কারণ সাহিত্যপদার্থ পদার্থদ্বয়ের ভেদরূপ হেতুমূলক, যেখানে পদার্থ ভেদ নাই তথায় সাহিত্য হয় না, তবে কিরূপে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সাহিত্যে বোধ হইবে? তাহা হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সহোপলব্ধির নিয়ম কার্যাকারণভাবনিমিত্তক জানিবে। আর একটি বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে দোষ এই যে, বাহ্য পদার্থ-নিরাসকারী বৌদ্ধ সেই বাহ্য পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পৃথকসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, যথা—‘যত্তদন্তজ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহিবদব-ভানতে’ অন্তরের মধ্যে জ্ঞেয়বস্তু যে জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা বাহ্যবস্তুর মত তদাকারেই। যেহেতু এইরূপ তাঁহার উক্তি আছে, যদি ইহা না মান, তবে ‘বহিবৎ’ এই ‘বৎ’ প্রত্যয় সঙ্গত হয় না, কেননা বাহ্যবস্তু অসং হইলে তাহার দৃষ্টান্ত অসঙ্গতই হয়, যেমন কেহ যদি বলে বক্ষ্যাপুত্র বক্ষ্যাপুত্রের মত সেইরূপ ॥২৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাভাব ইতি। সর্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধস্ত ভাবস্তানাভাবং বদতা জ্ঞানমাত্রস্তানাভাবং কথয়ন্ ন শক্যো নিবারয়িতুমিতি চ বোধাম্। ন চেতি। উপলব্ধমর্থম্। তদন্ততায় ইতি। অর্থস্থায় জ্ঞানাত্ততায় ইত্যর্থঃ। তেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন। তহৈকস্মিন্মিতি ঘটজ্ঞানে। এবং ঘটাদেনিখিলস্ত ভানং স্তাদিত্যর্থঃ। তত্ত্বিন্নেহপি। জ্ঞানভিন্নেহপি ঘটাদ্যবর্থে যত্র বিষয়তাথো জ্ঞানস্ত সম্বন্ধস্তনৈবাব্যস্ত প্রকাশো জ্ঞানে ভবেৎ ন তু নিখিলস্তেতি ব্যবস্থি-তেরিত্যর্থঃ। বাধকান্তরমাহ পীতব্রহ্মাদীতি। ঘটান্তং জ্ঞানস্ত বিশেষণম্। সাহিত্যস্তেতি। ন চ সহভাবমাত্রমৈকো তস্মৈ বাগর্থয়োঃক্যাপত্তেঃ। ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্ঞেয়োঃ সহোপলব্ধিনিয়মঃ কার্যাকারণভাবহেতুক ইত্যর্থঃ। কিল্লেতি। তস্ত বাহ্যার্থস্ত। যতপায়মতীৰ্ণধূস্তথাপি তস্ত হৃদগতার্থাব্দেকং যতদিত্যি বাক্যং প্রমাদাদেব নির্গতমিতি বদন্তি ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—‘নাভাব’ ইত্যাদি সূত্রে। সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাহ্য ভাবপদার্থের অভাববাদী যোগাচার কড়ক যেমন বাহ্য পদার্থের অভাব

প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ জ্ঞানমাত্রের অভাবের আপত্তিবাদীকে নিরাকরণ করাও অসম্ভব, ইহাও জানিবে। ‘ন চ নাহমর্থং নোপলভে’ আমি—(বিজ্ঞানবাদী) অর্থ অর্থাত্ উপলব্ধ বিষয়কে যে উপলব্ধি করি না, তাহা নহে। ‘তদন্ততায় গলে নিপাতনাৎ’ ইতি বাহ্য পদার্থগত জ্ঞানাত্ততা (জ্ঞান হইতে পার্থক্য) ঘাড়ে আসিয়া যেহেতু পড়িতেছে, এই জ্ঞাত। ‘তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ ইতি’—তেন—জ্ঞা-ধাত্বর্থদ্বারা। ‘তর্হি একস্মিন্ সর্বপ্রকাশঃ স্তাত্’ একস্মিন্—এক ঘট-জ্ঞানেই সব বস্তুর প্রকাশ হউক অর্থাত্ এই হইলে ঘটাদি নিখিল পদার্থের জ্ঞানে ভান (প্রকাশ) হইয়া পড়ে। ‘তদুত্তরেন্হপি তস্মিন্ ইতি’ তদুত্তরেন্—জ্ঞানভিন্ন হইলেও যে ঘটাদিপদার্থে জ্ঞানের বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকিবে, সেই পদার্থেরই জ্ঞানে প্রকাশ হইবে, তদুত্তর নিখিল পদার্থের নহে—এইরূপ ব্যবস্থা হেতু, ইহাই অর্থ। এক ঘট-জ্ঞানে সকল বস্তুর প্রকাশ হইবার আর একটি প্রতিবন্ধক দেখাইতেছেন—পীতব্রহ্মাদি গ্রন্থদ্বারা। ‘সমূহালঙ্ঘনস্ত’ এই ষষ্ঠী বিভক্তিস্থ পদটি ‘জ্ঞানস্ত’ এই অধ্যাহার্য্যপদের বিশেষণ। ‘সাহিত্যস্তেতি’—কেবল সহভাবই (সহউক্তিই) যে ঐক্যের প্রয়োজক, তাহা নহে, তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের ঐক্য হইয়া যায়। ‘ততশ্চ তয়োস্তয়িম ইতি’—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের যে একসঙ্গে উপলব্ধি হয়, ইহার নিয়ম কার্যাকারণ-ভাব নিমিত্তক। ‘কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্ততা সৌগতেন তস্ত’ তস্ত—বাহ্য পদার্থের। যদিও এই যোগাচার অতীব ধূর্ত, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়স্থিত ভাবের প্রকাশ করিয়া দিতেছে—‘যত্তদন্তজ্ঞেয়ম্’ ইত্যাদি বাক্য, তাহা অসাবধানতাবশতঃই বাহির হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকথা—বৌদ্ধমতাবলম্বী বৈভাষিক ও মৌদ্রাস্তিকগণের মত নিরস্ত হইলে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার মতাবলম্বিগণ প্রতিবাদপূর্বক বলিতেছেন যে, বিজ্ঞেয় ঘটপটাদিবস্তু বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বিজ্ঞানই বাহ্য পদার্থাকারে পরিলক্ষিত হয়। যদি প্রশ্ন হয় যে, বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকে তাহার ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলা হয় যে, বাহ্যবস্তু ব্যতীতও স্বপ্নব্যবহার সিদ্ধি হইবে। যেমন বাহ্য বস্তুর সত্যতা না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইত্যাদি কথা ভাঙে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে সংশয় এই যে, সকলই জ্ঞানাত্মক, ইহা যুক্তিযুক্ত কি না? অবশ্য পূর্বপক্ষবাদীর মত যে, স্বপ্নের জ্ঞান পদার্থ সত্তা বিনাই যখন ব্যবহার সিদ্ধি দেখা যায়, তখন জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহাদের মতে সমস্তই জ্ঞানাত্মক।

এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, বাহ্য পদার্থের অভাব বলা যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে; ‘ঘটের জ্ঞান’—এই কথা বলায় ঘট ও জ্ঞান দুইই উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ বিষয় অপলাপ কারীর বাক্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন না। এতদ্-বিষয়ে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত বর্ণন আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শঙ্করও এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ-নিরাকরণে চৈতন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতে হৈত্তরপীড়িত্যৈঃ।

অহমেব ন মন্তোহন্তদিতি বুধ্যধ্বমঙ্গসা ॥” (ভাঃ ১।১।১৩।২৪)

অর্থাৎ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয়ই আমার স্বরূপ, আমি হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা অবগত হইবে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—

“তত্র পঞ্চাত্মকং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণভেদেনোপপাদয়তি।”

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

“তদহমেব ন তু অন্যং মচ্ছক্তিকার্য্যাদিতি” ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বাহ্যার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতুকেন জ্ঞানবৈচিত্র্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্বং জাগরেহপি স্যাदিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দৃশ্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বাহ্যবস্তুর না থাকিলেও বাসনা- (সংস্কার) জনিত বিচিত্রজ্ঞান দ্বারা জাগরাবস্থায় ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, যেমন স্বপ্নে হয়, এই দৃষ্টান্তদ্বারা সাধিত বিষয়কে দৃষিত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নহু জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ সর্বের নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তে বাধিতবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন—পূর্বপক্ষী (বিজ্ঞানবাদী)-রা বাহ্য পদার্থের অসত্তা-বিষয়ে অহুমান দেখাইয়া থাকেন, যথা—‘জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ সর্বের নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ’ জাগ্রদশায় যে সকল জ্ঞান হয়, তাহারা বাহ্য-বিষয়শূন্য; হেতু যেহেতু—উহারা প্রত্যয়, দৃষ্টান্ত—স্বপ্নাদিজ্ঞানের মত। এই অহুমানের ব্যভিচার দেখাইতেছেন—দৃষ্টান্তে বাধিত বিষয়ত্বরূপ উপাধি দ্বারা—

সূত্রম্—বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—‘বৈধর্ম্যাচ্চ’—বৈধর্ম্যাবশতঃই—অর্থাৎ জাগরণ দশা ও স্বপ্নদশার পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্যবশতঃই ‘স্বপ্নাদিবৎ ন’ স্বপ্নদৃষ্টান্তে জাগরণের ব্যবহার সিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোহবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাত্মার্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেহপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ? বৈধর্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরণপ্রাপ্তয়োর্বস্তনোরসাধর্ম্যাৎদেব স্বপ্নে খলনুভূতং অর্থাৎ জাগরে তু প্রত্যক্ষণানুভূয়তে। স্বপ্নো-পলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেনাগ্রদত্তদভবতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্বর্ষকমবাধিতক্ষেতি। কিঞ্চ স্বপ্নেহনুভূতং অর্থাৎ ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্। সমতস্ত্ব সমাত্রানুভাব্যং তাব-মাত্রসময়ং বস্তুর স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি সঙ্ক্যে সৃষ্টিরাহ হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দ অবধারণার্থে। স্বপ্নাবস্থায় ও মনোরথ-কল্পনায় যেমন বাহ্যবস্তুর না থাকিলেও ঘটাদি পদার্থাকার জ্ঞানদ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জাগ্রদশায়ও হইবে। এই মত সম্ভবপর নহে; কি হেতু? ‘বৈধর্ম্যাৎ’—উভয়ের বৈধর্ম্যাহেতু; অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে-উপলব্ধ বস্তুর পরস্পর সাধর্ম্য নাই। কিরূপে? বলিতেছেন—স্বপ্নে আমরা

যে বস্তু স্বরণ করি, তাহা পূর্বে অহুভূত থাকে অতএব অহুভূত পদার্থের স্বপ্নে স্বরণ হয়; আবার জাগরণ কালে বস্তুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অহুভব করি। তদ্বিধি স্বপ্নদৃষ্টবস্তু দুইক্ষণ মাত্রেরই একবস্তু অন্য হইয়া যায় অর্থাৎ বদলাইয়া যায়। জ্ঞানে তাহার বাধও প্রতিপন্ন হয়। যেমন নিজের ছিন্ন মস্তক নিজে দেখা ইত্যাদি, কিন্তু জাগ্রদশায় অহুভূত পদার্থ শতবর্ষ পরেও সেই ধর্ম লইয়াই এবং অব্যাহিতভাবেই থাকে, এই উভয়ের বৈষম্য। আর এক কথা—আমরা যে তোমাদের উপর দোষ দেখাইলাম—‘স্বপ্নে পূর্বে-অহুভূতের স্বরণ হয়’ ইহা প্রতিবাদমাত্র, কিন্তু তাহা সূত্রকারের নিজমত নহে, তাহার মতে সেই জীবের মাত্র অহুভূতির যোগ্য এবং ততটুকুকালের জন্য সূত্রদুঃখাদিময় বস্তু স্বপ্নে পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন—এই কথা ‘সঙ্কো সৃষ্টিরাহি হি’ ইত্যাদি সূত্রে সূত্রকার বলিবেন ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈধর্ম্যাক্রোতি। স্বপ্নজাগরণপ্রত্যয়স্বাধিতবিষয়স্বাধিত-বিষয়স্বাভ্যাং বৈধর্ম্যং ন তেন দৃষ্টান্তেন জাগরণপ্রত্যয়স্ত নিরালম্বনং সাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—এই কথাই ‘বৈধর্ম্যাক্র’—ইহার দ্বারা বলিতেছেন অর্থাৎ স্বপ্নকালীন প্রত্যয় ও জাগ্রদশায় প্রত্যয়—এই উভয়ের যথাক্রমে বাধিত-বিষয়ত্ব ও অব্যাহিত-বিষয়ত্বহেতু বৈধর্ম্য, সেইজন্য স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণের নির্বিষয়ত্ব সাধনীয় নহে, ইহাই তাৎপর্য ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বাহু পদার্থ ব্যতিরেকেই স্বপ্নে যেরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বাসনাজনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্যের দ্বারা জাগ্রদবস্থায়ও ব্যবহার সিদ্ধ হয়—এইমত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বপ্নাবস্থা ও জাগরাবস্থা উভয়ই বৈধর্ম্যবশতঃ এক হইতে পারে না অর্থাৎ স্বপ্নের দৃষ্টান্ত জাগরে সম্ভব নহে; কারণ স্বপ্নে পূর্বাহুভূত বস্তু স্বরণ হয়; আর জাগ্রদবস্থায় বস্তু প্রত্যক্ষরূপেই অহুভূত হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে আরও বৈধর্ম্য এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ক্ষণদ্বয়মাত্রেরই বিভিন্নরূপ ধারণ করে এবং স্বপ্নভঙ্গে তাহা জ্ঞানেও বাধিত হইয়া থাকে। আর জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধবস্তু শতবর্ষ পরেও সেই ধর্ম লইয়াই অব্যাহিতভাবে প্রতীত হয়। আরও এক কথা এই যে, স্বপ্নে অহুভূত বস্তু স্বরণ হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষমাত্র।

কেবল স্বপ্নদৃষ্টাই অহুভব করেন, কিন্তু জাগরণকালের বস্তু সকলেরই অহুভবের যোগ্য হয় অর্থাৎ সকলেই অহুভব করিতে পারেন। এ-বিষয়ে সূত্রকার পরে আরও বিস্তারিতভাবে বলিবেন।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবান্মায়য়া।

সৃষ্টা লোকং পরং স্বাপ্নমহুবিশ্ণাবভাসতে ॥” (ভাঃ ১০।৮৬।৪৫)

অর্থাৎ নিদ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনায় মায়া দ্বারা কেবল-মাত্র স্বপ্নকল্পিত লোকের সৃষ্টি পূর্বক তাহাতে অহুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদর্শনাদি অহুভব করে, সেরূপ আপনিও সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আরও পাই,—

“অসত্ত্বাদান্নোহন্যোষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।

গতয়ো হেতবশাস্ত মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা ॥” (ভাঃ ১১।১৩।৩১)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—

“শৃঙ্গস্ত সত্যত্বেহপি শশস্ত শৃঙ্গসম্বন্ধাভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিথ্যাবেত্যর্থঃ। স্বপ্নদৃশঃ স্বপ্নদ্রষ্টৃজীবন্ত স্বাপ্নিকবন্তুনাং মিথ্যাস্বং পুনশ্চ স্বপ্নজন্যে স্বপ্নে পরমান্ন-ভোজনস্ত তৎসাধনস্ত দুগ্ধতত্বলাভাহরণস্য চ মিথ্যাস্বং যথা।”

শ্রীল জীবপাদের সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে উল্লিখিত এই সূত্রের তাৎপর্য পাওয়া যায়, স্বপ্ন হইতে জাগরণ জ্ঞান পৃথক। কারণ জাগরণ-জ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জাগরণকালে যে সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের ন্যায় তাহাদের অন্যথাভাব হয় না ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাতাণ্ড্যম্—যত্ত্বজ্ঞং বিনাপ্যর্থান্ বাসনাবৈচিত্র্যাজ-জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপপত্তত ইতি তন্নিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যে বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন, বাহু পদার্থ না থাকিলেও বিভিন্ন সংস্কারবশতঃ বিভিন্নাকারজ্ঞান উপপন্ন হয়, সেই মত খণ্ডনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—‘ভাবঃ ন’ অর্থাৎ বাসনার সত্তাও সম্ভব নহে। কি হেতু? উত্তর—‘অনুপলব্ধেঃ’ তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধির অভাববশতঃ বাসনা হইতেই পারে না ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ। হনুতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূল্য কিল বাসনা অর্থায়-ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সংস্কারের সত্তা সম্ভব নহে, কারণ কি? অনুপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের যেহেতু তোমার মতে সত্তা নাই, সেইহেতু বাসনা হইবে কোথা হইতে? পদার্থের সহিত অময়-ব্যতিরেক দ্বারাই বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই পদার্থমূলক বাসনা তোমার মতে হইতেই পারে না, যেহেতু বাহ্য পদার্থ তোমরা মান না ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন ভাবেতি। স্পষ্টম্ ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—ন ভাব ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যার্থ স্পষ্ট ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেও বাসনা-বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইয়া থাকে। ইহা খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলেন যে, বাসনার সত্তাও সম্ভব নহে; কারণ যেখানে বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি নাই, সেখানে বাসনারও সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থমূল্যই বাসনা অর্থাৎ যেখানে বস্তু আছে—সেখানেই বাসনা (সংস্কার)। আর যেখানে বস্তুই নাই, সেখানে বাসনাও নাই।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

বাহ্যবস্তু না থাকিলে জ্ঞানও থাকিতে পারে না, কারণ যেখানে বাসনার আশ্রয়রূপ কোনও বস্তু থাকে না, সেখানে জ্ঞানেরও উপলব্ধি থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অর্থে হবিজ্ঞমানেহপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।

ধ্যায়তো বিষয়ানশ্চ স্বপ্নেহনর্থগমো যথা ॥” (ভাঃ ১।১।২৫৬)

অর্থাৎ যেমন বিষয়-ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় সর্প-দংশনাদি নানাবিধ মিথ্যা-বিষয়ের অনুভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মার সংসার-সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও বিষয়-ধ্যানেতু স্বখদুঃখের নিবর্তি হয় না ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘কিঞ্চেতি’ আর এক কথা, বাসনা-শব্দের অর্থ সংস্কারবিশেষ। তাহা কিন্তু কোন স্থায়ী আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নহে, এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—বাসনাশ্রয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্যও সংস্কারবাদে দোষোদ্ধার হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেতানুবর্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈব তেহস্তুি। কুতঃ? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানশ্রাণ্যবিজ্ঞানশ্রা চ সর্ব্বশ্চ ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থিরসম্বন্ধিনি চেতনেহসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্বরূপাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছো বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ব সূত্র হইতে ‘ন’ এই পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে। বাসনা যে আত্মায় থাকিবে, সেই বাসনাশ্রয় আত্মাও ক্ষণিক, স্থায়ী পদার্থ তোমার মতে নাই-ই। কি জন্য? ‘ক্ষণিকত্বাৎ’—যেহেতু সেই বাসনাশ্রয়ও ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান সমস্তকেই তোমরা ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালে স্থির সম্বন্ধযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশ-কাল ও নিমিত্ত-সাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান, স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না; অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে—অধিকরণের অভাবে বাসনা সম্ভব নহে এবং বাসনার অভাবে জ্ঞানবৈচিত্র্যও অসম্ভব। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ অসার ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবৃত্তীতি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং ব্যষ্টিঃ আলয়বিজ্ঞানং সমষ্টিরिति জ্ঞেয়ম্। সা বাসনা। তদ্বৈচিত্র্যং জ্ঞানবৈচিত্র্যম্। তথা চ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমাত্রবাদেন সময়য়ে বিরোধঃ কর্ত্ত্বং ন শক্য ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—‘ক্ষণিকত্বাৎ’ এই সূত্রে ‘প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেতি’ ভাষ্য—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ব্যষ্টিভূত, আলয়বিজ্ঞান—সমষ্টিস্বরূপ। ‘আশ্রয়াভাবান্ন সা ইতি’—সা—সেই বাসনা, ‘ন তদ্বৈচিত্র্যম্’—জ্ঞানের বৈচিত্র্যও হয় না। অতএব দাঁড়াইতেছে যে, ভ্রমমূলক কেবল বিজ্ঞানমাত্র দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে বেদান্তের যে সময়রূপ করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ করিতে পারা যায় না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকথা—পুনরায় বলা হইতেছে, বাসনা—সংস্কারবিশেষ, তাহা স্থায়ী আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্যক থাকিতে পারে না। বৌদ্ধমতে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকৃত হওয়ায় বাসনার আশ্রয় কোন স্থির পদার্থ নাই, সুতরাং সকল পদার্থই ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাসনাশ্রয় চेतন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা সিদ্ধ হয় না এবং বাসনার অভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যাবসীয়েতে।

স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাশ্রয়িত্বশ্চ শব্দ্যতে ॥” (ভাঃ ২।১০।৭)

“একমেকতরাভাবে যদা নোপলভ্যমহে।

ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥”

(ভাঃ ২।১০।৯) ॥ ৩১ ॥

অবতরণিকাতাৎপৰ্যম্—এবং যোগাচারেহপি নিরন্ত্রে সর্বশূন্যত্ব-বাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপত্তে। বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানক্সাঙ্গীকৃত্য বিনেয়বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবস্ত্রং ক্ষণিকত্বাদি কল্পিতম্। ন তু তে তচ্চ বর্ত্তন্তে। শূন্যমেব তত্ত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তন্মতরহস্যম্। যুক্তকৈতৎ। শূন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ।

সতো হেতুপেক্ষিণোহপ্যুৎপত্ত্যানিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবস্তা-বাছুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোহঙ্কুরাছুৎপত্ত্যদর্শনাৎ। নাপ্য-ভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাকুরাদেনিরূপাখ্যাতাপাতাৎ। ন চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বা-বিশেষেণ সর্বস্মাৎ সর্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। এবমুৎপত্ত্যভাবাদিনাশা-ভাবঃ। তস্মাছুৎপত্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্রমতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শূন্যমেব তত্ত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। শূন্যস্য স্বতঃসিদ্ধিরিতরেখাং পদার্থানাং প্রাপ্তিবিজ্জুস্তিতত্বেনাসম্বাদ্যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও নিরন্ত্র হইলে সর্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রতিপন্ন করিতেছেন—বুদ্ধ মূনি আপাততঃ বাহ্য পদার্থ-সত্তা ও বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া শিষ্যদিগের বুদ্ধির বিকাশের জন্য সোপানের মত তাহাতে ক্ষণিকত্ব প্রভৃতিবাদ কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই শিষ্যগণ সে পথে প্রবৃত্ত হইল না। পরে শূন্যই বস্তুতত্ত্ব, এই সেই শূন্যতায় পরিণতির নাম মুক্তি। ইহাই তাঁহার মতের রহস্য (গভীর তাৎপর্য) এবং ইহা যুক্তিযুক্তও। যেহেতু কোন হেতুদ্বারা কোন পদার্থ সাধ্য না হইলে শূন্যবাদই স্বতঃসিদ্ধ হয়। তদ্বিপরীত সংপদার্থ কোন না কোনও হেতুকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপত্তি প্রতিপন্ন করা যায় না, যেহেতু বীজনাশ না হইলে অঙ্কুর হয় না, ঐরূপ ঘট-পটাদিও যুগপিণ্ডাদি কারণকে উপমর্দিত না করিয়া জন্মিতে পারে না, আবার নষ্ট বীজ প্রভৃতি হইতেও জাত অঙ্কুরাদির নিরূপাখ্যাতা অর্থাৎ শূন্যতা আসিয়া পড়ে। আপনা হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বলা যায় না; কারণ, তাহাতে আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ হয় এবং অনর্থক্যও হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহার উৎপত্তি ব্যর্থ। যেমন স্বতঃ উৎপত্তি হইতে পারে না, সেই প্রকার স্বভিন্ন পদার্থ হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ স্বভিন্ন পদার্থ সমস্তই। অতএব সব বস্তু হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং উৎপত্তির অভাবে বিনাশও নাই। তবে যে ঘটাদির উৎপত্তি, বিনাশ, সত্তা, অসত্তা প্রতীতি হইতেছে, তাহার উপপত্তি কি? সমাধান—ঐগুলি

ভ্রম মাত্র, অতএব জগতে সমস্তই শূন্য—ইহাই তত্ত্ব। এই মতে সংশয় হইতেছে শূন্যই তত্ত্ব—এই বাদ যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষী মাধ্যমিক বলেন—ইহা, ইহা যুক্তিযুক্ত; যেহেতু শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর সকল পদার্থ-প্রতীতি ভ্রান্তির কার্য, অতএব অসং; সূত্রকার এই সিদ্ধান্তের নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাব্যাস্ত-টীকা—নহু মা ভূদসঙ্গতেন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শূন্যবাদেন তস্মিন্ মোহস্ত তস্ত বক্ষমাণরীত্যা উপপন্নত্বাদিত্যি প্রাগ্বেদাক্ষেপঃ। শূন্যবাদোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে তস্ত প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি শূন্যমেব তত্ত্বমিত্যা-দিনা। শূন্যশ্চেতি। ন হি শূন্যং কেনচিৎ কারণেন সিদ্ধমস্তি। অতস্তা-কিকৈর্নিত্যং তস্ত মতম্। যে চ ক্ষিত্যঙ্কুরাদয়োহর্থাঃ প্রতীয়ন্তে তেহপি ভ্রান্তিরূপা এব। বস্তুতঃ শূন্যাং নেতরে ক্ষোদাক্ষমত্বাদিত্যাহ সতো হেতুপে-ক্ষিণোহপীত্যাদিনা। শিষ্টং স্পষ্টার্থম্। অয়মত্র নিরূপঃ—শূন্যমেব সংবৃত্তা-বচ্ছিন্নং বিচিত্রজগদ্রূপেণ বিবর্ততে। পারমার্থিকসত্ত্বাভাবোহপি সাংবৃত্ত্যসম্বন্ধে জগতি সদ্ধুদ্বিরর্থক্রিয়াকারিতাহানোপাদানাদয়শ্চ হ্যঃ। শূন্যমেবাবাঙমন-সাহগোচরং পরং তত্ত্বম্। তচ্চ নির্লেপং নির্বিশেষমন্তীতি ভাবনাপরিপাক্যং শূন্যভাবাপত্তির্যোক্ষ ইতি শূন্যবাদেন সর্বব্যবহারসিদ্ধৌ ভাবভূতাং বিজ্ঞানানন্দাং সার্কজ্যাদিগুণকাং চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতাং ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্ত্যেয়ঃ সূক্ষ্মধিয়েত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আক্ষেপ এই,—অসঙ্গত সেই বিজ্ঞানবাদ দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু শূন্যবাদ দ্বারা সেই সমন্বয়ে বিরোধ হউক; যেহেতু সেই শূন্যবাদ পরে বর্ণিতরীতি-অনুসারে যুক্তিযুক্ত হইতেছে। এইরূপে পূর্বাধিকরণের (যোগাচার মতের মত) মত এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জাতব্য। এই অধিকরণে শূন্যবাদ বিষয়, তাহাতে সংশয় এই প্রকার—ঐ শূন্যবাদ প্রমাণসিদ্ধ? অথবা ভ্রম-মূলক? পূর্বপক্ষী সেই সংশয়ে শূন্যবাদের প্রমাণমূলকতা বলিবার জন্য তাহাদের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘শূন্যমেব তত্ত্বমিত্যাদি’ বাক্যদ্বারা। ‘শূন্য-স্তাহেতুসাধ্যত্বেনেত্যাদি’—শূন্যতত্ত্ব কোনও কারণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, এইজন্য তাকিকেরা সেই শূন্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন। যুক্তি এই—যে সকল ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থ প্রতীত হইতেছে, সে সমুদায়ও ভ্রমাত্মক।

বাস্তবিকপক্ষে শূন্য হইতে কোন পদার্থ হওয়া বিচার্যসহ। এই কথাই বলিতেছেন—‘সতো হেতুপেক্ষিণ’ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। অবশিষ্ট ভাষ্যগ্রন্থ স্পষ্ট। এই মতের সার সিদ্ধান্ত এই—জগতে সবই শূন্য, কিন্তু সংবৃত্তাবচ্ছেদে সেই শূন্যই নানাকার জগৎরূপে বিবর্তিত (অধ্যস্ত) হয়। যদিও ঐ শূন্যের পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহা হইলেও সংবর্তির (অধিষ্ঠানের) সত্যতাহেতু জাগতিক বস্তুর সঙ্গ্রহে প্রতীতি, অর্থক্রিয়াকারিত্ব (ব্যবহার-নিষ্পাদকত্ব) হান ও উপাদানাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্ ও মনের অগোচর শূন্যই তত্ত্ব। তাহাই নির্লেপ ও নিরংশ সত্ত্বাবান, এই ভাবনার পরিপাক বশতঃ শূন্য ভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয়, এই শূন্যবাদ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইলে ভাবভূত অর্থাৎ সংস্করণ, জ্ঞান ও আনন্দময়-সর্বজ্ঞতা-সর্বৈশ্বর্যাদি গুণ-সম্পন্ন, চিৎশক্তি ও জড়প্রকৃতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টিবাদী সমন্বয় সূক্ষ্ম ধীসম্পন্ন ব্যক্তির প্রদ্বৈশ্ব নহে, সূত্রকার এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—সর্বথাহনুপপত্তেঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—‘সর্বথা’—শূন্যকে সংস্করণ, অসংস্করণ, অথবা সদসংস্করণ যাহা কিছু বলিবে কোন প্রকারেই তোমাদের অভিমত সিদ্ধ হইবে না; হেতু কি? ‘অনুপপত্তেঃ’—যেহেতু তাহাতে যুক্তির অভাব ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেতানুবর্তনীয়ম্। শূন্যমিতি বদন্ ভাবম-ভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্বথা নাভিমতসিদ্ধিঃ। কৃতঃ? অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাহি। আত্মেহনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্ত তৎসাধনস্ত চ সত্ত্বাং সর্বশূন্যতাহানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোহনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্য শূন্যত্ব শূন্যবাদহানিঃ তস্য সত্যত্ব সর্বসত্যতা প্রসঙ্গশ্চেতি হৃষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনুরূপাঙ্গগৎপ্রতারকতা

বুদ্ধসাবসীয়তে। লোকায়তিকাদিমতানি ততীতুচ্ছাস্তগবতা। সূত্র-
কারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোউঙ্কিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন বৌদ্ধ-
নিরাসেন তৎসদৃশো মায়ী চ নিরন্তঃ। ক্ষণিকত্বমন্তুসৃত্য দৃষ্টিসৃষ্টিবর্ণ-
নাং শূন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎসাদৃশ্যম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে পূর্বসূত্র হইতে ‘ন’ এই পদটির অর্থবৃদ্ধি
করিতে হইবে। যিনি তত্ত্ব শূন্য বলিতেছেন, তিনি প্রথমে প্রতিপাদন
করিবেন ঐ শূন্য পদার্থটি কি ভাবপদার্থ? অথবা অভাব পদার্থ?
কিংবা ভাবাভাব অর্থাৎ ভাবও বটে অভাবও বটে উভয়ান্বক,
যাহাই বলিবেন কোনরূপে তাহার অভিমত সিদ্ধ হইবে না, কি কারণে?
দেখাইতেছি—‘অল্পপপত্তেঃ’—উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির অভাবে, কি প্রকার?
উত্তর—প্রথমপক্ষে শূন্যতত্ত্বকে ভাবস্বরূপ অর্থাৎ সংস্বরূপ বলিলে শূন্যের
ভাবরূপত্বের অভাবহেতু তোমার অনিষ্টতত্ত্বই হইয়া পড়ে। শূন্যতত্ত্ব যদি অভাব
স্বরূপ হয় তবে সেই শূন্যতত্ত্ব-প্রতিপাদনকারী তুমি ভাব পদার্থ এবং শূন্যতত্ত্বের
প্রমাণকারী হেতুগুলিও ভাব পদার্থ এই সকল বর্তমান থাকিতে কিরূপে সর্ব-
শূন্যতা হইল? এই তো সর্বশূন্যতার হানি। ভাবাভাব পক্ষ লইলেও উপায় নাই
যেহেতু তাহাতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনিষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার
মতসিদ্ধ শূন্যতত্ত্ব রহিল না, যেহেতু ভাবপদার্থ তাহাতে বর্তমান। আর একটি
দোষ এই—যে প্রমাণ দ্বারা শূন্যতত্ত্ব তুমি সাধন করিবে সেই প্রমাণ শূন্য-
স্বরূপ হইলে শূন্যতত্ত্ববাদ সিদ্ধ না হওয়ায় ঐ শূন্যবাদের অসিদ্ধি, যেহেতু শূন্য
দ্বারা শূন্য সিদ্ধ হয় না। আর যদি ঐ প্রমাণ সংস্বরূপ হয়, তবে সর্ব
সত্যতা হইয়া পড়িল। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—যাহার উপর প্রপঞ্চ-
ভ্রম করিতেছ, তাহাকে সত্য বলিতেই হইবে, কারণ অধিষ্ঠান না থাকিলে
বাধ হয় না, এইরূপে যাহার উপরই প্রপঞ্চভ্রম বাধনীয় হইবে, তাহাই
সত্য বলিতে হইবে, অতএব সর্বসত্যতা প্রসঙ্গ, সূত্রাং শূন্যতত্ত্ববাদ দোষ-
গ্রস্ত। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্ত তিন মত নিরূপণ করায় বুদ্ধের
জগৎ-প্রতারকতাই পর্যাবসিত হইতেছে। চার্বাকাদি নাস্তিক বাদগুলি
অতি তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অসার বলিয়া ভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস প্রত্যা-
খ্যান করিবার জন্য উল্লেখ করেন নাই, ইহা জ্ঞাতব্য। এই বৌদ্ধমত

নিরাস দ্বারাই সেই বৌদ্ধ সদৃশ (দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী) মায়াবাদীরও নিরাস
হইল। কেন না মায়াবাদীর মতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব অমুসরণ করিয়াই দৃষ্টিসৃষ্টি
বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্তবাদ নিরূপণ করা
হইয়াছে, অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই; এজন্য উহাদের ঐ সকল
মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথকভাবে নিরাস করা হইল না ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্বথেষ্টি। আত্মে শূন্যং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে
শূন্যস্ত ভাবরূপস্বাস্থীকারাদনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে শূন্যমভাবং প্রতিপাদয়েদিতি
পক্ষে। তৃতীয়ে শূন্যং ভাবাভাবরূপং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। কিঞ্চ প্রপঞ্চ-
ভ্রমস্য বাধ্যত্বে কিঞ্চিৎ সত্যমধিষ্ঠানং বাচ্যম্। নিরধিষ্ঠানবাধ্যযোগাৎ।
তচ্চ তব নাভিমতমিতি। তথা চ ভ্রমমূলেন শূন্যবাদেন বেদান্তসম্বন্ধয়ো ন
শক্যো বিরোধদ্বিমিতি। এবমিতি। নহু বুদ্ধস্যেশ্বর্যবতারাৎসাদিধিষ্ঠো-
পদেশোপ্তত্বপ্রতীতিশ্চ তস্মতঃ ভ্রমমূলমিতি তদ্ব্যক্তং ন শক্যং বক্তুমিতি
চেহুচ্যতে। ন হি বুদ্ধো ভ্রমাদেবং ভাষতে কিন্তু পরবন্ধনার্থমেব। হরি-
বহিমুখাঃ স্বতঃ প্রবলান্তে চেৎ বেদোক্তযজ্ঞাত্তত্ত্বচেষ্টেয়স্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সন্তো
দৈত্যবর্ধৈদিকান্ হরিভক্তান্ বাধেরন্রিতি তদ্বন্ধনার্থা তস্যা বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুরা
প্রযুক্তিঃ। দয়াপ্রকাশস্ত স্নোক্তেহন্যপ্রবেশার্থঃ। ন চানাপ্তত্বদোষঃ স্বভক্ত-
পরিজ্ঞাপর্যাবসানকস্য তদ্বন্ধনস্য গুণত্বাদিতি ন কিঞ্চিদবতম্। লোকায়তি-
কেতি। মোক্ষধর্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লোকায়তিকমতম্ননু নিরাকৃতম্।
তত্র তদন্তবাদঃ—রেতোধাতুর্বটকণিকায়তপাকাধিবাসনম্। জাতিস্বতিরয়স্কান্তঃ
স্বর্ধ্যাকান্তোহধ্বভক্ষণমিতি। অস্যার্থঃ। অহমানস্য প্রামাণ্যে তত এব
দেহাদনন্যাঙ্গসিদ্ধিরিত্যাহ রেত ইতি। যথা বটকণায়াং বটপত্রপুষ্পফলাদি-
কমস্তর্হিতমেবং রেতোধাতৌ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশরীরাকারাদিকমস্তর্হিতং
সদাবির্ভবেৎ। যথা ভূগোদকাদেকস্মাদেব ধৌপাশুজাৎ ক্ষীরয়তে পৃথক-
স্বভাবে স্যাতি। যথা বা বহুদ্রব্যাপাকাঙ্গিভ্রিরাত্রমধিবাসিতাং মদশক্তিরেবং
পৃথিব্যাভিভূতচতুষ্টয়াং তত্রাস্তভূতং চৈতন্যমুপজায়তে। যথা কাষ্ঠদ্বয়সং-
যোগাৎ তৎপ্রকাশকস্যাগ্নেজ্জ্বাতিজন্ম তথা ভূতসজ্জাতাং তৎপ্রকাশকস্ত চৈতন্যস্ত
যথা জড়ায়োরপ্যাগ্নমনসৌর্গোগাদজ্জড়ং স্মৃত্যাদিরূপং জ্ঞানং ত্রায়নয়ে তথৈতদ্-
দ্রষ্টব্যম্। যথায়স্কান্তো লোহং চালয়তি তথা ভূতসজ্জাতাত্বংপন্নং জ্ঞানং তম্।
যথা স্বর্ধ্যাকান্তঃ স্বর্ধ্যারশ্মিযোগাদেবাগ্নিং জনয়তি তথা পার্থিবাংশো জাতি-

ভেদাদেব কার্যবৈচিত্র্যম্। যথা বহুরস্বশোষকত্বমেব ভূতসম্মতশ্চৈব ভোক্তৃ-
ত্বমিতি। অথ তন্নিয়াকরণম্—“প্রেতীভূতেহত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্ব্যপঘাচনম্।
মূতে কৰ্মনিবৃত্তিচ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়” ইতি। অস্তার্থঃ। দেহে প্রেতী-
ভূতে সতি অত্যয়শ্চৈতন্যভাবো দেহাদন্তোহন্ত্যাত্মা ইত্যত্র প্রমাণম্। দেহ-
শ্চৈদাত্মা তর্হি দেহে মূতেহপি তত্র চৈতন্যমুপলভ্যেত। ন চৈবমস্তি অতো
ন দেহধর্মশ্চৈতন্যমিত্যর্থঃ। প্রত্যভূতাত্ম্য ইতি কচিং পাঠঃ। তত্র
প্রত্যভূতং নাশ ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ সতি দেহো ন নশ্চতি যস্মিন্ সতি নশ্চতি
স দেহাদন্ত আত্মেত্যর্থঃ। শীতজ্বরাদিবিবিস্তৃত্যে যন্ত্রপ্রতিপাত্তা দেবতা
লোকায়তিকৈরূপযাচ্যতে না চেৎ ভূতময়ী স্তাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্যেত।
ন চ লোকান্তরসংস্কারক্ষমঃ স্বদেহোহন্ত্যাত্মীকার্যং। আদিশব্দাৎ ভূতাবেশো
গ্রাহঃ। যস্মিন্ দেহে ভূতাবেশস্তদেহপীড়য়া মুখ্যো দেহপতিন্ পীড়্যতে অপি
তু তত্রাবিষ্টো ভূত এব পীড়্যতে তদানীং তশ্চৈব দেহাভিমানত্বাৎ। তস্মিন্
নির্গতে তু মুখ্যো দেহপতিঃ পীড়্যতে অতো ন দেহ আত্মা। মূতে কৰ্ম-
নিবৃত্তিঃ কৃতনাশশব্দাদকৃতভাভাগমশ্চৈতি। যে হি রেতোধাত্বাদয়ো দৃষ্টান্তান্তে
জড়াত্ জড়োৎপত্তাবাব ন তু জড়াত্ চৈতন্যোৎপত্তাবতো বিষমাস্তে। মূর্ত্যা-
দেজ্ঞানশ্চোৎপত্তৌ ভূমাদিচতুষ্টয়াদাকশশ্চোৎপত্তিঃ স্তাৎ। যচ্চ জড়ভ্যা-
মাত্মমনোভ্যাং চৈতন্যমুৎপত্ততে ইতি তর্কিকমতেনাপুক্তং তত্র তন্মতে
বিভূনাশ্চনা মনসো নিত্যং যোগাৎ নিত্যং জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্তাৎ। ন
চৈবমস্তি। অতো যৎকিঞ্চিদেতৎ। আদিশব্দাদিদ্ভিন্নাশ্চাবাদিগ্রভূতয়ঃ। অতি-
তুচ্ছত্বাৎ দুর্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকূপবদ্বিদ্ভীর্ধ্যমাণত্বাদিতি যাবৎ। এতে-
নেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বোদ্ধঃ। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ
তয়োঃ সাম্যম্। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে পদার্থা বস্তুতঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব
সৃষ্টিঃ। দৃষ্ট্যভাব সৃষ্ট্যভাব ইতি নিরূপ্যতে। শূন্যবাদী বোদ্ধঃ। বিবর্তবাদী মায়ী।
তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম্। তচ্চ সংবৃত্তিমাণ্যোর্ব্যাবহারিকসংবৃত্তসম্ব-
য়োচ্চাভেদাদবগন্তব্যম্। এতচ্চ ভাস্তপীঠকে বিস্পষ্টং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—‘সর্বধাতুপপত্তেচ্চ’, যেহেতু সর্বপ্রকারে অযৌক্তিক, কিরূপে ?
তাহা দেখাইতেছেন—‘আগ্নেহনিষ্টাপত্তিরিতি’ আগ্নে অর্থাৎ শূন্য ভাবস্বরূপ
প্রতিপাদন করিবে, এই প্রথমপক্ষে দোষ—শূন্যকে ভাব স্বীকার না করায়
তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তুর আপত্তি। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য অভাব

প্রতিপাদন করিবে, এই মতে প্রতিপাদকের ও প্রতিপাদন সাধনের সম্বাহেতু
সর্বশূন্যতাবাদের ভঙ্গ হইল। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য ভাবাভাব প্রতি-
পাদন করিবে, এই মতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনভিপ্রেততা
দোষ। সূত্রস্থ চ-কার দ্বারা আর একটি দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—কিঞ্চেতি,
আর এক কথা, প্রপঞ্চ ভ্রমকে শূন্যবাদে বাধ্য বলিলে যাহাতে সেই প্রপঞ্চের
ভ্রম সেই অধিষ্ঠানকে সংস্বরূপ বলিতেই হয়, যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় না।
কিন্তু সংস্বরূপ সেই অধিষ্ঠান সর্ব শূন্যবাদী তোমার অনভিপ্রেত। তাহার
ফলে ভ্রমমূলক শূন্যবাদ দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়কে বিরুদ্ধ করিতে পার না।
এবং ‘মিথো বিরুদ্ধভ্রিমতী নিরূপণাদিত্যাদি’। আক্ষেপ এই—বুদ্ধ ঐশ্বরের
অবতার স্বরূপ এবং তিনি অহিংসাদি ধর্মের উপদেশ করায় আপ্ত-
পুরুষরূপে প্রতীত, তবে তাঁহার মত ভ্রমমূলক, একথা তো বলিতে পার
না, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছি, ভগবান্ বুদ্ধ ভ্রমবশতঃ এইরূপ
বলিতেছেন না, কিন্তু পরকে বঞ্চনা করিবার জন্তই বলিতেছেন। তাঁহার
অভিপ্রায় এই—শ্রীহরিভক্তি-বিমুখ স্বতঃই প্রবল, সেই ব্যক্তির যদি আবার
বেদান্ত যজ্ঞাদি অহুষ্ঠান করিয়া শক্তি অর্জন করে, তাহা হইলে অতি প্রবল
হইয়া অর্থাৎ অতি বলিষ্ঠ হইয়া দৈত্যদের মত বৈদিক হরিভক্তদিগকে উৎপীড়িত
করিতে পারে, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বঞ্চনার জন্ত তাঁহার বেদাযজ্ঞাদি-
প্রধান চেষ্টা, কিন্তু অহিংসাদি দ্বারা দয়া প্রকাশ নিজ উক্তিতে অগ্নে
যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্ত। ইহাতে তিনি অশ্রদ্ধেয়বচনর দোষে দুষ্ট
নহেন, যেহেতু ঐ প্রবল হরিভক্তিবিমুখদিগকে বঞ্চনার ফলে নিজ ভক্তের
পরিভ্রাণ পর্য্যবসিত হইয়াছে অতএব কিছুই নিন্দনীয় নহে। ‘লোকায়তিকৈতি’
মহাভারতে শাস্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্মাদ্যায়ে জনক রাজার প্রতি পঞ্চশিখাচার্য্য
লোকায়তিক মত (নাস্তিক মত) তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।
প্রথমে নাস্তিকবাদ যাহা মহাভারতে অনূদিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ
—‘রেতোধাতুর্বটকণিকাস্থতপাকাধিবাসনম্। জাতিস্মৃতিরয়স্কাস্তঃ সূর্য্য-
কান্তোহম্বুভক্ষণম্’—ইহার অর্থ—অল্পমান প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে
‘তাহার বলেই দেহ হইতে অভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয়, এই কথা বলিতেছেন—
‘রেতঃ’ এই পদ দ্বারা, অল্পমান এইরূপ ‘পৌরুষ রেতোহন্ত্যহিতং শরীরমাত্মা
শরীরত্বাৎ বটকণিকাস্থহিতবৃক্ষবৎ’। ইহাই বিশ্লেষণ করিতেছেন—যেমন একটি

বট বীজকণার মধ্যে তাহার পত্র-পুষ্প-কলায়ক বৃক্ষ অন্তর্হিত হইয়া আছে এইরূপ শুক্র-ধাতুর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরাদি আকারে অন্তর্হিত হইয়া আছে, তাহাই চৈতন্যরূপে (আত্মরূপে) প্রকাশ পায়, কিংবা যেমন ধেনু কর্তৃক ভুক্ত এক তৃণ জলাদি হইতে দুগ্ধ, ঘূতের উৎপত্তি হয় এবং উহার পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব সম্পন্ন হয়। অথবা যেমন বহুবিধ দ্রব্য পাক করিয়া দুই তিন রাত্রি দ্রব্যবিশেষের সংযোগে পচাইয়া রাখিলে তাহা হইতে মত্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটি ভূত হইতে তাহাদের মধ্যে স্থিত চৈতন্য প্রকাশ লাভ করে। যেমন দুইটি অরুণি কাঠের ঘর্ষণ হইতে তাহার প্রকাশক অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পঞ্চভূত সমষ্টি হইতে তাহার প্রকাশক চৈতন্যের উদয় হয়। নৈমায়িক মতে আত্মা ও মন জড় হইলেও তাহাদের সংযোগ হইতে স্মৃতি প্রভৃতি অজড় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার জড় শুক্র-শোণিতের মিলন হইতে চৈতন্যময় শরীর জন্মে—ইহা বোদ্ধব্য। যেমন সূর্য্যকাস্তমণি সূর্য্যাকিরণ সম্পর্ক লাভ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সেইরূপ শরীর মধ্যে স্থিত পার্থিব ভাগ জাতি ভেদে (পরিণাম অনুসারে) বিচিত্র কার্য্য জন্মাইয়া থাকে, ইহাই শরীরাত্মবাদীর যুক্তি ও উক্তি। ইহাতে দৃষ্টান্ত এই—যেমন অগ্নির জল-শোষকত্ব ধর্ম্ম, এইরূপ ভূত সমষ্টিরই ভোক্তৃত্ব। অতঃপর সেই মতের নিরাকরণ হইতেছে। “প্রেতীভূতেহত্যশ্চৈব দেবতা-দ্রাপচানম্। মূতে কৰ্ম্মনিবৃতিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ” মহাভারতীয় এই বচনের অর্থ যথা—দেহ প্রাণবিযুক্ত হইলে চৈতন্যের অভাব হয় অতএব দেহ হইতে আত্মা বিভিন্ন হইতেছে, এ-বিষয়ে ইহাই প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই—যদি দেহ আত্মা হইত, তবে দেহ প্রাণ বিযুক্ত হইলেও তাহাতে চৈতন্যের উপলব্ধি হইত কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে। কোন কোনও গ্রন্থে ‘প্রেতীভূতেহত্যশ্চৈব’ স্থলে ‘প্রেতাত্মাত্মাত্মশ্চৈব’ এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে ‘প্রেতাত্মাত্মাত্মঃ’ ইহার অর্থ নাশ। তাহার তাৎপর্য্য—যাহা শরীর মধ্যে থাকিলে দেহের বিনাশ হয় না। যাহা না থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থই আত্মা, উহা দেহ হইতে ভিন্ন। শীত-জ্বরাদি রোগ নিবৃতির জগৎ নাস্তিকগণ যে মন্ত্র-প্রতিপাত্ত দেবতাকে প্রার্থনা করে, সেই দেবতা যদি ভূতসম্ভাত-স্বরূপ

হয়, তবে ঘটাদির মত জড়ই দৃষ্ট হইত। আর এক কথা, অল্প লোকে (পরলোকে) সঞ্চরণসমর্থ সূক্ষ্মদেহ নাই যেহেতু তোমাদের মতে উহা অস্বীকৃত। ‘দেবতাদ্রাপচানম্’ ইহার অন্তর্গত আদি পদ হইতে আর একটি দেহান্য আত্মবাদে প্রমাণ দেখাইতেছেন। সেই আদি পদগ্রাহ্য ভূতাবেশ। যে দেহে ভূতাবেশ হয়, সেই দেহপীড়াদ্বারা দেহপতি মুখ্য আত্মা পীড়িত হন না কিন্তু তাহাতে আবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, অতএব দেহ আত্মা নহে। আর একটি প্রমাণ ‘মূতে কৰ্ম্মনিবৃতিশ্চ’। যদি দেহ আত্মা হইত তবে মৃত্যুর পর সেই দেহ-কৃত কৰ্ম্মেরও নিবৃতি হইত, কিন্তু তাহা হয় না, তাহা হইলে বিভিন্ন জন্ম, পৃথক্ পৃথক্ কৰ্ম্ম-ভোগ জীবের করিতে হইত না। এবং ‘কৰ্ম্মনিবৃতিশ্চ’ এই ‘চ’ শব্দ দ্বারা অকৃতাত্মাগমকে বুঝাইতেছে অর্থাৎ যাহা করা হয় নাই তাদৃশ কৰ্ম্মের ফলের উৎপত্তি স্বীকার হইয়া পড়ে। আর যে রেতোধাতু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলিও বিধম দৃষ্টান্ত, যেহেতু জড় হইতে জড়েরই উৎপত্তি-বিষয়ে ঐ সকল দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়, নতুবা জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি-বিষয়ে সঙ্গত নহে। আর শরীরাদি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে ভূমি প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক। আর যে জড় মন ও আত্মা হইতে চৈতন্যের (স্মৃতিরূপ জ্ঞানচৈতন্যের) উৎপত্তি হয়, ইহা তাত্ত্বিক মতে উক্ত, তাহাতে আপত্তি এই—তাহাদের মতে বিভূ আত্মার সহিত মনের নিত্য যোগ থাকায় তাহা হইতে সর্বদা জ্ঞানের উৎপত্তি হউক। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব ঐ মতও অসার। ‘লোকায়তিকাদি মতানি’ এই ভাষ্যোক্ত আদি পদের দ্বারা গ্রহণীয় মতবাদী দেখাইতেছেন—ইন্দ্রিয়াত্মবাদী প্রভৃতি। এ-গুলি নিরাস না করিবার হেতু অতিতুচ্ছত্ব, দুর্বলত্ব অর্থাৎ সিকতা কৃপাদির মত পরীক্ষায় বিদীর্ঘ্যমাণত্ব। ‘এতেন বৌদ্ধনিরাসেন’ ইতি—বৌদ্ধ অর্থে ক্ষণিকত্ববাদী। ‘দৃষ্টিসৃষ্টি’ বাদী মায়ী; তাহাদের উভয়বাদের সাম্যাহেতু ঐ উভয়বাদী সমান। কারণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদেও পদার্থগুলি বস্তুতঃ ক্ষণিক, কেননা, সেই বিষয়ে যখনই দৃষ্টি তখনই সৃষ্টি, দৃষ্টির অভাবে সৃষ্টির অভাব ইহাই তন্মতে নিরূপিত হয়। শূন্যবাদী বৌদ্ধ, ও বিবর্তবাদী মায়ী; ইহাদের মত দুইটি ফলতঃ সমান, স্তবরাং ঐ মতবাদী দুই জনই সমান। কেননা সংবৃতি ও মায়্যাবাদে ব্যবহারিক

সাংবৃত্ত সত্তার অভেদ অর্থাৎ ঐক্যহেতু উভয়ের সাম্য জানিতে হইবে। এই সব কথা ভাস্করাচার্য্যের স্বপ্নে আছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যোগাচার মত নিরস্ত হইলে সর্বশূন্যবাদীর মত উত্থাপিত হইতেছে। এই মতের রহস্য এই যে, শূন্যই তত্ত্ব এবং সেই শূন্যতার জ্ঞানই মোক্ষ। এ-স্থলে সংশয় এই যে, শূন্যবাদীর এই তত্ত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উহাই খণ্ডন করিয়া বলিলেন যে,— সর্বপ্রকারেই ঐ মত অযৌক্তিক।

এখানেও প্রশ্ন হইতেছে যে শূন্যবাদীর ঐ শূন্য পদার্থ কি ভাবপদার্থ? অথবা অভাব পদার্থ? কিংবা ভাবাভাব-উভয়াত্মক পদার্থ? ভাস্করাচার্য্য এই তিনটিরই অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন, ইহা তাঁহার ভাস্ক্রে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেব যুক্তিহীন এবং পরস্পর বিরোধী তিনটি মত প্রচার করিয়া জগতের জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছেন। চার্ল্যাকাদি নাস্তিকগণের মতবাদগুলি সূত্রকার অত্যন্ত অসারবোধে প্রত্যাখ্যানকরতঃ তাহার নিরাসের জন্য উল্লেখও করেন নাই। এই বৌদ্ধমতের নিরাকরণের দ্বারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমায়াবাদীর মতও নিরাস করিলেন। মায়াবাদীও বৌদ্ধমতের অত্মসরণ পূর্বক শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। সূত্রায় মায়াবাদী বৌদ্ধতুল্য বলিয়া উহাদের আর পৃথগ্ভাবে নিরাসের প্রয়োজন হয় নাই।

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, ভগবদবতার বুদ্ধদেব জগদ্বৎসল্য করিলেন কেন? তদুত্তরে পাই, হরিবিমুখ জনগণ যজ্ঞাদি অহুষ্ঠানে অতিশয় প্রবল হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় সাধুগণকে পীড়ন করিবে, এই জন্যই বেদকে অস্বীকার করিবার একটা ছলনা।

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃত্তে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত’ নাস্তিক।

বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘অমৃতপ্রবাহভাস্ক্রে’ লিখিয়াছেন,—

“বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাঁহাকে বৈদিক আর্ধ্যগণ ‘নাস্তিক’ বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া

যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।”

মায়াবাদীর সম্বন্ধেও শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

“জীবের নিস্তার লাগি’ সূত্র কৈল ব্যাস।

মায়াবাদিভাস্ক্র ভুলিলে হয় সর্বনাশ ॥

‘পরিণাম-বাদ’ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।

অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥

মণি যৈছে অবিকূতে প্রসবে হেমভার।

জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥

ব্যাস-ভাস্ক্র বলি’ সেই সূত্রে দোষ দিয়া।

‘বিবর্তবাদ’ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৯-১৭২)

শ্রীমত্তাগবতে পাই,—

“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।

যো জাগর্ত্তি শয়ানেহস্মিন্ নায়াং তং বেদ বেদ সঃ ॥” (ভাঃ ৮।১২)

অর্থাৎ যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব ঐহাকে চেতন করিতে সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান থাকেন; জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি সমস্তই জানেন।

আরও পাই,—

“যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।

কুর্ত্তন্তি চৈবাং মুহুরাশ্রমোহং তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূয়ে ॥”

(ভাঃ ৬।৭।৩১) ॥ ৩২ ॥

জৈনমত-নিরসন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জৈনো দৃশ্যন্তে। তে মন্তন্তে। পদার্থো দ্বিবিধঃ। জীবোহজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়-পরিমাণঃ সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপুঙ্গলকালাকাশ-

ভেদাৎ। গতিহেতুধর্মঃ। স্থিতিহেতুধর্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধর-
সম্পর্শবান্ পুদগলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসজ্বাতশ্চ বায়ু-
জলপৃথিবীতনুভূবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো ন চতুর্বিধাঃ
কিস্ত্বেক্ষভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্ম পৃথিব্যাদিক্রূপো বিশেষঃ। কাল-
স্বতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্ত্বেকোহনন্তপ্রদেশশ্চেতি।
তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপাস্তদান্বকমিদং জগৎ। তেষু চাণু-
ভিন্নানি পঞ্চ দ্রব্যাণ্যস্তিকায়। ইত্যাত্মায়ন্তে। জীবাস্তিকায়ো
ধর্মাস্তিকায়োহধর্মাস্তিকায়ঃ পুদগলাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায় ইতি।
অস্তিকায়শ্চোহনেকদেশবর্তিদ্রব্যাবাচী। জীবস্য মোক্ষোপযোগি-
তয়া বোধ্যান্ সপ্ত পদার্থান্ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাত্ত্রবসম্বন্ধনির্জর-
বন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাপ্তস্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীব-
স্তন্তোগ্যজাতম্। আত্মবত্যানেন জীবো বিষয়েষিত্যাত্মব ইন্দ্রিয়-
সজ্বাতঃ। সংবোধোতি বিবেকাদিকমিতি সম্বোধোবিবেকাদিঃ।
নিঃশেষেণ জীর্ঘ্যত্যানেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জরঃ কেশোল্লঙ্ঘনতপ্ত-
শিলারোহণাদিঃ। কস্মাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ। তদ-
ষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিককর্মাণি পাপবিশেষরূপাণি যৈজ্ঞানদর্শন-
বীর্ঘ্যসুখানি স্বাভাবিকাত্মপি জীবস্য প্রতিহন্তে। চত্বারি ত্বঘাতিক-
কর্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যৈর্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখদুঃখাপে-
ক্ষোপেক্ষাসিক্ধিঃ। স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈস্তদষ্টকাদিমুক্তস্যাবিভূতস্বাভাবি-
কাত্মরূপস্য জীবস্য সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতির্কা মুক্তিঃ। সম্যগ-
জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্ পদার্থান্ সপ্ত-
ভঙ্গিনা ত্রায়েনাবস্থাপয়ন্তি। স যথা—স্যাদস্তি ১, স্যান্নাস্তি ২, স্যাৎ-
বক্তব্যঃ ৩, স্যাৎস্তি চ নাস্তি চ ৪, স্যাৎস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫, স্যান্নাস্তি
চাবক্তব্যশ্চ ৬, স্যাৎস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাৎস্তি কথ-
ঞ্চিদিত্যর্থোহব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা বিচ্যন্তে যস্মিন্ প্রতি-
পাত্তয়েতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বম্ ১, অসত্ত্বম্ ২, সদসত্ত্বম্ ৩, সদসদ্বিলক্ষণম্

৪, সত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণম্ ৫, অসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণম্ ৬, সদসত্ত্বে
সতি তদ্বিলক্ষণম্ ৭, ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মা
ভবন্তি। তদ্বক্তব্যময়ং ত্রায়ঃ। স চ সর্বত্রাবশ্যকঃ সর্বস্য পদার্থস্য
সদ্বাস্ত্বনিত্যতানিত্যভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির্ধর্মৈরনৈকান্তিকত্যাৎ। তথাহি
যত্তোকান্ততো বস্ত্তস্ত্যেব তর্হি সর্বদা সর্বত্র সর্বাত্মনাস্ত্যেবেতি ন
তদীম্পাজিহাসাত্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত
নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্যাং হেয়স্তহানাসম্ভবাচ্চ। অনেকান্ত-
পক্ষে তু কথঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ কস্যাচিৎ কেনচিৎপ্রপেণ সত্ত্বে
হানোপাদানসম্ভবাৎ প্রবর্ত্তিনিবর্ত্তিশ্চোপপত্তেত। দ্রব্যপর্যায়াত্মকং
কিল সর্বং বস্ত্ত। তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বাদিকমুপপত্তেত। পর্যায়াত্মনা
ত্বসত্ত্বাদিকম্। পর্যায়াত্মন্য দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবা-
ত্মকতয়া সত্ত্বাসত্ত্বাদেকরূপভিরিতি। ইহ সন্দিহ্যতে। আহ'তোক্তা
জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনো ত্রায়স্য
সাধকস্য সত্ত্বাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈন মতাবলম্বিগণের দোষ দেখান
হইতেছে—তাহাদের মতে পদার্থ দুইপ্রকার জীব ও অজীব। আবার তাহাদের
মধ্যে জীব চতেন, শরীরপরিমাণবিশিষ্ট ও অবয়ব সম্পন্ন। অজীব পাঁচ প্রকার
যথা—ধর্ম, অধর্ম, পুদগল, কাল ও আকাশ। তন্মধ্যে সদগতির কারণ ধর্ম,
স্থিতির (সংসারের) হেতু অধর্ম, উহা ব্যাপক, বর্ণ (রূপ), গন্ধ, রস ও স্পর্শ-
বিশিষ্ট পদার্থের নাম পুদগল। সেই পুদগল দুই প্রকার, যথা—পরমাণু ও
পরমাণুপুঞ্জ। বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, শরীর, ভূবনাদি সমস্তই পুঞ্জাত্মক
পুদগল। পরমাণুরা পৃথিবী প্রভৃতির উপাদানকারণ, কিন্তু পার্থিবাদিভেদে
চারি প্রকার নহে। তাহাদের স্বভাব একই। তবে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে
বিশেষ হয়, তাহা স্বভাবের পরিণামবশতঃ। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, দিন,
রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু কাল, তাহা অণুপরিমাণ। আকাশ একমাত্র,
কিন্তু অনন্ত প্রদেশব্যাপী। এইরূপে ঐ ছয়টি পদার্থ দ্রব্য স্বরূপ, ইহাদের
লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণুভিন্ন পঞ্চবিধ দ্রব্যকে অস্তি-

কায় নামে অভিহিত করা হয়। যথা জীবান্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, পুঙ্গলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়। অস্তিকায় শব্দের অর্থ—অনেকদেশ (স্থান) ব্যাপিয়া বর্তমান দ্রব্য। অতঃপর জীবের মোক্ষোপযোগিরূপে যে সাতটি পদার্থ জ্ঞাতব্য, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। যথা জীব, অজীব, আশ্রব, সম্বর, নিজের, বন্ধ ও মোক্ষ। তন্মধ্যে জীবের স্বরূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞানাদি ইহার গুণ। সেই জীবের ভোগ্য-বস্তু সমুদায় অজীব পদার্থ, শব্দাদি বিষয়ে জীব আসক্ত হয় যাহাদের দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইন্দ্রিয় সমুদায় আশ্রবপদবাচ্য। বিবেকাদিকে যে সংবৃত অর্থাৎ রুদ্ধ করে এই ব্যুৎপত্তি বলে অবিবেকাদির নাম সম্বর। যাহা দ্বারা নিঃশেষরূপে কামক্রোধাদি রিপু জীর্ণ হয়, তাহাকে নিজের বলে যথা কেশোৎপাটন, তপশ্শিলারোহণ প্রভৃতি। যে আটটি কর্মদ্বারা জন্মমরণ-ধারা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বন্ধ। সেই আটটি কর্ম যথা, চারিটি বাতিক কর্ম, যাহারা পাপবিশেষ স্বরূপ, যাহাদের দ্বারা জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য্য, সুখ ইহারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও বাধিত হয়; আর চারিটি অঘাতিক-কর্ম, ইহারা পুণ্যবিশেষস্বরূপ, যাহাদের দ্বারা দেহসংস্থান (গঠন), তাহাতে অভিমান, তজ্জনিত সুখদুঃখ, অপেক্ষা ও উপেক্ষা নিষ্পন্ন হয়। জৈনশাস্ত্র বিহিত সাধনাত্মক দ্বারা উক্ত কর্মাষ্টক হইতে বিমুক্তি লাভ হইয়া স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইলে জীবের সর্বদা উদ্ধগতি লাভ হয় অথবা অলোক আকাশে স্থিতি হয়, ইহাকে মুক্তি বলা হয়। সম্যকজ্ঞান, সম্যকদর্শন ও সচ্চারিত্র্য নামক রত্নতিনটি এই মুক্তিলাভের সাধন। এই সমস্ত পদার্থগুলিকে সপ্তভঙ্গী গ্রায়ের দ্বারা জৈনগণ স্থাপন করেন। সপ্তভঙ্গী গ্রায় যথা—‘শ্রাংঅস্তি’ কোনপ্রকারে আছে—এই বিবক্ষা হয় তবে প্রথমভঙ্গ (১), ‘শ্রান্নাস্তি’ কোনরূপে অসম্বিবক্ষা থাকে, তবে ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ (২), ‘শ্রাদবজ্জব্যঃ’ কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ্য নহে, ইহা অবজ্জব্য নামক তৃতীয়ভঙ্গ (৩), ‘শ্রাদস্তি চ নাস্তিচ’ একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা উভয়ের বিবক্ষায় চতুর্থভঙ্গ (৪), ‘শ্রাদস্তিচাবজ্জব্যঃ’ কোনরূপে আছে কিন্তু বাক্যের অগোচর, ইহা পঞ্চম ভঙ্গ (৫), ‘শ্রান্নাস্তিচাবজ্জব্যঃ’ কোনরূপে নাই এবং বাক্যের অবিষয়, ইহা ষষ্ঠভঙ্গ (৬), ‘শ্রাদস্তি চ নাস্তিচাবজ্জব্যঃ’ শোন প্রকারে আছে, অথচ কোনরূপেই নাই, কিন্তু কোনরূপে বজ্জব্য নহে, ইহা সপ্তমভঙ্গ (৭)।

এই কয়টি বাক্যান্তর্গত ‘শ্রাং’ শব্দের অর্থ কোন প্রকার, ইহা একটি ঐ অর্থে অব্যয়। সপ্তভঙ্গী শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ঐ সাতটি ভঙ্গ অর্থাৎ নিয়মের ভঙ্গ—যাহাতে প্রতিপাত্তরূপে আছে এই অর্থে সপ্তভঙ্গ শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয়। বিভিন্নবাদী অনুসারে বস্তুর সত্ত্ব (১) বস্তুর অসত্ত্ব (২) তাহার সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয় (৩), সৎ ও নহে অসৎ ও নহে, তাহার বিপরীত ভাব (৪), সত্ত্ব থাকিয়া তাহার বৈপরীত্য (৫) অসত্ত্ব থাকিয়া তাহার বৈপরীত্য (৬), সত্ত্ব, অসত্ত্ব উভয় থাকিতে তাহার বৈপরীত্য (৭) পদার্থ-বিষয়ক এই সাত প্রকার নিয়ম হয়, তাহার ভঙ্গের জ্ঞাত এই গ্রায়। এই গ্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু সকল পদার্থেরই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বারা ব্যভিচার থাকিবেই। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি—যদি বাস্তবিক বস্তুর সত্তাই হয় তবে সকল সময়, সকল স্থানে, সর্বপ্রকারে তাহা থাকিবেই। তাহার পাইবার ইচ্ছা বশতঃ কোনরূপে, কোন সময়ে, কোন স্থানে কেহ প্রবর্তমান হইবে না অর্থাৎ চেষ্টা করিবে না, আর কোন বস্তুর পরিহারের ইচ্ছায় কোনরূপেই কোনসময়েই, কোনও স্থানেই, কেহই নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না, যেহেতু যাহা প্রাপ্ত, তাহা আর চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা স্বতঃই হয়, তাহার আর প্রয়াস করিয়া হানি করিতে হয় না, হেয়ের হানি অসম্ভব। আর যদি একান্তভাবে বস্তু অসৎ হয়, তবে কোন রকমে কোন সময়ে কোনও স্থানে কোন বস্তুর সত্তা থাকিলে তবে তাহার পরিহার ও উপাদান (গ্রহণ) সম্ভব হয় এজ্জ পুরুষের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) ও নিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। জৈন মতে সমস্ত বস্তুই দ্রব্য বা তাহার পর্যায় অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ স্বরূপ। তন্মধ্যে বস্তুর দ্রব্যস্বরূপে সত্তা প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবস্থাস্বরূপে অসত্তা প্রভৃতি হইবেই। পর্যায় শব্দের অর্থ—দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ, যেমন স্ববর্ণদ্রব্য, কটককুণ্ডলাদি তাহার পর্যায়। কুণ্ডলাবস্থায় দ্রব্যরূপে স্ববর্ণ সত্তাবান্ কিন্তু কটকাবস্থায় উহা অসৎ; এইরূপ অগ্জ্ঞ জানিবে। কাজেই সকল দ্রব্যেরই ভাব ও অভাবরূপতাহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্বের যৌক্তিকতা। অতঃপর এই জৈনমতে সন্দেহ হইতেছে—আহঁত মত সিদ্ধ (জৈন মতসিদ্ধ) জীব, অজীব প্রভৃতি পদার্থ—যথোক্তভাবে যুক্তিসিদ্ধ কিনা? পূর্বপক্ষী তাহাতে বলেন সপ্তভঙ্গী গ্রায় যখন উহার সাধকরূপে বর্তমান তখন উহা

যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হইবে। সূত্রকার এই পূর্বপক্ষীয় মতের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানন্তরং বৌদ্ধো মুক্তকচ্ছঃ জৈনস্ত বিবজ্জ ইতি তয়োঃ পৌৰ্ব্বোক্তধোণ দূষণং যুক্তিমিতী ধীসন্নিধিলক্ষ্যয়া সঙ্গত্যা প্রবৃতিঃ। মা ভূৎ প্রতারকেণ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধো জৈনসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্নস্ত। তস্ত ঋষভভগবদহুযায়িনা হ'তোপদিষ্টত্বাৎ। অহিংসাদেৰ্ভাত্ত্রপদীয়োগ্রতস্ত চ যোগেন প্রামাণিকত্ব-প্রতীতেশ্চেতি প্রাথদাক্ষেপঃ। জৈনসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তস্ত বক্তৃৎ তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তে মন্তস্তে ইত্যাদিনা। পদার্থো দ্বিবিধ ইত্যাদিকং জগদিত্যন্তং বিক্ষুটার্থম্। তেষু চেতি। অণুভিন্নানি পরমাণুপুদ্গলকালতরাণি জীবধর্মাদধর্মসজ্জাত-পুদ্গলাকাশানীতার্থঃ। বোধ্যানিতি। তদ্বোধে হি হেয়োপাদেয়তা সিধ্য-তীতি ভাবঃ। তেষ্বিতি। প্রাপ্তক্লেচনঃ সাবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং পূর্বং কথিতঃ। স্বশাস্ত্রোক্তেতি জৈনগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। সম্যগিতি। সম্যক্ জ্ঞানং সম্যক্ দর্শনং সম্যক্ চারিত্র্যম্। রাগদেবশূন্ততয়া পদার্থানামবলোকনং সম্যক্ দর্শনম্। আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থানামবগমঃ সম্যক্ জ্ঞানং। ফল-নৈরপেক্ষেণ কর্মণামঘাতিনামহুষ্ঠানং সম্যক্ চারিত্র্যমিতি রত্নত্রয়ং মুক্তিসাধ-নশ্চেতি রত্নবহুপাদেয়মিত্যর্থঃ। সপ্তভঙ্গিনা ত্রায়েনেতি। ত্রায়ো যুক্তিঃ। কেচিদেনং ত্রায়মেবং ব্যাচক্ষতে। বস্তুনঃ সত্ত্ববিবক্ষায়াং প্রথমো ভঙ্গঃ কথ-ক্ষিদন্তীত্যাঃ। অসত্ত্ববিবক্ষায়াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমাত্ত্ববিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ। যুগপদুভয়বিবক্ষায়াং সত্ত্বাসত্ত্বয়োয়ুগপদ্বক্তৃমশক্যত্বাৎ চতুর্থঃ। আত্মচতুর্থয়োঃ ক্রমেণ বাহ্যায়ানং পঞ্চমঃ। দ্বিতীয়চতুর্থয়োবিবক্ষায়াং ষষ্ঠঃ। আত্মদ্বিতীয়-চতুর্থানাং বাহ্যায়ানং সপ্তম ইতি। এবমেকাত্মাদিবিকল্পাদয়মাদায়ৈষ ত্রায়ো যোজ্য ইতি। ত্রায়নিরস্তানি বাদিনাং সপ্ত মতানি দর্শয়তি সত্ত্বমিত্যাদিনা। যদীতি। একান্ততো নির্ণীতস্বরূপতয়েত্যর্থঃ। ন তু দীপে সতি তৎপ্রাপ্তী-চ্ছাত্ত্যাগেচ্ছাত্ত্যামিত্যর্থঃ। অনেকান্তপক্ষে অনির্ণীতস্বরূপত্বপক্ষে। ক্ষুটার্থ-মন্যং। তথাচ বস্তুমাত্রং সত্ত্বাদিধর্মকমত একরসে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো ন বা ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাখ্যাতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘অথ ইত্যাদি’ অথ—বৌদ্ধমত

খণ্ডনের পর। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈনের প্রভেদ সামান্যই, বৌদ্ধগণ মুক্তকচ্ছ (কাছা খোলা) জৈনগণ দিগম্বর (বস্ত্রহীন নগ্ন), অতএব তাহাদের মতের পূর্বাপরীভাবে খণ্ডন যুক্তিযুক্তই, এইহেতু উভয় মতের বুদ্ধিসামিধিকারপ সঙ্গতি দ্বারা প্রবৃতি হইয়াছে। জৈনরা আপত্তি করেন বেশ—প্রতারক বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের সহিত ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু জৈন সিদ্ধান্তের সহিত সেই সমন্বয়ে বিরোধ হইবে; কেননা, জৈন মত ভগবান্ ঋষভদেবের প্রদর্শিত মার্গাহুসারী অর্হৎ কর্তৃক উপদিষ্ট, অতএব উহার আপ্তবচনস্বরূপে প্রামাণ্য। অহিংসা প্রভৃতি তদীয় ধর্ম ও ভাদ্রমাসে করণীয় উগ্র তপ্তমুদ্রা গ্রহণাদিভ্রত তাহাদের অন্তর্গত ধাকায় তাহাদের মতের প্রামাণিকত্ব (অর্থাৎ বৈদিকত্ববশতঃ প্রামাণ্য) সিদ্ধই। এইরূপ পূর্বাধিকরণের মত প্রত্যাভাহরণ সঙ্গতি জাতব্য। এই অধিকরণও পাঁচটি অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জৈন সিদ্ধান্ত—বিষয়, পরে তাহা প্রমাণসিদ্ধ? অথবা ভ্রান্তিমূলক?—এই সন্দেহে পূর্বপক্ষরূপে তাহার প্রমাণমূলকত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই মতের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘তে মন্যন্তে’ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। পদার্থ দুই প্রকার ইত্যাদি হইতে ‘তদাত্মকমিদং জগৎ’ এই পর্য্যন্ত ভাষ্যগ্রন্থ স্থপ্পষ্ট অতএব ইহার অর্থ অনুলেখ্য। ‘তেষু চ অণুভিন্নানি’ ইত্যাদি অণুভিন্নানি অর্থাৎ পরমাণু-পুদ্গল ও কাল ভিন্ন জীব, ধর্ম, অধর্ম, ইন্দ্রিয়-শরীরসজ্জাতাত্মক পুদ্গল ও আকাশ প্রভৃতি। ‘মোক্ষোপযোগিতয়া বোধ্যান্ সপ্তপদার্থান্ ইতি’ ইহাদের বোধের ফল জগতে কোন্টি হয় (পরিত্যাজ্য), আর কোন্টি উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহার নিশ্চয় হয়,—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। ‘তেষু ইতি জীবঃ প্রাপ্তক্লেচনঃ’—পূর্বে বর্ণিত অর্থাৎ জীব চেনন, অবয়বী, শরীরপরিমাণ। ‘স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈরিতি’ স্বশাস্ত্রে—জৈন গ্রন্থে বর্ণিত সাধনগুলিদ্বারা। যথা—‘সম্যগ্ জ্ঞানেত্যাদি’—সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চারিত্র্য—তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ছাড়িয়া সমস্ত পদার্থকে তত্ত্ব বুদ্ধিতে দর্শন করার নাম সম্যক্ দর্শন। কোন্টি আত্মা, কোন্টি অনাত্মা, কি তাহাদের প্রভেদবোধে পদার্থের অবগতি সম্যক্জ্ঞান-শব্দবাচ্য। ফল কামনা না করিয়া অর্থাৎ নিকামভাবে অঘাতি কর্মের অনুষ্ঠান—ইহাই সম্যক্ চারিত্র্য-শব্দে বোধ্য। এই তিনটি উৎকৃষ্ট বস্তু (রত্নত্রয়) এবং ইহারা মুক্তির সাধন অতএব ইহা রত্নের মত সংগ্রাহ্য,—ইহাই তাৎপর্য। ‘সপ্তভঙ্গিনায়েন’

ইত্যাদি—ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। কোন কোনও ব্যাখ্যা কর্তা এই ন্যায়কে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা—বস্তুর সত্ত্ব-বিবক্ষায় প্রথমভঙ্গ ‘স্বাদস্তি’ অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে, বস্তুর অসত্ত্ব-বিবক্ষায় ‘স্বাদাস্তি’ অর্থাৎ কোনরূপেই নাই, ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ। ক্রমানুসারে উভয়-বিবক্ষায় অর্থাৎ প্রথমে বস্তুর কথঞ্চিং সত্ত্ব, পরে কথঞ্চিং অসত্ত্ব এইরূপ বিবক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গ ইহাই ‘স্বাদবক্তব্যঃ’—এই ন্যায়।—‘স্বাদস্তি চ নাস্তি চ’ কোনরূপে আছে আবার কোন প্রকারেই নাই, এই এককালে বস্তুর স্বভাসত্ত্ব বিবক্ষা করা অশকাহেতু চতুর্থ ভঙ্গ। ‘স্বাদস্তি’ ‘স্বাদস্তি চ নাস্তি চ’ এই উভয়ের যথাক্রমে বিবক্ষা থাকিলে পঞ্চম ভঙ্গ। ‘স্বাদাস্তি’ ‘স্বাদস্তি চ নাস্তি চ’ এই দুইটি ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে ষষ্ঠ ভঙ্গ। ‘স্বাদস্তি’ ‘স্বাদাস্তি’ ‘স্বাদস্তি চ নাস্তি চ’ এই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে সপ্তম ভঙ্গ। এই প্রকারে একত্বাদি বিরুদ্ধ অদ্বয়বাদ লইয়াই উক্ত সপ্তভঙ্গ-ন্যায় যোজনীয়। উক্ত সপ্তভঙ্গি-ন্যায় দ্বারা নিরসনীয় বাদীদিগের মত ‘সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ সদসত্ত্ব-মিত্যাদি’ গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন। ‘তথাহি যত্তেকান্ততো’ ইত্যাদি—একান্ততঃ অর্থাৎ নির্ণীতস্বরূপ হওয়ায়। ‘ন তদীপ্সা-জিহাসাভ্যাম্’ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য—দীপ থাকিলে তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছা দ্বারা। অনেকান্ত পক্ষে অর্থাৎ অনিশ্চিতস্বরূপ পক্ষে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বাক্যের অর্থ সুবোধ্য। পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত এই—বস্তুমাত্রেরই সত্তা, অসত্তা, সদসত্তা প্রভৃতি ধর্ম আছে, আর ব্রহ্ম একস্বভাব, তাঁহাতে সমন্বয় হইবে কিনা? এই আশঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাবধিকরণম্,

সূত্রম্—নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—‘ন’—না, তাহা হইতে পারে না অর্থাৎ জৈনোক্ত পদার্থগুলি সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে স্বরূপলাভ করিতে পারে না, কারণ কি? ‘একস্মিন্নসম্ভবাৎ’, একস্মিন্ কোন একটি ধর্ম্মীতে (বস্তুতে) এক সঙ্গে এককালে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈতে পদার্থাস্তেন ত্রায়েনাত্মানমুপলব্ধুং ক্ষমাঃ। কুতঃ? একস্মিন্নিতি। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্ত্বেকদা শৈতৌষ্যভাগ-বীক্ষ্যতে কাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ সঙ্কীর্ণহাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধিব্যর্থঃ স্ত্রাৎ। এবং ঘটাদীনামপি তথাহাত্মদকার্থী বহুনা প্রবর্ত্তেত গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যপি সত্ত্বাত্মদকার্থিনো বহুাদিতো নিবৃত্তিরূপপত্তেতেতি বাচ্যম্ অভেদস্যপি সত্ত্বেন প্রবর্ত্তেরপ্যাবশ্য-কত্বাৎ। অপি চ নির্দ্ধার্যাঃ পদার্থা নির্দ্ধারসাধনানি ভঙ্গা নির্দ্ধারকো জীবো নির্দ্ধারশ্চ তৎফলং, সর্বমেতৎ স্যাদদন্তীত্যাদিকল্পোপপত্তাসেন সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকতয়াহনিশ্চিতবপূর্ববেদিতি লুতাত্ত্ববৎ ক্রট্য-মানোহসৌ স্ত্রায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া? ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জৈনরা যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি সপ্তভঙ্গী-ন্যায়বলে স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ নহে। কারণ কি? উত্তর—‘একস্মিন্নিত্যাদি’—কোন একটি ঘটপটাদিধর্ম্মীতে (পদার্থে) এককালে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এই জ্ঞত্বই। কথাটি এই—কোন একটি বস্তু যখন শীতল থাকে, তখন তাহা উষ্ণ হইতে কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব এককালে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটির সমাবেশ হইতে পারে না। আর একটি দোষ সং কি অসং—ভাব কি অভাব এইরূপ স্বরূপের অনিশ্চয়তা থাকিলে স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু স্বর্গের জন্ম, কি নরকের নিবৃত্তির জন্ম অথবা মুক্তির পথরূপে কোন সাধনেরই বিধান সার্থক নহে, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ একত্র সত্ত্বাদির সমাবেশে ঘটাদিও সদস্যস্বরূপ হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি এই—লোকে জল আনিবার প্রয়োজনে অগ্নি আনিবে, গৃহের প্রয়োজনে বায়ুতে চেষ্টা করিবে, যেহেতু সর্বত্রই অনিশ্চয়। যদি বল, তাহা হইবে কেন? ঘট ও বহির ভেদ যখন আছে, তখন জলার্থী ব্যক্তির বহি প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তি হইবেই, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু ভেদের মত অভেদও তো আছে, অতএব

ঘট ও বহির অভেদবশতঃ বহিতে প্রবৃত্তির আপত্তি সঙ্গতই হইবে। আরও একটি কথা নির্ধারণীয় পদার্থ সমুদায়, নির্ধারণ করিবার উপায়গুলি, সপ্তভঙ্গ, নির্ধারণকারী জীব এবং নির্ধারণরূপ ফল অর্থাৎ প্রমের, প্রমাণ, প্রমুতা, প্রমিতি, যুক্তি এগুলি সমস্ত ‘শ্রাংঅস্তি’ কোনরূপে আছে, আবার ‘শ্রামাস্তি’ কোনরূপে নাই ইত্যাদি বিরুদ্ধ দুই দুই পক্ষের উপল্লাস দ্বারা প্রদর্শিত সত্তা ও অসত্তা ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় অনিশ্চিতস্বরূপই হইতেছে সূত্রের উৎপত্ত্যভেদে সূত্রের মত অতি ছিহ্ন অর্থাৎ অতীব ভঙ্গশীল ঐ শ্রায়, তবে আর তাহার পরীক্ষায় প্রয়োজন কি ? ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নৈকশ্মিতি। একশ্মিন্ পরমার্থরূপবস্তুরি সত্ত্বাসত্ত্বাদি-মিথোবিরুদ্ধধর্মযোগাদনেকরূপং তদিত্যর্থঃ। যদস্তি তদন্ত্যেব ন তু নাস্তি। যদাস্তি তদন্ত্যেব ন তু নাস্তি। যদিত্যং তদন্ত্যমিতি সর্বাভ্যুপগতমন্ত্যভূতক্ষেদম্। তদন্ত্যেহপি প্রপঞ্চস্ত বস্ত্তভূতত্বাং নানেকরূপত্বম্। একশ্মিতি দেবদত্তাদৌ ঘটাদৌ বৈকবস্ত্তনীত্যর্থঃ। কিঞ্চতি। সঙ্কীর্ণত্বাং মিশ্রিতত্বাং। তথাত্মমিথো মিশ্রিতত্বাং। বহিনেতি। বহৌ ঘটোহপি কথঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ। বায়ুনেতি। বায়বপি কাষ্টেষ্টকাদি কথঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ। ন চ তত্রতি। বহৌ কথঞ্চিদ-ঘটভেদোহস্তি বায়ৌ চ কাষ্টাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভেদশ্রাপীতি। বহৌ ঘটভেদঃ কথঞ্চিদন্তি বায়ৌ চ কাষ্টাভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—‘নৈকশ্মিতি’ সূত্রের টীকা—একশ্মিন্—পরমার্থতঃ একস্বরূপ বস্ত্ততে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মযোগে উহা অনেকরূপ হয়, এই অর্থ। কথাটি এই—যাহা আছে অর্থাৎ সংস্বরূপ তাহা সংস্বরূপই থাকিবে, তাহা নাই হইতে পারে না। আবার যাহা নাই অর্থাৎ অসং-স্বরূপ, তাহা নাই-ই অসংস্বরূপই, তাহা আছে ইহা আর হয় না। যাহা নিত্য তাহা চিরদিনই নিত্য, ইহা সকলেরই স্বীকৃত এবং অন্বিত। তাহাদের (জৈনদের) মতেও জগৎ প্রপঞ্চ বস্ত্তভূত, তাহা অনেকরূপ হইতে পারে না। ‘একশ্মিন্ ধর্মিনি’ ইত্যাদি দেবদত্তাদি একই ব্যক্তিতে অথবা ঘট প্রভৃতি একই পদার্থে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম থাকিতে পারে না, ইহাই অর্থ। ‘কিঞ্চ অনেকান্ত-পক্ষে’ ইত্যাদি ‘মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাং’ স্বর্গ, নরক, মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু। ‘ঘটাদীনামপি তথাত্মাং’—ঘটাদি পদার্থেরও পরস্পর মিশ্রণহেতু। ‘বহিনা প্রবর্ত্তেতেতি’ তাহার অর্থ—বহিতেও ঘট কোন প্রকারে অর্থাৎ অভেদবাদে

আছে। ‘গৃহার্থী তু বায়ুনা’ ইতি—তাহার তাৎপর্য—বায়ুর মধ্যে গৃহোপকরণ ইট, কাঠ প্রভৃতিও কোনরূপে আছে। ‘ন চ তত্র ভেদশ্রাপি সত্ত্বাং’ ইতি—অর্থাৎ কোনরূপে অগ্নিতে ঘটভেদ আছে, বায়ুতেও কাঠ প্রভৃতির ভেদ আছে। ‘অভেদশ্রাপি সত্ত্বাং’ ইতি—অর্থাৎ বহিতে ঘটের অভেদ এক প্রকারে আছে, বায়ুতেও কাঠ ইষ্টক প্রভৃতির অভেদ কোনও প্রকারে আছে ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে জৈনমতাবলম্বিগণের মতের দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। জৈনমতে পদার্থ দুই প্রকার। জীব ও অজীব এই দুয়ের মধ্যে জীব সচেতন, দেহপরিমাণ এবং অবয়ব-সহিত! অজীব পাঁচ প্রকার যথাঃ—ধর্ম, অধর্ম, পুঙ্গল, কাল ও আকাশ। উহাদের মতে জীবের মুক্তিমাগোপযোগী সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ সাত প্রকার পদার্থ যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, নির্জর, সদর, বন্ধ ও মুক্তি। জৈনগণ সপ্তভঙ্গী শ্রায়ের দ্বারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন। সেই সপ্তভঙ্গী শ্রায় যথা—(১) যদি থাকে, তবে আছে; (২) যদি না থাকে তবে নাই; (৩) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে তাহা অবজ্ঞা; (৪) যদি কোন প্রকারে থাকে, তাহা হইলে আছে কিংবা নাই, (একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা) (৫) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে আছে, কিন্তু তাহা আবার বাক্যের অগোচর; (৬) যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই এবং বাক্যের অবিষয়; (৭) কোনরূপে আছে, তবে আছে, যদি কোন মতে নাই, তবে নাই, কিন্তু কোনরূপে বক্তব্য নহে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই জৈনমতসিদ্ধ জীবাদি পদার্থ যুক্তিসিদ্ধ কি না? তদন্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। কোন একটি বস্ত্ততে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন এক বস্ত্ততে এক সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ত্ব বা অসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেশ্যে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিরূপে অথবা মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না, সবই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী শ্রায়াবলম্বনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের দ্বারা পদার্থ সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই

হইতেছে। অতএব উর্ণনাভের সূত্রের ন্যায় ঐ সপ্তভঙ্গী-ন্যায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যদ্যদ্বিকল্পং বচসা নিরূপিতং

ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যশ্চ।

মাত্ত্বং স্বরূপং গুণরূপং হি তত্ত্বং

স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥

যস্মিন্ যতো যেন চ যশ্চ যশ্চৈশ্চ

যদ্ যো যথা কুরুতে কার্যতে চ।

পর্যবেষণং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং

তদব্রহ্ম তদ্বৈতুরনন্যদেকম্ ॥” (ভাঃ ৬।৪।২২-৩০) ॥ ৩৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাত্মনো দেহপরিমাণস্বং প্রত্যচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈনসম্মত আত্মার দেহসম পরিমাণস্ব খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—এবং চাত্মাকাংক্ষ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—‘এবং’—এই প্রকার অর্থাৎ যেমন একধর্ম্মীতে সত্ত্ব, অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশে দোষ হইতেছে, সেইরূপ ‘আত্মাকাংক্ষ্যম্’ আত্মারও পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব হইয়া পড়ে ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথৈকস্মিন্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ এবমাত্মনোহকাংক্ষ্যঞ্চ সং। তথাহি। দেহপরিমাণো। জীব ইতি মতম্। তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মহুগ্গদেহ-পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলক্ষে করিশরীরে চ তথা সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃখানুপলব্ধশ্চ পুনর্মর্শকদেহেহসমাবেশেচতি ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যস্ব, অনিত্যস্ব—বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধ দোষ, এই প্রকার দেহপরিমাণ আত্মা বলিলে

তাহার অসম্পূর্ণতারূপ দোষ হয়। কিরূপে? দেখাইতেছি—জৈনমতে দেহপরিমাণ বিশিষ্ট জীব, সেই জীবাত্মা বালকের দেহে থাকিয়া বালকদেহ-পরিমিত হইবে, যখন সেই জীবাত্মা যুবার দেহে উপনীত হইল, তখন তাহার সেই যুবকের দেহে পূর্ত্তি হইল না, যেহেতু ক্ষুদ্র পরিমাণের তদধিক বৃহৎ পরিমাণ বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ কতকগুলি দেহাবয়ব আত্মশূন্য হইয়া পড়ে। এইরূপ মহুগ্গদেহ পরিমিত জীবাত্মা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ হস্তি-শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেই জীবাত্মার ব্যাপ্তি হইল না। তাহাতে ক্ষতি এই—সর্ব্বাঙ্গাবচ্ছেদে সুখদুঃখের উপলব্ধির অভাব ঘটয়া পড়ে; যেহেতু আত্মাই সুখদুঃখ উপলব্ধি করে, শরীরের যে অংশে আত্মা নাই সেই অংশে সুখদুঃখাদি জন্মিলেও তাহার ভোগ না হউক, এই আপত্তি হয়। আবার মশকদেহ প্রাপ্ত হইলে মহুগ্গদেহপরিমাণ জীবাত্মার তথায় অবস্থিতির স্থান হইল না, এই আপত্তিও হয় ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথেন্। পর্য্যাপ্তিরিতি। পূর্ণতা ন স্যাৎ কেচিৎ দেহাবয়ব নিরাত্মকাঃ স্থ্যিরিতিভাবঃ। অসমাবেশেচতি। কেচিদাত্মাবয়ব উর্ধ্বরিতাঃ স্থ্যিঃ। তেন দেহপরিমিতস্বক্ষতিরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—যথেন্। আত্মা—পর্য্যাপ্তিঃ অর্থাৎ পূর্ণতা—সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্তি হইবে না। কথাটি এই—দেহের সকল অংশে আত্মা স্থিতিলাভ না করায় সেই সেই অংশগুলি আত্মশূন্য হইয়া পড়িবে। ‘মশকাদিদেহে অসমাবেশ’ ইতি—মশকদেহে মহুগ্গদেহপরিমাণ আত্মার অবয়বগুলি অবকাশহীন হইয়া পড়িবে। তাহাতে আত্মার দেহপরিমিতত্বের হানি ঘটিল—এই অভিপ্রায় ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈনমতে যে আত্মার দেহপরিমাণস্ব বলা হইয়াছে, তাহাও খণ্ডন করা হইতেছে। সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, একই ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুতে যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ দোষাবহ, সেইরূপ আত্মার অপৰ্য্যাপ্তিও দোষযুক্ত। জীবাত্মাকে শরীর-পরিমিত বলিলে বালকদেহ-পরিমিত জীবের যুবা-শরীরে পর্য্যাপ্তি ঘটে না। মানব পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে তাহার তথায় সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয় না, আবার মশকাদির দেহে সমাবেশের অভাব ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নাশ্চা জজান ন মরিস্তি নৈধতেহসৌ

ন ক্ষীয়তে সৰনবিদ্যাভিচারিণাং হি ।

সৰ্বত্র শব্দদনপায়াপলক্ষিমাং

প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্লিতং সং ॥” (ভাঃ ১।১।৩।৩৮)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই—“আত্মা শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাত ইত্যাত্মো বিকারো নিষিদ্ধঃ, ন মরিস্তিত্যন্ত্যঃ। জন্মাত্মাবাদেব তদনন্তর্য-স্তিতালক্ষণোহপি বিকারো দ্বিতীয়ঃ। নৈধতে ন বর্দ্ধত ইতি তৃতীয়ঃ। বৃদ্ধ্যাত্মাবাদেব পরিণামোহপি চতুর্থঃ। ন ক্ষীয়ত ইত্যপক্ষয় ইতি পঞ্চমঃ। হি যশ্চাভিচারিণামাগমপায়িনাং বালযুবাদিদেহানাং দেবমহুগাদিদেহানাং বা সৰনবিং তত্ত্বকালদ্রষ্টা, ন হবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীতি ভাবঃ ॥” ৩৪ ॥

সূত্রম্—ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধে বিকারাদিত্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অনন্ত অবয়ব, স্তত্রাং বালক বা যুবাদি যে দেহই প্রাপ্ত হউক অথবা হস্তী-অশ্বাদি যে দেহই গ্রহণ করুক ‘পর্যায়’ অর্থাৎ ক্রমানুসারে অবয়বের অপগম, অপচয় ও উপচয়বশতঃ সেই সেই দেহপরিমাণ-অক্ষুর থাকিবে, এই যদি বল, তাহা সঙ্গত হইবে না, যেহেতু, ‘বিকারাদিত্যঃ’ তাহা হইলে জীবের বিকার হইল এবং অনিত্যতাও অপরিহার্য হইয়া পড়িল, তদভিন্ন কৃত কর্মের হানি ও অকৃত কর্মের আগম দোষও জন্মে, স্তত্রাং ঐ উক্তি অসার ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নবনস্তাবয়বস্য জীবস্য বালযুবাদিদেহান্ করিতুরগাদিদেহান্ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাত্যাং বৈপরী-ত্যেন চ তত্তদেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন। কুতঃ? বিকারাদিত্যঃ। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙ্গাং। কৃতহান্যকৃতাত্যাগমাত্যা-ক্ষেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যন্তু মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্। তস্য জগৎস্বাক্ষরস্বাস্ত্বাদিবিকল্পে স্বেচ্ছ্যাসম্ভবাং ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বেশ, উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপে হইতে পারে, যেহেতু জীব অনন্ত অবয়বসম্পন্ন, সেই জীব যদি বালক-যুবাদি শরীর গ্রহণও করে অথবা হস্তী-অশ্বাদিদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও যুবাদি শরীর-গ্রহণস্থলে পূর্বশরীরের অবয়ব নাশ এবং যৌবন শরীরে অবয়বের উপচয় দ্বারা, করিতুরগাদি শরীর-গ্রহণস্থলে অবয়বের বৃদ্ধি ও পূর্বদেহের অবয়ব নাশ দ্বারা সেই সেই ধৃতদেহ-পরিমাণ অক্ষুণ্ণই আছে, এই যদি বল, তাহা নহে। কি জগৎ? তাহা বলিতেছি—‘বিকারাদিত্যঃ’ অর্থাৎ ঐরূপ অবয়বের অপগম, উপচয় প্রভৃতি স্বীকার করিলে জীবাত্মার সবিকারত্ব হইয়া পড়ে এবং অনিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তদভিন্ন পূর্বশরীরে কৃতকর্মের নাশ ও পরশরীরে অকৃত কর্মের আপত্তিও হয়। স্তত্রাং ঐ সমাধান অসার। আর যে কেহ কেহ বলেন—মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ দেহাঘটিত স্তত্রাং নিত্য (উপচয়-অপগমরহিত), তদ্বিশিষ্ট জীবে বিকারাদি হয় না, এই মতও হয়; যেহেতু মুক্তিকালিক পরিমাণকে জগৎ স্বীকার করিলে তাহার স্থিরত্ব বলিতে পারা যাইবে না, আবার অজগৎত্ব বলা যায় না, কারণ তৎপরিমাণ-বিশিষ্ট দেহ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ ঐ পরিমাণ সং কি অসং, এই উভয়প্রকার-মধ্যে কোনটিই সঙ্গত হয় না; অতএব স্থির-পরিমাণ অসঙ্গত ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আশঙ্ক্য সমাধন্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবয়-বোপগমাপগমাত্যাগেত্যর্থঃ। কৃতত্যাগাদি পক্ষমাস্তম্। যেন পুংসা কর্ম কৃতং তস্ত বিনাশে তৎকর্মণস্তত্র হানিঃ তৎ কর্ম যত্র ফলমর্পয়েৎ তস্তাকৃতং কর্মাত্যাগতমিত্যর্থঃ। তস্তেতি। তস্ত মুক্তিকালিকপরিমাণস্ত কথঞ্চিজগৎ-স্বাক্ষরীকারে স্বেচ্ছ্যং সম্ভাবয়িতুং ন শক্যং ভবতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ মুক্তিকালিকং পরিমাণং পরমাণুরূপং বিভূরূপং বোতি ন শক্যং নির্ণেতুং তৎপ্রমাপকদেহা-ত্যাং। ততঃ চ তস্তাপ্যনবস্থিতিরিতি ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন—‘ন চ পর্যায়াদিত্যাং’ সূত্র দ্বারা। ভাষ্যস্থ ‘বৈপরীত্যেন চ’ ইতি অর্থাৎ অবয়বের উপগম ও পূর্বাবয়বের অপগম এই দুইটি দ্বারা। ‘কৃতহান্যকৃতাত্যাগমাত্যাগ’ এই পদটি পক্ষমী বিভক্তিকৃত। ইহার তাৎপর্য—যে পুরুষ কর্ম করিয়াছে সেই পুরুষের বিনাশ হইলে সেই পুরুষকৃত কর্মের তাহাতে

বিনাশ হইল। সেই কক্ষ যে পুরুষে ফল জন্মাইবে তাহার সেই অকৃতকর্ম তথায় আসিল। ‘তস্মৈ জগদ্ব্যজ্ঞত্বেনোহিত্যাদি’ তস্মৈ—অর্থাৎ মুক্তিকালীন দেহ পরিমাণের কোনরূপে অন্যত্র কি অজ্ঞানত্ব স্বীকার করিলে জীবের স্থিরত্ব কল্পনা করিতে আপনি পারিবেন না। আর এক কথা—মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ পরমাণুরূপ অথবা বিভূষরূপ ইহাও নির্ণয় করিতে পারা যাইবে না, কারণ পরিমাণসম্পন্ন দেহ তখন নাই। অতএব ইহাও অব্যবস্থা ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকথা—বর্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন যে, জীবের অনন্ত অবয়ব স্বীকার পূর্বক বালক ও যুবাদি শরীর কিংবা হস্তী-অশ্বাদির শরীর, যাহাই গ্রহণ করুক, পর্যায়ক্রমে অবয়বের অপগম, উপগম অর্থাৎ অপচয় ও উপচয়রূপ বৈপরীত্য দ্বারা সেই সেই দেহপরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করা অর্থাৎ আত্মা পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না বা ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত বিরোধের পরিহারও হয় না। কারণ তাহা হইলে আত্মার বিকারশীলতা ও অনিত্যতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত পূর্বশরীরে কৃতকর্মের নাশ ও পরশরীরে অকৃত কর্মের আগম এই আপত্তিও আসে। সূত্রাং এই মত অসার।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নিত্য আত্মাবায়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ।

ধত্তেহসাবান্ননো লিঙ্গং মায়য়া বিশ্বজন্ গুণান্ ॥” (ভাঃ ৭।২।২২)

অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নাই, উহা নিত্য। অপক্ষয়শূন্য, নির্মল, সর্বগত, সর্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা স্বীয় অবিজ্ঞা-দ্বারা সৃষ্টি শরীরে স্থত ও দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে।

আরও পাই,—

“জন্মাদয়ন্ত দেহস্ত বিক্রিয়া নান্ননঃ কচিৎ।

কলানামিব নৈবেদ্যোমু তিহঁস্ত কুহুরিব ॥”

(ভাঃ ১০।৫৪।৪৭) ॥ ৩৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দুষ্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জৈনাভিমত মুক্তিতে দোষারোপ করিতেছেন—

সূত্রম্—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অন্ত্যকালীন অবস্থিতি ও জৈনোক্ত মোক্ষাবস্থা অভিন্ন, উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সংসারী অবস্থা হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই অতএব ঐ জৈনসিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কিরূপে অবিশেষ? ‘উভয়নিত্যত্বাৎ’ যেহেতু উভয়ই নিত্য অর্থাৎ সর্বদা উদ্বীর্ণগতি ও লোকশূন্য আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ এবং ঐ দুইটিকে মুক্তি স্বরূপহেতু নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন চেতানুবর্ততে। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোক্ষাবস্থা-য়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈন-সিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কূতঃ? উভয়েতি। সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশ-স্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তয়োক্তভয়োর্মুক্তিহেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি সদোর্দ্ধং গচ্ছন্নরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চিৎ সুখী ভবতি। ন চ সদেহস্য তথাহং দুঃখায় ন তু নির্দেহস্যেতি বাচ্যম্। তদাবয়বস্য চ দেহবস্তারবস্থাৎ। ন চ সা সা চ নিত্যোতি শক্যং বক্তুং ক্রিয়াহেন বিনাশধৌবাৎ। তস্মান্তুচ্ছমেতজ্জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসন্তিনম্ ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব-শব্দাবাচ্যমিত্যাদিবিরুদ্ধং জল্পন জৈনসখো মায়ী চ দুষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে ‘ন চ’ এইটির অর্থবৃতি জানিবে। ‘অন্ত্যাবস্থিতি’ মৃত্যুকালীন অবস্থানও (জৈনোক্ত) মোক্ষাবস্থার কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থা হইতে ভেদ না থাকায় জৈনদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কিসে অবিশেষ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্বদা উদ্বীর্ণগতি ও লোকশূন্য আকাশে স্থিতি এই উভয়কে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ, উহা মুক্তিস্বরূপ হওয়ায় সেই উভয়েরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু উদ্বীর্ণ গমনকারী অথবা নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকারী কেহই সুখী হয় না। যদি বল, দেহ লইয়া উদ্বীর্ণ গমন ও নিরালম্বন আকাশে স্থিতি দুঃখের কারণ হইতে পারে,

দেহহীনের তাহা দুঃখের কারণ হইবে কেন? এ-কথাও বলিতে পার না, যেহেতু তৎকালে দেহ না থাকিলেও দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে দেহের মত দেহাবয়বগুলি ভারভূত, স্ততরাং তাহা লইয়া উর্দ্ধগতি ও শূন্য-স্থিতি দুঃখের কারণ হইবেই। আর এক কথা—সেই উর্দ্ধগতি ও লোকশূন্য আকাশে স্থিতি—এ-গুলি নিত্য বলিতেও পার না, কারণ এই দুইটি ক্রিয়া-স্বরূপ, তাহা হইলে অবশ্য বিনাশশীল, অতএব জৈনসিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক অতি-তুচ্ছ, কেবল লোকের হান্ত্রেরই কারণ। এতদ্বারা বিশ্ব সংও নহে অসংও নহে, উভয়-ভিন্ন এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মও সর্ব শব্দের বাচ্য নহে ইত্যাদি বিরুদ্ধবাদী জৈনসম্মত (জৈনসদৃশ) মায়াবাদীর সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল। ॥৩৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্ত্যাবস্থিতেরিতি। তথাত্মমিতি সদোর্দ্ধগমনং নিরা-শ্রয়তেনাবস্থানক্কেত্যর্থঃ। তদা মূক্তাবপি দেহবদিত্যেনোন্মাদাবয়বেষু কথঞ্চিৎ স্থৌল্যং গুরুত্বকাস্তি। দেহাবয়বাস্ত কথঞ্চিৎ সন্তীতুক্তম্। ন চ সেতি। সা সদোর্দ্ধগতিঃ। সা স্বলোকাকাশস্থিতিরিত্যর্থঃ। তথাচ ভ্রমমূলে জৈন-সিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো নিরোদ্ধুমিতি। যতু স্বভাবভূতায়িত্যাদি তস্তো-পাদেয়ত্ব কারণমুক্তং তত্র পূর্ববদেব সমাধানম্। তচ্চ পীঠকাদবগন্তব্যম্ ॥৩৬॥

টীকানুবাদ—‘অন্ত্যাবস্থিতেঃ’ ইত্যাদি সূত্রে ‘তথাত্মমিত্যাди’ ভাষ্য—ন চ সন্দেহস্ত তথাত্মম্—দেহধারীর তথাস্বরূপ অর্থাৎ সদা উর্দ্ধগমন ও নিরাশ্রয়-ভাবে অবস্থান। তদা অর্থাৎ মুক্তিতেও, ‘দেহবদভারবদ্ব্যং’ ইতি দেহবৎ এ-কথায় আত্মার অবয়বগুলিতে কিছু স্থূলতা ও ভারবত্তা আছে। যেহেতু তোমরাই বলিয়াছ—‘দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে’। ‘ন চ সা সা চেতি’—প্রথম ‘সা’ অর্থাৎ সদা উর্দ্ধগতি, দ্বিতীয় ‘সা’ অর্থাৎ লোকশূন্য আকাশে স্থিতি। অতএব সিদ্ধান্ত—এই ভ্রমমূলক জৈন সিদ্ধান্ত দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পারা যায় না। তবে যে স্বভাবদেবের মতাহুসারিত্ব নিবন্ধন জৈন সম্প্রদায়ের উপাদেয়ত্ব বলা হইয়াছে, উহারও সমাধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। সে সমাধান ভাষ্যপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর সূত্রকার বর্তমান সূত্রে জৈনগণের অভিমত মুক্তিতে দোষারোপ পূর্বক বলিতেছেন যে, উহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি ও মৃত্যুকালীন সংসারাবস্থা একই প্রকার। উভয়াবস্থা নিত্য বলিয়া তন্মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ দেখা যায় না। আর উহাদের মতে সর্বদা উর্দ্ধগতি এবং অলোক-নামক

আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতিতে কাহারও স্থখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ উর্দ্ধগতিকে নিত্যও বলা যায় না, কারণ কর্ণের বিনাশ অবশ্যসম্ভাবী। স্ততরাং জৈনমত তুচ্ছ ও হাস্যাস্পদ। এতদ্বারা জৈনসম্মত মায়াবাদীও নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“জগ্নাতাঃ ষড়্ভিমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্ত নাত্মনঃ।

ফলানামিব বৃক্ষস্ত কালেনেশ্বরমূর্তিনা ॥

আত্মা নিতোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্হেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যানাবৃতঃ ॥

এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পঠৈঃ।

অহং মমেত্যসম্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥”

(ভাঃ ৭।৭।১৮-২০) ॥ ৩৬ ॥

পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডন

অবতরণিকাতাম্যম্—ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যখ্যাতি। তত্র পাশুপতা মন্যন্তে—কারণকার্যযোগবিধিঃখাস্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণং মহাদাদি কার্য্যং ওঙ্কারপূর্ব্বকো ধ্যানাদির্যোগঃ ত্রিসবন-স্নানাদিবিধিঃ দুঃখাস্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিনপতিশ্চেশ্বরো নিমিত্তকারণং তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বসৃষ্টিঃ তত্পাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরমোক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাস্তাঃ। তত্র সংশয়ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। ঘটাদিকর্তৃণাং কুলানাদীনাং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাত্তত্পাসন্যৈর্মোক্ষ-স্যাপি সম্ভবাদ্ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে পাশুপত প্রভৃতি মত খণ্ডন করিতে-ছেন। তন্মধ্যে পাশুপত-মতাবলম্বিগণ মনে করেন—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখাস্ত এই পাঁচ প্রকার পদার্থ আছে। ঈশ্বর পশুপতি পশুপদবাচ্য-

জীবগণের সংসারপাশ হইতে বিমুক্তির জন্ত ঐগুলির উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে পশুপতি নিমিত্তকারণ, মহৎ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব কার্য্য, ওঙ্কার পূর্বক ধ্যানাদির নাম যোগ। ত্রিসবনস্নানাদি বিধিপদবাচ্য, দুঃখাস্ত মুক্তি-সংজ্ঞক। পশুপতির মত দিনপতি সূর্য্য, গণপতিও ঈশ্বর, ইহারও নিমিত্ত কারণ। সেই পশুপতি, সূর্য্য ও গণেশ হইতে প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের উপাসনা দ্বারা জীব সেই পশুপতি প্রভৃতি ঈশ্বরের সন্নিধান উপস্থিত হয়, তাহাতে দুঃখের একান্ত নিরাকরণ মুক্তি হইয়া থাকে ; —ইহা গণপতির উপাসক ও সূর্য্যের উপাসকগণ বলিয়া থাকেন। ইহাই বিষয়, তাহাতে সংশয়—পশুপত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—হাঁ, ইহা যুক্তিযুক্ত, যেহেতু ঘটাদিকার্য্যে কুন্তকারাদি নিমিত্তকারণ দেখা যায়, অতএব উহারও সেইরূপ নিমিত্তকারণ এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট উপায় দ্বারা মুক্তিও সম্ভব। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। পশুপতাঃ শৈবাঃ। আদিনা গাণেশাঃ সৌরাষ্ট্র বোধ্যঃ। জৈননিরাসানন্তরং শৈবনিরাসান্তান্দপি তস্তাপকর্ষবোধার্থঃ। অঙ্গীকৃত্যপি বেদং তদর্থানন্তর্য্যতীতি বেদার্থকদর্থনাং তস্তাধমত্ৰম্। মাস্ত নিম্নুলেন জৈন-সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্। তস্তেত্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগ্-বদাক্ষেপঃ। শৈব-সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষ্যাং প্রমাণমূলতাং তস্ত বক্তুং তৎপ্রক্রিয়ামাহ তত্র পশুপতা ইত্যাদিনা। পশুপতিঃ শিবঃ কপালী নিমিত্তং মহামায়া তু উপাদানমিতি জ্ঞেয়ম্। সা দেবতাহন্তেতি পশুপতাঃ। এবং গাণেশাঃ সৌরাষ্ট্রত্যা ত্র বোধ্যম্। সাহস্র দেবতেতি সূত্রাদগ্। পশুপাশেতি। পশবো জীবাস্তেবাং পাশঃ সংসারবন্ধস্তান্নাং বিমোক্ষণায়েত্যাঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইদানীমিত্যাদি—পশুপত অর্থাৎ শৈব, আদি পদগ্রাহ্য গাণপত্য, সৌর-সম্প্রদায় জানিবে। জৈন-মত নিরাসের পর যে শৈবমত নিরাসের প্রস্তাব হইল, ইহার দ্বারা সূচিত হইল যে, জৈনমত হইতে শৈবমত হ্রস্বল, অতএব তাহার অপকৃষ্টতা জ্ঞাতব্য। অপকর্ষের হেতু—যদিও শৈবগণ বেদ মানেন, তাহা হইলেও বেদার্থকে অন্তভাবে কল্পনা করায় বেদের কদর্থ ই করিয়াছেন ; ইহাই অধমত্ব। আপত্তি হইতেছে, বেশ—অমূলক

জৈন সিদ্ধান্তের সহিত বৈদান্তিক সমন্বয়ে বিরোধ স্বীকৃত না হউক, কিন্তু বেদ-মূলক শৈব-সিদ্ধান্তের সহিত ঐ সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শৈব-সিদ্ধান্ত ঈশ্বর শিব কর্তৃক উপদিষ্ট ; অতএব নিঃসন্দেহ আপ্তত্ববশতঃ সর্ব্বথা প্রমাণ। এইরূপ আক্ষেপসঙ্গতি পূর্ব্ববৎ এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। ইহার বিষয়—শৈব-সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয়—ইহা প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী তাহার প্রমাণমূলকতা প্রতিপাদনের জন্ত শৈব-সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘তত্র পশুপতা’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কপালধারী শিব পশুপতিশব্দবাচ্য তিনি জগৎসৃষ্টির নিমিত্তকারণ, মহামায়া উপাদান কারণ, ইহা উহাদের মত। ‘সাহস্র দেবতা’ এই সূত্রে পশুপতি শব্দের উত্তর অণু-প্রত্যয় দ্বারা পশুপত-শব্দ সিদ্ধ। এইরূপ গাণেশ, সৌর-শব্দেও জ্ঞাতব্য। পশুপতি ইহাদের অভীষ্ট দেবতা তাহার পশুপত, গণেশ ইহাদের উপাস্ত দেবতা তাহার গাণেশ, সূর্য্য ইহাদের দেবতা তাহার সৌর, সর্ব্বত্র ‘সাহস্র দেবতা’ সূত্রে অণু-প্রত্যয়। ‘পশুপাশবিমোক্ষণায়েতি’—পশু শব্দের অর্থ জীবাত্মা, তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহা হইতে বিমুক্তির জন্ত।

পত্ন্যুরসামঞ্জস্যাদিকরণম্,

সূত্রম্—পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—‘পত্ন্যুঃ’—পশুপতি, গণপতি বা দিনপতির সিদ্ধান্ত, ন উপযুক্ত্যতে সঙ্গত হইবে না, যেহেতু ‘অসামঞ্জস্যং’—সামঞ্জস্য থাকে না অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ হয় ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ততে। পত্ন্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুক্ত্যতে। কৃতঃ? অসামঞ্জস্যং বেদবিরোধাত্। বেদঃ খল্বেকস্মৈব নারায়ণস্ত বিম্বৈকহেতুতাং তদন্তস্ত ব্রহ্মরূপাদেস্তৎকার্য্যতামভিধত্তে তদপি-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-জ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ। তথা হ্যথর্ব্বসু পঠাতে—তদাত্তঃ—‘একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নী-ষোমো নেমে দ্বাবাপৃথিবী সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি ন স একাকী ন

রমতে তস্মা ধ্যানান্তঃস্থস্য যজ্ঞস্তোমমুচ্যতে তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দশ
জায়ন্তে । একা কণ্ঠা দশেদ্রিয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশমহঙ্কা-
রত্রয়োদশঃ প্রাণশ্চতুর্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধিভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি
পঞ্চ মহাভূতানীত্যাদি । তস্মা ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাত্মাক্ষঃ শূলপাণিঃ
পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছ্রিয়ং যজ্ঞঃ সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাदि ।
তত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখোহজায়তেত্যাদি চ ।” তেষেবাত্তত্র । “অথ পুরুষো
হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদব্রহ্মা
জায়তে নারায়ণাক্রজো জায়তে নারায়ণং প্রজাপতিঃ প্রজায়তে
নারায়ণাদিত্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকা-
দশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদদ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে” ইত্যাদি । ঋক্ষু
চ—“অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ । যং
কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমুবিং তং সুমেধাম্ । অহং
রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বা উ । অহং জনায় সমদং
কৃণোমি অহং জ্বাপৃথিবী আবিবেশ” ইত্যাদি । অথ যজুঃসু
“তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি । “বিজ্জায় প্রজাঃ কুর্ষ্বীত”,
“আত্মা বা অরে জুষ্টব্য” ইত্যাদি চ । স্মৃতয়োহপি বেদানুসারিণ্যো-
হসকৃদেতদর্থমাহুঃ । যে তু পশুপতাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং
সর্ব্বেশতাং সর্ব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তুঃ কচিৎপলভান্তে তে কিল
নারায়ণাত্মকতাদৃশস্ববাচ্যাচিন এব স্মারুক্তশ্রুতাবিরোধাৎ ।
সমস্বয়লক্ষণনির্ণয়াক্ষেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘ন’ এই পদটি পূর্বে হইতে অন্তর্ভুক্ত আছে, ইহার যোগে
সমুদায়ার্থ—পতিদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না । কি কারণে ?
‘অসামঞ্জস্য’—যেহেতু সামঞ্জস্যের অভাব হয় অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ
ঘটে । কারণ বেদ একমাত্র নারায়ণেরই বিশ্বের কারণতা, তদ্বিধি ব্রহ্মা, রুদ্র
প্রভৃতির নারায়ণের কার্য্যতা অভিধান করিতেছেন, এবং সেই নারায়ণের
দ্বারা উপদিষ্ট বা ব্যবস্থাপিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে মুক্তির
কথা বলিয়াছেন । সেইরূপ কথা অথর্বোপনিষদগুলিতে পঠিত হয় । যথা

—‘তদাহব্রেকো হ বৈ নারায়ণ ইতি...চতুর্মুখোহজায়তেত্যাদি চ’, ইহা
মহোপনিষদ বাক্য । তাহা বলিয়া থাকেন—এক নারায়ণই আদিতো ছিলেন,
তখন ব্রহ্মা নহে, রুদ্র নহে, জল নহে, অগ্নীষোম নহে, এই পরিদৃশ্যমান
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্রমণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র কেহই ছিল না । সেই
ভগবান্ নারায়ণ একাকী থাকিয়া রতি পাইলেন না, নেজন্ত তিনি ধ্যানে মগ্ন
হইলেন, তদবস্থায় যাহাকে যজ্ঞস্তোম বলা হয়, সেই স্তোমের মধ্যে চতুর্দশ পুরুষ
(চতুর্দশ মনুষ্যরাধিপতি) জন্মাইল, সেই স্তোম শরীরে এক কণ্ঠা (প্রকৃতি),
পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—এই দশ বহিরিন্দ্রিয়, একাদশ সংখ্যোপনীত
অন্তরিন্দ্রিয় মন, দ্বাদশ—মহত্ত্ব, ত্রয়োদশ—অহঙ্কার, দশপ্রাণ—চতুর্দশ,
জীবাশ্মা—পঞ্চদশ, বুদ্ধি, রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ এই পাঁচ তন্মাত্র, ক্ষিতি, জল,
অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইল । সেই ধ্যানস্থ নারায়ণের
ললাট হইতে ত্রিলোচন শূলধারী পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি শ্রী, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য,
তপস্বী, বৈরাগ্যাবলম্বী । সেই স্তোমে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি ।
আবার সেই অথর্ব বেদের অন্ত একস্থলে বর্ণিত হইতেছে—“অথ পুরুষো
হ বৈ নারায়ণঃ—অকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়’ অনন্তর (রতি-অভাববোধের পর)
সেই আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন—এইরূপ উপক্রমের পর ‘নারায়ণাদ
ব্রহ্মা জায়তে...আদিত্যা জায়ন্তে’ ইতি শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন
তাহা হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু,
একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য সৃষ্ট হইলেন ইত্যাদি । ঋগ্বেদেও কথিত
হইয়াছে ‘অহমেব স্বয়মিদং...জ্বাপৃথিবী আবিবেশ ইত্যাদি’ ইহার অর্থ—
আমি পরমেশ্বর স্বয়ংই এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, যে বেদশাস্ত্র অবলম্বন
করিয়া দেবগণ ও মনুষ্যগণও প্রবৃত্ত আছে । আমি যাহাকে ইচ্ছা করি,
তাহাকে রুদ্র করি, ব্রহ্মা করি, তাহাকে মন্ত্রপ্রভা করি, জ্ঞানী করিয়া
থাকি । আমিই বেদদেবীর ধ্বংসের জন্য শরযোজনোপযোগী ধনুঃ রুদ্রে
দিয়াছি । আমি লোককে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত করিয়া থাকি, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের
মধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছি । ইত্যাদি ঋগ্বেদোক্ত বাক্যে নারায়ণের
রুদ্রাদিদেব-জনকত্ব অবগত হওয়া যায় । আবার যজুর্বেদের মধ্যে তাহার
মোক্ষ-কারণতা ব্যক্ত হইয়াছে যথা—‘তমেতং বেদানুবচনেন ইত্যাদি’ সেই
পরমেশ্বরকে বেদব্যাখ্যা দ্বারা, তপস্বী দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, উপবাস দ্বারা উপাসনা

করিয়া মুক্তিলাভ হইবে, ইত্যাদি। আরও আছে—তাহাকে জানিয়া ধ্যান করিবে, আত্মাই দর্শনীয়, মননীয় ও ধ্যাতব্য ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞান-ভক্তির মুক্তিকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মৃতিবাক্যগুলিও বেদার্থের অমুসরণ করিয়া বহুবার ঐ কথাই বসিতেছে। তবে যে কোন কোন বেদে ও শ্রুতিতে পশুপতি প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয় এবং ইহার সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বকারণত্ব অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের উপপত্তি এইরূপ—এসকল পশুপতি প্রভৃতি শব্দ স্বাভিধেয় অর্থে (শিবাदि) নারায়ণপর বুঝাইবে, অগ্ৰথা উক্ত বেদের সহিত বিরোধ হয়। তদ্বিত্ত বেদান্ত বাক্যের পরমেশ্বরে সমন্বয়রূপ সিদ্ধান্তও রক্ষণীয় অতএব মহেশ্বরাদি শব্দ নারায়ণ-বাচক বোদ্ধব্য ॥ ৩৭ ॥

সূত্রম্। টীকা—পত্ন্যুরিতি। পশুপতের্গণপতের্দিনপতেশ্চৈতর্যঃ। তৎ-কার্য্যতাং নারায়ণোৎপন্নতাং মোক্ষধেতি চাদভিধেতে ইত্যম্বয়ঃ। তদাহরিতি মহোপনিষদ্বাক্যমেতৎ। তস্মিন্ পুরুষা ইতি। তেজো মহন্তত্ত্বম্। আত্মা জীবঃ। স্মৃষ্টমগ্গং। অত্রৈকম্বাং নারায়ণাদেব ব্রহ্মাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। অথ পুরুষ ইতি নারায়ণোপনিষদ্বাক্যমেতৎ। অর্থঃ প্রাগ্ভবং। অহমিত্যা-শ্বলায়নশাখীয়বাক্যমেতৎ। অহং পরমেশ্বরঃ। অত্রোপি যমিচ্ছামি তং কুরুং ব্রহ্মাণং বা করোমীতি তৎকার্য্যত্বং কুরুাদীনামুক্তম্। ইখং নারায়ণশ্চ তদিতরসর্বকারণত্যাং শ্রুতির্দর্শিতা। অথ তমেতমিত্যাদিনা তদর্পিতকর্ম্মা-দীনং মোক্ষকারণতাভিধীয়তে। তমেতমিত্যাদিনা কর্ম্মণং মোক্ষহেতুতা বিজ্ঞায়েত্যাদিনা জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচনীয়ম্। স্মৃতয়োহপীতি। তাস্ক শ্রীমহুমহাভারতবৈষ্ণববাদয়ঃ পীঠকে বেদান্তশ্রমন্তকে চ দ্রষ্টব্যঃ। ইহ বিস্তর-ভয়ান্নোপাত্তাঃ। নহ পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাশ্চেষদেবু কচিং স্মৃন্তর্হি তেষাং কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যে স্তিতি। তে কিলেতি। সর্বেশ্বরঃ সর্ব-হেতুর্যো নারায়ণঃ স এবাম্বাচ্যঃ ইতি তে শব্দা বদন্তীতি ন কাপাসঙ্গতি-রিতার্থঃ। তত্র হেতুকন্তঃ শ্রুতীত্যাदि। উক্তশ্রুতয়শ্চ তদাহরিত্যাঙ্গো বোধ্যঃ। যে খলু মহেশ্বরাদিশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদীন্ প্রকৃত্য কচিং পঠ্যন্তে তেহপি তেষাং পারমৈশ্বর্য্যং নাবেদয়েষুঃ। মহেন্দ্রাদিশব্দবৎ তেষামনধি-কার্য্যত্বাৎ। ইন্দ্রশব্দ এবেদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাত্বার্থানুসারাং পারমৈশ্বর্য্যবাচকঃ স পুনর্মহচ্ছেন বিশেষিতঃ কমতিশয়মাবেদয়ৎ। তস্মান্নাহাবৃক্ষশব-বন্নিরর্থিকেষং সংজ্ঞা। তেষামাপেক্ষিকমেবোৎকর্ষং বদিস্যন্তীতি তত্ত্ববিদঃ।

নারায়ণশব্দস্ত শ্রীপতেবেব সংজ্ঞা পূর্বপদাং সংজ্ঞায়ামগ ইতি সূত্রেণ তস্তাং গত্ববিধানাং ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—পত্ন্যুরিত্যাदि সূত্রের অর্থ—পত্ন্যুঃ—পশুপতি, গণপতি ও দিনপতি। তৎকার্য্যতাম্—অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উৎপত্তি এবং মোক্ষ, মোক্ষক এই পদে ‘চ’ শব্দের ‘অভিধেতে’ এই ক্রিয়ার সহিত অম্বয়। তদাহরিত্যাदि বাক্য মহোপনিষদে ধৃত। ‘তস্মিন্ পুরুষা’ ইত্যাদিবাক্য—তেজঃ অর্থাৎ মহন্তত্ত্ব, আত্মা—জীব, অগ্গাংশ স্মৃষ্ট। এই শ্রুতিতে এক নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ‘অথ পুরুষোহকাময়ত’ ইত্যাদি বাক্য নারায়ণোপনিষদের। ইহার অর্থ পূর্বেরই মত। ‘অহমেব স্বয়মিদম্’ ইত্যাদি বাক্য আশ্বলায়নশাখাস্তগত। ঐ শ্রুতাস্তগত ‘অহম্’ পদের অর্থ পরমেশ্বর। তাহাতে বলা হইয়াছে, ‘যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে কুরুও করি’ ‘ব্রহ্মাও করি’ ইহার দ্বারা সেই পরমেশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এইরূপে নারায়ণেই তাঁহা ছাড়া সকল বস্তুর কারণতায়, শ্রুতি-প্রমাণ দেখান হইল। অনন্তর ‘তমেতং’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই পরমেশ্বরে সমর্পিত কর্ম্মাদি যে মুক্তির কারণ তাহা কথিত হইতেছে। ‘তমেতম্’ ইত্যাদি দ্বারা কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলা হইল, ‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মোক্ষকারণতা বলা হইল—ইহা জ্ঞাতব্য। ‘স্মৃতয়োহপীত্যাदि’ মনুসংহিতা, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ-স্মৃতিবাক্য, পীঠকে ও বেদান্তশ্রমন্তকনামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, বিস্তৃতিভয়ে এখানে উদাহৃত হইল না। প্রশ্ন—পশুপতি প্রভৃতি শব্দ যদি বেদে কোন কোনও অংশে থাকে, তবে তাহাদের উপপত্তি কি? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—‘যে তু’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তে কিলেত্যাदि—সর্বেশ্বর, সর্বকারণ শ্রীনারায়ণ; তিনিই আমাদের (পশুপতি প্রভৃতি শব্দের) অভিধেয় অর্থ—ইহাই সেই শব্দগুলি বলিতেছে, স্মৃতরাং কোন অসঙ্গতি নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। সে-বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধরূপ হেতু কথিত হইয়াছে। শ্রুতিবিরোধ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। উক্ত শ্রুতি-অর্থে—‘তদাহ’রিত্যাদি শ্রুতি জ্ঞাতব্য। সিদ্ধান্ত এই—শিতিকণ্ঠাদিকে অধিকার করিয়া সেই প্রকরণে যে মহেশ্বরাদি শব্দ উল্লিখিত হইতেছে, সে শব্দগুলিও শিতিকণ্ঠাদির পরমেশ্বরত্ব-বুঝাইবে না, যেমন মহেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রাদিকেই বুঝাইবে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট

কোন দেবতাকে বুঝায় না, কারণ ইন্দ্রশব্দটি 'ইদি পরমৈশ্বর্যো' ইদি ধাতুর অর্থ পরমেশ্বর, তাহার উত্তর 'র' প্রত্যয় নিম্ন, সূত্ররাং তাহার অর্থ পরমেশ্বর, আবার মহৎশব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়া তাহা হইতে কোন অধিককে বুঝাইবে অতএব মহাবৃক্ষাদি শব্দের মত এই সংজ্ঞার কোন অর্থ নাই। শব্দতত্ত্ববিদগণ বলিবেন—মহেশ্বরাদি শব্দ অত্র দেবতাপেক্ষা শিবপ্রভৃতির উৎকর্ষবাচক। কিন্তু 'নারায়ণ' শব্দটি ত্রীপতিরই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়া 'পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' সমাস নিবদ্ধ পদের পূর্বপদে গত্বের কারণ (র, য, ঋবর্ণ) থাকিলে পরপদস্থ 'ন' কারের গত্ব হয়—এই সূত্রান্তসারে গত্ব হইতে পারিল ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তকর্ণা—জৈনমত নিরাসের পর এক্ষণে পাণ্ডপত আদি মতের নিরাস করিতেছেন। আদি শব্দে এখানে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল সম্প্রদায়কেই বুঝাইতেছে। এতদ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, জৈনমতাপেক্ষা এই সকল মতের অপকর্ষই প্রদর্শন করিবে। প্রথমতঃ পাণ্ডপত মতাবলম্বীদিগের মতে পাঁচটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—কারণ, কার্য, যোগ, বিধি এবং হুঃখান্ত। পশুপদবাচ্য জীবগণের পাশ অর্থাৎ বন্ধন মোচনের জগুই পশুপতি কর্তৃক এই মত প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই জগুই এই মত পাণ্ডপত নামে বিখ্যাত। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত-কারণ, মহাদাদি পদার্থ তাহার কার্য, ওঁকার পূর্বক ধ্যানাদির নামই যোগ ও ত্রৈকালিক স্নানাদিই বিধি এবং হুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। শৈবগণের মতে শিব, গাণপত্যগণের মতে গণেশ এবং সৌরগণের মতে স্বর্ঘাই প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। উঁহারাই জগৎকর্তা এবং উঁহাদের উপাসনার দ্বারাই জগদীশ্বরের সামীপ্য ও হুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

এ-স্থলে পূর্বপক্ষ এই যে, এই সকল মতের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, ঘটাদি-কার্যে কুন্তকারাদির নিমিত্ততা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ইঁহারও নিমিত্তকারণ হইবেন এবং ইঁহাদিগের নির্দিষ্ট উপায়-মতে মুক্তিই সম্ভব হইবে। এই পূর্বপক্ষবাদীর নিরাসের নিমিত্ত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উঁহা সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র নারায়ণেরই জগৎকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অগ্রান্ত দেবগণের কার্য

বিষ্ণুর অধীনতায় নিম্ন। বিষ্ণু কর্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিনয়াদীনি।

বিশ্বস্বজন্তেহংশাংশান্তত্র মুখা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমতা ॥”

(ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি যাহা কিছু, তাহা বস্ত্তে আপনাই লীলা। সেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ—আপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাহার অংশ। সৃষ্টাদি-কার্যে যাহারা পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা বুঝা।

আরও পাই,—

“স্বজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ॥

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্ ॥” (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর এই সৃষ্টাদি ঈশ্বর।

তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“এবং মনঃ কশ্ববশং প্রযুক্ত্তে

অবিজ্ঞানান্ধ্যাপদীয়মানে।

প্রীতির্ন যাবন্নয়ি বাহুদেবে

ন মুচাতে দেহযোগেন তাবৎ ॥” (ভাঃ ৫।৫।৬) ॥ ৩৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমানেনৈব নিমিত্তমাত্রেশ্বরকল্পনা। তথা সতি লোকদৃষ্ট্যানুসারেণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বেদবিরোধী সেই সকল বাদীদিগের কেবল নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর-কল্পনা একমাত্র অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তাহাতে নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি এই, ঐরূপ হইলে লৌকিক গ্রাম্য-নুসারে তাহাতে (ঐ অনুমানে) ব্যাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বলিতে হইবে, অথচ সেই সম্বন্ধাদি বিচারসহ—এই কথাই অতঃপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইথং বেদার্থং ত্যজন্তস্তে বেদবিরোধিনো বস্তুতোহনুমানপরা এব ভবেয়ুঃ। ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনানুমানেনৈব নিমিত্তমীশ্বরং কল্পয়ন্তু। তথা চ সতি লোকদৃষ্টরীত্যা তদ্বিশেষজগতি কার্যে কৰ্ত্তব্যং সংব্রজিত্যপক্ষিপতি অথৈত্যাদিনা। ওমিতি চেৎ তত্রাহ তচ্চেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইরূপে বেদার্থত্যাগী ঐ বাদিগণ কলতঃ বেদবিরোধী, অতএব অনুমান প্রমাণমাত্র সহায় হইবেনই, তাহার পর প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারাই নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর-কল্পনাই করিবেন, তাহা হইলে লৌকিক নিয়মানুসারে সেই ঈশ্বরের জগৎকার্যে কৰ্ত্তব্য সম্বন্ধ বলিতেই হইবে, এই উপক্রম করিতেছেন অথৈত্যাदि গ্রন্থদ্বারা। ইহাতে যদি বল হ'ল, সম্বন্ধ প্রভৃতি অবশ্য বাচ্য, তাহার উত্তরে 'তচ্চ' ইত্যাদি বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন।

সূত্রম্—সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—কেবল পশুপতি প্রভৃতি পতির যে অসামঞ্জস্য, তাহা নহে; অনুমানে পতির জগৎকৰ্ত্তব্য সম্বন্ধও যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার কারণ তাহাদের দেহহীনত্বই ॥ ৩৮ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—পত্যুর্জগৎকৰ্ত্তব্যসম্বন্ধো নোপপত্ততে অদে-হত্বাদেব। সদেহশ্চৈব কুলালাদেমূর্দাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোহনুপপন্নঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পতির (পশুপতি, গণপতি, দিনপতির) জগৎকৰ্ত্তব্য-সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইতেছে, যেহেতু তাহাদের শরীর নাই। দেখা যায়—ঘটাদিকৰ্ত্তব্য কুস্তকারাদি দেহধারী বলিয়া মৃত্তিকাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ, হস্তপদাদি না থাকিলে মৃত্তিকাদি লইতে পারিত না, সেইরূপ শিবাদির হস্তপদাদি না থাকায় জগৎ-কৰ্ত্তব্য সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্পষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—স্পষ্ট ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বোক্ত বেদবিরোধী বাদিগণকৰ্ত্তব্য অনুমানমাত্রের দ্বারাই সংসারের নিমিত্তকারণতায় ঐরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের উক্ত কল্পনাকে স্বীকার করিলে লৌকিক দৃষ্টান্ত-অনুসারে সম্বন্ধাদি বলিতে হইবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধাদিও বিচারসঙ্গত নহে। তাহাই সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহাদের কল্পিত জগদীশ্বরের বিশ্বকৰ্ত্তব্য সম্বন্ধও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ উহাদের কল্পিত ঈশ্বরের শরীর নাই। উহাদের দৃষ্টান্তমতেই দেখা যায়, কুস্তকারাদির শরীর আছে বলিয়া তাহাদের দ্বারা মৃত্তিকাদির সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং ঘটাদি নিম্নিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“কালবৃত্ত্যান্মায়্যায়াং গুণময়ামধোক্ষজঃ।

পুরুষণোঅভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্।

ততোহভবন্নহন্তত্তমব্যক্তাং কালচোদিতাং।

বিজ্ঞানাত্মাদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জন্তমোহুদঃ ॥”

(ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুস্তকার।

তৈছে জগতের কৰ্ত্তা পুরুষাবতার ॥

কৃষ্ণ—কৰ্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।

ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥

দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।

জীবরূপ বীৰ্য্য তাতে করেন আধান ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৬৩-৬৫) ॥ ৩৮ ॥

সূত্রম্—অধিষ্ঠানানুপপত্ত্যেচ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়ের অনুপপত্তিবশতঃ ঈশ্বরের (পতির) জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে; অর্থাৎ দেহধারী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া সৃষ্টিকার্য্য করে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরের দেহাদি না থাকায় কুত্রাপি অধিষ্ঠান নাই, কিরূপে তিনি সৃষ্টি করিবেন? ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইয়মপাদেহবাদেব। সদেহো হি কুলালাদি-
ধরাত্তিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই অধিষ্ঠানের অনুপপত্তিও ঈশ্বরের (শিতিকণ্ঠাদি পতির) দেহহীনতা নিবন্ধনই। যেহেতু দেখা যায় ঘটাদি-নির্মাণকারী কুম্ভকারাদি দেহযুক্ত এবং ধরা প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া কার্য্য করে, অতএব কুত্রাপি অধিষ্ঠানে দেহধারণ আবশ্যক, শিবের যখন তাহা নাই, তখন জগৎকর্তৃত্ব হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অধিষ্ঠানেতি। ইয়মিতি সূত্রজ্বলিল্পপদার্থে নির্দিষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকানুবাদ—অধিষ্ঠানেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘ইয়মপি’ এই জ্বলিল্প পদের অর্থ সূত্রোক্ত অধিষ্ঠানানুপপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বোক্ত মতাবলম্বিগণের কল্পিত জগদীশ্বরের দেহাদির অভাববশতঃ এবং কোন অধিষ্ঠান নাই বলিয়া বিশ্বশ্রুত্বের উপপত্তি হয় না। ইহাই বর্তমান সূত্রে সূত্রকার ঘোষণা করিলেন। উহাদের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারেও নিরাকারের জগৎস্রষ্টৃত্ব সম্ভব নহে। কুম্ভকারের শরীর থাকায় এবং পৃথিবীরূপ অধিষ্ঠান থাকায় ঘটাদি নির্মাণকার্য্য হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“দৈবাৎ স্তুতিতর্ধ্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

আধত্ত বীর্ধাং সাহসৃত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥”

(ভাঃ ৩।২।১২) ॥ ৩৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নয়দেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথা-
ধিষ্ঠানমেবং পতুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপ—জীবের কোনও নিজস্ব দেহ নাই কিন্তু তাহা হইলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া যেমন থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর পশুপতি প্রভৃতিও প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, এই যদি বল, তাহাতে অসঙ্গতি দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নথিতি। তাদৃশশ্রাদেহস্ত। তৎ করণম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—যদি দেহহীন জীব হয়, তবে তাদৃশ জীবের। ‘প্রধানং তৎ স্যাদিতি’ তৎ—ইন্দ্রিয়।

সূত্রম্—করণবচ্ছেদ্র ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—‘করণবচ্ছেদ্র’—ইন্দ্রিয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর (পতি) জগৎসৃষ্টি করেন, এ-কথাও বলিতে পার না, কারণ? ‘ভোগা-
দিভ্যঃ’ তাহা হইলে সুখ-দুঃখভোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি সম্বন্ধহেতু অনীশ্বরত্ব অর্থাৎ জীবতুল্যতা হইয়া পড়ে ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রলয়ে প্রধানমস্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়ো-
পকারকমধিষ্ঠায় পতিজগৎ কুর্য্যাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ?
ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয়প্রধানোপাদানহানাদিনা জন্মমরণপ্রাপ্ত্যা
সুখদুঃখভোগাদনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রলয়কালে প্রকৃতি থাকে, তাহা ইন্দ্রিয়ের মত ক্রিয়া-
নিষ্পাদক, উহাকে অধিষ্ঠান করিয়া পতি (পশুপতি প্রভৃতি) জগৎ সৃষ্টি
করিবেন, এ-কথাও বলিতে পার না, কারণ তাহাতে তাঁহার ভোগ, জন্ম, মরণ-
প্রাপ্তি হেতু ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। কিরূপে? তাহা বলিতেছি—প্রধান—
ইন্দ্রিয়স্থানীয়, তাহাকে গ্রহণ করিলে জন্ম এবং ত্যাগ করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি
হয়, অতএব ঈশ্বরের সুখ-দুঃখভোগ হেতু অনীশ্বরত্ব হইয়া পড়িবে ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—করণবদিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্তুতো
দেহেন্দ্রিয়ৈঃ শৃঙ্খোহপি জীবো যথা তানি গৃহীয়া তৈঃ কর্ম্ম করোতি মৃত্যু-
কালে তানি ত্যজতীতি জাতো মৃতশ্চ স্থখী দুঃখী চ ভবতীতি সোহভি-
ধীয়তে তথা দেহেন্দ্রিয়রহিতোহপি পতিঃ প্রধানমুপাদায় তেন সর্গং করোতি

প্রলয়ে তৎ তাজ্জতীতি চেদভিধেয়ং তর্হি সোহপি জীব ইব জাতো যুতশ্চ
সুখী দুঃখী চ ভবেদ্বিতি। শক্যতেহভিধাতুম্। প্রধানগ্রহণং তস্ত জন্ম
সুখিত্বঞ্চ তন্ত্যাগস্ত তস্ত মরণং দুঃখিত্বক্বেতি বোধ্যম্। তথাচ পতিরীশ্বর ইতি
মতক্ষতিরিতি ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—নহ ইত্যাদি অবতরণিকাত্ম্যের ‘তাদৃশস্ত’ অর্থাৎ দেহ-
হীন জীবের ‘তৎ স্মাৎ’ ইতি তৎ অর্থাৎ করণ হইবে। করণবদিত্যাদি
সূত্রের ভাষ্যে ‘করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাদিনা’ ইত্যাদি—ইহার অর্থ
এই—বাস্তবপক্ষে দেহ ও ইন্দ্রিয়শূন্য জীব, তাহা হইলেও যেমন সেই
সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে কর্ম নির্বাহ করে এবং মৃত্যুর সময়
সেইগুলি ত্যাগ করে, এই প্রকারে জীব জাত ও মৃত, সুখী ও দুঃখী
বলিয়া অভিহিত হয়, সেই প্রকার পতি দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়াও
প্রধানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করেন, প্রলয় সময়
উপস্থিত হইলে সেই প্রধানকে ত্যাগ করেন, এই যদি তোমার (পতি
কর্তৃত্ববাদীর) বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনিও (পতিও) জীবের মত
জাত ও মৃত, সুখী ও দুঃখী হইবেন, ইহা বলিতে পারি। কারণ কি?
প্রকৃতির গ্রহণ তাঁহার জন্ম ও সুখভোগ। প্রকৃতির ত্যাগ তাঁহার মরণ-
স্থানীয় ও দুঃখপ্রাপ্তি জাতব্য। তাহাতে ক্ষতি এই—পতি ঈশ্বর, এই মতের
হানি হইল ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকথা—পাণ্ডপতমতবাদীরা যদি বলেন যে, দেহরহিত জীবের
দেহ ও ইন্দ্রিয় ষেরূপ অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ তাঁহাদের কথিত জগৎ-
পতিরও প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তদন্তরে সূত্রকার বলিতেছেন
যে, জীবেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রধানকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের
ঈশ্বরও জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা বলা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহা হইলে
ঈশ্বরেরও জীবের দ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগ ও জন্ম-মরণ স্বীকার করিতে হয়,
তাহা অসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথোন্মু কাদিস্থলিঙ্গাক্ষু মাধ্বাপি স্বসন্তবাৎ।

অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথায়িঃ পৃথগুন্মুক্যাং ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজীবসংজ্ঞিতাৎ।

আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥”

(ভাঃ ৩।২।৪০-৪১) ॥ ৪০ ॥

অবতরণিকাত্ম্যম্—নহদৃষ্টানুরোধেন পত্ন্যঃ কিঞ্চিদেহাদিকং
কল্প্যম্। দৃশ্যতে হ্যাগ্রপুণ্যো রাজা সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রেশ্বরঃ ন
তু তদ্বিপরীত ইতি চেৎ তত্র দৃষণং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, অদৃষ্টানুরোধে পতির কোনরূপ
দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কল্পনা করিব, দেখা যায়, কোন রাজা অত্যাগ্রে তপস্কার
পুণ্যে দেহবান্ থাকিয়া এবং কিছু অধিষ্ঠান করিয়া রাষ্ট্রের ঈশ্বর হন, কিন্তু
তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বলা যায় না, এই কথাতেও দোষ
দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—অন্তবদ্ব্যসর্গজতা বা ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—ইহা বলিলে তাঁহার জীবের মত বিনাশ স্বীকার করিতে হয়
এবং অসর্গজতা হইয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধঘটিতমন্তবৎ তস্ত
জীববৎ স্মাৎ অসার্বজ্যক। ন হি কর্মাধীনস্ত সার্বজ্যং যুজ্যতে।
তথা চাবিনাশী সর্বজ্ঞশ্চেত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে
কোহপি দোষঃ তস্য ঋতিমূলহাৎ। দর্শিতং চেদং ঋতেস্ত শব্দমূল-
হাদিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্। তদীয়ত্বেন সংকারস্ত-
দীক্রিয়তে। এবঞ্চ পাণ্ডপতাদিত্রিমতীপরিহারার্থমেবা পঞ্চসূত্রী
পরিহারহেতুসামান্যং। অতঃ পত্ন্যুরিত্যবিশেষোক্তঃ। তর্কিকা-
দিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসার্থং সেত্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি অদৃষ্টানুরোধে দেহাদিসম্বন্ধ পতির হয়, তবে তাঁহার
দেহাদি সম্বন্ধঘটিত বিনাশিত্ব জীবের মত হইয়া পড়িবে এবং সর্বজ্ঞতার
হানি ঘটিবে, যেহেতু কর্মাধীন কোন ব্যক্তিরই সর্বজ্ঞতা বুদ্ধিসঙ্গত হয় না।
তাহার ফলে তোমাদের সম্মত পতি অবিনাশী ও সর্বজ্ঞ এই অভ্যুপগমের

হানি ঘটিল। কিন্তু ব্রহ্ম-কর্তৃত্ববাদে কোনও দোষাবকাশ নাই; যেহেতু উহা শ্রুতিমূলক। ‘শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ’ এই সূত্রে উহা দেখান হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পতিগণের স্বাধীনতামাত্র খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু তদীয়স্বরূপে তাঁহাদের পূজনীয়তা স্বীকৃতই আছে। এইরূপে পাশুপতাদি তিন মতের নিরাসের জন্য এই পাঁচটি সূত্র, পাশুপাত মতের মত সৌর-গাণপত মতও সমান হেতুবলে পরিহরণীয় হইতেছে। এইজন্যই সূত্রকার ‘পত্যাঃ’ বলিয়া নির্বিশেষভাবে ‘পতি’ সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অপর সকলে বলেন—তার্কিকাদি সম্মত ঈশ্বরের জগৎকারণতাবাদ নিরাসের জন্য ঐ পঞ্চসূত্রী ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তবস্তুমিত্যাди স্মৃটার্থম্। নহু দেবতানাদরো দোষ ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবতা বয়মবজানীমঃ। কিন্তুজৈঃ সমর্থিতং তাসাং পারমৈশ্বর্যং নিরস্তামঃ, ভাগবতীয়াস্তাঃ সংকুশ্চেতি ন কিঞ্চিদবত্তম্। তার্কিকাদীতি। আদিনা পতঞ্জলিগ্রাহঃ। তৎপক্ষে দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। সম্বাসম্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো বিহিতঃ প্রাক্। তদ্বত্পাদানস্বকর্তৃত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো ভবতীতি নিমিত্তকারণেশ্বর-বাদেন সম্বয়ে বিরোধঃ স্ফাদিতি। সমাধানস্ত শ্রুতিশরণত্বাদাচার্য্যশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—অন্তবস্তুমিত্যাदि সূত্রের অর্থ স্পষ্ট। যদি বল, ইহাতে দেবতা-দিগের উপর অনাদর, ইহা দোষ, তাহাতে বলিতেছেন,—‘পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্ ইতি’—তাৎপৰ্য্য এই—আমরা দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছি না, তবে কি? অজ্ঞগণ কর্তৃক সমর্থিত সেই সব দেবতাদের পরমেশ্বরত্ব নিরাস করিতেছি, এই মাত্র। তাঁহারা সকলেই ভগবদ-সম্বন্ধীয় এইজন্য তাঁহাদের সম্মান করি। অতএব কিছুই দৃশ্যীয় নহে। ‘তার্কিকাদীতি’—আদি পদদ্বারা পতঞ্জলি (যোগদর্শনকার) গ্রহণীয়, সে-পক্ষে এই প্রকরণে দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। এক ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দুইটি ধর্ম্ম বিরোধবশতঃ থাকিতে পারে না, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানকারণত্ব ও কর্তৃত্বের বিরোধবশতঃ এক ধর্ম্মীতে তাহাদের স্থিতি অসম্ভব, এই প্রকারে নিমিত্তকারণ ঈশ্বর এই বাদের সহিত সম্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, ইহার সমাধান আচার্য্য শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়াই করিবেন ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পাশুপতমতাবলম্বিগণ যদি বলেন যে, অদৃষ্টান্তরোধে

তাহাদের কথিত জগদীশ্বরের কিঞ্চিং দেহেন্দ্রিয়াদি কল্পনা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, অতিশয় উগ্রপুণ্যবান্ কোন নৃপতি শরীর ধারণপূর্বক কিছু অধিষ্ঠানকরতঃ রাজ্যের অধিপতি হইয়া থাকেন। সূত্রকার এইরূপ পূর্বপক্ষের যুক্তিকে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, এইরূপ বলিলে জীবের ত্রায় সেই পতিরও অন্তবস্তু অর্থাৎ বিনাশিত্ব এবং অসর্বজ্ঞত্ব আসিয়া পড়ে। সর্বশক্তিমান্ কখনই এইরূপ হইতে পারেন না, কারণ শাস্ত্রে তাঁহাকে অবিনশ্বর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সূত্ররূপে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্রহ্ম-কর্তৃত্ববাদই নিদোষ এবং যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“একমাত্ৰা পুরুষঃ পুরাণঃ

সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আত্মঃ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রস্থথো নিরঞ্জনঃ

পূর্ণাঙ্গয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২০)

অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগতের জন্মাদির মূলকারণ, পুরাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িকগুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥ ৪১ ॥

শাক্তেয় মতের খণ্ডন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ শক্তিবাদং দুষ্যতি। সার্বভৌম্য-সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্তান্তে। তৎ সম্ভবেন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বস্থাপনপত্তেঃ সম্ভবা-দिति প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তি সৰ্বজ্ঞা, সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবিশিষ্টা স্ততরাং শক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তাহাতে সন্দেহ এই,—ইহা সম্ভব কিনা? ইহাতে পূৰ্বপক্ষী বলেন—হাঁ তাহাই সম্ভব, কেননা যদি শক্তি সৰ্বজ্ঞা ও সত্যসঙ্কল্পা হন, তবে তাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইতেই পারে; সূত্রকার এই মতের খণ্ডন করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নহু মান্ত শৈবাদিরাঙ্কাস্তেন সমন্বয়ে বিরোধস্তস্ত বেদবিরুদ্ধত্যাং শাক্তসিদ্ধান্তেন তু স তত্রাস্ত উপপত্তেঃ। সৰ্বোহপি কৰ্ত্তা শক্তিং বিনা কৰ্ত্তুং ন প্রভবতি। যদ্বৈতকং যত্র যৎকৰ্ত্তব্যং তৎ তস্মৈব হেতোঃ শকাং বক্তুম্। যথা তপ্তায়সো দধ্বং তদগ্নিহেতুকমতোহগ্নেরেব তদিত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্। হেতুশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিরেব জগদ্বৈতুরিতি প্রাগ্বেদাঙ্কেপঃ। শাক্তসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স মানমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে তস্ত মানমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি সার্বজ্ঞোত্যাদিনা। তয়েতি শক্ত্যা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বেশ, শৈবাদি-সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হয়, না হউক, যেহেতু উহার বেদবিরুদ্ধ; কিন্তু শাক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ হউক, যেহেতু শক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যুক্তি আছে। তাহা এই—সকল কর্তাই শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, যাহাকে হেতু করিয়া যে কার্য্যে যাহার কর্তৃত্ব, সেই কার্য্যে সেই হেতুরই কর্তৃত্ব বলা যাইতে পারে, যেমন তপ্ত লৌহের দাহকর্তৃত্ব, তাহা অগ্নির জগ্ৰহ, অতএব ঐ দাহ-কার্য্যে অগ্নিরই কর্তৃত্ব, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা (অগ্নিসত্ত্বে দাহ এইরূপ অন্বয়, অগ্নির অভাবে দাহাভাব এই ব্যতিরেক দ্বারা) সিদ্ধ হয়। সেই প্রকার এখানে ঐ হেতু শক্তি, অতএব তাহাই জগতের সৃষ্টি-কারণ, এইরূপ পূর্বের মত আক্ষেপ বা প্রত্যাধারণ সঙ্গতি এই প্রকরণে জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণের বিষয় শাক্ত সিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয়—উহা ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ সিদ্ধ? সেই সংশয়ে পূর্বপক্ষবাদী তাহার প্রমাণমূলকতা বলিবার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—‘সার্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্পাদীত্যাদি’বাক্য দ্বারা। ‘তাদৃশা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ’—তয়া—সেই শক্তিদ্বারা—

উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণম্,

সূত্রম্—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া শক্তির জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব, অতএব শক্তির জগৎ-কারণতা বলা যায় না ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যা কৰ্ষণীয়ম্। ইহাপি বেদবিরোধাদনু-মানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়। তেন লোকদৃষ্টৌব যুক্তিৰ্ব্যক্তব্য। ততশ্চ শক্তিবিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে। কূতঃ? কেবলায়াস্ত-স্তাস্তদ্ব্যুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন হি পুরুষাননুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে। সার্বজ্ঞ্যাদিকং হ্যপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকেহদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব হইতে ‘ন’ এইপদ আকর্ষণ করিতে হইবে। এ-পক্ষেও (শক্তিবাদ পক্ষেও) প্রত্যক্ষ শ্রুতি নাই, বরং পরমেশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব জ্ঞাপক প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকায় অনুমান প্রমাণ দ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। তাহাতে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে যুক্তিও বলিতে হইবে, সেই যুক্তিতে শক্তি বিশ্বজননী—ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কি কারণে? তাহা দেখাইতেছি—চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—দেখ যদি স্ত্রী জাতি পুরুষ-সংযোগ লাভ না করে, তবে তাহাদিগ হইতে পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। সৰ্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম যে শক্তির আছে বলা হয়, উহা অপ্রেক্ষ্যাভিহিত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই বলা হইয়াছে, লোক ব্যবহারে তাহা দেখা যায় না অর্থাৎ বেদবিরোধী শক্তিগত সৰ্বজ্ঞত্বাদি দ্বারা শক্তিকে জগৎকর্ত্তা অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু চেতনানধিষ্ঠিত শক্তি লোকে দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি শক্তিবাদের পক্ষপাতিতাবশতঃই হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দ্বয়ভূত্যাংপত্ত্যাদিনা। কেবলায়াঃ পুরুষসংসর্গরহিতায়াঃ। এতদেব বিশদয়তি ন হীত্যাদিনা। অপ্রেক্ষ্য অবিচার্য। লোকেহদর্শনাদিতি

বেদবিরোধিত্বলৈকদৃষ্ট্যৈব শক্তির্ভব্যা। ন হি তাদৃশী লোকে দৃশ্যতঃ।
ততো রভসাত্তিধানমেতৎ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—সেই পূর্বপক্ষীর মত ‘উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ’ এই সূত্রদ্বারা সূত্রকার
খণ্ডন করিতেছেন—‘কেবলমাত্র ইতি’ পুরুষসম্বন্ধ-রহিতা স্ত্রীর পুত্রাদি উৎপত্তি
হয় না। ইহাই বিশদভাবে বিবৃত করিতেছেন—ন হীত্যাদি বাক্যদ্বারা।
অপ্রেক্ষা—অর্থাৎ বিচার না করিয়া। লোকেহদর্শনাদিতি—বেদবিরোধী
সেই সাক্ষ্যাদি দ্বারা লৌকিক দর্শনাত্মসারেই শক্তির অহুমান করিতে
হইবে। কিন্তু লোকব্যবহারে শক্তি—সর্বজ্ঞ দেখা যায় না, অতএব ঐ
উক্তি অবিশুদ্ধবাদিতা ভিন্ন অত্র কিছু বলা যায় না ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকথা—এক্ষণে শাক্তের মতবাদ খণ্ডন আরম্ভ হইতেছে। শাক্তগণ
মনে করেন যে, শক্তিই সাক্ষ্য-সত্যসম্বন্ধাদি গুণযুক্ত। এবং তিনি বিশ্ব-
জননী। অর্থাৎ তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টিাদি হইয়া থাকে। কিন্তু
এ-স্থলে বিচার্য বিষয় এই যে, ইহা সম্ভব কিনা? পূর্বপক্ষী—শাক্ত-মতাবলম্বী
বলেন, শক্তি যখন এইরূপ গুণযুক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধা, তখন তাহা হইতে
জগতের উৎপত্তি সম্ভব অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। এই পূর্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার
বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, কেবল শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি
অসম্ভব। উহা বেদবিরুদ্ধ এবং অহুমানের দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে।
লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত কেবল স্ত্রীগণ হইতে
পুত্রাদির উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই। আরও এক কথা, শক্তি যে
সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পাদি গুণযুক্তা, তাহাও অবিচারেই বলা হইয়া থাকে;
কারণ জগতে উহা দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“বাসুদেব-সম্বর্ষণ-প্রদ্যোমানিরুদ্ধ।

‘দ্বিতীয় চতুর্বাং’ এই—ভূরীয়, বিসুদ্ধ ॥

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসম্বর্ষণ।

চিহ্ন-আশ্রয় তিহঁ, কারণের কারণ ॥”—ইত্যাদি

(চৈঃ চৈঃ আদি ৫।৪১-৪২)

এতৎপ্রসঙ্গে পরমার্থাত্ম আামাদের শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ-লিখিত অহুভাষ্যে
পাওয়া যায়,—“ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে “উৎপত্ত্যাসম্ভবাধিকরণে”

শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে চতুর্বাংয়ের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ-বিচার উত্থাপন
করিয়াছেন, তাহার সীমাংসারূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ
নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্বয়-জ্ঞান বিম্ববস্তুর দৃশ্যজগতের অগ্রতম
বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাশ্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে
বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আত্ম-প্রকৃতি জীবের মোহনের জন্য তাঁহাকে
যে বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অদ্বৈতপন্থী
অগ্ন্যায়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধ জীবগণের
যোগ্যতায় চতুর্বাং-জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নিবুদ্ধিতা-বর্ধনের
জন্য আচার্য্যের এই প্রকার ছক্কিত। চতুর্বাং শুদ্ধসম্বয়, চিহ্নবিলাসী
ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন। তাঁহাদিগকে দ্বিবিদ ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ-
করা—মূঢ় জীবের ধর্ম্ম। তাদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই যোগ্য।
বৈকুণ্ঠ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পারিলে এই প্রকার ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা।
শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক
সূত্রের ভাষ্যে এই ‘চতুর্বাং-বাদ’ নিরাস করিবার বুধা প্রয়াস করিয়াছেন।
শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে ‘চতুর্বাং’-সম্বন্ধে তাঁহার বিকৃত ধারণামূলক
বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

“উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ” (৪২) (শঙ্করভাষ্য)—*** ‘তত্র ভাগবতা মন্ত্রে
ভগবান্‌বৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বম্। ***
তস্মাদসঙ্গতৈবাং কল্পনা।’

ভাষ্যার্থ এই—‘ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক,
তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে
চতুর্দ্বা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার বাহ এই,
১ম বাসুদেব-বাহ, ২য় সম্বর্ষণ-বাহ, ৩য় প্রদ্যোম-বাহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-বাহ, এই
চারিপ্রকার বাহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম ‘পরমাত্মা’, সম্বর্ষণের
অন্য নাম ‘জীব’, প্রদ্যোমের নামান্তর ‘মন’ এবং অনিরুদ্ধের আর একটি নাম
‘অহঙ্কার’। এই বাহচতুষ্টয়-মধ্যে বাসুদেব-বাহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূল-
কারণ। সম্বর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-বাহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সূতরাং সম্বর্ষণ,
প্রদ্যোম ও অনিরুদ্ধ, পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-মন্দিরে
গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাদ হয়,

এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সৰ্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রহ্লাদের, প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদি দোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যস্তাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের “নাত্মশ্রুতেন্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তি নিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বা বা এতশ্চ সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাঙ্গিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভূঃ ॥

কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্ ॥” (ভাঃ ৩।৫।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“সেই ত’ মায়াই দুই বিধ অবস্থিতি।

জগতের উপাদান ‘প্রধান’, ‘প্রকৃতি’ ॥

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপ।

শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোণ-কারণ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ-কারণ।

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫৮-৬১)

শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥” (২।১০) ॥ ৪২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্তি শক্তেরনুগ্রাহকর্তা পুরুষস্তেনানু-
গৃহীতা তু সা তদ্বৈতুরিতি মতম্। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—উক্ত-বিষয়ে শক্তিবাদী সমাধান করেন, আচ্ছা, শক্তির অনুগ্রাহক অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ (কদ্র) আছেন, তাহা কর্তৃক অনুগৃহীতা হইয়া শক্তি জগৎ-সৃষ্টির হেতু হইবেন, এই আমাদের মত, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাস্তীতি। পুরুষঃ কপালী কদ্রঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘অথাস্তীত্যা’দি’ অবতরণিকাভাষ্যস্থ
‘পুরুষঃ’ অর্থাৎ নরকপালধারী কদ্রঃ।

সূত্রম্—ন চ কর্তৃঃকরণম্ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—যদি শক্তির পরিচালক একজন চেতন পুরুষই স্বীকার কর, তবে তাঁহারও তো ‘ন চ করণম্’ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি নাই, তবে কিরূপে তিনি শক্তির পরিচালনা করিবেন ? ॥ ৪৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদি শক্ত্যানুগ্রাহকঃ পুরুষোহপ্যঙ্গীকার্য্যস্তর্হি তস্মাপি বিশ্বেদংপদ্যুপযোগিদেহেন্দ্রিয়াদি করণং নাস্তীতি নানু-
গ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাপ্তকৃতদোষানতিরুক্তিঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যদি শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষ অর্থাৎ নরকপালধারী কদ্র স্বীকার কর, তবে তাঁহারও বিশ্ব সৃষ্টি করিবার উপযোগী দেহ-ইন্দ্রিয়াদি থাকি চাই, কিন্তু তাহা তো নাই, তবে তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা করিবেন ? অতএব অনুগ্রাহকতার উপপত্তি হইতে পারে না। আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদি তাঁহার আছে বল, তবে পূর্বোক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি হইবে না ॥ ৪৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চেতি। সতি চেতি। তস্মিন্ করণেৎস্বীকৃতে করণবচ্ছে-
দিতি সূত্রোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—‘ন চ কর্তৃকরণম্’ এই সূত্রের ভাষ্যে ‘সতি চ তস্মিন্’
ইত্যাদি তস্মিন্ অর্থাৎ করণ—দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলে ‘করণবচ্ছেদ’
ইত্যাদি সূত্র-প্রদর্শিত দোষ হইতে অব্যাহতি হইবে না। অর্থাৎ তথায়
বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলে জন্ম-মরণাদি হয় এবং
তাহাতে অনিত্য ও জীবের মত স্তম্ভঃখাদির ভোগবশতঃ অনীশ্বরত্ব
হয় ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শাক্তের মতবাদী যদি বলেন যে, শক্তির অল্পগ্রহকর্তা
পুরুষ (কর্তৃ) না হয় স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে তো সেই পুরুষ কর্তৃক
অল্পগ্রহীতা শক্তিই জগৎসৃষ্টিাদির হেতু হইবে। তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান
সূত্রে বলিতেছেন যে, শক্তির পরিচালক চেতন পুরুষ স্বীকার করিলেও
তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়াদি নাই অতএব তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা
করিবেন? আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত
দোষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকারে জন্মমৃত্যু-প্রসঙ্গ আসে
এবং জীবের জায় অনিত্য ও স্তম্ভঃখভাগি হওয়ায় ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত
ঘটে, এই দোষের তো নিরাকরণ হইবে না।

এই সূত্রের শাক্তরভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধারপূর্বক
পরমারাধ্যতম আমাদের খ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ ভাষ্যার্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা
উদ্ধার করিতেছি—‘ভাষ্যার্থ এই—‘এতাদৃশী কল্পনা যে অসম্ভব, তাহার
কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্তা হইতে দাতাদি করণের উৎপত্তি
দৃষ্টিগোচর হয় না; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সর্গধ্বংস-নামক কর্তা-
জীব হইতে প্রহ্লাদ-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্তৃজাত
প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা
দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই
তত্ত্বের অববোধক শ্রুতিবাক্যও শুনা যায় না।

এই সকল সূত্রের শাক্তরভাষ্যের খণ্ডন খ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ লিখিত ‘অল্পভাষ্য’
হইতে পরে উদ্ধৃত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্
আধত্ত বীর্থাং সাহসৃত মহন্তঃ হিরণ্যম্ ॥”

(ভাঃ ৩।২৬।১২) ॥ ৪৩ ॥

অবতরণিকাতাষ্ম—নহু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোহসাবিত্তি চেৎ
তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, সেই শক্তি-পরিচালক পুরুষের
জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ নিত্য; তাহাতে উত্তর করিতেছেন—

সূত্রম্—বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—যদি সেই কপালী পুরুষ রুদ্রের সৃষ্টিকার্যের উপযোগী নিত্যজ্ঞান,
নিত্যসঙ্কল্পাদি গুণ আছে বল, তবে ‘তদপ্রতিষেধঃ’ তাহার নিষেধ করি না,
যেহেতু তাহা ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্ভূত। ইহাতে আমাদের কোন বিবাদ
নাই ॥ ৪৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্ম পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি
চেত্তর্হি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাং পুরুষাদিশ্ব-
সৃষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই শক্তির অল্পগ্রাহক পুরুষ অর্থাৎ কপালী রুদ্রের যদি
জগৎ-সৃষ্টি করিবার উপযোগী নিত্যজ্ঞান, নিত্যসঙ্কল্প, নিত্য ঐশ্বর্য্য স্বীকার কর,
তবে আমরা তাহার নিষেধ করি না, যেহেতু উহা ব্রহ্মবাদের অন্তর্ভূত হইল।
কারণ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ববাদে ঐরূপ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান পুরুষ (পরমেশ্বর)
হইতে জগৎ-সৃষ্টি আমরা অঙ্গীকার করি ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নব্বিত্তি। নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিঃ স পুরুষস্তিগুণশক্ত্যা জগৎ
নিষ্ঠাতীতি চেৎক্রয়ান্তর্হি নামমাত্রেনৈব বিবাদঃ ভাষ্যন্তরেণ ব্রহ্মবাদমেব
প্রস্তোতীতি সমুদায়ার্থঃ। তত্র তাদৃশাং পুরুষাদিত্তি বিকরণত্বান্নেতি চেৎ
তদ্বক্তৃমিত্যত্র নিরূপিতং তদ্বীক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ—নহু ইত্যাদি অবতরণিকাস্থ আশঙ্কা—নিত্যজ্ঞান ও ইচ্ছাদি-
মান সেই পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ-শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন,

এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে আমাদের সহিত তোমাদের নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ তোমরা সৃষ্টিকর্তা শক্তিপরিচালক কল্প বলিতেছ, আমরা পরমেশ্বর শ্রীহরি বলিতেছি, অতএব তোমরা ভাষান্তর দ্বারা ব্রহ্মবাদকেই সমর্থন করিতেছ; ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য। ভাষান্তর্গত ‘তত্র তাদৃশাং পুরুষাং’ ইতি—‘বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্, এই সূত্রে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি শক্তিবাদী বলেন যে, শক্তির পরিচালক পুরুষের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছাদি গুণ আছে; তদ্বত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি সেই পুরুষের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আছে, স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রতিবেদ অর্থাৎ নিবেদন নাই, কারণ এই মত তো ব্রহ্মবাদের অন্তর্গতই হইল। যেহেতু ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই জগতের সৃষ্টিাদি অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি-স্তবেও পাওয়া যায়,—

“জয় জয় জহজ্জামজিতদোষগৃভীতগুণাং

অমসি যদাঅনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।

অগজগদোকসামখিলশস্যাববোধক তে

কচিদজ্ঞানান্না চ চরতোহহুচরেম্মিগমঃ ॥” (ভাঃ ১০।৮।১৪)

এই সূত্রের শাস্ত্রভাষ্যে যাহা আছে, সেই ভাষ্যার্থ আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার রচিত ‘অমৃতভাষ্যে’ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

“ভাষ্যার্থ এই—‘ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কষণাদি জীবভাবাস্থিত নহেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্যশক্তিক্রিয়ুক্ত, বল, বীৰ্য ও তেজঃসম্পন্ন সকলেই বাহুদেব, সকলেই নির্দোষ, নিরখিষ্টান, নিরবত। সূত্ররূপে তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অতএব প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাহুদেব, সঙ্কষণ, প্রহ্ম, অনিরুদ্ধ—ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অতএব সকলেই সমধর্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার

করা নিশ্চয়োজন; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্ বাহুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ভূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্য-সম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেননা, কোনরূপ আতিশয্য (ন্যান্তাধিক্য) না থাকিলে বাহুদেব হইতে সঙ্কষণের, সঙ্কষণ হইতে প্রহ্মের এবং প্রহ্ম হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোনটি কার্য, কোনটি কারণ, তাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাহুদেবাদের জ্ঞানাদি-তারতম্যাকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত বাহুচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাহুদেববৎ মান্য করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি ভগবানের বাহু কি চতুঃসংখ্যায় পর্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিসত্ত্ব পর্যাপ্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্ বাহু—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।”

এই বিচারেরও খণ্ডন পরে প্রদর্শিত হইবে। ॥ ৪৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শক্তিমাত্রাকারণতাবাদস্ত নিঃশ্রেয়সকামৈ-
রনাদরণীয় এবোতুপসংহরতি—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে
শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শক্তিমাত্রাকারণতাবাদ অর্থাৎ কেবল শক্তিকেই যাহারা জগৎকর্তা বলেন, তাঁহাদের মত মুক্তিপথের পথিকদিগের আদরণীয় নহেই, ইহা উপসংহার করিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—শক্তিমাত্রোক্তি। ন হি শক্তিঃ কেবলা
কিস্বীকরোপসৃষ্টা সেতি দেবাত্মশক্তিমিত্যাदिশ্রুতিরাহ। মার্কণ্ডেয়োহপি তাম-
সক্কারায়ণীমবোচৎ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যস্ত সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘শক্তিমাত্রাকারণতাবাদস্ত’ ইত্যাদি
অবতরণিকাতাৎ—শ্রুতি বনিতেন্—শক্তি কেবল থাকিতে পারেন না, কিন্তু
দৈবসম্পৃক্ত হইয়াই আছেন ‘দেবাত্মশক্তি’ ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় মুনিও
স্বরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে মণ্ডনশতীতে সেই নারায়ণী শক্তি বহবার বলিয়াছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের
শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—বিপ্রতিবেদাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত
দ্বিতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ (অসামঞ্জস্য)
হওয়ার ভয় ও শক্তিবাদ গ্রহণীয় নহে ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
দ্বিতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সর্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাতুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ ।
“শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চৈব পরম্ । বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্ত-
স্মান্ চাধম” ইতি হি স্মৃতিঃ । চশব্দেনোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি হেতুঃ
সমুচিতঃ । তদেব সাংখ্যাদিবর্জনাং দোষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাং তদ্রহিতং
বেদান্তবৈব শ্রেয়োহর্থিভিরাস্থ্যেয়মিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শক্তিবাদ অতিতুচ্ছ, যেহেতু তাহাতে সকল শ্রুতি, স্মৃতি
ও যুক্তির বিরোধ ঘটে ।

স্মৃতিবাক্য আছে—‘শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব...ন চাধমঃ’—শ্রুতিবাক্যানিচয়, স্মৃতি-
বাক্যগুলি ও যুক্তিসমুদয় যে পরমেশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি
তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই । এই স্মৃতি অগ্রবাদের
নিষেধক । ‘স্মৃতয়শ্চৈব’ এই ‘চ’ শব্দদ্বারা ‘উৎপত্ত্যসম্ভবাং’ এই হেতুও
গ্রহণীয় । অতএব এইরূপে সাংখ্যাদি প্রস্থানে বহুদোষ-কণ্টক থাকায় এই
নিষ্কণ্টক বেদান্তমার্গই শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিদিগের শ্রেয় ও অবলম্বনীয় ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিপ্রতিবেদাদিতি । “অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকা-
ময়ত” “পুরুষ এবৈদং সর্বং যদ্ব্যতং যচ্চ ভাব্যম্” ইত্যাদি শ্রুতিঃ “অহং সর্বশ্চ
প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে” ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ স্বরূপমেব বিশ্বকারণমাহ ।
অত্র মহঃ—“যা বেদবাহাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ । সর্বান্তা নিফলাঃ
প্রোভ্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতা” ইতি । যুক্তিশ্চ—শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তি-
ত্বাং জ্ঞানাদিবাদিতি তথৈব প্রতীয়য়তি । সর্কেতি । তদেতন্নিখিলবিরোধাং
প্রহেয়ন্তাত্ত্ববাদ ইত্যর্থঃ । শ্রুতয় ইতি পাদে । তদেবমিতি । তথাচ ভ্রমমূলেন
শাক্তসিদ্ধান্তেন সমর্থয়ো ন শক্যো বিরুদ্ধমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে
মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—‘বিপ্রতিবেদাদিত্যাদি’ সূত্র, ভাষ্যস্থ শ্রুতি যথা—‘অথ
পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত’ প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই আদি
পুরুষ শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি । পুরুষযুক্ত আছে—‘পুরুষ এবৈদং
সর্বং যদ্ব্যতং যচ্চ ভাব্যম্’ সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ যাহা কিছু
বস্তু তাহার উপাদানস্বরূপ ; ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ঘোষণা
করিতেছেন । শ্রীভগবদগীতায়ও উক্ত আছে—‘অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং
প্রবর্ততে’ আমি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-কারণ, আমি হইতে সমস্ত
বস্তুর স্থিতি । ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ভগবৎ-স্বরূপকেই বিশ্বকারণ বলিতেছেন ।
এ-বিষয়ে মত বলিতেছেন—যে সকল স্মৃতি বেদ বহির্ভূত অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ

এবং যাহা কিছু কুদর্শন (সাংখ্যা দর্শন), সে সকল স্মৃতি মৃত্যুর পর কোন ফলদায়ক নহে, যেহেতু সেগুলি তমোগুণের কারণ। শক্তিবাদ পক্ষে যুক্তিও এই—‘শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তিত্বাং জালাদিবৎ’ শক্তিবাদ অত্রান্ত, যেহেতু প্রত্যেক কারণই শক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্য সম্পাদন করে, দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নির শিখা, তাহা দাহশক্তিবিশিষ্ট হইয়া দাহের কারণ হয়। এই যুক্তি লোকের সেইরূপ প্রতীতিও জন্মাইয়া থাকে। সর্ব শ্রুত্যাতি ভাষ্য মর্মার্থ—অতএব এই শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি-বিরোধ হেতু কেবল-শক্তির কারণতাবাদ হয়। ‘শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ঃ চৈব’ ইত্যাদি বাক্যটি পদপূরাণোক্ত। তদেবং সাংখ্যা-দিব্যনামিত্যাदि—ভ্রমমূলক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বিরোধ ঘটাইতে পার না ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের

দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাব্যের ব্যাখ্যায়

শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকথা—এক্ষণে শক্তিকারণতাবাদ যে শ্রেয়স্কামী অর্থাৎ মোক্ষ-কামী ব্যক্তিমাত্রেরই অনাদরণীয়, তাহা উল্লেখ পূর্বক সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উপসংহারমুখে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া এই শক্তিবাদ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি পরমেশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলেন, তাহার বিরুদ্ধবাদী অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। ‘চ’ শব্দদ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন যে, শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে জগতের উৎপত্তির অসম্ভাবনাই সমুচিত হয়। এইজন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রই দোষ-রূপ কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যা দর্শন মত পরিহার পূর্বক বেদান্তমার্গই অবলম্বন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবও স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন—

“নাগত্র মন্তগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরায়।

আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীত্রং নিবর্ততে ॥” (ভাঃ ৩।২৫।৪১)

অর্থাৎ জননি! আমিই ভগবান, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা; আমিই সর্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্থ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে)—যাহা লিখিয়াছেন—তাহার মর্ম্মানুবাদ আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্বোক্ত ‘অহুভাষ্যে’ যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

“পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের ‘মহাবসু’-নামক বিখ্যাত ব্যুৎপত্ত-ষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যুৎপত্ত এবং চিত্তে উপাস্ত; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিষ্ণু-সঙ্গে অধিষ্ঠিত (ভাঃ ৪।৩।২৩)। শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার ষাংশ অর্থাৎ বিলাস; সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্ত এবং সকল জীবের প্রাণত্বাবের আশ্রয় বলিয়া ‘জীব’ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের গুণ কিরণ অপেক্ষাও তাহার অঙ্গকান্তি সূক্ষ্ম। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বের উপাস্ত; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্মারাত্তি রূপ এবং অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অহঙ্কারদিগের অন্তর্যামিক্রমে জগতের সংহারকার্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমুষ্টি তৃতীয়-ব্যুৎপত্ত প্রদায়। বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদায়ের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে তাহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্তজাশ্বিনদের (স্বর্ণের) গায়, কোন স্থানে বা নবীন নীল-জলধরের গায় তাহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিধান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা—সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিক্রমে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যুৎপত্ত অনিরুদ্ধ ইহার বিলাসমুষ্টি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহার অঙ্গকান্তি নীল-নীলদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিক্রমে জগতের পালন করেন। মোক্ষ-ধর্ম্মে প্রদায়কে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদায় যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।”

শ্রীভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে লঘুভাগবতায়ুতে (৪৪-৪৬ সংখ্যায়) শ্রীশ্রীল রূপপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মাহ্বাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাহা দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে।

“এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মহাবরাহ-পুরাণে ইহাই গুণিতে পাওয়া যায়—‘সেই পরমাত্মা হরির সর্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ববিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আবিস্কৃত হইয়া থাকে ; ঐ সকল দেহ হানোপাদানশূন্য, স্তবরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব-দোষবিবজ্জিত।’ আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—‘বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদি ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনা-ভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।’ অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই একই পুরুষোত্তমে) একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশ ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বও পৃথক প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি) ‘বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময় পৃথক পৃথক গৃহে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।’ পৃথকত্বও একরূপস্থাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—‘সেই নিগুণ, নির্দোষ, আদিকর্তা, পুরুষোত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন। একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—‘তুমি বহুমুখি হইয়াও একমুখি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।’ আর কৃষ্ণপুরাণে বলিয়াছেন—‘যিনি সর্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্রামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন।’ এই সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিতাই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্তব্য নহে ; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সর্বতোভাবে সমাহার হইতে পারে।’ ইতি। শ্রীষষ্ঠ স্কন্ধায় গন্তেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—‘হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলা-বিহার বা ক্রীড়া তুর্কোথ্যের গায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব

তোমাতে দেখা যায় না ; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও স্বয়ং নিগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো ! তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির গায় এই সংসারে দেবাহুরূপ গুণবিসর্গ মধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত স্তবচ্ছাখাদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, অথবা অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাগীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর, ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, যাহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্তা, যাহার মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্ত্তস্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগের বিবাদ যাহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানাতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মন্থে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে ? নির্বিশেষ ও সর্বিশেষ অথবা চিদগুণময় ও নিগুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে ; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।’ ইতি। এইস্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা ভ্রূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ডচক্রাদি সহায়-বাতীত, বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবাহুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পায়তন্ত্র্য্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে ; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পায়তন্ত্র্য্য-রূপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্ত স্বরূত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্তৃক অর্জিত, স্তবচ্ছাখাদি-রূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর, অথবা আত্মারামতা

প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য় অবলম্বন কর,—ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। ‘ভগবতি’ ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং ‘ঈশ্বরে’ ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে ‘ভগবৎ’—শব্দদ্বারা সর্বজন্যতা, ‘অপরিগণিত’ ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সঙ্গুণশালিতা এবং ‘কেবল’ পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্বত্র ঔদাসীন্য়ের সম্ভাবনা হইলেও, ‘ভগবতি’ ইত্যাদি গুণদ্বয়দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন,—‘অর্কীচীন’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন বিষয় চূর্ণিত হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য। ব্রহ্ম-সূত্রকার বলিয়াছেন—‘অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।’ আর স্বন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—‘অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।’ প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য হুবহু বলায় কীর্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্ধা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু ‘উপরত’ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে ‘ভগবতি’ ইত্যাদি বড়বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য় এই দুই গুণ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে বহুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, স্তবরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান শূন্য, তুমিও তাহাদিগের

মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাদর্শমাত্রায় বস্তুকে ‘ভগবান’ বলায় তাহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্ত বলিয়াছেন,—‘স্বরূপদ্বয়াভাবঃ’। এতদ্বারা কখনই তাহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্বন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—‘প্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা কর্ম্ম, অজ্ঞের জন্ম, কাল-স্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মা-রামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।’ সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্ব-জ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।”

আচার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তাহার শ্রীভাষ্যে শাস্ত্রের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের শ্রীশ্রী প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে তাহার মর্ম্মানুবাদও প্রদান করিয়াছেন, পরে উহা দ্রষ্টব্য। এক্ষণে শ্রীশ্রী প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত শব্দ-ভাষ্যের খণ্ডন মুখে স্বীয় অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

“পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুসারিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার-গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু ‘সাত্বত-সংহিতা’-নামে সুরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বাস্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্কে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসুরিগণ ইহার প্রবর্তক। শ্রীভাগবত গ্রন্থও ‘সাত্বত-সংহিতা’-নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—গ্রায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সৰ্ব্বণকে ‘জীব’ বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সৰ্ব্বণকে কখনও ‘জীব’ বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-বস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভূ-চৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্গের কারণ—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রোতপন্থী শাস্ত্রভ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সৰ্ব্বণ হইতে অগ্ন্যন্ত সমস্ত বিষ্ণুভবের প্রাকট্যের বিষয় ‘ব্রহ্মসংহিতা’য় উক্ত—‘দীপাচ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যন্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।’ অর্থাৎ ‘দীপরাশি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক দীপের ত্রায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ক দীপের ত্রায় সমান-ধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।’

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে ‘ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন’—শ্রীপাদের এই পূর্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্নিকগণ কখনই নিজমত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্বোপলিখিত স্বীকৃত-মত (‘স আত্মাত্মানমনেকথা বাহাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে’ অর্থাৎ তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার বাহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি’) তাঁহার এই সূত্রের পূর্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় ‘বহুবীশ্বরবাদ’ স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জ্ঞানেন—কখনই বেদবিরোধী বহুবীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতায়ুতের মর্মান্ব-বাদ দৃষ্টব্য। বাসুদেব, সৰ্ব্বণ, প্রহ্ম ও অনিরুদ্ধ, এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য ভাব নাই—‘নাশ্রুৎ যৎ সদসংপরং’ “দেহদেহিবিভেদোহয়ং

নেশ্বরে বিত্ততে কচিং” (কুর্শ পুঃ); তাঁহারা সকলেই মায়াবীশ তত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা ‘মাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ববস্তু; শ্রুতি প্রমাণ—“ও পূর্বমদঃ পূর্বমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতে।”—(বৃঃ আঃ ৫।১)। আত্রক্ষন্তত্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎসমদ্বয়বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আত্রক্ষন্তত্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব—একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি সম্বন্ধী, স্তবরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস—মায়া-বাদীর ধর্ম্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক সূত্রের উত্তরে লঘুভাগবতায়ুতে ভগবদ্বর্ণনের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৭-২৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্মান্ববাদ, যথা—যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতির কার্য্য, অতএব মরীচিকা সদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি একথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, স্তবরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই স্থখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—‘ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত জীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।’ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘যে পরমেশ্বরে সত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ শ্রীহরি প্রসন্ন হউন।’ যথা সেই বিষ্ণুপুরাণেই—‘হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমগ্রজ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য এবং ‘তেজঃ,—ইহারা ভগবৎ-শব্দের ‘অভিধেয়।’ পদ্মপুরাণেও—‘পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে ‘নিগুণ’ বলিয়া কীর্তিত আছেন, তদ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।’ প্রথম স্বন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—‘হে ধর্ম্ম, যে সকল গুণ কীর্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অগ্ন মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহাবীতিল্যাবী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।’ ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-

অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ধন-বিগ্রহ।
ভাগবত—৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।”

শ্রীরামানুজপাদ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাক্তর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ পূর্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৪১-৪৮ পয়াবের শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকৃত অনুভাষ্য হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

“ভগবত্ত্ব পৰমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের গ্রায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিবাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে ‘সঙ্কর্ষণ’ নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে ‘প্রহ্লাদ’ নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে ‘অনিরুদ্ধ’ নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ-স্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেননা, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। ‘চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না’ (কঠ ২।১৮), এইবাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (বেদান্ত ২।২।৪২ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রহ্লাদ-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এ-স্থলেও কর্তা-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ ‘পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়’ ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে ‘পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি’ এতাদৃশ শ্রুতিবচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (বেদান্ত ২।২।৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—ইহাদের পরব্রহ্মতাব বিত্তমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি-ব্যাহ সাধারণ জীবের গ্রায় মায়াবশ্যোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই ‘জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে’, এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা

বলা সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জগৎ চারিপ্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌন্দর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—যেস্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কতৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্য-কর্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্বাহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই ‘আগম’। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাত্ম্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা মাত্ত-সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে; বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্য-বপুঃ, সূক্ষ্ম, ব্যাহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারাত্ম্যমারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কৰ্ম্মদ্বারা অর্চিত হইয়া সমাগ্যরূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকুর্মাাদি অবতারের অর্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যাহ-প্রাপ্তি এবং বৃহাহর্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌন্দর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—‘এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞান পূর্ব্বক কৰ্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্ম সিদ্ধ হইল, কেননা, তাহারও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট’। ‘তিনি প্রাকৃতির গ্রায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন’ ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যানিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজগৎ ইহাদিগকে যে জীবাদি-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন ‘আকাশ’ ও ‘প্রাণাদি’-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (বেদান্ত ২।২।৪৪ সূঃ);

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় কথিত আছে—‘অচেতন, পরার্থসাধক, সর্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কৰ্ম্মাদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।’ এইরূপ সকল সংহিতায়ই ‘জীব’ নিত্য, এইজগৎ পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যস্তাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব-হেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বের পরমসংহি-

তায় উক্ত হইয়াছে—‘প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত’ অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই ‘সতত বিকারে’র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্ঘর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (বেদান্ত ২।২।৪৫ সূঃ); (ভাঃ ৩।১।৩৪), শ্রীধর-টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্বাহবাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎ স্বদর্শনাচার্য্যকৃত ‘শ্রুতপ্রকাশিকা’ টীকা আলোচ্য।” ॥ ৪৫ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈতসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নানী অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

তৃতীয়পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্,

ব্যোমাদিবিষয়াং গোভিঃ বিমতিং বিজ্ঞানং যঃ ।

য তাং মদ্বিষয়াং ওাম্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিনিয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—জগদুৎপত্তি-বিষয়ে আকাশাদিগত কারণতায় যে বিরুদ্ধমত আছে, সেই অঙ্গকারকে যিনি নানাবচন-রূপ কিরণদ্বারা নিরাকরণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্য্যই আমারও ভগবদ্বিষয়ক বৈমুখ্যমতি হরণ করিবেন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকমুনবিংশতাদিকরণকং তৃতীয়ং পাদং ব্যাচক্ষাণঃ শ্রীকৃষ্ণ-স্বতিব্যঞ্জকং তৎপ্রভাববর্ণনং মঙ্গলমচরতি ব্যোমাদীতি। যঃ কৃষ্ণে গোবিন্দো ভাস্বান্ সূর্য্যঃ ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিগতাং বিমতিং সংহত্য-কার্য্যকারিতাভাবরূপাং বিরুদ্ধবুদ্ধিমিত্যর্থঃ গোভিঃ প্রভাবরশ্মিভিঃ বিজ্ঞান নিরাস্তং। স্বতেজসা সংহতৈরাকাশাদিভিরণ্ডং রচয়াৎকারেত্যর্থঃ। পক্ষে যঃ কৃষ্ণে বাদরায়ণো ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিষু জাতাং নিত্যত্বাদিরূপাং তাকিকাদীনাম্ বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভিঃবাগ্ভিঃ সূত্রৈরিত্যর্থঃ যাবৎ বিজ্ঞান পরিজহার, তেবাং সর্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যভূতরূপাং সম্মতিং নির্ণিনায়ে-ত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? ভাস্বান্ সার্বজ্ঞেন তপসা চ ভ্রাজমানঃ স চ স চ মদ্বিষয়াং বিমতিং মদগতাং তদ্বৈমুখ্যরূপাং তাং প্রণিনিয়তি স্বসামুখ্যভাজং মাং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ টীকানুবাদ—দ্বিপঞ্চাশৎ (৫২) সূত্র লইয়া ও ঊনবিংশতি

(উনিশ) অধিকরণে গঠিত তৃতীয়পাদ-ব্যাখ্যাকারী ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণ-স্বতীশ্চক ভগবানের মহিমা বর্ণনা আক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—ব্যোমাদি-বিষয়ামিত্যাদি বাক্যদ্বারা। ইহার অর্থ—যে শ্রীগোবিন্দ—সূর্য্য আকাশাদি-বিষয়ক বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধমতিকে অর্থাৎ মিলিত হইয়া কার্য্যকারিতার অভাবরূপা বিরুদ্ধবুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ রশ্মিদ্বারা নিরাকৃত করিয়াছেন; কিরূপে? ভগবান্ নিজ প্রভাব দ্বারা আকাশাদিকে মিলিত করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,—এই তাৎপর্য্য। পক্ষান্তরে অর্থ—যে শ্রীকৃষ্ণ-বেদবাস্য ব্যোমাদিবিষয়ক অর্থাৎ আকাশাদিতে জাত নিত্যস্বাদিরূপ তার্কিকগণের বেদবিরুদ্ধ বুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ বাক্যে—ব্রহ্মসূত্রবাক্যগুলি দ্বারা পরিহার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই আকাশাদি সমস্ত ভূতের ব্রহ্মকার্য্যরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি কীদৃশ? ভাস্বান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও তপস্বী দ্বারা জ্যোতমান, সেই শ্রীহরি ও সেই বাদরায়ণ আমাতে বর্তমান তাঁহাদের প্রতি বিমুখতারূপ বিমতিকে নিশ্চয় বিনাশ করিবেন অর্থাৎ আমাকে তাঁহাদের প্রতি অহুরক্ত করিবেন ॥১॥

পরমেশ্বর হইতেই সকল তত্ত্বের উৎপত্তি

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যভাসময়তা দ্বিতীয়ে পাদে প্রদর্শিতা। তৃতীয়ে তু সর্ব্বেশ্বরং তত্ত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব তেষাং বিলয়ো, জীবানাং হনুৎপত্তিজ্ঞানবপুশাং তেষাং জ্ঞানা-শ্রয়ত্বং, পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তিঃ, কর্তৃত্বং, ব্রহ্মাংশতা, মৎস্তাত্ত-বতারাণাং সাক্ষাদীশ্বরহৃদমৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রী চেত্যয়মর্থনিচয়ো বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাদ্যতে। ইহ প্রধানমহদহঙ্কারতন্মা-ত্রেন্দ্রিয়বিয়দাদিরূপেণ সৃষ্টিক্রমঃ স্রাবাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাদিতস্তদ্বিচারস্ত বিসংবাদবিনাশায়েতি স্পষ্টমুপরিষ্টাভিপ্রাতি। ছান্দোগ্যে “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যুপক্রম্য “তদৈক্ষত রহ স্রাং প্রজায়েৎ” ইতি “তত্ত্বোহসৃজত তত্ত্বোহৈক্ষত বহ স্রাং প্রজায়েৎ” ইতি “তদপোহসৃজত তা আপ

ঐক্ষন্ত বহস্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি” ইতি “তা অন্নমসৃজন্ত” ইতি পঠ্যতে। অত্র তেজোহবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম্। ইহ ভবতি বিমর্শঃ—বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে শ্রুত্যাভাবান্ন প্রজায়ত ইতি শঙ্কতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্বে দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদির কারণতা-বাদে প্রদর্শিত যুক্তির দৃষ্টতা দেখান হইয়াছে। তৃতীয় পাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাত্ত বিষয় হইতেছে—পরমেশ্বর হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি, তাঁহা কর্তৃকই সেই তত্ত্বের লয়, জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানাত্মক সেই জীবনিচয়ের জ্ঞানাত্মক। পরমাণুপরিমাণত্ব, জ্ঞান দ্বারা নিখিল বস্তুর ব্যাপ্তিরূপ বিভূতা, কর্তৃত্ব, জীবের ব্রহ্মাংশতা, মৎস্তাদি অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব, শুভাশুভ অদৃষ্ট বশতঃই জীবের বিচিত্রতা, এই অর্থনিচয়—ইহার বিরুদ্ধ-বাক্যগুলোর দ্বারা যুক্তিযুক্ত করা হইতেছে। স্রাবাদিশ্রুতি-প্রতিপাদিত জগৎ সৃষ্টিক্রম এই প্রকার—প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চ-ভূত—এইরূপে যথাক্রমে সৃষ্টিই মুখ্য (প্রধান)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম অগ্রবিধ যথা আকাশাদি হইতে ক্রমে বিশ্বসৃষ্টি তাহার বিচার করা হইবে বিরোধপরিহারের জন্য। এ সমস্ত পরে বিশদীকৃত হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হয় “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” হে সৌম্য খেতকেতো! প্রলয়কালে একমাত্র সং ব্রহ্মই ছিলেন এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া “তদৈক্ষত...অন্নমসৃজন্ত” ইতি সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই সংব্রহ্ম (পরমেশ্বর) ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রজা সৃজন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া সদ্ ব্রহ্ম তেজ (অগ্নি) সৃষ্টি করিলেন, পরে ঐ তেজ (তেজোহভিমানী চৈতন্য) ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মিব, সেই ব্রহ্ম তেজ হইয়া জল সৃষ্টি করিলেন, সেই জল ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব, ইহার পর সেই জল অন্ন সৃষ্টি (পৃথিবী সৃষ্টি) করিলেন। এই শ্রুতিতে তেজ, জল ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল। এ-বিষয়ে সমীক্ষা হইতেছে,—আকাশের উৎপত্তি আছে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, আকাশের উৎপত্তি নাই, যেহেতু তাহার জ্ঞাপক কোন শ্রুতি নাই। এই শঙ্কাই সূত্রকার দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অত্রেশ্বরানিখিলতত্ত্বসৃষ্টিবর্ণোক্তি ব্যজ্যতে। উপলক্ষণমেতৎ জীবস্বরূপনিরূপণাদেঃ। ধীপ্রবেশায় সজ্জিগ্য পাদার্থং দর্শয়তি তৃতীয়ে দ্বিত্যাদিনা। তেনৈব সর্বেশ্বরেণৈব। তেষামিতি জীবানাম্। নহু বিয়দাভ্য তত্ত্বোৎপত্তিচিন্তনাং নিখিলানাং তত্ত্বানাং সর্বেশ্বরাতুৎপত্তিরিত্যেতৎ কথং শ্রদ্ধীয়তে তত্রাহ—ইহ প্রধানেন্ত্যাदि। বিসংবাদেতি। বিরোধপরিহারায়ৈতর্থাঃ। পূর্বপাদে পরপক্ষাণাং শ্রুতিবিরোধাদপ্রামাণ্যমুক্তম্। তর্হি শ্রুতীনাং মিথো বিরোধপ্রতীতেত্রস্কারণতাবাদস্তাপি তৎ স্তাদিতি শঙ্কানিরাসায় তৃতীয়াদিপাদদ্বয়ং প্রারভ্যতে। দ্বয়োৱপি পাদয়োর্মিথঃ শ্রুতিবিরোধনিরাসেন সমন্বয়দাঢ্যকরণাং শ্রুত্যাধায়সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্বপক্ষিণা শ্রুত্যোবিরোধং পূর্বপক্ষং কৃত্বা সমন্বয়শৈথিল্যং তৎফলমূপক্ষিপ্যতে। সিদ্ধান্তিনা তু তয়োৱ-বিরোধং সমর্থ্য তৎফলং সমন্বয়দাঢ্যং স্থাপয়িত্বতে। তত্রাদৌ সর্গবাক্যবিরোধাদাকাশমাস্রিত্য বিমর্শঃ। আকাশস্ত্রোৎপত্তিরস্তি নাস্তি বা। যতস্তি ন হি শ্রুত্যোবিরোধ ইতি বক্তুং তেজ-উৎপত্তিবাচিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। সৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টিঃ প্রাক্ সদেব ব্রহ্মবাসীং সৌম্য্যাং তত্র বিলীনমানীদিত্যর্থঃ। তর্দৈক্ষত তচ্ছববাচ্যং ব্রহ্ম সঙ্কল্পমকরোং। তমাহ বহু স্তামিতি। স্মৃটার্থমন্তঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধ্যায়ে বর্ণনীয় বিষয়—ঈশ্বর হইতে প্রধানাদি নিখিল তত্ত্বের সৃষ্টি, ইহা সৃচিত হইতেছে—শুধু তত্ত্বসৃষ্টির কথা নহে, জীবস্বরূপের নিরূপণ প্রভৃতিও ইহাতে বক্তব্য। বুদ্ধির স্বথপ্রবেশের জগৎ ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই পাদের প্রতিপাত্ত বিষয় দেখাইতেছেন—‘তৃতীয়ে তু’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ‘তেনৈব তেষাং বিলয় ইতি’—তেনৈব—সেই সর্বেশ্বর দ্বারা, তেষাং—জীব-সমূহের। যদি বল, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তিক্রম নিরূপিত আছে, তবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? সে-বিষয়ে বলিতেছেন—‘ইহ প্রধানমহদহঙ্কারেত্যাদি’—সুবালাদি শ্রুতিতে প্রকৃতি, মহত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টি প্রসিদ্ধ আছে। আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি কথিত, অতএব তাহার বিচার-বিসংবাদ বিনাশের জগৎ অর্থাৎ বিরোধ পরিহারের জগৎ। পূর্বপাদে অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলির শ্রুতিবিরোধবশতঃ অপ্রামাণ্য বলা হইয়াছে, তাহা হইলে শ্রুতি বাক্যগুলির

পরস্পর বিরোধ প্রতীতি হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টির কারণতাবাদেরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে, এই শঙ্কা খণ্ডনের জগৎ তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আরম্ভ হইতেছে। সেই দুইটি পাদের পরস্পর শ্রুতিবিরোধ নিরাস দ্বারা সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন-হেতু শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইতেছে। এই অধিকরণে পূর্বপক্ষী শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ পূর্বপক্ষ করিয়া সমন্বয়ের শৈথিল্যরূপ ফল উত্থাপিত করিতেছে, আর সিদ্ধান্তী শ্রুতিদ্বয়ের অবিরোধ যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়া তাহার ফল-সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন করিবেন। ইহাতে প্রথমেই সৃষ্টি-বাক্যের বিরোধহেতু আকাশ লইয়া বিচার, যথা—আকাশের উৎপত্তি আছে? কি নাই? যদি উৎপত্তি থাকে, তবে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ নাই, ইহা বলিবার জগৎ অগ্নির উৎপত্তিবাচক শ্রুতি দেখাইতেছেন—‘সদেব সৌম্যোদয়গ্র আসীৎ’ ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অর্থ—হে সৌম্য—শোভন মূর্ত্তি শ্বেতকেতু! এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সদেব—ব্রহ্মরূপেই ছিল, অর্থাৎ সূক্ষ্মতাবশতঃ সেই ব্রহ্মেই বিলীন (মিলিয়া) ছিল। ‘তর্দৈক্ষত ইতি’ তৎ অর্থাৎ তৎ শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম, ঐক্ষত—সঙ্কল্প করিলেন, কি সঙ্কল্প করিলেন? ‘বহু স্তাং’ আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব। অপর ভাষ্যাংশ স্পষ্ট।

বিয়দধিকরণম্,

সূত্রম্—ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—আকাশ নিত্য, উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? ‘অশ্রুতেঃ’—ছান্দোগ্য-উপনিষদে উৎপত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি যেহেতু শ্রুত হইতেছে না ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে। কৃতঃ? অশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্যগত-ভূতোৎপত্তিপ্রকরণে তস্তাশ্রবণাৎ। তত্র তর্দৈক্ষতে-ত্যাদিনা ত্রয়াণামেব তেজোহবল্লানামুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে ন তু বিয়তোহত-স্তম্নোৎপত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই। কারণ কি?

যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতের উৎপত্তি বর্ণনপ্রকরণে আকাশের কথা
শ্রুত হইতেছে না। সেই ছান্দোগ্যে—‘তদৈক্ষত বহুশ্রাং প্রজায়ের’ ইত্যাদি
দ্বারা অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটির উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু
আকাশের নহে, অতএব আকাশ নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এই
তাৎপর্য ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত্র শব্দে ন বিয়দিতি। তস্ত বিয়তঃ। তত্র ছান্দোগ্যে ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—‘ন বিয়ৎ’ এই সূত্র দ্বারা সূত্রকার শঙ্কা করিতেছেন।
‘প্রকরণে তস্তাশ্রবণং’ ইতি তস্ত—আকাশের, উৎপত্তি শ্রুত না হওয়ায় ‘তত্র
তদৈক্ষতেত্যাদি’ তত্র—অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বে দ্বিতীয় পাদে প্রধানাদিকারণতা-বাদের যুক্তির
দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয়পাদে সর্বোত্তর হইতেই সমুদয়
তত্ত্বের উদ্ভবাবির বর্ণনক্রমে ছান্দোগ্য-বর্ণিত জগৎসৃষ্টির বিষয় বলিতে
গিয়া বলিতেছেন যে, প্রলয়কালে একমাত্র সদবস্তু ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি
সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,
জল সৃষ্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে তেজ,
জল, অন্ন সৃষ্টির কথা বলিলেন কিন্তু আকাশের উল্লেখ না থাকায়, এই
সংশয় হয় যে, আকাশের উৎপত্তি আছে? কি না? এইরূপ আশঙ্কায়
সূত্রকার প্রথম সূত্রে পূর্বপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তির
কথা যখন শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তখন আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা
নিত্য। এই সূত্রটি কিন্তু পূর্বপক্ষরূপে উদাহৃত হইয়াছে জানিতে হইবে এবং
ইহার উত্তর পরবর্তী সূত্রে পাওয়া যাইবে ॥ ১ ॥

অবতরণিকাতাৎপৰ্যম্—এবং প্রাপ্তৌ নিরস্যতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘এবং প্রাপ্তৌ ইতি’—এই পূর্বপক্ষীর শঙ্কায়
তাহার নিরাস করিতেছেন।

সূত্রম্—অন্তি তু ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—হাঁ, আকাশের উৎপত্তি অস্ত্র শ্রুতিতে আছে ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থঃ, অন্ত্যাপত্তিবিয়তঃ।
ছান্দোগ্যে তস্যাস্রবণেহপি “তস্মাদ্বা এতস্মাদান্নন আকাশঃ সম্ভূতঃ
আকাশাদ্বায়ুর্বাযোরগ্নিরগ্নেরাপোহন্ত্যো মহতী পৃথিবী” ইতি তৈত্তি-
রীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। আকাশের
উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয়
উপনিষদে শ্রুত হইতেছে যথা—‘তস্মাদ্বা এতস্মাদান্নন আকাশঃ সম্ভূতঃ...
অন্ত্যো মহতী পৃথিবী” ইতি সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল,
আকাশ হইতে বায়ু জন্মিল, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই বিশাল পৃথিবী
প্রকাশ পাইল ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তীতি। তস্ত বিয়তঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—অন্তীতি সূত্র—ছান্দোগ্যে তস্তাশ্রবণেহপি ইতি তস্ত—সেই
আকাশের ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার পূর্বে উল্লিখিত পূর্বপক্ষরূপ
সূত্রটির উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি আছে, এ-বিষয়ে কোন
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্যে আকাশের উল্লেখ না
থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে কথিত আছে যে,—“এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ
উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই পৃথিবী
সমুৎপন্ন হইয়াছে।” যেমন পাই,—“তস্মাদ্বা এতস্মাদান্নন আকাশঃ সম্ভূতঃ।”
ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বলী প্রথম অহুবাক—৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তামসাস্ত বিকূর্মাণাস্তগবদ্বীৰ্য্যচোদিতাং।

শব্দমাত্রমভূৎ তস্মাভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৩২)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের বীৰ্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তামস অহঙ্কার বিকার
প্রাপ্ত হইলে শব্দতমাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শব্দ তমাত্র হইতে আকাশ
উৎপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে শব্দ গ্রহণ করিল ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুনঃ শঙ্কতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পুনরিত্তি। পূর্বোক্তেনাসম্বোধাদিত্তি জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পুনরিত্তিাদি অবতরণিকাভাষ্য—
পূর্বে প্রদর্শিত ‘অস্তিত্ব’ এইবাক্যে অসম্বোধবশতঃ পুনরায় পূর্বপক্ষীর এই
শঙ্কা জানিবে।

সূত্রম্—গৌণ্যসম্বন্ধাচ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—আকাশের যে উৎপত্তির কথা শ্রুতিগুলি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে,
তাহা গৌণীলক্ষণা মূলক বলিব; যেহেতু নিরাকার বিভূ আকাশের উৎপত্তি
সম্ভব নহে এবং তাহার বিপক্ষে বৃহদারণ্যকের বাক্যও আছে, যথা—
‘বায়ুশ্চান্তরিক্ষকৈতদমৃতম্’ বায়ু ও আকাশ ইহারা নিত্য ॥ ৩ ॥

গৌণবিন্দভাষ্যম্—ন খলু বিয়তুংপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুমপি শক্যা
জীবৎসু শ্রীমৎকণভক্ষাচ্চরণচরণোপজীবিসু। যা তুংপত্তিঃ শ্রুতি-
ভিরুদাহৃত্য সা কিল “কুর্বাকাশং জাতমাকাশম্” ইত্যাদিলোকোক্তি-
বদগৌণী ভবিষ্যতি। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারস্য বিভো-
বিত্যতঃ সম্ভবেতুংপত্তিঃ কারণসামগ্র্যাবিরহাৎ শক্যম্। “বায়ুশ্চান্তরিক্ষ-
কৈতদমৃতম্” ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যম্। তস্মোৎপত্তিনাস্তীতি
মন্তব্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্বপক্ষী আকাশের উৎপত্তি-শ্রুতির বিপক্ষে বলিতেছেন—
আকাশের উৎপত্তি শ্রীমান্ বৈশেষিক-দর্শনকার মহর্ষি কণাদ ও জায়দর্শন-
প্রণেতা মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম ইহারা বাচিয়া থাকিতে তোমরা কল্পনাও
করিতে পার না অর্থাৎ তাঁহারা আকাশের উৎপত্তি স্বীকারই করেন না।
তবে যে শ্রুতিগুলি দ্বারা আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ‘আকাশ
কর’ ‘আকাশ জন্মিয়াছে’ ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের মত গৌণীলক্ষণাবলে
অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ। কি হেতু? যেহেতু আকৃতিশূন্য নিরবয়ব বিশ্বব্যাপক

আকাশের কারণ সামগ্রীর অভাবে উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং বাধকশ্রুতিও
আছে যথা—‘বায়ুশ্চান্তরিক্ষকৈতদমৃতম্’ ইতি বায়ু ও আকাশ এই দুইটি অমৃত
অর্থাৎ শাস্বত, এই বৃহদারণ্যকের বাক্য হইতেও অবগত হওয়া যায় যে,
আকাশের উৎপত্তি নাই; ইহা মনে করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গৌণীতি। কুর্বাকাশমিতি। আকাশং কুর্বিত্যুক্তে জন-
গহনতাদুরীকরণেনাকাশে জায়মানে সতি জাতমাকাশমিত্যুৎপত্তিতে বুদ্ধিঃ।
নৈতাবতাকাশস্তোৎপত্তিঃ শক্যতে বক্তৃম্। কিন্তু গৌণী তত্রোৎপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—‘গৌণীতি’ ‘কুর্বাকাশং জাতমাকাশম্’ ইতি ‘আকাশ কর’
বলিলে লোকের ভিড় দূর করিয়া অবকাশ জন্মিলে তখন জ্ঞান হয় বটে
‘আকাশ হইয়াছে’। কেবল ঐ কথাতে আকাশের উৎপত্তি বলিতে পার
না। তবে যে তথায় উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহা লাক্ষণিক উৎপত্তি—
ইহাই তাৎপর্য ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আশঙ্কা করিয়া পূর্বপক্ষ হইতেছে যে, নিরাকার
আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে; এবং যে সকল শ্রুতি আকাশের উৎপত্তির
কথা বলিয়াছে, উহাও গৌণ বলিয়াই ধরা যায়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে
(২।৩।২) পাওয়া যায়,—“অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষকৈতদমৃতমেতৎ” অর্থাৎ
অমূর্ত বায়ু ও আকাশ অমৃত অর্থাৎ নিত্য। আরও বৈশেষিক ও
নৈয়ায়িকগণও আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। এই সূত্রটিও পূর্ব-
পক্ষরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যদি কশ্চিদ্রূপাদেক এব সম্ভূতশব্দোহগ্নি-
প্রভৃতাবনুবর্তনানো মুখ্য আকাশে পুনর্গৌণঃ কথমিতি, তং
প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি কোনও প্রতিবাদী বলেন যে,
তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত শ্রুতিতে যে ‘সম্ভূত’ শব্দটি আছে, উহা অগ্নি,
জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অস্থিত হইল আর আকাশ, বায়ুতে গৌণার্থবাচক
‘হইবে, এ-কিরূপ কথা? তদন্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যদীতি। কশিৎ প্রতিবাদী বৈদিকঃ। মুখ্য ইতি মুখ্যতয়াংপ্ৰতিবাচীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অবতরণিকাভাষ্যস্থ ‘কশিৎ’ পদের অর্থ কোনও প্রতিবাদী বৈদিক। মুখ্য ইতি অভিধাশক্তি বলে মুখ্যরূপে উৎপত্তিবাচক সম্ভূত শব্দ, এই অর্থ।

সূত্রম্—আচৈক্যশ্চ ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—একটি শব্দ দুইস্থলে দুইভাবে (মুখ্য ও গৌণভাবে) অধিত হইতে কোন বাধা নাই, যেমন ব্রহ্ম শব্দ একই বাক্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধন তপস্তায় গৌণার্থবাচক, আবার বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে মুখ্যার্থ প্রতিপাদক হইতেছে ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা ভৃগুবল্লীঃ “তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম” ইত্যেকস্মিন্বেব বাক্যে একস্মৈব ব্রহ্মশব্দস্য ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনে তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি তু মুখ্যত্বমেবং সম্ভূতশব্দস্তাপি স্ম্যৎ। তস্মাচ্ছান্দোগ্যাত্মবর্ণনাদিতঃ কাচিৎকী বিয়ত্বং-পত্তিশ্রুতির্বাধ্যতে ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন ভৃগুবল্লীতে ‘তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম’ তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, এই অংশে ব্রহ্ম শব্দ জ্ঞেয় পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে; অতএব মুখ্যার্থবাচক আবার ‘তপো ব্রহ্ম’ তপস্তাই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন এই অংশে ব্রহ্ম শব্দ গৌণার্থবাচক, এইরূপ ‘সম্ভূত’ শব্দেও ‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদবায়ুঃ, বায়ো-স্তেজঃ, তেজস আপঃ, অদ্ব্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত ‘সম্ভূত’ শব্দটি ‘বায়োস্তেজঃ’ ইত্যাদি অংশে মুখ্যার্থ প্রকাশক, ‘আকাশঃ সম্ভূতঃ’ ‘আকাশাদবায়ুঃ’ এই অংশে গৌণ অর্থ বোধক হইবে। অতএব ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে যখন আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না তখন তৈত্তিরীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে শ্রুত উৎপত্তি বাধিতই হইবে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আদিতি। মুখ্যত্বমিতি। মুখ্যতয়া প্রয়োগো ভবেদিত্যর্থঃ। কাচিৎকী তৈত্তিরীয়কাদিদৃষ্টা ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—‘আচৈক্যশ্চ’ ইত্যাদি সূত্রভাষ্যস্থ ‘মুখ্যত্বমিতি’ মুখ্যভাবেই প্রয়োগ হইবে—এই অর্থ। কাচিৎকী অর্থাৎ কোন কোনও তৈত্তিরীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রাপ্ত ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী; (তৈঃ ২।১।৩) সে-স্থলে যদি ‘সম্ভূত’ শব্দটি অগ্নি, জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশে কি প্রকারে গৌণভাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে? তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষরূপে বর্তমান সূত্র উত্থাপিত হইয়াছে যে, একই শব্দ দুই স্থলে দুই ভাবে অধিত হইতে পারে। যেমন ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দুইস্থলে দুই ভাবে ব্যবহার পাওয়া যায়; ভৃগুবল্লীতে আছে যে, তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আবার তপস্তাই ব্রহ্ম। এই দুই স্থলে এক ব্রহ্ম শব্দ থাকিলেও ‘বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে’ মুখ্যভাবে এবং ‘তপস্তাই ব্রহ্ম’ এ-স্থলে গৌণভাবে ব্রহ্মশব্দ ব্যবহার হইয়াছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত ‘সম্ভূত’ শব্দও মুখ্য ও গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে; কারণ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে যখন আকাশের উৎপত্তি প্রবণ করা যায় না। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ সূচক ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তৌ পুনঃ পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘এবমিতি’—এইরূপে আকাশের অন্তঃপত্তি-বিষয়ে পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, তাহার পুনরায় পরিহার করিতেছেন—

সূত্রম্—প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছদেভ্যঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—‘যাহাকে জানিলে অজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হয়, যাহাকে গুলিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার রক্ষা হইতে পারে, কি হইলে? ‘অব্যতিরেকাৎ’—যদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয়, নতুবা ‘প্রতিজ্ঞাহানিঃ’ সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করিলেই তবে সেই ব্রহ্ম হইতে

অব্যতিরেক হয়, অল্প আকাশাদিকে উপাদান বলিলে ব্যতিরেক হইবে। তধু ইহাই নহে ‘শব্দেভ্যঃ’ ব্রহ্মের উপাদানকারণতা-সম্বন্ধে প্রতিপত্তি আছে যথা—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ ‘ঐতদাত্মমিদং সর্বম্’ সমস্তই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ছিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে আকাশাদির উৎপত্তি ছিল না, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—‘যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি’ ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুত্যা কৃতা যা প্রতিজ্ঞা তস্মা অহানিঃ কৃৎসন্যার্থস্য ব্রহ্মব্যতিরেকাৎ সম্পদ্যতে। ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব। তদব্যতিরেকস্ত তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ। তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজানত্যা তয়া বিয়ত্বংপত্তিরঙ্গীকৃতা। তথা শব্দেভ্যশ্চ “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “ঐতদাত্মমিদং সর্বম্” ইত্যাদিভাস্তদগতেভ্যঃ প্রাক্ সর্গাদেকত্বং পরত্র তদাত্ম্যঞ্চ নিরূপয়ন্ত্যঃ সা স্বীকার্যা ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যধৃত শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—‘যাহাকে শুনিলে আর অশ্রুত কিছু থাকে না, তিনিই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি তাহার রক্ষা হয়—যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থের ব্রহ্মের সহিত অভেদ অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাদান হয়, আর ব্যতিরেক থাকিলে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ না বলিলে সেই প্রতিজ্ঞার হানি হইবেই। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চের অব্যতিরেক (অভিন্নতা) ব্রহ্ম তাহার উপাদান কারণ বলিয়া। অতএব এক বিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুর বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাকারিণী শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আকাশের উৎপত্তি আছে। তদভিন্ন শ্রুতিবাক্যগুলি হইতেও আকাশের উৎপত্তি অবধারিত হইতেছে যথা—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সদ ব্রহ্মই ছিলেন, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ সেই ব্রহ্ম একমাত্র অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদরহিত, ‘ঐতদাত্মমিদং সর্বম্’ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিরূপণ করিতেছেন যে, সেই ছান্দোগ্যশ্রুতিবোধিত তেজ, জল, অন্ন ও সৃষ্টির পূর্বে এক অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সৃষ্টিকালে ইহারা কারণ

ব্রহ্মের সহিত অব্যতিরিক্ত—ইহা হইতে আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিজ্ঞাহানিরিতি। সা প্রতিজ্ঞা। তদব্যতিরেকো ব্রহ্মাভেদঃ। তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রহ্মোপাদানকত্বহেতুকঃ। তয়া ছান্দোগ্য-শ্রুত্যা। তথেষতি। তদগতেভ্যঃ ছান্দোগ্যশ্বেভ্যঃ। পরত্র সর্গকালে। তদাত্ম্যং কারণব্রহ্মাভেদম্। সা বিয়ত্বংপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘সা বিহীয়েতৈব ইতি’ সা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, ‘তদব্যতিরেকস্ত তদুপাদানকত্বনিবন্ধন ইতি’—তদব্যতিরেকঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদ। ‘তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ’ ব্রহ্মের উপাদানকারণতাজনিত অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে তবে কার্যভূত জগতের তাঁহার সহিত অভেদ হইবে, নতুবা নহে। তয়া—সেই ছান্দোগ্যশ্রুতি দ্বারা আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। ‘তথা শব্দেভ্যশ্চ ইতি’ ‘তদগতেভ্যঃ’ ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত, ‘পরত্র তদাত্ম্যঞ্চ ইতি’—পরত্র—সৃষ্টিকালে, তদাত্ম্যং—উপাদানকারণীভূত ব্রহ্মের সহিত অভেদকে, ‘সা স্বীকার্যা’—সা—সেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই পূর্বপঞ্চের সিদ্ধান্ত খণ্ডনাভিপ্রায়ে সূত্রকার বর্তমান সূত্রের অবতারণাপূর্বক বলিতেছেন যে, শ্রুতির প্রতিজ্ঞার হানি তখন হয় না, যদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত জগতের উপাদান কারণ হন এবং শ্রুতিগ্রহণ হইতেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬।১।৩) পাওয়া যায়,—‘যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্য-মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।’ বৃহদারণ্যকেও পাই,—‘আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতম্’ মুণ্ডকেও পাই (১।১।৩) “কস্মিন্ হু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি” এই সকল শ্রুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, যদি ব্রহ্মই সকলের একমাত্র হেতু হন। এতদ্ব্যতীত অগ্ন্যস্ত শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মের মূল কারণ এবং তাহা হইতেই আকাশাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এবদং সসর্জ্যাগ্রে ভগবানানুমায়া ।

সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণমম্যাহগুণো বিভূঃ ॥” (ভাঃ ১।২।২২)

আরও পাই,—

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্বমাভঃ পুরুষঃ পরঃ ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিভূঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।১০২২)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরমপুরুষ এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। ব্রহ্মবিদগণ (“সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম তজ্জলান্” প্রভৃতি বাক্যাবলম্বনে) এই স্থূল-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন।

আরও পাওয়া যায়,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নাগ্ভদৃ যৎ সদস্যং পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্মাহম্ ॥” (ভাঃ ২।৩।৩২)

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্যন্ত আমি হইতে পৃথগ্‌রূপে অস্ত্র কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাতাশ্রয়ম্—নহু বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তুং শক্যা তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আক্ষেপ এই—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তিবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকায় কিরূপে সে কথা বলিতে পারা যাইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাশ্রয়-টীকা—নস্বিতি । অত্র ছান্দোগ্যে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অত্র—এই ছান্দোগ্যোপনিষদে—

সূত্রম্—যাবদ্বিকারস্ত বিভাগো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্’ এই শ্রুতিতে যত বিকার আছে, সকলেরই

উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত এই ‘লোকবৎ’—লৌকিক ব্যবহারের মত অর্থাৎ যেমন এইগুলি চৈত্রের পুত্র বলিয়া তন্মধ্যে কতিপয়ের নির্দেশ দ্বারা অনির্দিষ্ট অবশিষ্টগুলিও চৈত্রপুত্ররূপে বোধিত হয়, সেইরূপ মহাদাদি বিকারগণের মধ্যে আকাশের উল্লেখ করিয়া ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্’ সমস্ত বিকারকে ব্রহ্মোপাদানক বলায় আকাশেরও ব্রহ্মজগৎ প্রতীপাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাপ্রহাণায় । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যত্র যাবদ্বিকারং বিভাগো নিরূপিতঃ । প্রধানমহাদাদয়ো যাবন্তো বিকারাঃ সুবানাদিশ্রুত্যন্তরোক্তান্তেষাং সর্বেষামেব বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তমাহ লোকেতি । লোকে যথৈতে সর্বৈ চৈত্রাত্মজা ইত্যুক্ত্বা তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রাত্মপুত্রৌ কীৰ্ত্তিতায়াং তস্মাদেব সর্বেষামুৎপত্তিৰ্বিদিতা স্যান্তথেষাপ্যৈতদাত্ম্যমিদং সর্বমিত্যেনৈব সর্বানি প্রধানমহাদাদীনি তস্মানি সন্তুৎপন্নান্যুক্ত্বা তেষু তেজোহবলানাং সত উৎপত্তৌ কীৰ্ত্তিতায়াং সর্বেষাং তেষাং তস্মাত্মপুত্রৈর্বিদিতা ভবতীতি । তথাচ বাচকাভাবেহপ্যর্থিকী বিয়তুৎপত্তিরত্র গম্যেতি । বিভাগ উৎপত্তিঃ । যন্তু গৌণ্যসম্ভবাচ্ছদাচ্ছেতু্যক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরূপাদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ । অমৃত-ত্বস্বাপেক্ষিকমেবোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাৎ । এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপত্তিবিনাশৌ নিশ্চিন্তুমঃ । বিয়তুৎপত্ততে ভূতত্বাদ্বিনশ্চুতি চানিত্য-গুণাশ্রয়ত্বাদগ্নিবদিত্যভয়ত্রায়দৃষ্টান্তঃ । যন্নৈবং তন্নৈবং যথাত্মৈতু্যভয়ত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তস্তচ । এতেন স্যাচ্চৈকস্যৈত্যাপি নিরস্তম্ । তস্মান্নব্যো ন ব্যোমজন্মানুপগমঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত আক্ষেপ বা শঙ্কার নিরাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্’ এই শ্রুতিতে প্রকৃতি-মহাদাদি সকল বিকারপদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। প্রধান, মহান, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ইহার বিকার বলিয়া সুবানাদি অগ্ন্যন্ত শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, সেই সমুদায়েরই

উৎপত্তি সেই ছান্দোগ্যশ্রুতি দ্বারাও বোধিত হইয়াছে—ইহাই অর্থ। ‘লোকবৎ’ এই উক্তিদ্বারা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে যেমন ‘ইহার সকলে চৈত্রের পুত্র’ এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় পুত্রেরই চৈত্র হইতে জন্ম বর্ণন করিলে তাহা হইতেই অন্ত সকলের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়, সেই প্রকার এ-স্থলেও ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বম্’ এইগুলি সমস্তই ব্রহ্ম-স্বরূপ’ এই কথা দ্বারা প্রধান-মহৎ-অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন ইহা বলিয়া সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে অগ্নি, জল, পৃথিবীতত্ত্বের সম্বন্ধ হইতে উৎপত্তি যদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলেও সমস্ত বিকারতত্ত্বের সেই সম্বন্ধ হইতে উৎপত্তি বিদিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তিবিচক শব্দ না থাকিলেও অর্থাধীন আকাশের উৎপত্তি বোধ হইতে পারে। সূত্রস্থ ‘বিভাগঃ’ শব্দের অর্থ উৎপত্তি। তবে যে তৃতীয় সূত্র ‘গোণ্য-সম্ভবাৎ শব্দাচ্চ’ ইহাতে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি সম্ভাবনা করা যায় না, অতএব কোথায়ও আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইলেও উহা গোণী উৎপত্তি, মুখ্য নহে, এবং ‘বায়ু, আকাশ অমৃত শাস্বত’ বৃহদারণ্যকের এই উক্তি হইতেও আকাশের উৎপত্তি বলা যায় না’ এই যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিই আকাশের উৎপাদক সামগ্রীরূপে শ্রুত আছে, তবে উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? আর তাহার অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব উক্তি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ অগ্ৰাভূত হইতে অধিককাল স্থায়ী আকাশ এই অর্থে। নতুবা তাহার উৎপত্তি-বিনাশ শ্রুত হইবে কেন? এই প্রকার অসম্ভব প্রমাণ হইতেও তাহার উৎপত্তি-বিনাশ আমরা অবধারণ করিয়া থাকি। যথা—‘বিয়ং উৎপত্ততে ভূতত্বাৎ’ যেহেতু আকাশ একটি ভূত অতএব উৎপত্তিশালী, আবার ‘আকাশং বিনাশবৎ অনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ’ যেহেতু আকাশ অনিত্য শব্দগুণের আধার, অতএব বিনাশী; দৃষ্টান্ত ‘অগ্নিবৎ’—অগ্নির মত, যেমন অগ্নি পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটি ভূত, অতএব উহা উৎপত্তিমান্ ও অনিত্যগুণ উচ্চস্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশশীল—এইপ্রকার। এই দৃষ্টান্তটি আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ানুমানই প্রযোজ্য। ইহা অস্বীকার দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুসর্বে সাধ্যসত্তার অনুমাপক দৃষ্টান্ত, আবার ব্যতিরেকী অনুমানেও দৃষ্টান্ত আছে ‘আত্মা’। ব্যতিরেকী অনুমান যথা ‘যদ্রেবং তদ্রৈবং’ যে সাধ্যবান্ নহে, সে হেতুমান্ নহে; যেমন আত্মা উৎপত্তিমান্ নহে,

অতএব ভূতও নহে। ইহা দ্বারা অর্থাৎ এই অনুমান দ্বারা ‘শ্রাষ্টকশ্চ ব্রহ্মশব্দবৎ’ এই পাদের চতুর্থ সূত্রদ্বারা পূর্বপক্ষী যে আকাশের অনুৎপত্তি বিষয়ে যুক্তি (গোণ প্রয়োগ) দেখাইয়াছিলেন, তাহাও খণ্ডিত হইল। অতএব আকাশের উৎপত্তিস্বীকার নতুন নহে অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পিত নহে ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যাবদ্বিত্তি। যাবদ্বিকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ। যাবদব-ধারণ ইতি সূত্রাৎ। যাবচ্ছেদ্যকং হরিশ্রণামা ইতিবৎ। যাবন্তো বিকারা-স্তাবতাং বিভাগছান্দোগ্যশ্রুত্যা বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবৎপদং বৃত্তাব-স্তভূতং দধোদনমিত্যত্র উপনিস্ক্রপদবৎ। তস্মাদেব চৈত্রাদেব। ইহাপি ছান্দোগ্যবাক্যোহপি। তস্মাৎ সচ্ছবদ্যচ্যৎ ব্রহ্মণঃ। অথ ছান্দোগ্যবাক্যো আপেক্ষিকমমৃতা দিবৌকস ইতিবৎ। তস্মাদ্বিত্তি। ব্যোমজন্মাভ্যুপগমো নব্যো নবীনো ন কিন্তু পূর্বসিদ্ধ এব ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—‘যাবদ্বিকারঃ বিভাগঃ’ ইত্যাদি সূত্রের অন্তর্গত ‘যাব-দ্বিকারম্’ পদটি অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন, তাহার সূত্র ‘যাবদধারণে’ অবধারণছোঁত হইলে যাবৎ এই অব্যয়ের স্ববস্তপদের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হয়। ইহার বিগ্রহ বাক্য যথা যাবন্তো বিকারান্তাবন্তো বিভাগাঃ’ যেমন ‘যাবচ্ছেদ্যকং হরিস্তবঃ’ বলিলে যাবন্তঃ শ্লোকাঃ তাবন্তো হরিস্তবঃ, যতগুলি শ্লোক আছে সবগুলিতেই হরিস্তব, ইহার মত যতগুলি প্রধানমহাদ্বি-বিকার আছে, প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি, ছান্দোগ্য শ্রুতিদ্বারা তাহাই বোধিত হইল,—এই ভাবপার্থ। যদি বল, সূত্রে তো তাবৎপদ নাই, কেবল ‘বিভাগঃ’ আছে, তাহা বটে; কিন্তু উহা লুপ্ত হইয়াছে, ‘দধোদন’ শব্দের মত অর্থাৎ দধি দ্বারা উপনিস্ক্র (মাখান) ওদন (ভাত), এই অর্থে সমাসে যেমন উপনিস্ক্র পদটি লুপ্ত হইয়াছে। ‘তস্মাদেব সর্বেষামুৎপত্তিরিতি’ তস্মাৎ—চৈত্র হইতেই। তথা ইহাপীতি—ইহাপি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যো। ‘তেষাং তস্মাদুৎপত্তি-বিদ্বিত্তি’ তস্মাৎ অর্থাৎ সংশয়ের বাচ্য ব্রহ্ম হইতে। ‘আপেক্ষিকমিত্তি’ যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যো—‘অমৃতা দিবৌকসঃ’ এই উক্তির অন্তর্গত অমৃত শব্দে দেবতাদিগের অমৃতত্ব আপেক্ষিক বুঝাইতেছে সেইরূপ শব্দ হইতে আকাশ অন্ত্যাপেক্ষা অধিক অমৃত—ইহা বুঝাইবে। তস্মাদব্যোমব্যোমজন্মাভ্যুপগম অর্থাৎ নবীন নহে কিন্তু পূর্বসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকথা—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে আকাশের

উৎপত্তিবাচক শব্দের অভাবে এখানে আকাশের উদ্ভব বলা যায় কি প্রকারে? তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঋতিতে যাবতীয় বিকারের বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, ইহার সকলেই অমৃকের পুত্র বলার পর, তন্মধ্যে কতিপয়ের উদ্ভব বলিলেই সকলের উদ্ভব জানা যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে বলার পর, প্রধান-মহত্ত্বাদি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিলে, ব্রহ্ম হইতে ব্যোমাদিরও উদ্ভব অবগত হওয়া যায়।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভূস্তায়মগ্নিঃ পবনঃ থমাদি-

র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।

সর্কেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্কে

যে হেতবন্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥” (ভাঃ ১০।৪০।২)

অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ এবং সমস্ত দেবগণ যাহারা এই জগতের কারণ স্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থ ই তোমার শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বায়ৌ পূর্বোক্তমর্থমতিদিশতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘বায়ৌ ইতি’—বায়ুতে পূর্ব বর্ণিত সিদ্ধান্তের অতিদেশ (নির্দেশের সদৃশ নির্দেশ) করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বায়াবিতি। অতিদেশস্বাতন্ত্র্য পৃথক্ সঙ্গত্যাপেক্ষা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘বায়ৌ ইত্যাদি’ অবতরণিকা ভাষ্য—এই প্রকরণে আকাশের অতিদেশ (সাদৃশ্য কথন) থাকায় আর স্বতন্ত্র সঙ্গতির প্রয়োজন হইল না।

মাতরিশ্বব্যাক্ষ্যানাধিকরণম্,

সূত্রম্—এতেন মাতরিশ্বা ব্যাক্ষাতঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—‘এতেন’ ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি ব্যাক্ষা দ্বারা, ‘মাতরিশ্বা’—বায়ুও, ‘ব্যাক্ষাতঃ’—কার্যরূপে ব্যাক্ষাত হইল অর্থাৎ আকাশপ্রিত বায়ুও উৎপত্তিশালী বলা হইল ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এতেন বিয়জ্জন্মব্যাক্ষ্যানেন মাতরিশ্বা তদা-
শ্রিতো বায়ুরপি কার্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি।
বায়ুর্নোৎপত্ততে ছান্দোগ্যেহনুক্তেঃ। অস্ত্যুৎপত্তিঃ “আকাশাদ্বায়ুঃ”
ইত্যুক্তেস্তৈত্তিরীয়কে গোপীপত্তিরমৃতত্বশ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞানুপরোধঃ
“ঐতদান্মিদিং সর্বম্” ইতি সর্বেষাং ব্রহ্মকার্যত্বোক্তেচ্চ
ছান্দোগ্যেহপি বায়োরুৎপত্তিবোধ্যেতি সিদ্ধান্তঃ। অমৃতত্বং তাপেক্ষি-
কমিত্যুক্তম্। যোগবিভাগস্তেজঃ-সূত্রে মাতরিশ্বপরামর্শার্থঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বর্ণন দ্বারা মাতরিশ্বা—সেই আকাশপ্রিত বায়ুও কার্যরূপে নিরূপিত হইল, ইহাই অর্থ। এই অধিকরণেও এইরূপ পঞ্চাঙ্গ যোজনীয়। যথা বায়ু—
বিষয়, সংশয়—‘বায়ুঃ উৎপত্ততে ন বা’ বায়ু উৎপন্ন হয় কিনা? পূর্বপক্ষ—
‘বায়ুর্নোৎপত্ততে’ বায়ু উৎপন্ন হয় না, হেতু—ছান্দোগ্যে অনুক্তেঃ—ছান্দোগ্য
ঋতিতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। যদি বল—হাঁ, আকাশ হইতে
তাহার উৎপত্তি আছে, প্রশ্ন—‘আকাশাদ্বায়ুঃ’ আকাশ হইতে বায়ু
সম্ভূত হইল—এই তৈত্তিরীয়ক ঋতি, তাহাও নহে, যেহেতু ঐ উৎপত্তি-ঋতি
গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক, মুখ্য নহে; তাহার প্রশ্ন ‘বায়ুশাস্ত্রিকৈতদমৃতম্’
—এই বৃহদারণ্যক ঋতি। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই,—না, গৌণী উৎপত্তি নহে,
‘যেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি’ এই প্রতিজ্ঞা বক্ষার অনুরোধে
বায়ুর উৎপত্তি মানিতে হইবে; তদ্বিনি ‘ঐতদান্মিদিং সর্বম্’ প্রধান প্রভৃতি
সমস্ত বিকার এই ব্রহ্মস্বরূপ—এই ঋতি বাক্যদ্বারা সমস্ত বিকারের ব্রহ্ম হইতে
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। অতএব ছান্দোগ্য ঋতি-মতেও বায়ুর উৎপত্তি

বোদ্ধব্য। তবে যে বায়ু-সম্বন্ধে অমৃতত্ব বলা হইয়াছে, উহা আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্ত্য বিকারের মত নহে; ইহার অমৃত এই অভিপ্রায়ে।—ইহা আকাশ-নিরূপণে বলিয়াছি। এই সূত্রটি যে পূর্ব সূত্রের সহিত যুক্ত না করিয়া পৃথগ্ভাবে বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—‘তেজোহতন্তথাহাহ’ এই সূত্রে মাতবিশ্বা শব্দের অল্পবৃদ্ধি বা সম্বন্ধের জ্ঞান ॥ ৭ ॥

সূত্রটীকা—এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়োকংপতিন্ শ্রুতা। তৈত্তিরীয়কে তু শ্রুতং। অতন্তয়োর্বিরোধঃ। সমাধানম্বত্র ব্যক্তীভাবি। তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—‘এতেনেতি’ সূত্রব্যাখ্যা দ্বারা—ছান্দোগ্যোপনিষদে বায়ুর উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে তাহা শ্রুত হইতেছে, অতএব এই দুইটি শ্রুতির বিরোধ, ইহার সমাধান—এই সূত্রে ব্যক্ত হইবে। অতএব বিরোধ নাই ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকথা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি-কথনের দ্বারা তদাপ্রতি বায়ুর উৎপত্তিও বলা হইল।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“নভসোহথ বিকূর্মাণাদভূৎ স্পর্শগুণোহনিলঃ।

পরাস্মাচ্ছবাস্যচ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥” (ভাঃ ২।৫।২৬)

অর্থাৎ অনন্তর বিকৃত আকাশ হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হইল এবং কারণরূপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকিতে বায়ুতেও স্পর্শগুণ বর্তমান। বায়ুই দেহধারক, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা-বিধানের হেতু।

আরও পাই,—

“ইতি তেহভিহিতং তাত যথেষদমল্পপৃচ্ছসি।

নাত্তত্ত্বগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥” (ভাঃ ২।৬।৩৩) ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব কাহা হইতেও উৎপন্ন নহেন

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সদেব সৌম্যেদমিত্যাদৌ সন্দেহান্তরম্। সদ্ভ্রূপাণ্যুৎপত্ততে ন বেতি। কারণানামপি প্রধান-মহাদাদীনামুৎপত্ত্যভিধানাং সদণ্যুৎপত্ততে তস্যাপি কারণত্বাবিশেষাদিত্যেবং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ‘সদেব সৌম্যেদমগ্রাসীৎ’—এই শ্রুতান্ত বিষয়ে দ্বিতীয় সন্দেহ যথা—সদ্ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কি না? পূর্বপক্ষী বলেন হাঁ, সদ্ভ্রূপও উৎপন্ন হন, যেহেতু প্রধান, মহৎ প্রভৃতি কারণগুলিরও উৎপত্তি কথিত হইতেছে, অতএব সৎও উৎপন্ন হন বলিব; যুক্তি—সমানই, অর্থাৎ কারণরূপ ধর্ম উভয়ের সমান, এইরূপ পূর্বপক্ষে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাগসম্ভাবিতোৎপত্তিকল্পোরপি বিয়দ্বায়ে-রূপপত্তিঃ শ্রুতিবলাতুক্তা। তদ্বৎ ‘জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ’ ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মাপি উৎপন্নং সহেতুত্বাৎ বিয়দবদিত্যত্মমানপুষ্টয়া ব্রহ্মণোহপি কৃতশ্চিদ্বৈতোরূপ-পত্তিরস্মিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাং সদেবেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মাজ্ঞাদিশ্রুতেব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেষু বিরোধোহস্মিতি ন বেতি সংশয়ে ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেব্রহ্মানপোষণে প্রাবল্যাদস্মিতি তয়া সহ বিরোধ ইতি প্রাপ্তে নিরস্তুতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্বপ্রকরণে—যাহাদের উৎপত্তি অসম্ভব, সেই বায়ু ও আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিবলে নিরূপিত হইল। সেই প্রকার ‘জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ’ তুমি জাত হইয়াছ, তুমি বিশ্ব-ব্যাপক। এই শ্রুতিদ্বারা ‘ব্রহ্মাপি উৎপন্নং সহেতুত্বাৎ বিয়দ্বৎ’ ব্রহ্মও উৎপন্ন, যেহেতু তাহার কারণ আছে, যেমন আকাশ; এই অত্মমান সহকৃত উক্ত শ্রুতিদ্বারা সদ্ ব্রহ্মেরও কোনও এককারণ হইতে উৎপত্তি স্বীকৃত হউক; এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা বলিতেছেন—‘সদেব সৌম্যেদম্’ ইত্যাদি গ্রন্থোক্ত ব্রহ্ম-বিষয়, তাহাতে সংশয় এই—কোনও শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম অজ, উৎপত্তিহীন, আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়, এই উভয় শ্রুতির বিরোধ হইতেছে কি না? পূর্বপক্ষী বলেন যে শ্রুতি ব্রহ্মোৎপত্তির সাধক, তাহা অত্মমান সাহায্যে দৃঢ় হওয়ায় প্রবলতা হেতু সেই শ্রুতির সহিত অজ-ব্রহ্ম-শ্রুতির বিরোধ হইবে, এই পূর্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাস করিতেছেন—

অসম্ভবাবিকরণম্,

সূত্রম্—অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’ ঐ শব্দ করিতে পার না, অথবা ইহা নিশ্চিত যে ‘সতোহসম্ভবঃ’ সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই, কারণ কি? ‘অনুপপত্তেঃ’ অনন্তত্ব হেতু, কি প্রকার? যেহেতু কারণ না থাকিলে উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্মের কোনও কারণ নাই, অতএব উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্ক্যচ্ছেদে নিশ্চয়ে বা । সতো ব্রহ্মণঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিনৈবাস্তি । কৃতঃ? অনুপপত্তেঃ । হেতুবিরহিণস্তস্য তদযোগাদিত্যর্থঃ । অত এবং ঋতিরাহ “স কারণং কারণাধিপা-ধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ইতি । ন চ কারণত্বা-দুৎপত্তিমদিত্যনুমাণ্যঃ শক্যং ঋত্যানুমানবাধাৎ । মূলকারণস্ত স্বীকার্যত্বাস্তদভাবেনবস্থাপাতাচ্চ । যন্মূলকারণং তৎত্বমূলমেব । মূলে মূলভাবাদিতি । ইহ ব্রহ্মোৎপত্তিশঙ্ক্যাপরিহারেণৈব জ্ঞাপ্যতে । ব্রহ্মৈব পরমকারণত্বাদুৎপত্তিশূন্যং তদন্তদব্যক্তমহাদাদিকন্ত সর্বমুৎপত্তিমদেব । খাদিজন্মনিরূপণং তদাহরণার্থমিতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘অসম্ভবস্ত’ ইত্যাদি সূত্রে সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত শব্দা নিরাসার্থ, অথবা নিশ্চয়ার্থে । সতঃ ইত্যাদি নিত্য ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না । কারণ কি? অনুপপত্তেঃ—অযৌক্তিক বলিয়া । হেতু-বিরহিণস্তস্য এই ভাষ্যে । যাহা হেতুরহিত তাহার উৎপত্তি হয় না; তাহা নিত্য, ইহাই অর্থ । সদ্ ব্রহ্মের যে হেতু নাই এ-বিষয়ে ঋতি দেখাইতেছেন ‘স কারণ-মিত্যাদি’ এইজন্ত ঋতিও এইরূপ বলিতেছেন—‘স কারণং কারণাধিপাধিপঃ...ন চাধিপ ইতি’ সেই পরমেশ্বর সকলের কারণ এবং সকল কারণাধিপতির অধিপতি, তাহার কেহ উৎপাদক নাই, তাহার অধিপতিও কেহ নাই । যদি বল, ‘সদ্ উৎপত্তিমৎ কারণত্বাৎ’ এই অনুমান দ্বারা সত্যের উৎপত্তি অনুমান করা যাইবে, তাহাও নহে; যেহেতু ঋতিদ্বারা অনু-

মানের বাধ হইবে । একটি আদিকারণ অবশ্যই স্বীকার্য, তাহা স্বীকার না করিলে অনবস্থা হইয়া পড়ে । যিনি মূল কারণ হইবেন তাহার আর কারণ থাকিবে না । তাহাই সূত্রকার বলিয়াছেন ‘মূলে মূলভাবাৎ’ মূল-কারণের আর কারণ থাকিতে পারে না । এই অধিকরণে ব্রহ্মের উৎপত্তি বিষয়ে শঙ্কা পরিহার দ্বারা এইরূপ বোধিত হইতেছে যে ব্রহ্মই প্রধান কারণ, অতএব উৎপত্তি শূন্য, তদ্বিত্তি প্রধান, মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব সমস্তই উৎপত্তি বিশিষ্ট । আকাশাদির জন্ম-নিরূপণ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অত্যা তত্ত্ব যে উৎপত্তিমান, তাহার উদাহরণের জন্ত ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসম্ভববৃত্তি । হেতুবিরহিণস্তস্তেতি । যদি হেতুবি-রহিতং সঙ্গপং তন্মিত্যম্ । যত্নম্—সদকারণং যৎ তৎ নিত্যমিতি । সতো ব্রহ্মণো হেতুবিরহে ঋতিমাহ স কারণমিতি । এতয়া ঋত্যানুমান-বাধাৎ জাতো ভবসীতি ঋতিস্ত দুর্বলী সতী শক্তিদ্বয়দ্বারা জগদাকার-পরিণতিমেব ক্রয়ান্ন তু স্বরূপৈক্যচিহ্নিকারলেশমপীতি ন কোহপি বিরোধ-গন্ধঃ । বিপ্রতিপত্তৌ সমমাবয়োদুর্গমমিত্যাহ মূলকারণস্তেত্যাদি ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অসম্ভববৃত্তিাদি সূত্র । ‘হেতুবিরহিণস্তেত্যাদি’ ভাষ্য—যাহা হেতুশূন্য সংস্করণ তাহা নিত্য । যেহেতু কথিত আছে, যাহা সং অথচ কারণহীন তাহা নিত্য, সদ্ ব্রহ্মের যে কারণ নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঋতি বলিতেছেন—‘স কারণং কারণাধিপাধিপঃ’ ইত্যাদি এই ঋতিদ্বারা অনুমানের বাধহেতু ‘জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ’ এই ঋতি দুর্বল হইয়া পড়িল, তবে ঐ ঋতির গতি কি? তাহা বলিতেছেন যে, দুইটি শক্তি (প্রধান শক্তি ও জীব শক্তি) দ্বারা ব্রহ্ম জাত অর্থাৎ জগদাকারে পরিণত তাহাই বুঝাইবে, স্বরূপতঃ এক্যবিশিষ্ট চিহ্নিকার বিকার লেশমাত্রও নাই, এই তাৎপর্যে কোন বিরোধ গন্ধ নাই, বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বিরোধেতে বাদী-প্রতিবাদী আমাদের উভয়ের সমানই দোষ, ইহার উত্তরে ‘মূলকারণস্ত স্বীকার্যত্বাদিত্যাদি’ গ্রন্থভাষ্যকার বলিতেছেন ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ (ছাঃ ৬।২।১) ছান্দোগ্যের এই সূত্র ধরিয়া যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে সংস্করণ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কিনা? পূর্বপক্ষী বলেন যে, মহাদাদি কারণসমূহও যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখন কারণ হিসাবে অবিশেষ ব্রহ্মও উৎপন্ন হউন; এইরূপ

পূর্বপক্ষ নিরসন পূর্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব, কারণ ইহার উপপত্তি নাই অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততার অভাব।

ব্রহ্মের উৎপত্তি যে সম্ভবপর নহে, তাহার যুক্তি ভাষ্যকার দেখাইতেছেন যে, কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ সূতরাং তাহার কারণ বা প্রভু কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—“স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্ত কচ্ছিক্কনিতা ন চাধিপঃ” (শ্বে: ৬।২) “তস্মাদ্ধা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ। আকাশাধ্বায়ঃ বায়োরগ্নিঃ।” ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।৩) পাওয়া যায় কিন্তু ব্রহ্ম কাহা হইতেও উৎপন্ন হইয়াছেন, এরূপ শ্রুতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থানু চরিসু চ।

ভগবদ্রূপমখিলং নাশ্রুত্বস্থিহ কিঞ্চন ॥

সর্কেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।

তস্মাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতৎস্তু রূপাত্মন ॥”

(ভা: ১০।১৪।৫৬-৫৭)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাশ্রক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব কারণ-কারণ ও (কার্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য-কোন বস্তু নাই। যাবতীয় বস্তুর কারণ, প্রধান, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণের কারণ-স্বরূপ। অতএব কৃষ্ণ-সম্বন্ধরহিত কি আছে, তাহা নিরূপণ করিতে পার কি?

আরও পাই,—

“যত্র যেন যতো যস্ত যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।

স্তাদিহং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥” (ভা: ১০।৮।৫।৪)

ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিল্ডঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (৫।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।

সর্বাবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥” ৮।

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং শ্রুতিবিরোধং পরিহারতি। “তত্তেজোহসৃজত” ইতি ব্রহ্মজজ্ঞং তেজসঃ শ্রুতম্। বায়োরগ্নিরিতি তু বায়ুজজ্ঞম্। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্যা আনন্তর্য্যার্থত্বস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রহ্মজ্ঞং তদिति প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে প্রসঙ্গাধীন মতবিরোধের মীমাংসা করিয়া অগ্নি-বিষয়ে যে শ্রুতি-বিরোধ আছে, তাহার পরিহার করিতেছেন—অগ্নি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা বায়ু হইতে জাত এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন—উভয় পক্ষেই শ্রুতি-প্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মজাতপক্ষে যথা ‘তত্তেজোহসৃজত’ সেই সদ্ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিল, ইহার দ্বারা অগ্নির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। আবার ‘বায়োরগ্নিঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি ‘বায়ু হইতে অগ্নি হইল’ বলিতেছেন। এই বিরোধে পূর্বপক্ষী বলেন—‘বায়োরগ্নিঃ।’ এই শ্রুতিতে বায়ুর অপাদানকারকে পঞ্চমী নহে অর্থাৎ বায়ু হইতে তেজ হইয়াছে, ইহা নহে। কিন্তু আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী অর্থাৎ বায়ুর পর তেজ হইয়াছে, অতএব আনন্তর্য্য অর্থে বাচকত্বেরও সম্ভব হেতু তেজ ব্রহ্মজ বলিব, এই পূর্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ছান্দোগ্যে ব্রহ্মজ্ঞং তেজঃ তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুজ্ঞং তদিত্যনয়োর্বিরোধোহন্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাচনিকবাদস্ত বিরোধ ইতি প্রত্যাধারণসঙ্গত্যাভ্যাতে এবমিত্যাदि। বক্ষ্যমাণেন তেজসঃ প্রাক্ বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কচ্ছিং বিরোধ ইতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজকে ব্রহ্মজ বলা হইয়াছে আবার তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বায়ুজ বলা আছে, এই উভয় উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন—যখন উভয়টি বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনপ্রাপ্ত, তখন বিরোধ হউক; এই প্রত্যাধারণ-

সঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে—এবমিত্যাদি বাক্যদ্বারা। কিন্তু এখানে বোধব্য কিছু আছে পরে বলিবেন, ‘তেজের পূর্বে বায়ুর স্থাপন দ্বারা আর কোন বিরোধ থাকে না’।

তেজোহতস্তথা হ্যহ ॥ ৯ ॥

সূত্রম্—তেজোহতস্তথা হ্যহ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—‘হ্যহঃ’—এই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো মাতরিশ্বনঃ সকাশাদাকশঃ উৎপত্ততে। তথাহি শ্রুতিরাহ—“বায়োরগ্নিঃ” ইতি। ইদমত্র বোধ্যম্। অনু-বর্তমানসমুত্তশকাঙ্কিতত্বেন বায়োরিতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্বমেব মুখ্যং কণ্ঠহ্যৎ। আনন্তর্য্যার্থত্বং তু ভাক্তং কল্প্যহ্যৎ। ততশ্চ মুখ্যমেব গ্ৰাহ্যহ্যাদ্ গ্রাহ্যম্। এবমপি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা ব্রহ্মজজ্ঞঃ ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—এই বায়ু হইতে তেজঃ (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। সে কথা শ্রুতি বলিতেছেন—‘বায়োরগ্নিরিতি’ বায়ু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। এখানে ইহা জ্ঞাতব্য—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদান্ননঃ সকাশাদাকশঃ সমুত্তঃ” এই শ্রুত্যুক্ত সমুত্ত পদটি এস্থলে অনুবৃত্ত তাহার সহিত ‘বায়োঃ’ পদের অর্থ, স্তবরাং অপাদানার্থে পঞ্চমী বিভক্তিই সঙ্গত, যেহেতু কণ্ঠত্ব (সিদ্ধত্ব) নিবন্ধন উহা মুখ্য, আর আনন্তর্য্যার্থে পঞ্চমী কল্পনীয়, কল্পনীয় অপেক্ষা কণ্ঠের গুরুত্ব আছে। অতএব কল্পনীয় হওয়ায় আনন্তর্য্যার্থ টি গোণ (অপ্রধান), তাহা হইলে মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য, যেহেতু উহা যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলেও পরে বক্তব্য যুক্তি-অনুসারে তেজের ব্রহ্মজ্ঞত্ব বলিলেও বিরোধ হইবে না ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—তেজ ইতি। অনুবর্তমানেনিতি। তস্মাৎ বা এতস্মাদান্নন আকাশ ইত্যাদৌ পৃথিব্যা ওষধয় ইত্যন্তে হেতুপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কস্মাৎ ক্রমার্থা পঞ্চমীভাসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যার্থত্বমিতি। ভাক্তং গোণম্। বায়ুনন্তরং

তেজ ইতি পদান্তরকল্পনপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। এবমপিতি। বক্ষ্যমাণপঞ্চমীভাসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিস্ত তদভিধানাদিতি স্ত্রোত্রোক্তা দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—‘তেজ’ ইত্যাদি সূত্র। অনুবর্তমান সমুত্ত শকাঙ্কিতত্বেন ইতি—‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদান্নন আকাশঃ সমুত্তঃ’ ইত্যাদি ‘পৃথিব্যা ওষধয়’ ইত্যন্ত শ্রুতিবাক্যে হেতুবাচক পঞ্চমী জ্ঞাত হওয়ায় তাহার মধ্যে পতিত বায়ুশব্দে পঞ্চমী কি যুক্তিতে আনন্তর্য্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? ইহা অসঙ্গতই—এই তাৎপর্য্য। আনন্তর্য্যার্থমেব ভাক্তং—গোণ (অপ্রধান) অর্থাৎ তাহাতে ‘বায়ুনন্তরং তেজঃ’ এইরূপ অনন্তর পদের কল্পনা হইয়া পড়ে—এই অর্থ। ‘এবমপি’—হেতৌ পঞ্চমী হেতু বায়ু তেজের কারণ এই পঞ্চমী বক্ষ্যমাণ যুক্তি-অনুসারে অসঙ্গত ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই প্রকারে প্রাসঙ্গিক মতবিরোধ মীমাংসা করতঃ তেজের (অগ্নির) বিষয় যে শ্রুতিবিরোধ আছে, তাহার নিরাস করিতেছেন। ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—“তত্তেজোহসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত” (ছাঃ ৬।২।৩) ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদান্নন আকাশঃ আবীর তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদান্নন আকাশঃ সমুত্তঃ। আকাশাব্যয়ঃ। বায়োরগ্নিঃ।” (তৈঃ ২।১।৩)। এ-স্থলে সংশয় এই যে, তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন? কিংবা বায়ু হইতে উৎপন্ন? পূর্বে পঞ্চমী বলেন—তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নই বলিব; কারণ বায়ুতে যে পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে, উহা অপাদানে নয়, উহা অনন্তর অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বেদ বলিয়াছেন। যথা—“বায়োরগ্নিঃ”। ছান্দোগ্যের এই সূত্রে ‘সমুত্তঃ’ পদের সহিত সকলগুলিই অধিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, “আত্মা হইতে আকাশ” এ-স্থলে অপাদানার্থেই পঞ্চমী ধরা হয়, স্তবরাং “বায়ু হইতে অগ্নি” এ-স্থলেও অপাদান-অর্থ মুখ্য। আনন্তর্য্যার্থ গোণই। অতএব গ্ৰাহ্যসঙ্গত বিচারে মুখ্যার্থই গ্রহণীয়। তাহা হইলেও বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিলেও বিরুদ্ধ হইতেছে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বায়োরপি বিকুর্বাণাং কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।

উদপত্তত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥”

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “ভূস্তোয়মগ্নিঃ”—(ভা: ১০।৪০।২) শ্লোকও আলোচনা করা যাইতে পারে ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাপ্যমুৎপত্তিমাহ। তত্র যদ্যভয়ত্রা-
প্যগ্নেবেব তদুৎপত্তিরুক্তা তথাপি বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি
কস্তুচিৎ শঙ্কা স্যাৎ। তামপনেতুং সূত্রারম্ভঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন—সে-
বিষয়ে যদিও উভয় শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে অগ্নি
হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুণ্ডকোপনিষদে
ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি কথিত হওয়ায় বিরুদ্ধ, অর্থাৎ দাহক সেই তেজ
হইতে জলের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পারে, সেই
শঙ্কার নিবৃত্তির জগু এই সূত্রের আরম্ভ হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অখোন্তরয়োঁয়য়োঁসন্নিলক্ষণা সঙ্গতি-
স্তেজসো বায়ুজ্বোক্তানন্তরং জলপৃথিব্যোরব ধীহৃৎ আৎ অথৈত্যাতি। তস্মা-
দিতি। মুণ্ডকেহপাং ব্রহ্মজহ্মুক্তম্। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঁস্ত তেজোজহ্ম।
তদনয়োঁবিরোধো ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাদ্বিরোধ ইতি প্রাপ্তে আপ ইতি
বক্ষ্যমাণযুক্ত্যাপ্যমপি ব্রহ্মজহ্মাদবিরোধো বোধ্যঃ। যত্বেপ্যমগ্নিদাহত্বান তজ্জহ্মং
সম্ভবেদিত্যাহস্তন্ন ত্রিৎকৃতয়োঁস্তয়োঁদাহকদাহভাবে সত্যপ্যত্রিৎকৃতয়োঁস্তদ-
ভাবাৎ। উভয়ত্র তৈত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ। বিরুদ্ধাদিতি দাহকত্বেনেতি
জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর বক্ষ্যমাণ দুইটি অধিকরণের
বুদ্ধিসামিধারূপ সঙ্গতি আছে, যেহেতু অগ্নির বায়ু হইতে উৎপত্তির কথা বলিবার
পর জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি-বিষয়ে প্রশ্ন আসে, এইজগু উভয়ের বুদ্ধি-
সামিধা। অথৈত্যাতি অবতরণিকাভাষ্য—‘তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতে’ ইহার
তাৎপর্য—মুণ্ডকোপনিষদে জলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বলা আছে, কিন্তু
ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কে জলের উৎপত্তি অগ্নি হইতে শুনা যায়; অতএব
এই দ্বিবিধ উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন—
হাঁ, বিরোধ হইবেই; যেহেতু উভয় উক্তিই বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতি

প্রতিপাদিত, এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী ‘আপঃ’ এই সূত্রদ্বারা ও
পরে প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জলেরও ব্রহ্মভবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় কোনও
বিরোধ নাই জানিবে। তবে যে কোন কোনও বাদী বলেন যে, জল
যেহেতু অগ্নির দ্বারা দাহ্য অর্থাৎ শোষণীয় অতএব উভয়ের কার্য-
কারণভাব থাকিতে পারে না, যাহারা এক প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাদেরই
কার্যকারণভাব জ্ঞাতব্য, সে মতও ঠিক নহে, কারণ-ত্রিৎকৃত স্থলে
তাহাদের দাহদাহকভাব থাকিতে পারে; কিন্তু যখন অত্রিৎকৃত
অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের দাহদাহকভাব নাই। উভয়ত্র—অর্থাৎ
তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে। ‘বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ ইতি’ দাহকত্ব হেতু বিরুদ্ধ অগ্নি
হইতে, এই অর্থ জ্ঞাতব্য।

অবধিকরণম্

সূত্রম্—আপঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—এই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, যেহেতু ‘তদপোহমৃজত’ শ্রুতি
সেই কথাই বলিতেছেন ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতস্তথাহাহেত্যনুবর্ততে। আপোহতস্তেজস
উৎপদ্যন্তে। হি যতস্তথা শ্রুতিরাহ ‘তদপোহমৃজতেত্যগ্নেরাপ’
ইতি চ। ন হি বাচনিকেহর্থে ত্রায়োহবতরতি। ছান্দোগ্যে
তুপাদিকা যুক্তিরপি দৃশ্যতে। “তস্মাৎ যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে
বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্ত” ইতি ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব সূত্র হইতে ‘অতস্তথাহাহ’ এই অংশ টুকুর এই
সূত্রে অল্পবৃত্তি ধরিয়া সমুদার্য হইতেছে জল এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন
হয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছে যথা—‘তদপোহমৃজত’ অগ্নি জল
সৃষ্টি করিল। আবার ‘অগ্নেরাপঃ’ অগ্নি হইতে জল জন্মিল—এই শ্রুতিও
আছে। ইহা প্রত্যক্ষশ্রুতি, ইহা দ্বারা অভিহিত বিষয়ে ত্রায়ের
(অধিকরণের) অবতারণা হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, ছান্দোগ্য-

উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে উপপাদক যুক্তিও দেখা যায় যথা—‘তস্মাৎ যত্র কচ শোচতি’ ইত্যাদি—সেই জন্ত আস্ত্রা যে কোনও ক্ষেত্রে শোক করে, অথবা স্বেদাক্ত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই, অতএব সেই অগ্নিকে অধিকার করিয়া জল উৎপন্ন হইতেছে—এই কথা ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আপ ইতি । স্মৃটার্থম্ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—‘আপঃ’ সূত্রটির ও তাহার ভাষ্যের অর্থ স্মৃষ্ট ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর জলের বিষয় বলিতেছেন যে, যদিও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে,—“অগ্নেরাপঃ” (তৈ: ২।১।৩) এবং ছান্দোগ্যেও আছে,—“তদপোহসৃজত” (ছা: ৬।২।৩) কিন্তু মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়ানি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বশ্চ ধারিণী”—(মু: ২।১।৩) । এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায়, তেজ হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন । ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি বলিয়াছেন ; এ-স্থলে বাচনিক বিষয়ে স্মারের অবতারণা হইতে পারে না । এতদ্ব্যতীত ছান্দোগ্যে তদুপপাদিকা যুক্তিও দেখা যায় । যে সময় কোন পুরুষ শোক করেন, তখন তাঁহার অশ্রু পতিত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই হইয়া থাকে, স্তবরাং অগ্নি হইতে জল উৎপত্তি হইতে পারে । যদি কেহ বলেন যে, জল ও অগ্নি বিরুদ্ধ পদার্থ ; দাহ ও দাহক-সম্বন্ধবিশিষ্ট । স্তবরাং এক প্রকৃতি সম্পন্ন না হইলে কার্য্যকারণভার থাকিতে পারে না । এই বিচারও সঙ্গত নহে । এ-বিষয়ে টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“তেজসস্ত বিকুরাণাদাসীদস্তো রসাত্মকম্ ।

রূপবৎ স্পর্শবচ্চাস্তো ঘোষবচ্চ পরাশ্রয়াৎ ॥” (২।৫।২৮)

অর্থাৎ তেজের বিকার হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া ছিল । জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণতরূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের যথাক্রমাহুযায়ী-ধর্ম শব্দ, স্পর্শ ও রূপ রসাত্মক জলে পাওয়া যায় ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—“তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্মাঃ স্মাম প্রজায়ে-মহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত” ইত্যত্র বিচারান্তরম্ । কিমনেনান্নশব্দেন যবাদিকং গ্রাহ্যং কিংবা পৃথিবীতি । “তস্মাৎ যত্র কচন বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যম্নাত্মং জায়ত” ইতি তত্রৈব যুক্তিপ্ৰদর্শনাচ্চেষ্ট যবাদিকমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘তা আপ ঐক্ষন্ত...অসৃজন্ত’—জল ধ্যান করিল অর্থাৎ সঙ্কল্প করিল আমি বহু হইয়া ব্যক্ত হইব, উৎপন্ন হইব, পরে জল অন্ন সৃষ্টি করিল । এই শ্রুতিতে আর একটি সমীক্ষা হইতেছে—এই শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দ দ্বারা বাচ্য অর্থ কে ? যবাদি শস্ত ? অথবা পৃথিবী (ভূমি) ? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন—ইহা শস্ত অর্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু শ্রুতি সে-বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন—‘যথা তস্মাদিতি...অন্নাচ্চ জায়তে ইতি’ সেইহেতু যে কোন ভূমিতে দেবতা বর্ষণ করেন, তাহাই প্রচুর পরিমাণ অন্ন হয় স্তবরাং জল হইতে অন্নের উৎপত্তি, সেই জলকে আশ্রয় করিয়া অন্ন প্রভৃতি জন্মে, এইরূপ উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অন্ন শব্দের অর্থ—যবাদি শস্ত । এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—তা আপ ইতি । তস্মাদিতি । মুণ্ডকে পৃথিব্যা ব্রহ্মজজ্ঞং তৈত্তিরীয়কে স্বব্জজম্ । তদনয়োর্বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে বাচনিকস্বাং বিরোধে প্রাপ্তে বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা তস্মাচ্চ ব্রহ্মজজ্ঞাদবিরোধো ভাব্যঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘তা আপ’ ইত্যাদি । তস্মাদ্ যত্র কচন ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদে পৃথিবীকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে কিন্তু পৃথিবী জলজাত বলিয়া নির্দিষ্ট, অতএব এই দুই উক্তির বিরোধ আছে কিনা ? এই সন্দেহের মীমাংসায় পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—যখন দুইটিই শ্রুতিতে উক্ত, তখন বিরোধ আছে, এই মতের সমাধানকল্পে পরে কথিত যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর ব্রহ্মভবতানিবন্ধন বিরোধ নাই ; ইহা জানিবে ।

পৃথিব্যাধিকরণম্,

সূত্রম্—পৃথিব্যাধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবীই গ্রহণীয়, যেহেতু ‘অধিকাররূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ’—‘তত্ত্বজ্ঞোহসৃজত’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি-কথা অধিকৃত হইয়াছে এবং অন্ন পৃথিবীরূপ-নিবন্ধন ও ‘অন্ম্যঃ পৃথিবী’ এইরূপ শ্রুতিতে স্পষ্ট পৃথিবী শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পৃথিব্যেব গ্রাহ্য ন তু যবাদিঃ। কুতঃ? অধিকারেত্যাদেঃ। ‘তত্ত্বজ্ঞোহসৃজত’ ইতি মহাভূতানামেবাধিকারায় যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যোতি পার্থিবরূপস্যেব ‘অন্ম্যঃ পৃথিবী’ ইতি শ্রুত্যন্তরা-চ্চেত্যর্থঃ। এবং সতি তস্মাৎ যত্র কচনেত্যাদিকং তু হেতুফল-য়োরৈক্যবিরক্ষয়া সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘অন্ন’ শব্দের অর্থ পৃথিবী (ভূমি)ই গ্রাহ্য, যব প্রভৃতি শস্য নহে। কি কারণে? উত্তর—‘অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ’—যেহেতু ‘তত্ত্বজ্ঞোহসৃজত’ সেই সদ্ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদিরূপে মহা-ভূতগুলির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ‘যাহা কৃষ্ণরূপ উহা অন্নের’—এ-কথায় পৃথিবীরূপই প্রতীয়মান হইতেছে এবং অগ্নি শ্রুতিও আছে যথা—‘অন্ম্যঃ পৃথিবী’ জল হইতে পৃথিবী হইল, এই কথায় ভূমিকেই বুঝাইতেছে। ইহা হইলে ‘তস্মাৎ যত্র কচনেত্যাদি’ শ্রুতিবাক্য হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ-কার্যের অভেদ বিবক্ষায় যোজনীয় ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—পৃথিবীতি। যত্ন তু তা অন্নমসৃজন্তেত্যাদ্রাশব্দো যবাদিপর্বো ভবতীতি পূর্বপক্ষে তস্মাৎ যদ্রেতি শ্রোতী যুক্তির্দর্শিতা তাং সমাদধাতি এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকার্যয়োঃ পৃথিবীযবাদিকয়োরভেদং বিব-ক্ষিত্বৈত্যর্থঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেনপি সা লভ্যেতৈবেতি ন কোহপি বিরোধলেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—পৃথিব্যাধিকার ইত্যাদি সূত্র। এইখানে পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন ‘তা অন্নমসৃজন্ত’ এই শ্রুত্যুক্ত অন্ন-শব্দ যবাদি শাস্ত্রবাচক হইবে এবং শ্রোতী যুক্তিও দেখাইয়াছেন যথা ‘যত্র কচন বর্ষতীত্যাদি, তাহার সমাধান করিতেছেন—এবং সতীত্যাদি বাক্যে। হেতুফলয়োঃ কারণ-কার্যের অর্থাৎ পৃথিবীরূপ কারণের ও কার্য-যবাদি শাস্ত্রের অভেদ বিবক্ষা করিয়া এই তাৎপর্য; তাহার ফলে পৃথিবী-পদস্থানে যবাদি উল্লেখ করিলেও সেই পৃথিবীই গৃহীত হইবে; এই হেতু কোনও বিরোধলেশ নাই—এই অভি-প্রায় ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—“তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্মাঃ স্তাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত” (ছাঃ ৬।২।৪)। এ-স্থলে পাওয়া যায়, যেতাকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—“এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সং-রূপেই বর্তমান ছিল, সেই সংস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন—‘আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব’, অনন্তর তেজঃ সৃষ্ট হইল। তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে অন্ন সৃষ্ট হইল।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” (মুঃ ২।১।৩) অর্থাৎ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেই সর্ববস্তুর উৎপত্তি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,—তস্মাদ্ধা এতস্মাদান্নান আকাশঃ সজ্জতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ব্যঃ পৃথিবী। (তৈঃ ২।১।৩)।

পূর্বপক্ষী যদি ‘অন্ন’ শব্দে যবাদি শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে তদন্তরে বলিতেছেন যে, অধিকার, রূপ এবং অগ্নি শব্দ হইতে অন্ন-শব্দে এ-স্থলে পৃথিবীকেই পাওয়া যায়। এ-স্থলে মহাভূতগণের অধিকার, অন্নের কৃষ্ণরূপ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির ‘অন্ম্যঃ পৃথিবী’ শব্দান্তর প্রভৃতির দ্বারা অন্ন-শব্দে পৃথিবীকেই ধরিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“রসমাত্রাদ্বিকুর্বাণাদন্তসো দৈবচোদিতাং।

গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ভ্রাণন্ত গন্ধগঃ ॥”

(ভাঃ ৩।২৬।৪৪) ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিয়দাদিক্রমেণ তত্ত্বসৃষ্টিবিমর্শো বিসং-
বাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহাদিরূপেণ তদ্বিমর্শস্ত জন্মাদি-
সূত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তস্মিন্ বিশেষঃ বক্তুমারভতে। সুবা-
লোপনিষদি পঠ্যতে। “তদাহঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন
সন্নাঙ্গ সদসদিত্তি তস্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসো ভূতাদির্ভূতাদে-
রাকাশমাকাশাদ্ব্যূর্বাযোরগ্নিরগ্নেরোপোহন্ত্যঃ পৃথিবী তদগুমভবৎ”
ইতি। ইহ তমআকাশয়োরন্তরালেহক্ষরাব্যক্তমহত্ত্বাদিতন্মাত্রেন্দ্রি-
য়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি। সন্দঙ্ঘা সর্বাণি ভূতানি পৃথিব্যপু প্রলীয়তে।
আপস্তেজসি লীয়ন্তে। তেজো বায়ো বিলীয়তে। বায়ুরাকাশে
বিলীয়তে। আকাশমিন্দ্রিয়েষ্মিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ
বিলীয়ন্তে। ভূতাদির্দহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে। অব্যক্ত-
মক্ষরং বিলীয়তে। অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি
পরস্মিন্। পরস্মাৎ ন সন্নাঙ্গ সদসদিত্ত্যগ্রিমলয়বাক্যানুরোধাতঃ।
এতচ্চাপাততো বস্তুতস্ত ভূতাদিশব্দেনাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ। তস্মাৎ সাত্ত্বি-
কাং মনো দেবতাশ্চ। রাজসাদিন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্র-
দ্বারাকাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যানুসারাৎ। ত্রীগোপালোপনিষদি চ—
“পূর্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং
তস্মাদক্ষরং মহান্ মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদহঙ্কারং পঞ্চ তন্মাত্রাণি
তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি” ইতি। তত্র সংশয়ঃ। প্রধানা-
দীনি স্থানন্তরতত্ত্বাপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্বৈশ্বর্যাদিত্তি। শব্দ-
স্বরশ্রাৎ স্থানন্তরতত্ত্বাদেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আকাশাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি
লইয়া বিচার করা হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদ মীমাংসার জন্মই। কিন্তু বাস্তব-
পক্ষে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূতাদিক্রমে সৃষ্টি-বিচার
‘জন্মান্তর যতঃ’ এই সূত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তদ্বিষয়ে বৈশিষ্ট্য
বলিবার জন্য সূত্রকার প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। সুবালোপনিষদে

পঠিত হয়—‘তদাহঃ কিং তদাসীৎ’ ইত্যাদি শিষ্টগণ জিজ্ঞাসা করিল—প্রলয়-
কালে কি ছিল? শুক শিষ্টগণকে বলিলেন—তখন সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ
নহে, সেই সদসৎ-বিলক্ষণ তত্ত্ব হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল। তমঃ হইতে ভূতাদি
অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু,
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জন্মিল, এই সমস্ত
একীভূত হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এই ঋতিতে—তমঃ (প্রধান) ও
আকাশ-তত্ত্বোৎপত্তির মাঝে অক্ষর, অব্যক্ত, মহান্, ভূতাদি (অহঙ্কার),
পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়নিচয়, ইহাদের যথাক্রমে উৎপত্তি জাতব্য। প্রলয়কালে
যখন সর্ষ্বগ্নি দ্বারা সর্বভূতের দাহ হইল, তাহার পর পৃথিবী স্বকারণ
জলে প্রলীন হইল, এই প্রকার জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে,
আকাশ ইন্দ্রিয়বর্গে, ইন্দ্রিয়বর্গ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার
মহত্ত্বে, মহান্ অব্যক্তে লীন হইয়া গেল। সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর
তমঃতে, তমঃ পরব্রহ্মে একীভূত হইল। সেই পরপুরুষ হইতে কেহ সৎ
নাই, অসৎ নাই, সদসৎও নাই, এই অণ্ডে বক্ষ্যমান লয়ের অনুরোধে
তমঃ ও আকাশের মধ্যে অক্ষরাদির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এই যে
উৎপত্তিক্রম বলা হইয়াছে, ইহা আপাতহিসাবে। বাস্তবিক পক্ষে
ভূতাদিশব্দবাচ্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার।
তাহার মধ্যে সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী
দেবতার উৎপত্তি। রাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও আকাশাদিপঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি, ইহা বহু ব্যাখ্যাতে
আছে, তদনুসারে বলা হইল। ত্রীগোপালোপনিষদেও এইরূপ বলা আছে—যথা
‘পূর্বং হ্যেকমিত্যাदि’ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও
স্বগত-ভেদরহিত ব্রহ্মতন্মাত্র ছিলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত
অক্ষররূপে ব্যক্ত হইল, সেই অক্ষর হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার, সেই
অহঙ্কার হইতে পাঁচটি তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ও পঞ্চমহাভূত
(ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ, ব্যোম) ; সেই মহাভূত দ্বারা অক্ষর বেষ্টিত হইয়া
থাকেন। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় এই—প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া
পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত তত্ত্বগুলি কি ঠিক নিজে নিজে অব্যবহিত পূর্ববর্তী
তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সর্বৈশ্বর্য হইতে জন্মায়?

এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন, শ্রুতি-শব্দের অভিপ্রায়-অনুসারে বুঝা যায়, নিজ তত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ত্ব হইতেই যথাক্রমে উহার উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বপক্ষীর এই মতের উপর উত্তরপক্ষে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্বেরধিকরণেইমহাভূতশ্রুতী নামবিবোধপ্রতি-
পাদনাং তুল্যবিষয়তা। অথ তেজোকাশাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ বায়ুাদিশ্রুত্বং
প্রতীতম্। তদপবাদেন হরেবেব তত্ত্বংসর্বশ্রুত্বং বর্ণামিত্যপবাদসঙ্গতোদমার-
ভ্যতে। তথাহি কিমবাভিমানিন্যো দেবতা এব স্বতন্ত্রাঃ প্রধানাদীনি
স্বজন্ত্যত হর্ষাধিষ্ঠিতান্তা ইতি সন্দেহে তদাহরিতি। স্ত্রবালশ্রুত্যা স্বাতন্ত্র্যেণ
তান্তানি স্বজন্তীতি প্রতীয়তে। এতন্মাদিতি মৃগকশ্রুত্যা তু হরিবেব
তৎ সর্বং স্বজন্তীতি জ্ঞাতম্। তদেতয়া স্ত্রবালশ্রুত্যা সহ মৃগক-
শ্রুতের্বিরোধে প্রাপ্তে স্ত্রবালশ্রুতাবপি তত্ত্বদধিষ্ঠাতৃত্বা হরেব্বিক্তিত্বাদ-
বিরোধ ইত্যেতমর্থং যদি নিধায়েদম্ভ্যতে অথেষ্যাং। তদাহরিতি। তৎ
গুরুং শিষ্যঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্যমাহ কিং তদ্বিতি। স্রষ্টেঃ পূর্বমবিনাশি
বস্তু কিমাসীদিত্যর্থঃ। এবং পৃষ্টো গুরুরাহ। তস্মৈ স হেতি। তস্মৈ
শিষ্যবর্গায় স গুরুর্হি স্মৃটম্বাচ ন সদিতি। স্রষ্টেঃ পূর্বং যৎ বস্তু আসীৎ
তৎ সৎ স্থূলং তেজোহবন্নরূপং নাসীৎ। নাপ্যসৎ স্রষ্ট্বং প্রধানাদিরূপমাসীৎ।
ন চ সদসদ্বয়রূপমাসীদিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিত্যি চেৎ তত্ত্বদ্বিলক্ষণং তমঃ-
শক্তিকং ব্রহ্মৈব তদাসীদিত্যুক্তিবোধ্য। এতদেব স্মৃটয়মাহ তন্মাদিতি।
স্ববিলীনক্ষেত্রজবুভুক্ষাভূদিতদ্যাং ঈক্ষিততমঃশক্তিকাং ব্রহ্মণস্তমঃ সঞ্জায়তে
তেনাধিষ্ঠিতং সৎ প্রধানশরীরকাক্ষরশক্তিতক্ষেত্রজাভিব্যঞ্জকদশাভিমুখং ভব-
তীত্যর্থঃ। তন্মাদক্ষরাং ক্ষেত্রজাং ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্জায়তে অব্যক্তাং মহানি-
ত্যাং ব্যক্তীভাবি। প্রলয়শ্রুত্যানুসারেণ সর্গশ্রুতাবুনানি তত্ত্বানি নিবেশ্যপি
তেন নিষ্কর্মমুপলভ্যাহৈতচ্চাপাতত ইতি। নিষ্কর্ম দর্শয়মাহ বস্তুতত্ত্বিতি।
অয়মত্র ক্রমঃ। উক্তলক্ষণং তমঃ সঞ্জায়তে। তমসোহক্ষরশক্তিতোহব্যক্ত-
শরীরকঃ ক্ষেত্রজঃ। তন্মাদভিব্যক্তাং ত্রিগুণময়মব্যক্তম্। তন্ম্যাং ত্রিবিধো
মহান। “সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান” ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণং।
মহতন্ত্রিবিধোহহঙ্কারঃ। সাত্ত্বিকাদিজিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা মনশ্চ। রাজসাং
দশেন্দ্রিয়াণি। তামসাং তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি। তত্র শব্দতন্মাত্রদ্বারা
তামসাং তন্মাদাকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রদ্বারাকাশাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রদ্বারা বায়োরগ্নিঃ

রসতন্মাত্রদ্বারাগ্নেরাপঃ গন্ধতন্মাত্রদ্বারাদ্রব্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যম্। অধিষ্ঠাতৃত্বং ব্রহ্মণঃ
সর্বত্র নির্বিশেষং জ্ঞেয়ম্। সংহতৈরেতৈরগুণম্। তত্র বৈরাজঃ পুরুষঃ। তত্র তদন্ত-
র্ধ্যামী নারায়ণঃ। তন্মাত্রিপদে বৈরাজশ্চ ভোগবিগ্রহশ্চতুমুখঃ। ততঃ ক্ষেত্রজানাং
যথাবসরং জন্মেতি। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং সর্বজ্ঞব্যাপ্যাত্মসারিত্বাদিত্যাহ
বহুব্যাখ্যোতি। যথোক্তমেবাদশে—“আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিক-
ল্পিতমিত্যারভ্য ততো বিকুর্বতো জাতো যোহহঙ্কারো বিমোহনঃ। বৈকা-
রিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবিৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদ-
চিন্ময়ঃ। অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জ জ্ঞেয়ে তামসাদিজিয়াণি চ। তৈজসাদদেবতা
আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাং” ইতি। তামসাদর্থঃ পঞ্চভূতলক্ষণঃ তৈজসাদ্রা-
জসাদিজিয়াণি দশ বৈকৃতাং সাত্ত্বিকাদেকাদশ দেবতাঃ, চান্ননশ্চেত্যর্থঃ।
তৃতীয়ে চ—“মহত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাং ভগবদ্বীর্ঘ্যচোদিতাং। ত্রিয়াশক্তিবিহঙ্কার-
জিবিধঃ সমপত্তত। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ। মনসশ্চেজ্জি-
য়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি” ইতি। মনসশ্চেতি চাৎ দেবতানাংকেতি
বোধ্যম্ ক্রমাদিতি চ। প্রলয়শ্রুত্যানুসারাদক্ষরাদিত্রিকবৎ বহুশ্রুত্যানুসারাদহঙ্কা-
রত্রিকাদিকল্পনমিহ জ্ঞেয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রুতান্তরমাহ গোপালেতি।
পূর্বং স্রষ্টেঃ প্রাক্ তন্ম্যাং তাদৃশাং ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং ত্রৈগুণ্যশরীরকমক্ষরং
জীবচৈতন্ত্যং ব্যক্তং ব্যক্ত্যভিমানি (ব্যক্ত্যভিমুখং বা) আসীৎ তন্মাদক্ষরাত্ত-
চ্ছরীরাং ত্রৈগুণ্যাং ত্রিবিধো মহান্ মহতোহহঙ্কারজিবিধস্তন্ম্যাং সাত্ত্বিকাদেবতা
মনশ্চ রাজসাদিজিয়াণি তামসাং তু তন্মাত্রদ্বারকানি খাদীনীতি প্রাথং।
তৈঃ পঞ্চীকৃতৈভূতৈরক্ষরং জীবচৈতন্ত্যমাবৃতং তল্লক্ষশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ।
স্বানন্তরতত্ত্বাব্যবহিতত্বপূর্বতত্ত্বাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব পূর্ব অধিকরণগুলি দ্বারা
মহাভূতের উৎপত্তি শ্রুতিসমূহের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেজন্ত
বিষয়ভেদ কিছুই নাই। তাহার পর সেই সকল তত্ত্বের মধ্যে আকাশাদির
ঈশ্বরনৈরপেক্ষ্য বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি-কর্তৃত্ব প্রতীত হইয়াছে। তাহার
নিরাস দ্বারা শ্রীহরিরই সেই সেই সমস্ত তত্ত্বের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বর্ণন করিতে
হইবে, এই অপবাদসঙ্গতি অনুসারে এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। উক্ত
বিষয়ে সংশয় এই—জল প্রভৃতির অভিমানিনী (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারাই

কি স্বাধীনভাবে প্রধানাদিতত্ত্ব সৃষ্টি করিতেছেন? অথবা শ্রীহরি-
পরিচালিত হইয়া সেই অপ্ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেছে? এই সন্দেহের উপর
পূৰ্বপক্ষীর মত বলিতেছেন—‘তদাহরিত্যা’দী বাক্য দ্বারা। স্ববালশ্রুতিতে
প্রতীত হয় যে, স্বাধীনভাবে সেইসব জলাচ্ছাদিমানিনী দেবতা প্রধানাদিতত্ত্ব সৃষ্টি
করিতেছেন, আবার ‘এতন্মাদিত্যা’দী মুণ্ডকশ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় যে,
শ্রীহরিই সেই সমুদয় তত্ত্ব সৃষ্টি করেন স্ততরাং উক্ত স্ববালশ্রুতির সহিত মুণ্ডক-
শ্রুতির বিরোধ অনিবার্য, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী বলেন, স্ববালশ্রুতিতে যে
অপ্ প্রভৃতিক্রমে প্রধানাদিতত্ত্বের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহাতেও
জলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীহরি বিবক্ষিত, স্ততরাং বিরোধ নাই; এই পক্ষাঙ্গ
অধিকরণ হৃদয়ে রাখিয়া পরে ইহা বলিতেছেন, ‘অথ তস্মিন্ বিশেষং বক্তু-
মারভতে’ ইতি। ‘তদাহরিতি’ সেই তত্ত্ব শিষ্টগণ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—
—জিজ্ঞাস্ত বিষয় বলিতেছেন—‘কিং তদ্বিত্তি’ সেইটি কি? অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে
অবিনাশী বস্তু কি ছিল? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু উত্তর করিলেন—
‘তস্মৈ স হোবাচ’ ইত্যাদি—তস্মৈ—সেই শিষ্টবর্গকে, সঃ—গুরুদেব, হ—
সুস্পষ্টভাবে, উবাচ—বলিলেন, ‘ন স দ্বিত্তি’ সৃষ্টির পূর্বে যে বস্তু ছিল, তাহা সৎ
অর্থাৎ স্থূল তেজ, জল, পৃথিবী স্বরূপ নহে। নাপ্যসদ্বিত্তি—আবার অসৎও নহে
অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রধানাদিতত্ত্বরূপ তত্ত্বও ছিল না অর্থাৎ সৎ, অসৎ এই দুইটি
স্বরূপ বস্তু ছিল না। তাহা হইলে কি ছিল? এই যদি বল, তাহা বলিতেছি—
সৎ-অসৎ ব্যতিরিক্ত তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই তখন ছিলেন। ইহাই গুরুর
উক্তির তাৎপর্য বুঝিবে। ইহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—‘তন্মাৎ তমঃ
সঞ্জায়ত ইতি’ পরমেশ্বরের নিজের মধ্যে প্রলয়কালে বিলীন ক্ষেত্রজ জীবের
ভোগেচ্ছাজন্ত দয়া উদ্ভিত হওয়ায় সঙ্কলিত তমঃশক্তিসহকৃত ব্রহ্ম হইতে
তমঃ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অক্ষর-পদবাচ্য
ও প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ পুরুষের যাহাতে আভিব্যক্তি হয়, সেই অবস্থা-
ভিমুখীন হইল, সেই অক্ষর ক্ষেত্রজ পুরুষ হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণ-
বিশিষ্ট অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত (প্রধান) হইতে মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব)
ব্যক্তভাববিশিষ্ট বস্তু হইল। প্রলয়শ্রুতি-অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াবর্ণক শ্রুতিতে
যে সকল তত্ত্ব ন্যূন (অকথিত) আছে, সেগুলি তাহার মধ্যে নিবেশ করিয়াও
সুস্পষ্ট নিরূপণ হয় না দেখিয়া ভাষ্যকার বলিলেন—‘এতচ্চাপাততঃ’ উপস্থিত

মত এই বলিলাম কিন্তু ইহা নিরূপণ নহে। বস্তুতঃ বলিয়া নিরূপণ দেখাইতেছেন
—এ-বিষয়ে সৃষ্টিক্রম এই প্রকার—জীবের বুদ্ধিক্ষয় (ভোগেচ্ছা) প্রেরিত
দয়ালু ভগবান্ সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া প্রথমে তমঃ সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন, তাহা
হইতে তমঃ জন্মিল, তমঃ হইতে অক্ষর-শব্দবাচ্য প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ
পুরুষ আভিব্যক্ত হইল, আভিব্যক্ত সেই ক্ষেত্রজ হইতে সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক
প্রধান বা অব্যক্ত বা অব্যাকৃত তত্ত্ব ব্যক্ত হইল। তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক
অতএব ত্রিবিধ মহান্ জন্মিল। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—‘সাত্ত্বিক, রাজসিক
ও তামসিক’ ত্রিবিধ মহান্। সেই মহান্ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল।
তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মনঃ, রাজস
অহঙ্কার হইতে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশ ইন্দ্রিয়, তামস
অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি এবং সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে
আকাশাদি পঞ্চভূতের জন্ম। তাহার মধ্যে শব্দতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া
তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া আকাশ হইতে
বায়ু, রূপতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া বায়ু হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া
অগ্নি হইতে জল, গন্ধতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।
এইরূপ প্রক্রিয়া ও ক্রম জ্ঞাতব্য। কিন্তু সর্বত্রই সেই আকাশাদিতে ব্রহ্মের
অধিষ্ঠান নির্বিশেষে জানিবে। ঐ সমস্ত প্রধানাদি তত্ত্ব মিলিত হইলে তাহাদের
দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে বৈরাগ্যপুরুষ, তাহাতে
তাহার অন্তর্ধ্যামী নারায়ণ, তাহার নাভিপদ্মে বিরাট পুরুষের চতুর্মুখ-
বিশিষ্ট ভোগশরীর বিদ্যমান। সেই চতুর্মুখ ব্রহ্ম হইতে ভোগ-কালানু-
সারে ক্ষেত্রজ পুরুষদিগের জন্ম হয়। এই সকল উক্তি স্বকপোল কল্পিত নহে,
সর্বজ্ঞ ঋষিদিগের ব্যাখ্যানসারে ইহা বলা হইল; ইহাই ‘বহুব্যাখ্যানসারাৎ’
এই কথায় জানান হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—
প্রথমে জ্ঞানময় ব্রহ্ম ছিলেন, তাহার সঙ্কল্পে পদার্থের উদয় হইল, তাহা
এক অবিভক্ত ইহা উপক্রম করিয়া সেই মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইয়া তাহা হইতে
যে বিশ্ববিমোহনকারী অহঙ্কার উদ্ভিত হইল, সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক,
রাজসিক ও তামসিক এই তিন আবরণে আবৃত। সেই ত্র্যবয়ববিশিষ্ট
অহঙ্কার তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মনের উপাদানকারণ, চেতন ও জড়াত্মক। তন্মাত্র
দ্বারা তামস অহঙ্কার হইতে স্থূল আকাশাদি পদার্থ জন্মিল, রাজস অহঙ্কার

হইতে দশ ইন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী এগারটি দেবতা জন্মিলেন। তামস অহঙ্কার হইতে অর্থ—পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ, তৈজস্য অর্থাৎ রাজস হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ‘একাদশ চ বৈকৃত্যং’ এই বচনান্তর্গত ‘চ’ শব্দের দ্বারা মনের গ্রহণ হইল। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও বর্ণিত আছে—মহত্ত্ব বিকৃত হইতে থাকিলে তাহা হইতে ভগবানের শক্তি-প্রেরণায় ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। যাহা হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস পদার্থের সৃষ্টি হইল। মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, পঞ্চমহাভূতেরও তাহা হইতে উদ্ভব হইল। ‘মনসচ্চ’ এই চকার হইতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের গ্রহণ হইল জানিবে। এবং ক্রমাৎ—এইরূপ ক্রমানুসারে ইহাও জ্ঞাতব্য। প্রলয়শ্রুতির অনুসারে অক্ষর, অব্যক্ত ও তম এই ত্রি-অবয়বীর কল্পনার মত বহু স্মৃতিবাক্যের অনুসারে ত্রি-অবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতি কল্পনা জানিবে। ব্যাখ্যাকর্তৃগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সৃষ্টি-বিষয়ে অগ্নিশ্রুতির মতও বলিতেছেন—গোপালো-পনিষদি ইতি। ‘পূর্বং’—সৃষ্টির পূর্বে, ‘তস্মাৎ’—তাদৃশ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে, অব্যক্তং—ত্রিগুণাত্মক শরীরবিশিষ্ট, অব্যক্ত—প্রধান, অক্ষর—জীব-চৈতন্য, ব্যক্তং—অভিব্যক্তি-অভিমানী, বা অভিব্যক্তির অভিযুথ ছিল। তস্মাৎ অক্ষরাৎ অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য শরীরব্যক্ত্যভিযুথ অক্ষরের শরীর হইতে ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিধ মহান, তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণ ও মন, রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, স্পর্শ) তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল—এগুলি সুবালোপনিষদের মতই। সেই পঞ্চ মহাভূত পঙ্কীকৃত হইয়া তাহাদের দ্বারা অক্ষর—জীবচৈতন্য আবৃত হইল। অর্থাৎ উহা শরীর ধারণ করিল ‘স্বানন্তর তত্ত্বাৎ’ অর্থাৎ নিজের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ত্ব হইতে।

তদভিধানাধিকরণম্,

সূত্রম্—তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সং ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—না, তাহা নহে, তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরই

প্রধানাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষাৎ শ্রুতি। কি কারণে? ‘তদভিধানাদেব লিঙ্গাৎ’—তাঁহার—পরমেশ্বরের, অভিধান—সঙ্কল্পরূপ লিঙ্গ—প্রমাণ হইতে যেহেতু উহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। স তম-আদিশক্তিকঃ সর্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কার্য্যানাং সাক্ষাদ্ভেদঃ। কুতঃ? তদভীতি। “সোহকাময়ত বহু স্ম্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদৌ তত্শব্দে তচ্ছক্তিকস্য সর্বেশ্বরস্য প্রধানাদিবহুভবনসঙ্কল্পাৎ লিঙ্গাৎ, ব্রহ্মৈব তমঃপ্রভৃতীনি প্রবিশ্য প্রধানাদিরূপেণ তানি পরিণময়তি। “যস্য পৃথিবী শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতেরন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়ের নিবর্তক। তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন সেই সর্বেশ্বরই প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের সাক্ষাৎরূপে কারণ অর্থাৎ তত্ত্ব সৃষ্টিক্রম দ্বারা নহে এবং পূর্বজাত তত্ত্ব হইতে নহে। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—‘তদভিধানাদেব লিঙ্গাৎ’—তাঁহার অভিধান অর্থাৎ সঙ্কল্পই তাহার জ্ঞাপক। যথা ‘সোহকাময়ত... প্রজায়েয়’ ইত্যাদি তিনি (পরমেশ্বর) কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন, ‘আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, সেই তমঃ প্রভৃতিশক্তিসংবলিত পরমেশ্বরেরই প্রধানাদি বহুরূপে উৎপত্তির সঙ্কল্প হয়, তাহা হইতেই সৃষ্টি হয়, এই জ্ঞাপক রহিয়াছে। ব্রহ্মই তমঃ প্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি প্রভৃতিরূপে সেই তত্ত্ব-গুলিকে পরিণত করেন। তদভিন্ন শ্রুতি আছে যথা ‘যস্য পৃথিবী শরীরম্’ পৃথিবী যে পরমেশ্বরের শরীর ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণবাক্যও ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—তদভিধানাদিতি। স্পষ্টম্ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—‘তদভিধানাৎ’ ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্য স্পষ্ট, এজ্ঞ তাহার টীকা নিম্নরোজন ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আকাশাদি-ক্রমে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তির বিচার, বিবাদনিরসনের জগ্ন করা হইয়াছে, বস্তুতপক্ষে পূর্বেই (‘জন্মাগস্ত যতঃ’ সূত্রের দ্বারা) ঐ বিচার সিদ্ধ হইয়াছে।

স্বালোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—গুরুদেব শিষ্যগণকে বলিলেন যে, সৃষ্টির পূর্বে সং, অসং, সন্দসং অর্থাৎ তেজ আদি স্থূল বস্ত, প্রধানাди সূক্ষ্ম বস্ত বা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না। এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব (ব্রহ্ম) হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে ভূতাদি অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। মিলিত ঐ সমস্ত হইতে একটি অণু প্রকাশিত হইল। প্রথমোক্ত তমঃ ও শেষোক্ত আকাশ এই দুয়ের মধ্যে অক্ষর, অব্যক্ত, মহত্ত্ব প্রভৃতির যথাক্রমে উৎপত্তি অবগত হওয়া যায় এবং প্রলয়েও তদ্রূপ বিপরীত ক্রম দেখা যায়। এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, প্রধানাदि তত্ত্বসমূহ কি নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন? অথবা পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে? পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, সৃষ্টির অভিপ্রায়ানুসারে নিজের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ত্ব হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই পূর্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকেই প্রধানাदि তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্রষ্টা বলিতে হয়। কারণ তাঁহার অভিধান অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই এই সকলের সৃষ্টি হয়। এই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় সূত্রে পাই,—“সোহকাময়ত বহু স্রাং প্রজায়য়েতি। স তপোহতপাত। স তপস্তপ্ত। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশৎ”। (তৈ: ২।৬।২)

বৃহদারণ্যকেও পাই,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত আত্মানুধ্যাম্য-মৃতঃ”। (বৃ: ৩।৭।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কালবৃত্ত্যাত্মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষোণাত্মভূতেন বীর্ধ্যামাধস্ত বীর্ধ্যবান্।

ততোহভবন্নহত্তমব্যাক্তাং কালচোদিতাং।

বিজ্ঞানাত্মাদেহস্থং বিশ্বং ব্যাক্তমোহুদঃ”।

(ভা: ৩।৫।২৬-২৭)

আরও পাই,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নাগদ যৎ সদসংপরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্মাহম্”।

(ভা: ২।৩।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“ঐহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, ঐহাতে প্রলয়।

সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়” ॥ ১২ ॥

বিপর্যয়াধিকরণম্,

সূত্রম্—বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—“বিপর্যয়েণ তু”—স্বালাদি স্রুতিতে বর্ণিত যে সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ প্রধান-মহাদিক্রম, তাহা হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত ক্রম বিপরীত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের পরই প্রাণাদি পৃথিবী পর্যন্ত সকল তত্ত্বের সৃষ্টিক্রম প্রতীত হইতেছে, সেই ক্রম ‘অতঃ’ এই সর্বেশ্বর হইতেই ‘উপপদ্যতে’ যুক্তিযুক্ত হইতেছে; তাহা না হইলে শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দোহবধারণে। “এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী” ইতি মুণ্ডকাদিশ্রুতৌ স্বালশ্রুত্যাাদিদৃষ্টাং প্রধানমহাদি-ক্রমাৎ বিপর্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরানন্তর্য্যরূপঃ সর্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রতীয়তে স খল্বতঃ সর্বেশ্বরাদেব তদ্বদবস্ত-শক্তিকাং তত্ত্বংকার্যোৎপত্তেরূপপত্ততে। অত্যা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। সর্বেশ্বরস্য সর্বোপাদানত্বং সর্বস্রষ্টৃত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ব্যাকুপ্যেৎ। জড়ৈঃ প্রধানাদিতিস্তত্ত্বপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ-শব্দাৎ। তস্মাৎ স এব সর্বত্র সাক্ষাৎকর্তুরিতি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘তু’ শব্দটি অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চার্যে প্রযুক্ত। মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে যথা ‘এতস্মাৎ জায়তে...বিশ্বস্ত ধারিণী’—এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইহা হইতে ভিন্ন ক্রম স্তবাল শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে, যথা—প্রধান, মহান, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের যথাক্রমে উৎপত্তি। এই ক্রম হইতে মুণ্ডকোক্ত যে ক্রম, তাহাতে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের আনন্ত্যরূপ যাহা সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বের উৎপত্তিক্রম প্রতীয়মান হইতেছে, সেইক্রমই নিশ্চিতভাবে সেই সেই বস্তুশক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বর হইতেই সেই সেই কার্যোৎপত্তি-হেতুক উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবৃত্ত হইতেছে। উহা যদি না স্বীকার করা যায় অর্থাৎ প্রধানাদি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে শ্রুত্যুক্ত শব্দগুলির স্বরসতা অর্থাৎ অভিধাশক্তির ভঙ্গ হয় এবং সর্বেশ্বর যে সমস্ত বস্তুর উপাদানকারণ, সকলের স্রষ্টা এবং তাঁহার অনুভূতি হইতেই সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞান হয়, এইগুলি বিরুদ্ধ হইবে। তদুত্তর জড় প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্ব দ্বারা মহত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণামও অসম্ভব হইবে। এই সকল দোষের আপত্তি সূত্রকার ‘চ’ শব্দদ্বারা বুঝাইতেছেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সেই পরমেশ্বর সাক্ষাৎভাবে সকল তত্ত্বোৎপত্তিতে হেতু ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিপর্যয়েণেতি। জ্যোতিরগ্নিঃ। জড়ৈরিতি। যদপি প্রধানাত্তিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চেতনান্তথাপি পরমাত্মপ্রেরণেন বলেন বিনা তা জড়তুল্যা ভবন্তীত্যশয়ঃ। স সর্বেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—বিপর্যয়েণ ইত্যাদি সূত্রে ভাষ্যোক্ত ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের অর্থ অগ্নি। ‘জড়ৈঃ প্রধানাদিভিরিত্যাদি’ যদিও প্রধানাদি জড় বটে, কিন্তু তদ-
সিষ্টাত্তদেবতাগণ তো চেতন অতএব উক্ত আপত্তি হয় না; তাহা হইলেও পরমেশ্বরের প্রেরণারূপ শক্তি ব্যতিরেকে ঐ দেবতারও জড়তুল্য হইয়া থাকেন—এই অভিপ্রায়ে উক্ত আপত্তি দেখান হইয়াছে। ‘তস্মাৎ স এব’ সঃ অর্থাৎ পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও বলিতেছেন যে, স্তবালো-
পনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত ক্রম বিপরীতরূপে

সাক্ষাৎ পরমেশ্বরপরই দেখা যায়। মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—“এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ” ইত্যাদিতে সর্ববস্তুর উৎপত্তি সর্বেশ্বর হইতে প্রতিপন্ন হয়। এই ক্রম স্বীকার করিলে আর শব্দের স্বারস্ত ভঙ্গ হয় না অর্থাৎ অভিধা-
শক্তি বজায় থাকে। সর্বেশ্বরের সর্বোপাদানত্ব, সর্বস্রষ্টৃত্ব এবং তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ প্রভৃতি শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটে না। তদ্ব্যতীত জড়প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে সৃষ্টিপরিণামও অসম্ভব, অতএব সর্বেশ্বরই সকলের সাক্ষাৎকারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অনাদিরাআ পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

প্রত্যগ্ভামা স্বয়ং-জ্যোতির্বিষ্মং যেন সমন্বিতম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৩।৩)

অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত; তিনি সর্বেশ্বরের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি—
স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকাশিত।

আরও পাই,—

“ব্যক্তাদয়ো বিকৃৎকাণা ধাতবঃ পুরুষেষ্ময়া।

লব্ধবীৰ্য্যাঃ সৃজন্তাণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥” (ভাঃ ১।১২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাই,—

“জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপ।

শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে রূপ।

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোণ-কারণ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করায় জারণ।

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।

প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলন্তন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫২-৬১) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাত্যাগ্যম্—আশঙ্ক্য পরিহারতি—

অবতরণিকা—ভাষ্যানুবাদ—সূত্রকার উক্ত বিষয়ে নিজেই আশঙ্কা করিয়া
‘তাহার পরিহার করিতেছেন—

অন্তরাবিজ্ঞানাদিকরণম্,

সূত্রম্—অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি
চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—‘চেন্’ যদি বল, ‘সোহকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েত’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বোধিত ভগবানের সঙ্কল্পপূর্বক সমস্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎ (সোজাহজি, মধ্যে অপরকে দ্বার করিয়া নহে) সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি—‘এতস্মাৎ’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু উহা একপ্রকার ক্রমবোধক, কিন্তু ‘অন্তরা বিজ্ঞানমনসী’ বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গ পঞ্চভূত ও প্রাণের মাঝে রাখিয়া সেইক্রমে বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহা ‘তল্লিঙ্গাৎ’ অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠ-রূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। সূত্রবাং তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) শ্রুতি প্রমাণ সাহায্যে সকল তত্ত্বকে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন নিশ্চয় করিতে পার না। পূর্বপক্ষী এই যাহা বলেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? ‘অবিশেষাৎ’ সেই মুণ্ডক শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বের সাক্ষাদভাবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তির বর্ণনা উহার সহিত সমান, কোনও পার্থক্য নাই ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞানশব্দেনাশ্রিত্যিগণি ভগ্যন্তে। সর্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্বেশাত্মপত্তিরভিধানলিঙ্গাদবগতা এতস্মাদিতি শ্রুত্যা নিশ্চীয়তে ইতি ন সম্ভবতি তস্যাঃ ক্রমবিশেষপরহাৎ। আকাশাদিষু শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ ক্রমস্তয়াপি খং বায়ুরিত্যাदिना प्रतीयते। তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়োরন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ বিজ্ঞানমনসী চ প্রজায়েতে ইত্যববুধ্যতে। অতস্তয়া শ্রুত্যা সর্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্বেশাত্মপত্তির্নিশ্চেষ্টুং ন শক্যেতি চেন্ন। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তস্যাঃ সর্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ সর্বেশজাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাদিত্যর্থঃ। এতস্মাদিত্যনেন হি সর্বে

প্রাণাদয়ঃ সম্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ—“সোহকাময়ত বহু স্যাম্” ইত্যাদেঃ “এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণ” ইত্যাদেঃ প্রবণাৎ। “অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে”, “তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্ত-ত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্বমঞ্জসা” ইত্যাদি স্মৃতেঃ সর্বগণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্বেশোক্তবানীতি মন্তব্যম্। ন চৈবং সুবালশ্রুত্যা দিষ্টক্রমবিরোধঃ। তম-আদি-শক্তি-মান্ প্রধানাদিকার্য্যহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতহাৎ। তথাচোভয়ং সূপপন্নম্। তদেবং সতি তৎতেজোহসৃজতেত্যত্র তত্তমঃপ্রভৃতি-শক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদিবাযন্তং সৃষ্ট্বা তেজোহসৃজতেতি তস্মাদ্বা ইত্যত্র তত্তস্মাৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাং সম্ভাবিতপ্রধানাদিকাদা-গ্ননঃ সর্বেশাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা আত্মা ও মন অভিহিত হইতেছে। পূর্বপক্ষী বলেন—সকল তত্ত্বের সাক্ষাদভাবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ‘সোহকাময়ত’ ইহা দ্বারা বোধিত সঙ্কল্পরূপ প্রমাণ হইতে অবগত হইয়াছে এবং উহা ‘এতস্মাৎ’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, ইহা সম্ভব-পর নহে; যেহেতু ঐ মুণ্ডকশ্রুতি ক্রমবিশেষ বোধনার্থে প্রযুক্ত। আকাশ প্রভৃতি ধরিয়া সুবালাদি শ্রুত্যানুযায়ী যে ক্রম, তাহা মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাও ‘খং বায়ুঃ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে। জ্ঞাপক প্রমাণ অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠরূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পঞ্চভূত ও প্রাণ-বর্গের উৎপত্তির মধ্যে উক্তক্রমেই বিজ্ঞান ও মন জন্মিতেছে; অতএব তুমি নিশ্চিত করিতে পার না যে, সেই মুণ্ডকশ্রুতিদ্বারা সকল তত্ত্বের সাক্ষাদভাবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বপক্ষী এই যদি বলেন, তাহা ঠিক নহে; কি হেতু? যেহেতু—কোনও পার্থক্য নাই অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতিতে সমস্ত প্রাণাদি পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি কখনের সহিত উহার সাম্যই আছে। যেহেতু ‘এতস্মাৎ’ এই এতদ্ শব্দবাচ্য পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত প্রাণাদির অপাদানকারক সঙ্কল্প আছে। কথাটি এই—‘সোহকাময়ত বহু স্যাম্’ ইত্যাদি শ্রুতি ও ‘এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণঃ’

ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় এবং ‘অহং সর্বশ্চ প্রভবঃ’ আমি সকলের উৎপত্তিস্থল। ‘তত্র তত্র স্থিতো বিযুক্ততচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ’ বিষ্ণু সেই সেই তত্ত্বের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের উৎপাদনী শক্তি উদ্ঘৃষ্ট করেন, ‘এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্বমঞ্জসা’ সেই একই মহাশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর বাস্তবপক্ষে সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, প্রধানাদি সমস্ত তত্ত্ব সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহা মনে করিতে হইবে। যদি বল, এরূপ বলিলে স্খালাদিশ্রুতিতে বর্ণিত ক্রমের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহাও নহে; যেহেতু তাহাতে বিবক্ষিত হইয়াছে—তমঃপ্রভৃতিশক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বর প্রধানাদি কার্যের কারণ। তাহা হইলে উভয় শ্রুতিবাক্যই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অতএব এইরূপ হইলে ‘সেই বায়ুতত্ত্ব তেজ সৃষ্টি করিল’—এই শ্রুতিতেও ‘তৎ’ পদে তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম গ্রহণীয়। তিনি প্রধানাদি বায়ু পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন, ‘তত্ত্বৈজোহসৃজত’ এই শ্রুতির অর্থ, এবং ‘তস্মাদ্বা আত্মন-আকাশঃ সজ্জতঃ’ এই শ্রুতির অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ সেই তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যিনি প্রধানাদি কার্যের উৎপাদক, সেই ‘আত্মনঃ’ অর্থাৎ সর্বেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তরেতি। অভিধানলিঙ্গাৎ ‘সোহকাময়ত বহু শ্রাম্’ ইত্যেবংলক্ষণাৎ। তস্মা ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। স্খালাদিশ্রুতিদৃষ্টক্রমবিশেষ-বোধিতবাদিত্যর্থঃ। শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ স্খালাদিশ্রুত্যাভঃ। তয়্যপি মুণ্ডকশ্রু-তয়্যপি। প্রতীয়তে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তল্লিঙ্গাদিতি। তৈঃ প্রলয়নিরূপিকয়া স্খালশ্রুত্যোক্তৈঃ প্রাণাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সহ মুণ্ডকশ্রুত্যানাং তেষাং পাঠ-তৌল্যাল্লিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব স্খালশ্রুতিদৃষ্টেনৈব ক্রমেণ। অতন্তয়েতি। মুণ্ডকশ্রুত্যেত্যার্থঃ। নহু ভূতপ্রাণয়োর্মধ্য ইন্দ্রিয়মনসী চ তেনৈব স্খাল-শ্রুতিদৃষ্টেন স্বপূর্বতত্ত্বজাতত্বক্রমেণোৎপত্তে ইতি পূর্বপক্ষঃ কথং সঙ্গতিমান্ শ্রাৎ? এবমপি তৎক্রমালাভাদিতি চেচ্চ্যতে। মুণ্ডকশ্রুতে প্রাণশব্দেন মহন্তত্বোপলক্ষকঃ সূত্রাত্মা প্রথমবিকারো গ্রাহঃ মনঃশব্দেন তদ্বৈতঃ সাত্ত্বিকা-হঙ্কারশ্চ ইন্দ্রিয়শব্দেন তদ্বৈতরাজসাহঙ্কারশ্চ খাদিশব্দেন তদ্বৈততামসাহঙ্কার-শ্চেতি। তস্মামপি স্খালাদিশ্রুতিদৃষ্টঃ ক্রমোৎপত্তিবুদ্ধ ইতি ন কোহপি ক্ষতি-লেশ ইতি। মৈবমেতৎ। কৃত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষাদিতি। তস্মাৎ মুণ্ডক-শ্রুতে। সমানত্বাদৈকরূপ্যাৎ। এতস্মাদিতি। অপাদানপক্ষম্যন্তেনানেন সর্বেষাং

প্রাণাদীনাম্ এতস্মাৎ প্রাণ এতস্মান্নন ইত্যাদিরূপঃ সম্বন্ধো নির্বিশেষো দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হিশঙ্কো হেতৌ। অয়মিতি। অহমিতি ত্রিগীতাস্থ। তত্র তত্রৈতি বামনে। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঃ স্খালশ্রুত্যা সহ বিরোধাত্মাহ তদেবমিতি। প্রধানাদিবাযুস্তমিতি। প্রধানমহদহং তস্মাদ্রেন্দ্রিয়বিষয়দ্বায়ুত্বপা-তেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—‘অন্তরা বিজ্ঞানমনসী’ ইত্যাদি সূত্রের ভাণ্ডে ‘সর্বেশ্বাভূত-পত্তিরভিধানলিঙ্গাৎ’ ইতি—অভিধানলিঙ্গাৎ অর্থাৎ ‘সোহকাময়ত বহু শ্রাম্’ ইত্যাদি ব্রহ্মের সৃষ্টিসঙ্কল্পরূপ অভিধান হইতে। ‘তস্মাঃ ক্রমবিশেষ-পরবাদিতি’—তস্মাঃ—মুণ্ডকশ্রুতির, ক্রমবিশেষ অর্থে তাৎপর্য্যহেতু, অর্থাৎ স্খালাদিশ্রুতিতে প্রাপ্ত যে ক্রমবিশেষ, তাহা তাহার দ্বারা বোধিত হওয়ায়। শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ—অর্থাৎ স্খালাদি অন্ত শ্রুতি দ্বারা কথিত। ‘তয়্যপি থং বায়ুরিত্যাди’—তয়্যপি—মুণ্ডক-শ্রুতিদ্বারাও। প্রতীয়তে—প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। ‘তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহৈতি’ প্রলয়-জ্ঞাপিকা স্খালশ্রুতি দ্বারা বোধিত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বের সহিত মুণ্ডকশ্রুতি-বর্ণিত তত্ত্বগুলির পাঠক্রম সমানই আছে, এই জ্ঞাপক প্রমাণবশতঃ। ‘ভূতপ্রাণয়োঃসন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ’ তেনৈব—স্খালশ্রুতিদৃষ্ট-ক্রমাত্মসারেই, অতন্তয়েতি—অর্থাৎ অতএব সেই মুণ্ডকশ্রুতি দ্বারা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পঞ্চভূত ও প্রাণের মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মন স্খালশ্রুতি-বর্ণিত যে নিজ অব্যবহিত তত্ত্ব হইতে জাতত্ব ক্রম তদনুসারে উৎপন্ন হইতেছে, এই পূর্বপক্ষীর কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? কেননা, ইন্দ্রিয়-মনের উৎপত্তি মানিলেও উক্ত ক্রম-তো থাকিল না, এই যদি আপত্তি কর, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছি—মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণ শব্দের দ্বারা মহন্তত্বকে বুঝাইবে, যাহাকে জগৎসুত্ররূপ বলা হয় এবং যাহা প্রকৃতির প্রথম বিকার, তাহাই বোদ্ধব্য। আর মনস্ শব্দের দ্বারা মনের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার ধর্তব্য এবং ইন্দ্রিয়শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কারণ রাজসিক অহঙ্কার গ্রাহ্য। ‘থং বায়ুরিত্যাदि’ থ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আকাশাদির কারণ তামস অহঙ্কার অর্থ জ্ঞাতব্য, এইজন্ত মুণ্ডকশ্রুতিতেও স্খালাদি-শ্রুতি-দৃষ্ট ক্রমই লক্ষ হইল। এইজন্ত কোনও লেশমাত্র হানি হইল না। ‘মৈবমেতৎ’—এই যে পূর্ব পক্ষীর মত, তাহা হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর—‘অবিশেষাৎ’

যেহেতু তন্ত্ৰাং—মুণ্ডকশ্রুতিতে, ‘সর্বেশজাতত্বাভিধানস্ত সমানত্বাৎ’—সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি-কথনের সাম্যই আছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—‘এতন্মাৎ’ এই পদে যে পঞ্চমী আছে, উহা আনন্তর্য্যার্থে নহে, অপাদানার্থে,—সেই ‘এতন্মাৎ’ পদের সহিত প্রাণাদি সকলের সম্বন্ধ কর্তব্য যথা ‘এতন্মাৎ প্রাণঃ’—এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, ‘এতন্মাৎ মনঃ’ এই পরমেশ্বর হইতে মন, এইরূপ নির্বিশেষে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, অতএব অবিশেষ আছে। ‘এতন্মাদিত্যনেন হি’ এখানে ‘হি’ শব্দটি হেতু অর্থে। অয়মিত্যাदि। অহ-মিত্যাदि শ্লোকটি শ্রীভগবদ্গীতার। তত্র তত্রৈতি বামন পুরাণে,—তত্র পদের অর্থ সেই সেই স্থলে। ছান্দোগ্য-তৈত্তিরীয় শ্রুতির স্ববালশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়,—সেইজন্ত বলিতেছেন—তদেবমিত্যাदि। প্রধানাদিবায়ুস্তমিতি—প্রধান—প্রকৃতি হইতে বায়ু পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপাদন করিয়া ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্তমান সূত্রে অপর আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, শ্রীভগবানের সঙ্কল্প-বশতঃ সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ উহাও একপ্রকার ক্রম-বিশেষ। স্ববালশ্রুতি ও মুণ্ডকশ্রুতিতে আকাশাদি-ক্রম একইরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সূত্রাং সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চভূত ও প্রাণবর্গের উৎপত্তির অন্তরালে উক্ত-ক্রমেই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। সূত্রাং সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে সকল তত্ত্বের উদ্ভব নির্ণয় করা যায় না। এই পূর্বপক্ষ নিরসন পূর্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা “এতন্মাদান্ননঃ” শ্রুত্যন্তর্গত এতদ্ শব্দে সকল বস্তুর উৎপত্তি পরমেশ্বর হইতে এই অর্থ বলায় তাঁহারই অপাদানকারক সম্বন্ধ রহিয়াছে। গীতায়াং পাই,—“অহং সর্বস্তু প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে” (গীঃ ১০।৮)। এ-কথায় যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে, তাহা হইলে স্ববালশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, তাহাও বলা সম্ভব হয় না; কারণ সেখানেও তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বরকে প্রধানাদি কার্যের কারণ বলা হইয়াছে। সূত্রাং উভয় শ্রুতিই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-

র্মানজাদির্মন ইন্দ্রিয়ানি।

সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবৃধাশ্চ সর্বৈ

বে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥” (ভাঃ ১০।৪০।২)

অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ-ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়-সমূহ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা যাহারা এই জগতের কারণস্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থই আপনার (শ্রীভগবানের) শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আরও পাই,—

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিঃস্বমাচ্ছঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥”

(ভাঃ ১০।১০।২০) ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাতাষ্ম—নষেবং সর্বেশ্বরো হরিরেব চেৎ সর্বাব্যকস্তর্হি সর্বেষাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃত্যায়াক্ষ তন্ত্ৰাং গোণী তেষাং তস্মিন্ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যদি এইরূপে সর্বেশ্বর শ্রীহরিই সর্বতত্ত্ব-স্বরূপ হন তবে চরাচরবাচক ঘট-নরাদি শব্দ ঈশ্বরবাচক হউক, কিন্তু সেই ঈশ্বরবাচকতা সেই সব শব্দের সম্ভব নহে, মুখ্যভাবে অভিধাবৃত্তি দ্বারা ঘট-নরাদি শব্দ ঘট-নরাদিকেই বুঝায়, ঈশ্বরকে তো বুঝায় না। আর যদি ঈশ্বরে মুখ্যবৃত্তি স্বীকার হয়, তবে ঘট-নরাদি চরাচর পদার্থে গোণী বৃত্তির প্রবৃত্তি হইবে; এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার পরিহার করিতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্ম-টীকা—নদ্বিতি। সর্বেশ্বরশিচ্ছজ্জড়াক্ষকশক্তিস্বয়ম্বামী। তদ্বাচকতেতি। সর্বেশ্বরহরিবাচকতাপত্তিরিত্যর্থঃ। সা তদ্বাচকতা। তন্ত্ৰাং তদ্বাচকতায়াম্। তেষাং চরাচরবাচিশব্দানাম্। তস্মিন্ সর্বেশ্বরে হরৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু ইত্যাদি ভাষ্য—সর্বোৎকর্ষ অর্থাৎ চিং ও জড়স্বরূপ দুইটি শক্তির অধিপতি। তদ্ব্যচকতি—সর্বোৎকর্ষ হরি-বাচক হউক—এই তাৎপর্য। সা—সেই হরিবাচকতা। তস্মাৎ—সেই সর্বোৎকর্ষ হরিবাচকতা-বিষয়ে। তেষামিতি—চরাচরবাচক শব্দগুলির। তস্মিন্নিতি—সেই সর্বোৎকর্ষ হরিতে—

চরাচরব্যাপ্যশ্রয়াদিকরণম্,

সূত্রম্—চরাচরব্যাপ্যশ্রয়স্ত স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোহভাক্তস্তদ্রাব-
ভাবিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—‘চরাচরব্যাপ্যশ্রয়ঃ’ জঙ্গম (গতিশীল নরাদি) স্থাবর (বৃক্ষাদি) শরীরবাচক ‘তু’—হইবে না ‘তদ্ব্যপদেশঃ’—সেই সেই নরবৃক্ষাদি শব্দ কিন্তু উহারা ভগবানে ‘অভাক্তঃ’—অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে বাচক হইবে, কেন? যেহেতু ‘তদ্রাবভাবিত্বাৎ’—সমস্ত শব্দের ভগবদ্বাচকতা শাস্ত্রে শ্রুত হইতেছে, এই কারণে। তাহা কিরূপে? যেহেতু শাস্ত্রশ্রবণের পরেই অর্থাৎ বেদান্ত অধ্যয়নের পর বুঝিবে সমস্তই ভগবৎস্বরূপ, এইরূপ অর্থ পরে উদিত হইবে ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যাপ্যশ্রয়-
স্তদ্ব্যপদেশো জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্ত্বছন্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ
স্যাৎ। কুতঃ? তদ্রাবতি। তদ্রাবস্য সর্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচ-
কভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদুর্দ্ধং ভবিষ্যত্বাৎ। তদ্বুদ্ধেক্ষদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ।
শ্রুতিশ্চৈবমাহ। “সোহকাময়ত বহু স্যাৎ স বাসুদেবো ন যতোহ-
ন্যদন্তি” ইত্যাদিনা। স্মৃতিশ্চ “কটকমুকুটকর্ণিকাভিভেদৈঃ কনকম-
ভেদমপীষাতে যথৈকম্। সুরপশুমহুজাদি কল্লনাভিহরিরথিলাভিরুদী-
র্যতে তথৈক” ইত্যাদি। অয়ং ভাবঃ। শক্তিবাচকঃ শব্দঃ শক্তি-
মতি পর্যাবস্যন্তি শক্তীনাং তদাত্মকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কা-নিরাসার্থ। জঙ্গম ও স্থাবর শরীরবাচক সেই সেই শব্দ জঙ্গমাди শরীরকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা বুঝাইবে না, কিন্তু ভগবানে মুখ্য হইবে, কি হেতুতে? ‘তদ্রাবভাবিত্বাৎ’ সকল শব্দের ভগবদ্বাচকতাজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নের পর এবং তাহাদের অর্থবোধের পর হইবে অর্থাৎ ঐ সকল স্থাবর-জঙ্গমবাচক শব্দ ভগবানেরই বাচক, এ-বুদ্ধি শাস্ত্র শ্রবণের পর উদিত হইবে, এইজ্ঞ। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন—‘সোহকাময়ত... অন্যদন্তি’ তিনি সঙ্কল্প করিলেন বহুরূপে ব্যক্ত হইব, তিনি বাসুদেব, যাহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই ইত্যাদি দ্বারা। স্মৃতিও বলিতেছেন—কটক (হস্তাভরণ), মুকুট, কর্ণিকা (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন আভরণ এক কনকরূপে যেমন অভিন্ন, মনে করা হয়, এই প্রকার দেব, পশু, মহুগাদি-রূপে বিভিন্ন সৃষ্টি সমুদায়ের সহিত এক শ্রীহরি অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। কথাটি এই—ভগবানের শক্তিই এই সমুদায়, সেই শক্তিবাচকশব্দগুলি শক্তিমানেই পর্যাবসিত হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিমানেই তাহাদের তাৎপর্য, কারণ শক্তিগুলি তৎস্বরূপ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—চরাচরেতি। শাস্ত্রশ্রবণাদুর্দ্ধমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থ-
নুভবাৎ চোত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। তদ্বুদ্ধেক্ষদাশ্রয়ানন্ত। শ্রুতিশ্চৈব-
মিতি। স বাসুদেব ইতি গোপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্ণবে
শক্তিমতোহত্র ব্রহ্মণঃ কনকং দৃষ্টান্তস্তথৈব নিকর্ষাৎ। তদাত্মকত্বাদিতি শক্তি-
মদ্রব্রহ্মভেদাদিত্যর্থঃ। লোকেহপি গবাদিশব্দানাং গোত্বাদিবাচিনাং তদ্বতি
পর্যাবসানং দৃষ্টম্। অত্র পৃথিব্যাदिशব্দানাং গন্ধবদ্রব্যাদিবাচকত্বব্যাপ্তি-
বীলার্থা বোধ্য। পৃথিব্যাदिशক্তিমদ্রব্রহ্মবাচকতাপি তেষামস্মি সা তু তাত্ত্বিকীতি
দর্শিতম্। স্মৃতিস্তরাণি চাত্র যুগ্যাণি—বাসুদেবঃ সর্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমমিতি
সর্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়িতশ্চ স ইতি চৈবমাদীন ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—চরাচরেতি সূত্রের ‘ভাষ্যে শাস্ত্রশ্রবণাদুর্দ্ধমিতি’ ইহার অর্থ
বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নের এবং বেদান্ত বাক্যার্থের জ্ঞানের পরবর্তী কালে।
‘তদ্বুদ্ধেক্ষদেষ্যত্বাৎ’ ইতি তদ্বুদ্ধেঃ তাদৃশজ্ঞানের উদয় হইবে এইজ্ঞ। ‘স
বাসুদেবো ন যতোহন্যদন্তি’ ইহা গোপালোপনিষদে উক্ত। কটকমুকুটে-
তাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণে কথিত। এখানে শক্তিমান্ ব্রহ্মের স্ববর্ণ-দৃষ্টান্ত,
সেইরূপই সিদ্ধান্ত আছে। তদাত্মকত্বাদিতি—শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত

অভেদবশতঃ এই তাৎপর্য। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায় গো প্রভৃতি শব্দের গোত্র প্রভৃতি জাতিতে শক্তি হইলেও গোত্ৰাদি বিশিষ্টে যেমন পর্যাবসিত হয়, অর্থাৎ গোত্ৰও আক্ষেপ বলে 'গো'কেই বুঝায়, কারণ গো ব্যতীত গোত্ৰ জাতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ এখানে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাচক শক্তি বালকদের (অজ্ঞদের) বোধনার্থ জানিবে। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিমান ব্রহ্মের বাচকতা পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের আছে তাহাই তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহাই দেখান হইল। অত্ৰ অনেক স্মৃতি ইহার প্রতিপাদক আছে, তাহা অব্বেষণ করিতে হইবে। 'বাস্তবদেবঃ সর্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমম্' এই বাক্য আবার 'সর্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়িতশ্চ সঃ' বাস্তবদেবই সমস্ত পদার্থের স্বরূপ, সমস্ত শব্দের তিনিই শ্রেষ্ঠ-বাচ্য। যত প্রাতিপাদিক আছে তাহাদের সকলের বাচ্যার্থ সেই বাস্তবদেব, যত বেদমন্ত্র আছে তৎসমুদায় দ্বারা তিনিই স্তুত হন। এইরূপ আরও অনেক স্মৃতিবাক্য আছে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে যদি পূর্বপক্ষ হয় যে, শ্রীহরি যদি সর্বস্বরূপ হন, তাহা হইলে চরাচরবাচক সমস্ত শব্দের তদ্বাচকতায় আপত্তি আসে, কারণ ঘট-নরাদি শব্দ মুখ্যভাবে ঈশ্বরকে বুঝায় না। ঘট-নরাদিকেই মুখ্যভাবে বুঝায়। ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে গোণী বৃত্তির প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার পূর্বক সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, চরাচরবাচক সমস্ত শব্দ ঈশ্বরে মুখ্য-বৃত্তিতেই বাচক হইবে, গোণী-বৃত্তিতে নহে, কারণ শব্দসমূহের ভগবদ্বাচকতা শাস্ত্রশ্রবণের পরেই উদ্ভিত হয়। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থানু চরিসু চ।

ভগবজ্জপমখিলং নাগত্বস্থিহ কিঞ্চন ॥” (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অর্থাৎ বস্তুতঃ ষাঁহার কৃষ্ণত্ব অবগত আছেন, তাহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমানুক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্বকারণকারণ (কার্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অত্ৰ কোন বস্তু নাই।

আরও পাই,—

“সৎসং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ

সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থ-ফল-রূপতয়োরুশক্তি

ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥” (ভাঃ ১।১।৩৩) ॥ ১৫ ॥

জীবতত্ত্বের নিরূপণ

অবতরণিকাতাম্যম্—সর্বং যস্মাদুৎপত্ততে যস্য মূলকারণত্বা-
দুৎপত্তিন্যস্তি স পরমাৎমতীশ্বরো নিরূপিতঃ। অথ জীবং নির্ণেতু-
মুপক্রমতে। তস্য তাবদুৎপত্তিনিরস্ততে। “যতঃ প্রসূতা জগতঃ
প্রসূতিস্তোয়েন জীবান্ ব্যাসসজ্জ ভূম্যাম্” ইতি তৈত্তিরীয়কে, “সন্মূলাঃ
সৌম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজা” ইতি চাণ্ড্যে। অত্র জীবস্যোৎ-
পত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কার্যত্বাবগমাৎ
ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাস্ক্যানুবাদ—ষাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়, আদি-
কারণ বলিয়া ষাঁহার জন্ম নাই, তিনিই পরমাত্মা, এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ
করা হইয়াছে। অতঃপর জীবস্বরূপ নির্ণয়ের জন্ত আরম্ভ করিতেছেন।
শ্রুতি সেই জীবের উৎপত্তি নিরাস করিতেছেন যথা—“যতঃ প্রসূতা জগতঃ
প্রসূতিঃ” ইত্যাদি তমঃশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ-প্রসূতি—প্রকৃতি
উৎপন্ন হইয়া তোয় দ্বারা অর্থাৎ নিজ হইতে উৎপন্ন মহৎ-অহঙ্কার-তন্মাত্র-
হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তদ্বসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডেতে জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন—
এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি অবগত হওয়া ষাইতেছে। আরও
আছে, হে সৌম্য! ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে,
জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, জগৎ চিৎ ও
জড় উভয়স্বরূপ, তাহা কার্য বলিয়া অবগত হওয়া যায় এবং কার্য স্বীকার
না করিলে একবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্যের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাহানি
ঘটে স্বতরাং জীবের উৎপত্তি আছে ; এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার
বলিতেছেন—

অবত্তরগিকাভাষ্য-টীকা—চিদচিচ্ছক্তিমান্ হরিঃ সর্বহেতুস্তত্রৈব শাস্ত্রস্ত সমন্বয়ো দর্শিতঃ। তত্রাচিদবিষয়কশ্রুতিবিরোধো নিরস্তঃ। অথ চিদ্বিষয়ক-শ্রুতিবিরোধনিরাকরণেন তৎস্বরূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাদপূর্তিঃ। তত্র চিত্তো জীবাঃ। তত্র জীবজন্মবিনাশনিরূপকজ্ঞাতেষ্ট্যাদিশাস্ত্রাণাং জীবনিতাত্বাদিনিরূপকশাস্ত্রাণাং চ মিথো বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে জাতো মৃতশ্চ দেবদত্ত ইতি লোকব্যবহারপুণ্ডিত্যং পূর্বেষাং পঠেরন্তি বিরোধ ইতি প্রত্যা-দাহরণাদক্ষেপে পূর্বেষাং দেহজন্মাদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পঠৈঃ সঠেকা-র্থাদবিরোধঃ। অচিদ্বিষয়কঃ শ্রুতিবিরোধো মাস্ত চিদবিষয়কস্ত সোহস্তিতি প্রত্যাদাহরণস্বরূপমুহম্। যত ইতি। তমঃশক্তিকাত্ত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। জগতঃ প্রসূতিঃ প্রধানশক্তিঃ তোয়েন মহাদাদিভূপর্যাস্তেন সোৎপন্নেন তত্ত্বগণেনে-ত্যর্থঃ। ভূম্যাং জগদগো। বাসসর্জেতি ছান্দসম্। দেহেন্দ্রিয়বৈশিষ্ট্যেনোৎপাদিত-বতীত্যর্থঃ। সম্মূলাঃ ব্রহ্মোৎপন্নঃ। প্রজাঃ জীবাঃ। প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্।

অবত্তরগিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্বে দেখান হইয়াছে যে, চেতন ও জড়-শক্তিমান্ শ্রীহরিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং সেই শ্রীহরিতেই বেদান্ত শাস্ত্রের সমন্বয়। সেই সমন্বয়ে জড় প্রধানাদিবিষয়ক যে শ্রুতির বিরোধ, তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে চিদ্বিষয়ে (জীব-বিষয়ে) শ্রুতির বিরোধ নিরাস করিয়া সেই জীবের স্বরূপনিরূপণ করণীয় হইবে, ইহা এই তৃতীয় পাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত। তাহার মধ্যে চিং-শব্দের অর্থ জীবাত্মসমুদয়। সেই জীববিষয়ে জাতেষ্টি—জাতকর্ম যজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্র জীবের জন্ম-মৃত্যু নিরূপণ করিতেছেন, আবার শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের নিত্যত্ব-চেতনত্বাদি নিরূপণ করিতেছেন, অতএব ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষীর মতে ‘দেবদত্ত জাত ও মৃত’ এইরূপ লোক ব্যবহার দ্বারা পুণ্ড জাতেষ্টি প্রভৃতি শাস্ত্রের, নিত্যত্ব বোধক শ্রুতির বিরোধ আছেই, এই প্রত্যাদাহরণ হইতে লব্ধ আক্ষেপের মীমাংসায় বিরোধের পরিহার দেখান হইয়াছে যে, জাতেষ্টি প্রভৃতি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দেহের জন্ম-নাশ ধরিয়া এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করায় শ্রুতি প্রভৃতির সহিত একার্থতা নিবন্ধন বিরোধ হইবে না। প্রত্যাদাহরণের অর্থাৎ আক্ষেপের স্বরূপ হইতেছে এই

প্রকার—জড়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ না হউক, চিদ্বিষয়ে বিরোধ হউক। ‘যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিরিতি’ যতঃ—যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রসূতা—উৎপন্ন, জগতঃ প্রসূতিঃ—প্রধানশক্তি, তোয়েন—মহত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত নিজ হইতে উৎপন্ন তত্ত্বগণ দ্বারা, ভূম্যাং—জগৎরূপ ব্রহ্মাণ্ডে। বাসসর্জ পদটি বৈদিক প্রয়োগ, বিসর্জ হওয়াই উচিত। তাহার অর্থ দেহ-ইন্দ্রিয়বিশিষ্টরূপে উৎপাদন করিয়াছে। সম্মূলাঃ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। প্রজাঃ—অর্থাৎ জীব-সমূহ। ব্যতিরেকে ‘প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ’—প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক ব্রহ্মরূপ কারণকে জানিলেই সমস্ত কার্যের জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উক্তির ভঙ্গ হয়, এজ্ঞ।

আত্মাধিকরণম্,

সূত্রম্—নাত্মা শ্রুতেন্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—‘ন আত্মা’—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি কারণে? যেহেতু ‘শ্রুতেঃ শ্রুতি তাহা বলিতেছেন, যথা ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ...হন্যমানে শরীরে’ এই কঠোপনিষদের উক্তিহেতু এবং ‘নিত্যত্বাচ্চ’ ‘দ্বাবজাবীশা-নীশৌ’ দুই আত্মাই নিত্য, তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর অপর অনীশ্বর জীব এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিদ্বারা নিত্যত্ব অবগতিহেতু ও ‘তাভ্যঃ’ সেই সকল শ্রুতিস্মৃতি হইতেও জীব নিত্য ও চেতন প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—আত্মা জীবো নৈবোৎপত্ততে। কুতঃ? শ্রুতেঃ। “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” ইতি কাঠকে। “জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইতি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতৌ চাজ্ঞত্বশ্রবণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতী-তেশ্চ। চেতনত্বং চশব্দাৎ। তাস্ত “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেত-নানাম্” “অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণ” ইত্যাত্মাঃ। এবং সতি জাতো যজ্ঞদন্তো মৃতশ্চেতি যোহয়ং লৌকিকো ব্যবহারো, যশ্চ জাতকর্মাধিবিধিঃ, স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। “স বা

অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পৃগমানঃ স উৎক্রামন্
ত্রিয়মাণ” ইতি বৃহদারণ্যকাং । “জীবাপেতং বাব কিলেদং ত্রিয়তে
ন জীবো ত্রিয়ত” ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ । কথং তর্হি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞা-
নুপরোধঃ । ইথং জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ তদুৎপত্তিরিতি । সৃষ্টো-
ভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবাবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যং নাম । ইয়াংস্ত বিশেষঃ ।
প্রধানাদেবচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণানুথাভাবো জীবস্য তু
ভোক্তৃজ্ঞানসঙ্কোচবিকাশাশ্রয়নেনি । উভয়ত্রাপি কার্য্যাহেত্বোরৈক্যাৎ
সা নোপরুধ্যতে । শ্রুতয়শ্চাঙ্গস্য ভুঞ্জীরন্ । তস্মাৎ জীবস্যোৎ-
পত্তিনেতি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর
—যেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা ‘ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
...শরীরে।’ বিপশ্চিৎ—স্বত্বঃস্থের অনুভবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না,
অথবা মৃতও হয় না, এই আত্মা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্বেও
তাহার জন্ম ছিল না। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, নির্বিকার, অতি প্রাচীন,
শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয় না। কঠোপনিষদে দ্রুত এই শ্রুতি
এবং ‘জাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো’ জ্ঞ—সর্ববিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই
উভয়ই জন্মরহিত, তাহাদের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, অপরটি
জীব অনীশ্বর’ এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্মার জন্মাতাব যেহেতু
শ্রুত হইতেছে। সেইপ্রকার অগ্ন্যাশ্রুতিশ্রুতি হইতেও আত্মার নিত্যত্ব
শ্রুত হয়, এইজন্যও এবং সূত্রোক্ত ‘চ’ পদটি হইতে চেতনত্ব অবগত
হওয়া যায়। সেইসব শ্রুতি ও শ্রুতি বাক্য যথা—‘নিত্যো নিত্যানাং চেতন-
চেতনানাম্’ সেই আত্মা নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন অর্থাৎ চৈতন্য-
সম্পাদক এবং ‘অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি। এইরূপ
হইলে অর্থাৎ আত্মা নিত্য অর্থাৎ জন্মরহিত, বিকারহীন হইলে যজ্ঞদত্ত
নামক লোকটি জন্মিয়াছে ও মরিয়্যাছে এইরূপ যে লৌকিক ব্যবহার হয়,
আরও যে পুত্র জন্মিলে জাতকর্ষ সংস্কার করা হয়, তাহা দেহকে আশ্রয়
করিয়া জানিবে, কারণ বৃহদারণ্যকে কথিত আছে—সেই এই জীব যখন
জন্মগ্রহণ করে, তখন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে আবার যখন শরীর ত্যাগ

করিতে থাকে তখন মরিতেছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যেও বলা আছে,
এই শরীর জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয় কিন্তু জীব মৃত হয়
না। যদি বল, তবে কিরূপে শ্রুতি-শ্রুতির ভঙ্গ না হইল? যেহেতু ‘যেন
বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি’ ইহা দ্বারা জীবকেও কার্য্য বলিয়া জানা
যাইতেছে। অতএব জীবের উৎপত্তি মানিতে হয়। তাহার উত্তর—এই
সৃষ্ট উভয়শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্য্য বলা
হয়। তবে প্রভেদ এইটুকু প্রধান প্রভৃতি অচেতন ভোগ্য সমূহের স্বরূপের
অনুথাভাব (পরিণতি) হয়, কিন্তু জীবের তাহা হয় না, ভোক্তা জীবের জন্ম
বলিলে তাহার জ্ঞানের বিকাশ ও মরণ বলিলে সঙ্কোচরূপে পরিণাম এইমাত্র।
প্রধানের পরিণাম ও জীবের পরিণাম উভয়ক্ষেত্রেই কার্য্য ও কারণ এক
থাকায় উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। শ্রুতিগুলিও মুখ্যার্থতা প্রাপ্ত হইবে।
অতএব জীবের উৎপত্তি নাই—এই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—নাশ্রুতি। বিপশ্চিদত্র জীবঃ বিবিধানি স্বত্বঃস্থানি
পশ্যত্যনুভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। নহু নিত্যশ্চেজ্জীবন্তর্হি লোকব্যবহারো জাত-
কর্মাশিশাঙ্কার্থক কথং সম্ভবেৎ তত্রাহৈবং সতীতি। দেহসম্বন্ধো জীবস্ত জন্ম
তন্ত্যগস্ত মরণমিত্যর্থঃ। জীবাপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তম্। ইদং
শরীরম্। সৃষ্টোভয়েতি। তমঃশক্তির্জীবশক্তিশ্চাদৃষ্টবতীতি দ্বয়ং তদ্বিশিষ্টং
ব্রহ্মৈব প্রধানাত্তবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনুথাভাবঃ পরিণামঃ।
সা প্রতিজ্ঞা। আশ্রয়ঃ মুখ্যার্থতাম্। ভুঞ্জীরন্ প্রাপ্নুযুঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—নাশ্রুতিশ্রুতিত্যাগি সূত্রের ভাষ্যে—‘বিপশ্চিৎ’ শব্দটি এখানে
জীব অর্থে প্রযুক্ত, তাহার ব্যুৎপত্তি—যথা বি—বিবিধ—স্বত্বঃস্থঃসমুদয় পশ্চিৎ—
পশ্চাতি পদটি পূর্বোদরাদি মধ্যে পতিত এজন্ত অক্ষর পরিবর্তনাদি দ্বারা সিদ্ধ।
তাহার অর্থ—অনুভব করে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—যদি জীব নিত্য অর্থাৎ
জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় তবে লৌকিকব্যবহার ও জাতকর্মাশি শাস্ত্রবিধি কিরূপে
সম্ভব? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—এবং সতি ইত্যাদি—জীবের দেহ-
সম্বন্ধ (দেহধারণ) জন্ম, সেই সম্বন্ধত্যাগ মরণ, ইহাই তাৎপর্য্য। ‘জীবা-
পেতমিতি’ জীব কর্তৃক অপেত অর্থাৎ পরিত্যক্ত। ‘বাব কিলেদং’ ইতি
বাব—প্রসিদ্ধ আছে, ইদং—জীবগৃহীত শরীর। ‘সৃষ্টোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবতি’

—তমঃশক্তি ও অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তি এই স্তম্ভ দুইটি শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই প্রধানাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্য্য-ব্রহ্ম বলা হয়, ‘স্বরূপেণাগ্রথাভাবঃ’—স্বরূপতঃ অগ্রপ্রকার হইয়া যাওয়া অর্থাৎ পরিণাম। ‘সানোপকুধ্যতে’ ইতি সা—প্রতিজ্ঞা বাধিত হয় না। ‘শ্রুতয়শ্চ আঙ্কশ্চ ভূঞ্জীরন্’ ইতি—আঙ্কশ্চ মুখ্যার্থতা যথার্থতাভাব, ভূঞ্জীরন্—প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধাস্তকণা—বাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই মূল-কারণ; তাহার জন্ম নাই অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। বর্তমানে জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্ত এই উপক্রম করা হইতেছে। ঈশ্বরের গ্রায জীবেরও উৎপত্তি নাই, তাহাই সর্বত্র স্থাপন করিতেছেন।

পূর্বপক্ষী বলেন যে, কোন কোন ক্ষতিতে জীবের উৎপত্তির কথা শুনা যায়; তাহাতে সংশয় এই যে—জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? পূর্বপক্ষীর যুক্তি এই যে, চিং ও জড়াত্মক জগতের কার্য্যত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে অর্থাৎ এই কার্য্যত্ব স্বীকার না করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্বকারণ্যের জ্ঞান হয়—এইরূপ প্রতিজ্ঞার হানি ঘটে, কাজেই জীবের উৎপত্তি আছে বলিব। পূর্বপক্ষ বাদীর এই উক্তির প্রতিবাদে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, জীবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি সকলেই জীবাত্মার নিত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ ভাঙে ও টাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“নাত্মা জজান ন মরিস্মৃতি নৈধতেহসৌ।

ন ক্ষীয়তে সর্বনবিদ্যাবিচারিণাং হি।

সর্বত্র শব্দনপায়ুপলক্ষিমাং

প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্লিতং সং ॥” (ভাঃ ১।১।৩৮)

“নিত্য আত্মাবায়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ।

ধতেহসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥”

(ভাঃ ৭।২।২২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥” (গীঃ ২।২০)

কঠোপনিষদে,—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিং।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥”

(১।২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১।১৭) ॥ ১৬ ॥

জীবের স্বরূপ বিচার

অবতরণিকাতাম্যম্—অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইতি “সুখমহমস্বাপ্ং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইতি চ শ্রুয়তে। তত্র জ্ঞানমাত্রস্বরূপো জীব উত জ্ঞানজ্ঞাত্বস্বরূপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান-মাত্রস্বরূপঃ সং, যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যত্ব তথৈব প্রত্যয়াৎ। জ্ঞানং তু বুদ্ধেরেব ধর্ম্মস্তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যাত্যতে সুখমহমস্বাপ্ংমিতি। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন—শ্রুতিতে আছে ‘যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্’ ইত্যাদি যিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া কাহারও দ্বারা বিজ্ঞাত হন না, ইহার দ্বারা জীবের জ্ঞানরূপতা বোধিত হইতেছে আবার ‘সুখমহমস্বাপ্ং ন কিঞ্চিদবেদিষম্’ আমি বেশ স্মৃথে ঘুমাইয়া ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই; ইহার দ্বারা আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় প্রতীত হইতেছে; অতএব ইহাতে সংশয় এই—জীব কি কেবল জ্ঞানস্বরূপ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় স্বরূপ? ইহার উত্তরে

পূর্বপক্ষী বলেন যে, জীব কেবল জ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু—‘যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন’ যিনি জ্ঞানাকারে আছেন—এই শ্রুতিতে সেইরূপই প্রতীত হইতেছে, তবে যে ‘স্বথমহমস্বাপ্‌সম্’ ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতাকে বুঝাইতেছে, তাহার উপপত্তি কি? তাহাতে বসিতেছেন—জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম, সেই বুদ্ধিরই সহিত যখন জীবের অভেদজ্ঞানরূপ অধ্যাস হয়, তখন ঐরূপ প্রতীতি হয়; অতএব উহা—জ্ঞাতৃত্বজ্ঞান ভ্রম। এই পূর্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাশ্রুতি। পূর্বত্র জীব-বিষয়কয়োজ্ঞাতে-
ষ্ট্যাদি-নিত্যত্বাদিশ্রুত্যাণ্যবিষয়ভেদাদস্ববিবোধঃ। ইহ তু তদ্বিষয়কয়োনিগুণ-
সগুণশ্রুত্যাণ্যস্ববিবোধ একবিষয়ত্বাদিত্য প্রত্যাধাহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ। ‘যো
বিজ্ঞানে’ ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ প্রতীতঃ স্বথমহমস্বাপ্‌সমিত্যত্র তু জ্ঞানীতি
দ্বয়োর্বাক্যয়োবিবোধঃ প্রতিভাতি। রবিবিষয়ত্বেন জ্ঞানমাত্রশ্রুতেরপি জ্ঞাতৃত্বা
ব্যাখ্যানাদবিবোধো বোধ্যঃ। তয়া বুদ্ধ্যা। তত্র জীবো।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘পূর্ব অধিকরণে জীব-বিষয়ে
জ্ঞাতৃপ্ৰভৃতি কার্য্যত্ববোধিকা শ্রুতি ও ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা’ ইত্যাদি
নিত্যত্ববোধিকা শ্রুতির বিরোধ বিষয়ভেদে অর্থাৎ কার্য্যত্বশ্রুতি দেহকে
আশ্রয় করিয়া এবং নিত্যত্ব শ্রুতি স্বরূপ আশ্রয় করিয়া পরিহৃত হওয়ায় উহা
না হউক, কিন্তু এই অধিকরণে জীব-বিষয়ে নিগুণ ও সগুণ শ্রুতিদ্বয়ের
বিরোধাভাব না হউক; কেননা, একই জীবকে আশ্রয় করিয়া ঐ শ্রুতিদ্বয়
উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যাধাহরণসঙ্গতি-অনুসারে আক্ষেপ হইল। ‘যো
বিজ্ঞানে তিষ্ঠন’ এই শ্রুতিতে জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ প্রতীত হইয়াছে,
আবার ‘স্বথমহমস্বাপ্‌সম্’ ইত্যাদি বাক্যে জীব জ্ঞাতৃত্বরূপ বোধিত হইয়াছে,
অতএব ঐ দুই বাক্যের বিরোধ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। রবিবিষয়ত্বানু-
সারে জ্ঞানমাত্রস্বরূপতা-বোধক শ্রুতিরও জ্ঞাতৃত্বরূপে ব্যাখ্যা বলে বিরোধের
পরিহার জানিবে। ‘তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যাস্তে’—তয়া—সেই বুদ্ধির সহিত
অভেদসম্বন্ধযুক্ত, তত্র—সেই জীবের ধর্মের অধ্যাস করা হয়।

জ্ঞাধিকরণম্,

সূত্রম্—জ্ঞোহত এব ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—‘জ্ঞঃ’—আত্মা জ্ঞাতাই বটে, যেহেতু সে জ্ঞানস্বরূপ হইলেও
জ্ঞাতৃত্বরূপই, প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই। যথা ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতি ‘এষ
হি দ্রষ্টা, স্রষ্টা’ ইত্যাদি, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই জীবই দর্শন করে, স্পর্শ
করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞ এবাত্মা, জ্ঞানরূপত্ব সতি জ্ঞাতৃত্বরূপ
এব। “এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা জ্ঞাতা মন্তা বোদ্ধা
কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ” ইতি ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতি-
বলাদেব তথা স্বীকৃতং, ন তু যুক্তিবলাৎ। “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ”
ইতি হি নঃ স্থিতিঃ। “জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোহয়ম্” ইতি স্মৃতেশ্চ।
ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ স্বথমহমিতি স্মৃণোথিতপরামর্শানুপপত্তেঃ
জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাত্। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মা জ্ঞাতৃত্বরূপই, জ্ঞানরূপতা থাকিলেও জ্ঞাতৃত্বরূপই
হইবে। তাহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন—অতএব—ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতিবশতঃই
আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়। যথা—এই জীব দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ
করে, রসাস্বাদ করে, আভ্রাণ করে, মনন অর্থাৎ সঙ্কল্প করে, বোধ অর্থাৎ
নিশ্চয় করে, প্রযত্ন করে, সেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা। শ্রুতিপ্রভাবের
জীবকে উভয়স্বরূপ বলা হইল, যুক্তি বলে নহে। যেহেতু শ্রুতিই শব্দমূলক,
ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। স্মৃতিও তাহা বলিতেছেন; এই জীব জ্ঞান-
স্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্বরূপ। আত্মাকে জ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলা চলে না, কারণ তাহা
হইলে ‘স্বথমহমিত্যাদি’ নিদ্রোথিত ব্যক্তির এই স্মৃতির অসঙ্গতি হয় এবং
‘এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা’ ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ববোধিকা শ্রুতিরও বিরোধ হয়। অতএব
জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জ্ঞাতৃত্বরূপ ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—জ ইতি। এষ হীতি। এষ জীবঃ। ন চাত্মেতি।
আপাত্তিতস্ত স্তমহমস্বাপ্নমিতি বিমর্শাসিদ্ধে মোক্ষে মুক্তঃ স্তথী অহমস্মীতি
পুমর্থসাক্ষাৎকারাসিদ্ধেশ্চতর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—এষহি ইত্যাদি শ্রুতিঃ—এষঃ—এই জীব। ‘ন চাত্মা জ্ঞান-
মাত্র স্বরূপ ইত্যাদি’ নিদ্রা হইতে উখিত পুরুষের ‘স্বথে আমি ঘুমাইয়াছিলাম’
এই স্মৃতির অনুপপত্তি হয় এবং মুক্তি হইলে জীব মনে করে ‘আমি মুক্ত,
আমি স্তথী’ এইরূপ পুরুষার্থ-সাক্ষাৎকারেরও অসিদ্ধি ঘটে, অতএব জ্ঞাতৃ-
স্বরূপও বলিতেই হয় ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে
পাওয়া যায়, “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্তি জ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যন্ত
বিজ্ঞানং শরীরম্”—(বৃঃ ৩।৭।২২) আবার যুক্তিতেও পাই—“স্তমহম-
স্বাপ্নাং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইতি। ইহাতে পূর্বপক্ষী সংশয় করিতেছেন যে,
জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতৃ উভয়স্বরূপ? পূর্বপক্ষী বলেন,
জীবকে জ্ঞানস্বরূপই বলিতে হইবে; তবে যে “আমি স্বথে ঘুমাইয়া-
ছিলাম” ইত্যাদি বাক্যে জীবের জ্ঞাতৃস্বরূপও বর্ণন করিয়াছেন, তাহার
উপপত্তি এই যে, জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম, সেই বুদ্ধির সহিত জীবের অধ্যাস
হওয়ায় ঐরূপ প্রতীতি ঘটে। এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে সূত্রকার বর্তমান
সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিপ্রমাণ বলেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃ-
স্বরূপ। ষট্ প্রসঙ্গী শ্রুতি বলিয়াছেন, “এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা” ইত্যাদি এবং
ছান্দোগ্যেও পাই,—“অথ যো বেদেদং মদ্বানীতি স আত্মা”। (ছাঃ ৮।১২।৫)

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদেহাদাত্মোক্ষিতা স্বদৃক্।

যথাসিদ্ধীকরণো দাহাদাহকোহগ্রঃ প্রকাশকঃ ॥” (ভাঃ ১।১।১০।৮)

“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষেতানন্তভাবেন ভূতেষ্বি তদাত্মতাম্ ॥” (ভাঃ ৩।২।৮।৪২)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“সর্বভূতস্বাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষেতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥” (গীঃ ৬।২৯) ॥ ১৭ ॥

জীবের পরিমাণ বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি। মুণ্ডকে
“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিশে”
ইতি পঠ্যতে। ইহ সংশয়ঃ—জীবো বিভূরণুর্বেতি। তত্র বিভূরেব
জীবঃ। “তং প্রকৃত্য মহান্” ইতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ।
অণুত্বং তু বুদ্ধিগতং তদ্রোপচর্যতে। এবং প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জীবের পরিমাণ-সম্বন্ধে আলোচনা
করিতেছেন—মুণ্ডকোপনিষদে আছে—‘এষোহণুরাত্মা...সংবিশে’ এই জীবাত্মা
অণুপরিমাণ, তাহাকে বিশুদ্ধজ্ঞান-সাহায্যে জানিবে। যাহাতে (জীবশরীরে)
পাঁচপ্রকার প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রুতি বাক্যোক্ত বিষয়ে
সংশয় এই—জীব অণুপরিমাণ? অথবা বিভূ—পরমমহৎ পরিমাণ? তাহাতে
কেহ সিদ্ধান্ত করেন, জীব—বিভূই, কেননা জীবের উপক্রম করিয়া
‘মহান্’ এই শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাই গৌতমাদি বাদিগণ স্বীকার করেন।
তবে যে, ‘অণোরণীয়ান্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহাকে অণু বলা হইয়াছে তাহা
বুদ্ধিধর্ম, অণুপরিমাণ আত্মাতে আরোপিত অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ। ইহার
উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নহ নিগুণসগুণবাক্যয়োঃ প্রাগ্দর্শিতোহবি-
রোধঃ স্মারিগুণবাক্যস্তাপি সগুণপরতয়া নীতত্বাৎ। ইহ তু বিভূণুবাক্য-
য়োর্বিরোধো হৃস্পরিহরঃ তয়োর্জীবমুদ্दिश पाठादिति प्राग्वदाक्षेपे विभू-
वाक्यं परमात्मानमधिकृत्य पठितमिति निर्गतत्वादविरोध इति यदि कृत्वाह
अथाश्रुति। বাদিভির্গৌতমাদিভিঃ। তত্র বিভৌ জীবৈ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—ইতঃপূর্বে
জীবাত্মার নিগুণত্ব ও সগুণত্ব বোধক বাক্যদ্বয়ের পূর্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে
বিরোধের পরিহার হইতে পারে, যেহেতু নিগুণ বাক্যকেও সগুণ তাৎপর্যে
লওয়া হইয়াছে কিন্তু জীব-বিষয়ে অণুপরিমাণ ও বিভূপরিমাণ-সম্বন্ধে বিরোধ
পরিহারের অযোগ্য, যেহেতু জীবকে উদ্দেশ করিয়াই অণুপরিমাণ ও বিভূ-
পরিমাণের উল্লেখ আছে, এইভাবে পূর্বের মত আক্ষেপ জ্ঞাতব্য, তাহার

মীমাংসায় বলা হইবে যে, বিভূত্ববোধক বাক্য পরমেশ্বরকে বিষয় করিয়া পঠিত, এইরূপ নির্ণীত হওয়ায় বিরোধ পরিহৃত হইবে; এই মনে রাখিয়া ‘অথাস্ত পরিমাণং চিন্তয়তি’ ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। ‘তথৈব বাদিভির-ভূপগমাচ্চ ইতি’—বাদিভিঃ—গৌতমাদি দার্শনিকগণ কর্তৃক। তত্রোপচর্যতে ইতি—তত্র—বিভূপরিমাণ জীবে।

উৎক্রান্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—জীব অণুপরিমাণ, যেহেতু তাহার দেহ হইতে নিষ্কমণ, লোকান্তরে গমন ও কর্মফল-ভোগনিমিত্ত পুনঃ ইহলোকে আগমন শ্রুত হইতেছে। বিভূ—সর্বব্যাপক, তাহার পক্ষে এইগুলি সম্ভব নহে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অত্রাণুরিতি পদমূহ্যম্ পরত্র নাণুরিতি পূর্ব-পক্ষত্বাৎ। পক্ষম্যর্থো যষ্ঠী। পরমাণুরেবাং জীবো ন বিভূঃ। কুতঃ? উৎক্রান্ত্যাদিত্যঃ। “তস্ম হৈতস্ম হৃদয়স্তাং প্রত্যোততে। তেন প্রত্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্কামতি চক্ষুষো বা মূর্ধ্ণো বা শরীরদেশেভ্যঃ” ইতি। “অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা-বৃত্তাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাসৌবুধো জনা” ইতি। “প্রাপ্যাস্তং কর্মণস্তস্ম যৎ কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্। তস্মাৎ লোকাং পুনরত্যস্মৈ লোকায কর্মণে” ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা জীবস্তোৎক্রান্ত্যাদয়ো নিগদিতাঃ। ন চ সর্বগতস্ম তস্য তাঃ সম্ভবেয়ুঃ। “অপরিমিতা ঋবাস্তত্ত্বভূতো যদি সর্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ঋব নেতরথা” ইত্যাদিকা হি স্মৃতিঃ। পরেশস্য তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে ‘অণু’ পদটি ধরিয়া লইতে হইবে, কেননা পরে পূর্বপক্ষী ‘নাণুঃ’ জীব অণুপরিমাণ নহে বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন;

এখানে জীবকে অণু না বলিলে ঐ আপত্তি সঙ্গত হয় না। সূত্রস্থ ‘উৎ-ক্রান্তি গত্যাগত্যাগতীনাম্’ এই পদে যষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমী অর্থে—ইহা আর্ষ-প্রয়োগ। অতএব সূত্রার্থ এই—জীব অণুপরিমাণই, বিভূ নহে। কি কারণে? উত্তর—উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়াবশতঃ। উৎক্রান্তি-বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—‘তস্ম হৈতস্ম হৃদয়স্তাং...শরীরদেশেভ্যঃ’ ইতি। প্রসিদ্ধ আছে—মৃত্যুর সময় সেই জীবের হৃদয়ের অগ্রভাগ বিকসিত হয়, সেই বিকসিত পথ দিয়াই জীব নিষ্কান্ত হয়, কিংবা চক্ষুপথে অথবা মস্তক হইতে, হয়ত অগ্রাণু প্রদেশ হইতেও নির্গত হয়। লোক-গমন সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, ‘অনন্দা নাম তে...বুধো জনা’ ইতি, যে সকল স্থান আনন্দহীন, ঘোর অন্ধকারে (তমোগুণে) আচ্ছন্ন সেইসব লোকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মায়াবদ্ধ, বিষয়-ভোগে মত্ত জীবেরা মৃত্যুর পর গমন করে। আবার ইহলোকে আগমন সম্বন্ধেও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—এইলোকে জীবদশায় জীব যাহা কিছু কর্ম করে, পরলোকে সেই কর্মফলের ভোগ সমাপ্তির পর তথা হইতে এই মর্ত্যালোকে কর্ম করিবার জন্ত পুনরায় আগমন করে। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিদ্বারা জীবের উৎক্রমণ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীব বিভূপরিমাণ হইলে সর্বব্যাপক তাহার ঐগুলি সম্ভব হইত না। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন—হে ঋব! নিত্যস্বরূপস্বভাব! ভগবন্! জীব যদি অনন্ত অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাপক ও নিত্য হয়, তবে আপনাতে ও জীবতে কোনও প্রভেদ না থাকায় আপনি তাহাদের শাস্তা অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং জীব শাস্ত—নিয়ম্য এই শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে পারে না; কিন্তু জীব অণুপরিমাণ হইলে সেই নিয়ম-ভঙ্গ আর হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর বিভূ হইলেও তাহার অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন গমনাগমনাদি বিরুদ্ধ হয় না ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ স্মৃতশূন্যঃ। অবিদ্বাসস্তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যঃ। বুধো বিষয়ভোগপণ্ডিতাঃ। তস্ম জীবস্ত। তাঃ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ। অপরিমিতা ইতি শ্রীভাগবতে। হে ঋব নিত্যস্বরূপস্বভাব ভগবন্ অপরিমিতা অনন্তা ঋবা নিত্যাস্ত তত্ত্বভূতো জীবা যদি সর্বগতা বিভবো ভবেয়ুস্তর্হি ভবান্ শাস্তা জীবাঃ শাস্তা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ স ন স্মাৎ তেষাং তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতরথা তেষামণুশ্চে মতি শোহনিয়মো ন কিন্তু

নিয়ম এব তিষ্ঠেদিতার্থঃ। অত্র বিভূষণং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতম্। পরেশ-
স্তুতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা তৎ সিধ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—উৎক্রান্তিগত্য ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘অনন্দা নাম তে
লোকাঃ’ ইত্যাদি অনন্দাঃ—আনন্দহীন, সুখশূন্য, অবিদ্বাংসঃ—তত্ত্বজ্ঞান-রহিত,
বুধঃ—বিষয়ভোগে পণ্ডিত—মত্ত। ‘প্রাপ্যাস্তং কৰ্ম্মণস্ততঃ’ ইত্যাদি—ততঃ—
জীবের। তাঃ সম্ভবেয়ুঃ ইতি—তাঃ—সেই উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ক্রিয়া।
‘অপরিমিতা ক্রবাস্তত্ত্বতঃ’ ইত্যাদি—এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতীয়। ‘ক্রব
নেতরথা’ ইতি হে ক্রব! হে নিত্যস্বরূপ নিত্যস্বভাব ভগবন্! অপরিমিতাঃ—
পরিমাণ শূন্য অর্থাৎ অনন্ত, ক্রবাস্ত এবং নিত্য, তত্ত্বতঃ—জীব সকল, যদি
সর্বগত অর্থাৎ বিভূ পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, ন শাস্ততা—শাস্তশাসক ভাব
থাকে না অর্থাৎ আপনি জীবের শাস্তা ও জীব শাস্ত এই শাস্ত্রীয় নিয়মের
ভঙ্গ হয়, যেহেতু তাহাতে আপনার (ভগবানের) ও জীবের পরস্পর সাম্য হয়।
ইতরথা—কিন্তু জীবের অণুপরিমাণ বলিলে সেই অনিয়ম হয় না কিন্তু নিয়ম
বজায় থাকে। এই শ্লোকে জীবের বিভূষণ গণিত হইয়াছে। ‘পরেশস্ত তু’
ইত্যাদি পরমেশ্বরের কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে জীবের পরিমাণ বিচারিত হইতেছে। মুণ্ডক
শ্রুতিতে আছে,—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” (মুণ্ডক ৩।১।২)
আবার বৃহদারণ্যকে পাই,—“স এষ মহানজ আত্মা” (বৃঃ ৪।৪।২৪-২৫)।
এ-স্থলে কেহ সংশয় করেন যে, জীবাত্মা অণুপরিমাণ? অথবা
বিভূ? পূর্বপক্ষী বলেন যে, জীবকে বিভূই বলিব, কারণ গোতমাদিও
তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে যদি কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদ্
তাহাকে (জীবকে) “অণোরণীয়ান্” (কঠ ১।২।২০) বলিয়াছেন, তদন্তরে
পূর্বপক্ষী বলেন যে, বুদ্ধিগত অণু জীব উপচরিত হইয়া থাকে।

সূত্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উৎক্রান্তি,
গতি ও আগতি-দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার করিতে হইবে। বিস্তারিত
আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

স্বৈতাত্মত্ব উপনিষদেও পাই,—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত
চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লতে ॥” (শ্বে—৫।২) বৃহদারণ্যকেও
আছে—“যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি ॥” (বৃঃ ২।১।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই,—

“অপরিমিতা ক্রবাস্তত্ত্বতঃ যদি সর্বগতা-

স্তর্হি ন শাস্ততেতি নিয়মো ক্রব নেতরথা।

অজনি চ যন্নয়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ

সমমহজ্ঞানতাং যদমতং মতদুষ্টিতয়া ॥” (ভাঃ ১০।৮।১৩০)

অর্থাৎ শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার
অন্ত নাই। জীব ‘অনন্ত’—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে,
‘জীব ব্রহ্মের গায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত’—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।
কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ‘জীব’ ঐশিতব্য অর্থাৎ শাস্ত্র
এবং আপনি ‘ঐশ্বর্য’ তাহার শাসক। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও
আপনি সেব্য—নিয়ম স্থির থাকে না। সূত্রায় জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য
বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। ‘সর্বগ’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এই যে,
জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্য
সদৃশ, জীব ক্ষুলিঙ্গ বা কিরণ-কণস্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা
হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে
অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার
নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব-বিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের
মত মতবাদে দুষিত।

আরও পাওয়া যায়,—

“সুস্মাণামপ্যহং জীবো” (ভাঃ ১।১।১৬।১১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩।৩৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“তদ যেন ঐশ্বরের জলিত জলন।

জীবের স্বরূপ যৈছে ক্ষুলিঙ্গের কণ ॥”

(চৈঃ চৈঃ আদি ৭।১১৬) ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অত্র বিভোরচলতোহপ্যুৎক্রান্তির্দেহাভি-
মাননিবৃত্তিমাশ্রয়েণ গ্রামস্থাননিবৃত্তিবৎ কদাচিৎ সংভাব্যেত গত্যাগতী
তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই অধিকরণে গতিক্রিয়াহীন হইলেও
বিভু আত্মার দেহ হইতে উৎক্রমণ দেহাভিমান-নিবৃত্তিমাশ্রয়ে কোন প্রকারে
সম্ভব হইতে পারে যেমন রাজার গ্রামের আধিপত্য নিবৃত্তি দ্বারা রাজত্ব
ত্যাগ সম্ভব হয়, কিন্তু গমনাগমনের উক্তি নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে তো সম্ভব হইতেছে
না, এই কথাই পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অত্রোতি । বিভোঃ সর্বদেশস্ত ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিভোরচলত ইতি বিভোঃ—
সর্বদেশব্যাপী ।

সূত্রম্—স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—‘স্বাত্মনা চ’—নিজদ্বারাই অর্থাৎ স্বয়ংই, ‘উত্তরয়োঃ’—গতি ও
আগতি-কার্যে আত্মার সম্বন্ধ আছে, কারণ ক্রিয়া কর্তাভেদে থাকে । কথাটি
এই—‘তাৎসত্ত্ব প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি’ এই শ্রুতিতে ‘গচ্ছন্তি’ ক্রিয়ার অর্থ ‘তে’
এই কর্তৃপদের সহিত, অতএব আত্মার গমন এবং ‘পুনরৈত্যশ্চৈ লোকায়
কর্মণে’ এই শ্রুতিদ্বারা আত্মার আগমন বোধিত হইতেছে, স্বতরাং আত্মার
স্বতঃই গমনাগমন বলিতেই হইবে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোহবধারণে উত্তরযোগ্যত্যাগতোঃ স্বাত্মনৈব
সম্বন্ধো বাচ্যঃ কর্তৃস্থক্রিয়ত্বাৎ । সত্যোচ্চ তয়োৰুৎক্রান্তিরপি
দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যঃ । “তেন প্রত্নোতেন” ইত্যাদি শ্রবণাৎ ।
“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ । গৃহীত্বৈতানি সংযাতি
বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ” ইত্যাদি স্মরণাচ্চ । যত্নুৎক্রান্তাদিকমুপাধ্যুৎ-
ক্রান্তাদিভির্ব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম্ । “স যদাস্মাৎ শরীরং
সমুৎক্রামতি সইবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি” ইতি কৌষীতকীর্বাঙ্কণ-

শ্রুতসহশব্দবিরোধাৎ । স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং
বোধয়তি, পুত্রেন সহ পিতা ভুঙ্ক্তে ইতিবৎ । বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহি-
গ্রাহয়োরসামঞ্জস্যাচ্চ । এতেন ঘটাকাশবদজ্ঞদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতি-
বালকোলাহলোহপি নিরস্তঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘চ’ শব্দের অর্থ অবধারণ । উত্তরয়োঃ—
উৎক্রান্তি-শব্দের পরে নির্দিষ্ট গতি ও আগতির স্বরূপতঃই জীবের সহিত
সম্বন্ধ বলিতে হইবে, যেহেতু ক্রিয়া কর্তাভেদেই থাকে । যদি তাহা হয়,
তবে দেহ হইতে উৎক্রমণের উক্তিও স্বরূপতঃ দেহরূপস্থান হইতে বলা
উচিত, যেহেতু সে বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ রহিয়াছে যথা—‘তেন প্রত্নোতে-
নৈব আত্মা নিষ্ক্রামতি’ । সেই বিকসিত প্রদেশ দিয়াই এই আত্মা দেহ
হইতে বাহির হইয়া যায় । স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ বলিতেছে, যথা—‘শরীরং
যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ’ ইত্যাদি—আত্মা যে শরীর গ্রহণ করে এবং
উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তাহা বায়ু যেমন পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধ লইয়া
যায়, সেইরূপ আত্মা দেহ হইতে প্রাণ-ইন্দ্রিয় লইয়া চলিয়া যায় । তবে-
যে কেহ কেহ (অদ্বৈতবাদী) বলেন—জীবের উৎক্রমণ, গমন, আগমন এগুলি
উপাধির অর্থাৎ বুদ্ধির উৎক্রমণাদিবোধক ;—ইহা মন্দ কথা । যেহেতু ‘স
যদাস্মাৎ শরীরং...উৎক্রামতি’—সেই আত্মা যখন এই পাক্‌ভৌতিক দেহ
হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সে এই সমস্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়,
এই কৌষীতকীর্বাঙ্কণে প্রবৃত্ত সহ-শব্দের উক্তি বিরোধ হয় । যেহেতু
সহশব্দ প্রধান ও অপ্রধান কর্তা উভয়ের সমান ক্রিয়াই বুঝাইয়া থাকে,
যেমন ‘পুত্রেন সহ পিতা ভুঙ্ক্তে’ বলিলে পুত্র ও পিতা উভয়ের ভোজন
বুঝায়, যদি বুদ্ধির উৎক্রমণাদি হয়, তবে ইন্দ্রিয়-প্রাণাদির সহিত আত্মার
গতি উক্তি সম্ভব হয় না, অতএব আত্মারই উৎক্রমণ, গতি, আগতি
বুঝিতে হইবে, তদুভয় বায়ু-দৃষ্টান্তে যে গ্রহ ধাতু আছে এবং গ্রাহগন্ধের কথা
আছে, তাহারও অসামঞ্জস্য হয় । ইহার দ্বারা মূর্খরা যে কোলাহল করে,
যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশই থাকে, সেইরূপ দেহেরও নাশ হইলে
আত্মার উৎক্রমণ হয় না, আত্মা স্বরূপেই থাকে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ মনে
হয় আত্মা চলিয়া গিয়াছে, ইহাও খণ্ডিত হইল ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বাঅনেতি। শরীরমিতি শ্রীগীতাস্থ। ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়-নিয়ন্তা জীবঃ প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎপত্তেদেহাদিস্বামিনি তস্মিন্ সম্ভবাচ্চ। এতানি প্রাণেন্দ্রিয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্তাৎ। যদ্বিতি। উপাধিরত্র বুদ্ধি-জ্ঞেয়া। স যদেতি। স জীবো যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতি তদেতৈঃ সর্কৈঃ প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সর্হৈব সমুৎক্রামতীত্যুক্তৈর্জীবস্ত প্রাণাদীনাক্ষ তুল্যেবোৎক্রান্তিরাগতা তথৈব সহশঙ্কায়াং। স হি সহশঙ্কঃ। দৃষ্টান্তেন বিশ-দয়তি পুত্রেণেতি। অন্তদ্বিশদার্থম্ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—‘স্বাঅনেতি’ সূত্রের ভাষ্যস্থ ‘শরীর মিত্যাদি’ শ্লোকটি শ্রীভগবদ্-গীতায়। তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরঃ—দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা জীব,—জীবের প্রকরণ-হেতু এখানে ঈশ্বর পরমেশ্বর অর্থে নহে। ঈশ্বর শব্দ ‘ঈষ্টে’ যিনি সংযত করেন, এই অর্থে ঈশ্ব ধাতুর বরচ্-প্রত্যয় লভ্য অর্থ দেহাদি-স্বামী জীবাত্মাকেও বুঝাইতে পারে। ‘গৃহীত্বৈতানি ইতি’ এতানি—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সমূহ। ইবাশয়াৎ—আশয়াৎ—পুষ্পের অভ্যন্তর হইতে। ‘যত্বুৎক্রান্ত্যাদিক-মুপাধ্যুৎক্রান্ত্যাভিধিরিতি’ এখানে উপাধি শব্দের অর্থ বুদ্ধি ধর্তব্য। ‘স যদাস্মাৎ শরীরাৎ ইতি’—সঃ—সেই জীব, যখন এই শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন এই সকল প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত নির্গত হয়, এই কথা বলায় জীবাত্মার ও প্রাণেন্দ্রিয়সমূহায়ের তুল্যভাবেই উৎক্রমণ জ্ঞাত হইল, যেহেতু সহ শব্দের সেইরূপই অর্থ। ‘স হি প্রধানাপ্রধানয়োরিতি’ স হি—সেই সহশঙ্কটি। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিবৃত করিতেছেন—‘পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙক্তে’ এই বাক্য দ্বারা, অপরাংশ বিবৃতই আছে ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব সূত্রে যে জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই পুনরায় বলিতেছেন যে, বিভূ আত্মা অচল অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলেও দেহাভিমান নিবৃত্তিমাত্র রাজার গ্রামাধি-পত্যের নিবৃত্তির ত্রায় দেহ হইতে উৎক্রমণ কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও নিষ্ক্রিয় বস্তুর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না। সেই সম্বন্ধেই সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, গতি ও আগতি কার্য্য জীবাত্মার সহিতই সম্বন্ধ-যুক্ত জানিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, “তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্য-বিদ্বাংসোহবুধো জনাঃ (বৃঃ ৪।৪।১১) পুনরায় পাওয়া যায়,—“তস্মাল্লোক্য

পুনরত্যস্মৈ লোকায় কৰ্ম্মণ ইতি” (বৃঃ ৪।৪।৬)। ইহাতে জীবাত্মার গমনাগমনের কর্তৃত্ব স্পষ্টই দেখা যায়। জীবের উৎক্রমণ-বিষয়েও শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ ভাষ্যে প্রদত্ত আছে। কৌষীতক্যপনিষদেও আছে—“স যদা অস্মাৎ শরীরাহুৎক্রামতি সর্হৈবৈতৈঃ সর্কৈরুৎক্রামতি” (কৌঃ ৩।৪)। যদি অজ্ঞলোক বলে যে, ঘট ভঙ্গে যেমন আকাশই থাকে, সেইরূপ উপাধি-ত্যাগই উৎক্রান্তি, তাহা মুখের কোলাহল বলিয়া ভাষ্যকার নিরাকরণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“দেহেন জীবভূতেন লোকালোকমহুব্রজন্।

ভুজান এব কৰ্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥” (ভাঃ ৩।৩।১৪৩)

অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পুরুষ আত্মা, উপাধিস্বরূপ লিঙ্গশরীর সহ এক লোক হইতে অত্র লোকে গমন পূর্বক নিরন্তর কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তথাপি পুনরায় সেই কৰ্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়। এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মেও পাই,—“লিঙ্গ শরীর লইয়া মর্ত্যালোক হইতে স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করে। উপাধিগমনেই উপহিত জীবের গমন সম্ভব হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই জীব কৰ্ম্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ করে।”

আরও পাই,—

“মনঃ কৰ্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিযুক্তম্।

লোকালোকং প্রয়াত্যাত্মা তদহুবর্ততে ॥”

(ভাঃ ১।১।২২।৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব—অনাদি বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কত স্বর্গে উঠায়, কত নরকে ডুবায়।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥ ১২ ॥

সূত্রম্—নাগুরতচ্ছ তেরিতি চেম্নেতরাধিকারাং ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—জীব অণুপরিমাণ নহে, ‘অতচ্ছ তে’—অণুপরিমাণ বলিয়া শ্রুত হইতেছে না, বরং মহৎ পরিমাণ বলিয়াই শ্রুত আছে, ‘ইতি চেৎ’—এই যদি বল, ‘ন’—তাহা নহে। কারণ কি? উত্তর—‘ইতরাধিকারাং’—জীবের পরমাত্মাধিকারে মহৎ পরিমাণই যেহেতু শ্রুত হইতেছে ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নহু নাগুর্জীবঃ, বৃহদারণ্যকে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইতি তদ্বিপরীতস্ত মহৎপরিমাণস্ত শ্রুতবাদিতি চেম্ন। কুতঃ? ইতরেতি। তত্রৈতরস্ত পরমাত্মানোহধিকারাং। যদ্যপি “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” ইতি জীবস্তোপক্রমস্তথাপি “যস্তানুবিভঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” ইতি মধ্যে জীবের পরমেশ্বরমধিকৃত্য মহৎপ্রতিপাদনাং তস্মৈব তত্ত্বং ন জীবস্তেতি ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি—জীব পরমাণু পরিমাণ নহেন, যেহেতু বৃহদারণ্যকে ‘স এষ মহানজ আত্মা’ সেই এই আত্মা মহৎপরিমাণ ও নিত্য, এই অণু-বিপরীত মহৎ পরিমাণের কথা যেহেতু শ্রুত হইতেছে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না। কি হেতু? ‘ইতরাধিকারাং’—সে-স্থলে আত্ম শব্দে পরমাত্মার কথাই অধিকৃত আছে, জীবাত্মার নহে; অতএব জীবাত্মা অণু-পরিমাণই। যদিও বৃহদারণ্যকে—‘যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু’ যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময় এইরূপে জীবের কথাই আরম্ভ করা হইয়াছে (অতএব ‘মহানজ আত্মা’ এই শ্রুত আত্মা জীবাত্মার বলিব) তাহা হইলেও ‘যস্তানুবিভঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা’ তাহার জানে জীবাত্মা জানী হন, এই কথা মধ্যে পঠিত হওয়ায় পূর্বোক্ত আত্মা পরমেশ্বররূপে গ্রাহ্য অতএব জীব-ভিন্ন পরমেশ্বরকে অধিকার করিয়া তাহার মহৎ প্রতিপাদিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই মহৎ-পরিমাণ, জীব নহে ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাগুরিতি। তদ্বিপরীতস্তাণুপরিমাণেতরস্ত। যন্তেতি। যন্তোপাসকস্ত। প্রতিবুদ্ধঃ সর্বজ্ঞ আত্মা হরিরনুবিভো জ্ঞাতো ভবতি তস্ত স উ প্রসিদ্ধো হরিলোক এব লোকো ভবতীত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ। তত্ত্বং মহৎ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—নাগুরিতি সূত্রের ভাষ্যে ‘তদ্বিপরীতস্ত ইতি’—অণুপরিমাণ-ভিন্নের। ‘যস্তানুবিভঃ’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যে উপাসকের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ আত্মা শ্রীহরি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রসিদ্ধ সেই হরি লোকস্বরূপ হন, ইহা পরবর্তী অংশের সহিত অধিত। ‘তত্ত্বং ন জীবস্ত’ ইতি তত্ত্বং—মহৎ ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, জীবকে শ্রুতি মহৎ পরিমাণ বলিয়াছেন, স্ততরাং জীবকে অণু বলা যায় না। তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—না, পূর্বপক্ষবাদীর ঐকথা ঠিক নহে, কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি যে মহৎ পরিমাণের কথা বলিয়াছেন, উহা জীবাত্মাকে অধিকার করিয়া নহে, উহা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অধিকার করিয়াই বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—“স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু য এবোহন্তত্বদয় আকাশস্তন্মিহ্মতে সর্বস্ত বন্ধী সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ।” (বৃঃ ৪।৪।২২) আবার ঐ প্রকরণের মধ্যেই পাওয়া যায়,—“বিরজঃ পব আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ”। (বৃঃ ৪।৪।২০) পুনশ্চ—“তমেব ধীবো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত ব্রাহ্মণঃ।” (বৃঃ ৪।৪।২১)। স্ততরাং ঐ মহান্ পদ জীবাত্মার না বুঝিয়া পরমাত্মারই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ” (ভাঃ ১।১।১৬।১১)

“একশ্চৈব মমাংশস্ত জীবশ্চৈব মহামতে।

বদ্ধোহস্তাবিভয়ানাদিবিভগ্না চ তথৈতরঃ ॥” (ভাঃ ১।১।১৬।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের—“অনর্থোপশমং সাক্ষাভুক্তিযোগমধোক্ষজে”। (ভাঃ ১।৭।৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—“ঈশঃ স্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্ধুঃ সর্ব-ব্যাপ্যক এব হি। জীবোহধীনশ্চিৎকণোহপি স্খোপাধিব্যাপিশক্তিকঃ। অনেকোহবিভয়োপাত্ত্যন্তাবিতোহপি কর্হিচিৎ। মায়াস্চিৎপ্রধানক্ণাবিতা-বিভেতি সা ত্রিধা।” ২০ ॥

সূত্রম্—স্বশকোদ্যানাত্যাক্ষ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—‘স-শব্দ’—অণুস্বাচক শব্দ ও ‘উদ্যান’ পরমাণুতুল্যতা (কোন বস্তু দেখাইয়া তাহার পরিমাণ) এই দুইটি দ্বারাও জীবের পরমাণুতুল্যতা ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্ব-শব্দোহণুব্রাচী শব্দঃ ক্রয়তে “এষোহণু-
রাশ্মা” ইতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণুতুল্যম্ বস্তু নিদর্শ্য তন্মানঞ্চ
জীবস্তোচ্যতে। “বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ
স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যাম-
ণুরেব সং। আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যমান-
ন্ত্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুব্রাচক শব্দ যে ক্রত হইতেছে যথা—
‘এষোহণুরাশ্মা’ ইতি এই জীবাশ্মা অণুপরিমাণ; ইহা দ্বারা এবং উন্মানদ্বারা
অর্থাৎ পরমাণু সদৃশাকার কোন বস্তু নিদর্শন করিয়া (দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়া)
তাহার পরিমাণ সদৃশ পরিমাণ জীবের এই উক্তি দ্বারাও জীবের অণুপরিমাণ
বুঝা যায়। সেই নিদর্শনবাক্য যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎপাঠকরা বলেন
—একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহাকে শতধা
বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, জীব সেই ভাগবিশিষ্ট; তাহা অনন্ত অর্থাৎ
নাশহীন বলিয়া কল্পিত। সেই দুই প্রমাণে জীব ‘অণু’ বলিয়া প্রতিপন্ন
হইতেছে। এস্থলে আনন্ত্য-শব্দ মুক্তির অভিধায়ক। মৃত্যুরাহিত্যই আনন্ত্য
শব্দের অর্থ ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বশব্দেতি। উন্মানমিতি। উদ্ধৃত্য মানমুন্মানম্। এতদেব
বিশদয়তি পরমাণুতুল্যমিতি ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—স্বশব্দেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে উন্মানমিতি—তুলিয়া (ওজন
করিয়া) পরিমাণ করার নাম উন্মান। ইহাই বিশদ করিতেছেন,—পরমাণু-
তুল্যমিতি—ফলতঃ পরমাণুতুল্য পরিমাণ ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুব্রাচক শব্দ দ্বারা এবং উন্মান অর্থাৎ
পরমাণুতুল্য কোন বস্তুর সদৃশ পরিমাণ কখনের দ্বারা জীবকে অণুপরিমাণ
অবগত হইতে হইবে। মুণ্ডকে আছে, “এষোহণুরাশ্মা চেতসা বেদিতব্যঃ”
(মুঃ ৩।১।২) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায়,—“বালাগ্রশতভাগস্ত
শতধা কল্পিতস্ত চ”। (শ্বেঃ ৫।২)। তবে যদি বলা যায়, অনন্ত শব্দের

উল্লেখ কেন? তদন্তরে ভাষ্যকার বলেন,—ইহা মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে কথিত
হইয়াছে। আনন্ত্য-শব্দের অর্থ মরণরাহিত্য।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“স্বপ্নাণামপ্যাহং জীবো” (ভাঃ ১।১।১৬।১১)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“চিংকণ জীব, কিরণকণসম।

ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥

জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম;

জলদগ্নিরাশি যৈছে, ক্ষুণ্ণিস্পের কণ ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ) ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নবগোরেকদেশস্থস্ত সকলদেহগতোপল-
ক্কির্বিরুদ্ধোতেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—যদি জীব পরমাণুতুল্য
পরিমাণ হয়, তবে একাংশস্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইবে,
এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নয়িতি। জীবশাণ্ডে গঙ্গাযুনিমগ্নসর্ব্বশরীর-
ব্যাপির্শৈত্যোপলক্কির্বিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জীব অণুপরিমাণ হইলে গঙ্গাজলে
অবগাহী ব্যক্তির সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী শৈত্যানুভূতি বিরুদ্ধ হয়, এই যদি বল,
তবে তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—

জীবের সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব

সূত্রম্—অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি
বিরুদ্ধ হইবে না ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—একদেশস্থ্যাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল-
দেহাঙ্কাদবদন্তুতস্যাপি তস্য সা ন বিরুদ্ধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ
—“অণুমাত্রোহপ্যং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য
শরীরানি হরিচন্দনবিপ্রক্ষঃ” ইতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লিপ্ত হইলেও
যেমন তাহা শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ অণু-
পরিমাণ হইলেও জীবাত্মার সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এ-কথা
স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—হরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়াও
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অণুপরিমাণ হইয়াও একস্থানে অবস্থান
করিয়াও সর্বদেহব্যাপক হয় ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিরোধ ইতি। সা উপলব্ধিঃ। স্মৃতিশ্চেতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তিঃ।
বিপ্রক্ষঃ কণাঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—অবিরোধ ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যান্তর্গত। সা ন বিরুদ্ধ্যতে। ইতি
সা—সেই উপলব্ধি। স্মৃতিশ্চ ‘অণুমাত্রোহপ্যং’ ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মাণ্ড-
পুরাণে উক্ত। হরিচন্দনবিপ্রক্ষ ইতি বিপ্রক্ষঃ—কণাগুলি ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে যদি একপূর্ণ পূর্ণপক্ষ হয় যে, জীব অণুপরিমাণ
হইলে তাহার সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তদন্তরে সূত্রকার
বলিতেছেন—হরিচন্দনের গায় অবিরোধ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায়
বলেন,—হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব শরীরের আনন্দ-
প্রদ হয়, সেইরূপ জীবেরও একদেশে থাকিয়া সর্বশরীরে ব্যাপকভাবে
বিরুদ্ধ হয় না।

“সূক্ষ্মাণামপ্যং জীবঃ” (তাঃ ১।১।৬।১১) এই শ্লোকের টীকায়
শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত চ। ভাগো
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” ইতি “আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ” ইত্যাদি শ্রুতিঃ।
অত্র জীবস্ত পরমাণুগ্রমাণস্তেহপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্বং জতু-জটিতস্ত
মহামণের্মহোষধিগুণস্ত চ শিরসি ধৃতস্ত পূর্ণদেহপুষ্টিকরিসুশক্তিস্বমিব ন
বিরুদ্ধম্” ॥ ২২ ॥

সূত্রম্—অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২৩॥

সূত্রার্থ—আপত্তি এই—চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে তিলকাদিরূপে
অবস্থান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্তু জীবের তো তাহা নহে, এই ‘অবস্থিতিবৈশেষ্যাদ্’
চন্দনদৃষ্টান্তেরও বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহা নহে; ‘অভ্যুপগমাৎ’
চন্দনের মত জীবও শরীরের একাংশে অবস্থান বিশেষ করে, যেহেতু ইহা
স্বীকৃত আছে। সেই দেশটি হইতেছে—‘হৃদি হি’ হৃদয়, তাহাতে জীব
থাকে ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নহু তদ্বিন্দোঃ শরীরৈকদেশেহবস্থিতিবিশেষঃ
প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চানুমেয়োহসৌ খাদিদৃষ্টান্তেন
বিপরীতানুমানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ?
অভীতি। তদ্বং জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্বিশেষস্বীকারাদিত্যর্থঃ।
নহু কোহসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি।
“হৃদি হেব আত্মা” ইতি ষট্ প্রমী শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে অবস্থিতি
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের অবস্থিতিবিশেষ তো প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। যদি বল,
ইহা অনুমান করিব, যথা—‘জীবঃ শরীরৈকদেশস্থিতঃ অণুপরিমাণত্বাৎ চন্দনবৎ’
তাহাও নহে, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আকাশাদি দ্বারা বিপরীত অনুমানও
সম্ভব; যথা ‘জীবো নিস্প্রদেশো বিভূত্বাৎ আকাশাদিবৎ’ অতএব দৃষ্টান্ত-বৈষম্য
হইতেছে, এই যদি বল, তাহাও নহে, কি কারণে? ‘অভ্যুপগমাৎ’ অর্থাৎ
যেহেতু হরিচন্দনের মত জীবাত্মারও শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ স্বীকৃত
আছে, এইজন্ত। প্রশ্ন—এ স্থানটি শরীরের কোন অংশ, যেখানে জীব
অবস্থান করে, এই যদি বল, তদন্তরে বলিতেছেন—‘হৃদি হি’ হৃদয়ে তাহার
অবস্থান। অর্থাৎ ষট্ প্রমী শ্রুতি বলিতেছেন—‘হৃদি হেব আত্মা’ এই আত্মা
হৃদয়ে থাকে, এই হেতু ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দৃষ্টান্তবৈষম্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি অবস্থিতিতীতি। অসৌ
দৈহিকদেশোহনুমাৎ ন শকাঃ। তত্র হেতুঃ খাদীতি। জীবো নিস্প্রদেশো
বিভূত্বাৎ খাদিবদিত্যনুমানসত্ত্বাৎ। নিরশ্রুতি নানুপেতি। তদ্বিশেষোহব-

স্থিতিবিশেষঃ। দেহমধ্যং হৃদাক্রম্য সর্বেন্দ্রিয়াধ্যাক্ষেপনমনসা সহিতো জীব-
স্তিষ্ঠতীত্যেবংলক্ষণঃ। বক্ষসি ললাটে বা তদ্বিন্দোঃ পিণ্ডাকারেণ যথাবস্থিতিরिति
বোধ্যম্ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রকার পূর্বপক্ষীর উদ্ভাবিত দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া
তাহার পরিহার করিতেছেন—‘অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিত্যাदि’—আত্মার দেহ
মধ্যে অবস্থান-দেশ অনুমান করিতে পারা যাইবে না; সে-বিষয়ে কারণ—
যেহেতু আকাশাদি দৃষ্টান্ত ধরিয়া উহার বিপরীত অনুমানও সম্ভব হয়,
যথা “জীবো নিশ্চিন্দ্রদেশো বিভূত্বাং খাদিবৎ” এইরূপ অনুমান হইতে পারে।
সূত্রকার ঐ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন—‘ন, অভ্যুপগমাৎ’ তাহা নহে;
দেহের মধ্যে স্থিতিবিশেষ স্বীকৃতই আছে। ‘তদ্বিশেষ্যাক্ষীকারাৎ’ ইতি
তদ্বিশেষঃ—অর্থাৎ অবস্থিতি-বিশেষ। তাহা কি প্রকার? দেহের মধ্যস্থিত
হৃদয়কে অধিকার করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনের সহিত জীব
অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থান বক্ষোদেশে অথবা ললাটে পিণ্ডাকারে
চন্দন বিন্দুর যেমন চর্চা হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকথা—এ-স্থলে সূত্রকার পূর্বপক্ষবাদীর দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা
করিয়া তাহার পরিহার পূর্বক বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অবস্থিতির
বৈষম্য হেতু চন্দন দৃষ্টান্তের স্থানাভাব হইতেছে; এই যদি পূর্বপক্ষী বলে,
তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত
আছে। প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়,—“হৃদি হেব আত্মা” (প্রঃ ৩।৬) এবং
ছান্দোগ্যেও আছে,—“স বা এষ আত্মা হৃদি তশ্চৈতদেব নিরুক্তং
হৃদয়মিতি” (ছাঃ ৮।৩।৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-

জীবন্ত মায়াবচিতস্ত নিত্য্যঃ।

আবির্হিতাঃ কাপি তিরোহিতাশ্চ

শুদ্ধো বিচটে হৃদিস্তদ্বকর্তৃঃ ॥” (ভাঃ ৫।১।১২)

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—“অবস্থাত্রয়সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তদ্ব্যমিত্যর্থঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞো হি দ্বিবিধঃ—ত্বংপদার্থো জীবঃ, তৎপদার্থ ঈশ্বরশ্চ।”

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিধঃ ॥” (গীঃ ১৩।১)

এই শ্লোকের টীকায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো
ন,—ক্ষেত্রজ্ঞেন তজ্জ্ঞানাত্মবাৎ ॥” ২৩ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিথমপ্যবিরোধঃ স্যা-
দিতি মুখ্যং মতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবের অণুপরিমাণ সিদ্ধ হইলেও এইরূপে
দেহব্যাপিত্বের অবিরোধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত
বলিতেছেন—

সূত্রম্—গুণাদালোকবৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—বা—অথবা ‘আলোকবৎ’—সূর্য্য প্রভার মত জীবদেহের একদেশে
থাকিয়াও প্রকাশকত্ব গুণ দ্বারা সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্মম্—অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃৎলক্ষণেন চিদগুণেন
নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশ-
স্থোহপি প্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। আহ চৈবং
ভগবান্। “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং
ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি। ন চ সূর্য্যাত্ত
বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ সূর্য্যপ্রভেতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্ত হ্রাস-
প্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োহপি প্রভয়া নিজপরিসরান্ রঞ্জয়ন্তো
দৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবন্তে ইতি শক্যং বক্তুন্ম অত্যন্তা-
সম্ভবাৎ উন্মানহাণ্যাপত্তেচ্চ। ইথঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব অণুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকরূপ চিদগুণের
দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপী হইবে, আলোকের মত। অর্থাৎ যেমন সূর্য্যাদি
জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজ প্রভা দ্বারা সমস্ত

আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে, সেই প্রকার। এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—যথা ‘প্রকাশয়ত্যেকঃ...প্রকাশয়তি ভারত’ হে ভরতকুলপ্রদীপ অর্জুন! যেমন একই সূর্য্য (প্রভা দ্বারা) এই সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, সেইপ্রকার ক্ষেত্রজ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে। যদি বল, সূর্য্য-দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ সূর্য্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণু স্বরূপ, তাহার সূর্য্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণু-পরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়া চৈতন্যময় করিবে, এ-কথাও বলিতে পার না; যেহেতু সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যের পরমাণুস্বরূপ নহে, তাহা হইলে সূর্য্য ক্ষীণ হইয়া যাইত। এইরূপ পদ্রুগাদিমণিও প্রভা দ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্থানগুলি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, এ-কথা বলিতে পারা যায় না; কেননা ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত, তবে ওজনে পরিমাণ/কমিয়া যাইত। অতএব এই প্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে না; উহা গুণ-বিশেষ ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গুণাদিতি। চিদ্বশেন জীবধর্মেণ। যথেনি শ্রীগীতাস্থ। ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তন্ত্ৰ-সূর্য্যস্ত। নিজেতি স্বনিকটভূদেশানিত্যর্থঃ। তেভ্যঃ পদ্রুগাদিভ্যঃ। অত্যন্তেতি। পদ্রুগাদীনাম্ পরমাণুক্ষরণাত্যন্ত-রূপপন্তেঃ সতি চ তৎক্ষরণে তেভ্যঃ নূনপরিমাণতাপন্তেষ্ট্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—‘গুণাদি’ ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে চিদ্বশেন—অর্থাৎ—জীব-ধর্ম্মদ্বারা, ‘যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ’ ইত্যাদি শ্লোক শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায়। ক্ষেত্রী—জীবাত্মা। ‘ন চ সূর্য্যাদ্ বিশীর্ণা’ ইত্যাদি। তথা সতি তন্ত্ৰ—তাহা হইলে তাহার—সূর্য্যের। নিজ পরিসরান্ ইতি—নিজের নিকটস্থিত স্থানগুলি এই অর্থ। ন চ তেভ্যঃ ইতি—তেভ্যঃ পদ্রুগাদি হইতে, অত্যন্তাসম্ভবং ইতি—পদ্রুগাদি হইতে পরমাণু-ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব এইজন্ত। আর যদি পরমাণু ক্ষরণই হয় বল, তবে তাহাদের পরিমাণ কমিয়া যাইত ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার জীবের অণুপরিমাণত্ব সিদ্ধ—এইরূপ বিচার পূর্ব্ব-সূত্রে দেখাইয়াও বর্তমান সূত্রে পুনরায় তাহা দৃঢ় করিয়া অল্প দৃষ্টান্ত

দ্বারা বলিতেছেন যে, জীব স্বীয়গুণে আলোকের ত্রায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। ভাস্কর্য্যকার সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা বুঝাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বুধ্যতে স্মেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ।

লক্ষ্যতে স্থলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহর্কবৎ ॥” (ভাঃ ১।১।৭।৫১)

শ্রীগীতায় পাই,—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১।৩।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় ভাস্কর্য্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু লিখিয়াছেন—“দেহ-ধর্মেণালিপ্ত এবাত্মা স্বধর্মেণ দেহং পুষ্পাতীত্যাহ,—যথেনি। যথেকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমন্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—(স্বয়ং বলদেব) “গুণাদ্যালোকবৎ” ইতি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“অনন্ত ক্ষটিকে বৈছে এক সূর্য্য ভাসে।

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ২।১২) ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাতাম্রম্—গুণস্ত গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্তা। তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—গুণ যে গুণিভিন্ন দেশে থাকে, ইহা বলা আছে, সেই স্থিতিকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—

সূত্রম্—ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—‘ব্যতিরেকঃ’—আশ্রয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে, ‘গন্ধবৎ’—যেমন গন্ধাদি প্রসর্পিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িত্ব গুণ হৃদয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে প্রসর্পিত হয়। ‘তথাহি দর্শয়তি’—কৌষীতকী উপনিষৎ সেই প্রকার দেখাইতেছেন—‘প্রজ্ঞা শরীরং সমাক্রহেত্যাদি’ আত্মা চেতয়িত্বগুণে সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা কুসুমাদিগুণস্ত গন্ধস্ত গুণিব্যতিরিক্তেহপি প্রদেশে বৃত্তির্ভবেদেবং চেতয়িতৃষ্য জীবগুণস্ত তৎপ্রদেশে হৃদ্য-তিরিক্তে শিরোহুয্যাদৌ বৃত্তিঃ স্ম্যৎ। তথাহি দর্শয়তি। “প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রুহ” ইতি কৌষীতক্যুপনিষৎ। গন্ধঃ খলু দূরং প্রসর্পন্নপি স্বাশ্রয়াৎ ন ভিচ্ছতে মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপস্তু চেদগন্ধঃ কেচিদক্রয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিজ্ঞাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিত-মিতিস্মৃতেঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন পুষ্পাদির গুণ—গন্ধের গুণবান্ দ্রব্য (পুষ্পাদি)-তিন্স্বলেও অবস্থিতি হয়, এই প্রকার জীবের চেতয়িতৃষ্য গুণও হৃদয়তিন্স্ব মন্তক-চরণাদি অংশেও বর্তমান হইবে। সেইপ্রকার কৌষীতকী উপনিষৎ জানাইতেছেন যথা—‘প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রুহ’ ইতি—চেতয়িতৃষ্য গুণের দ্বারা সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া জীব থাকে। মণিপ্রভা যেমন দূর্জে ছড়াইয়া পড়িলেও মণি হইতে পৃথক থাকে না, সেইপ্রকার কুসুমাদির গন্ধ দূরপ্রসারী হইলেও নিজ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হয় না। জলে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া যদি কোন কোনও অজ্ঞব্যক্তি উহা মলিলের গুণ বলে, তাহা হইলেও কিন্তু পৃথিবীর সেই গন্ধগুণ জানিবে, তবে জল ও বায়ুকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এইরূপ প্রতীত হইতেছে, এই স্মৃতিবাক্য থাকায় ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—ব্যতিরেক ইতি। প্রজ্ঞয়েতি। অত্রাত্মজ্ঞানয়োঃ কর্তৃক-রণভাবেন প্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ। স্বাশ্রয়াৎ ন ভিচ্ছতে তত এবং তৎপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। উপলভ্যেতি বাদরায়ণবাক্যং স্ফুটার্থম্। আত্মনো ধর্মভূতজ্ঞানস্ত ভেদাভাবেহপি বিশেষহেতুকভেদকার্য্যসম্বাৎ ন তস্তাগুণকৃতিরিত্যাহঃ। এব-মগ্নত্ব চ বোধ্যম্ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—ব্যতিরেক ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—‘প্রজ্ঞয়া’ ইত্যাদি, এই কৌষীতকী উপনিষদে আত্মাকে কর্ত্বরূপে ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে জ্ঞান হইতেছে, ইহা স্পষ্টই। ‘স্বাশ্রয়াৎ ন ভিচ্ছতে’ ইহার ভাবার্থ এই যে, তাহা হইতে পৃথক হইতেছে না, ইহা গুণীর প্রভাববশতঃ। উপলভ্যেত্যাদি বাদরায়ণের (বেদব্যাসের) উক্তি। ইহার অর্থ স্পষ্ট। আত্মার ধর্ম-স্বরূপ জ্ঞানের আত্মার সহিত পার্থক্য না থাকিলেও বৈশেষ্যবশতঃ ভেদকার্য্য

হয়, সেজ্ঞ জীবের অণুত্ব-সম্বন্ধে কোন হানি নাই; এই কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ অগ্ন স্বলেও জানিবে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—গুণসমূহ যে গুণী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে গিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্যতিরেক অর্থাৎ যে-স্থলে গুণী থাকে না, সে-স্থলেও গুণ থাকিতে পারে, যেমন—যে-স্থলে পুষ্প নাই, সে-স্থলেও পুষ্পের গুণ গন্ধ অহুভূত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃষ্য-গুণও জীবের আধার হৃদয় হইতে অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ মন্তক-চরণাদিতেও অবস্থিত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে কৌষীতকী উপনিষদেও পাওয়া যায়,—“প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রুহ শরীরেণ সুখ-দুঃখে আপ্রোতি”—ইত্যাদি (কৌঃ ৩।৬)। ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—“ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি” (ছাঃ ৮।৮।১)।

আচার্য্য শ্রীরামানুজও বলেন যে, “যে রূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী-ব্যতিরিক্ত অগ্নস্থানেও অহুভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার গুণ—জ্ঞান আত্মস্থান হইতে ব্যতিরিক্ত সকল দেহেও অহুভূত হয়।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“য এবং সন্তমান্ আনমান্ অস্থং বেদ পুরুষঃ।

নাভ্যাতে প্রকৃতিস্বেহপি তদগুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥” (ভাঃ ৪।২।০।৮)

অর্থাৎ যে পুরুষ (জীব) দেহস্থ আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত আছেন, দেহস্থিত হইয়াও তিনি দেহের গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না, তিনি আর্মাতেই (পরমেস্বরেই) অবস্থিত আছেন ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এষ হি দ্রষ্টেত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্তা ধর্মভূতং জ্ঞানমনিত্যং নিত্যং বেতি। পাষণকল্পে জীবে মনসা সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপত্ততে। সুখমহমিত্যাदिশ্রুতেঃ। জ্ঞানং তস্য জ্ঞান-সম্বন্ধাৎ বোধ্যম্। বহ্নিসমিব বহ্নিসম্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং তর্হি সুষুপ্তাদৌ তৎ স্মাৎ করণব্যর্থতা চেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—‘এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ব্রাতা’ ইত্যাদি শ্রুতিকে বিষয় করিয়া সংশয় হইতেছে—নিত্য জীবের ধর্ম অর্থাৎ গুণ—জ্ঞান নিত্য

অথবা অনিত্য? তাহাতে পূর্বপক্ষী মীমাংসা করেন—জীবাত্মা পাষণ্ডের মত একত্র স্থির নিষ্ক্রিয়, যখন তাহার মনের সহিত সংযোগ হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ‘স্বথমহমস্বাপ্নম্’ আমি স্বথে ঘুমাইয়াছি—এই প্রতীতি যখন মন পুরীতঃ নাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে, তখনই হয়। অতএব জ্ঞান অনিত্য, ইহা ঐ ক্রতি বলিতেছেন। তবে যে আত্মার জ্ঞানত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা বলা হয়, উহা জ্ঞান-সম্বন্ধ থাকায়, ইহা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত এই—যেমন লৌহ বহিস্বরূপ না হইলেও বহির সংযোগে তাহার বহি-স্বরূপতা সেইরূপ। যদি জ্ঞান নিত্য হইত, তবে স্বষ্টিকালেও জ্ঞান থাকিত, শুধু ইহাই নহে, মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ-কথায় মনের করণতাও ব্যর্থ হয়, যেহেতু নিত্য বস্তুর উৎপত্তির অভাবে করণ প্রয়োজন হয় না, এই পূর্বপক্ষীর মীমাংসার উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাত্ম্য-টীকা—পূর্বত্রাণ্ডমহত্ত্ববাক্যারোহকত্র বিরোধে মহন্ত ব্রহ্মগতং ব্যবস্থাপ্যাপুং জীবন্ত প্রতিপাদিতমিতি যথা তয়োর্বিরোধঃপরিহৃতস্তথেষ ধর্মভূতজ্ঞানবিষয়কয়োর্বিরোধে ধর্মনিত্যত্ববাক্যাত্ম্য-বিনাশীত্যাদেনৈগুণ্যাহরোধেন ব্যাখ্যানে দ্বয়োর্বিরোধাম্নিগুণ্যচৈতন্যমাত্রো জীবোহস্থিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। স্বথমহমিত্যত্রানিত্যং জ্ঞানং প্রতীতম্। অবিনাশীত্যত্র তু নিত্যং তৎ। তদনয়োর্বিরোধসংশয়ে অনিত্যানিত্যগুণ-বিষয়কত্বাবিরোধে প্রাপ্তে দ্বয়োর্বপি নিত্যগুণবিষয়কত্বাবিরোধঃ। স চেৎ চিন্ত্যঃ—স্বথমহমিত্যত্র স্বষ্টিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমন্ত্যেব। কথমগ্রথোখিতস্ত স্বথবিমর্শঃ। অহুভূতমেব হি সর্বং স্মরতি। ন চ সাক্ষী জ্ঞানশূন্যঃ সাক্ষি-ত্বাহুপপত্তেঃ। অবিনাশীত্যত্র তু স্বরূপতোহবিনাশী জীবঃ স পুনরহুচ্ছিত্তি-ধর্মোতি উচ্ছেদরহিতো ধর্মো যন্তেতি ধর্মতোহপ্যবিনাশীত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরে পৌনরুক্ত্যম্। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্নেত্যাদি বলাদিদং ব্যাখ্যানং বোধ্যম্। এতমর্থং হৃদি নিধায় শ্রায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনয়েন পূর্বপক্ষো বোধ্যঃ। তজ্জ্ঞানম্—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্বাধিকরণে অণু ও মহত্ত্ববোধক দুইটি বাক্যের একেরপক্ষে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মহত্ত্ব ব্রহ্মের ইহা নির্ধারিত করিয়া জীবের অণু প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন অণু ও মহত্ত্বের বিরোধ,

সেইপ্রকার এই অধিকরণে ব্রহ্ম ও জীবের ধর্মভূতজ্ঞান-বিষয়ক নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ববোধক বাক্যদ্বয়ের বিরোধ হওয়ায় ধর্মনিত্যত্ব-বোধক-অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যের নিগুণত্বগুরোধে ব্যাখ্যা করিলে আর উহাদের বিরোধ থাকে না; অতএব নিগুণ, অণুপরিমাণ, চিৎস্বরূপ জীবাত্মা হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। ‘স্বথমহমস্বাপ্নম্’ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান অনিত্য প্রতীত হইতেছে, ‘অবিনাশী’ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিত্য প্রতীয়মান। অতএব ঐ জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষীর মতে একত্র অনিত্য ও নিত্য গুণ বিষয় করায় বিরোধ হইবেই, সমাধানকল্পে উভয়টিই নিত্যগুণ বিষয় করায় বিরোধের অভাব বলিব, ইহা এইরূপে বিচারণীয়। ‘স্বথমহমস্বাপ্নম্’ ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইতেছে যে জ্ঞান অনিত্য কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু স্বষ্টির সাক্ষী আত্মাতে তখন জ্ঞান আছেই, নতুবা জাগরণের পর কিরূপে স্ব-স্থিতি হয়? বাহা অহুভব করা যায় তাহারই স্থিতি হয়। আবার তৎকালে সাক্ষী আত্মা জ্ঞানশূন্য, ইহাও বলা যায় না, তাহা হইলে তাহার সাক্ষিত্বও যুক্তিযুক্ত হয় না। অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যে যে অবিনাশিত্ব বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য স্বরূপতঃ জীব অবিনাশী ইহা তো বটেই, আবার ধর্মতঃও সে উচ্ছেদ-রহিত অর্থাৎ অহুচ্ছিত্তি ধর্ম—যাহার ধর্ম উচ্ছেদরহিত। অগ্রবিধ ব্যাখ্যাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। যেমন মণির জ্যোৎস্না মল ধৌত করিয়া করা যায় না ইত্যাদির মত জোর করিয়া এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, জানিবে। এই তাৎপর্য মনে রাখিয়া এই অধিকরণ বলিতেছেন—‘এষ হি’ ইত্যাদি বাক্যে। বৈশেষিক মতে পূর্বপক্ষ জ্ঞাতব্য। ‘তৎ শ্রাৎ’ ইত্যাদি তৎ অর্থাৎ জ্ঞান।

সূত্রম্—পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্ঞানের অবিনাশিত্ব-সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র বাক্য আছে—সেইহেতু জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হয় যথা—‘অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অহুচ্ছিত্তিধর্ম’ ইতি—অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা বিনাশরহিত এবং ইহার ধর্ম—জ্ঞান উচ্ছেদরহিত অর্থাৎ নিত্য ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ধর্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ? পৃথগিতি। এষ হীত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগভূতে “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা-চ্ছিত্তিধর্ম” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে তন্মেন তস্যোপদেশাৎ। ন চ

মনসা সংযোগাদান্নি জ্ঞানোৎপত্তিঃ, নিরবয়বয়োস্তয়োঃ সংযোগা-
সিদ্ধেঃ। ভগবদ্বৈমুখ্যেনাবৃতমিদং তৎসাম্মুখ্যেন তস্মিন্ বিনষ্টে
সত্যাবির্ভবতীতি স্মৃতিরাহ—“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষাল-
নাম্মণেঃ। দোষপ্রহাণান্ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা ॥ যথোদপান-
খননাং ক্রিয়তে ন জলাস্তরম্। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ
কূতঃ? তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ প্রকাশস্তে ন
জ্ঞাত্তে নিত্য এবান্নো হি তে” ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাব্যানুবাদ—আত্মার ধর্মভূত যে জ্ঞান উহা নিত্য, কি হেতু? ‘এষ হি’
ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথগ্ভূত ‘অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মাহুচ্ছিত্তিধর্ম্মা’
ইত্যাদি বৃহদারণ্যকের বাক্যে নিত্যরূপেই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব
নিত্য। যদি বল, আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—এই কথা
আছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু মনও অণু, আত্মাও অণুপরিমাণ, অতএব
অবয়বহীন ঐ উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না, তবে ঐ উক্তির মূল
কি? তাহাও বলা হইতেছে,—যখন ভগবানে বিমুখতা হয়, তখন ঐ জ্ঞান
আবৃত থাকে, এ-জ্ঞান নিত্য বলিয়া মনে হয়; আবার যখন সেই ভগবদ-
বৈমুখ্য নষ্ট হয় অর্থাৎ ভগবানের সাম্মুখ্য হয়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়।
এই কথা স্মৃতিবাক্য বলিতেছেন—‘যথা ন ক্রিয়তে’ ইত্যাদি যেমন মলাবৃত
মণির প্রভা মল প্রক্ষালন দ্বারা উৎপাদিত হয় না, কিন্তু আবৃত সিদ্ধ প্রভাই
মলাপসারণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মারও নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান আবরণ
কাটিয়া গেলে প্রকাশ পায়, দোষচ্যুতি তাহার উৎপাদন করে না। আর একটি
দৃষ্টান্ত—‘যথेत্যাদি’—যেমন কূপ খনন হইতে নূতন জলের স্রষ্টি হয় না, কিন্তু
তন্মধ্যস্থিত জলেরই আবির্ভাব হয়, সেইরূপ সিদ্ধ বস্তুই অভিব্যক্ত করা
হয়, তাহা না হইলে অসং বস্তুর উৎপত্তি কিরূপে হইবে? সেইপ্রকার
আত্মার উপাধিস্বরূপ দেবত্ব-মহুগ্ধাদি হেয়গুণের ধ্বংস হইলে আবৃত গুণ—
সচ্চিদানন্দাদিস্বরূপ প্রকাশ পায়, উহারা উৎপাদিত হয় না, যেহেতু আত্মার
ঐ জ্ঞানাদি গুণ নিত্য ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পৃথগ্গতি। তন্মেন নিত্যত্বেন। তয়োরাভ্যমনসোঃ।
ভগবদ্বিতী। ইদং ধর্মভূতং জ্ঞানম্। তস্মিন্ ভগবদ্বৈমুখ্যে। যথা নেতি

শৌনকবাক্যম্। আত্মনো জীবন্ত। সদেব বিত্তমানমেব জলং ব্যক্তিং
প্রাকট্যাং নীয়তে। তথেন্তি। হেয়া গুণাস্ত দেবত্বমহুগ্ধাদয়ো বোধ্যঃ ॥২৬॥

টীকানুবাদ—‘পৃথগ্গপদেশাৎ’ এই সূত্রের ভাষ্যে ‘তন্মেন তন্মোপদেশাৎ’ ইতি
তন্মেন অর্থাৎ নিত্যরূপে, তত্ত্ব—জ্ঞানের। ‘নিরবয়বয়োস্তয়োঃ’ ইতি—তয়োঃ
—আত্মা ও মনের। ‘ভগবদ্বৈমুখ্যেন’ ইত্যাদি ইদং—এই ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান।
‘তস্মিন্ বিনষ্টে সতীতি’—সেই ভগবদ্বৈমুখ্য বিনষ্ট হইলে ‘যথান ক্রিয়তে’ ইত্যাদি
বাক্য শৌনকোক্তি। ‘আত্মনঃ ক্রিয়তে’ ইতি আত্মনঃ—জীবাত্মার, ‘সদেব
নীয়তে ব্যক্তিম্’ ইতি—কূপের মধ্যেই জল আছে, কেবল প্রকটিত করা হয়।
তথা ইত্যাদি ‘হেয়গুণাঃ’ অর্থাৎ দেবত্ব-মহুগ্ধত্ব প্রভৃতি গুণ জানিবে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্বপক্ষবাদীর পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত
হইতেছে। তাহারা বলেন যে,—উপনিষদ্ বলিয়াছেন—“এষ হি
দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা” ইত্যাদি (প্রঃ ৪।২) তাহাতে সন্দেহ এই যে, জীবের
ধর্মভূত জ্ঞান, নিত্য অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি-
আদিতেও ঐরূপ বোধ থাকিতে পারিত, দ্বিতীয়তঃ নিত্য বস্তুর উৎপত্তির
অভাবে মনরূপ করণেরও ব্যর্থতা ঘটে। পূর্বপক্ষীর এই সংশয় নিরসনার্থ
সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পৃথগ্ উপদেশবশতঃ জীবের
ধর্মভূত জ্ঞান নিত্যই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলিয়াছেন—“এই আত্মা
অবিনাশী এবং ইহার ধর্মভূত জ্ঞান উচ্ছেদ-রহিত, স্তবরাং নিত্যই।

মনের সহিত আত্মার সংযোগবশতঃ জ্ঞানোদয় হয়, এ-কথা বলা সঙ্গত
নহে। কারণ মন ও আত্মা উভয়ই অবয়বশূন্য। উহাদের পরস্পর সংযোগ
অসম্ভব। তবে ভগবদ্বৈমুখ্যতাক্রমে জীবের নিত্যজ্ঞান আবৃত থাকে, আবার
ভগবৎ-সাম্মুখ্যক্রমে উক্ত আবরণ দূরীভূত হইলে নিত্যজ্ঞান উদিত হয়।
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়,—যেমন মণির ময়লা দূরীভূত হইলে তাহার স্বাভাবিক
তেজ প্রকাশ পায়। আর কূপ খননে যেমন মুক্তিকাভ্যন্তরস্থিত জল উথিত
হইয়া পড়ে। তদ্রূপ জীবের ধর্মভূত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য। হেয়গুণ ধ্বংস
হইলেই নিত্য গুণের প্রাকট্য সাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মা-

দীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহস্থতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভিজ্ঞেতং

ভজ্যৈক্যেশং গুরুদেবতাত্মা ॥” (ভা: ১।১।৩৭)

ঐচ্ছৈতন্মচরিতামতেও পাই,—

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব—অনাদি-বহিস্মৃৎ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥” (চৈ: চ: মধ্য ২।১।১৭)

আরও পাই,—

“কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি’ গেল ।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঙ্কিল ॥

তাতে কৃষ্ণভঞ্জে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” (চৈ: চ: মধ্য ২।২।২৪-২৫)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” (গী: ৭।১৪)

“অবিনাশি তু তদ্বিকি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥” (গী: ২।১৭)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন,—“যেন সৰ্বমিদং শরীরং ততং ধৰ্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি ; ...তাদৃশস্ত নিখিলদেহব্যাপ্তিস্ত ধৰ্ম্মভূতজ্ঞানেনৈব স্তাৎ” ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাতাম্—যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যাদিশ্রুতৈর্গতিমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যিনি বিজ্ঞানরূপে থাকিয়া ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতেছেন—

সূত্রম্—তদগুণসারত্বাৎ তদ্ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—‘তদ্ব্যাপদেশঃ’—আত্মা জ্ঞাতা হইলেও তাহার জ্ঞানরূপে নির্দেশ, ‘তদগুণসারত্বাৎ’—যেহেতু আত্মার জ্ঞানরূপ ধর্ম্মটি স্বরূপানুবন্ধী, দৃষ্টান্ত—‘প্রাজ্ঞবৎ’—যেমন প্রাজ্ঞরূপে (জ্ঞাতরূপে) উক্ত বিষ্ণুর ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানস্বরূপে নির্দেশ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যাপদেশঃ । কৃতঃ ? তদগুণেতি । স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাহাৎ । সারো ব্যাভিচাররহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ । প্রাজ্ঞবৎ যথা—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইতি প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ “সত্যং জ্ঞানম্” ইতি জ্ঞান-স্বরূপব্যাপদেশস্তদ্বৎ । অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপো নির্দিষ্টঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ হইলেও জ্ঞানস্বরূপে উল্লেখ হয় কেন ? উত্তর—‘তদগুণসারত্বাৎ’—সেই জ্ঞানস্বরূপ গুণ (ধর্ম্মটি) তাহার সার—অব্যভিচারী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম বলিয়া । এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—‘প্রাজ্ঞবৎ’—জ্ঞাতা বিষ্ণুর মত অর্থাৎ যেমন শ্রুতি বিষ্ণুকে ‘যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ’ এইরূপে জ্ঞাতা বলিয়া তাহাকে ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ জীব জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ জানিবে । উক্ত দুই শ্রুতিতে জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদগুণেতি প্রাজ্ঞত্বেনেতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানশালিত্বেনেত্যর্থঃ ।

॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—তদগুণেত্যাদি শূত্রে প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্ত বিষ্ণোরিত্যাদি ভাষ্যে প্রাজ্ঞত্বেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট (সর্বাধিক) জ্ঞানবান্ বলিয়া ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমানে বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নি-জ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং” (বৃ: ৩।৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতে গিয়া শূত্রকার বর্তমান শূত্রে বলিতেছেন, জ্ঞাতৃস্বরূপ জীবের গুণের সারবত্তাবশতঃ প্রাজ্ঞ-শ্রুতির মত তাহার জ্ঞানস্বরূপও ব্যাপদেশ হয় । ইহা তাহার স্বরূপানুবন্ধী অব্যভিচারী গুণ । বিষ্ণু স্বরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াও সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হন ; সেইরূপ জীবও জ্ঞাতা হইয়া জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । শ্রীরামানুজও বলেন,—“অনেক সময়ে ষণ্ডকেও গো-শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়, ষটক্ষণ ষণ্ডকে ততক্ষণ গোত্বও থাকে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তয়োরেকতরো হর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াশ্বিকা ।

জ্ঞানং স্তন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোহভিধীয়তে ॥”

(ভা: ১।১।২৪।৪)

অর্থাৎ সেই অংশদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহা কার্য্য-কারণাত্মিকা এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহাই পুরুষ নামে অভিহিত।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“তয়োদ্ধিধাতুতয়োঃশর্যোর্মধ্যে একতরো মায়াখ্যো হর্থঃ প্রকৃতিঃ। স চ চোভয়াত্মিকা কার্য্য-কারণরূপিণী অগ্র্যতমোহর্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপঃ। স চ পুরুষো জীবঃ”।

আরও পাই,—

“যহ'জ্ঞানভচরণৈষণয়োরুক্তভ্যাম্

চেতোমলানি বিধমেদ গুণকর্ম্মজানি।

তস্মিন্ বিজ্ঞান উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং

সাক্ষাদ্ যথাহমলদৃশোঃ সবিত্ত্বপ্রকাশঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।৩৪০) ॥ ২৭ ॥

জীব—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা

অবতরণিকাতাম্যম্—অথ জ্ঞান স্বরূপো জ্ঞাতা নির্দেশ্য ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে যে—জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপ হয় কিরূপে, ইহা প্রতিপন্ন করা উচিত, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—

সূত্রম্—যাবদান্নভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—‘যাবদান্নভাবিত্বাচ্চ’—আরও এক কারণ—আত্মা যতকালব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎকাল স্থায়ী অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞাতা কখনই প্রতীত হয় না ; অতএব জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা—এই নির্দেশ কোন দোষাবহ নহে ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞানস্বরূপো জীবো জ্ঞাতেতি ব্যপদেশো ন দোষঃ নির্দোষ ইত্যর্থঃ। কৃতঃ? যাবদিত্যি। তথা প্রতীতেরাত্ম-সমানকালভাবিত্বান্ন স বাধ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মা খন্ডনাত্তত্কালাৎ

সংপ্রতিপন্নঃ, প্রকাশরূপোহপি রবিঃ প্রকাশয়িতেনি বীক্ষণাচ্চ। যাবদ্রবিভাবী হ্যেব ব্যপদেশঃ, নির্ভেদেহপি বস্তুনি দ্বেধা ভাতি বিশেষাদিত্যাচ্ছ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জ্ঞানস্বরূপ জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দেশ করা দোষ নহে অর্থাৎ উহা নির্দোষ। কি কারণে? উত্তর—তদর্শনাৎ অর্থাৎ সেইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া। তাৎপর্য্য এই—আত্মা যাবৎকাল স্থিতিমান্ হয়, তাবৎকাল জ্ঞানেরও সত্তা, এইজন্ত ঐ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জ্ঞাতা—এই নির্দেশ হইতে বাধা নাই। জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আছেন, এজন্ত এবং যেমন সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশক হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্তও। যতদিন রবি থাকিবে, ততদিন প্রকাশাত্মক রবির প্রকাশকরূপে নির্দেশ থাকিবে। যদিও অভিন্ন দুইটি বস্তু দুইভাবে প্রতীত হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা বা সূর্য্য ধর্ম্ম-ধর্ম্মভেদে রহিত হইলেও বিভিন্নভাবে যে প্রতিভাত হয়, ইহাদের বিশেষত্বই তাহার কারণ। এই কথা প্রাচীনরা বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যাবদান্নভাবিত্যি। তথা প্রতীতেরিত্যি। জ্ঞানস্বরূপস্ত জ্ঞাত-ত্বেন প্রতীতেরিত্যর্থঃ। স ব্যপদেশঃ। বিশেষাদিত্যি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্তীভাবি ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—যাবদান্নভাবিত্বাদিত্যাং সূত্রের তথা প্রতীতেরাত্মসমান-কালভাবিত্বাদিত্যাং ভাষ্যে তথা প্রতীতে: অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব-রূপে প্রতীতিবশতঃ। ‘ন স বাধ্যতে’ ইতি সঃ—সেই ব্যপদেশ (নির্দেশ)। ‘দ্বৈধা-ভাতি বৈশেষ্যাদিত্যাচ্ছ’—এই বিশেষত্ব অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা হয় কিরূপে? তাহাই সূত্রকার বলিতেছেন,—জ্ঞানস্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্বব্যপদেশ দোষাবহ নহে, কারণ আত্মার সমানকালভাবী জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা যতকাল ব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎ স্থায়ী, ইহাই প্রতীত হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়,—প্রকাশস্বরূপ হইয়াও সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক হন। সেইরূপ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা

হন। আত্মা বা স্বর্ঘ্য ধর্মধর্মিভেদহিত হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হওয়ার কারণ উহাদের বিশেষত্ব; ইহা প্রাচীনরা বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভূতস্বপ্নেজিয়মনোবুদ্ধাদিষিহ নিদ্রয়া।

লীনেষসতি যন্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥

মন্তমানস্তদাত্মানমনস্তো নষ্টবন্ধ্যা।

নষ্টেহহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥

এবং প্রত্যবমৃশাদাত্মানং প্রতিপত্ততে।

নাহঙ্কারস্ত জবাস্ত যোহবস্থানমন্তুগ্রহঃ ॥” (ভাঃ ৩।২৭।১৪-১৬)

অর্থাৎ স্বপ্ন ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিদ্রাবশে অসৎ প্রকৃতিতে লীন হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ভূতেন্দ্রিয়াদির অসৎপ্রকৃতিতে লীনাবস্থান-সময়ে সেই দ্রষ্টা জীব বিনষ্ট হন না; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট হইলে ধনবান্ যে রূপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবও নিজেকে অকারণে নষ্ট বলিয়া মনে করেন, এইরূপ বিশেষভাবে বিচারপূর্বক পূর্বোক্ত ভাবযুক্ত পুরুষ কার্য ও কারণের প্রকাশক ও আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু গুণভূতং জ্ঞানং নাত্মনো নিত্যং
সুষুপ্তাবসম্ভাজাগরে সামগ্র্যাঃ সম্ভবাচ্ছেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—আচ্ছা, জ্ঞান তো নিত্যস্বরূপ আত্মার গুণ অর্থাৎ ধর্ম কিন্তু তাহা তো নিত্য নহে। যেহেতু সুষুপ্তিকালে উহা থাকে না, আবার জাগরণকালে জ্ঞানের কারণসমুদয় ঘটিলে উহা উদ্ভূত হয় অতএব অনিত্য এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

সূত্রম্—পুংস্তাদিবৎ সতোহভিব্যক্তির্যোগাৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—এ-শব্দা সঙ্গত নহে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে অবিজ্ঞান জ্ঞানের জাগ্রদশায় উৎপত্তি, ইহা নহে, কারণ কি? ‘অস্ত’—এই জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকিলেও তাহার, জাগ্রদশায় ‘অভিব্যক্তির্যোগাৎ’ অভিব্যক্তি হয়, এইজন্ত—

অনিত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। দৃষ্টান্ত—‘পুংস্তাদিবৎ’—যেমন বাল্যাবস্থায় জীবাত্মার সহিত স্বপ্নভাবে অবস্থিত পুরুষের কৈশোর দশায় অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুশব্দঃ শব্দাচ্ছেদার্থঃ। নেত্যানুবর্ততে। সুষুপ্তা-
বসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কৃতঃ? অসোতি। অস্য
জ্ঞানস্য সুষুপ্তৌ সত এব জাগরেহভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ—
পুংস্তাদিবৎ। বাল্যে জীবাত্মনা সত এব পুংস্তাদেঃ কৈশোরে যথা-
ভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। সুষুপ্তৌ জ্ঞানপ্রসঙ্গস্ত ঋতৌব পরিহৃতঃ। সুষুপ্তং
প্রকৃত্য বৃহদারণ্যকে পঠ্যাতে—“যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈত-
দ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাৎ বিপরিলোপো বিঘ্নতে
অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহগ্নদ্বিত্বং যদিজনানীয়াৎ”
ইতি। ইহ তদা সদপি জ্ঞানং বিষয়িতয়া নাভ্যদেতি বিষয়াভাবা-
দেবেতি প্রতীয়তে। ইতরথা সুষুপ্তৌ স্থিতস্যাপরামর্শপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।
ইন্দ্রিয়সংযোগরূপা কারণসামগ্রী তু তদভিব্যক্তিকা। অসতঃ সম্ভবে তু
ক্লীবস্যপি তদাপত্তিঃ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোহণুর্জীবো নিত্যজ্ঞানগুণকঃ
সিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ শব্দা নিবৃত্তির জন্ত পঠিত। ‘ন’ এই
নিষেধার্থক নঞের অহুবৃতি আসিতেছে। সুষুপ্তিকালে অবিজ্ঞান জ্ঞানের
জাগ্রদশায় উৎপত্তি হয়, এই কথা ঠিক নহে, কি কারণে? ‘অস্ত
সতোহভিব্যক্তির্যোগাৎ’ অর্থাৎ এই জ্ঞান তখনও থাকে, জাগ্রদশায় তাহার
অভিব্যক্তি হয়, এই জন্ত। তাহার দৃষ্টান্ত—‘পুংস্তাদিবৎ’—যেমন বাল্যে পুরুষ
(জনশক্তি) বিজ্ঞান থাকিয়া কৈশোরে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ। যদি
বল, সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকিলে তাহার প্রসঙ্গ হয় না কেন? তাহাও
বলিতে পার না। বৃহদারণ্যকে সুষুপ্তিকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহার
প্রকরণে যে ঋতি পঠিত হয়, তাহার দ্বারা—তৎকালীন জ্ঞানের প্রসঙ্গ
পরিহৃত হইয়াছে, যথা—‘যদৈ তন্ন বিজানাতি...যদিজনানীয়াদিতি’। সুষুপ্তি-
কালে যে জ্ঞান থাকে, তাহা বিজ্ঞাতা পুরুষ জীব জানিতে পারে না, জ্ঞাতা

সেই বিজ্ঞেয় বস্তুকে বিষয় করে না, তাই বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের নাশ হয় না, যেহেতু বিজ্ঞান অবিনাশী। আর ঐ বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা হইতে পৃথগ্ভূত দ্বিতীয় পদার্থ নহে, যাহাতে সেই বিজ্ঞাতা জ্ঞান করিবে' এই শ্রুতিতে প্রতীত হইতেছে যে, স্বষ্টিকালে জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিষয়কে (পদার্থকে) বিষয় করিয়া অর্থাৎ বিষয়রূপে উদ্ভূত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ পায় না। তাহার কারণ—তখন তাহার জ্ঞেয় বিষয় কিছু থাকে না, ইহাই প্রতীত হইতেছে। যদি ইহা না মান, তবে স্বষ্টিকালে স্থিত সেই বিজ্ঞান-আত্মক আত্মার অবস্থানই হইয়া পড়িত। জাগ্রদবস্থায় যে তাহার প্রকাশ হয়, ইহার হেতু ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কারণকূট, সেই সামগ্রী সংবলন জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক। যদি অভিব্যক্তি না বলিয়া অসত্তের উৎপত্তি বল, তবে কৈশোরে ক্লীবপুরুষেরও সেই জননশক্তি (পুংস্ব) উৎপন্ন হউক। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জীব জ্ঞানস্বরূপ ও অণুপরিমাণ, জ্ঞান তাহার নিত্যগুণ ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—পুংস্বাদিবদিত্তি। যদৈ তদিত্তি। তং জীবচৈতন্যম্। বিজ্ঞানাদিত্তি। ধর্মভূতস্ত জ্ঞানশ্চেত্যর্থঃ। স্বপাং স্নলুগিত্যাদিনা ঙস আং। তদভিত্তি। ইন্দ্রিয়সংযোগো হি জ্ঞানস্ত ব্যঞ্জক এব ন তু জনকঃ কৈশোর-সদৃশো যথা পুংস্বস্ত ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—‘পুংস্বাদিবক্তু’ ইত্যাদি শব্দের ভাষ্যে ‘যদৈতন্ন বিজ্ঞানাত্তি’ ইত্যাদি শ্রুতিস্থ তৎ শব্দের অর্থ জীবচৈতন্য, ‘বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাদ্বিপারিলোপঃ’ ইতি—‘বিজ্ঞানং’ এই পদটি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বুদ্ধিতে হইবে অর্থাৎ বিজ্ঞানস্ত ষষ্ঠীঙস্ স্থানে ‘আং’ আদেশ ‘স্বপাং স্নলুক্’ ইত্যাদি বৈদিকসূত্রানুসারে। ইহার অর্থ—আত্মার নিত্য ধর্মভূত জ্ঞানের। তদভিব্যক্তিকেতি—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের ব্যঞ্জক হয়, জ্ঞানের জনক নহে; যেমন কৈশোর বয়সের সম্বন্ধ পুরুষের অভিব্যঞ্জক ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে আর একটি পূর্বপক্ষ হইতেছে যে, স্বষ্টিদশায় যখন জীবের জ্ঞান দেখা যায় না, তখন জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, অর্থাৎ জাগরণকালে জ্ঞানের বিদ্যমানতার সম্ভাবনা হয় এবং উহা জাগরণ কাল-মাত্রস্থায়ী, স্মরণ নিত্য নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্তমান

সূত্রে বলিলেন যে, বাল্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত পুরুষত্বাদি যেরূপ কৈশোরে বা যৌবনে প্রকাশিত হয়, জীবের জ্ঞানও স্বষ্টি অবস্থাতে সূক্ষ্মভাবে থাকে, জাগ্রদবস্থায় তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—“যদৈ তন্ন বিজ্ঞানাত্তি...যদ্বিজ্ঞানীয়াং” (বৃঃ ৪।৩।৩০)। স্বষ্টিতে যদি জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জীবেরও অবস্থান ঘটে। আর অসৎ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইলে—ক্লীবেরও বাল্যাবস্থায় বা ক্লীবষে পুরুষত্ব প্রকাশিত হইত। স্মরণ জীব জ্ঞানস্বরূপ অণুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি গুণ-সম্পন্ন, ইহাই সিদ্ধান্তিত। শ্রীরামানুজও বলিয়াছেন,—“বাল্যকালে যেরূপ পুরুষত্বের (স্ত্রীর) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনেই উপলব্ধি হয়, সেরূপ স্বষ্টিকালে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না (কিন্তু জ্ঞান থাকে) জাগ্রৎ অবস্থায় উপলব্ধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“জাগ্রৎ স্বপ্নঃ স্বষ্টিগুণ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিষ্মেন বিনিশ্চিতঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।৩২৭)

“যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্মিণোর্থান্

তুঙ্কৈ সমস্তকরণৈহৃদি তৎসদৃশান্।

স্বপ্নে স্বষ্টি উপসংহরতে স একঃ

স্বত্যয়্যাং ত্রিগুণবৃত্তির্দৃগিন্দ্ৰিয়শ্চ ॥” (ভাঃ ১।১।৩৩২) ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাতাষ্যম্—অত্বেতৎপ্রতিপক্ষভূতান্ সাজ্ঞান্যান্ দুষয়তি। অত্র জ্ঞানমাত্রো বিভূরাশ্চেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সর্বত্র কার্যো-পলভ্যং যুক্তং তৎ। অণুদে সর্বদীপসুখদুঃখানুপলভ্যঃ। মধ্যমত্বে হনিত্যতাপত্তিঃ। কৃতহান্যকৃত্যভ্যাগমশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই মতের প্রতিপক্ষ সাংখ্য-বাদীদিগকে দুষিত করিতেছেন—এই অধিকরণে বিষয়—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিভূ, ইহাতে সংশয়—এই বৈদান্তিক মত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষী বলেন, জীবাত্মা বিভূই বটে, যেহেতু সকলস্থানে আত্মার কার্য-অনুভূতির

উপলব্ধি হইতেছে, অণুপরিমাণ নহে, কারণ তাহা হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে স্বথঃখের উপলব্ধির ব্যাঘাত হইত। আবার মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাশ্মার অনিত্যত্ব হয় এবং তাহাতে কৃতকর্মের নাশ ও অকৃত কর্মের উপস্থিতিক্রম দোষ ঘটে, এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মাণ্ডং নিত্যজ্ঞানগুণকত্বঞ্চ পূৰ্ব্বমুক্তং তদাঙ্গিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিরিত্যভিপ্রায়েণাহাথৈতদি-
ত্যাদিনা—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—জ্ঞানস্বরূপ জীবের অণুপরিমাণ ও নিত্যজ্ঞান-গুণবত্ত্ব পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপর আক্ষেপের সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি—এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলিতেছেন—অধৈতদিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা—

সূত্রম্—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো বাগ্ধ্যথা

॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—‘অন্যথা’—অন্যপ্রকার হইলে অর্থাৎ জীবাশ্মাকে কেবল জ্ঞান-স্বরূপ ও বিভূ (পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্ট) বলিলে, ‘নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ’—লোকের নিত্যই এবং এককালে বিষয়োপলব্ধি বা বিষয়ের অনুপলব্ধি হইত। ‘অন্যতর নিয়মো বা’—অথবা উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির প্রতিবন্ধ নিত্যই হইত ॥ ৩০ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—অন্যথা জ্ঞানমাত্রো বিভূরাশ্মেতি মতে নিত্য-মূলক্যানুপলব্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধো বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মর্থঃ। লোকসিদ্ধোপলব্ধিরনুপলব্ধিচ্ছাস্তি। তয়োবিভূরাশ্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং, তর্হি নিত্যং যুগপচ্চ তে সর্বস্য লোকস্য প্রাপ্নুয়াতাম্। অথোপলব্ধেরেব চেৎ কারণং, তদা কস্যাপি কুত্রাপি অনুপলব্ধিন্ স্যাৎ। অনুপলব্ধেরেব চেৎ তর্হি কস্যাপি কুত্রাপ্যুপলব্ধিন্ স্যাদিতি। ন চ করণায়ত্তা তয়োর্ব্যবস্থা। আশ্মানো বিভূত্বেন করণৈঃ সর্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্ববাস্তবানাং

বিভূতয়া সর্বশরীরৈরযোগাৎ সর্বত্র ভোগপ্রাপ্তিঃ। এতেনাদৃষ্ট-বিশেষাৎ ভোগব্যবস্থেতি সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্নুক্তম্। মতান্তরেহপ্যেতৎ সমং দূষণম্। অশ্মাকং ভাষ্যনামণুয়েন প্রতি-শরীরং ভেদান্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ। অণোরপি সর্বত্র কার্যাক্রমেণৈব ন যুগপদিত্যদোষঃ। সর্ববাস্তবানাং স্খাভ্যাপলব্ধস্তত্ত্ব গুণেন ব্যাণ্ডেরি-
ত্বুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্যথা অর্থাৎ যদি জীবাশ্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ ও বিভূ হইত, তবে সেই মতে নিত্যই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি উভয়ই হইত। অথবা উপলব্ধি-অনুপলব্ধির মধ্যে যে কোন একটির প্রতিবন্ধ (বাধা) নিত্যই হইত। কথাটি এই—বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু আছে। সেই দুইটির কারণ চিৎস্বরূপ আশ্মা বিভূ যদি হয়, তাহা হইলে সকল লোকের সর্বদা এবং একসঙ্গে সেই দুইটি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। আর যদি বিভূ আশ্মা কেবল উপলব্ধির কারণ হয়, তবে কাহারও কস্মিনকালে কোন বিষয়ের অনুপলব্ধি হইত না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ বিভূ আশ্মা হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিরই কস্মিনকালে কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইত না। যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের সহিত আশ্মার সম্বন্ধাধীন উপলব্ধি-অনুপলব্ধির ব্যবস্থা, তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু আশ্মা তোমাদের মতে বিভূ, অতএব সকল শরীরে ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্বদা তাহার সম্বন্ধ থাকায় সকল আশ্মাতেই ভোগ হইয়া পড়ে। আর যদি বল, অদৃষ্ট-বিশেষ হইতে ভোগ হয়, জীবের সঙ্কল্প দেখিয়া অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, স্ততরাং সকল আশ্মার সকল সময় ভোগ হইতে পারে না, ইহা দ্বারা এই যুক্তিরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল। গৌতমাদি-মতেও এই দোষারোপ সমানই অর্থাৎ শ্রায়-বৈশেষিক-মতেও আশ্মাকে বিভূ বলা আছে, তাহা হইলে সকল শরীরের ইন্দ্রিয়ের সহিত আশ্মার যোগ আছে মানিতে হইবে এবং সকল আশ্মার অদৃষ্টো-পার্জনেও সঙ্কল্পে সমান যোগও মানিতে হইবে, স্ততরাং একসঙ্গে সকল আশ্মার স্বথঃখাদি ভোগের আপত্তি অনিবার্য। আমাদের মতে কিন্তু জীবাশ্মা বহু ও অণুপরিমাণ। স্ততরাং আশ্মার ভেদবশতঃ যে দেহান্তর্ভূতী আশ্মার যে দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ, তাহারই ভোগ হয়, অন্তের নহে।

আর আত্মা অণু হইলেও সকল লোকের মধ্যে কার্যক্রম হেতু যুগপৎ কোন উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব কোনও আক্ষেপ ও দোষ নাই। অণু-নিবন্ধন সর্বাঙ্গীণ সূত্রোপলব্ধিও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মদ্বারা ব্যাপ্তিবশতঃ সিদ্ধ হইবে একথা পূর্বেই বলিয়াছি ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিত্যোপলব্ধীতি। ন চেতি। তয়োপলব্ধ্যুপলব্ধ্যোঃ করণায়ত্তা ব্যবস্থেতাঃ। করণযোগে সত্যোপলব্ধিঃ তদযোগে অত্মোপলব্ধিরিত্যর্থঃ। ন চৈতৎ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরাত্মন ইতি। তন্মতে সাংখ্যমতে। এতেনেতি। যচ্ছরীরং যদদৃষ্টেন রচিতং তত্র তদ্বৈবাত্মনো ভোগো নান্ত-শ্চেতি। যেন সঙ্কল্প্য কৰ্ম্ম কৃতমশ্বেব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্যা ব্যবস্থাপয়ন্তি। তচ্চ পরিহৃতম্ অদৃষ্টোপার্জনে সঙ্কল্পে চ সর্বেষামাত্মনাং সম্বন্ধাদিত্যাশয়ঃ। মতান্তরে গোতমাদিনয়ে। অস্মাকং বেদান্তিনাম্। সর্কত্র সর্বেষু লোকেষু ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—‘নিত্যোপলব্ধ্যুপলব্ধীত্যাদি’ সূত্রে—‘ন চ করণায়ত্তা তয়োব্যবস্থেতি’ ভাষ্য—তয়োঃ—উপলব্ধি ও অত্মোপলব্ধির। করণায়ত্তা ব্যবস্থা ইহার সহিত অম্বয়। তাহার অর্থ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে উপলব্ধি হইবে, তাহা না হইলে উপলব্ধি হইবে না। ‘ন চ ইতি’ ইহা সম্ভব হইবে না,—ইহাই অর্থ। সে-বিষয়ে (অসম্ভবে) হেতু বলিতেছেন—‘আত্মনো বিভূষেনেতি’। কিঞ্চ তন্মতে ইতি—তন্মতে—সাংখ্যমতে। ‘এতেনাদৃষ্টবিশেষাদিতি’—যে জীবের শরীর যে অদৃষ্ট দ্বারা রচিত, সেই শরীরেই সেই আত্মার ভোগ হইবে, অন্তের নহে। যে আত্মা সঙ্কল্পপূর্বক যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার সেই অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, ইহা সাংখ্যরা ব্যবস্থা করেন। ‘তচ্চ পরিহৃতমিতি’ তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে, যথা—অদৃষ্টোৎপাদনে ও সঙ্কল্পে সকল আত্মারই (বিভূষবশতঃ) সম্বন্ধহেতু—এই অতিপ্রায়। মতান্তরে—গোতমাদি দর্শনে। অস্মাকং—বেদান্তীদিগের। ‘সর্কত্র কার্য্যক্রমেণৈবেতি’ সর্কত্র—সকল লোকের মধ্যে ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সাংখ্য-বাদী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বিভূষ (ব্যাপকত্ব) যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বপক্ষবাদী বলেন—জীবাত্মা বিভূষ; কারণ সকলস্থানে তাহার কার্য্যের উপলব্ধি হয়। তাহার আরও বলেন, জীবাত্মা অণুরূপ হইলে সর্বাঙ্গীণ সূত্রদুঃখের অত্মোপলব্ধি

ঘটিত। আর মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ এবং কৃত-কর্ম্মের হানি ও অকৃতকর্ম্মের অভ্যাগমপ্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকে অণু স্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানমাত্র ও বিভূ বলিলে, বস্তুর উপলব্ধি ও অত্মোপলব্ধির অন্ততর নিত্যই ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—“যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও বিভূ হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহা উপলব্ধি হইবে, সকলেরই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ প্রত্যেক আত্মা সকল ব্যক্তির করণের সহিত সমান সংযুক্ত থাকিত। আর এক কথা যে,—প্রত্যেক আত্মা যদি বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি বিশেষ আত্মার সম্বন্ধেরও কোন হেতু থাকে না।”

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“অনাত্মবিভ্যাক্তস্ত পুরুষস্তাত্মবেদনম্।

স্বতো ন সম্ভবাদন্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥

পুরুষেশ্বরয়োঃ ন বৈলক্ষণ্যমপি।

তদন্তকল্পনাপার্থী জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতেত্ত্বং ॥” (ভাঃ ১।১।২২।১০-১১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—“পুরুষেশ্বরয়োঃ জীবাত্মপরমাণুনাং অত্র উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেহপি ন বৈলক্ষণ্যমপি অভেদোহপি, কীদৃশং অণু অল্পমাত্রং চিত্ত্রপত্বেন শক্তিমেতেন বা এক্যাং তয়োর্ভেদেহপ্যল্পমাত্রঃ খলভেদো বর্ত্তত এবৈতি ভাবঃ ॥”

আরও পাই,—

“স্বভঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতেঃ কৰ্ম্মভিঃ প্রভো।

উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গুল্লন্তি বিশ্বজন্তি চ ॥” (ভাঃ ১।১।২২।৩৫)

“দেহেন জীবভূতেন লোকালোকমহুব্রজন্।

ভুজান এব কৰ্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥” (ভাঃ ৩।৩।১৪৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥ ৩০ ॥

জীবের কর্তৃত্ব-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদমিদানীং বিচারয়তি । “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” ইতি তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি । ইহ সন্দেহঃ—বিজ্ঞানশব্দিতো জীবঃ কর্ত্তা ন বেতি । “হস্তা চেন্মগ্নতে হস্তং হতশ্চেন্মগ্নতে হতম্ । উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়াং হস্তি ন হস্ততে” ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্ত্ত্বপ্রতিষেধান্ন স কর্ত্তা কিন্তু প্রকৃতিরেব কর্ত্তা । “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ । অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মগ্নতে” । “কার্য্যাকারণকর্ত্ত্বহে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃহে হেতুরুচ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতিভাঃ । তস্যাং ন জীবস্ত কর্ত্ত্বং প্রকৃতিগতং তত্ত্ববিবেকাৎ স্বস্মিন্ সোহধ্যাত্তি ভোক্তা তু কৰ্ম্মফলানামিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে কর্ত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ পাঠকরা পাঠ করিয়া থাকেন—‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতে হপি চ’ বিজ্ঞান যজ্ঞ অহুষ্ঠান করেন এবং অগ্ন্যা স্কল কৰ্ম্ম তিনিই আচরণ করেন । এ-বিষয়ে সন্দেহ এই—বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য জীবাত্মা কর্ত্তা কি না ? ইহাতে পূৰ্ব্বপক্ষী বলেন,—কাঠকশ্রুতিতে আছে, আত্মা কোন কাজ করে না—যথা ‘হস্তাচেন্মগ্নতে হস্তং হতশ্চেন্মগ্নতে... ন হস্ততে’ হত্যাকারী যদি হননক্রিয়ার কর্ত্তা মনে করে, অর্থাৎ আমি হননের কর্ত্তা এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে, আমি উহা কর্ত্ত্ব হত হইয়াছি, তবে সেই উভয়ই ঠিক বুঝিতেছে না ; যেহেতু হত্যাকারী স্বয়ং হত্যা করে না এবং হতব্যক্তিও কাহারও দ্বারা হত হয় না । ইহার দ্বারা হনন-কর্ত্ত্ব নিষেধ অবগত হেতু জীব কর্ত্তা নহে কিন্তু প্রকৃতিই কর্ত্তা । শ্রীভগবদগীতা তাহাই ঘোষণা করিতেছেন—যথা ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি...ভোক্তৃহে হেতুরুচ্যতে’ । প্রকৃতির

গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহাৱাই সকল কার্য্য করে, কিন্তু জীবাত্মা অহং বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মতি হইয়া ‘আমি কর্ত্তা’ ইহা মনে করে । আরও—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্ত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু কথিত হয়, আত্মা সুখদুঃখের ভোক্তৃ-বিষয়ে হেতু অভিহিত হয় । ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে প্রকৃতির কর্ত্ত্ব ও পুরুষের ভোক্তা মাত্র প্রতীত হয় । অতএব জীবের কর্ত্ত্ব নহে, কিন্তু কৰ্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ প্রকৃতির সেই কর্ত্ত্ব অবিবেকবশতঃ নিজের উপর আরোপিত করে, এই পূৰ্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নহন্তু ত্বব্যাত্মানাজ্জানস্বরূপস্ত জীবস্ত স্বরূপা-
নুবদ্ধিজ্ঞানগুণকত্বং তস্ত স্বরূপাবিরোধিত্বাৎ । কর্ত্ত্বস্ত তস্ত মাস্ত অধিষ্ঠানা-
দিপক্ষকাপেক্ষিণা তেন স্বরূপে গ্লানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র
সঙ্গতিঃ । তত্র বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিবাক্যং জীবস্ত কর্ত্ত্বং ক্রতে হস্তা
চেদিত্যাদিকং তু তস্তাকর্ত্ত্বং তদনয়োর্বিরোধোহস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থ-
ভেদাদস্মৃতি প্রাপ্তে বিশিষ্টাঙ্গসাক্ষ্যাদ্ভিত্ত্য চৈত্যোদয়েরপি কর্ত্ত্বানুগুণার্থবাদ-
বিরোধঃ স্বরূপানুবদ্ধিকর্ত্ত্বত্বান্নানিকরত্বাচ্চেত্যেতমর্থং যদি নিধায় ত্রায়মাহে-
দমিত্যাদিনা । প্রকৃতেরিত্যি শ্রীগীতাস্থ । প্রকৃতেণৈঃ সত্বাদিভিঃ কৰ্ম্মাণি
ক্রিয়মাণানি ভবন্তীতি গুণানাং কর্ত্ত্বং বিস্মৃটম্ । পুরুষস্ত কর্ত্তাপি গুণাধ্যাস-
বিমূঢ়ত্বাদান্নি মগ্নত ইতি পূৰ্ব্বপক্ষেহর্থঃ । সিদ্ধান্তে তু ব্যবহারিকং যৎ
পুংসঃ কর্ত্ত্বং তৎ স্বরূপহেতুকমপি তদা গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিত্যু-
পচর্য্যত ইত্যর্থঃ । ইথমেব বক্ষ্যতি । যথা চ তক্ষোভয়থেষ্যস্ত ব্যাত্মানে
প্রকৃতিগতং তদ্বিত্তি প্রকৃতিগতং কর্ত্ত্বং প্রকৃত্যবিবেকাৎ স জীবঃ স্বস্মিন্মধ্য-
াত্তি মগ্নত ইত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—উক্ত ব্যাত্মা
হইতে জ্ঞানস্বরূপ জীবের স্বরূপানুবদ্ধী জ্ঞানগুণ অবগত হওয়া গিয়াছে ; যেহেতু
জ্ঞান আত্মস্বরূপের অবিরোধী অর্থাৎ অব্যভিচারিতস্থিতিমান্ । কিন্তু তাহার
(জীবের) কর্ত্ত্ব না হউক, যেহেতু অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি—শরীর, কর্ত্তা, কারণ,
প্রাণাদিচেষ্টা ও দৈবকে অপেক্ষা করিয়া সেই কর্ত্ত্ব থাকে, তাহা স্বরূপের
হানিকর হইয়া পড়ে, এই আপত্তি করিয়া সমাধান করা হইয়াছে, অতএব এই
অধিকরণে আক্ষেপ-নামক সঙ্গতি । তাহাতে সংশয়ের হেতু—‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং
তনুতে’ এই শ্রুতি জীবের কর্ত্ত্ব বলিতেছেন ; আবার কাঠকশ্রুতি ‘হস্তাচেন্

মগ্নতে হস্তম্' ইত্যাদি বাক্য আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন, অতএব এই উভয় শ্রুতির বিরোধ হইবে কি না? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন,—ইহা, বিরোধ আছে; যেহেতু দুইটি শ্রুতি বিরুদ্ধ দুইটি অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সিদ্ধান্তের মন্তব্য এই—‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত্যাদি’ বিধিবাক্যের সাফল্য রক্ষার জন্ত কর্তৃত্ব এবং ‘হস্তাচেন্নগ্নতে’ ইত্যাদি কর্তৃত্ব-বিরুদ্ধ শ্রুতিরও কর্তৃত্বানুকূল চেষ্টাহীনত্ব অর্থহেতু বিরোধ নাই কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী কর্তৃত্ব জীবের অক্ষত, ইহা মনে রাখিয়া এই অধিকরণ ‘ইদমিদানীং বিচারয়তি’ বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন। ‘প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি’ ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীগীতায় উক্ত। প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণদ্বারা কর্মসমুদায় রূপ হইতে থাকে, অতএব ইহা দ্বারা গুণের কর্তৃত্ব স্পষ্ট বোধিত হইতেছে, কিন্তু পুরুষ কর্তা না হইলেও (সাংখ্য মতে) গুণরূপ কর্তৃত্বের নিজের উপর অধ্যাসবশতঃ বিমূঢ় হইয়া সেই কর্তৃত্ব নিজেতে মনে করে, ইহা পূর্বপক্ষীর ব্যাখ্যা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষীর ব্যাখ্যা অগ্রপ্রকার—ব্যাবহারিক যে পুরুষের কর্তৃত্ব তাহা স্বরূপহেতুক হইলেও ব্যবহারকালে গুণবস্তির আধিক্যবশতঃ গুণহেতুক ধরা হয়, ইহালাক্ষণিক—ইহাই তাৎপর্য। ইহাই ভাস্কর্য্যকার ‘যথাচ তক্ষোভয়থা’ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিবেন। ‘প্রকৃতিগতং তত্ত্ব’ ইতি প্রকৃতিগত কর্তৃত্ব—প্রকৃতির সহিত আত্মার ভেদবুদ্ধির অভাবে সেই জীব নিজেতে অধ্যাস করে অর্থাৎ মনে করে।

কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাধিকরণম্,

সূত্রম্—কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—‘কর্তা’—জীবই কর্তা, সত্ত্বাদি প্রকৃতি-গুণ নহে। কারণ কি? ‘শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ’ যেহেতু শাস্ত্রে আছে—‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ এই বিধিবাক্যে এবং ‘আত্মানমেব লোকমুপাসীত’ ইহাতে স্বর্গ-কামনাকারী যাগ করিবেন, মুক্তিকামী আত্মলোকের উপাসনা করিবেন ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্তাতে প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গুণের জড়ত্ব-নিবন্ধন ঐ কৃতিমত্তরূপ শাস্ত্রার্থ বাধিত হয় ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীব এব কর্তা, ন গুণাঃ। কুতঃ? শাস্ত্রেতি।

“স্বর্গকামো যজ্ঞেতাত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাত্ত কৰ্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধিজড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবাত্মাই কর্তা অর্থাৎ কার্য্য করে, গুণ কর্তা নহে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন,—‘শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ’ জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেই শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি হয়। যথা ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ ‘আত্মানমেব লোক-মুপাসীত’ ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্তা হইলেই সার্থক হয়, গুণের কর্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক (অসঙ্গত) হয়। কেন না, শাস্ত্রই কর্ম্মের ফলহেতুতা বুদ্ধি জন্মাইয়া অর্থাৎ বুঝাইয়া কর্ম্মমাত্রে সেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, কিন্তু গুণ—জড়, উহা তাহার ফলহেতুতা-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কর্তেতি। প্রযত্নাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদানি কর্ম্মানি ভবন্তীতি ধিয়ং জনয়িষ্যেত্যর্থঃ। কর্ম্মসু যাগদানাদিষু শ্রবণাদিষু চোপাসনেষিত্যর্থঃ। উভয়েবাং কৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—‘কর্তা’ ইত্যাদি সূত্র। কর্তা অর্থাৎ কৃতিমান্—প্রযত্নের আশ্রয়। ‘ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাত্ত’ ইতি অর্থাৎ কর্ম্মসমুদয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ, এই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া। কর্ম্মসু—যাগ, দান প্রভৃতি কর্ম্মে ও শ্রবণাদি উপাসনাতে। এই দ্বিবিধ কর্ম্মই প্রযত্ন-সাধ্য, এজন্ত সমান ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে অগ্র একপ্রকার বিচার উপস্থিত হইতেছে। কেহ যদি বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মানি তনুতেহপি চ।” (তৈ: ২।৫।১) আবার কঠশ্রুতিতে পাই,—“হস্তা চেন্নগ্নতে হস্তম্” (ক: ১।২।১৯)। সূত্রবাং এ-স্থলে একটি সংশয় হয় যে, বিজ্ঞান-শব্দিত জীব কর্তা কি না? পূর্বপক্ষী বলেন যে, এমতাবস্থায় জীবকে কর্তা না বলিয়া প্রকৃতিকেই কর্তা বলিবা। গীতাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়,—“প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি” (গী: ৩।২৭)। এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবকেই

কর্তা বলিতে হইবে, প্রকৃতির গুণকে নহে, কারণ শাস্ত্র জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, “স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে,” “মোক্ষকামী আত্মলোকের উপাসনা করিবে” ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, শাস্ত্র চেতন জীবকেই কর্তা বিচার করিয়াছেন। ইহাতেই শাস্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু জড় গুণের কর্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক অর্থাৎ অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

শ্রীরাামানুজও বলেন যে, ‘শাস্ত্র’ শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন, যদি জীব কর্তা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে শাসন করা যাইবে?

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব স্থনিশ্চিতো নৃণাং

ক্ষেমস্ত সধৃথিমুশেষু হেতুঃ।

অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি

দৃঢ়া রতিব্রহ্মণি নিগুণৈ চ যা ॥” (ভাঃ ৪।২।২।১)

অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ দেহাদি অনাত্মবস্তুতে যে আসক্তিরাহিত্য এবং আত্মায় ও নিগুণব্রহ্মরূপে যে দৃঢ়া রতি,—ইহাই শাস্ত্রসমূহের সৃষ্ট বিচারে জীবের কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥” (গীঃ ৩।১২)

এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৪।৩৪, ১০।২ ; ও ১৬।২৩ শ্লোক-সমূহও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“মাধু-শাস্ত্র রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০) ॥ ৩১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বাস্তবমেব কর্তৃত্ব জীবস্যেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীবের কর্তৃত্ব বাস্তবই বটে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—মুক্তজীব সেইলোকে ভোগ করে, হাস্ত করে, ক্রীড়া করে, এইরূপে আনন্দে পরিভ্রমণ করে। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মুক্তজীবেরও ক্রীড়া-কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের যে কর্তৃত্ব, ইহা নিঃসন্দেহ ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“স তত্র পর্যোতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ” ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্তৃত্বমাত্রং ন দুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধেব তস্য স্বরূপগ্ধানিকরত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া, ক্রীড়াতে রত থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মুক্ত জীবেরও ক্রীড়া অভিহিত হওয়ায় কর্তৃত্ব বলিতেই হইবে। অতএব জীবের কর্তৃত্ব-মাত্রই দুঃখাবহ নহে, কিন্তু গুণ-সম্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহা জীবের স্বরূপের হানিকর ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিহারেতি স ইতি। স মুক্তো জীবঃ। পর্যোতি পরিতঃ স্রতি। জক্ষন্ ভুঞ্জানো হসংশ্চেত্যর্থঃ। তন্ত্রেতি গুণসংসর্গিণঃ কর্তৃত্বম্ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—বিহারেত্যাদি সূত্রে ‘স তত্র’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য—সঃ—সেই মুক্তজীব। পর্যোতি—নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। জক্ষন্—ভক্ষণ করিয়া ও হাস্ত করিয়া। তন্ত্ৰ স্বরূপগ্ধানিকরত্বাৎ ইতি—তন্ত্ৰ—গুণসম্বন্ধনিবন্ধন কর্তৃত্বের, স্বরূপের হানিকরত্ব হেতুই—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের বাস্তব কর্তৃত্ব-সম্বন্ধে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিহারের উপদেশহেতু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“স তত্র পর্যোতি জক্ষন্, ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদি (ছাঃ ৮।১২।৩)। এ-স্থলে মুক্তজীবেরও ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব কর্তৃত্বমাত্রই যে দুষণীয় তাহা নহে। তবে গুণসম্বন্ধ-বশতঃই দুঃখ উপস্থিত হয় ; যেহেতু তাহা স্বরূপের গ্ধানিকর।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যর্হি সংস্তিবন্ধোহয়মাঅনো গুণবৃত্তিঃ ।

ময়ি তুর্ঘ্যে স্থিতো জহাং ত্যাগস্তদগুণচেতসাম্ ॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাঅনোহর্থবিপর্যায়ম্ ।

বিদ্বান্ নির্বিঘ্ন সংসারচিন্তাং তুর্ঘ্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥”

(ভাঃ ১।১।৩১৮-২৯)

মুণ্ডকেও আছে,—“আত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ”
(মুঃ ৩।১।৪) । শ্রীগীতায়ও পাই,—“যস্তাত্মরতিরেব শ্রাদ্ধাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।”
(গীঃ ৩।১৭) ॥ ৩২ ॥

সূত্রম্—উপাদানাৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—উপাদান—প্রাণের গ্রহণহেতুও জীব-কর্তৃত্ব মানিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“স যথা মহারাজ ইত্যপক্রম্যৈবমৈবৈষ
এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ত” ইতি
শ্রুতৌ “গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ” ইতি শ্রুতৌ চ
জীবকর্তৃত্বস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব
চেতনস্যৈব জীবস্য কর্তৃত্বং বোধ্যম্ । অগ্ন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি-করণং,
প্রাণগ্রহণাদৌ তু নাগ্ন্যদন্তীতি তস্যৈব তৎ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই এই আত্মা মহারাজের মত এই উপক্রম করিয়া
‘এবমেষ...পরিবর্ত্ততে’ এইপ্রকার এই আত্মা প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজ
অধিষ্ঠিত শরীরমধ্যে ইচ্ছামত বিহার করে, এই ক্ষতিতে প্রাণের গ্রহণ
কথিত এবং ‘গৃহীত্বৈতানি সংযাতি’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও বায়ুর গন্ধগ্রহণের ত্যায়
জীব কর্তৃত্ব প্রাণের গ্রহণ অভিহিত হওয়ায় লোহাকর্ষক মণি (চুম্বক প্রস্তর)র
মত চেতন জীবেরই কর্তৃত্ব জ্ঞাতব্য । অগ্ন্য বস্তুর গ্রহণে প্রাণাদি করণ
(কারক) হয়, কিন্তু প্রাণকে গ্রহণ কাহার দ্বারা করিবে? তাহার অগ্ন্য
করণ নাই, অতএব শুদ্ধজীব চৈতন্যেরই সেই কর্তৃত্ব ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপাদানাদিতি । স যথেন্ধি । পরিবর্ত্ততে বিহরতি ।
লোহাকর্ষকেতি । চুম্বকস্ত যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্তৃত্বং তথা প্রাণোপাদানে
জীবস্ত স্বতস্তদিত্যর্থঃ । তস্মৈব শুদ্ধস্ত জীবচৈতন্যশ্চৈবেত্যর্থঃ । তদিতি
কর্তৃত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—‘উপাদানাৎ’ এই সূত্রে ‘স যথা মহারাজ’ ইত্যাদি ভাষ্যে
পরিবর্ত্ততে—বিহার করে । লোহাকর্ষক মণেরিত্যাди চুম্বক প্রস্তরের যেমন
লোহাকর্ষককার্যে স্বতঃকর্তৃত্ব, অগ্ন্যসাপেক্ষ নহে, সেইরূপ প্রাণের গ্রহণে
জীবচৈতন্যের স্বতঃকর্তৃত্ব, এই তাৎপর্য্য । তস্মৈব তৎ ইতি; তস্মৈব—শুদ্ধ
(অগ্ন্য নিরপেক্ষ) জীবচৈতন্যেরই, তৎ—কর্তৃত্ব ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপাদান
হইতেও জীবের কর্তৃত্ব স্বীকৃত ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “স যথা মহারাজো জনপদান্
গৃহীত্বা...এতং প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে ।”—
(বৃঃ ২।১।১৮) । এই শ্রুতি বাক্যানুসারে প্রাণাদির সহিত গমন বুঝাইতেছে,
সুতরাং অগ্ন্যগ্রহণাদিতে প্রাণাদি-করণ কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণে জীবের কর্তৃত্ব
ব্যতীত অগ্ন্যের সম্ভব নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যো জাগরে বহিরব্রহ্মক্ষণধর্ম্মিণোগোহর্থান্

ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্ ।

স্বপ্নে স্নযুপ্ত উপসংহরতে স একঃ

স্বত্যব্রহ্মাং ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়ৈশঃ ॥” (ভাঃ ১।১।৩১৩) ॥ ৩৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যুক্তান্তরঙ্গাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে অগ্ন্য যুক্তিও বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যুক্তান্তরঙ্গেতি । তৃতীয়াবিভক্ত্যাপত্তিরূপাং
যুক্তিমিত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যুক্ত্যন্তর অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির আপত্তিরূপ যুক্তি বলিতেছেন।

সূত্রম্—ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশবিপর্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—‘ক্রিয়ায়াং’—বৈদিক ক্রিয়াতে ও লৌকিক ক্রিয়াতে, ‘ব্যপদেশাচ্চ’—‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কৰ্ম্মাণি তনুতে’ জীবই যজ্ঞ করেন, অজ্ঞাত কৰ্ম্ম করেন—এই উল্লেখহেতু তাহারই কর্তৃত্ব। ‘নচেৎ’—তাহা না বলিলে অর্থাৎ যদি বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু বুদ্ধি, তাহারই কর্তৃত্ব বল, তবে ‘নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ’ বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম হইত অর্থাৎ ‘বিজ্ঞানং তনুতে’ প্রথমাস্ত বিজ্ঞানং না বলিয়া বিজ্ঞানেন এই তৃতীয়াস্ত পদ নির্দিষ্ট (উল্লিখিত) হইত ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাदिना বৈদিক্যাং লৌকিক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যতেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্তা। অথ চেৎ বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তর্হি নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমাস্তকর্তৃনির্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি তৃতীয়াস্তকরণনির্দেশো ভবেৎ, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ। ন চাত্র তথাস্তি। কিন্তু বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে তস্যাঃ করণমত্বং কল্প্যং সর্বস্য করণস্যৈব কৰ্ম্মস্তু প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ। ততশ্চ নামমাত্রাৎ বিসংবাদঃ করণাভিন্নস্য কর্তৃত্বস্বীকারাৎ। নহু জীবকর্তৃত্বে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য সৃষ্টিঃ স্যাৎ, স্বতন্ত্রস্য কর্তৃত্বাৎ। মৈবম্। হিতমেব সিসৃক্ষোরপি সহকারিকৰ্ম্মবৈচিত্র্যেণ কচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তস্মাৎ জীব এব কর্তা। এবং সতি কচিদকর্তৃত্ববচনমস্মাতস্ত্যাৎ। কর্তৃত্বে ক্লেশ-সম্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্যামিত্যাদিকুস্মৃষ্টয়স্ত দর্শপৌর্নমাসা-দিষপ্যতাৎপর্যাপত্তাদিভিনিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতে’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও লৌকিক ক্রিয়াতে মুখ্যভাবে জীবের কর্তৃত্বের উল্লেখ থাকায় জীব কর্তা বলিতে হইবে। আর যদি বল, ঐ শ্রুত্যন্ত

বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা জীব অভিহিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিই (কারণ, সাংখ্যবাদী তাহাই বলে) তাহা হইলে শ্রুতিতে বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম থাকিত। অর্থাৎ ‘বিজ্ঞানম্’ এই প্রথমাস্ত কর্তৃপদ নির্দেশের পরিবর্তে ‘বিজ্ঞানেন’ এই তৃতীয়াস্ত করিয়া করণকারকের নির্দেশ হইত। যদি বল, বুদ্ধি কর্তৃকারক, তাহা নহে। বুদ্ধি করণকারক। কিন্তু শ্রুতিতে তো করণবোধক তৃতীয়াস্ত পদের উল্লেখ নাই। আর এক কথা, বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে তাহার একটি করণকারক কল্পনা করিতে হয়। যেহেতু সকল কর্তার করণকারকই কার্য্য নির্বাহ করে, দেখা যায়। যদি বল, ‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে’ এই শ্রুতিতে যদি বিজ্ঞান কর্তা হয়, তবে তাহার করণ কে? তাহারও সমাধান এই—নামমাত্রাৎ বিবাদ অর্থাৎ বিজ্ঞানই করণ, তাহাই কর্তা, করণের সহিত অভিন্নের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে—বেশ, জীব কর্তাই হইল, কিন্তু তাহা হইলে কেবল প্রিয়বস্তুরই সৃষ্টি হইত, অহিতের বা অপ্রিয়ের সৃষ্টি হইত না, কারণ স্বাধীনেরই কর্তৃত্ব সম্ভব। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, এরূপ নহে, কর্তা প্রিয় বস্তুই সৃষ্টি করিতে চায়, কিন্তু কৃতকৰ্ম্ম তাহার সহকারী কারণ, সেই কৰ্ম্মের সদমদ্রূপ বৈচিত্র্যবশতঃ কোন কোন স্থলে অহিতও আসিয়া পড়ে। অতএব জীবই কর্তা। কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে যে অকর্তা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ পরমেশ্বরের অধীন হইয়া সে কার্য্য করে, এই অস্বাধীনতাবশতঃ। কেহ কেহ বলেন, ‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে’ ইত্যাদি শ্রুতির জীবের কর্তৃত্বে তাৎপর্য্য নহে, কারণ তাহাতে জীবের ক্লেশসম্বন্ধ হইয়া পড়ে ইত্যাদি অনেক কুস্মৃষ্টি অর্থাৎ অসৎ কল্পনাকে দর্শপৌর্নমাসযাগাদিতে শ্রুতির তাৎপর্য্যাতাবের আপত্তি দ্বারা নিরসনীয় ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যপদেশাদিতি। সর্বশ্রুতি কর্তৃত্বরিতার্থাৎ সিসৃক্ষোরিতি জীবশ্রুত্যর্থ্যাৎ অহিতশ্রুত্যাৎ। এবং সতীতি। কর্তাপি জীবঃ পরমাত্মাধীনঃ সনু করোতীতি কচিং মোহকর্তৃত্বাচ্চ্যতে। বস্তুতস্ত কর্তৃত্বং স ইত্যর্থঃ। কর্তৃত্বে ক্লেশসম্বন্ধেত্যাদি। নহু কর্তৃত্বত্বঃসম্বন্ধবীক্ষণাৎ তত্ত্ব শ্রুতেস্তাৎপর্য্য নেতি চেন্ন দর্শাদিষপ্যতাৎপর্য্যাপত্তেঃ লীলোচ্ছাসাদেয়করণ এব ক্লেশদর্শনাচ্চ। নহু স্বপ্তাবস্তঃকরণাভাবে কর্তৃত্বাদর্শনাদন্তঃকরণমেব কর্তৃত্বাতি চেন্ন

তদা তদভাবেইপি উচ্ছাসাদিকর্তৃত্বস্ত সত্ত্বাৎ। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিজীবস্ত
কর্তৃত্বং বাধেত অস্তি-জ্ঞাদিধাত্বার্থানাং সত্ত্বাজ্ঞানাদীনামাত্মনি সত্ত্বেন তদসিদ্ধেঃ।
ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়োচ্যতে। ন চ নির্বিকারত্বশ্রুতিস্তস্ত তদ্বাধেত সত্ত্বাজ্ঞান-
ভানধর্মশ্রয়ত্বেইপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপস্ত বিকারস্ত তস্মিন্নগ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—ব্যপদেশাদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘সর্বস্ত করণশ্চৈব ক্রিয়ান্ত’
ইত্যাদি সর্বস্ত অর্থাৎ সকল কর্তার। ‘হিতমেব সিন্ধুক্ষোরপি’ ইতি—
সিন্ধুক্ষোঃ—অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক জীবের। অহিতস্ত—অপ্রিয়—
অনিষ্টকারী বস্তুর। ‘এবং সতি কচিদকর্তৃত্ববচনমিতি’—জীব কর্তা নহে,—এই
উক্তি কোন কোন শ্রুতিতে থাকিলেও পরমাত্মার অধীনত্ব বশতঃ স্বতঃকর্তৃত্বা-
ভাবোক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। বস্তুতঃপক্ষে জীবই কর্তা, কর্তৃত্বে
ক্লেশসম্বন্ধেত্যাদি ইহার তাৎপর্য্য, যদি জীবকে কর্তা বলা হয়, তবে তাহার
দুঃখ-যোগ হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব বিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে,
এ-কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা বলা যায় না। যেহেতু দর্শপোর্ণোমাস যাগ
ক্লেশবহুল, তাহাতে শ্রুতি জীবের কর্তৃত্ব যেহেতু বোধ করাইতেছে অতএব
তাহাও শ্রুতির তাৎপর্য্যের অবিষয় হইয়া পড়ে। তদ্বিহীন নীলার আমোদে
ও শ্বাসপ্রশ্বাসেও অকরণ থাকিলে জীবের ক্লেশই দেখা যায়। পুনশ্চ
আপত্তি—স্বয়ুপ্তিকালে অন্তঃকরণের অভাবে জীবের কর্তৃত্ব দেখা যায় না,
অতএব অন্তঃকরণই কর্তা হউক, এই যদি বল, তাহা নহে; কেন না
তখন (স্বয়ুপ্তিকালে) অন্তঃকরণের অভাবেও শ্বাস-প্রশ্বাস কর্তৃত্ব থাকে।
যদি বল, শ্রুতি আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া জীবের কর্তৃত্বের বাধা
দিবে, ইহাও ঠিক নহে, তাহা হইলে অস্তি অস্বাভাবের অর্থ সত্তা, জ্ঞা—
জানা ইত্যাদি ধাতুর ক্রিয়া আত্মায় থাকায় অকর্তৃত্ব হইতে পারে না।
যেহেতু ধাত্বর্থকে ক্রিয়া বলে, ক্রিয়া যাহাতে থাকে, সে কর্তা। অতএব
কর্তৃত্ব জীবে থাকিবেই। তাহাতে যদি বলা হয় যে শ্রুতি জীবকে নির্বিকার
বলিয়াছেন, অথচ কর্তা হইলে সবিকার হয়, অতএব উহা জীবের কর্তৃত্বের
বাধক, তাহাও নহে; বিকার শব্দের অর্থ দ্রব্যান্তরে পরিণতি, সত্তা, জ্ঞান,
প্রকাশ প্রভৃতি ক্রিয়া জীবে থাকিলেও ঐ বিকার জীবে থাকেই না, এজন্ত
নির্বিকারত্ব-শ্রুতির কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকথা—জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক
সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াতে
মুখ্যরূপে উল্লেখবশতঃ জীবেরই কর্তৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, উহা
স্বীকার না করিলে নির্দেশের বিপর্য্যয় ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা
ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই;—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তত্ত্বতে। কর্ম্মণি তত্ত্বতেইপি
চ।” (তৈঃ ২।৫।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্।

শ্রদ্ধয়াত্মবিগুদ্যার্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥” (ভাঃ ৩।৬।৩৪)

অর্থাৎ এই সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব-স্ব বৃত্তির সহিত যে ভগবান্ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মবিগুদ্বির জন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা তাঁহার
নিজ গুরু সেই শ্রীহরিকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদে দোষান্ দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদে দোষ
দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—‘উপলব্ধিবৎ’—যেমন জীবাত্মাকে বিভূ বলিলে ব্যক্তিগত
উপলব্ধির অসঙ্গতি, সেইপ্রকার প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিলেও ‘অনিয়মঃ’—কর্ম্মেরও
অনিয়ম হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি বিভূ, স্মৃতির সমস্ত জীব সাধারণ অতএব এক
জন কর্ম্ম করিলে সকল পুরুষের সেইকর্ম্ম ভোগের কারণ হইয়া পড়ে অথবা
জীবকে কর্ম্মের কারণ না বলিলে কোন আত্মাতেই ভোগ না হইতে পারে,
অতএব প্রকৃতি কর্ত্রী নহে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মনো বিভূত্বাৎ উপলব্ধিবদনিয়মো দর্শিতঃ
প্রাক্। তথা প্রকৃতিরপি বিভূত্বেন সর্বপুরুষসাধারণ্যাৎ কর্ম্মণো-
হপ্যনিয়মঃ স্মৃতাং সর্বং কর্ম্ম সর্বস্য ভোগায় যথা স্যাৎ নৈব বা
স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সর্বত্র সান্নিধ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মার বিভূত্ববাদে উপলব্ধির অব্যবস্থা পূর্বে দেখান হইয়াছে ; সেইপ্রকার প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদে তাহার বিভূত্বহেতু কর্মেরও অনিয়ম হয়, যেহেতু প্রকৃতির বিভূত্ববশতঃ সর্ব পুরুষ সম্বন্ধ সাধারণ হয় । তাহা হইলে এক পুরুষীয় প্রকৃতি কর্ম করিলে সকল পুরুষের তৎকর্মের সহিত সম্পর্ক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে সকল কর্ম সকল আত্মার ভোগের কারণ হইয়া যায়, অথবা ভোগের কারণ না হয় । যদি বল, এ-বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, যে আত্মার সহিত প্রকৃতির^১ সংযোগ, তাহারই কর্ম— তাহার ভোগের কারণ, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু তাহাদের মতে আত্মা বিভূ, অতএব প্রকৃতির সান্নিধ্য তাহাতে ঘটিবেই ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপলব্ধিবাদিতি । প্রাক্ নিত্যোপলব্ধ্যুপলব্ধি সূত্রে ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—উপলব্ধিবাদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে দর্শিতঃ প্রাক্ ইতি—প্রাক্ —নিত্যোপলব্ধ্যুপলব্ধি সূত্রে ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদেও দোষ দেখাইতেছেন । বর্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যেরূপ জীবকে বিভূ বলিলে উপলব্ধির অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিলেও অনিয়ম অর্থাৎ অসঙ্গতি হয় ।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—“জীব কর্তা না হইয়া যদি প্রকৃতিই কর্ত্রী হইত, তাহা হইলে একজনের কর্ম্মের ফল সকল জীবকেই ভোগ করিতে হইত । কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে, অপরের কর্ম্মফল ভোগ করে না । আরও এক কথা, প্রকৃতি এক এবং তাহার সকল জীবের সহিত সম্বন্ধ সমভাবাপন্ন । সেই প্রকৃতিই যদি জীবের সকল কর্ম্মের কর্ত্রী (কর্তা) হয়, তাহা হইলে তো সকল কর্ম্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ একরূপই হয় ।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্ ।

পুরুষস্ত বিষজ্জৈত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥

গুণাভিমানী স তদা কৰ্ম্মাণি কুরুতেহবশঃ ।

স্কুলং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকৰ্ম্মাভিজায়তে ॥”

(ভাঃ ৪।২৯।২৬-২৭)

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ স্ব-প্রকাশ-স্বভাব হইলেও যখন তিনি পরমগুরু সর্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণসমূহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রাকৃত গুণাভিমানহেতু দেহাদি পরতন্ত্র হইয়া কখনও পুণ্যজনক মাত্ত্বিক কৰ্ম্ম কখনও শোকজনক তামসিক কৰ্ম্ম, কখনও বা দুঃখময় রাজস কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন এবং যেরূপ কৰ্ম্ম করেন, তৎতৎ কৰ্ম্মানুসারে তদনুরূপ জন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সূত্রম্—শক্তিবিপর্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিলে পুরুষের ভোক্তৃত্ব-শক্তির বিপর্যয় (হানি) ঘটে অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব-শক্তি প্রকৃতিগামী হইয়া পড়ে, তাহাতে ‘পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ’ ভোক্তৃত্ববশতঃ পুরুষের অস্তিত্ব—এই সাংখ্যসূত্রোক্ত মতের ব্যাঘাত হয়, অতএব প্রকৃতিকে কর্ত্তা বলা চলে না ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠায়া ভোক্তৃত্বশক্তে-বিপর্যয়াৎ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাদিত্যাভি-মতহানিরিতিশেষঃ । কর্ত্তুরণ্যস্য ভোক্তৃত্বাসম্ভবাৎ তচ্ছক্তিরপি প্রকৃতিগতা মন্তব্য৷ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব হইলে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্বশক্তির ব্যতি-ক্রমবশতঃ প্রকৃতিগামিতা হইয়া পড়ে, সেইজন্য ‘ভোক্তৃত্ববশতঃ পুরুষ-স্বীকার’—এই সাংখ্যভিমতের হানি হয়, এই অংশটি পূরণীয় । একজন কর্ত্তা, অন্য জন তাহার ফলভোক্তা, ইহা অসম্ভব । অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্বশক্তিও প্রকৃতিনিষ্ঠ মনে করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শব্দীতি । প্রকৃতিগামিতাপত্তেরিতি । কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদিতিভাবঃ । অত উক্তং শ্রীমহাভারতে । “নান্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজমুপভুঙ্ক্তে কদাচন” ইতি । নহু কা ক্ষতিরিতি চেৎ তত্রাহ পুরুষোহস্তীতি । উক্তং বিশদয়তি কর্ত্তুরণ্যন্তেত্যাदिना ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—‘শক্তিবিপর্যয়াৎ’ এই সূত্রের ভাষ্যে প্রকৃতিগামিতাপভেঃ ইতি। তৎপর্য্য এই—যেহেতু কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই উভয়ের সীমানাধিকরণ্য অর্থাৎ একনিষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমহাভারতে কথিত হইয়াছে ‘নাশ্রুঃ কর্তৃঃ...কদাচন’। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—হে মহারাজ! কোন সময়েই কর্তার কর্মফল অগ্ন ব্যক্তি ভোগ করে না। প্রশ্ন হইতেছে,—যদি প্রকৃতিকেই কর্ত্রী ও ভোক্ত্রী উভয়ই বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘পুরুষোহস্তীত্যাদি’ এই কথাটিই বিশদ করিতেছেন—কর্তৃত্বরশ্মস্ত ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে পুরুষের ভোক্তৃত্বশক্তিরও বিপর্য্যয় ঘটে। অতএব প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার্য্য নহে। কর্মের কর্তা একজন আর সেই কর্মের ফলভোক্তা অগ্ন একজন, ইহাও অসম্ভব। কারণ যিনি কর্মের কর্তা, তিনিই কর্মের ভোক্তা হইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সাংখ্যকারিকায়ও পাওয়া যায়, “পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ” (সাংখ্যকারিকা-২৭) জীবের অস্তিত্ব, যেহেতু তাহার ভোক্তৃভাব আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কার্য্যাকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।

ভোক্তৃত্বে স্থতৃঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৮)

অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ আর স্থতৃ-দুঃখাদি ভোক্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি বিলক্ষণ জীবই কারণ।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজন্মস্ব ॥” (গীঃ ১৩।২২)

পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত স্থতৃদুঃখাদি বিষয় ভোগ করে; প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশতঃ তাহার উচ্চাঘচ যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সূত্রম্—সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—মোক্শের সাধন সমাধি—প্রকৃতি-পুরুষের অগ্রথাখ্যাতি অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান। প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিলে তাহার অর্থাৎ সমাধির অভাব হয়, এজন্তও প্রকৃতি-কর্তৃত্ববাদ দোষগ্রস্ত ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাব্যম্—মোক্শসাধনস্য সমাধেরপ্যভাবাচ্চ দুঃস্থঃ প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদঃ। প্রকৃতিরগোহহমস্মীত্যেবংবিধঃ খলু সমাধিঃ। স চ ন সম্ভবতি স্বস্ত্য স্বাশ্রয়ভাবাৎ জাড্যাচ্চ। তস্মাৎ জীব এব কর্তা সিদ্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধি হইতে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি-সাধন সমাধির অভাব ঘটে, এই জন্তও প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদ দোষাবহ হইতেছে। কথাটি এই—‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’, এইরূপ জ্ঞানের নাম সমাধি, সেই সমাধি প্রকৃতির কর্তৃত্বে সম্ভব নহে; যেহেতু যে আমি কৰ্ম্ম করিতেছি, তাহা আমি নহি, এই জ্ঞান কর্ত্তী প্রকৃতির নিজ হইতে নিজ ভেদের অভাব ও জড়তা-হেতু হয় না। সেইজন্ত জীবই কর্ত্তা ইহা সিদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমাধ্যভাবাচ্চেতি। চ-শব্দঃ শ্রবণমননধ্যানভাবসমুচ্চায়কঃ। প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বে শ্রবণাদীনামপি সৈব কর্ত্তী স্তাৎ। সা খলু প্রকৃতিরগাহমিতি শৃণুয়ান্মস্মীত ধ্যায়ৈত সমাদধ্যাচ্চ। ন চৈবমস্তি স্বস্ত্য যভেদাভাবাৎ জড়ায়ান্তত্তদসম্ভবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—‘সমাধ্যভাবাচ্চ’ এই সূত্রে ‘চ’ শব্দের প্রয়োগ শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের অভাবকেও বুঝাইতেছে অর্থাৎ সমাধ্যভাব এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাভাববশতঃও প্রকৃতি কর্ত্তী নহে। কথাটি এই—প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ঋতিবোধিত মোক্ষোপায় শ্রবণ-মনন-ধ্যান প্রভৃতির কর্ত্তী সেই প্রকৃতিই হইয়া পড়ে, সেই কর্ত্তী—প্রকৃতি, সে-আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে ও সমাধি করিবে, এইরূপ হইতে পারে না, যেহেতু নিজেতে নিজের ভেদ থাকে না, তাহা ছাড়া জড় প্রকৃতির ঐ জ্ঞানাদি অসম্ভব ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্তমান সূত্রেও প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদে দোষারোপ করিতেছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-সাধনভূত সমাধিরও অভাব ঘটে। কারণ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আমি—এইরূপ জ্ঞানেই সমাধি লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিলে উহা সম্ভব হয় না; কারণ প্রকৃতির নিজ হইতে নিজের ভেদ-বিচারের অভাব ও প্রকৃতি জড় বলিয়া। অতএব জীবের কর্তৃত্বই মোক্ষ-সাধনোপায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যদৈবমধ্যাঅরতঃ কালেন বহুজন্মনা।

সৰ্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভবনান্মুনিঃ ॥

মদন্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।

নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥

প্রাপ্নোতীহাজ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ।

যদগত্বা ন নিবৰ্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥”

(ভাঃ ৩।২৭।২৭-২৯) ॥ ৩৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তস্য কর্তৃত্বং করণযোগেন স্বশক্ত্যা চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর জীবাত্মার কর্তৃত্ব করণ-সাহায্যে এবং নিজ স্বাভাবিক শক্তিবশতঃও হইয়া থাকে; ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। তস্ম জীবন্ত। করণযোগেনোতি। অধিষ্ঠানাদেকপলক্ষণম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথेत্যাди, তস্ম কর্তৃত্বমিতি। তস্ম —সেই জীবের, ইন্দ্রিয়-সহক দ্বারা এবং নিজ শক্তি দ্বারা। করণযোগ কথাটি অধিষ্ঠানাদিরও সংগ্রাহক অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় যোগে নহে, পূরোক্ত অধিষ্ঠানাদির সহকবশতঃও জানিবে।

তক্ষাধিকরণম্,

সূত্রম্—যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৩৮ ॥

নূত্রার্থ—যেমন তক্ষা—কাষ্ঠতক্ষণকারী—(ছুতারমিস্ত্রী) সূত্রধর উভয় প্রকারেই কর্তা হয় অর্থাৎ বাস্তা দ্বারা (কুঠার—বাসুলী নামক অস্ত্রে) কাষ্ঠতক্ষণ করে (কাঠ চাঁচে) আবার সেই বাস্তা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণও নিজ শক্তিতে করে, সেইরূপ জীবাত্তাও প্রাণাদির সাহায্যে কার্য্য করে ও নিজশক্তিতে প্রাণাদি ধারণ করে ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিনা কর্তা বাস্যা-
দিধারণে তু স্বশক্ত্যেবেত্যুভয়থাপি কর্তা ভবেদেবং জীবোহপ্যন্ত-
গ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্তা প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যেবেত্যর্থঃ । ইথং
প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি
গুণবৃত্তিপ্রাচুর্যাৎ তদ্বৈতুকমিত্যুপচর্য্যতে । “কারণং গুণসঙ্ঘোহস্ত
সদসদ্যোনিজন্মস্তু” ইতি তত্রৈবোক্তেঃ । এতেন গুণকর্তৃত্ববাচাংসি
ব্যখ্যাতানি । মোঢ্যাভ্যক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষেহপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ ।
ন চৈষামাপাতবিভাতোহর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তি-
বিরোধাতঃ । “নাযং হস্তি ন হন্যতে” ইত্যাদিবাक्यস্ত হস্তিফলমেব
চ্ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যস্মাত্মনস্তদযোগাৎ । ন তু কর্তৃত্বমপি,
তস্ত পূর্ব্বং সিদ্ধেঃ । এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চনাদি-
কর্তৃত্বং তন্নিগুণমেব পূর্ব্বত্র গুণান্ বিমর্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তেভক্তেঃ
প্রাধান্যাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ । এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা—
“সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগান্বো রাজসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতিবি-
ভ্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ” ইতি । ভোক্তৃত্বং তু শুদ্ধস্ত পুংসঃ ।
“পুরুষঃ সুখছঃখানাং ভোক্তৃত্বং হেতুরুচ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতেঃ । গুণ-
সঙ্ঘেনাপি ভবতস্তস্য সংবেদনরূপত্বাৎ চিদ্রূপপুংপ্রাধান্যাৎ ন তু গুণ-
প্রাধান্যাৎ তত্বেন তদ্বিরোধিত্বাৎ । স্বরূপসংবেদনসুখাদৌ তু সুসিদ্ধং

তৎ। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশবাদিতি। তস্যাং তদুভয়ং জীবসৌব
মন্তব্যম্। “এষ হি দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষ-
দৃষ্টান্তেন কর্তৃত্বং সাতত্যঞ্চ নিরস্তুম্ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তক্ষা (সূত্রধর) যেমন কাষ্ঠতক্ষণকার্যে বাস্যা প্রভৃতি
অস্ত্রের সাহায্যে কর্তা এবং বাস্ত্রাদির ধারণকার্যে নিজশক্তিদ্বারা কর্তা—এই
উভয় প্রকার হয়, এইরূপ জীবও অগ্র বস্তু গ্রহণাদিকার্যে প্রাণাদি দ্বারা কর্তা,
প্রাণাদিধারণে কিন্তু নিজশক্তি দ্বারা কর্তা হয়, এই অর্থ। এইরূপে প্রকৃতি-
সম্বৃত স্থূল দেহাদি-সাহায্যে জীবাত্মার যে কর্তৃত্ব তাহা নিরূপাধিক আত্মা
হইতে সম্পন্ন হইলেও তাহাতে গুণবৃত্তি (দেহাদির সাহায্য) প্রচুর থাকে
বলিয়া উহাকে দেহাদির কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়, লাক্ষণিক হিসাবে।
শ্রীভগবদ্গীতাতেও এ-কথা বলা আছে যথা “কারণং গুণসঙ্গঃ” ইত্যাদি এই
জীবের যে ভালমন্দ যোনিতে (দেব-মহুগ্ন-কীটাদিরূপে) উৎপত্তি, তাহার
কারণ গুণের সম্পর্ক অর্থাৎ সম্বাদি গুণ তাহা করে, আত্মায় তাহার আরোপ।
ইহার দ্বারা অর্থাৎ জীবনিষ্ঠ-কর্তৃত্ব, কিন্তু গুণহেতুক যে বলা হয়, তাহা
ঔপচারিক, এই কথায় শ্রীগীতা-বর্ণিত ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি
সৰ্ব্বশঃ’ ইত্যাদি গুণকর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ জীব-
কর্তৃত্বই গুণবৃত্তির প্রচুর সাহায্যানিবন্ধন গুণহেতুক বলা হয়। তবে যে
জীবের কর্তৃত্বাভিমান মূঢ়তা (মূর্থতা) প্রযুক্ত ইত্যাদি উক্তি আছে, তাহার
সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহাও বলা হইতেছে—অধিষ্ঠান (দেহ), কর্তা
(জীবাত্মা), ইন্দ্রিয়াদি করণ, করণাদির চেষ্টা ও অদৃষ্ট—এই পাঁচটির সাহায্য
থাকিতেও কেবল স্বাপেক্ষকর্তৃত্ব মনে করাই মূঢ়তা, এই অভিপ্রায়ে তাহার
সঙ্গতি। এই সকল গুণ-কর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির আপাততঃ প্রতীয়মান
গুণকর্তৃত্ব-অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মুক্তিসাধন
বাক্যগুলির অসঙ্গতি হয়, অর্থাৎ গুণের কর্তৃত্ব মুখ্য হইলে জীবাত্মার,
মুক্তিসাধন উপায়ের উল্লেখ অসঙ্গত হয় যেহেতু যাহার কর্তৃত্ব-নিবন্ধন
বদ্ধ, তাহারই মুক্তি সম্ভব। তবে যে শ্রীভগবানের উক্তি ‘নায়ং হস্তি ন হন্ততে’
জীব হত্যাও করে না, হতও হয় না—ইহার দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ
বুঝাইতেছে, তাহারও অভিপ্রায় অন্তরূপ যথা—হননক্রিয়ার ফল ছেদ তাহা

আত্মার হয় না কারণ আত্মা নিত্য, তাহার নাশ হইবে কিরূপে? তবে কি আত্মা নাশের কর্তাও নয়? যেহেতু ‘নাশং হন্তি’ বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ন তু কর্তৃত্বমপি প্রতিষেধতি’ অর্থাৎ তাই বলিয়া শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করা হইতেছে না, যেহেতু পূর্বেই আত্মার কর্তৃত্ব-স্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপে অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে উভয়-স্থলে ভগবদভক্তদিগের ভগবানের অর্চনকর্তৃত্ব নিগূর্ণ—(ত্রিগুণাতীত), কারণ প্রথমে অর্থাৎ ইহলোকে গুণের উপর অভিমান ছাড়িয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি ভক্তির প্রাধাত্য, আর পরে অর্থাৎ পরলোকে কৈবল্যাহেতু গুণ-সম্পর্কের অভাব। ইহাই অভিপ্রায় করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—‘সাত্বিকঃ কারকোহমঙ্গী...মদপাশ্রয়ঃ’। সাত্বিককর্তা গুণ-মঙ্গহীন, রাজস কর্তা গুণের উপর অহুরাগে অন্ধ, তামস স্মৃতিভ্রষ্ট কর্তা, আর যে আমার ভক্ত—সে নিগূর্ণ। ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ যে কোন একটির অলুভব, তাহা গুণাভিমানশূন্য জীবাত্মার, যেহেতু অলুভব আত্মার ধর্ম, জ্ঞান তাহার স্বরূপ-লুব্ধকী। স্মৃতিবাক্য সেই কথাই বলিতেছেন—‘পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুকচ্যতে’ জীবাত্মা সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে (অলুভবে) হেতু। আবার গুণ-সম্পর্কে যে ভোক্তৃত্ব হয়, সেই ভোগ সংবেদনাত্মক-অলুভূতিস্বরূপ স্মৃতির চিৎস্বরূপ জীবের তথায় প্রাধাত্য, গুণের প্রাধাত্য নহে, যেহেতু অলুভূতির সংবেদন স্বরূপতাহেতু উহা গুণবিরোধী। স্বরূপালুভবের আনন্দে সেই ভোক্তৃত্ব স্প্রসিক। তাহার হেতু নিজেই নিজের প্রকাশক। অতএব গুণ-মাহাযো কর্তৃত্ব ও স্বশক্তিতে কর্তৃত্ব—এই উভয়—জীবেরই জানিবে। শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন—‘এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা’ ইত্যাদি। তক্ষা-দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডিত হইল ॥ ৩৮ ॥

সূক্তা টীকা—যথা চেতি। তক্ষা বর্দ্ধকিঃ। কারণমিতি। গুণসদ্বো গুণাধ্যাসঃ। অস্ত জীবস্ত। এতেনেতি। জীবনিষ্ঠমেব কর্তৃত্বং গুণস্তং গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যং গুণহেতুকমিতিব্যাখ্যানেনেতর্যঃ। গুণকর্তৃত্ববাচ্যাসি প্রকৃত্তে: ক্রিয়মাণানীত্যাদৌনি। নহু কর্তৃত্বং চেজ্জীবনিষ্ঠং তর্হি তন্মন্তমৌচ্যোক্তিঃ কথম্। কথং বা “তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্য-কৃতবুদ্ধিভ্যাম স পশ্যতি দুঃখতিঃ” ইতি দুর্ধীমৌক্তিঃচেতি চেৎ তত্রাহ যৌচ্যা-হ্যুক্তিরিতি। “অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধা চ

পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্” ইতি । পঞ্চাপেক্ষে হি কর্তৃত্বং স্মৃতম্ । দৈবং পরেশঃ । নরৈতৎ কর্তৃত্বং মোক্ষে জীবন্ত ন শ্রাৎ তস্মৈ দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাৎ । মৈবম্ । তদা সঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং ভাবাৎ । ন চৈষামিতি । এষাং গুণকর্তৃত্ববচসাম্ আপাতবিভাতো গুণকর্তৃত্বরূপোহর্থঃ নেতুং গ্রহীতুং ন শক্যঃ । তত্র হেতুস্তত্রত্যেতি । শ্রীগীতাস্তর্কীর্তিমুক্তিসাধন-বচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ । তানি চ “মগ্নানা ভব মম্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু । নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশচাম্মি তত্ত্বতঃ । ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্” ॥ ইত্যেব-মাদৌনি বোধ্যানি । এষু ভগবদ্ব্যানকর্তৃজীবন্ত মুক্তিরুক্তা । নায়মিতি । তদযোগাৎ ছেদাসম্ভবাৎ । এবঞ্চেতি । ইহ পূর্বত্র ইতি চোভয়ত্র প্রপঞ্চে ইত্যর্থঃ । অমূত্রেতি পরত্রেতি চোভয়ত্র ভগবদ্ব্যানীত্যর্থঃ । সাত্ত্বিক ইতি শ্রীভাগবতে । কারকঃ কর্তা । ভোক্তৃত্বমিতি । স্বথদুঃখাশ্রতরাহুভবো হি ভোগঃ । অনুভবস্ত ধর্মভূতং জ্ঞানং স্বানুভবদ্বীতুক্তম্ । গুণেতি । ভবতো-বর্তমানস্ত ভোক্তৃত্বশ্চৈত্যর্থঃ । তত্বেনেতি । সংবেদনরূপত্বেন গুণবিরোধিত্বা-দিত্যর্থঃ । তৎ ভোক্তৃত্বম্ । তক্ষেতি । স্বেচ্ছানুসারেণ তক্ষা কদাচিৎ করোতি ন করোতি চ স্ববেশ্মন্যক্লেশাং নিবৃত্তিং চ লভতে তদ্বৎ জীবোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—যথা চ তক্ষেত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—তক্ষা—বার্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধর (ছুতার) ‘কারণং গুণসঙ্গোহস্ত’ ইত্যাদি শ্লোকে গুণসঙ্গঃ—গুণের অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে সত্ত্বাদি গুণের অভেদজ্ঞান, অস্ত—জীবের । ‘এতেন গুণকর্তৃত্ববচাংসি’ ইত্যাদি এতেন—ইহা দ্বারা অর্থাৎ কর্তৃত্ব জীব-নিষ্ঠই, তবে যে গুণের কর্তৃত্বোক্তি, তাহা গুণের বৃত্তি বহুলভাবে থাকায় গুণহেতুক এইরূপ ব্যাখ্যান দ্বারা । গুণকর্তৃত্ববচাংসি ইতি—গুণের কর্তৃত্ব-বোধক বাক্যসমুদয় যথা ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ’ ইত্যাদি । প্রশ্ন হইতেছে, যদি জীবের কর্তৃত্ব বাস্তব হয়, তবে গুণের উপর অভিমানী আত্মার মূঢ়তা, এই উক্তি হইল কেন? আর কেনই বা ‘তত্রৈবং সতি’ ইত্যাদি যে ব্যক্তি এই গুণের কর্তৃত্ব হইলেও শুদ্ধ আত্মাকে কর্তা বলিয়া মনে করে, সে মুখ অবিবেকবশতঃ যথার্থ দর্শন করে না । এইরূপে আত্মার কর্তৃত্বোক্তির নিন্দা । এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—‘মৌঢ্যাত্মজিহ্ব’

ইত্যাদি। আত্মার কর্তৃত্ব অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (জীব), নানাবিধ
 করণ, বিবিধ চেষ্টা; দৈব অর্থাৎ পরমেশ্বর—এই পাঁচটিকে অপেক্ষা
 করিয়া (লইয়া), তৎসঙ্গেও কেবল আত্মসাপেক্ষ মনে করার জন্ত মূঢ়তার
 উক্তি জানিবে। পুনশ্চ প্রশ্ন—জীবের এই কর্তৃত্ব সর্বজীবসাধারণ কিরূপে
 হইবে? যেহেতু মুক্তির পর জীবের সেই কর্তৃত্ব থাকে না—কারণ তখন তাহার
 দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলই চলিয়া যায়। এই কথা বলিতে পার না; যেহেতু
 তখন সঙ্কল্প-সিদ্ধ দিব্য (অলৌকিক) ইন্দ্রিয়াদির সত্তা আছে। ‘ন চৈষা-
 মাপাতবিভাতোহর্থ ইতি’ এষাং—এই গুণকর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির, আপাত-
 বিভাতঃ—আপাততঃ প্রতীয়মান গুণকর্তৃত্বরূপ অর্থ, নেতুং—গ্রহণ করিতে,
 ন শক্যঃ—পারা যায় না। সে বিষয়ে হেতু—‘তত্রত্য মোক্ষসাধনোক্তি-
 বিরোধাত্’—সেই ত্রিগীতাস্তবর্কতী মুক্তিসাধন বাক্যগুলির তাহাতে অসঙ্গতি হয়,
 এই অর্থ। সে বাক্যগুলি যথা—‘মম্মনা ভব মদভক্তো...অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ’—
 আমার মনন কর, আমার ভজন কর, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম
 কর, এইরূপ করিলে ওহে অর্জুন! তুমি এই দেহপাতের পর নিশ্চিতভাবে
 আমাতে বাস করিবে। এইরূপ ভক্ত ভক্তি-মহিমায় আমার স্বরূপ জানিতে
 পারে যে, আমি যাবৎ পরিমাণ ও যথার্থতঃ যৎস্বরূপ, তাহার পর আমার
 তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাতে প্রবেশ করে। ইত্যাদি বাক্য মোক্ষ-
 সাধন। এই সকল বাক্যে ভগবদ্ব্যনকারী জীবের মুক্তি বলা হইয়াছে কিন্তু
 গুণের কর্তৃত্ব বলিলে আত্মার কর্তৃত্বাভাবহেতু মুক্তি-কখন অসঙ্গত হয়। ‘নায়ং
 হন্তি’ ইত্যাদি—নিত্যশ্রাঅনন্তদযোগাৎ ইতি—‘নিত্য আত্মার ছেদ হইতে পারে
 না’ এইজন্ত। এবঞ্চ ইতি—অর্থাৎ এই স্থলে এবং পূর্ব প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রে। ‘ভাগ-
 বতানাং যদিহামূত্রচ’—ইহলোকে ও পরলোকে উভয়স্থলেই ভগবদ্ভজনকারী-
 দিগের—এই অর্থ। ‘সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী’—ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ-
 ভাগবতের। কারকঃ অর্থাৎ কর্তা। ভোক্তৃত্বং তু ইতি—ভোক্তৃত্ব—ভোগ-
 কর্তৃত্ব, ভোগ—সুখ বা দুঃখ অত্যন্তরের অল্পভূতি, অল্পভবপদার্থ হইতেছে
 জ্ঞানবিশেষ, যাহা আত্মার ধর্মস্বরূপ, স্বরূপানুবন্ধী, এক-কথা পূর্বেই বলা
 হইয়াছে। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্মাৎ ইতি, ভবতঃ অর্থাৎ বিद्यমান, তস্যা—সেই
 ভোক্তৃত্বের। ‘তদ্বেন তদ্বিরোধাত্ ইতি’ অল্পভব যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ স্তবরাং
 গুণ-বিরোধী—এই তাৎপর্য। ‘স্বসিদ্ধং তৎ ইতি’—তৎ—ভোক্তৃত্ব।

তক্ষদৃষ্টান্তেনেতি—তক্ষার দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থাৎ যেমন তক্ষা (বার্দকি) নিজ ইচ্ছানুসারে কোন সময় কাজ করে, আবার কখনও বা করে না এবং নিজ গৃহেই থাকিয়া ক্লেশহীন সন্তিলাভ করে, সেইরূপ জীবাত্মাও ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের কর্তৃত্ব করণযোগে এবং স্বীয় শক্তিদ্বারাও যে হইয়া থাকে, তাহাই বর্তমান সূত্রে সূত্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তক্ষা অর্থাৎ সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রূপ ।

সূত্রধর যেরূপ বাস্তাদি-অস্ত্রদ্বারা ছেদন কর্তা হয়, আবার বাস্তাদি-ধারণে স্বীয় শক্তির দ্বারাও কর্তা হইয়া থাকে । জীবও সেইরূপ অপরের গ্রহণ-বিষয়ে প্রাণাদির দ্বারা কর্তা হন, আবার প্রাণাদি-গ্রহণে স্বীয় শক্তির দ্বারাই কর্তা হইয়া থাকেন । এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কার্য্যাকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিতুঃ ।

ভোক্তৃত্বে স্ত্বত্বং থানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“কর্ম্মফলদাতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবস্ত কর্ম্মফলভোক্তৃত্বমীশ্বরাধীন-মেবেত্যাহ—ভোক্তৃত্বে জীবস্ত কর্ম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিতুরি-ত্যম্বয়ঃ ।”

জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে আরও পাই,—

“সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগাদ্যো রাজসঃ স্মৃতঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।২৫।২৬) ॥ ৩৮ ॥

জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন

অবতরণিকাত্ম্যম্—অথ তত্রৈব বিমর্শান্তরম্ । ইদং জীবস্য কর্তৃত্বং স্বায়ত্ত্বং পরায়ত্ত্বং বেতি সংশয়ে “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” “তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ” “পাপানুনোৎসংসৃজা” ইত্যাদিবিধিনিষেধ-শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ স্বায়ত্ত্বং তৎ । স্ববুদ্ধ্যা প্রবর্তিতুং নিবর্তিতুঞ্চ শক্তো হি নিযোজ্যো দৃশ্যতে । তত্রাহ—

অবত্তরনিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর সেই জীব-বিষয়ে অগ্র সমীক্ষা হইতেছে। জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? অথবা পরাধীন? এই সংশয়ে পূৰ্বপক্ষী বলেন—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন, যেহেতু ‘স্বৰ্গকামো যজ্ঞেত’ স্বৰ্গকামী যাগ করিবে ইত্যাদি বিধি, ‘তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ’ অতএব ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না, পাপ হইতে নিমুক্ত হইবে ইত্যাদি নিষেধ-শাস্ত্রার্থ জীবই থাকে। নিজের বুদ্ধি-অনুসারে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে ও নিবৃত্ত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রপ্রেরণার পাত্র হয় দেখা যায়, এই পূৰ্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—

অবত্তরনিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। কর্তৃত্বং জীবশাস্ত্র তৎপুনরীশ্বরাধীনং মাস্তিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। বিধিবাक्याং জীবঃ স্বাধীনঃ কৰোতি অন্তৰ্য্যামিব্রাহ্মণাং তু পরাধীনঃ কৰোতীতি চ প্রতীয়তে। তদনয়োর্বিরোধো ন বেতি সন্দেহেহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে বিধিবাक্যেহপ্যন্তৰ্য্যামিপ্রেৰণায়া বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি কৃত্বা গ্ৰায়মাহাথ তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈব জীবকর্তৃত্বে বিষয়ে স্বায়ত্তং তদिति তৎ কর্তৃত্বং জীবশাস্ত্র স্বায়ত্তং তস্ম করণাধিপত্বাং। তদেব দর্শয়তি স্ববুদ্ধোতি। ন তু কাষ্ঠপাষণসদৃশঃ শাস্ত্রেণ নিযোজ্য ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরায়ত্তে তু কর্তৃত্বে বিধিনিষেধস্থানে তস্মৈবাভিষিক্তত্বাপত্তিরিত্যেবমাক্ষেপে তত্রাহেতি—

অবত্তরনিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেন্ত্যাди আক্ষেপ হইতেছে যে, জীবের কর্তৃত্ব হউক, কিন্তু তাহা ঈশ্বরস্বাধীন না হউক, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান করায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি দ্রষ্টব্য। আবার বিধিবাक্য-অনুসারে দেখা যাইতেছে, জীব স্বাধীন হইয়াই কার্য্য করিতেছে, অন্তৰ্য্যামী ব্রাহ্মণবাक্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব পরাধীন হইয়া কার্য্য করে, অতএব এই দুই মতের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের পর পূৰ্বপক্ষীর কথায় বুঝা যায় যে, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয় উক্তির অর্থভেদ থাকায় বিরোধ রহিয়াছে। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—‘স্বৰ্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বিধিবাक্যেও অন্তৰ্য্যামী ঈশ্বরের প্রেরণা বিবক্ষিত; স্বতরাং বিরোধ নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিয়া অধিকরণ বলিতেছেন—অথ তত্রৈব ইত্যাদি। তত্রৈব—জীব-কর্তৃত্ব বিষয়েও। ‘স্বায়ত্তং তদिति’ তদ—কর্তৃত্ব, জীবের স্বাধীন।

যেহেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তিনি পরিচালক । স্ববুদ্ধা ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন । জীব যদি কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মত নিষ্ক্রিয় হইত তবে শাস্ত্র-বাক্য তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিত না, ইহাই তাৎপর্য । কিন্তু ঈশ্বরাধীন কর্তৃত্ব হইলে বিধিনিষেধ বাক্যস্থলে তিনিই অভিষিক্ত (নিযোজ্য) হইয়া পড়িবেন—এই আক্ষেপের উপর বলিতেছেন—পরাত্ম ইত্যাদি সূত্র ।

পরায়ত্তাধিকরণম্,

সূত্রম্—পরাত্ম তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—কিন্তু তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, তবে কি ? ‘পরাত্ম’—পরমেশ্বর হইতে । হেতু কি ? তচ্ছ্রুতেঃ—সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ । তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য পরাত্ম পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ততে । কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ । “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি” “এষ এব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি” ইত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কার নিবর্তক । জীবের সেই কর্তৃত্ব পরমেশ্বররূপ নিমিত্তকারণ হইতে হইয়া থাকে । কি কারণে ? তচ্ছ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে, যথা ‘অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং’ জীববর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি জীবের শাস্তা (নিয়ন্তা) । ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি’ যে অন্তরতম পুরুষ অন্তরে থাকিয়া জীবকে সংযত করিতেছেন । ‘এষ এব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি যমেয উন্নিনীষতি’ ‘যাহাকে তিনি উদ্ধার করিতে চান, তাহাকে সাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের প্রবর্তক ঈশ্বর, ইহা শ্রুত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরাত্মিতি । স্মৃটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকানুবাদ—পরাত্ম ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যার্থ সূক্ষ্মপট ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় জীব-বিষয়ক আর একটি বিচার উত্থাপনপূর্বক সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন বলিতে হইবে ; কারণ শাস্ত্রে বিধি-নিষেধবোধক উভয় প্রকার বাক্যই দেখা যায়। তদন্তরে সূত্রকার বলেন যে,—না, জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, অতিপ্রমাণ-বলে জানা যায় যে, ঈশ্বরাধীনই তাহার কর্তৃত্ব।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাই,—

“যঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্...যঃ সর্কানি ভূতান্তরো যময়ত্যেত আত্মা-
স্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ” (বৃঃ ৩।৭।১৫)

কৌষীতকী শ্রুতিতেও আছে,—

“এষ হেবৈনং সাধু কশ্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উম্নিনীষতে এব উ
এবৈমনসাধু কশ্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুত্নংসত এষ লোকপাল
এষ লোকাধিপতিরেষ সর্কেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিজ্ঞাং স ম আত্মেতি বিজ্ঞাং ॥”
(কৌঃ ৩।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুব-স্তবে পাই,—

“যোহন্তঃ প্রবিষ্ট মম বাচমিমাং প্রমুখাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্মা ।
অগ্নাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণতর্জাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥” (ভাঃ ৪।৯।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও আছে,—

“অপরিমিতা ধ্রুবাস্তুভূতো যদি সর্কগতা-
স্তর্হি ন শাস্ততেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ
সমমন্তুজানতাং যদমতং মতদৃষ্টতয়া ॥” (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

“ঈশ্বরঃ সর্কভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্কভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥” (গীঃ ১৮।৬১) ॥৩৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বাদেতৎ । পরেশায়ন্তে কর্তৃহে বিধি-
নিষেধশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ । স্বধিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্য শাস্ত্রবিনি-
যোজ্যত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—স্বাদেতৎ—এই আপত্তি করা যাইতে পারে
যে, যদি জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাদীন হয় তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ, যেহেতু যে
ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে কোন কার্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমর্থ, শাস্ত্রই তাহাকে
সংযত করে, কিন্তু পরাধীন হইলে সে শাসনের অতীত, এই যদি হয়, তাহাতে
সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বাদেতদ্বিতি । স্বধিয়েতি । ন তু কাষ্ঠাদিবৎ
কৃতিশূন্যশ্চেত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্বাদেতদিত্যাदि আপত্তি গ্রহঃ ।
স্বধিয়া ‘প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তশ্চেতি’ স্বধিয়া—নিজ বুদ্ধি-অহুমারে । অর্থাৎ
কাষ্ঠাদির মত কৃতি (প্রযত্ন) শূন্য নহে ।

সূত্রম্—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাदिভ্যঃ

॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—না, জীবকৃত ধর্ম বা অধর্মরূপ প্রযত্ন দেখিয়াই ঈশ্বর
তাহাকে কার্য্য করাইয়া থাকেন । অতএব উক্তদোষ নহে । ইহার কারণ
কি ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাदिভ্যঃ’ যদি কাষ্ঠ-
লৌষ্ট্রবৎ নিষ্ক্রিয় জীবকে ঈশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তবে বিধি ও নিষেধের
বৈয়র্থ্য হইত, অতএব তাহাদের সার্থকতার জ্ঞা ও নিগ্রহ, অহুগ্রহ এবং
বৈষম্যাदि দোষ পরিহার জ্ঞা ঈশ্বরের জীব-কস্মাহুমারিণী প্রবর্তনা জানিবে

॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাৎ শঙ্কা নিরস্যাতে । জীবেন কৃতং
ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং প্রযত্নমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়ত্যতো নোক্তদোষা-
বতারঃ । ধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাদেব বিষমাণি ফলানি পর্জন্তবন্নিমিত্তমাত্রঃ
সম্প্রপ্যতি যথাহসাধারণস্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্তঃ সাধারণো

হেতুঃ। ন হ্রসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদিবৈষম্যং সম্ভবেৎ।
 নাপ্যসতি বীজে। তদেবং তৎকর্মাপেক্ষাঃ শুভাশুভাণ্ডপৰ্য্যবসীতি
 শ্লিষ্টম্। তথাচ কৰ্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ কৰোতীতি কৰ্ত্তৃত্বং জীবস্য ন
 নিবার্য্যতে। এবং কুতন্তুত্ৰাহ বিহিতেতি। আদিনা নিগ্রহানুগ্রহ-
 বৈষম্যাদিপরিহারোপপত্তিগ্রহঃ। এবং হি বিখ্যাতিশাস্ত্রস্য বৈয়ৰ্থ্যং
 ন স্যাৎ। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাৰ্ত্তলোপ্তিতুল্যং জীবং
 নিযুক্ত্যাং তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়েত কৃতিমতো
 নিযোজ্যত্বাৎ। উল্লিখ্যমাণা সাধুকর্মাণি প্রবর্ত্তনমনুগ্রহঃ অধো নিনীষয়া
 অসাধুকর্মাণি প্রবর্ত্তনং তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্মেনোপ-
 পত্তেতে বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্য-
 কৰ্ত্তা পরেশস্ত হেতুকৰ্ত্তা তদনুমতিমন্তরাসৌ কৰ্ত্তুং ন শক্নোতীতি
 সৰ্ব্বমবদাতম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ পূর্বোক্ত শব্দের নিরাসক। জীবকৃত
 ধর্ম বা অধর্মাত্মক প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কার্য্য
 করাইয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষ অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের বৈয়ৰ্থ্য-
 দোষের প্রসক্তি নাই। জীবের যে বিচিত্রগতি হয়, তাহার কারণ তৎকৃত
 ধর্মাদধর্মরূপ বিষম কর্ম, তাহার জগত্ই বিষম ফল হয়। সেই ফলগুলি পরমেশ্বর
 নিমিত্তমাত্র থাকিয়া জীবকে পর্জন্তবৎ প্রদান করেন। অর্থাৎ যেমন পর্জন্ত-
 দেব (বৃষ্টির অধিপতি দেবতা) নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে উৎপন্ন
 তরুলতার পক্ষে সাধারণ কারণ। যেহেতু মেঘ না থাকিলে তরুলতাদির
 রসাদিগত ও পুষ্পাদিগত বৈষম্য (বিভিন্নতা) সম্ভব হয় না আবার বীজ
 না থাকিলেও সেই তরুলতাদি হয় না অতএব এইরূপে জীবের কর্মকে
 অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর ভালমন্দ ফল দিয়া থাকেন আবার জীবরূপ
 কৰ্ত্তাও পরমেশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করে, ইহা শ্লিষ্ট অর্থাৎ পরস্পর
 সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জীব কৰ্ত্তাও পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া
 কার্য্য করে, এইজন্য জীবের কৰ্ত্তৃত্ব নিরাস করা হইতেছে না। এইরূপ স্বীকার
 করা হয় কি জগত্ ? তাহা বলিতেছেন—‘বিহিতেত্যাদি’ আদি পদ গ্রাহ্য নিগ্রহ,

অনুগ্রহ, বৈষম্যাদি পরিহারের সঙ্গতি, ইহাদের জন্তও জীবকৃত প্রযত্ন-সাপেক্ষ-ঈশ্বর মানিতে হয়। এইরূপ হইলে আর বিধ্যাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না। ভাবার্থ এই—যদি বিধি অথবা নিষেধে পরমেশ্বর কাষ্ঠ-পাষাণাদি তুলা জড়বৎ জীবকে প্রবৃত্ত করিতেন, তবে সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হইত, কেন না, যে কৃতিমান্ তাহাকেই শাস্ত্রবাক্য প্রেরণা দিবে। “উন্নিনীষতি যমেব সাধু কৰ্ম্মাণি কারয়তি” ইহার দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের উন্নয়নেচ্ছাবশতঃ সং কৰ্ম্মে প্রেরণাই অনুগ্রহ, আবার ‘অধো নিনীষতি’ ইত্যাদি দ্বারা বোধিত অধোলোকে নয়নেচ্ছা দ্বারা নিন্দিত কৰ্ম্মে প্রেরণা তাঁহার নিগ্রহ, এই দুইটি জীবের কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যতার পক্ষে সঙ্গত হয় না এবং ঈশ্বরের বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) ও নিষ্পত্তা (নির্দয়তা) দোষের পরিহার হয় না। অতএব জীব প্রযোজ্য কর্তা যিনি অপর-প্রেরিত হইয়া কাজ করেন। আর ঈশ্বর প্রযোজক কর্তা (যিনি অপরকে কাজ করান), কেন না, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত জীব কিছু করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সমস্ত নির্দোষ হইল ॥৪০॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমাধত্তে কৃতপ্রযত্নেতি। তস্ম তরুলতাদেঃ। তৎকৰ্ম্ম-পেক্ষো জীবকৰ্ম্মানুসারী। তথাচেতি। করণাধিপত্বাৎ কর্তাপীত্যর্থঃ। তস্ম বিধ্যাदिশাস্ত্রস্ম। তথাহে কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যত্বে। বৈষম্যাদীতি। যদি জীবকৰ্ম্মাপেক্ষী ঈশ্বরো ন স্যাদিত্যর্থঃ। হেতুকর্তা প্রযোজকঃ। তদযিতি। ঈশেচ্ছাং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্তুং নালমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—‘কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন। ‘ন হসতি বারিদে তশ্চেতি’ তস্ম—তরুলতাদির। তদেবং তৎকৰ্ম্মাপেক্ষ ইতি—ঈশ্বর জীবের কৰ্ম্মানুসারী হইয়া। তথাচ কর্তাপি পরপ্রেরিত ইতি—দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতিত্ব-নিবন্ধন কর্তাও। তর্হি তস্ম বাক্যস্যোতি—বিধিনিষেধ শাস্ত্রবাক্যের, ‘তো চৈতো জীবস্ম তথাহে ইতি’, সেই নিগ্রহানুগ্রহ জীবের কাষ্ঠাদির মত কৃতিশূন্যতা হইলে। বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চেতি—যদি ঈশ্বর জীবের কৰ্ম্মানুসারী না হইতেন—ইহাই তাৎপর্য। হেতুকর্তা—হেতু-সংজ্ঞক কর্তা অর্থাৎ প্রযোজক। তদনুমতিমন্তরেণেতি—অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত জীব কিছুই করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, জীবের কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বরের

অধীন হয়, তাহা হইলে তো বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পূৰ্ব্বপক্ষ-বাদীর এই আশঙ্কা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের কৃত-প্রযত্ন-সাপেক্ষ্যই ঈশ্বর জীবকে কার্যে প্রবর্তিত করেন বলিয়া বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না।

ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ও টীকায় এ-সম্বন্ধে যুক্তিসহকারে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যথা দাক্ষময়ী নারী যথা পত্নময়ো মৃগঃ।

এবন্তুতানি মঘবন্নীশতত্ত্বানি বিদ্ধি ভোঃ ॥” (ভাঃ ৬।১২।১০)

অর্থাৎ হে মঘবন্ (ইন্দ্র)! দাক্ষময়ী নারী কিংবা পত্নময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ ভূতসমূহ ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে।

দেবর্ষি নারদও ঋষকে বলিয়াছিলেন,—

“পরিতুষ্টোত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ।

দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যশ্বরগতিং বুধঃ ॥” (ভাঃ ৪।৮।২৯)

অর্থাৎ অতএব বৎস ঋষ! ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতীত কোন উত্তমই ফলপ্রদ হইতে পারে না;—ইহা বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“তোবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥” (গীঃ ১০।১০)

আরও পাই,—

“অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।” (গীঃ ১০।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের “নস্ত্রোতগাব ইব যশ্চ বশে ভবন্তি” (ভাঃ ১।১।৬।১৪) শ্লোকও আলোচ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “নৃদেহমাখ্যং স্থলভং সুদৃঢ়ভং গ্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তরেং স আত্মহা ॥” শ্লোকটি আলোচনা করা যাইতে পারে ॥ ৪০ ॥

জীবের ব্রহ্মাংশত্ব বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—পূর্ব্বার্থস্থেন্নে জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বমুচ্যতে।
 দ্বা সুপর্ণেত্যাদীনি বাক্যানি শ্রুয়ন্তে। তত্রৈক ঈশো দ্বিতীয়স্ত
 জীব ইতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ—কিদ্রীশ এব মায়ায়া পরিচ্ছিন্নো
 জীবঃ কিংবা রবেরংগুরিব তদ্ভিন্নস্তৎসম্বন্ধাপেক্ষী তস্যাংশ ইতি।
 কিং প্রাপ্তং মায়ায়া পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি। “ঘটসংবৃতমাকাশং
 নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপম”
 ইত্যথর্ব্বশ্রুতেঃ। এবঞ্চ তত্ত্বমস্তাদিবাধ্যাত্মহুগ্ধীতানি স্যুঃ। এবং
 প্রাপ্তে পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্থিরতার জন্ত জীবকে
 ব্রহ্মাংশ বলা হইতেছে। ‘দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রুত
 হয়, তাহাতে দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি ঈশ্বরনামা অপরটি জীবাভিধেয়—
 ইহা অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে—ঈশ্বরই কি
 মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (সদীম) জীব? অথবা সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য
 হইতে ভিন্ন পদার্থ অথচ সূর্য্য-সম্বন্ধমাপেক্ষ, সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের অংশ?
 তোমরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন,—মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
 ঈশ্বর মায়াশ্রিত হইয়া সদীম জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহার
 প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন—‘ঘটসংবৃতমাকাশমিত্যাди...জীবো নভোপম
 ইতি’—যেমন ঘট আবৃত আকাশ, কিন্তু ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে ঘটই
 নীত হয়, আকাশ নহে; সেইরূপ জীবও দেহোপাধিক ব্রহ্ম, ঘটোপাধিক
 আকাশের মত, উপাধির অন্তথা ভাব হইলেও ঔপাধিক ব্রহ্মের অন্তথা
 ভাব নাই।—অথর্ব্বশ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে ‘তত্ত্বমসি’
 ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেরও সঙ্গতি হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর কথার উত্তরে
 বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বার্থস্থেন্নে ইত্যাদি বিধাদিবাধ্যাত্ম-
 প্রার্থ্যতাং জীবস্ত বিবক্ষিত্বা তস্ত কৰ্ত্ত্বং ব্রহ্মায়ত্তং যথা স্বীকৃতং তথা ভেদ-
 বাক্যেহংশাংশিবাধ্যাত্ম চ ভেদমংশাংশিভাবং চৌপাধিকং বিবক্ষিত্বা ব্রহ্মাত্মক-

তমেব তস্মা স্বীকার্যমিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ । ভেদাভেদবাক্যয়োর্থভেদা-
 দ্বিরোধে দ্বয়োঃ শ্রুতিত্বেনাদরণীয়ত্বাদংশাংশিভাবাত্ম্যপগমে ন বিরোধো ভাবী-
 ত্যভিপ্রায়েণ গ্ৰায়শ্চ প্রবৃতিঃ । পূর্ব্বার্থো জীবো ব্রহ্মাধীনঃ করোতীত্যেবং-
 রূপস্তস্মা স্বেম্মে দাঢ্যায়ৈত্যর্থঃ । ঘটনংবৃত্তিমিতি । নীয়মানে স্থানান্তরং প্রাপ্য-
 মাণে ইত্যর্থঃ । শ্রুত্যান্তরং চাত্তান্তি । “ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ
 স্তাদ্ যথা পুরা । এবং দেহে মূতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা” ইতি ।
 এবঞ্চৈতি । তত্ত্বমশ্বাদিবার্কাইশ্বরজীবয়োঃভেদো বোধ্যতে । স কিল
 তয়োর্ভেদে মায়াপাধিকৃতে সত্যেব সিদ্ধেৎ । যথা ঘটকরককৃতে নভোভেদে
 নতি ঘটাদিনাশে সিদ্ধ এব নভোহভেদস্তদ্বদিতি তদ্বাক্যানুগ্রহো ভবতীত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থের দৃঢ়তার জ্ঞা
 বিধাদি বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম-নিয়োজ্য বলিবার অভিপ্রায়ে যেমন জীবের কর্তৃত্ব
 পরমেশ্বরধীন স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ ভেদবোধক বাক্যে ও
 অংশাংশিবোধক বাক্যে নির্ণীত ভেদ ও অংশাংশিভাবকে ঔপাধিক
 বলিয়া জীবের ব্রহ্মাত্মকত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি
 এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । ভেদবোধক বাক্য ও অভেদবোধক বাক্য
 দুইটির বিষয়ভেদহেতু বিরোধ-বিষয়ে সমাধান এই যে, ঐ দুই বাক্যই শ্রুতি-
 স্বরূপ অতএব আদরণীয়, এজ্জ্ঞ অংশাংশিভাব ধরিলে আর বিরোধ
 থাকিবে না । এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ । ‘পূর্ব্বার্থস্বেম্মে’
 ইত্যাদি পূর্ব্বার্থ—জীব ব্রহ্মের (পরমেশ্বরের) অধীন হইয়া কার্য্য করে,
 ইহার স্বেম্মা অর্থাৎ দৃঢ়তার জ্ঞা । ‘ঘটনংবৃত্তমাকাশম্’ ইত্যাদি নীয়মানে
 —অর্থাৎ ঘট স্থানান্তরে নীত হইতে থাকিলে । এ-বিষয়ে আরও একটি শ্রুতি
 আছে যথা—‘ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ’ ইত্যাদি যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও
 আকাশ পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণই থাকে, এইরূপ দেহ মূত হইলেও জীব তখন
 ব্রহ্মে মিশিয়া যায় অথবা ব্রহ্ম হইয়া থাকে । ‘এবঞ্চ তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যানী-
 ত্যাদি’—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ঈশ্বর ও জীবের অভেদ বুঝাইতেছে ;
 সেই অভেদ—যদি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বলা হয়, তবে বিরোধ ঘটে ;
 তাহার পরিহার মায়াপাধিকৃত বলিলেই সিদ্ধ হয় । যেমন ঘটাকাশ,
 কমণ্ডলুর আকাশ ইত্যাদি প্রয়োগজ্ঞা আকাশের ভেদ বোধিত হইলে
 ঘটাদি নাশ ঘটিলে আকাশের সত্ত্বাধারা অভেদ প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ ।

এইরূপে তত্ত্বমশ্রাদি বাক্যের সার্থক্য হইয়া থাকে, নচেৎ জীবেশ্বরের ভেদবাদে ঐ সকল বাক্য ব্যর্থ হয়—এই তাৎপৰ্য্য।

অংশাধিকরণম্,

সূত্রম্—অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্ব-
মধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—‘অংশঃ’—জীব পরমেশ্বরের অংশ, সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্যের অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিন্তু সে পরমেশ্বরসম্বন্ধাপেক্ষী। তবে জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিসে? ‘উত্তর—‘নানাব্যপদেশাৎ’ নানারূপে তাহার সংজ্ঞা থাকায়। যথা সুবালশ্রুতি—‘উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্য ইত্যাদি’ ভগবান্ নারায়ণ তিনি এক উদ্ভবক্ষেত্র অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারণ, তিনি সম্ভব অর্থাৎ প্রলয়কারণ, দেবঃ—গোতনশীল। দিব্যঃ—অলৌকিক, তিনি মাতা অর্থাৎ পালক, পিতা—শিক্ষক, ভ্রাতা—সহায়, নিবাস—ধারক, শরণ—রক্ষাকর্তা, স্নহঃ—মিত্র, উপায় ও উপায় উভয়স্বরূপ নারায়ণ। ‘গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্নহং ইত্যাদি’ স্মৃতিতেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছেন; অতএব ঈশ্বর ও জীবের শ্রষ্টৃ-সৃজ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্ব, আধারাধেয়ত্বরূপ নানাসম্বন্ধ দ্বারা ভেদ উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘অন্যথাচ’—এবং অন্যপ্রকারেও অর্থাৎ দাস-কিত-বাদিত্ব বলায়, তাহাতেও জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব অর্থাৎ অংশাংশিভাব বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরেশস্যংশো জীবঃ, অংশুরিবাংশুমতঃ, তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ? নানেতি। “উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং স্নহদগতির্নারায়ণ” ইতি সুবালশ্রুতৌ “গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্নহং” ইত্যাদি স্মৃতৌ চ শ্রষ্টৃ-সৃজ্যত্বনিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্ব-স্বামিদাসত্বসম্বন্ধপ্রাপ্যপ্রাপ্ত্বাদিরূপনানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা

অন্যথা চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকৈ আত্মকবিনিকা
 অপ্যধীয়তে । “ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনৈ কিতবা” ইতি । ন হেতে
 ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ । ন হি স্বয়ং স্বস্য স্বজ্যাদিব্যাপ্যো
 বা । ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ । তথা সতি বৈরাগ্যোপ-
 দেশব্যাকোপাৎ । ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ ।
 ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তংখণ্ডো জীবঃ, অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্য-
 কোপাৎ বিকারাত্মাপত্তেঃ চ । তস্মাৎ তৎস্বজ্যাভাদিসম্বন্ধবাংস্তদ্বিনো
 জীবস্তদুপসর্জজনত্বাৎ তদংশ উচ্যতে । তত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিহাৎ
 সিদ্ধম্ । তচ্চ “বিযুক্তিরিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞাত্বা তথাপর্য” ইতি
 স্মৃতেঃ । চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টকৈতৎ ।
 একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বমিত্যপি ন তদতিক্রামতি । ব্রহ্ম খলু শক্তি-
 মদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি
 তদুপসৃষ্টত্বং সূচ্যতম্ । ঘটত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সায়ুজ্যং
 ক্রবৎ সম্ভবতম্ । তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্ত্ববৃত্তিকত্বাদি
 বোধয়তি পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাदिভ্যো ন ত্বত্বাৎ । তস্মাৎ ঈশাৎ জীব-
 মাস্তি ভেদঃ । স চ নিয়ন্তৃহনিয়েতদ্বিভুক্ত্বাণুত্বাদিধর্ম্মকৃতত্বেন
 প্রত্যক্ষগোচরত্বান্নাত্মাসিদ্ধঃ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীব পরমেশ্বরের অংশ । মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ নহে ।
 যেমন অংগুমালী সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া তাহার অনুযায়ী
 অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং
 ঈশ্বরের সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে । কি হেতু জীব পরমেশ্বরের অংশ ?
 উত্তর—‘নানাব্যপদেশাৎ’ যেহেতু নানারূপে অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে উল্লেখ
 আছে । যথা স্বাভাবিকভাবে ‘উদ্ভব’ ইত্যাদি এক নারায়ণ—বিশ্বের উৎপত্তি-
 কারণ, প্রলয়কর্তা, তিনি দিব্যপুরুষ, ছোটনশীল অর্থাৎ চেতয়িতা, মাতা
 অর্থাৎ পালক, পিতা—শিক্ষক, ভ্রাতা—সহায়, নিবাস—ধারক, শরণ—রক্ষক,
 সুহৃৎ—মিত্র ও গতি অর্থাৎ সাধনার দ্বারা প্রাপ্য । ‘গতিভর্তা’ ইত্যাদি
 স্বত্তিতেও—ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব স্বজ্যা, তিনি নিয়ন্তা জীব নিয়ন্তা, তিনি

আধার, জীব আধেয়, তিনি প্রভু, জীব তাঁহার দাস, পরমেশ্বর জীবের
 সখা ও প্রাপ্য, জীব তাঁহার প্রাপ্তিকারী—এইরূপ জীবের সহিত ব্রহ্মের
 নানা সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অল্প প্রকারেও অথর্ববেদবিদগণ
 জীবকে ঈশ্বরের ব্যাপ্যতাবশতঃ ঈশ্বরাত্মক বলিয়া জানেন, যথা—কৈবর্তগণ
 ব্রহ্ম, ভূত্যাগণ ব্রহ্ম, এই কপট দ্যুতজীবীরাও ব্রহ্ম। এই সকল পৃথগ্ভাবে
 উল্লেখ জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে সম্ভব হয় না। যেহেতু নিজে
 নিজের স্বজ্য, নিয়ম্য, আধেয়, সেব্য প্রভৃতি অথবা ব্যাপ্য হয় না।
 তন্নিম্ন চৈতন্যঘনের দাসাদি উক্তি অভেদপক্ষে সঙ্গত হইতে পারে
 না, কারণ তাহা হইলে বৈরাগ্যোপদেশের বার্থতা হয়। মায়া দ্বারা
 ঈশ্বরের পরিচ্ছেদও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বর মায়াতীত, মায়াধীন নহেন।
 একটি বড় প্রস্তরের টুকু অল্পদ্বারা খণ্ডিত অংশের মত জীব তাঁহা হইতে
 খণ্ডিত এবং ঈশ্বরের ছিন্ন অংশ এ-কথাও বলা যাইতে পারে না; যেহেতু
 ক্ষতিতে আত্মাকে অচ্ছেদ্য বলা হইয়াছে, ইহার অসঙ্গতি হয় এবং তাহাতে
 বিকার-হীন আত্মার বিকারাদিও হইয়া পড়ে। অতএব পরমেশ্বরের স্বজ্য
 প্রভৃতি সম্বন্ধবিশিষ্ট জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, যেহেতু জীব তাঁহার উপ-
 সর্জনীভূত অপ্রধান-অংশ, অতএব ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। জীব যে ঈশ্বরের
 উপসর্জন-স্বরূপ তাহার কারণ জীব ঈশ্বরের শক্তি, ইহা সিদ্ধ। এই ঈশ্বরশক্তি-
 স্বরূপতা 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যান্তর্গত
 'ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথাপরা' পরমেশ্বরের শক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা (অপ্রধানা);
 ইত্যাদিতে কথিত। 'চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল' ইত্যাদি বাক্যে অংশ
 শব্দের উপসর্জনার্থ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—'একটি বস্তুর একদেশ অংশ'
 এই উক্তিও ঐ উপসর্জনত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না। অহুমান দ্বারাও
 ইহা সিদ্ধ, যথা 'জীবো ব্রহ্মশক্তিব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ' ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর একটি
 শক্তিমান, অদ্বিতীয় বস্তু, জীব তাঁহার একটি অংশ হইতেছে, এইজন্য 'ব্রহ্মো-
 পসর্জনত্ব' জীবের অক্ষুণ্ণ। তবে 'ঘট সংবৃতমাকাশমিত্যাди' বাক্য যে ব্রহ্মের
 সহিত জীবকে অভিন্ন বলিতেছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহাও বলা
 যাইতেছে, উহার অভিপ্রায়—ঘটাদি উপাধি নাশ হইলেও যেমন আকাশ
 আকাশেই লীন হয় সেইরূপ জীবের উপাধি (দেহাদি) লয় হইলে জীব
 ব্রহ্মসাম্য লাভ করে। আবার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যেরও সঙ্গতি

এইরূপ যথা—‘পরনির্দিষ্ট ত্বং’ পদের অর্থ জীব, তাহা পূর্বে নির্দিষ্ট ‘তং’ পদার্থে
ঈশ্বরের অধীন বৃত্তিক ইহা বুঝাইতেছে, জীব ব্রহ্মের অভেদ নহে ; তাহার প্রমাণ
পূর্বোক্ত ‘উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি । অতএব জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন,
ইহা সিদ্ধ । যদিও সেই ভেদ অর্থাৎ বিভূত্ব-অণুত্বাদি ধর্মজনিতত্ব-নিবন্ধন, লোক-
জ্ঞানে সিদ্ধ নহে, তাহা হইলেও অংশাংশিত্ব নিয়ম্য-নিয়ামকত্ব এগুলি কেবল
শাস্ত্র-প্রমাণবেত্ত ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবমাক্ষেপে পঠতি অংশ ইতি । অত্রাংশশব্দেনোপসর্জনী-
ভূতোর্থো গ্রাহ্যস্তথৈবোপপত্ত্যা ব্যাখ্যানাৎ । ব্যাখ্যান্তরে তু একবস্ত্বকদেশ-
ত্বমংশত্বং ব্যাক্তী ভবিষ্যতি । পরেশশ্চেতি । অংশুমতো রবেঃ, তদনুযায়ী তদনু-
গতঃ, তৎসম্বন্ধং তৎসম্ভবতামপেক্ষত ইতি তদাস ইত্যর্থঃ । উদ্ভব ইত্যাদি ।
উদ্ভব উৎপত্তিকরঃ । সম্ভবঃ প্রলয়করঃ । মাতা পালকঃ । পিতা শিক্ষকঃ ।
ভ্রাতা সহায়ী । নিবাসো ধারকঃ । শরণং রক্ষকঃ । সূহৃদ্বিত্তম্ । গতিক-
পায়োপেয়ভূত ইত্যর্থঃ । অগ্ন্যথেতি । ব্রহ্মব্যাংপাতয়েত্যর্থঃ । ব্রহ্মদায়ী ইতি ।
দায়ীঃ কৈবর্তাঃ, দাসা ভূত্যাঃ কিতবাঃ কপটিনো দ্যুতজীবিন ইত্যর্থঃ । ন
বা চৈতন্ত্যেতি । কুংসিতেষু কৈবর্তাদিষু বৈরাগ্যমুপাশিচ্ছাস্ত্রং পীড়িতং স্মাৎ
যদি বিজ্ঞানঘনং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব কৈবর্তাদিরূপং ভবেদিত্যর্থঃ । তদবিষয়ত্বাৎ
বস্ত্তঃ পরিচ্ছেদাগোচরত্বাদিত্যর্থঃ । ন চেতি । টঙ্কঃ পাষণদারণ ইত্যমরঃ ।
তচ্ছিন্নো মায়য়া দ্বৈধীভাবং লব্ধঃ । তৎখণ্ডঃ ব্রহ্মখণ্ডঃ । তস্মাদিতি । তত্ব-
ক্ষেতি তদুপসর্জনত্বম্ । তচ্চেতি তচ্ছক্তিকত্বম্ । অংশশব্দশ্চোপসর্জনার্থে
প্রয়োগমাহ চন্দ্রমণ্ডলশ্চেতি । ত্রিদিগুনাং ব্যাখ্যামিহ দর্শয়তি একবস্ত্বিতি ।
ন তদিতি । তদুপসর্জনত্বমংশত্বং নাতিক্রমতি নোল্লঙ্ঘয়তীত্যর্থঃ । উক্তং
ব্যাংপাদয়তি ব্রহ্মেতি । তদুপসংস্থত্বং ব্রহ্মোপসর্জনত্বমিত্যর্থঃ । ঘটসংবৃত্তিমি-
ত্যাশ্রিতত্বেরর্থসঙ্গতিমাহ উপাধিহানাবিত্যাদিনা । তত্ত্বমসীতি । তদিতি পূর্বং
ত্বমিতি তু পরম্ । তদ্ভাবেনোপাদানাত্ পরশ্চ ত্বম্পদার্থস্য জীবশ্চ পূর্বনির্দিষ্টতং-
পদার্থপরমাত্মাধীনবৃত্তিকত্বং বোধয়তি ন ত্বভেদমিত্যর্থঃ । স চেতি ভেদঃ । নাগ্ন-
ধাসিদ্ধঃ লোকজ্ঞাততয়া ন সিদ্ধঃ কিন্তু শাস্ত্রৈকজ্ঞাততয়েবেত্যর্থঃ । শাস্ত্রৈগৈব
হি নিয়ম্যানিয়ামকত্বাদিনা স জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—এইরূপ আপত্তির উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বসিতেছেন—
‘অংশো নানা-ব্যপদেশাদিত্যাदि’ এখানে অংশ শব্দের অর্থ উপসর্জনীভূত অর্থাৎ

ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ জীব। এইরূপই বলিতে হইবে যেহেতু যুক্তি দ্বারা তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর যদি অংশ শব্দের যথাক্রম অর্থরূপ অগ্র ব্যাখ্যা করা হয়, তবে কোন একটি বস্তুর একদেশরূপ অংশ হয়, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। ‘পরেশশ্রাংশো জীবোহংস্তুরিবাংশুমতঃ’ ইতি অংশুমতঃ—কিরণশালী সূর্য্যের কিরণ তাহার অল্পগত অর্থাৎ রবির সম্বন্ধে তাহার অধীনতা অপেক্ষা করে, এজন্ত তাহার দাস। উদ্ভব ইত্যাদি শ্রুতি—উদ্ভবঃ—উৎপত্তিজনক, সন্তবঃ—প্রলয়কারক, মাতা—মায়ের মত পালক, পিতা—পিতৃবৎ শিক্ষাদাতা, ভ্রাতা—ভাইয়ের মত সহায়, নিবাস—ধারণক অর্থাৎ আধার, শরণং—রক্ষাকর্তা, সূত্রং—মিত্র, গতিঃ—সমস্ত সাধনার সাধ্যবস্তু; এই অর্থ। সূত্রান্তর্গত ‘অগ্রথা’ শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের ব্যাপ্যতারূপে। প্রথম দাসাঃ—কৈবর্ত, দ্বিতীয় দাসাঃ পদের অর্থ ঈশ্বরের ভৃত্য, কিতব অর্থাৎ কপটবান্দ্য়তাজীবী। ইহার ব্রহ্ম ‘ন বা চৈতন্যঘনস্যোতি’—কুংসিত অতিনিন্দিত কৈবর্ত প্রভৃতিতে বৈরাগ্য-বোধক (হেয়তাবোধক) শাস্ত্র দুর্বল হইয়া যায়, যদি বিজ্ঞানঘন শুদ্ধ ব্রহ্মের কৈবর্তাদি স্বরূপ করা হয়। তস্মা তদবিষয়ত্বাদিতি—তস্মা—পরমেশ্বরের, তদ-গোচরত্বাৎ অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরিচ্ছেদের অবিষয়ত্বহেতু। ন চ টঙ্কচ্ছিন্নেতি—টঙ্ক—পাষণ বিদারণকারী অস্ত্রবিশেষ টাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ; অমরসিংহ বলিয়াছেন ‘টঙ্কঃ পাষণদারণঃ’। তচ্ছিন্নঃ—মায়া দ্বারা ঈশ্বর হইতে দ্বৈধীভাবপ্রাপ্ত, তৎখণ্ডঃ—ব্রহ্মের খণ্ড। তস্মাৎ তৎসৃজ্যত্বাদিতি—‘তত্ত্বঞ্চ তস্মা তচ্ছক্তিত্বাৎ’—তত্ত্বম্—ঈশ্বরের উপসর্জনতা, তচ্ছ—সেই উপসর্জনতা অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপতা। অংশ শব্দের উপসর্জন অর্থে শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দেখাইতেছেন—চন্দ্র-মণ্ডলস্ম ইত্যাদি বাক্যে। ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকদিগের ব্যাখ্যা এইস্থলে দেখাইতেছেন—‘একবস্ত্বকদেশত্বমিত্যাदि ন তদতিক্রামতি’—ইহার অর্থ তৎ—সেই শক্তিস্বরূপ উপসর্জনত্ব অংশত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না, এই কথাটাই যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন—‘ব্রহ্ম খলু শক্তিমেদেকমিত্যাदि’ তদুপস্থষ্টং জীবশক্তির ব্রহ্মোপসর্জনত্ব সিদ্ধ—এই অর্থ। ‘ষট্শতমং বৃতমাকাশম্’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-সঙ্গতি দেখাইতেছেন—‘উপাধিহানৌ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ‘তত্ত্বমসি’ ইতি এই শ্রুতির অন্তর্গত ‘তৎ’ শব্দটি পূর্বোচ্চারিত, ‘ত্বম্’ শব্দটি পরে কথিত, ইহার তাৎপর্য—তৎপদার্থ ঈশ্বরের সম্বন্ধে ত্বম্ পদার্থ জীবের গ্রহণ হেতু বুঝিতে হইবে, পূর্ব নির্দিষ্ট তৎ পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন তাহার বৃত্তি—অর্থাৎ

স্থিতি-কার্য্য-চেষ্টা প্রভৃতি বুঝাইতেছে, অভেদ নহে। স চ নিয়ন্তৃত্ব
নিয়মাত্ত্বত্যাগ—স চ—সেই ভেদ। প্রত্যক্ষ গোচরত্বান্নাশ্রয়াদি সিদ্ধিঃ—লোকের
প্রত্যক্ষ হিসাবে সিদ্ধ নহে, কিন্তু একমাত্র শাস্ত্রবোধিত হিসাবে। অর্থাৎ শাস্ত্র
দ্বারাই নিয়ম-নিয়ামকত্বাদি উক্তিতে সেই ভেদ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকথা—পূর্বোক্ত-বিষয় দৃঢ়ীকরণের জন্য জীবের ব্রহ্মাংশত্ব কথিত
হইতেছে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদী যদি জীবকে মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম
বলেন, তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নানা সম্বন্ধের
ব্যপদেশ হেতু জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলিতে হইবে। অথর্ববেদাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ
যে জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাও ব্রহ্মেরই দামকিতবাদি
জীবভাব, অংশাংশিভাবেই অভিহিত হয়।

ভাষ্যকার তাহার ভাষ্যে ও টীকায় এ-সম্বন্ধে বহুতর যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“একৈশ্বেব মমাংশস্ত জীবৈশ্বেব মহামতে।

বন্ধোহস্তাবিভ্যয়ানাদিবিভ্যয়া চ তথৈতরঃ ॥” (ভাঃ ১১।১১।৪)

অর্থাৎ হে মহামতে! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমার অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া
অবিভা দ্বারা তাহার বন্ধন প্রাপ্তি এবং বিভা দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আরও পাই,—

“স্পর্গাবতো সদৃশৌ সখায়ৌ

যদৃচ্ছয়ৈতো কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলাম্-

মন্তো নিরমোহপি বলেন ভূয়ান্ ॥

আত্মানমগ্ৰঞ্চ স বেদ বিদ্বা-

নপিপ্পলাদৌ ন তু পিপ্পলাদঃ।

যোহবিভ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবন্ধো

বিভ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥” (ভাঃ ১১।১১।৬-৭)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥” (গীঃ ১৫।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন ।

জীবের স্বরূপ যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬)

আরও পাই,—

“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি’ মানৈ ।

হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৩)

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়া...বীতশোকঃ” শ্লোক দুইটি মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।১-২) এবং শ্বেতাশ্বতর (৪।৬।৭) তে পাওয়া যাইবে ॥ ৪১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বাচনিকমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর জীবের শাস্ত্রবচনসম্মত অংশত্ব দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—মন্ত্রবর্ণাং ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—‘পাদোহস্ত সৰ্ব্বা ভূতানি’ সকল জীব সেই পরমাত্মার অংশ, এই মন্ত্রাঙ্কর হইতে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা বুঝা যাইতেছে ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“পাদোহস্ত সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি মন্ত্র-বর্ণোহপি জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বমাহ । অংশপাদশব্দৌ তুহনর্থান্তরবাচকৌ । ইহ সৰ্ব্বা ভূতানীতি বহুত্বে শ্রোঁতে সূত্রে অংশশব্দো জাত্যভিপ্রায়ে-নৈকবচনাস্তো বোধ্যঃ । এবমন্তত্ৰাপি ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘পাদোহস্য সৰ্বা ভূতানি’ পুরুষসূক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রবর্ণও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিতেছেন। ঋতি-ধৃত পাদশব্দ ও অংশশব্দ একই অর্থ বোধক ; অর্থান্তরবোধক নহে। যদিও এই ঋতিতে—‘সৰ্বা ভূতানি’ পদে জীবসমূহ-বোধক বহুবচন প্রযুক্ত আছে এবং ‘পাদোহস্য’ এইখানে পাদ শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিরূপে বিশেষণ হইবে, এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলা যায়—জ্ঞাতি-অভিপ্রায়ে পাদ-শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্তর্ভুক্ত ও জ্ঞাতব্য ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মন্ত্রবর্ণাদিতি। সৰ্বা ভূতানি সৰ্বের জীবাঃ। অশ্রু ব্রহ্মণঃ। পাদোহংশঃ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—‘মন্ত্রবর্ণাং’ এইসূত্রের ভাষ্যে সৰ্বা ভূতানি—সকল জীব অর্থে। অশ্রু—এই ব্রহ্মের। পাদঃ—অংশ ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বাচনিক অংশত্বও স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মনয়োহগ্রজাঃ।

সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগসরীষপাঃ ॥

গন্ধৰ্বাপ্সরমো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।

পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাদ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥

অগ্নে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভোকসঃ।

গ্রহক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্ত্ববঃ ॥

সৰ্বং পুরুষ এবোদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥”

(ভাঃ ২।৬।১৩-১৬) ॥ ৪২ ॥

সূত্রম্—অপি স্মর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতিবাক্য দ্বারাও জীব পরমেশ্বরের অংশ কথিত হইতেছে, যথা “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—এই মহাশয় জগতে জীবাত্মা আমারই অংশ ও নিত্য ॥ ৪৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন” ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবন্তোপাধিকত্বং নিরস্তম্। তস্মাৎ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্তৃত্বাদিকমপি তদায়ত্তম্। স্মৃতিশ্চ জীবস্বরূপং বিশিষ্ট্যাহ। “জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞান-গুণশ্চেতনঃ প্রকৃতে: পরঃ। ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্। অগুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহম-র্থোহব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোহচ্ছেদ্য অক্লেদ্যঃ অশোয়োহঙ্কর এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্ত বৈ। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নাশ্চৈব কদাচন” ইতি। এবমাদীতাদিপদাৎ কত্ব-ভোক্তৃ-স্বস্মৈ-স্বয়ং-প্রকাশত্বানি বোধ্যানি। প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্যভেদেন দ্বিভেদঃ। প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্তা স্বকৃতিঃ। দ্বিতীয়স্তস্বপরস্বকৃতিহেতুর্বস্তু-বিশেষঃ। স চাত্মৈব। দীপশ্চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ স্বরূপস্বকৃতিঞ্চ স্বয়মেব কৰোতি ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদিসাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং প্রকাশঃ। তথাপি স্বং প্রতি ন প্রকাশতে স্বস্মিন্ জাড্যাৎ। আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্চ প্রকাশয়ন্ স্বং প্রতি প্রকাশতে। অতঃ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ যদসৌ চিদ্রূপ ইতি ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—গীতায় শ্রীভগবানের ‘মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ’ এই বাক্যে সনাতনত্ব অর্থাৎ জীবের নিত্যত্ব উক্তিদ্বারা উপাধিকত্ব অর্থাৎ উপাধিনাশাধীন বিনশ্বরত্ব নিরস্ত হইল। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পরমেশ্বরের নিয়মাত্মদাসত্বাদি সম্বন্ধাশ্রয়ী জীব তাহার অংশ এবং জীবের কত্ব-ভ-প্রভৃতিও ঈশ্বরাদীন। স্মৃতিও বিশেষ করিয়া জীবস্বরূপ বলিতেছেন ‘জ্ঞানাশ্রয়ো... নাশ্চৈব কদাচন’ জীব জ্ঞানাত্মক ধর্মী, আবার জ্ঞান তাহার গুণ, জীব চৈতন্যময়, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, জন্মহীন, উপচয়-অপচয়াদি-ষড়্বিকার-রহিত, একস্বরূপ ও শরীরধারী। অণুপরিমাণ, নিত্য, ব্যাপনশীল, চিদানন্দময়, অস্মৎ-শব্দের বাচ্য অর্থস্বরূপ, নাশরহিত, সাক্ষী, বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন, শাস্ত। সে দাহের যোগ্য নহে, ছেদনের বস্তু নহে,

অন্ধেন্দীয়, অশোষনীয় ও অক্ষরস্বরূপ। এই প্রকার গুণবাশি-বিভূষিত, শ্রীহরির অংশ ‘ওম্’ এই প্রণবের অন্তর্গত ম-কার দ্বারা জীব বাচ্য। ক্ষেত্রজ হইয়াও সর্বদা ঈশ্বরের অধীন। শ্রীহরিরই দাস, আর কাহারও দাস কখনই নহে। ‘এবমাদি’ এই আদি পদদ্বারা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, নিজের জগৎ স্বপ্রকাশক-গুণ-গ্রাহ। জগতে প্রকাশ—গুণ ও দ্রব্য-ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ গুণভেদে প্রকাশ—স্বাশ্রয়ের প্রকাশ। দ্বিতীয়টি নিজের প্রকাশ ও অপরের প্রকাশের হেতুভূত পদার্থ-বিশেষ, সে পদার্থ আত্মাই। দীপ চক্ষুকে প্রকাশ করে, স্বরূপেরও প্রকাশ নিজেই করে, ঘটাদির প্রকাশ যেমন অপরকে অপেক্ষা করিয়া হয়, দীপ সেরূপ স্বপ্রকাশে অগ্নি দীপাদি অপেক্ষা করে না, অতএব দীপ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নি নিরপেক্ষ-প্রকাশ। তাহা হইলেও দীপ নিজেকে নিজে প্রকাশ করে না, যেহেতু স্ববিষয়ে সে জড়, আত্মা কিন্তু তদ্রূপ নহে, সে নিজের দ্বারাই পরকে প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতএব ‘স্বস্মৈ স্বপ্রকাশঃ’ নিজের ধর্ম্মে নিজের প্রকাশক, যেহেতু ঐ আত্মা চিৎস্বরূপ ॥ ৪৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপি স্মর্য্যাত ইতি সূত্রেণ ভগবতেতি বৃত্তিপদং সংবন্ধ্যম্। অতুতান্ জীবধর্মান্ ভাষ্যকুং সংগৃহ্ণাতি। স্মৃতিশ্চেতি পাদুমিতি বোধ্যম্। জ্ঞানাশ্রয় ইতি জ্ঞানকামাবাশ্রয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়াং জ্ঞানরূপো ধর্ম্মীত্যর্থঃ। তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি। চেতনো দেহাদেশেত্যুতাতা অহমর্থোহস্বচ্ছন্দবাচ্যঃ শেষভূতোহংশভূতঃ হরেরেব দাসভূতঃ। নম্রত্র সর্কেষাং জীবানাং হরিদাসত্বং স্বরূপসিদ্ধং নির্বিশেষঞ্চ প্রতীতম্, তত উপদেশসংস্কারয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি চেন্নৈবমেতৎ তদদাস্তাভিব্যঞ্জকত্বেন তয়োরর্থবত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—“ঘৃতমিব পয়সি নিগৃঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং সততং মহয়িতব্যং মনসা মহানদণ্ডেন” ইতি। “যস্মৈ দেবে পরা ভক্তিঃ” ইত্যাত্মা চ। স্মৃতিশ্চ “যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না” ইত্যাদ্য। আদিপদগ্রাহেষু কর্তৃত্বাদিষু কর্তৃত্বাদিদ্বয়ং প্রাক্ নির্ণীতম্। স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশত্বং ব্যুৎপাদয়তি প্রকাশঃ খণ্ডিত্যাদিনা। তদাদিসাপেক্ষো দীপাত্মপেক্ষী ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—‘অপি স্মর্য্যাতে’ এইসূত্রে কর্তৃপদ নাই, কিন্তু ভাষ্যস্থত ‘ভগবতা’ এই পদটির সহিত তাহার সম্বন্ধ করণীয়। যে সকল জীবধর্ম্ম সূত্রকার

কর্তৃক উক্ত হয় নাই, সেইগুলি ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন—
 স্মৃতিশ্চেতি—ইহা পদ্যপুরাণে-ধৃত জানিবে। জ্ঞানাশ্রয়ঃ পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ
 সমাস নহে, তাহা হইলে ‘জীব জ্ঞানস্বরূপ’ এই উক্তি অসঙ্গত হয়; এজন্য
 ‘জ্ঞানঞ্চ অসৌ আশ্রয়শ্চ’ জীব জ্ঞানস্বরূপ ও আশ্রয়স্বরূপ এই কর্মধারয় সমাস
 হইতে জ্ঞানস্বরূপ ধর্মী, এই অর্থ গ্রাহ্য। সেই কথাই বলিতেছেন,—জ্ঞান-
 গুণঃ—জ্ঞান তাহার গুণ-স্বরূপ। চেতনঃ—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্য-
 সম্পাদক। অহমর্থঃ—আমি আমি বলিয়া যে প্রতীত হয়, সেই অস্মৎ-শব্দের অর্থ
 আমি আত্মা। শেষভূতঃ—পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ। শ্রীহরিরই দাস, অণ্ডের
 নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—সমস্ত জীবই তো স্বরূপতঃ শ্রীহরির দাস
 এবং সমস্ত জীব-নির্বিশেষে ইহা প্রসিদ্ধ, তবে শাস্ত্রের উপদেশ ও সংস্কারের
 আবশ্যকতা কি? এই যদি বল, ইহা এইরূপ নহে, যেহেতু চিন্তাসংস্কার ও
 উপদেশ দাস্ত্রের অভিব্যঞ্জক, এইরূপে উহাদের সার্থকতা আছে। শ্রুতিও
 এইরূপ বলিতেছেন—‘স্বতমিব পয়সি...মস্থানদণ্ডেন’ ইতি—যেমন দুগ্ধ মধ্যে
 নিহিত স্নাত মস্থান দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, সেইরূপ
 প্রত্যেক প্রাণীতে বিজ্ঞান ব্রহ্ম নিগূঢ় আছেন, সর্বদা মনরূপ মস্থান দণ্ড-
 দ্বারা মথিত করিয়া প্রকট করিতে হইবে। ‘যস্ত দেবে পরা ভক্তিঃ’ যে
 ব্যক্তির পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তি, সে-ই তাঁহাকে জানিতে পারে ইত্যাদি
 শ্রুতিও উহা বলিতেছেন। স্মৃতিও এইরূপ আছে—‘যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না’
 চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন স্বপ্রকাশ, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় না, এইরূপ
 আত্মাও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি। ‘এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ’ ইতি আদিপদ-গ্রাহ্য
 গুণসমূদায়ের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুইটি গুণ পূর্বেই সূত্রকার নির্ণীত
 করিয়াছেন। স্বস্মৈ স্বপ্রকাশত্ব—নিজের দ্বারাই নিজের প্রকাশ, ইহা
 প্রতিপন্ন করিতেছেন ‘প্রকাশঃ খন্ডিত্যদি’ বাক্যদ্বারা। ‘ঘটাди প্রকাশবৎ
 তদাদি সাপেক্ষঃ’—ঘটাदि প্রকাশ যেমন দীপাদিসাপেক্ষ ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্মৃতি-প্রমাণের দ্বারা সূত্রকার জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রমাণিত
 করিতেছেন।

গীতোক্ত “মমৈবাংশো জীবলোকে” (গীঃ ১৫।৭) শ্লোকে শ্রীভগবান্
 স্বয়ংই জীবকে সনাতন বলিয়া উল্লেখ করায় জীবের অনিত্যত্ব নিরস্তু

হইয়াছে। স্ততরাং জীব ব্রহ্মাংশ এবং ব্রহ্মস্বরূপাংশী, সেইরূপ জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদিও ব্রহ্মাংশী জানিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে পদ্যপুরণের বাক্য উদ্ধার করিয়া “জীব জ্ঞানাত্ম, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত প্রভৃতি বাক্যে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা ও ব্রহ্মাংশ স্বাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“একশৈব মমাংশস্ত জীবশৈব মহামতে।

বন্ধোহস্থাবিভ্যনাদিবিভ্য চ তথৈতরঃ ॥” (ভাঃ ১১।১১।৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “যয়া সম্মোহিতো জীবঃ” (১।৭।৫) শ্লোকও আলোচ্য ॥ ৪৩ ॥

মৎস্তাদি অবতারগণ অংশতত্ত্ব এবং জীব বিভিন্নাংশ

অবতারগিকাতাণ্যম্—প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে। “একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন্ বহুধা যোহবভাতি” ইতি শ্রীগোপালতাপন্যং পঠ্যতে। স্মৃতৌ চ “একানেকস্বরূপায়” ইত্যাদি। অত্রাংশিরূপেণৈকোহংশকলারূপেণ তু বহুধেত্যর্থঃ প্রতীয়তে। তত্র জীবাংশানুৎস্যাৎশস্য বিশেষোহস্তি ন বেতি সংশয়ে অংশত্বা-বিশেষাৎ নাস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতারগিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে ইহাই বিচারিত হইতেছে। ‘একোবশী সর্বগঃ...অবভাতি ইতি’ এক শ্রীকৃষ্ণই সর্বনিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, স্তবনীয়, তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে এই শ্রুতিটি পঠিত হয় এবং স্মৃতিবাক্যেও দেখা যায়— ‘একানেকস্বরূপায়’—তিনি এক ও অনেকস্বরূপ ইত্যাদি ইহাতে ‘তিনি অংশিরূপে এক এবং অংশকলারূপে বহু’ এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। তাহাতে সংশয় হইতেছে,—মৎস্তাবতারাди অংশের জীবাংশ হইতে বৈশিষ্ট্য আছে কি না? পূর্বপক্ষী বলেন—না, যখন অংশ, তখন অংশত্ব-সাধারণ ধর্ম্মানুসারে

জীব হইতে মংশাদি অবতারের কোনও বিশেষত্ব নাই, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবভরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রসঙ্গাদিত্যাди। অংশপ্রসঙ্গাদপ্রকৃতবিষয়স্তাপি বিচারস্তোংপত্তিঃ। উপসর্জনত্বমেব জীবস্তাংশত্বং পূর্বমুক্তং তদন্যস্তাংশত্ব-
তারস্তাপি তত্ত্বমেব তথাস্থিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। মংশাদেবংশত্ববোধকং
পূর্বত্ববোধকঞ্চ বাক্যমস্মি। তয়োर्वিরোধো ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাৎ
বিরোধে প্রাপ্তে মংশাংশত্ববাক্যে সর্বশক্ত্যানভিভাষকত্বমেবাংশত্বমিতি
ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্ত প্রবৃতিঃ। এক ইতি। একঃ
সর্বমুখ্যঃ পরম ইত্যর্থঃ। বশী নিয়ন্তা। সর্বগো বিভূঃ। ঈড্যোহনন্তগুণত্বাৎ
স্ববনীয়ঃ। একোহপি সনেকত্বমজহদেব বহুধা পুরুষাবতারলীলাবতারাদি-
রূপেণাবভাতি বিদুষাং প্রতীতিগোচরো ভবতীত্যর্থঃ। স্বতো চেতি শ্রীবৈষ্ণবে
চেত্যর্থঃ।

অবভরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অংশপ্রসঙ্গ হইতে অপ্রস্তাবিত
বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে, পূর্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মোপসর্জনত্বই
জীবের অংশত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপসর্জন জীব অর্থাৎ অংশ। সেই প্রকার
মংশাদি অবতারও পরমেশ্বরের উপসর্জন—অংশ; অতএব অংশত্ব-হিসাবে
জীবের মত হউক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য। মংশাদি অবতার যে
পরমেশ্বরের অংশ, তাহার বোধকবাক্য, আবার উঁহারা যে পূর্ণ, তাহার
প্রতিপাদক বাক্য আছে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে,—সেই বাক্যদ্বয়ের পরস্পর
বিরোধ হইবে কি না? পূর্বপক্ষীর মতে উভয়ের ব্রহ্মত্বভেদ থাকায় বিরোধ
হইবে, সিদ্ধান্তীর মতে মংশাদি অবতারের অংশত্ববোধক বাক্যে অংশত্বের তাৎ-
পর্য্য সর্বশক্তির অনভিভাষকত্ব অর্থাৎ তাঁহার সর্বশক্তিমান্ কিন্তু সে সমুদায়ের
তঁাহাদিগেতে প্রকাশ হয় নাই, অতএব পূর্ণ হইয়াও অংশ এইরূপ ব্যাখ্যান
হেতু বিরোধের অভাব। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা ‘একো-
বশীত্যাদি’—একঃ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পরম; বশী—নিয়ন্তা, সর্বগঃ—সর্বব্যাপী,
ঈড্যঃ—অনন্ত গুণের আধার এজন্ম স্তবাহ। ‘একোহপি সন্নিতি’—একরূপত্ব
ত্যাগ না করিয়াও, বহুধা—পুরুষাবতার, লীলাবতারাदिरূপে, অবভাতি—
বিজ্ঞগণের নিকট প্রতীয়মান হন। স্বতিবাক্যেও অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণেও।

স্বাংশাধিকরণম্,

সূত্রম্—প্রকাশাদিবনৈবং পরঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—অংশ-শব্দে সংজ্ঞিত হইলেও ‘পরঃ’ মৎস্তাদি অবতার ‘ন এবং’ এইরূপ অর্থাৎ জীবের মত অংশ নহে, সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত ‘প্রকাশাদিবং’ প্রকাশাদির মত, অর্থাৎ যেমন রবিও তেজের অংশ, খগোতও তেজের অংশ, অংশ-শব্দে শব্দিত উভয়ই ; কিন্তু এই দুইটি এক প্রকার তেজ নহে, অথবা যেমন সুধা ও মণ্ড প্রভৃতি জলাংশ, জল-শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত হইলেও উভয়ের এক্য নাই, প্রভেদ আছে ; সেইরূপ জীব ও মৎস্তাদি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হিসাবে কথিত হইলেও কার্য্যতঃ বিভিন্ন ॥ ৪৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অংশশব্দিতত্ত্বৈপি পরো মৎস্তাদিন্ এবং জীববন্ ভবতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রকাশেতি । যথা তেজোহংশো রবিঃ খগোতশ্চ তেজঃশব্দিতত্ত্বৈপি নৈকরূপ্যভাক্, যথা জলাংশঃ সুধা মণ্ডাদিশ্চ জলশব্দিতত্ত্বৈপি ন সাম্যং লভতে তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অংশ নামে নামিত হইলেও মৎস্তাদি অবতার জীবের মত অংশ নহে । উভয়ের পার্থক্য আছে । এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—‘প্রকাশাদিবং’ প্রকাশ অর্থাৎ তেজ প্রভৃতির মত, যেমন রবি তেজের অংশ আবার খগোত (জোনাকী)ও তেজের অংশ, এই উভয়ই তেজ শব্দে আখ্যাত হইলেও যেমন একরূপতা প্রাপ্ত নহে, অথবা যেমন সুধা ও মণ্ডাদি জলাংশ, জল-শব্দে শব্দিত হইয়াও পরস্পর সাম্য লাভ করে না, সেইরূপ জীব ও মৎস্তাদি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও ভিন্ন ধর্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

সুক্ষ্মা টীকা—প্রকাশাদিবদिति । স্ফুটার্থম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ—প্রকাশাদিবদিত্যাди সূত্র ও ভাষ্যার্থ স্পষ্ট ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জীবের অংশত্ব বিচার করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি অপ্রকৃত বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে । যদি কেহ পূর্বপক্ষ করিয়া

বলেন যে, মৎস্তাদি অংশাবতারগণ হইতে জীবের অংশকে পৃথক্ না বলিয়া, অংশত্বের অবিশেষহেতু অভেদই বলিব, তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা বলা চলিবে না, কারণ অংশ-শব্দে মৎস্তাদি অবতারগণকে বুঝাইলেও তাঁহারা জীবের গ্রায় অংশ নহে; যেমন প্রকাশাদির গ্রায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন যে, তেজের অংশ সূর্য ও জোনাকী পোকা যেমন একরূপ নহে, আবার জলের অংশ সূধা ও মদ্য যেমন সমান নহে, সেইরূপ মৎস্তাদি অবতারগণ জীবের সহিত সমান নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ঋষয়ো মনবো দেবো মনুপুত্রা মহোজসঃ।

কলাঃ সর্বো হররেব সপ্রজাপত্যঃ স্মৃতাঃ ॥” (ভাঃ ১।৩।২৭)

অর্থাৎ প্রজাপতিগণ, মহাবীর্যশালী মূনিগণ; মনুগণ, দেবতাবৃন্দ এবং মানবগণ সকলেই শ্রীহরির কলা অর্থাৎ বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

“মৎস্তো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ

ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।

বিস্রংসিতানুরূভয়ে সলিলে মুখান্ন

আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥” (ভাঃ ২।৭।১২)

অর্থাৎ যুগের অবসানকালে তিনি (শ্রীহরি) বৈবস্বত মনু কর্তৃক দৃষ্ট মৎস্বরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী এবং জীবসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখন মহাভয়প্রদ প্রলয়কালীন সলিলে আমার (ব্রহ্মার) মুখ হইতে বেদ সকল বিগলিত হইতেছিল, ভগবান্ উক্ত মৎস্বরূপে বেদসকল গ্রহণ করিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে বিহার করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“‘মায়াদীশ’ ‘মায়াবশ’,—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত’ অভেদ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২) ॥ ৪৪ ॥

সূত্রম্—স্মরণ্তি চ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—অংশ দ্বিবিধ ; স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ । তন্মধ্যে স্বাংশপদবাচ্য—
অংশীর সামর্থ্য স্বরূপ ও স্থিতি অল্পসারে অংশীর তুল্য শক্ত্যাদিমান্, কোন
অংশে অণুমাত্রও অংশী হইতে উহা ভিন্ন নহে । কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি
অর্থাৎ ঈষৎ সামর্থ্যযুক্ত, অতএব স্বয়ংরূপী শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মৎস্তাদি অংশ
আছে, তাঁহারা জীবের মত নহে, জীব হইতে বিভিন্ন, এ-কথা মহাবরাহ-
পুরাণে স্মৃত হয় ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ-
ইয্যতে । অংশিনো যত্ন সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ । তদেব
নাণুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ । বিভিন্নাংশোহল্পশক্তিঃ
স্মাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রয়ুগিতি । সর্বৈ সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষ-
বিবর্জিতা” ইতি চ । অয়ং ভাবঃ । “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইত্যাদৌ কৃষ্ণাখ্যস্ত বস্তুনঃ স্বয়ংরূপস্য যে
মৎস্যাদয়োহংশাঃ স্মৃতাঃ, ন তে জীববৎ ততো ভিদ্ভন্তে তসৈব
বৈদূর্যাদিবৎ তত্তত্ত্বাবাবিষ্কারাৎ সর্বশক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিসব্যাপেক্ষে হি
তত্ত্ব্যপদেশঃ । যঃ কৃষ্ণঃ কৃৎস্নষাড্গুণ্যব্যঞ্জকোহংশী স এবাকৃৎস্ন-
তদ্ব্যঞ্জকো দ্ব্যেকব্যঞ্জকো বাংশঃ কলা চেতুচ্যতে । যথৈকঃ কৃৎস্ন-
ষট্শাস্ত্রপ্রবক্তা সর্ববিজ্ঞাত্যে স এব কচিদকৃৎস্নতদ্বক্তা দ্ব্যেকশাস্ত্রবক্তা
চ সর্ববিৎকল্লোহল্পজ্ঞশ্চেতি । পুরুষবোধিত্বাদিশ্রুতা রাধাছাঃ পূর্ণাঃ
শক্তয়ো দশমাদিস্মৃতা গুণাশ্চ সর্বাতিশায়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব-
ক্রহিণাদিবিদ্বত্তমবিস্মাপকবংশমাধুর্য্যস্বপর্য্যন্তসর্ববিস্মাপকরূপমাধুর্য্য-
নিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনকায়ৈ কৃষ্ণ এব নিত্যাবিভূতাঃ
সন্তি ন তু মৎস্যাদিহে সতীতি তসৈব তত্তত্ত্বাবাবিষ্কারান্ন
মৎস্যাদেজীববৎ তত্ত্বান্তরত্বং কিন্তু তদাত্মকত্বমেবেতি ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মহাবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের ‘স্বাংশশ্চাথ
ইত্যাদি...সর্বদোষবিবর্জিতাঃ’ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ—এইরূপে অংশ দ্বিবিধ

কথিত হয়, তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যেরূপ সামর্থ্য, যাদৃশ স্বরূপ ও যে প্রকার স্থিতি, স্বাংশেরও তাহাই, স্বাংশ ও অংশীর অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত। আরও বলিয়াছেন,— মৎস্তকৃন্দাদিস্বরূপসমূহ সকলেই সৰ্ব্বগুণে পূর্ণ, সৰ্ব্বপ্রকার দোষশূন্য। ইহার ভাবার্থ এই—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—এই যে অবতারগুণি বলা হইল, ইহারা পরমপুরুষের কেহ অংশ ও কেহ কেহ অংশের অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নামক স্বয়ংরূপ বস্তুর যে সকল মৎস্তাদি অবতার অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবের মত অংশ নহেন, জীব যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন, ইহারা তদ্রূপ নহেন, সেই স্বয়ংরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) তিনিই বৈদূর্য্যমণির ত্রায় সেই সেই ভাব আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সৰ্ব্বশক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অল্পসারেই সেই সেই ব্যাপদেশ হয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের অভিব্যঞ্জক অংশী বলিয়া অভিহিত, তিনিই অসমগ্র ষড়্গুণের ব্যঞ্জক হইয়া অর্থাৎ ষড়্গুণের মধ্যে দুই বা একটি গুণের ব্যঞ্জক হইয়া অংশ ও কলা বা অংশাংশ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তি সমগ্র ষড়্দ্দর্শনের প্রবচনকারী হইলে সৰ্ব্ববিৎ নামে আখ্যাত হন এবং তিনিই যদি কোন সময় অসমগ্র শাস্ত্রবক্তা হন, অথবা দুই একটি শাস্ত্রবক্তা হন, তবে তাঁহাকে যথাক্রমে সৰ্ব্ববিৎকল্প এবং অল্পজ্ঞ বলা হয়। পুরুষবোধিনী প্রভৃতি শ্রুতিতে শ্রুত হয় যে, শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বয়ংরূপ ভগবানের পূর্ণশক্তি এবং শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধাদিতে বর্ণিত সৰ্ব্বাতিশায়ি প্রেমপূর্ণপরিকরত্ব (পূর্ণাঙ্গত্ব), ব্রহ্মা প্রভৃতি সর্বোত্তম জ্ঞানীর বিস্ময়জনকত্ব, বংশীমাধুর্য্য, এমন কি, শ্রীভগবানের নিজ পর্য্যন্ত সকলেরই বিস্ময়-জনক রূপমাধুর্য্য, নিরতিশয় কারুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি নিত্য প্রকট হইয়াছে যশোদাস্তনুপায়ী শ্রীকৃষ্ণেই, কিন্তু মৎস্তাদি অবতারে নহে। শ্রীকৃষ্ণেই সেই সেই ভগবদ্ভাবের আবিষ্কার হয়, মৎস্তাদি অবতার জীবের মত অল্প তত্ত্ব নহেন, কিন্তু তদাত্মকস্বরূপই ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মরন্তি চেতি মহাবাবাহে ইতি বোধ্যম্। স্বভূতোংশঃ স্বাংশো মৎস্তাদিঃ স্বস্মাদিভিন্নোহংশস্ত জীবলক্ষণ ইত্যেবমংশশব্দার্থো দ্বিভেদঃ। নিত্যমগ্নিহোত্রম্। নিত্যং ব্রহ্মেতিবল্লক্ষণভেদো বোধ্যঃ। অংশশব্দস্তার্থভেদা-

দেব তত্র বিশেষোহন্তীত্যাহ অংশিনো যন্তিতি । অয়মিতি । এতে চেতি
 শ্রীভাগবতে । তত ইতি স্বয়ংরূপাং কৃষ্ণাদিত্যর্থঃ । অক্লৃৎস্বতদ্ব্যজক ইতি
 স্বনিষ্ঠং ষাড়্গুণ্যং কাৎস্মোনাপ্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ । দ্ব্যেকেতি । ষপ্তাং মধ্যে দ্বৈ
 একং বা কাৎস্মোন প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ । পুরুষবোধিনীতি । আদিনা ঋক্-
 পরিশিষ্টং গ্রাহম্ । রাধাভ্য ইতি । আত্মশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্য । তদা-
 কর্ষকতাদিগুণসংহতিশ্চ শ্রীরাধায়াঃ পূর্ণত্বং সর্বলক্ষ্যংশিত্বাৎ তৎসংহতেরং-
 শিত্বঞ্চ তত্তদংশিত্বাদিতি বোধ্যম্ । তদেতৎ কামাধিকরণভাষ্যসূত্রে ভাষ্যপীঠকে
 চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকানুবাদ—স্বরন্তীতি সূত্রের ভাষ্যে ‘স্বাংশশচাথ’ ইত্যাদি শ্লোকগুলি
 মহাবরাহপুরাণের অন্তর্গত । স্বাংশ শব্দের ব্যুৎপত্তি—স্বভূতঃ—স্ব-স্বরূপ—অংশি-
 স্বরূপ, তস্য অংশঃ—তাঁহার অংশ ইহা মৎস্তাদি অবতার, আর স্বরূপ হইতে
 বিভিন্ন অংশ জীবস্বরূপ, ‘চ’ এইরূপে অংশ-শব্দের অর্থ দুই প্রকার । যেমন ‘নিত্যম্
 অগ্নিহোত্রম্’ ‘নিত্যং ব্রহ্ম’ এই প্রকার উক্তিতে নিত্যত্বের লক্ষণতঃ ভেদ আছে,
 সেইরূপ অংশ শব্দেরও লক্ষণতঃ প্রভেদ জ্ঞাতব্য । অংশ শব্দের অর্থগত
 প্রভেদ হইতেই জীব ও মৎস্তাদি অবতারের প্রভেদ আছে, এই কথাই
 বলিতেছেন—‘যত্নু সামর্থ্যম্’ ইত্যাদি দ্বারা । অয়ং ভাব ইত্যাদি ‘এতে চাংশ-
 কলা’ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত । ‘ন জীববৎ ততো ভিত্তে ইতি’
 জীবের মত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ । ‘স এবাক্লৃৎস্বতদ-
 ব্যজক ইতি’ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণগত যে ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণ তাহা সম্পূর্ণ
 ভাবে প্রকট না করিয়া । দ্ব্যেকব্যজক ইতি অর্থাৎ ছয়টি গুণের মধ্যে দুইটি
 বা একটি গুণ মাত্র প্রকট করিয়া । পুরুষবোধিত্যাদি শ্রুতাঃ—পুরুষবোধিনী
 শ্রুতি ও আদিপদ গ্রাহ্য ঋক্ পরিশিষ্ট গ্রন্থে বর্ণিত । রাধাভ্যঃ পূর্ণা ইতি—
 আত্মপদে চন্দ্রাবলী বোধ্য । শ্রীরাধার স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ প্রভৃতি
 করিবার গুণসমুদায়স্থিতিই তাঁহার পূর্ণত্বের পরিচয় এবং সেই পূর্ণত্ব সর্বলক্ষ্মীর
 অংশিত্ব-নিবন্ধন । ঐ গুণসংহতি যে অংশী, তাহাও সেই সেই অংশিত্ব-নিবন্ধন
 জানিবে । এই সকল কথা কামাধিকরণ ভাষ্যের সূক্ষ্মা নাম্নী টীকায় এবং
 ভাষ্যপীঠকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সূত্রকার বর্তমান সূত্রে স্মৃতির প্রমাণের দ্বারাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন।

মহাবরাহপুরাণে আছে—স্বাংশ ও বিভিন্মাংশ-ভেদে অংশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মৎস্তাদি অবতার স্বাংশ এবং জীব বিভিন্মাংশ। অংশীর যেরূপ সামর্থ্য, যে প্রকার স্বরূপ ও যেরূপ স্থিতি, স্বাংশেরও সেইরূপ অর্থাৎ অংশীর সহিত স্বাংশ অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্মাংশ জীব অল্পশক্তিব্যুক্ত, অংশী হইতে ভিন্ন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥” (ভাঃ ১।৩।২৮)

“অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সন্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্য্যঃ সহস্রশঃ ॥” (ভাঃ ১।৩।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“স্বাংশ-বিভিন্মাংশরূপে হঞা বিস্তার।

অনন্তবৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্বাহ, অবতারগণ।

বিভিন্মাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯) ॥ ৪৫ ॥

জীবভঙ্গ ও ভগবন্তত্ত্বের ভেদ

অবতরণিকাতাষ্যম্—যুক্তান্তরেণ বিশেষঃ দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অত্র যুক্তি দ্বারা উহাতে বিশেষ (প্রভেদ) দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্য-টীকা—নহু তত্র তত্রাংশশব্দস্তার্থভেদঃ কথং শ্রদ্ধেয়-স্তত্রাহ যুক্তান্তরেণেতি। পরেশকৃতানুজ্ঞাপরিহারকত্বং তদ্বিরহশ্চাত্র যুক্তান্তরম্। তেনাংশশব্দস্ত তথা তথা ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আক্ষেপ এই—অংশশব্দের অবতারপক্ষে একপ্রকার অর্থ ও জীবপক্ষে অগুরূপ অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ কিরূপে শ্রদ্ধার্থ? তাহাতে বলিতেছেন, যুক্তান্তরেণ ইতি—অন্য যুক্তিদ্বারা সেই অর্থভেদ অবগত হওয়া যায়। কি যুক্তি? তাহাও বলা যাইতেছে—পরমেশ্বর কৃত অনুজ্ঞা (প্রেরণা) ও তাহার পরিহারবিষয়ক জীবে আছে, মৎস্তাদি অবতারে তাহা নাই, এই যুক্তান্তর। অতএব অংশশব্দের সেই সেই রূপ অর্থ-বিশেষ ধর্তব্য, এই অর্থ।

সূত্রম্—অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৬॥

সূত্রার্থ—‘অনুজ্ঞা’ অনুমতি অর্থাৎ সাধু ও অসাধু কৰ্ম্মে প্রেরণা এবং ‘পরিহার’ অর্থাৎ সাধু বা অসাধু কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে মুক্তি বলা যায়, এই দুইটি—‘দেহসম্বন্ধাৎ’—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অনাদি অবিজ্ঞাধীন দেহসম্পর্কবশতঃ, জীবরূপ অংশের ঐ অনুজ্ঞা ও পরিহার শ্রুত হয়, কিন্তু মৎস্তাদি অবতারের নহে, তাঁহাদের দেহসম্বন্ধের অভাব ও সাক্ষাৎ পরেশত্বই শ্রুত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—‘জ্যোতিরাদিবৎ’—যেমন চক্ষুঃস্থিত জ্যোতিঃ, তাহা সূর্য্যের অংশ হইলেও জীবদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহা দেহভেদে নানাবিধ; নভঃসূর্য্যরূপ অংশীদ্বারা অনুগ্রাহ্য এবং সূর্য্যধীন তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য এইরূপ নহে, সেই প্রকার জীব ও মৎস্তাদির প্রভেদ জ্ঞাতব্য ॥ ৪৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সত্যপি ব্রহ্মাংশদেহনাট্যবিজ্ঞাবিজৃম্বিতাৎ দেহসম্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতাবনুজ্ঞাপরিহারৌ শ্রীয়েতে নৈবং মৎস্যাদিরূপস্য কিন্তু দেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তস্য শ্রীয়েতে, অতো মহান্ বিশেষঃ। অনুজ্ঞানুমতিঃ সাধবসাধু-কৰ্ম্মপ্রেরণেতি যাবৎ। “এষ এব সাধুকৰ্ম্ম কারয়তি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নিবৃত্তির্যোক্ত ইতি যাবৎ। “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—জ্যোতিরিতি। জ্যোতি-শ্চক্ষুস্তস্য যথা সূর্য্যংশস্যাপি দেহসম্বন্ধাৎ নানাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং

তৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্বৈতত্বকে এব নৈবং খস্বস্য সূর্য্যাংশস্যপি তৎ-
প্রকাশস্য তস্য সূর্য্যাত্মকত্বাৎ তদ্বৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবরূপ অংশের ব্রহ্মাংশত্ব থাকিলেও অনাদি অর্থাৎ চিরপ্রবহমান অবিভাজনিত দেহসম্পর্কবশতঃ পরমেশ্বর-কৃত অল্পগ্রহ ও পরিহার শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্তাদিরূপ অংশাবতারের তাহা নহে। তবে কি? মৎস্তাদি অবতারের দেহসম্বন্ধের অভাব এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপত্বই শ্রুত হয়, অতএব জীব ও মৎস্তাদি অবতারের মহান্ প্রভেদ। অল্পজ্ঞা শব্দের অর্থ অল্পমতি অর্থাৎ ভালমন্দ কর্ম্মে প্রেরণা এই পর্য্যন্ত অর্থ। তাহার প্রমাণ—‘এব এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি’ এই পরমেশ্বরই সেই জীবকে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি উদ্ধলোকে লইয়া যাইতে চাহেন ইত্যাদি; আর পরিহার শব্দের অর্থ—সেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি মুক্তিপর্য্যন্ত অর্থ। যেহেতু ‘তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি’ ইত্যাদি শ্রুতি তাহা বলিতেছেন। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—‘জ্যোতিরাদিবৎ’ জীবনৈত্বস্ব জ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য্যের অণুপরিমাণ অংশের মত। কথাটি এই—জ্যোতিঃ অর্থাৎ চক্ষুঃ, সে যেমন সূর্য্যাংশ হইলেও বিভিন্ন দেহসম্বন্ধবশতঃ নানাকারে বর্তমান এবং সূর্য্যের শক্তিতেই শক্তিমান, সূর্য্যের জগ্নুই তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকারিতা, কিন্তু আকাশস্থিত সূর্য্যের অংশের (জ্যোতির) তাহা নহে, তাহা মহাসূর্য্যের অংশ হইলেও আকাশস্থ সূর্য্যের প্রকাশ অতএব সূর্য্যস্বরূপ, এজগ্ন উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার জীব ও মৎস্তাদি অবতারের ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

সূক্ষ্মাটীকা—অল্পজ্ঞেতি। সত্যপীতি। ব্রহ্মাংশত্বে উপসর্জনীভূতশক্তি-
মদব্রহ্মৈকদেশত্বে ইত্যর্থঃ। তস্মেতি মৎস্তাদেঃ। অল্পজ্ঞানুমতিরিতি। ততঃ
সাধুসাধুকর্ম্মপ্রেরণাৎ। জ্যোতিঃচক্ষুরিত্যাदि। চক্ষুরত্র তদ্রশ্মিপরিমাণুঃ খস্বঃ
প্রকাশস্ত তদল্পচ্ছবিরবিমণ্ডল ইতি বোধ্যম্। তদ্বৈতত্বকে সূর্য্যাহেতুকে ॥ ৪৬ ॥

টীকানুবাদ—‘অল্পজ্ঞাপরিহারো’ ইত্যাদি সূত্রের সত্যপি ব্রহ্মাংশত্বে
ইত্যাদি ভাষ্য—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অর্থাৎ শক্তিমান ব্রহ্মের অপ্রধানীভূত
একদেশত্ব থাকিলেও, সাক্ষাৎ পরেশত্বক তস্ম ইতি; তস্ম—সেই মৎস্তাদি

অবতারের। অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি। জীবকে ভালমন্দ কার্যে প্রেরণা—ইহাই তাৎপর্য। জ্যোতিঃচক্ষুরিত্যাদি। চক্ষুঃ—এখানে সূর্য্যের রশ্মি পরমাণু অর্থে গ্রাহ্য। কিন্তু আকাশস্থিত প্রকাশ সেই চক্ষুর অনুচ্ছবি সূর্য্য-মণ্ডল, ইহা জ্ঞাতব্য। তৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্বৈতত্বকে ইতি ; তদ্বৈতত্বকে সূর্য্য-হেতুক, সূর্য্য হইতেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্তমান সূত্রে অল্প যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অবিজ্ঞাদিকৃত বন্ধনবশতঃ তাহার শরীর লাভ হয়। মৎস্তাদি অবতারের সেরূপ অবিজ্ঞাবন্ধন নাই; এই কারণেও প্রভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্বোহপি তদগুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥” (ভাঃ ১।১।১৩৮)

আরও প্রভেদ এই যে, জীবের পক্ষে সাধু ও অসাধুকৰ্ম্মকরণে ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং সেই কৰ্ম্মের পরিহারে যে জীবের মোক্ষলাভ হয়, তাহাও ঈশ্বরকে জানিয়াই, ইহাও শ্রুতিবর্ণিত আছে।

কৌষীতকী উপনিষদে পাই,—

“এনং সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি...এনমসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি” (কৌঃ ৩।৯)

শ্বেতাশ্বতরেও পাই,—

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” (শ্বেঃ ৩।৮)

আর একটি প্রভেদ দেখা যায়, যেমন “জ্যোতির্বস্তু”। চক্ষু—জ্যোতির্বস্তু সূর্য্যাংশ হইলেও সে যেমন সূর্য্যের অনুগ্রাহ্য, কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্যাংশগুলি তৎপ্রকাশক-সূর্য্যাত্মকস্বরূপই। সেইরূপ জীব ও মৎস্তাদি অবতারগণের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান। মৎস্তাদি অবতার ভগবদাত্মক স্বরূপ, আর জীব তদ্ভিন্ন ভগবানের অনুগ্রাহ্য-স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যথোন্মুকাদিস্ফুলিঙ্গাক্রুমাৎ পি স্ব-সম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথায়িঃ পৃথগ্ণুকাং ॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাং প্রধানাজ্জীবসংজিতাং ।
আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজিতঃ ॥”

(ভাঃ ৩।২৮।৪০-৪১)

উন্মুক অর্থাৎ জলন্ত কাষ্ঠ অগ্নিকণা ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত আপাততঃ এক প্রতীয়মান হইলেও যেমন অগ্নি ঐ উভয় হইতেই পৃথক্, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে এবং প্রকৃতি হইতে সর্বোপাদানরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্ ।

জীব যে শ্রীভগবানের অহুগ্রাহ বস্তু, সে-বিষয়ে শ্রুতিস্ববেও পাই,—

“যদি ন সমুৎকরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
হরধিগমোহসতাং হৃদিগতোহম্মতকণ্ঠমণিঃ ।
অহুত্ব যোগিনামুভয়তোহপ্যসুখং ভগব-
ন্নপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদান্দ্রবতঃ ॥” (ভাঃ ১০।৮৭।৩২) ॥ ৪৬ ॥

সূত্রম্—অসন্ততেন্দ্ৰাব্যতিকরঃ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—‘অসন্ততে: চ’ এবং অপূর্ণতানিবন্ধন, ‘অব্যতিকরঃ’—জীবের পূর্ণস্বরূপ মৎস্যাদি অবতারের সহিত সাম্য নহে ॥ ৪৭ ॥

গোবিন্দভাব্যম্—জীবস্যাসন্ততেরপূর্ণত্বাদব্যতিকরঃ । পূর্ণেন মৎস্যাদিনা সাম্যং নেতর্থঃ । ‘বালাগ্রশতভাগস্য’ ইত্যাত্মা শ্রুতি-জীবস্যাপূর্ত্তিমাহ । ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্’ ইত্যাত্মা তু মৎস্যাদে: পূর্ত্তিম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবের অপূর্ণতানিবন্ধন ব্যতিকর অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ মৎস্যাদি অবতারের সহিত সাম্য নহে । শ্রুতি বলিতেছেন, জীব—একটি কেশের অগ্রকে

শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনঃ তাহাকে শতাংশ করিলে তাহার পরিমাণতুল্য পরিমাণবিশিষ্ট জীব। এইশ্রুতি তাহার অপূর্ণতাই বলিতেছেন। আর মংশাদি অবতারের পূর্ণতা বলিতেছেন, উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ ইত্যাদি শ্রুতি ॥৪৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্রৈব যুক্তান্তরং পুনরাহাসন্ততেরিতি ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ—জীব ও মংশাদি অবতার যে এক নহে, সে-বিষয়ে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন ‘অসন্ততেঃ’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ॥ ৪৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার পুনরায় অপর একটি কারণের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরবতারগণের ভেদ বুঝাইতেছেন যে, জীব অপূর্ণ এবং মংশাদি অবতারগণ পূর্ণ; স্তবরাং জীবের সহিত ঐ সকল অবতারগণের সাম্য হইতেই পারে না।

স্বৈতান্বিতর শ্রুতিতে আছে—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে (স্বৈঃ ৫।২)। আবার ঈশোপনিষদে পাই,—“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং...পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব-শিষ্টতে ॥”

জীব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“গুণানুরক্তং বাসনায় জন্তোঃ

ক্ষেমায় নৈগুণ্যমথো মনঃ স্মাৎ ॥” (ভাঃ ৫।১১।৮)

অর্থাৎ জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু।

আবার শ্রীভগবান্-সম্বন্ধেও পাই,—

“অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাগ্ধং

গুহ্যশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।

মনোহগ্রযানং বচসাহনিরুক্তং

নয়ামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥” (ভাঃ ৮।৫।২৬)

শ্রীভগবানের সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত আর জীবসকলই অপূর্ণ; তাহারা অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলেন,—

“মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।

বিশ্বে অবতরি ধরে ‘অবতার’ নাম ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৬৪) ॥ ৪৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—হেতুং দুষয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অবতার ও জীবের সাম্যবাদে উক্ত হেতুকে সূত্রকার দূষিত করিতেছেন—

সূত্রম্—আভাস এব চ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—অংশহেতু জীবাংশ ও মংশাদি অংশ উভয় তুল্য, ইহা প্রতিপাদনের জন্ত যে অংশশক্তিত্বাবিশেষকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা আভাস অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুদোষে দুষ্ট ॥ ৪৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অংশশক্তিত্বাবিশেষাদিতি যো হেতুর্মৎস্য-
অংশস্য জীবাংশেন সাম্যং বোধয়িতুমুপন্যস্তঃ স আভাস এব সংপ্রতি-
পক্ষাখ্যো হেত্বাভাস এব। বৈষম্যসাধকস্য পূর্ত্যাদেহে ব্রহ্মত্বস্য সত্ত্বাৎ।
চকারো দৃষ্টান্তসূচনায়। ন হি দ্রব্যত্বেন পৃথিবীনভসোঃ সাম্যপারম্যং
সাধনীয়ম্। ন বা পদার্থত্বেন ভাবাভাবয়োস্তৎ। তথাচ মৎস্যাদাব-
সর্বব্যঞ্জকত্বং জীবে তু তদুপসর্জনব্রহ্মংশত্বমিতি ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্বে অংশশব্দে সংজ্ঞিত জীব এবং মংশাদি অবতারও অংশশব্দে শক্তিত্ব, সত্ত্বাৎ উভয়ের সাম্য, ইহা বুঝাইবার জন্ত যে অংশ-
শক্তিত্বরূপ হেতু দেখান হইয়াছে, সেই হেতুটি সংপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস
দোষ-দুষ্ট। তাহার কারণ, উভয়ের পার্থক্যসাধক পূর্ণত্বাদিহেতু তথায়

বর্তমান । কথাটি এই—যে হেতু ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধরূপ হেতুদোষে দৃষ্ট নহে, তাদৃশ হেতুই সং অনুমিতির কারণ, কিন্তু এখানে ‘মৎস্যাদিঃ জীবাভিন্নঃ অংশত্বাৎ’ এই অনুমানে অংশত্ব-হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুদোষে দৃষ্ট, যথা ‘মৎস্যাদিঃ জীবভিন্নঃ পূর্ণত্বাৎ’ এই পূর্ণত্ব-হেতুটি সাধ্যাভাবের (জীবভেদের) সাধক হইতেছে । সূত্রান্তর্গত ‘চ’ শব্দটি—দৃষ্টান্ত সূচনার জন্ত । সেই দৃষ্টান্ত এই—যেমন ‘পৃথিবী নভসোহভিন্না দ্রব্যত্বাৎ’ পৃথিবী ও আকাশ এক, যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে, এই অনুমান যেমন সংপ্রতিপক্ষ দোষগ্রস্ত, যথা ‘পৃথিবী নভসো ভিন্না গন্ধবত্বাৎ’ এই গন্ধবত্বই সাধ্যাভাব (ভেদ) সাধকহেতু । আরও দেখ, ‘অভাবো ভাবতুল্যঃ পদার্থত্বাৎ’ এই অনুমানে পদার্থত্ব হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ-দোষে দৃষ্ট, যথা ‘অভাবো ন ভাবতুল্যঃ সত্ত্বেনা প্রতীয়মানত্বাৎ ।’ এই সঙ্গ্রহে অপ্রতীয়মানত্বহেতু সাধ্যাভাবের সাধক । অতএব দেখা যাইতেছে, দ্রব্যত্ব হেতু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশের একান্ত সাম্য সাধিত হইতেছে না এবং ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থের পদার্থত্ব হেতু দ্বারা সাম্য সাধিত হইতেছে না । অতএব সিদ্ধান্ত এই—মৎস্যাদি অবতारे সর্বশক্তি আছে, কিন্তু অনভিব্যঞ্জিত, এইরূপ অংশত্ব, আর জীবের অংশত্ব ব্রহ্মের একদেশত্ব, যাহা উপসর্জনীভূত ॥ ৪৮ ॥

সূক্ষ্ম টীকা—আভাস ইতি । সংপ্রতিপক্ষেতি । সাধ্যাভাবসাধক-হেতুস্তরং যস্যাস্তি স সংপ্রতিপক্ষ ইত্যর্থঃ । যথা শব্দোহনিত্যঃ কার্যত্বাদ ঘটবদিত্যস্য শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাচ্ছবদিত্যেতি প্রতিপক্ষে হেতুরস্তি তথেষ্ট মৎস্যাদিরনীশোহংশত্বাৎ জীববদিত্যস্য মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ মহশ্চশীর্ষবদিত্যেতি প্রতিপক্ষে হেতুমুগ্ধাঃ । তথাচেত্যাди । মৎস্যাদেরংশত্বমনভিব্যঞ্জিতসর্বশক্তিত্বং পূর্ত্তিশ্রবণাৎ । জীবসাংশত্বমুপসর্জনীভূতব্রহ্মৈকদেশত্বমগুত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ—‘আভাস এব’ এই সূত্রে সংপ্রতিপক্ষেতি ভায়ে—সংপ্রতিপক্ষনামক হেতুভাষ্য । যে হেতুর সাধ্যাভাব সাধক হেতু অগ্ৰ হেতু আছে, তাহার নাম সংপ্রতিপক্ষ । যেমন ‘শব্দোহনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ’ এই অনুমানে সংপ্রতিপক্ষ ‘শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ’ এই শব্দত্ব-হেতু সাধ্যাভাবসাধক, এজন্ত কার্যত্বহেতুটি সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুভাষ্য

দোষদৃষ্ট। সেইরূপ ‘মৎস্যাদিরনীশঃ (ঈশ্বর ভিন্ন) অংশত্বাৎ’ এই অনুমানে অংশত্বহেতুটির প্রতিপক্ষ হইতেছে, ‘মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহস্রশীর্ষবৎ’ এই অনুমানে পূর্ণত্বহেতু প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান। তথাচ ‘মৎস্যাদাবসর্কবাঙ্ককত্বমিতি’ মৎস্যাদি অবতারের অংশত্ব, যাহাতে ঈশ্বরের সকলশক্তি অভিব্যক্তি হয় নাই, যেহেতু তাহাদের পূর্ণতা শ্রুত হইতেছে আর জীবের অংশত্ব ব্রহ্মের একদেশত্ব অর্থাৎ যাহা উপসর্জনীভূত কারণ তাহার অণুত্ব শ্রুত হইতেছে, এই তাৎপর্য ॥৪৮॥

সিদ্ধান্তকথা—জীব ব্রহ্মের অংশ, মৎস্যাদি অবতারগণও অংশ স্তূতরাং পূর্বপক্ষবাদী যে “অংশত্বাবিশেষাৎ”-বিচারে জীবের সহিত ভগবদবতারের সাম্য-স্থাপন প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা ‘হেত্বাভাস’ দোষে দৃষ্ট বলিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উল্লেখ করিতেছেন।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা এবং তদনুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“মস্যাবতারা জায়ন্তে শরীরেষশরীরিণঃ।

তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈবীর্ষ্যদেহিষসঙ্গতৈঃ ॥” (ভাঃ ১০।১০।৩৪)

অর্থাৎ প্রাকৃত-শরীরে যে-সকল বীৰ্য্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত বীৰ্য্য মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী অবতারে দর্শন করিয়া লোকসমূহ মৎস্য-কূর্মাদি অবতার যে প্রাকৃত শরীররহিত, অপ্রাকৃত অবতার, তাহা জানিতে পারেন।

জীবসকল যে মায়ার প্রভাবেই নানাবিধ শরীর ধারণ করে, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বহুরূপ ইবাভাতি মায়ায়া বহুরূপয়া।

রমমাণো গুণেষম্যা মমাহমিতি মত্ততে ॥” (ভাঃ ২।২।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“গোবিপ্রস্মরসাধুনং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।

রক্ষামিচ্ছন্তনূর্ধন্তে ধর্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥” (ভাঃ ৮।২।৪৫)

শ্রীগীতার “যদা যদা হি ধর্মস্য” শ্লোক (গী: ৪।৭) এবং “অজোহপি সন্নব্যাসাত্মা” শ্লোক (গী: ৪।৬) আলোচ্য ॥ ৪৮ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং চিন্ত-
য়তি । “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো
বিদধাতি কামান্” ইত্যাদীনি বাক্যানি কাঠকাদিষু শ্রুয়ন্তে । তত্র
নিত্যচেতনতয়া প্রতীতা বহবো জীবাঃ সাম্যভাজো ন বেতি সন্দেহে
বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্যভাজ ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত বিষয়ের বিচার
শেষ করিয়া অতঃপর প্রকৃত-বিষয়ের বিচার করিতেছেন । কঠোপনিষদা-
দিতে ‘নিত্যো নিত্যানাং...বিদধাতি কামান্’ যিনি নিত্য জীবগণের নিত্যতার-
হেতু, চেতনসমূহের চৈতন্য-সম্পাদক, যিনি এক কিন্তু বহু জীবের কামনার পূর্ত্তি
করেন ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হয়, তাহাতে সংশয় এই যে,—নিত্য ও চেতন-
রূপে প্রতীত বহু জীব, ইহারা কি প্রত্যেকে পরস্পর সমান অথবা অসমান ?
তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন কোনও বৈশিষ্ট্য প্রতীত হইতেছে না,
তখন সকল জীবই সমান, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাষ্ম-টীকা—অস্য গ্রায়স্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিত-
য়োৰপি পূর্ব্বোত্তরগ্রায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ । প্রাগ্‌যথা জীবানাং ব্রহ্মোপ-
সর্জনগুদ্রব্যাভে তারতম্যং নাস্তি তথা ফলতারতম্যমপি তেষাং ন স্যাদিতি
দৃষ্টান্তরূপা সা বোধ্যা । ঐহিকামুখিকফলতারতম্যবচাংসি শ্রুয়ন্তে । তেষাং
বিরোধোহস্তুি ন বেতি সন্দেহে অর্থভেদাদন্তীতি প্রাপ্তে একব্যক্তাবেবৈকদৈব
তেষাং বিরোধো ন তু ব্যক্তিভেদে কালভেদে বেতি ব্যবস্থাপনাদবিরোধ
ইত্যন্তমর্থং হৃদি নিধায় গ্রায়ং প্রবর্ত্তয়তি এবমিত্যাदिনা । নিত্য ইতি ।
যো হরির্নিত্যশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্
বাহ্তিতানি বিদধাতি পূরয়তীত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধিকরণটি যেহেতু প্রাসঙ্গিক
অতএব পূর্ব্বাপর অধিকরণদ্বয় বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও তাহাদের সঙ্গতি হইবে ।

সেই সঙ্গতি দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে অর্থাৎ যেমন পূর্বোক্ত জীবগুলি ব্রহ্মোপমর্জনো-
ভূত অণুপরিমাণ, দ্রব্য-বিষয়ে তাহাদের কোন তারতম্য নাই, সেইরূপ
ফল-তারতম্য না হউক ; এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি । জীবগণের ঐহিক ও আত্মিক
ফলের তারতম্য-বোধক বাক্য সমুদায় যে শ্রুত হয়, তাহাদের পরস্পর অসঙ্গতি
হইতেছে কিনা ? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন—যেহেতু অর্থভেদ আছে,
অতএব বিরোধ হইবে ; উত্তরপক্ষে বলেন, যদি এক ব্যক্তিতে এককালে
বিভিন্ন ফল উক্ত হইত, তবে উহাদের বিরোধ হইত, কিন্তু ব্যক্তিভেদে
অথবা কালভেদে উক্ত হইলে বিরোধ হয় না, এই ব্যবস্থা থাকায় বিরোধ নাই,
এই বিষয়টি হৃদয়ে রাখিয়া ‘এবম্’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ
করিতেছেন । ‘নিত্যো নিত্যানামিত্যাদি’ ইহার অর্থ—যে হরি নিত্য জীব-
সমুদায়ের নিত্য, চেতন সমুদায়ের চেতন, এক হইয়া নিত্য, চেতন, বহুজীবের
অভিলাষ পূরণ করেন ।

অদৃষ্টানিয়মানিকরণম্,

সূত্রম্—অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—জীবের অদৃষ্টগুলি বিভিন্ন, এজন্ত জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মণ্ডুকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ততে । নৈব তে সাম্য-
ভাজঃ । কুতঃ ? স্বরূপসাম্যেহপি তদদৃষ্টানামনিয়মাৎ নানাবিধত্বাৎ ।
অদৃষ্টং হ্যনাদি ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে যদিও নিষেধার্থক ‘ন’ শব্দ নাই, তাহা
হইলেও মণ্ডুকপ্লুতি-শ্রায়ে অনেক পূর্ব হইতে ‘ন’ পদের অগ্রবৃত্তি আছে,
অতএব সমুদায়ার্থ—জীবসমূহ পরস্পর সাম্যবিশিষ্ট নহে, কি কারণে ? ‘অদৃষ্টা-
নিয়মাৎ’—অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবগণের সাম্য থাকিলেও তাহাদের অদৃষ্টগুলির
অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতাহেতু জীব সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন । যদি বল,
অদৃষ্ট উৎপত্তির পূর্বে তাহারা সামান হইতে পারে, তাহাও নহে যেহেতু
অদৃষ্ট অনাদি ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অদৃষ্টেতি । তদৃষ্টানুসারেণ তদুপাসনানুসারেণ চেতি
বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—‘অদৃষ্টানিময়াৎ’ এই সূত্রে সেই সেই অদৃষ্টানুসারে এবং
ঈশ্বরের উপাসনানুসারে—ইহা জানিবে ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠ-উপনিষদে আছে—“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেত-
নানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।” (কঃ ২।২।১৩) অল্পরূপ
শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায় (শ্বেঃ ৬।১৩) । এ-স্থলে যদি
পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, কাঠকাদিতে বর্ণিত নিত্য, চৈতন্য দ্বারা প্রতীত
জীবসমূহ পরস্পর সমান, তাহা হইলে তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে
বলিতেছেন যে,—না, স্বরূপতঃ জীবগণ সমান হইলেও অদৃষ্টের অনিয়ম-
বশতঃ অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া জীব নানা প্রকার । আবার
অদৃষ্টও অনাদি ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“এভিভূতানি ভূতান্মহাভূতৈর্মহাভূজ ।
সমজ্জোচ্চাবচাত্মাঃ সমাত্রান্নপ্রসিদ্ধয়ে ।” (ভাঃ ১।১।৩৩)
“জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিজাক্ষ্মনির্মিতাঃ ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশ্নাত্মা ন বেদ গতিমান্ননঃ ॥” (ভাঃ ৩।৩২।৩৮)
“জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোহনর্থবহাচ্ছরীরতঃ ।
লীলাবতাইঃ স্বযশঃপ্রদীপকং
প্রাজ্জালয়ৎ স্বা তমহং প্রপত্তে ॥” (ভাঃ ১০।৭০।৩২)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব—অনাদি বহিস্মৃৎ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”

অবতরণিকাভাষ্যম্—নষিচ্ছাদ্বেষাদিভিবৈষম্যং স্যানেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা—ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা বৈষম্য হউক, ইহাও নহে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—অভিসন্ধ্যাদিস্বপি চৈবম্ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতিতেও,—‘এবম্’—এই বৈচিত্র্যের হেতু অদৃষ্ট ॥ ৫০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেষপি বৈচিত্র্যাহেতুতয়াদীকৃতেষেবং হেতু-
স্তরাপেক্ষাপভেষ্তেহপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থঃ । চকারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং
সমুচ্চিনোতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অঙ্গীকৃত সেই ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও
এইরূপ বৈচিত্র্যের অল্প হেতুর অপেক্ষা আসিয়া পড়ে, অতএব তথায়ও
অদৃষ্টই হেতু দেখা যাইতেছে । সূত্রোক্ত ‘চ’ শব্দের অর্থ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের
সমুচ্চয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের কারণও অদৃষ্ট জানিবে ॥ ৫০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভীতি অভিসন্ধিরিচ্ছা । আদিনা বিদ্বেষাদি । তেহপি
ইচ্ছা-দ্বেষাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ—‘অভিসন্ধ্যাদিষু’ ইত্যাদি সূত্রে অভিসন্ধির অর্থ ইচ্ছা, আদি-
পদ গ্রাহ বিদ্বেষ প্রভৃতি । ‘তেহপ্যদৃষ্টাদেব’ ইতি—তেহপি—ইচ্ছা-দ্বেষ
প্রভৃতিও ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, ইচ্ছা ও দ্বেষাদিদ্বারা
বৈষম্য হউক, তত্বত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন—না, তাহা হইতে
পারে না ; কারণ সেই অভিসন্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও বৈচিত্র্যের হেতু
অদৃষ্টই ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কৰ্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কৰ্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।

স্থং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কৰ্ম্মণৈবাভিপত্ততে ॥” (ভাঃ ১০।২৪।১৩)

“যথেষ্টং দেবপ্রবরাষ্ট্রবিধ্যমুপলভ্যতে ।

ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যং তথাগ্ৰাহ্যমুদীয়তে ॥” (ভাঃ ৬।১।৪৬) ॥৫০॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—ননু স্বর্গভূম্যাদিপ্রদেশবৈশেষ্যাং বৈচিত্র্যং
স্থানেত্যাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে
শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ, আশঙ্কা এই, স্বর্গ, ভূমি প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য-
বশতঃ বৈচিত্র্য হইতে পারে। উত্তর—না, তাহা নহে ; এই কথা বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত
তৃতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—যদি বল, প্রদেশবিশেষের জন্ত বৈচিত্র্য হয়, তাহাও নহে ;
যেহেতু ‘অন্তর্ভাবাৎ’—প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ, অতএব অদৃষ্টই তাহাতে
হেতুভাবে অন্তর্ভূত আছে ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৎপ্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনাদৃষ্টান্তর্ভাবাৎপ্রদে-
শাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রীদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই স্বর্গাদি দেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হওয়ায় সেই

প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্টের অন্তর্ভূত এবং প্রদেশ হইতে একাংশে স্থিত ব্যক্তি-
দিগেরও বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অদৃষ্টের মধ্যে সকলের অন্তর্ভাব জানিবে ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রদেশাদিতি । তৎপ্রাপ্তেঃ স্বর্গভূম্যাদিলাভস্ত ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে
মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—প্রদেশাদিত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ‘তৎপ্রাপ্তেঃ’ ইহার অর্থ—
স্বর্গাদিভূমিলাভেরও অদৃষ্ট-মধ্যে অন্তর্ভাব্যতা ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
তৃতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায়
শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্বর্গ ও ভূম্যাди প্রদেশবিশেষকেও উক্ত বৈচিত্র্যের হেতু
বলা যায় না, তদ্বিষয়ে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অন্তর্ভাব-
নিবন্ধন প্রদেশবিশেষকেও বিচিত্রফলের হেতু বলা যায় না ; কারণ স্বর্গাদি
প্রাপ্তিও অদৃষ্টবশেই হইয়া থাকে, আবার এক প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তিদিগেরও
বৈচিত্র্য দেখা যায় । শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“নূনং হৃদষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্টপরমো জনঃ ।

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহুতি ॥” (ভাঃ ১০।৫।৩০)

“লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত ।

যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥” (ভাঃ ৬।১।৫৪) ॥ ৫১ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের
সিদ্ধান্তকণা-নান্দী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

চতুর্থপাদঃ

মঙ্গলাচরণম্,

ত্বজ্জাতাঃ কলিতোংপাতাঃ মংপ্রাণাঃ সন্ত্যগ্নিহিতাঃ ।

এতান্ শাশ্বি তথা দেব যথা মংপথগামিনঃ ॥১॥

অনুবাদ—হে দেব !—প্রাণস্থিতিরূপ লীলাময় ভগবন্ ! আমার প্রাণসমূহ তোমা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উৎপাতগ্রস্ত অর্থাৎ আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি এবং আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণবায়ুগুলি শব্দাদি বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ তোমার প্রতি বৈমুখ্য-সম্পাদক কু-বিষয়প্রবণ হইয়া তোমার চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে ; হে শত্রুতাপন ! সেই দুষ্ট প্রাণগুলিকে সেইরূপ শিক্ষা দাও—যাহাতে তাহারা সৎপথগামী অর্থাৎ তোমার পাদপদ্মপ্রবণ হয় ॥১॥

মঙ্গলাচরণ-সূক্ষ্মা টীকা—অথৈকবিংশতিসূত্রকমেবাদশাধিকরণকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুং সম্মার্গপ্রবৃত্তিবাঙ্গারূপং মঙ্গলমাচরন্ পাদার্থং সূচয়তি ত্বজ্জাতা ইতি । হে দেব প্রাণস্থিতিরূপক্ৰীড়াপরেতি । দুর্বৃত্তজিগীষো ইতি সর্ব্বারাধ্যোতি বার্থঃ । ত্বজ্জাতা ভবভূৎপন্ন মংপ্রাণাঃ কলিতোংপাতাঃ সন্তঃ সন্তি বর্ত্তন্তে । মংপ্রাণা মচ্চক্ষুরাদীনী ইন্দ্রিয়াণি মন্নিশ্বাসিতাদিবায়বশ্চ কলিতঃ কৃত উৎপাতো বিষয়েষু চৈঃ পতনং যৈন্তে । ত্বদ্বৈমুখ্যকরকুবিষয়প্রাবণেন ত্বংপথান্মাং ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ । অতস্তান্ দুষ্টান্ ত্বং তথা শাশ্বি শিক্ষয় যথা তে সৎপথ-গামিনস্ত্বংপদপ্রবণাঃ স্থ্যরিত্যর্থঃ । নিশ্বাসাদীনামুৎপাতিত্বং তাদৃগিন্দ্রিয়ধার-কহাদিনা বোধ্যম্ । হে অমিত্রভিঃ শত্রুতাপনেতি । ত্বদীয়স্ত মে শত্রবন্তে

ত্বয়া শাসনীয়া ইতি ভাবঃ । ইথঞ্চ প্রাণবিষয়া বিরুদ্ধাঃ শ্রুতয়োহত্র পাদে
সঙ্গমনীয়া ইতি স্মৃতিতম্ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ-নৃক্ষমা টীকানুবাদ—অতঃপর একুশটি সূত্রে পূর্ণ এগারটি
অধিকরণস্বক চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সংপথে চলিবার প্রার্থনা
করিয়া মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই চতুর্থ পাদের প্রতিপাত-বিষয় স্মৃচনা
করিতেছেন—‘অজ্ঞাতা’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা । ইহার অর্থ—হে দেব ! প্রাণ-
সৃষ্টিক্রম ক্রীড়াপরায়ণ ! অথবা দুর্ভৃত-জিগীষো কিংবা সর্বস্বাধা ভগবন্ !
তোমা হইতে উৎপন্ন আমার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) উৎপাতগ্রস্ত হইয়া আছে
অর্থাৎ আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং আমার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ু,
কলিতোৎপাত অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ে অত্যন্তভাবে আসক্ত হইয়াছে ।
তাৎপর্য্য এই—তোমার উপর বৈমুখ্যজনক কু-বিষয়ে প্রবণতাহেতু তোমার
চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে । অতএব সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গকে
তুমি সেইভাবে দমন কর অর্থাৎ শিক্ষা দাও, যাহাতে তাহার সংপথগামী
অর্থাৎ তোমার চরণ-পরায়ণ হয় । নিশ্বাসাদি যে উৎপাতকারক হইতেছে;
ইহার কারণ—ইহার ঐরূপ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির ধারণ-চালন প্রভৃতি করিতেছে,
এইজন্য জানিবে । হে অমিত্রভিৎ—শত্রুনিহন ! আমি তোমার, স্মরণ
আমার সেই শত্রুগুলিকে তোমাকেই শাসন করিতে হইবে—ইহাই অভিপ্রায় ।
এইরূপে প্রাণ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিগুলি এই চতুর্থপাদে সঙ্গত করিতে হইবে—
ইহাই স্মৃতিত হইল ॥ ১ ॥

প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ-পরিহার—

অবতরণিকাভাষ্যম্—ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিত্রস্ততীয়-
পাদে । চতুর্থো তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিত্রিয়তে । গোণমুখ্যভেদেন
দ্বিবিধাঃ প্রাণাঃ । গোণাশ্চক্ষুরাদীণ্যেকাদশেন্দ্রিয়ানি মুখ্যাস্ত প্রাণ-
পানাদয়ঃ পঞ্চৈতি । তেষু গোণাঃ পরীক্ষ্যন্তে । “এতস্মাজ্জায়তে
প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ” ইত্যাদি জায়তে । কিমত্র জীববদি-
ন্দ্রিয়ানাং পত্তিরূত খাদিবদিতি সংশয়ে “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ

তদাহঃ কিং তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব তে অসদাসীৎ তদাহঃ
কে তে ঋষয় ইতি প্রাণা বাব ঋষয়” ইত্যত্র ঋষিপ্রাণশব্দিতানা-
মিন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টিঃ প্রাক্ সত্ত্বশ্রবণাং জীববদিতি প্রাপ্তে পঠতি—

অবত্তরগিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চভূত-বিষয়ে
শ্রুতির মতানৈক্য পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্থপাদে প্রাণ-
বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইতেছে। গোণ ও মুখ্য-ভেদে দুই প্রকার
প্রাণ। তন্মধ্যে গোণ প্রাণ চক্ষুঃ প্রভৃতি এগারটি ইন্দ্রিয়, আর মুখ্য প্রাণ—
প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান-ভেদে পাঁচ প্রকার। উক্ত প্রাণ সমুদায়ের
মধ্যে প্রথমতঃ গোণ প্রাণ-সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—এই
পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। আরও অনেক
শ্রুতি আছে। তাহাতে সংশয় এই,—জীবের মত কি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ?
অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতের মত ? ইহার সমাধানার্থ পূর্বপক্ষী বলেন—
‘অসদ্বা...প্রাণা বাব ঋষয়ঃ’ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ (শূন্য)ই ছিল,
এই কথা ঋষিরা বলিতেছেন। তখন কি ছিল ? ইহার উত্তরে ঋষিগণ
বলিলেন—সেই ঋষিগণ তখন অসদ্রূপে ছিলেন, কে সেই ঋষিবর্গ ? তাহার
উত্তর—প্রাণবর্গই ঋষিবর্গ। এই শ্রুতিতে ঋষি ও প্রাণ-শব্দে বোধিত ইন্দ্রিয়বর্গের
সৃষ্টির পূর্বে জীবের মত সত্ত্বা প্রতীত হওয়ায় উহাদের উৎপত্তি নাই, এই
পূর্বপক্ষীর কথার উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবত্তরগিকাভাষ্য-টীকা—ভূতেতাদি। পূর্বত্র প্রাণাদিধারণে স্বরূপেণৈব
কর্তারো জীবান্তুল্যরূপা অপি প্রাণেন্দ্রিয়োপকরণবন্তঃ কস্ম চোপাসনঞ্চ
কুর্বাণাস্ত্যোর্বৈবিধ্যাং তৎফলানি বিবিধানি ভজন্তীত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাৎ কৰ্ত্তৃ-
পকরণানাং তেষাঞ্চ তদ্বিরোধপরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্বোত্তরয়োৰ্য্যায়য়োঃ
প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারেণ নিখিলপ্রাণপ্রবর্তকে হরৌ তদ্বাক্য-
সম্বয়দৃঢ়ীকরণাদধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্বপক্ষে বাক্যানাং মিথোবিরোধেনাপ্রামাণ্যাৎ
সম্বয়ানিচ্ছিক্টিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তেষামবিরোধাৎ তৎসিদ্ধিস্তদিতি জ্ঞেয়ম্।
নিখিলে পাদে প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। ভূতানি
খাদানি ভূতাশ্চ। স্মৃটমগ্ণাৎ। অসদ্বা ইতি বাক্যং প্রাণাভূতপত্তিপৰম্ এতস্মাদিতি

বাক্যং তু প্রাণোৎপত্তিপরম্ দৃষ্টম্। তদনয়োরবিরোধসন্দেহে ভিন্নার্থস্বাদি-
রোধে প্রাপ্তে অসদ্বা ইতি বাক্যে ব্রহ্মপরতয়া নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি-
প্রায়েণাহ তেহিত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্বপাদে প্রাণাদিধারণ-বিষয়ে
জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপকরণবিশিষ্ট
জীব ও কৰ্ম্ম এবং উপাসনাকারী জীব উভয়ের ভেদ আছে, এজন্য তাহাদের
কৰ্ম্মফল বিভিন্ন হইয়া থাকে, এই কথা বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে
প্রাণাদিধারণে কর্ত্তা জীবের সেই প্রাণাদি উপকরণ—ইন্দ্রিয়াদির সেই
বিরোধ পরিহার দ্বারা নিরূপণ কর্ত্তব্য, এইরূপে পূর্বাপর উভয় অধিকরণের
প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এবং অধ্যায়-সঙ্গতি—প্রাণবাক্য-বিরোধ পরিহার
দ্বারা সমস্ত প্রাণের প্রবর্ত্তক শ্রীহরিতে সেই সেই শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়
বিধান, ইহার দৃষ্টীকরণহেতু হইয়াছে। পূর্বপক্ষে শ্রুতি বাক্যগুলির
পরস্পর বিরোধহেতু অপ্রামাণ্য হইতেছে, সেজন্য সমন্বয়ের অসিদ্ধি—ইহাই
প্রতিপাদ্য। সিদ্ধান্তপক্ষে তাহাদের বিরোধ-খণ্ডনহেতু সমন্বয়সিদ্ধি ফল—ইহা
জ্ঞাতব্য। এই চতুর্থপাদে সৰ্ব্বত্র প্রাণবাক্যগুলির বিরোধ পরিহার হওয়ায়
পাদসঙ্গতিও জানিবে। ‘ভূতানি ইতি’—ভূত—পঞ্চমহাভূত এবং প্রাণিবর্গ।
অন্য ভাষ্য স্পষ্টার্থ। ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ এই শ্রুতি বুঝাইতেছে যে, প্রাণ—
ইন্দ্রিয়াদি পূর্বে অসংরূপে ছিল অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, অতএব ঐ শ্রুতি
উহাদের অমুৎপত্তি-বোধক। আর ‘এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো-মনঃ’ ইত্যাদি
শ্রুতিবাক্য প্রাণাদির উৎপত্তিবোধক দেখা গেল। অতএব ইহাদের বিরোধ
হইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন—উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন, অতএব
বিরোধ হইবে; সিদ্ধান্তী বলেন—‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতির
তাৎপর্য্য ব্রহ্মে নীত হইলে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন
—‘তেষু গোণাঃ পরীক্ষ্যন্তে’ ইত্যাদি।

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়,
সেইরূপ প্রাণগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গও উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা খাদয়ঃ পরস্মাত্ত্বংপদন্তে তথা প্রাণা
ইন্দ্রিয়ানি চেতর্থঃ। প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাং মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি
চৈতস্মাৎ জায়ন্ত ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ জীবোৎপত্তিবদ্বিদ্ভিযোগ-
পত্তির্ভবিতুমহতি জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকারাবাৎ।
কচিৎ তদুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ইন্দ্রিয়ানাং প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্যা সেতি।
এবং সতি ঋষিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈব তত্র গ্রাহ্যং তয়োঃ সার্ব্বজ্ঞ্যপ্রাণ-
নাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়,
সেইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিও উৎপন্ন হয়। যেহেতু—‘সদেব সৌম্যো-
দমগ্র আসীৎ’ এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মেরই স্থিতির
নির্ণয় করা হইয়াছে এবং ‘মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর হইতে
উৎপন্ন হয়’—এই শ্রুতি হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে।
কিন্তু জীবোৎপত্তির মত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ জীব
চৈতন্যস্বরূপ নিত্য, তাহাদের জন্মাদি ছয় বিকার নাই। তবে যে কোন
কোন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গোণ অর্থাৎ লাক্ষণিক
প্রয়োগ জানিবে; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির কার্য্য, এজন্য তাহাদের
উৎপত্তি মুখ্য (বাস্তব)। আপত্তি হইতেছে—তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি—(কিং-
তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব...প্রাণ বাব) ইহাতে ঋষি ও প্রাণের সত্তা সৃষ্টির
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন ‘এবং সতীত্যাদি’—এই
যদি স্থির হইল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইলে ঋষি ও প্রাণ শব্দ দ্বারা
ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণীয়, যেহেতু পরমেশ্বরের মত ঋষির সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রাণবায়ুর
তাঁহার প্রাণনের মত প্রাণন অর্থাৎ জীবনাধায়কত্বের কথা অভিহিত
আছে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তথ্যেতি। ষড়্ভাবেতি। জায়তে অস্তি বদ্ধতে বিপরিন-
মতে অপক্ষীয়তে বিনশতি চেতি ভাববিকারঃ ষট্ পঠিতা যাস্কেন। তে

জীবানাং ন সন্তি তেযাং নিত্যচৈতন্যাদিত্যর্থঃ । ইন্দ্রিয়াণাম্বিত্তি । প্রাকৃত-
ত্বাদাহকারিকত্বাৎ । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি রাজসাহঙ্কারকাৰ্য্যাণি । অন্তরিন্দ্রিয়ং মনস্ত
সাব্বিকাহঙ্কারকাৰ্য্যামিত্যুক্তং প্রাক্ । সেতুংপত্তিশ্রুতিঃ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—তথ্যেতি সূত্রে—‘জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকার-
ভাবাৎ’ ইতি ভাষ্য—ষড়্ভাব পদের অর্থ যাস্ক বলিয়াছেন ; ভাব-বিকার ছয়টি
যথা—জন্ম, মৃত্যু, উপচয়, পরিণাম, অপচয় ও নাশ । এই ছয়
ভাব-বিকার জীবের নাই ; যেহেতু জীব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ । ‘কচিৎ
তদ্বৎপত্তিশ্রুতি’রিন্দ্রিয়াণাম্ প্রাকৃতত্বাৎ ইতি—প্রাকৃত অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে
উৎপন্ন এইজন্ত । বাহ্যেন্দ্রিয়াণীতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি রাজস অহঙ্কারের কার্য্য ।
কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন সাব্বিক অহঙ্কারের কার্য্য । এ-কথা পূর্বেই
বলা হইয়াছে । মূখ্য সেতি—সেই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি শ্রুতি ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই চতুর্থপাদে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু মঙ্গলাচরণে
জানাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ হইতেই জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ
উৎপন্ন হইয়া ভগবদৈমখ্যজনিত বিষয়প্রবণতা দ্বারা তন্মার্গ হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া বিষয়ে নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ভ্রষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে
বিষয়াভিমুখতা হইতে প্রত্যাহত করিয়া শ্রীভগবানের সেবোন্মুখ করিতে
হইলে শ্রীভগবৎরূপা ও শিক্ষা-ব্যতীত আর উপায় নাই বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে
প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য ।

তৃতীয়পাদে ভূতসম্বন্ধীয় শ্রুতিবিরোধ-সমূহ নিরস্ত করা হইয়াছে ।
এক্ষণে বর্তমান চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করা হইবে ।
এই চতুর্থপাদ একাদশ অধিকরণসম্বিত একবিংশতি সূত্রে গ্রথিত ।

“এতস্মাজ্জায়তে” এই প্রাণবিষয়ক শ্রুতিপ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষবাদীর সংশয়
এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্ভব জীবের সদৃশ ? অথবা আকাশাদির ভ্রায় ?
পূর্বপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ
ছিল, আরও পাওয়া যায়, প্রাণসমূহই ঋষি, অতএব প্রাণ ও ঋষি শব্দে
সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়বর্গের জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাদের

উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না ; তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে
বলিতেছেন যে, যেসকল আকাশাদি পঞ্চভূত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন,
সেইসকল প্রাণাদি-ইন্দ্রিয়বর্গও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য ।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই,—

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” (মুঃ ২।১।৩)

প্রশ্ন-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“স প্রাণমসৃজত,” (প্রঃ ৬।৪)

অতএব উভয় শ্রুতিই পরমেশ্বর হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বর্ণন আছে,—“অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ”
ইত্যাদি বা ঋষিরাই ছিলেন ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যে শ্রীরাামানুজ
বলেন যে, সেখানে ‘ঋষয়ঃ’ বলিতে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে,
কিন্তু অচেতন প্রাণ বা ইন্দ্রিয়কে ঋষি বলিতে পারা যায় না ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“তৈজসাং তু বিকূর্ক্যাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্ ।

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ ।

শ্রোত্রং ত্বগ্ভ্রাণদৃগ্জিহ্বাবান্দোর্মেট্রাজ্জি পায়বঃ ॥”

(ভাঃ ২।৫।৩১)

অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দশেন্দ্রিয়ের
উৎপত্তি হইল । পঞ্চজ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পঞ্চক্রিয়াশক্তি প্রাণ রাজস
অহঙ্কারের কার্য্য । উক্ত দশ ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা,
বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নম্-ষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুত্বানুপপত্তিস্ত-
ত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই—‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ এই শ্রুতিবাক্য যদি ব্রহ্মত্বার্থে গ্রাহ্য হয়, তবে ব্রহ্ম এক, আর ‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’, এই বহুবচন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাহাতে সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নবমদ্বা ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতে একস্মিন ব্রহ্মণি ঋষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুবচনং কথমূপপত্তে তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে,—যদি ‘অসদ্বা ইদমগ্র-
আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মত্বার্থে ব্যাখ্যাত হয়, তবে এক ব্রহ্মে ‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ বলিয়া বহু প্রতিপাদন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—

সূত্রম্—গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—‘গৌণী’—‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ তাহাতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহা লাক্ষণিক অভিপ্রায়ে; কারণ কি? ‘অসম্ভবাৎ’—যেহেতু ব্রহ্মের নানাস্থ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—বহুত্বশ্রুতিগৌণী। কুতঃ? স্বরূপনানাস্থ-
ভাবেন বহুর্থাসম্ভবাৎ। তথা চ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি।
এক এবাসৌ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃত্বটবচ্চ বহুধাবভাসতে। একং সম্ভং
বহুধা দৃশ্যমানম্ একানেকস্বরূপায়েত্যাতিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ এই শ্রুতিতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহা লাক্ষণিক, কি জন্ত? যেহেতু ব্রহ্মের স্বরূপতঃ নানাস্থ নাই, অতএব বহু বচন হইতে পারে না। যদি বল, তবে বহুবচন কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘প্রকাশাভিপ্রায়ম্’ ইতি বহুরূপে ব্রহ্মের প্রকাশ, এই মনে করিয়া বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা হইবে। যেহেতু ঐ পরমাত্মা একই, কিন্তু বৈদূর্য্যমণির মত ও অভিনেতা নটের মত বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে আছে—‘একং সম্ভং বহুধা দৃশ্যমানম্’ তিনি এক হইয়াও

বহুরূপে দৃশ্যমান হন। শ্রুতিবাক্যেও আছে—‘একানেকস্বরূপায়’ ইত্যাদি যিনি এক ও অনেক স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—গৌণীতি তত্রৈতি ব্রহ্মণি। অসৌ পরমাত্মা হরিঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—বহুত্ব-শ্রুতিঃ গৌণীতি। ঋষি ও প্রাণপদের অর্থ ব্রহ্ম, তবে যে বহুবচন আছে, উহা গৌণ-অর্থে প্রযুক্ত—‘প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি’ ইতি তত্র—সেই ব্রহ্মে। ‘এক এবাসৌ’ ইত্যাদি অসৌ—ঐ পরমাত্মা ত্রীহরি ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সূত্রবাং ‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ ইত্যাদিতে যে বহুবচন শ্রুত হয়, তাহা কি প্রকারে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অভেদরূপে প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ বহুত্বশ্রুতি গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক। স্বরূপের নানাস্থের অভাবহেতু বহু-অর্থ অসম্ভব। ব্রহ্ম বৈদূর্য্যমণির স্থায় এবং অভিনেতা নটের স্থায় বহুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হইয়া থাকেন বলিয়াই ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে।

কঠ-উপনিষদে পাই,—

“একো বশী সর্বভূতান্তরায়া একং রূপং বহুধা যঃ কৰোতি।”
(ক ২।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“একো নানাস্থমসিচ্ছন যোগতল্লাং সমুখিতঃ।

বীৰ্য্যং হিরণ্যং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥” (ভাঃ ২।১০।১৩)

“অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্ত বিচেষ্টতঃ।

ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানস্থঃ ॥”

(ভাঃ ২।১০।১৪) ॥ ২ ॥

সূত্রম্—তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—‘প্রাক্’—সৃষ্টির পূর্বে, ‘তৎ’—একত্ব, যেহেতু—‘কৃতেশ্চ’ সেইরূপ
শ্রুতি আছে ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন চ তদানীমনপীতাঃ কতিচিৎ পদার্থাঃ
স্মৃষ্টৈর্বহুপপত্তিরিতি শক্যং শঙ্কিতুং, সৃষ্টেঃ পূর্বমেকত্বাবধারণ-
শ্রবণাৎ । অতশ্চ সা গোপীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে যে, প্রলয়কালে কতিপয় পদার্থ ব্রহ্মে
অলীন হইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইবে, এ
আশঙ্কাও করিতে পার না । কেননা, সৃষ্টির পূর্বে একই ব্রহ্ম ছিলেন—যথা
‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’ ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহা
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব বহুবচন শ্রুতি গোপী জানিবে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদ্বিতি । ন চেতি । তদানীং প্রলয়ে । অনপীতাঃ
অলীনাঃ । একত্বেন্টি । যতপি জীবাস্তদ্বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যত্বাৎ তমঃ-
শক্তিকহরৌ স্বাবস্থ্যাজ্জড়দ্ব্যয়েন প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদিবদ্বিনষ্টস্বাব-
স্থতয়া তথাপি তেষাং তাসাং চ তন্মাৎ পৃথগপ্রকাশাৎ ক্রোড়ীকৃতজীবাদিকশ্চে-
ক্যাদেকত্বাবধারণং সিদ্ধম্ । সা বহুত্বশ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—তদ্বিতি সূত্রে ‘নচেত্যাদি’ ভাষ্যে—তদানীং—প্রলয়কালে,
অনপীতাঃ—ব্রহ্মে অলীন । ‘একত্বাবধারণ-শ্রবণাদিতি’ । আপত্তি হইতেছে—
যদিও জীববর্গ ও সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহাকৃতি (মৎস্তাদি অবতার) সমূহ
নিত্যতাহেতু প্রলয়ে তমঃশক্তিসম্পন্ন শ্রীহরিতে বৈরাগ্য সৃষ্টিতে স্ব-স্বরূপে
অবস্থান করে, যেমন পদ্মে লীন ভ্রমর রাত্রিতে স্ব-স্বরূপে তাহার মধ্যে
থাকে, কিন্তু আকাশাদি ভূতবর্গের মত নষ্ট-স্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে না ;
অতএব প্রলয়ে বহুত্ব অবধূত হইতেছে বলিব, তাহা হইলেও সেই জীববর্গের ও
অবতার-আকৃতিগুলির সত্তা পরমেশ্বর হইতে পৃথগ্ভাবে প্রকাশ না
পাওয়ায় সমস্ত জীব ও বিগ্রহাকৃতিগুলিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত
শ্রীভগবানের একত্ব-নিবন্ধন একত্বনিশ্চয় সিদ্ধ হইতেছে । অতশ্চ সা ইতি সা—
সেই বহুত্বশ্রুতি—গোপী—লাক্ষণিক প্রয়োগ ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, সৃষ্টির পূর্বে অলীন অবস্থায়
কতিপয় পদার্থ থাকে, তদ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইতে পারে ।
তদুত্তরে সূত্রকার বর্তমানসূত্রে বলিতেছেন যে, না, সে আশঙ্কাও সম্ভব
নহে ; কারণ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একই ছিলেন—এই শ্রুতি আছে । স্মতরাং
পূর্বোক্ত বহুবচন-শ্রুতি গোপীই ধরিতে হইবে ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই,—

“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬।২।১)

কঠোপনিষদেও আছে,—

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (২।১।১১)

ঐতরেয়েও পাই—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নাচ্যৎ কিঞ্চন মিথৎ ।”
(ঐ ১।১।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নাচ্যদৃ যৎ সদস্যংপরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যহম্ ॥” (ভাঃ ২।৯।৩২)

“ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ ।” (ভাঃ ৩।৫।২৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ।” (গীঃ ১০।২)

“অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।” (গীঃ ১০।৮) ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রাণশব্দস্ত ব্রহ্মপরম্বে যুক্তিমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রাণশব্দের যে ব্রহ্মার্থতা, তাহাতে যুক্তি
দেখাইতেছেন ।

সূত্রম্—তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—‘বাচঃ’—বাক্য অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বিষয়ভূত নামের, ‘তৎপূর্বকত্বাৎ’—প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টির পর সৃষ্টিহেতু উক্ত—‘অসত্ত্বা ইদমগ্র আসীৎ প্রাণা বাব ঋষয়ঃ’ শ্রুতিতে শ্রুত প্রাণ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাব্যম্—বাচঃ সূক্ষ্মশক্তিব্রহ্মাত্মবিষয়স্তা নাম্নঃ প্রধান-মহাদাদিসৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ তদা নামরূপবতামভাবেন তদুপকরণানামি-ন্দ্রিয়ানামপ্যভাবাৎ প্রাণশব্দস্তত্র ব্রহ্মাভিধায়ীত্বার্থঃ তদ্বেদং তর্হীতি শ্রুতিঃ সৃষ্টিঃ পূর্বং নামরূপিণামভাবমাহ। তস্মাদিন্দ্রিয়াণি খাদিবহুৎ-পন্নানীতি ॥ ৪ ॥

ভাস্যানুবাদ—বাচঃ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তি লইয়া অবস্থিত পরমেশ্বর ভিন্ন যত বিষয় আছে, তাহারা নামপদবাচ্য, এই নামের সৃষ্টি প্রধান, মহত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির পর হওয়ায় প্রলয়কালে নামরূপধারী পদার্থের সত্তা ছিল না এবং নামরূপবান্ পদার্থ সৃষ্টির উপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গও ছিল না; সুতরাং প্রাণ-শ্রুতিতে কথিত প্রাণশব্দ ব্রহ্মের বাচক—ইহাই তাৎপর্য। ‘তদ্বেদং তর্হি’ ইত্যাদি শ্রুতি সৃষ্টির পূর্বে নামরূপবান্ পদার্থের অসত্তা প্রকাশ করিতেছে। অতএব উক্ত শ্রুত্যুক্ত প্রাণ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ আকাশাদি পঞ্চভূতের মত উৎপন্ন ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তৎপূর্বকত্বাদিতি। তদা সর্গাৎ প্রাক্। নামেতি। তদ্ব-তাভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—তৎপূর্বকত্বাদিত্যাদি সূত্রে ‘তদা নামরূপবতামভাবেন’ ইত্যাদি ভাষ্যে তদা—সৃষ্টির পূর্বে। নামরূপবতামভাবেন—অর্থাৎ কোনও তদ্বের নামরূপবত্তা ছিল না, এইজন্ত ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ‘প্রাণ’ শব্দের ব্রহ্মপরত্ব যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বাক্ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম-ভিন্ন বিষয়ীভূত নামের প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির

সৃষ্টিপূর্বকত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির পর, সেই সময়ে নামরূপবান্দিগের অভাব-বশতঃ তাহার উপকরণভূত ইন্দ্রিয়াদিগেরও অভাবহেতু প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। সৃষ্টির পূর্বে নামরূপযুক্ত পদার্থের অভাব ছিল। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ আকাশাদির দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“তৈজসানীন্দ্রিয়ান্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।

প্রাণস্ত হি ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধৌর্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৩১)

“স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।

নামরূপক্রিয়া ধন্তে সাক্ষ্যাক্ষকঃ পরঃ ॥” (ভাঃ ২।১০।৩৬) ॥৪॥

সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন

অবতরণিকাতাম্যম্—এবমিন্দ্রিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্ত্য তৎসংখ্যাবিষয়কং তং নিরস্ত্যতি। “সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তাচ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ সপ্তেমে লোক। যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত” ইতি মুণ্ডকে। “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ” ইতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে। তত্র সপ্তেব প্রাণা উতৈকাদশেতি সন্দেহে পূর্বপক্ষমাহ—

অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ—এইরূপে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে শ্রুতির বিরোধ (অসঙ্গতি) পরিহার করিয়া এক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতের সঙ্গতি দেখাইতেছেন। এক শ্রুতি বলিতেছেন, যথা—‘সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি... সপ্ত সপ্ত’ (মুণ্ডকোপনিষৎ)। সেই পরমেশ্বর হইতে সাত প্রাণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন) উৎপন্ন হয়, সপ্তশিখাসম্পন্ন সপ্তহোম, এই সপ্ত-ভুবন উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের মধ্যে জীবের সহিত প্রাণগুলি সঞ্চরণ করে, এই প্রাণগুলি গুহাশয় অর্থাৎ ভূগোলকের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া আছে এবং প্রাণিভেদে সাত সাত সংখ্যায় বর্তমান। আবার বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে শ্রুত হইতেছে যে ‘দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ’ এই দশটি

প্রাণ ও তাহাদের একাদশ আত্মা জীবশরীরে থাকে। এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ শ্রুতিতে কি গ্রহণ করিব? সপ্তসংখ্যক প্রাণ? অথবা আত্মা লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাণ? এই সন্দেহের উপর পূর্বপক্ষীর মত সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাতান্ত্র-টীকা—অথেন্দ্রিয়সংখ্যানির্ণয় প্রযতত এবমিত্যা-
দিনা। আশ্রয়াশ্রয়িতাবোহত্র সঙ্গতিঃ। তত্র পূর্বপক্ষিণো যদা পঞ্চতি
শ্রুতানুসারেণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্তবেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। স
যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্ধ্যাবর্ততে তথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি
ন পশুতি ন জিহ্বতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণুতে ন মনুতে ন
স্পৃশতীত্যাহরিতি শ্রুতানুসারাৎ তু তৎপঞ্চকং বাচ্ চ মনশ্চেতি সপ্তবেতি।
অন্তার্থঃ—যত্রোক্তান্তিদিশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্দবাচ্যঃ পুরুষো
রূপাদিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ততে তদায়মরূপজ্ঞো ভবতি হৃদয়ে চক্ষুরেকীভবতি
পাশ্চগাংশ্চ নায়ং পশুতীত্যাহরিতি। এতদুভয়ার্থং সপ্ত প্রাণা ইত্যনেন
প্রাবয়ন্তি যেষু সপ্তস্থ লোকেষু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি গচ্ছন্তি গুহাশয়া
গোলকনিগূঢ়াঃ। সপ্ত সপ্তেতি প্রাণিভেদমাদায় বীজা। সপ্তেত্যেতদষ্ট-
কাদীনামুপলক্ষণম্। অষ্টৌ বৈ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্দ্রিয়ানি গ্রহাঃ
পুরুষপশুপঞ্চকভাঃ বিষয়াস্ততিগ্রহাঃ রাগাত্ম্যপাদনদ্বারেনেন্দ্রিয়াকর্ষকভাঃ সপ্ত
বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববীক্ষ্যবিত্তি। কচিন্নব পঠ্যন্তে। হে চক্ষুর্ষী হে
শ্রোত্রে হে নাসিকে একা বাগিতি সপ্ত দ্বাববীক্ষ্যো পায়ুপন্থাবিত্তি নব বৈ
পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমীতি কচিং পঠিতম্। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি।
দশমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্যম্। দশ প্রাণা বাহেন্দ্রিয়ানি। আত্মা
অন্তরিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে
অর্থভেদাদন্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর ইন্দ্রিয়বর্গের সংখ্যা-
নির্ণয়ের জন্ত ভাষ্যকার যত্ন করিতেছেন—‘এবমিত্যাদি’ বাক্য দ্বারা। এখানে
আশ্রয়াশ্রয়িতাব-সঙ্গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত সংখ্যার
নিরূপণ। তাহাতে পূর্বপক্ষীরা বলেন, ‘যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা
সহ’ ইত্যাদি কঠোপনিষদের উক্তি-অনুসারে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন

—এই সাতটিই ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইতেছে। আবার শ্রুত্যন্তরে পাওয়া যায়—
যথা ‘স যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদি—ন স্পৃশতীত্যাহঃ। ইহার অর্থ এই—
যে সময় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণবায়ুর উৎক্রমণের সময় চক্ষুতে অধিষ্ঠিত
দেবতা অর্থাৎ চাক্ষুষ-শব্দবাচ্য পুরুষ, পরাঙ্ পর্ধ্যাবর্ততে—রূপাদি বিষয়া-
ক্রমণ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে, তখন সে রূপজ্ঞানহীন হয়, তখন তাহার
চক্ষুঃ হৃদয়ের সহিত মিলিয়া যায়, পাশ্চস্থিত কাহাকেও সে দেখিতে পায় না,
কোন কিছু আত্মাণ করে না, জিহ্বা দ্বারা কোন রসাস্বাদন করে না,
কিছু বলে না, কিছুই শোনে না, মনে করে না, কিছু স্পর্শও করে না,
ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রুতির অর্থ অর্থাৎ প্রাণের
সপ্তসংখ্যা ‘সপ্তপ্রাণাঃ’ ইহা দ্বারা শ্রবণ করাইতেছে। ‘যেযু সঞ্চরন্তি’ ইত্যাদি
যে সপ্তলোকে জীবাত্মার সহিত প্রাণগুলি বিচরণ করে অর্থাৎ গমন করে,
গুহাশয়াঃ—ভূগোলকের মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া। সপ্ত সপ্ত এই দুইবার উক্তি
প্রাণিভেদ ধরিয়া, কিন্তু উনপঞ্চাশ অর্থে নহে। সপ্ত সপ্ত এই উক্তি অষ্ট
অষ্টেরও বোধক। যথা—শ্রুতিতে আছে—আটটিই গ্রহ, আটটি অতি-
গ্রহ। গ্রহ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বর্গ, যাহাদের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করা হয়,
এই ব্যাপ্তি অনুসারে, যেমন পশুবন্ধন রজ্জ্বকে গ্রহ বলা হয়। আর
অতিগ্রহ শব্দের অর্থ শব্দাদি-বিষয়বর্গ। যেহেতু ইহার রাগ-দ্বेष উৎপাদন
দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকারী। আবার কোন কোন শ্রুতিতে নয়টি প্রাণ
বলা হয়, যথা ‘সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববীক্ষ্যো’ অর্থাৎ মন্তকে স্থিত দুই চক্ষু,
দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও এক বাগিন্দ্রিয় এই সাতটি আর অধোদেশে পায়ু
(মলদ্বার) ও উপস্থ (জনেন্দ্রিয়) এই নয়টি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) পুরুষে বিद्यমান।
কোন শ্রুতিতে ‘নাভির্দশমী’ নাভিকে দশম প্রাণ বলা হইয়াছে। এইরূপ
নানাবাক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ‘দশমে পুরুষে প্রাণাঃ’ এই শ্রুত্যুক্ত দশ প্রাণ
—ইহাই সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে দশটি বাহেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়)
কিন্তু আত্মা বা মন অন্তরিন্দ্রিয়। এইরূপে এই সকল বাক্যের পরস্পর
বিরোধ বা অসামঞ্জস্য হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষী বলিতেছেন,
ইহা বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন। এই পূর্বপক্ষীর
মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সপ্তগত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—সপ্তগতেবিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রাণ সপ্তই, যেহেতু জীবাত্মার সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চার-
রূপ গতি শ্রুত হইয়াছে। এবং ‘বিশেষিতত্বাৎ চ’ শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে
জ্ঞানসংজ্ঞায় বিশেষিত করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাণাঃ সপ্তৈব। কুতঃ? গতেঃ সপ্তানামেব
জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ শ্রবণাৎ। “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে
জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং
গতিম্” ইতি কাঠকে যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ।
শ্রোত্রাদিপঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবশ্চেन्द्रিয়াণি ভবন্তি। যানি
তু বাক্পাণ্যাদীনী অয়ন্তে তেষাং জীবেন সহ গত্যশ্রবণাদীষুপ-
কারমাত্রেনেन्द्रিয়ত্বভণিতির্গৌণীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণ সাতটিই; কি হেতু? ‘গতেঃ’—যেহেতু জীবের দেহ
হইতে উৎক্রমণ-সময়ে তাহার সহিত সপ্ত প্রাণের সঞ্চরণ হয়, ইহা শ্রুত হয়।
শুধু ইহাই নহে, কঠোপনিষদে যোগীর যোগদশায় বর্ণিত হইয়াছে—“যদা
পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে...পরমাং গতিম্” যখন পঞ্চজ্ঞানেन्द्रিয় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান
করে এবং মনের সহিত বুদ্ধি কোন কার্য্য করে না, সেই অবস্থার নাম
পরমগতি—ইহা তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, এই শ্রুতিতে পঞ্চ
প্রাণকে জ্ঞান-শব্দের সহিত অভিন্নরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, এজ্ঞাত
সপ্ত প্রাণই ধর্তব্য। সিদ্ধান্ত এই—কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্—এই
পাঁচটি জ্ঞানেन्द्रিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইन्द्रিয় হইতেছে।
আর যে বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কশ্মেन्द्रিয় শ্রুত হয়,
তাহারা জীবের সহিত মৃত্যুকালে দেহ হইতে গতি লাভ করে না, এজ্ঞাত
তাহারা ধর্তব্য নহে। যদি বল, তবে তাহাদিগকে ইन्द्रিয় বলা হইয়াছে
কেন? তাহার সমাধান এই—উহারাও ঈষৎ উপকারক, এজ্ঞাত ইহাদের
ইन्द्रিয়-সংজ্ঞা লাক্ষণিক জানিবে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি। অত্র হেতুর্গতেবিত্যাদিঃ।
জীবেন সহৈত্যতো লোকান্তরেস্থিতি বোধ্যম্। অত্রৈবং কেচিচ্ছাচক্ষতে।
সপ্তৈব প্রাণাঃ। কুতঃ? গতেঃ। শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাং বিশেষিতত্বাচ্চ।
সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা ইতি শিরোগতসপ্তচ্ছিন্নিষ্ঠত্বেন বিশেষণাচেতি ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—‘সপ্তগতেঃ’ ইত্যাদি সূত্রটি একদেশী সম্প্রদায়ের মতে
বলিতেছেন। এ-বিষয়ে হেতু—‘গতেঃ, বিশেষিতত্বাচ্চ’। ‘জীবেন সহ’ ইহার
পর ‘লোকান্তরেষু’ ইহা যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ অল্প লোকসমূহে
গমন করে। কোন কোনও ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—প্রাণ
সাতটিই, কি হেতু? যেহেতু সাতটি প্রাণ পরলোকে গমন করে। শ্রুতিতে
প্রাণবায়ুর সপ্তসংখ্যা অবগত হওয়ায় এবং উহা সপ্তসংখ্যাদ্বারা বিশেষিত
হওয়ায় অর্থাৎ ‘সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ’ এই শ্রুত্যুক্ত মন্তকস্থিত সপ্তচ্ছিন্নিষ্ঠ-
রূপে বিশেষিত বলিয়া প্রাণ সপ্তসংখ্যক ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এইরূপে ইन्द्रিয়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন পূর্বক
তাহার সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের নিরসন করিতেছেন।

মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—

“সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্তাহোমাসঃ।

সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥”

(মুঃ ২।১।৮)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

“কতমে কুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশন্তে

যদাত্মাচ্ছরীরায়র্ভ্যাংক্রামন্ত্যথ বোদয়ন্তি” (বৃঃ ৩।২।৪)

এ-স্থলে প্রাণ সপ্ত অথবা একাদশ এই প্রকার সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষীয়
মত বর্তমান সূত্রে সূত্রকার উত্থাপন পূর্বক বলিতেছেন যে, প্রাণ সপ্তই;
কারণ জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চাররূপ গতির বিষয় শ্রুত হয়
এবং শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে জ্ঞান-সংজ্ঞায় বিশেষিতও করা হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কেচিং ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।

সঠৈপ্তকে নব ষট্ কেচিচ্ছত্রার্থ্যোকাদশাপরে।

কেচিং সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥”

(ভাঃ ১।১।২২।২)

অর্থাৎ তত্ত্বসংখ্যানির্ণয়-প্রসঙ্গে কেহ ষড়্বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ষড়্বিধ, কেহ চতুর্বিধ, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ প্রকার তত্ত্বের বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্য-টীকা—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন—

সূত্রম্—হস্তাদয়স্ত স্থিতেহতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—না, ‘হস্তাদয়ঃ’—সপ্তসংখ্যার অতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু ‘স্থিতে’—দেহমধ্যে স্থিত জীবে ইহার তাহার ভোগের সাধন, ‘অতো নৈবম্’—অতএব প্রাণ সপ্তসংখ্যকই—ইহা মনে করা যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥

গোবিন্দতাম্যম্—তু-শব্দশ্চোত্ননিরাসার্থঃ। হস্তাদয়ঃ সপ্তাতি-
রিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামপি
তন্তোগসাধনত্বাৎ কার্য্যভেদাচ্চ। তথা চ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে—

“হস্তো বৈ গ্রহঃ সর্বকর্মাভিগ্রহেণ গৃহীতঃ, হস্তাভ্যাং কৰ্ম
করোতি” ইত্যাদি। অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোনৈবং মন্তব্যং
সঠৈবেতি কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি একমন্তুরি-
ন্দ্রিয়মিত্যেকাদশৈবেন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যাণি। আত্মৈকাদশেত্যত্রাত্মান্তুরি-
ন্দ্রিয়ং প্রকরণাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ
পঞ্চ জ্ঞানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রশ্রুত্বেচ্চক্ষুরসন-
জ্ঞানার্থানি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্মভেদাস্তদর্থানি
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি বাকৃপাণিপাদপায়ুপস্থার্থানি। সর্বার্থবিষয়ং
ত্রিকালবর্ত্যন্তঃকরণমেকমেনেকবৃত্তিকম্। তদেব সঙ্কল্পাধাবসায়-
ভিমানচিত্তাক্রুরপকার্য্যভেদাৎ কচিদভেদেন ব্যাপদিশুতে মনোবুদ্ধির-
হঙ্কারশ্চিদ্ভেদোক্তি। তথাচৈকাদশৈবেন্দ্রিয়াণীতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ আপত্তি-খণ্ডনের জন্ত প্রযুক্ত।
যেহেতু সাত সংখ্যার অতিরিক্ত হস্তপদাদিও প্রাণ। কিরূপে? দেহ-
মধ্যে অবস্থিত জীবেতে সেই হস্তপদাদিও জীবের ভোগ সম্পাদন
করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। বৃহদারণ্যক
উপনিষদে সেইরূপ পঠিত হয়। যথা ‘হস্তো বৈ গ্রহঃ...করোতীত্যাদি’—
হস্তও একটি গ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, কারণ সেই হস্ত অভিগ্রহস্বরূপ—সকল
কর্মদ্বারা আক্রান্ত; লোকে হস্তদ্বারাই কর্ম করে ইত্যাদি। অতএব
সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদি থাকায় প্রাণের সপ্ত সংখ্যা মনে করা উচিত নহে, কিন্তু
পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, এক অন্তরিন্দ্রিয় (মন), এই এগার
ইন্দ্রিয় প্রাণ-শব্দে গ্রাহ্য। ‘আত্মৈকাদশ’ এই ক্রটিতে যে আত্ম শব্দ
প্রযুক্ত আছে, উহার অর্থ অন্তঃকরণ—মন, যেহেতু ইন্দ্রিয়-প্রকরণেই উহা
প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে এইটি জ্ঞাতব্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ
এই পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চবিধ জ্ঞান, তাহার সাধন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—যথাক্রমে
কর্ণ, ত্রু, চক্ষুঃ, রসনা, নাসিকা। বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও
আনন্দ এই পাঁচ প্রকার কর্ম, তাহাদের সাধন পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—যথা বাক্,
হস্ত, পদ, মলদ্বার ও উপস্থ। অন্তঃকরণ এক, সকল বিষয় গ্রহণ করে ও

ত্রৈকালিক দশবিধ ব্যাপারে সাক্ষিরূপে বর্তমান, ইহা অনেক বৃত্তিসম্পন্ন। সেই অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন তাহার নাম মন, নিশ্চয়কারিণী বুদ্ধি, অভিমানকারক অহঙ্কার ও চিন্তাবৃত্তি চিত্ত নামে অভিহিত হয়। এইরূপ কার্যভেদে কোন কোন স্থলে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামে উল্লিখিত করা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক স্থির হইল ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ—হস্তাদয়স্থিতি। নহু বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকান্তরেষু গতেরশ্রবণং তেষাং গোণমিন্দ্রিয়-মিত্যুক্তম্। মৈবম্। তমুৎক্রামন্তঃ সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তীতি সর্বশব্দাং হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্বরূপগ্রহস্থাপপত্তেঃ। সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা ইত্যত্র সপ্তত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকম্। চতুর্গামেব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া বর্ণনাং। ন থলু তত্র সপ্তোদ্দেশেন প্রাণত্বং বিহিতম্। কিন্তু প্রাণোদ্দেশেন ছিদ্রভেদমাত্রেন চতুর্গামেব সপ্তত্বমিতি। নব বৈ পুরুষে প্রাণা ইত্যেতদপি বাক্যং পুরুষাকারচ্ছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎ সর্বাভি-প্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চৈতাদি। ত্রিকালবর্তীতি ত্রৈকালিকেষু দশস্বধ্যক্ষতয়া বৃত্তির্ধনু তদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—‘হস্তাদয়স্ত’ ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে—দেহ হইতে উৎক্রমণকালে জীবের সহিত বাক্ প্রভৃতি কশ্মেদ্রিয়ের গতি শ্রুত না হওয়ায় উহাদের ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা গোণ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবে এ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিরূপে? উত্তর—ইহা বলিতে পার না, যেহেতু ‘তমুৎক্রামন্তঃ সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি’ জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন তাহার সহিত সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে, এই শ্রুতিতে সর্বশব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উৎক্রমণ বুঝাইতেছে। যদি বল, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অহুগতি হয়, তাহাও নহে; যদি হস্তাদির সহ গতি না হয়, তবে বন্ধন-কারিত্বরূপ গ্রহস্থ তাহাদের থাকিতে পারে না। ‘সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ’ সাতটি ইন্দ্রিয় মন্তকে স্থিত, এই শ্রুতিতে যে সপ্তসংখ্যা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহা প্রামাদিক। যেহেতু চক্ষুরাদি ছিদ্রভেদে চারিটি ইন্দ্রিয়কেই সপ্ত বলা হইয়াছে। তথায় সপ্তসংখ্যাকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণত্বের বিধান নহে,

কিন্তু প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া ছিদ্রভেদবশতঃ চারিটির সপ্তত্ব বিহিত। ‘নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ’ আত্মার নয়টি প্রাণ—এই শ্রুতি বাক্যও পুরুষাকারচ্ছিদ্রা-ভিপ্রায়ে, প্রাণাভিপ্রায়ে নহে; এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, কিন্তু ‘পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি’ ইত্যাদি। ত্রিকালবর্ত্যন্তঃকরণমিতি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—ত্রিকালের দশবিধকার্যে যাহার অধ্যাক্ষরূপে বৃত্তি, তাহা অন্তঃকরণস্বরূপ ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া জীবশরীরে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের ভোগের সহায়তা করে, স্তবরাং প্রাণ সপ্তসংখ্যক, ইহা বলা সঙ্গত নহে।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, —

“হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কশ্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কশ্ম-করোতি।” (বৃঃ ৩।২।৮)।

“ত্রীণ্যাত্মনেহুকৃত্যেতি মনো বাচং প্রাণং ভাণ্ডাত্মনেহুকৃত্যাত্মগ্রমনা অভূবং নাদর্শমগ্রগ্রমনা অভূবং নাত্রৌষমিতি মনসা হেব পশুতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা...ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্নয়ো বা অয়মাত্মা বাহ্যয়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥” (বৃঃ ১।৫।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“শ্রোত্রং স্বগদর্শনং ভ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।

বাক্প্রাণ্যুপস্থপায়ুজ্জিহ্বাঃ কশ্মণ্যাদৌভয়ং মনঃ ॥” (ভাঃ ১।১।২২।১৫)

অর্থাৎ শ্রোত্র, স্বক, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পানি, পায়ু, উপস্থ ও অজ্জি—এই পাঁচটি কশ্মেদ্রিয়, আর উভয়াদ্বক মন—এই একাদশ তত্ত্ব।

“শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চৈত্যর্থজাতয়ঃ।

গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কশ্মণ্যতনসিদ্ধয়ঃ ॥” (ভাঃ ১।১।২২।১৬)

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প—কর্মেন্দ্রিয়ের ফলমাত্র, তদ্ব্যস্তর নহে।

আরও পাই,—

“ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুভবান্ বিভূঃ।

ভজত্যুৎসৃজতি হৃন্তস্তচাপি স্নেন তেজসা ॥”

(ভাঃ ৭।২।৪৬) ॥ ৬ ॥

প্রাণের পরিমাণ-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা ব্যাপিনোহণবো বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদর্শনাদেবানুভবাব্যাপিন এবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রাণগুলির পরিমাণ-সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন—প্রাণ ব্যাপক অর্থাৎ বিভূ অথবা অণু এই সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষী বলেন, যখন দূরবস্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন, প্রভৃতি অনুভব হইতেছে, তখন ব্যাপক বলিব, এইরূপ পূর্বপক্ষে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাণানামিতি। অত্রাপি প্রাণং সঙ্গতিঃ। তত্রৈবাং তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্বেহনন্তা ইত্যনন্ত্যাবাক্যং তমুৎক্রামন্ত-মিত্যাছ্যুৎক্রান্তিবাক্যঞ্চাস্তি। পূর্বং ব্যাপ্তিবাচকং পরন্তুগুণবাচীতি। তয়ো-বিরোধসন্দেহেহর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে পূর্বত্র “অথ যো হ বৈ তাননন্তানুপাস্তে” ইতি শ্রবণাং বহুফলকোপাসনতয়া তদানন্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি-প্রায়েণ ত্রায়স্ত প্রযুক্তিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রাণানামিত্যাদি ভাষ্য—এই অধি-করণেও পূর্বের মত প্রসঙ্গ-সঙ্গতি। সে-বিষয়ে এই প্রাণদিগের সম্বন্ধে ব্যাপিত্ব

ও অণুত্ব-বিষয়ে দ্বিবিধ ক্রটিই আছে, যথা—‘তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্বেহনন্তাঃ’ তাহারা সকলেই সমান ও সকলেই অন্তহীন অর্থাৎ বিভূ (ইহা বিভূত্ববোধক বাক্য)। আবার ‘তমুৎক্রামন্তমুৎক্রামন্তীত্যাদি’ উৎক্রমণবোধক বাক্য (অণুত্ব-বোধক) তন্মধ্যে প্রথম বাক্যটি ব্যাপ্তিবাচক, আর শেষেরটি অণুত্ববাচক। অতএব তাহাদের বিরোধহেতু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে—ইহাদের পরস্পর বিরোধ হইবে কিনা? পূর্বপক্ষীর মতে অর্থভেদবশতঃ বিরোধ অবশ্যস্বাবী, ইহাতে সিদ্ধান্তীর মতে বিরোধ নাই, কারণ আনন্ত্যপক্ষে ক্রটি আছে—‘অথ যো হ বৈ তাননন্তানুপাস্তে’ যাহারা সেই প্রাণগুলিকে অনন্তবোধে উপাসনা করে ইত্যাদি শ্রবণহেতু উহাদের উপাসনা বহু ফলদায়ক এইজন্ত উহারা অনন্ত এইরূপ তাৎপর্য লইলে কোনও বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ।

প্রাণানুভবধিকরণম্,

সূত্রম্—অণবশ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—উহারা অণুপরিমাণ নিঃসন্দেহ ॥ ৭ ॥

গৌবিন্দভাষ্যম্—চো নিশ্চয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। উৎক্রান্তিক্রতেরিতি শেষঃ। দূরশ্রবণাদিকং তু গুণপ্রসারাৎ সিদ্ধম্। জীবন্তেব শিরোহিজ্জি ব্যাপিত্বম্। এতেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ সাঙ্গ্যা নিরস্তাঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অর্থাৎ প্রাণ নিশ্চিত অণুপরিমাণ। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণই। যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের উক্তি ক্রত হয়। সূত্রে হেতুর উল্লেখ না থাকিলেও ‘উৎক্রমণ-ক্রতেঃ’ এই হেতুপদ অধ্যাহার করিতে হইবে। তবে যে দূরবস্তী বিষয়ের শ্রবণাদি হয়, তাহার হেতু গুণের প্রসার। জীব যেমন অণু পরিমাণ হইলেও মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও শিরঃ হইতে

অজ্জি-পর্যন্ত ব্যাপী। এই অণুপরিমাণ-বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যবাদীরা খণ্ডিত হইল ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিভূত্ববাদে মথুরাশ্বিতানামপি শ্রীরঙ্গদর্শনস্পর্শে স্মাতামুংক্রান্তাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—‘অণবশ্চেতি’ সূত্রে এতেনেতি ভাষ্যে—সাংখ্যসম্মত বিভূত্ববাদে অল্পপপত্তি হয় যে, যাহারা মথুরানিবাসী তক্ত তাহাদের শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেস্থিত শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও স্পর্শ হইতে পারে এবং উৎক্রান্তি প্রভৃতি শ্রুতিবিরোধ হয় ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় প্রাণসমূহের পরিমাণ বিচার করিতেছেন। প্রাণ—ব্যাপী অর্থাৎ বিভূ অথবা অণু? এই প্রকার সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ব্যাপীই বলিব, কারণ দূরবর্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শনাদি অসম্ভব করিতেছে। তদন্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণসমূহ নিশ্চয় অণুই হইবে। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণ; কারণ তাহাদের উৎক্রান্তি-বিষয় শ্রুত হয়। আর দূরশ্রবণাদির সিদ্ধি গুণের প্রসার হেতু হইয়া থাকে। জীব যেক্রপ অণু হইয়াও গুণের প্রসরণে চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, প্রাণও তক্রপ। এই অণুপরিমাণ-বাদের দ্বারা প্রাণ-ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যের মত নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীমন্তাগবতেও পাওয়া যায়,—

“অণ্ডেযু পেশিযু তরুণবিনিশ্চিতেষু

প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।

সন্নে যদিদ্ধিয়গণেহহমি চ প্রস্থপ্তে

কৃটস্থ আশ্রয়মৃতে তদন্তস্বতিনঃ ॥” (ভাঃ ১।১।৩৯) ॥ ৭ ॥

মুখ্যপ্রাণের বিচার

অবতরণিকাভাব্যম্—অথৈতন্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যত্র মুখ্যঃ প্রাণঃ পরীক্ষ্যতে। শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো জীববহুৎপত্ততে খাদিবহেতি

বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতীত্যাदि শ্রুতেঃ। “যৎপ্রাপ্তির্যৎ-পরিত্যাগ উৎপত্তির্মরণং তথা। তস্মোৎপত্তির্মৃতিশ্চৈব কথং প্রাণস্ত যুজ্যত” ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপ্রাণ জীবের মত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা আকাশাদি ভূতের মত? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন—‘নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতি’ এই মুখ্য প্রাণ উৎপন্নও হয় না, বিনাশও প্রাপ্ত হয় না, এই শ্রুতি থাকায় আবার ‘যৎপ্রাপ্তির্যৎপরিত্যাগ...কথং প্রাণস্ত যুজ্যতে’ যাহার প্রাপ্তি ও যাহার পরিত্যাগ, যাহার উৎপত্তি ও মরণস্বরূপ অর্থাৎ দেহ গ্রহণের নাম উৎপত্তি ও দেহসম্পর্কত্যাগের নাম মৃত্যু—তাহা হইলে সেই প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ স্মৃতিবাক্য থাকায় জীবের মতই উৎপত্তি বলিব—এইরূপ পূর্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

প্রাণশ্রেষ্ঠত্বাধিকরণম্,

সূত্রম্—শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য-প্রাণবায়ুও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয় ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণোহপি খাদিবহুৎপত্ততে “জায়তে প্রাণ” ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সর্বমসৃজতেতি প্রতিজ্ঞানুপারো-ধাচ্ছেতি শেষঃ। এবং সত্যনুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রেষ্ঠত্বাধিকার্যস্থ কায়স্থিতি-হেতুত্বাদন্তি। পৃথগ্ যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর—‘এতন্মাজ্ জায়তে প্রাণঃ’ এই শ্রুত্যুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয়, যেহেতু ‘জায়তে প্রাণঃ’ প্রাণ জন্মায়

—এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন এবং ‘স ইদং সৰ্বমসৃজত’ তিনি (পরমেশ্বর) এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অসঙ্গতি পরিহারান্নরোধেও প্রাণের আকাশাদিবৎ উৎপত্তি বলিতেছেন, অতএব এই অংশটিও হেতুরূপে অধ্যাহৃতব্য। তবে যে ‘নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতি’ এই অল্পপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহাও বলা যাইতেছে—যেমন ‘অমৃতা দেবাঃ’—দেবতারা অমৃতা অর্থাৎ মৃত্যুহীন, এই বাক্যের সঙ্গতি অল্পপদার্থাপেক্ষা মৃত্যুহীন এই অর্থে করণীয়, সেইরূপ ইহাও (প্রাণের অল্পপত্তিও) আপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞাতব্য। আর প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শরীর-স্থিতির হেতু বলিয়া—এই কথা আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। এই সূত্রটির ‘অণবশ্চ’ এই সূত্রের সহিত পৃথগ্ভাবে সন্নিবেশের উদ্দেশ্য—পরবর্তী সূত্রে তাহার পরীক্ষায় উপযোগিতা আছে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অথৈতন্মাদিত্যাদৌ গোণপ্রাণভায়বৎ প্রসঙ্গসঙ্গতিবোধ্য। যৎপ্রাপ্তিরিতি। বায়ুপ্রাপ্তৌ প্রাণস্তাল্পপত্তিবাক্যম্পত্তিবাক্যং চাস্তি। তয়োবিবোধসন্দেহেহর্থভেদাদিরোধে প্রাপ্তেহল্পপত্তিবাক্যাস্মৃতা দেবা ইতি বদাপেক্ষিকাল্পপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নাস্তি বিরোধ ইতি রাঙ্কান্তঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অথৈতন্মাদিত্যাদি অবতরণিকাভাষ্য-বাক্যে গোণ প্রাণের অধিকরণের ত্রায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জানিবে। যৎপ্রাপ্তিরিতি—বায়ুর দেহগ্রহণ-বিষয়ে প্রাণের অল্পপত্তি-বাক্য ও উৎপত্তি-বাক্য উভয়ই আছে। অতএব তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষীর মতে বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্তীয় মতে অল্পপত্তি-বাক্যের আপেক্ষিক অল্পপত্তিতাৎপর্য্য, যেমন ‘অমৃতা দেবাঃ’ এইবাক্য-বোধিত দেবতাদের অমৃতত্বে আবার নাশবোধক বাক্য থাকায় অত্মাপেক্ষা অমরত্ব সেইরূপ, অতএব বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর “এতন্মায় জায়তে প্রাণঃ” (মুণ্ডক ২।১।৩) এই শ্রুতি-অনুসারে মুখ্য প্রাণের বিচার হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ প্রাণ জীবের মত? কিংবা আকাশাদি ভূতের মত উৎপন্ন হয়? এইরূপ সংশয়-স্থলে—“নৈষ প্রাণ উদেতি” শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয়

নাই, আবার “যৎপ্রাপ্তিঃ পরিত্যাগঃ” এই শ্রুতিবাক্য যাহার প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও যাহার পরিত্যাগই মৃত্যু প্রভৃতি বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ অসম্ভব হয়। স্ততরাং পূর্বপক্ষী বলেন,—জীবের মতই প্রাণের উদ্ভব বলিব। এই কথার উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবায়ুও আকাশের ত্রায় উৎপত্তি লাভ করে।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“অন্তঃ শরীর আকাশাং পুরুষস্ত বিচেষ্টতঃ।

ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানমুঃ ॥” (ভাঃ ২।১০।১৫)

অর্থাৎ সেই পুরুষের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ হইতে (সূত্রার্থ) মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল; অনন্তর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৮ ॥

মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তস্য স্বরূপং পরীক্ষ্যতে। স কিং বায়ুরেব কেবলঃ কিংবা তৎস্পন্দরূপা ক্রিয়া অথবা দেশান্তরগতো বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম্? বাহ্যো বায়ুরেবেতি। যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। বায়ুক্রিয়া বা প্রাণঃ উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্ত প্রসিদ্ধেঃ। বায়ুমাत्रে তস্তাপ্রসিদ্ধেচ্চেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত হইতেছে। সেই মুখ্যপ্রাণ কি কেবল সাধারণ বায়ুস্বরূপই? অথবা বায়ুর স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া? কিংবা মুখ ভিন্ন অত্র দেশেও প্রবহমান বায়ুই?—এই সংশয়ে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাদের কি মত? উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন, ইহা বাহ বায়ুই অর্থাৎ দেশান্তরসঞ্চারী সাধারণ বায়ুই মুখ্যত্ববর্তী প্রাণ, যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—‘যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ’ এই যে প্রাণ বলিয়া তত্ত্ব, ইহা বায়ুই। অথবা বায়ুক্রিয়াই প্রাণ-শব্দের বাচ্য। যেহেতু

উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপ বায়ুক্রিয়া-অর্থে প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কেবল বায়ুমাত্র প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি নাই অর্থাৎ প্রাণ বলিতে কেহ যে কোন বায়ু বুঝে না। এইরূপ পূর্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অশ্রয়াশ্রয়িতাবসঙ্গত্যা প্রাণস্ত স্বরূপং বিচিন্ত্যতে। তস্ত বাহবায়ুস্তে বায়ুবিকারস্তে চ বাক্যমস্তু। তয়োর্বিরোধমন্দেহে-
হর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে এতদ্বাদিতিবাক্যে বায়ুতঃ প্রাণস্ত পৃথঙ্নির্দেশেন বিষয়ভেদাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ত্রায়স্ত প্রবৃতিঃ স কিমিত্যাदिना।
স ইতি প্রাণঃ। তৎক্রিয়ায়ামিতি বায়ুক্রিয়ায়াম্। তচ্ছব্দশ্চেতি তস্তেতি
চোভয়ত্র প্রাণশব্দস্তেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর আশ্রয়াশ্রয়িতাব-(প্রাণকে
আশ্রয় করিয়া তাহার স্বরূপ আশ্রিত এইরূপ) সঙ্গতি-অনুসারে প্রাণের স্বরূপ
বিবেচিত হইতেছে, প্রাণের বায়ুরূপতা-বিষয়ে এবং বায়ুক্রিয়ারূপতা-বিষয়ে
প্রমাণ-বাক্য আছে, তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এইরূপ মন্দেহের উপর
পূর্বপক্ষী বলেন, যখন উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ আছেই, এইরূপ
পূর্বপক্ষিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—বিরোধ নাই, কারণ এতদ্বাদিত্যাदि
শ্রুতিবাক্যে বায়ু হইতে প্রাণের পৃথক্ নির্দেশ থাকায় বিষয়ভেদ হইয়াছে,
সুতরাং বিরোধাত্মক, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ—‘স কিং
বায়ুরেব’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সঃ—সেই প্রাণ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপায়াং তৎ
ক্রিয়ায়াম্ ইতি—তৎক্রিয়ায়াম্—বায়ু-ক্রিয়াতে। তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্ত
ইহাতে প্রযুক্ত তচ্ছব্দের ও তস্তাপ্রসিদ্ধেচ ইহাতে প্রযুক্ত তস্ত-পদের অর্থ—
প্রাণ-শব্দের।

ন বায়ুক্রিয়াধিকরণম্,

সূত্রম্—ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্বাসাদি ক্রিয়াস্বরূপও নহে,
কারণ তাহার উল্লেখ পৃথকভাবে আছে ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো ন বায়ুন চ তৎস্পন্দঃ। কুতঃ?
পৃথগিতি। “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ

প্রাণস্ত পৃথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তর্হি তস্মাৎ তস্ত সা ন
স্তাৎ। যদি বা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া-
রূপস্ত প্রাণস্ত ন সা সম্ভবেৎ। ন হ্যগ্ন্যাদেঃ ক্রিয়া তেন সাকং
পৃথগুক্তা দৃশ্যতে। যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বায়ুরিব কিঞ্চি-
দ্বিশেষমাপন্নঃ প্রাণো ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্ত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্।
যত্নু সামান্যকরণবৃতিঃ “প্রাণাত্মা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি সার্ভাঃ সর্ব-
শ্রিয়ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন একরূপপ্রাণস্ত বিজাতীয়নানেশ্রিয়-
ব্যাপারত্বাযোগাৎ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্বাসাদি-বায়ুক্রিয়াও নহে,
কি কারণে? যেহেতু পৃথগ্ভাবে প্রাণের উৎপত্তি শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে,
যথা—‘এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ’ এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় ‘এতস্মা-
জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেশ্রিয়াণি চ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গের উক্তি করিয়া
প্রাণের উৎপত্তি ও পরে বায়ুর উৎপত্তির উল্লেখ পৃথগ্ভাবে করা আছে। যদি
প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইত, তবে তাঁহা হইতে (পরমেশ্বর হইতে) বায়ুতত্ত্ব ও প্রাণের
পৃথক্ উক্তি হইত না। অথবা যদি উচ্ছ্বাসাদি-স্পন্দন-ক্রিয়ায় প্রাণ হইত,
তাহাতেও বায়ু হইতে বায়ুর ক্রিয়ারূপ প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হইত না,
যেহেতু অগ্নির ক্রিয়া অগ্নির সহিত পৃথগ্ভূত বলিয়া কথিত হয় না।
তবে যে বৃহদারণ্যকের উক্তি রহিয়াছে—‘এই যে প্রাণ, উহা বায়ুই’ তাহার
উপপত্তি কি হইবে? তাহাও বলা যাইতেছে—প্রাণ বায়ুস্বরূপ অর্থাৎ বায়ুর
মত কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ-শব্দে অভিহিত হয়, নতুবা জ্যোতিঃ
প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে।
আর যে সাংখ্য-সূত্রে ‘সামান্যকরণবৃতিঃ প্রাণাত্মা বায়বঃ পঞ্চ’ অর্থাৎ প্রাণ,
অপান, ব্যান, উদান, সমান নামক পঞ্চবায়ু সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার প্রাণস্বরূপ—
এই কথা বলা আছে, তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু—প্রাণ একস্বরূপাপন্ন,
তাহা বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করূপে হইবে? তাহা হইতে পারে
না, অতএব প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া নহে ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। তৎস্পন্দ উচ্ছ্বাসাদিরূপা বায়ুক্রিয়া। তস্মাৎ

তস্মেতি। তস্মাৎ বায়ুতন্ত্রস্ত প্রাণস্ত স্য পৃথগ্ভক্তিরিত্যর্থঃ। নন্ববাহুবাযুরূপ-
অবাক্যস্ত কা গতিরिति চেৎ তত্রাহ যোহয়মিতি। যদ্বিতি। ত্রয়াণামপি
করণানাং সামান্য্য বৃত্তিঃ। প্রাণাত্মা ইতি যৎ কপিলেনোক্তং তন্ন। তত্র
হেতুরেকরূপেতি ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—ন বায়ু ক্রিয়ে ইত্যাদি সূত্রে তৎস্পন্দ ইতি। ভাষ্য—তৎস্পন্দঃ
—উচ্ছ্বাসাদিরূপ বায়ুর ক্রিয়া। ‘তস্মাৎ তন্ত্র স্য ন স্ত্রাৎ’ ইতি—তস্মাৎ—বায়ু
হইতে বায়ুতন্ত্র প্রাণের পৃথক্ ভুক্তি হইত না। প্রশ্ন—তবে প্রাণের বাহু বায়ু
ভিন্ন বায়ুরূপতা যে উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি? এই যদি বল, সে
বিষয়ে বলিয়াছেন, ‘যোহয়ং প্রাণ’ ইত্যাদি। ‘যন্তু সামান্য্যকরণবৃত্তিঃ’
ইত্যাদি আর তিনটি ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ ব্যাপার প্রাণ প্রভৃতি, এই যে কপিল
বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন—প্রাণের একরূপা
বৃত্তি ॥ ২ ॥

নিদ্ধান্তকণা—অতঃপর প্রাণের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে। প্রাণ কি
কেবল বায়ু? অথবা স্পন্দনরূপা ক্রিয়া? অথবা দেশান্তরগত বায়ু? এইরূপ
সন্দেহস্থলে পূর্বপক্ষীর মতে বাহু বায়ুই প্রাণ; কেননা বৃহদারণ্যকে পাওয়া
যায়—“যেই প্রাণ, সেই বায়ু” (বৃঃ ৩।১।৫)। অতএব বায়ুর কার্য্যই
প্রাণ। কিন্তু ‘প্রাণ’ বলিতে যে কোন বায়ুকে বুঝায় না। যদিও উচ্ছ্বাস
ও নিশ্বাসরূপ ক্রিয়াতে প্রাণের প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পূর্বপক্ষ
করিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উত্তর দিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণের পৃথক্
উপদেশ থাকার দরূণ ইহা সাধারণ বায়ু বা তদীয় স্পন্দনরূপ কার্য্যও
নহে। কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” বলিয়া পুনরায়
“খং বায়ুর্জ্যোতিরীপঃ” উল্লেখ করিয়াছেন। স্তত্রাং প্রাণকে বায়ু হইতে
পৃথক্ উল্লেখ করার বায়ু ও প্রাণ পৃথক্ তত্ত্ব, তাহা স্পষ্টই প্রতীত
হইতেছে। তবে যে, বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, “যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ”
(বৃঃ ৩।১।৫) ইহার তাৎপর্য্য—প্রাণ বায়ুর সদৃশই। কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত
হইয়া প্রভেদ হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিঃ প্রভৃতির ত্রায় তত্ত্বান্তর নহে, ইহাই
বুঝাইবার জন্ত বলি হইয়াছে। সাংখ্যের মতে যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সামান্য
করণবৃত্তি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ
একপ্রকার প্রাণ বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“প্রাণাদভূদ্ যন্ত চরাচরাণাং

প্রাণঃ মহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ ॥

অস্মান্ সম্রাজমিবাহু যং বয়ং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥” (ভাঃ ৮।৫।৩৭)

“প্রাণবৃত্ত্যেব সন্তোয়গুনির্নৈবেদ্যিরপ্রিয়ৈঃ ॥” (ভাঃ ১১।৭।৩২) ॥ ২ ॥

অবতরণিকাতাম্যম্—“স্বপ্নেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্তি
প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সংবর্গো বাগাদীন সংবৃত্তে প্রাণ
ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্” ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে।
তত্র সংশয়ঃ—মুখ্যঃ প্রাণো জীব এবাস্মিন্ দেহে স্বতন্ত্র উত জীবো-
পকরণমিতি। বহুবিভূতিশ্রবণাং স ইব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে—

অবত্তরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঠিত হয়—‘স্বপ্নেষু
বাগাদিষু...মাতেব পুত্রান্’ বাক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পষ্ট থাকিলে এক
প্রাণই জাগিয়া থাকে, একমাত্র প্রাণ মৃত্যু অর্থাৎ শ্রম কর্তৃক আক্রান্ত হয় না,
প্রাণ সমস্ত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া থাকে, অতএব তাহা সংবর্গস্বরূপ।
প্রাণ অপর প্রাণসমূহকে রক্ষা করে, যেমন মাতা পুত্রদিগকে রক্ষা
করেন। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে সংশয় হইতেছে—মুখ্য প্রাণ জীবই, এই দেহে
সে স্বাধীন অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? পূর্বপক্ষী বলেন—যখন
মুখ্য প্রাণের বহু বিভূতির কথা শোনা যায়, তখন জীবের মত সেও স্বাধীন—
এই মতের খণ্ডনার্থ সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবত্তরণিকাতাম্য-টীকা—অথ প্রাণস্ত জীবোপকরণত্বং দর্শয়তি স্বপ্নে-
ষিত্যাদিনা। অত্রাপি পূর্ববৎ সঙ্গতিঃ। স্বপ্নেষিত্যাदि-বাক্যং প্রাণস্ত
স্বাতন্ত্র্যং বোধয়তি প্রাণসংবাদবাক্যন্ত তন্ত জীবোপকারিত্বমিত্যানয়োর্বিরোধ-
সন্দেহেহবর্জিতদাং বিরোধে প্রাপ্তে স্বপ্নেষিত্যাदि বাক্যং তদ্রূপকরণবর্গ-
প্রাধান্যমাহ ন তু তদ্বৎ স্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থোক্তেচ্ছুরাদিবৎ তদ্রূপকরণত্বমেব
তস্মেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ত্রায়স্ত প্রবৃত্তিঃ। মৃত্যুনা শ্রমেণ
অনাপ্তোহগ্রস্তঃ সংবৃত্তে ব্যাপ্নোতি।

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ—অতঃপর শ্রেষ্ঠ প্রাণের জীবোপ-
করণতা দেখাইতেছেন—স্বপ্নে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এই অধিকরণেও
পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। ‘স্বপ্নে বাগাদিষু’ ইত্যাদি বাক্য প্রাণের
স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক, কিন্তু প্রাণসংবাদবাক্য প্রাণের জীবের উপকারিত্ব বা
উপকরণত্ব বুঝাইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন উক্তিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে কি
না,—এই সংশয়ের উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন, উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতিপাত্ত বিষয়
যখন বিভিন্ন, তখন বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তী তাহাতে বলেন—‘স্বপ্নে
বাগাদিষু’ ইত্যাদি বাক্য জীবের মত প্রাণের স্বাতন্ত্র্যবোধক নহে, কিন্তু
জীবের যত উপকরণ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য—ইহারই
বোধক; অতএব চক্ষুরাদির মত প্রাণ জীবের উপকরণ হওয়ায় কোন
বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা। ‘মৃত্যুনানাক্রান্ত
ইতি’ মৃত্যুনা—অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা, অনাক্রান্তঃ—গ্রস্ত নহে। ‘বাগাদীন
সংবৃত্তে ইতি’ সংবৃত্তে—বাপ্ত করিয়া থাকে।

সূত্রম্—চক্ষুরাদিবত্ত্বং তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—‘তু’—তাহা নহে, অর্থাৎ এ-শঙ্কা করিও না, যেহেতু মুখ্য প্রাণও
চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের করণ অর্থাৎ কার্য-সাধনস্বরূপ। কারণ কি?
‘তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ’ যেহেতু প্রাণের বিবৃতি প্রসঙ্গে চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত
প্রাণেরও জীবের করণরূপে উপদেশ প্রভৃতি আছে ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাহানায়। প্রাণোহপি চক্ষুরাদিবৎ
জীবকরণমেব। কুতঃ? তৎসহেতি। প্রাণসংবাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি-
র্জীবকরণৈঃ সহ প্রাণস্ত শাসনাৎ। সমানধর্ম্মাণাং হি সহ শাসনং
যুক্তং বৃহদ্রথাস্তুরাদিবৎ। আদিশব্দাদথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স
এবায়ং মধ্যমঃ প্রাণ ইত্যাদিনা প্রাণশব্দপরিগৃহীতেষ্বিন্দ্রিয়েষু
বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্যতে। সংহতহাদি চ স্বাতন্ত্র্যনিরাকৃতিহেতুঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্তু অর্থাৎ
পূর্বপক্ষীর ‘জীবের মত প্রাণ স্বাধীন’ এই মত খণ্ডনার্থ। প্রাণও চক্ষুঃ

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের করণই। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—
‘তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ’ যেহেতু প্রাণের বিবৃতিতে তৎসহ—তাহাদের—
চক্ষুরাদি জীবকরণের সহিত প্রাণের শাসন অর্থাৎ উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয়
নিয়ম হইতেছে, যাহারা সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাদেরই একসঙ্গে উপদেশ
যুক্তিযুক্ত; যেমন বৃহদ্রথাস্তুর, সাম বেদের একটি শাখার নাম বৃহদ্রথাস্তুর,
উহা উদগীথ প্রকরণে পঠিত হওয়ার অত্যাশ্চর্য্য সামের তুল্য, সেইরূপ এক
সঙ্গে উপদিষ্ট হইলে সমধর্ম্মাকেই বুঝায়। সূত্রোক্ত ‘শিষ্টাদিভ্যঃ’ এই
আদিপদগ্রাহ্য বস্তু শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা ‘অথ যত্র বায়ং...মধ্যমঃ প্রাণঃ’
অতঃপর যাহাতে এই মুখ্যপ্রাণ আছে, তাহাই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্য
দ্বারা প্রাণশব্দবাচ্য ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে বিশেষরূপে প্রাণ-শব্দের উল্লেখ-
বশতঃও প্রাণ জীবের একটি করণ। এবং প্রাণের সংহত (সম্বন্ধভাবে)
কার্য্যকারিত্ব প্রভৃতি উক্তি স্বাতন্ত্র্য-নিরাকরণের জন্তু ॥ ১০ ॥

সুক্ষ্মা টীকা—চক্ষুরাদিবদ্বিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—চক্ষুরাদিবৎ ইত্যাদি সূত্র-ভাষ্যার্থ স্পষ্ট ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদ্রথাস্তুর প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাগাদি সমস্ত
ইন্দ্রিয় স্পষ্ট হইলে একমাত্র প্রাণই জাগ্রত থাকে। একমাত্র প্রাণই
মৃত্যুহীন অর্থাৎ অক্সান্ত। মাতা যে রূপ সন্তানকে রক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ
অগ্র প্রাণ সমূহকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে, মুখ্য-
প্রাণ কি এই শরীরে স্বতন্ত্র জীবই? অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়?
পূর্বপক্ষী বলেন যে, মুখ্য প্রাণকে জীবের সদৃশ স্বতন্ত্র মনে করিতে হইবে,
তহুত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, চক্ষুরাদির স্থায় প্রাণকে
জীবের উপকরণই বলিতে হইবে। কারণ সেইরূপই অনুশাসন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“তৈজমানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।

প্রাণস্ত হি ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৩১)

“প্রাণস্ত শোধয়েন্মার্গং পূরকৃন্তকরেচকৈঃ।

বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যাসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।১৪।৩৩) ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রাণস্তা-
ঙ্গীকৃতো তদ্বজ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্তাং ন চ তাদৃশী কাচিদস্তি
যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাফিণ্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যদি প্রাণকে চক্ষুঃ প্রভৃতির
মত জীবের উপকরণ অঙ্গীকার করা হয়, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের
উপকার ক্রিয়াও প্রাণে উপলব্ধ হইবে; কিন্তু সেক্ষেপ কোন ক্রিয়াই তো
প্রাণে নাই, যাহার জন্ত এই প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে
পরিগণিত হইবে। অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের সাম্য নাই, এই
আক্ষেপ করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নয়িতি। তদ্বৎ চক্ষুরাদেব। অকরণেতি।
জীবোপকারক্রিয়াবিরহিতশ্চৎ প্রাণস্তর্হি দেহেহস্মিন জীব ইব স্বতন্ত্রঃ স ইতি
প্রাপ্তে উভয়োঃ স্বতন্ত্রয়োরেকবাক্যত্বাভাবেন সত্ত্বো দেহোন্নথনপ্রসঙ্গলক্ষণে
যো দোষঃ স ন স্তাং দেহধারণলক্ষণপরমোপকারসদ্বাদিত্তি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু ইত্যাদি অবতরণিকাভাষ্যে
'তদ্বজ্জীবোপকারক্রিয়াপি' তদ্বৎ—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত প্রাণের।
অকরণত্বাচ্চ ইত্যাদি সূত্রে যদি প্রাণ জীবের উপকার-ক্রিয়া-বিরহিত হয় তবে
এই দেহে জীবের মত সেই প্রাণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, তাহা হইলে দোষ
এই—জীব ও প্রাণ উভয় স্বতন্ত্রের একার্থত্ব থাকিবে না, তাহার জন্ত
অচিরেই দেহপাতের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু সে দোষ হইবে না, যেহেতু
দেহধারণরূপ পরম উপকার প্রাণের দ্বারা সাধিত হইতেছে—ইহাই
অভিপ্রায়।

ক্রিয়াহতাবাধিকরণম্,

সূত্রম্—অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—‘চ’ এই আক্ষেপ হইবে না। অর্থাৎ ‘অকরণত্বাৎ’ প্রাণ
অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন; এজন্য যে আক্ষেপ করা হইতেছে, তাহা
হইবে না, কারণ কি? যেহেতু শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ-স্বরূপ মহোপকার

সে সম্পন্ন করিতেছে, এই অভিপ্রায়। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি
প্রমাণ দেখাইতেছেন—‘তথাহি দর্শয়তি’—যেহেতু শ্রুতি সেই প্রকার
বলিতেছেন ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আক্ষেপনিরাসায় চশব্দঃ। করণং ক্রিয়া।
অক্রিয়ত্বাৎ জীবোপকারক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সম্ভাব্যতে স ন
স্তাং শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসদ্বাদিত্তি ভাবঃ। হি
যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতির্দর্শয়তি। “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি
ব্যুদ্বিরে” ইত্যাদিনা। তস্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ।
জীবস্ত কর্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি
প্রাণস্ত রাজমন্ত্রিবৎ সর্বার্থসাধকতয়া মুখ্যোপকরণমিতি নাস্ত
স্বাতন্ত্র্যম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘চ’ শব্দটি আক্ষেপ নিরাসের জন্ত প্রযুক্ত।
অকরণত্বাৎ—যাহার করণ অর্থাৎ ক্রিয়া নাই সে অকরণ, তাহার জন্ত
অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বের জন্ত—জীবের উপকার-সাধক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ যে
দোষের সম্ভাবনা করা হইতেছে তাহা হইবে না। অভিপ্রায় এই—প্রাণ
চক্ষুরাদির মত ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের ধারণাদিরূপ
মহোপকারকত্ব তাহাতে আছে। ‘তথাহি দর্শয়তি’—হি—যেহেতু, সেইরূপ
ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা—‘অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যুদ্বিরে’
অতঃপর প্রাণ বলিল, আমিই সমস্ত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে কারণ। অতএব
বুঝা গেল, জীবের উপকরণই মুখ্য প্রাণ। রাজকর্মচারীরা যেমন রাজার
কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিও তদ্রূপ জীবের
কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সম্পাদক। কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রীর মত সমস্ত বিষয় সাধন
করে বলিয়া মুখ্য উপকরণ, এইজন্য ইহার স্বাতন্ত্র্য নাই ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অকরণত্বাদিত্তি। অথ হেতি। অহং শ্রেয়সে স্ব-স্বশ্রেষ্ঠায়
প্রাণা ব্যুদ্বিরে বিবাদং চক্রুরিত্যর্থঃ। তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা
মোহমাপত্তথাহমেবৈতৎ পঞ্চদ্বাত্মানং বিভজ্যেত্যং বাণমবষ্টভ্য বিভাবয়ামী-
ত্যুক্তং প্রাক্। বাণং শরীরম্। অত্র প্রাণহেতুকা দেহাদিস্থিতির্বিবৃষ্টা ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—‘অকরণত্বাং’ ইত্যাদি সূত্রে—‘অথ হ প্রাণা অহং’ ইত্যাদি ভাষ্য—ইহার অর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই ‘আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ’ এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। তখন শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে বলিল—‘তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ ভুল করিও না, নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব-ভিমান ত্যাগ কর, আমিই এই পাঁচ প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছি—এই কথা পূর্বে প্রাণ বলিয়াছে। এই শ্রুত্বাত্ত্ব বাণ শব্দের অর্থ শরীর। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রাণ দ্বারা শরীরাদি-স্থিতি প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকথা—যদি কেহ এরূপ বলেন যে, প্রাণকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের উপকরণ স্বীকার করা হইলে উহাদিগের জ্ঞান উপকারক ক্রিয়াও থাকিবে, কিন্তু সেরূপ ক্রিয়াতো প্রাণে দেখা যায় না; যে জন্ত প্রাণকে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের সাম্য বিচার যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন, অকরণতাবশতঃ দোষ হইবে না, কারণ শ্রুতিতে ঐপ্রকারই বলিতেছেন।

বিশেষতঃ প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির ধারণাদিরূপ মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যো পাণ্ডয়া যায়, “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি বৃদ্ধিরে” —(ছাঃ ৫।১।৬)। অতএব মুখ্য প্রাণ জীবের উপকরণই। জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-ব্যাপারে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ রাজপুরুষের জ্ঞান করণরূপ, আর প্রাণ কিন্তু রাজার মন্ত্রীর জ্ঞান সর্কার্থসাধকরূপে মুখ্য উপকরণ, সুতরাং প্রাণ স্বাতন্ত্র্যহীন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“শ্রোত্রাদিশো ষষ্ঠ হৃদশ্চ খানি

প্রজজিরে খং পুরুষস্ত নাভ্যাঃ।

প্রাণেন্দ্রিয়ান্স্রাশরীরকতঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥” (ভাঃ ৮।৫।৩৮)

অর্থাৎ যে ভগবানের অবগেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয়

আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—“নাভ্যাঃ সকাশাং খং কীদৃশং প্রাণঃ পঞ্চবৃতিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকৃষ্ণাদয়ঃ শরীরঞ্চ তেবাং কেতমাশ্রয়ভূতম্ ॥” ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাতাম্রম্—যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ। স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি শ্রুতম্। তত্র কিমেতে অপানাদয়ঃ প্রাণাশ্রিত্যন্তে উত তদ্বৃন্তয় এবোতি বীক্ষায়াং সংজ্ঞাভেদাং কার্য্যভেদাচ্চ ভিত্তস্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্রুতিতে আছে—‘যে প্রাণ, তাহা বায়ু’ সেই এই বায়ু পাঁচ প্রকার যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। তাহাতে সংশয় হইতেছে,—এই অপানাদি বায়ু কি প্রাণ বায়ু হইতে ভিন্ন? অথবা সেই প্রাণের অবস্থাবিশেষ? এইরূপ সংশয়ে পূর্বপক্ষী বলেন,—না, উহারা প্রাণবৃত্তি নহে, যেহেতু তাহাদিগের অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন কার্য্যকারিতা, অতএব প্রাণ হইতে ভিন্ন। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী শ্রীবাসদেব বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্র-টীকা—বাহো বায়ুরেবাবস্থান্তরেণ প্রাণোহভূদিতি চিন্তিতম্। অথাপানাদয়ো যে চত্বারঃ শ্রুন্তে তে কিং বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ প্রাণাদন্তে ভবন্ত্যত প্রাণশ্চৈব স্থানান্তরবৃত্তেরপানাদিরূপত্বমিতি চিন্ত্যতে। যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধ ইতিবাক্যে বায়ুরেব প্রাণাপানাদিপঞ্চাবস্থঃ প্রতীতঃ। প্রাণোহপান ইতি বাক্যে তু প্রাণবৃত্তয়োহপানাদয়ঃ প্রতীয়ন্তে। তদনয়োর্বিরোধসন্দেহেহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধ ইত্যত্র স এষ প্রাণাবস্থায় গতো বায়ুরিতি ব্যাখ্যানাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন জ্ঞায়ন্ত প্রবৃত্তিঃ। যঃ প্রাণ ইত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইতঃপূর্বে বাহ বায়ুই অবস্থা-বিশেষ দ্বারা প্রাণ-রূপ, ইহা বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে অপানাদি অত্র যে চারিটি বায়ুর কথা শোনা যায়, তাহারা কি বায়ুরই অবস্থাবিশেষ প্রাণ

হইতে স্বতন্ত্র অথবা প্রাণই স্থানবিশেষে বর্তমান হইয়া অপানাদিরূপ হয়, ইহাই বিচারিত হইতেছে। ‘যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ’ ইতি, যে প্রাণ, তাহা পাঁচ প্রকার, এই বাক্যে বায়ুই প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার অবস্থাপন্ন, ইহা প্রতীত হইয়াছে। ‘প্রাণোহপানঃ’ ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে উভয়ের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষীর মত—বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, উত্তরপক্ষী বলেন—‘স এব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ’ এই বাক্যের ব্যাখ্যা এই প্রকার,—সেই এই প্রাণাবস্থাপ্রাপ্ত বায়ু, ইহাতে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ ‘যঃ প্রাণঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।

মনোবৎপঞ্চবৃত্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—পঞ্চবৃত্তিম নোবদ্যাপদিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—‘পঞ্চবৃত্তিঃ’—একই প্রাণ হৃদয় প্রভৃতি স্থানে পাঁচ ভাগে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য করিয়া থাকে। ‘মনোবদ্যাপদিষ্ঠতে’ যেমন একই মন কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি স্বরূপে বিভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হয়, সেই প্রকার প্রাণ-অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এক এব প্রাণো হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা বর্তমানো বিলক্ষণানি কার্য্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তিঃ। স এব তথা ব্যপদিষ্ঠতে। তস্মাৎ প্রাণবৃত্তয় এব তে ন ততো ভিষ্ঠন্তে। কার্য্যভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞাভেদঃ। স্বরূপভেদস্ত নাস্ত্যতঃ পঞ্চস্বপি প্রাণ-শব্দঃ। “প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। এতৎ সর্বং প্রাণ এব” ইতি বচনাচ্চ। বৃহদারণ্যকে—“মনোবৎ কামঃ সঙ্কল্লো বিকল্লো বিচিকিৎসা অন্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষীর্ভীঃ” ইত্যেতৎ সর্বং মন এবতি। তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কার্য্যভেদেহপি যথা কামাদয়ো মনসো ন ভিষ্ঠন্তে কিন্তু তস্য বৃত্তয় এব তৎ বহুবৃত্তিমাত্রাণায়ং

দৃষ্টান্তঃ। যোগশাস্ত্রে মনোহপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম্। তদভিপ্রায়েণ বা নিদর্শনমিত্যেকৈ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—একই প্রাণ জীবের হৃদয় প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে, এইজন্য উহা পঞ্চবৃত্তি। সেই পঞ্চবৃত্তি প্রাণই অপানাদি নামে শব্দিত হয়, অতএব ঐ অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তি বিশেষ, তাহারা প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, উহা কার্য্যভেদ-প্রযুক্ত, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহাদের ভেদ নাই; অতএব পাঁচটিরই প্রাণ-স্বরূপতা। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন—এই সমুদায় প্রাণই। বৃহদারণ্যকে মনকে যেমন পৃথক পৃথক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। যথা ‘মনঃ সঙ্কল্পঃ...তৎসর্বং মন এব’ ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সন্দেহ, অন্ধা-(শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়) ধৈর্য্য, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—এই নয়টি সমস্তই মন। সেই মনবিষয়েই বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিভিন্ন কার্য্য থাকিলেও যেমন কাম প্রভৃতি মন হইতে পৃথক নহে, কিন্তু তাহারা সেই মনেরই বৃত্তিবিশেষ, সেইরূপ। বহু বৃত্তিস্বরূপ ধর্ম্মই প্রাণের সহিত মনের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে—পাতঞ্জল দর্শনে মনও পঞ্চবৃত্তি-সম্পন্ন কথিত হইয়াছে; সেই হিসাবেও প্রাণের দৃষ্টান্ত, ইহা কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পঞ্চৈতি। ক্ষুটার্থো দৃষ্টান্তান্তো গ্রন্থঃ। মনোবদিতি। কামাদিনবকং মনোরূপমিত্যর্থঃ। যোগশাস্ত্রে মনোহপীত্যর্থঃ। কপিলেন পতঞ্জলিনা চ মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিব্রাস্বতয় ইতি তৎসূত্রায়ং ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—পঞ্চবৃত্তিরিত্যাদি সূত্রে ‘এক এব প্রাণ ইত্যাদি অয়ং দৃষ্টান্তঃ’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের অর্থ সম্পূর্ণ। বৃহদারণ্যকে ‘মনোবৎ’ ইত্যাদি ভাষ্য—কাম প্রভৃতি নয়টি পদার্থ মনঃ-স্বরূপ—ইহাই অর্থ। ‘যোগশাস্ত্রে মনোহপি’ ইহার অর্থ এই—কপিল ও পতঞ্জলি মনের পাঁচটি বৃত্তি বলিয়াছেন যথা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিব্রা ও স্মৃতি এইটি যোগশাস্ত্রের সূত্র। তদনুসারে প্রমাণাদি পাঁচটি বৃত্তি অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাওয়া যায়, “প্রাণোহপানো ব্যান

উদানঃ সমানোহন ইত্যেতৎ সৰ্বং প্রাণ এব” (বৃঃ ১।৫।৩) এক প্রাণ হৃদয়াদিতে পঞ্চপ্রকার কার্যকারী। পূৰ্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, পূৰ্ব-কথিত প্রাণ হইতে এই অপানাদিকে ভিন্নই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উহাদের সংজ্ঞাভেদ ও ক্রিয়াভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তত্বতঃ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, একই প্রাণ হৃদয়াদিতে পাঁচ প্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য করিয়া থাকে; যেমন মন একই, অথচ কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, সেইরূপ অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ। প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি যথা,—নিশ্বাস গ্রহণ করা, (প্রাণের) নিশ্বাস ত্যাগ (অপানের) নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া, শ্রমসাধ্য কার্য করা (ব্যানের) উল্লেখ গমন, (উদানের) এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করা (সমানের) বৃত্তি। উহার মূখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্ণুনির্নৈবেদ্যপ্রিয়ৈঃ।” (ভাঃ ১।১।১৩২)

“প্রাণাপানৌ সংনিরুদ্ধাং পূরকুস্তকরেচকৈঃ।

যাবন্নন্ত্যজ্ঞেং কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ।”

(ভাঃ ৭।১।৫।৩২) ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো বিভূরগুর্বেতি বীক্ষায়াং সম এভিঞ্জিভিলৌকৈরিত্যাশ্রিতেবিভূরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বিভূ না অণু? এই সন্দেহে পূৰ্বপক্ষী বলেন, প্রাণ বিভূ; যেহেতু ‘সম এভিঞ্জিভিলৌকৈঃ’—প্রাণ এই তিন লোকের সমান ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহার বিভূত্ব অবগত হওয়া যায়, এই পূৰ্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সম এভিঞ্জিভিলৌকৈরিত্যানন্তরং সমোহনেন সর্বেণ প্রাণে সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং হীদং প্রাণেনাবৃতমিতি বাক্যখণ্ডো বোধ্যঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—‘সম এভিঞ্জিভিলৌকৈঃ’ ইহার পরবর্তী অংশ যথা ‘সমোহনেন সর্বেণ, প্রাণে সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং সৰ্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্’ এই বাক্যাংশ ধর্তব্য, তাহা না হইলে প্রাণের ব্যাপিত্বপ্রযুক্ত বিভূত্ব অবগত হওয়া যায় না।

শ্রেষ্ঠাণুভাদিকরণম্,

সূত্রম্—অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রাণ অণুপরিমাণ ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রেষ্ঠোহপ্যণুরেব উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ। ব্যাপ্তি-শ্রুতিস্ত সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রেষ্ঠপ্রাণও অণুপরিমাণই, যেহেতু তাহার জীব-দেহ হইতে উৎক্রমণ শ্রুত হয়। তবে যে ‘সম এভিঞ্জিভিঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার বিভূত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপায় কি? তাহাও বলিতেছেন—ব্যাপ্তি-শ্রুতিস্ত ইত্যাদি দ্বারা—সমস্ত প্রাণীর স্থিতি প্রাণাধীন, অতএব ব্যাপ্তি। স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ। এইরূপে ঐ ব্যাপ্তি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অণুশ্চেত্যাদি বিশদার্থম্ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—‘অণুশ্চ’—ইত্যাদি সূত্রভাষ্য স্ববোধ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে আর একটি পূৰ্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, সেই মূখ্যপ্রাণ বিভূ অথবা অণু? পূৰ্বপক্ষী বলেন যে, তাহাকে বিভূই বলিব, কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান। তত্বতঃ সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন, সেই মূখ্য প্রাণ অণুই হইবে। ভাষ্যকার বলেন যে উৎক্রান্তি-শ্রুতি-অনুসারে তাহাকে অণুই বলিতে হইবে; কারণ তাহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—“শরীরদেশেভ্যাস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তং সৰ্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” (বৃঃ ৪।৪।২) মৃত্যুর সময়ে প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়, তাহার সহিত অন্ত প্রাণও নির্গত হয় স্ততরাং তাহাকে অণু বলিতেই হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“তেনৈব সৰ্বেষু বহির্গতেষু

প্রাণেষু বৎসান্ স্বহৃদঃ পরেতান্।

দৃষ্টা স্বয়োথাপ্য তদধিতঃ পুন-

ব্রজ্জাম্বুকন্দো ভগবান্ বিনির্ঘয়ো ॥" (ভাঃ ১।১।১২।৩২) ॥১৩॥

প্রাণের প্রেরক কে ?

অবতরণিকাভাষ্যম্—সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্তী-
ত্যাদৌ মুখ্যপ্রাণস্ত প্রবৃতিঃ শ্রুয়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু
সঞ্চরন্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গোণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি।
ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্বকার্যায় স্বয়ং প্রবর্তেরন্মুতৈষাং প্রেরকোহন্তোহস্তি ?
স চ দেবতাগণো জীবঃ পরো বেতি বীক্ষায়াং স্বয়মেব তানি প্রবর্তেরন্
কার্যশক্তিয়োগাৎ দেবতাগণো বা তৎপ্রবর্তকোহস্তি। “অগ্নিবাগ্-
ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবো বা তন্তোগসাধনত্বা-
দিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত বাক্ প্রভৃতি সৃষ্টিকালে নিষ্ক্রিয়
হইয়া থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়া থাকে—সক্রিয় থাকে। ইত্যাদি শ্রুতিতে
মুখ্য প্রাণের সক্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে—এই সপ্ত-
লোক, যাহাদের মধ্যে প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে ইত্যাদি শ্রুতিতে গোণ
প্রাণগুলি সম্বন্ধেও সপ্তলোকমধ্যে প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ
করে, ইহা শ্রুত হয়। সংশয় হইতেছে—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ
কার্য্য নির্বাহের জন্তু নিজেই প্রবৃত্ত হয়? অথবা অন্য কেহ তাহাদিগকে
প্রেরণ করে? এই সংশয়ের উপর, এবং সেই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা
দেবতাগণ? জীব? না পরমেশ্বর? এই সন্দেহের উপর পূর্বপক্ষী বলেন,
প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ নিজেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা কার্য্যশক্তি-
সম্বন্ধবশতঃ দেবতাগণ তাহাদের প্রবর্তক বলিব, যেহেতু তাহার মূলে
শ্রুতি রহিয়াছে যথা—“অগ্নিবাগ্-ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” অগ্নি বাক্শ্বরূপ হইয়া
মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা জীব উহাদের প্রেরক, কারণ উহার
জীবের ভোগসাধন। এইরূপ পূর্ব পক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার
বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—গোণমুখ্যভেদে দ্বিবিধা প্রাণা নিরূপিতাঃ।
প্রসঙ্গাৎ তেষাং প্রবৃতিঃ কিং নিমিত্তেতি প্রশঙ্গসঙ্গত্যা তন্নিক্রপণম্। প্রাণাঃ

প্রবর্তন্ত ইত্যেতদ্বোধকম্ দেবগণো জীবগণশ্চ তৎপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকং
পরমাত্মা সর্বপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকঞ্চ বাক্যং দৃষ্টম্। তেষাং বিরোধ-
সন্দেহেহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে প্রাণপ্রবৃত্তিবোধকে দেবাদিপ্রবর্তকতা-
বোধকে চ বাক্যে পরমাত্মপ্রেরিতান্তে প্রবর্তকা ভবন্তি ইতি ব্যাখ্যানে
নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন গ্রায়স্ত প্রবৃতিঃ সৃপ্তেষু ইত্যাদিনা। অগ্নিরিতি।
অগ্নেবাগ্-ভাবস্তদধিষ্ঠাতৃত্বমেব নাত্তদসম্ভবাৎ। জীবো বেতি। স যথা মহারাজ
ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—গোণ-মুখ্যভেদে দুই প্রকার প্রাণ
নিরূপিত হইয়াছে। প্রশঙ্গক্রমে তাহাদের প্রবৃতি অর্থাৎ চেষ্টা কি
জন্ত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রসঙ্গ-সঙ্গতি দ্বারা তাহাদের নিরূপণ।
একটি বাক্য আছে—প্রাণগুলি স্বয়ং প্রবৃত্ত ইহার বোধক, আর একটি
বাক্য আছে—দেবগণ ও জীবগণ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিজনক—ইহার প্রতিপাদক,
অন্য একটি বাক্য আছে,—‘পরমেশ্বর সকলের প্রবর্তক’ ইহার জ্ঞাপক,
অতএব সেই তিনটি বাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী
বলেন—যখন উহাদের অর্থভেদ আছে, তখন বিরোধ হইবে; ইহার উত্তরে
সিদ্ধান্তী বলেন, প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তিবোধক বাক্যে এবং দেবতা প্রভৃতির
প্রবর্তকতাবোধক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত
হইয়া সেই প্রাণ ও দেবতা ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক হয়, তবে, কোন বিরোধ
নাই; এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরম্ভ ‘সুপ্তেষু ইত্যাদি’ গ্রন্থ
দ্বারা। ‘অগ্নিবাগ্-ভূত্বা’ ইত্যাদি অগ্নির বাক্শ্বরূপ প্রাপ্তির অর্থ—বাক্যের
অধিষ্ঠাতৃত্বই, তদ্বিহীন অন্য কিছু হইতে পারে না। যেহেতু অগ্নির বাক্-
রূপতা অসম্ভব। ‘জীবো বা তদ্ ভোগসাধনত্বাৎ’ ইতি—ইহার তাৎপর্য্য—
‘সেই জীব মহারাজের মত সকলকে চালনা করে’ ইত্যাদি শ্রুতিহেতু।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাদিকল্পণম্,

সূত্রম্—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্ত তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মই তাহাদের আদি অধিষ্ঠান অর্থাৎ মুখ্য প্রবর্তক, যেহেতু

‘তদামননাং’ সেই অন্তর্যামীর প্রাণ প্রভৃতির প্রবর্তকত্ব শ্রুতিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্বপক্ষীর ঐ আশঙ্কা ঠিক নহে ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতিষ্মৈব তেষামাত্মধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্। কর্তরি ল্যুট্। কৃতঃ? তদিতি। অন্তর্যামিত্রাক্ষণে তশ্চৈব প্রাণেন্দ্রিয়প্রবর্তকত্বাবগমাৎ। বৃহদারণ্যকে “যঃ প্রাণেশু তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তৎপ্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা ন নিবার্যতে। স্বতঃ প্রবৃত্তিস্তু ন ভবেৎ জাভ্যাৎ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। ‘জ্যোতিষ্মৈব তেষামাত্মধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্’ জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক। অধিষ্ঠান-শব্দটি অধিকরণ বাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে আশ্রয় অর্থ হয়, কিন্তু অধিষ্ঠান কর্তা বুঝায় না, এজন্য এখানে কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়, তাহার অর্থ প্রবর্তক। কি কারণে জ্যোতিষ্ময় মুখ্য প্রবর্তক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘তদামননাং’ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে সেই জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মেরই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তকত্ব যেহেতু অবগত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে ‘যঃ প্রাণেশু তিষ্ঠন্’ যিনি প্রাণের মধ্যে থাকেন ইত্যাদি বাক্যে দেব (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা) ও জীবকে যে ইন্দ্রিয়প্রযোজক বলা হইয়াছে, তাহাও সেই জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মের প্রযোজ্য হইয়া তাহার প্রযোজক হয়, ইহাতে ঐ উক্তির কোন অসঙ্গতি নাই কিন্তু প্রাণাদির স্বতঃ-প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু তাহারা জড়—অচেতন ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্যোতিষ্মাত্মধিষ্ঠানমিতি। তশ্চৈবেতি পরমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। তৎপ্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাং। স্বতঃপ্রবৃত্তিস্থিতি প্রাণানামিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—‘জ্যোতিষ্মাত্মধিষ্ঠানম্’ ইত্যাদি সূত্রে তশ্চৈব প্রাণেন্দ্রিয়ে-ত্যা-তশ্চৈব—অর্থাৎ পরমেশ্বরই। ‘তৎপ্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা’ তৎপ্রযোজ্যানাম্ অর্থাৎ পরমাত্ম কর্তৃক প্রেরিত, স্বতঃপ্রবৃত্তিস্তু ইত্যাদি প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তি (চেটা) এইরূপ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে,

ঐ প্রাণের কেহ প্রেরক আছে? অথবা স্বয়ংই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? যদি কোন প্রেরক স্বীকার করিতে হয়, তাহা কি দেবগণ? জীব? অথবা পরমেশ্বর? পূর্বপক্ষী বলেন যে, কার্য্যশক্তিযোগবশতঃ উহার স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে অথবা দেবগণকেও প্রেরক বলা যাইতে পারে, যেহেতু ঐতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—“অগ্নির্কাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশং” (ঐ ২।৪) অথবা জীবকেও প্রেরক বলা যায়, যেহেতু উহার জীবেরই ভোগসাধন করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মই মুখ্য প্রবর্তক।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

“যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ” ইত্যাদি (বৃঃ ৩।৭।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোহমঃ

সংস্পন্দতে তমহু বাঙমন ইন্দ্রিয়ানি।

স্পন্দন্তি বৈ তনুভূতামজশর্ম্ময়োশ্চ

স্বশ্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥” (ভাঃ ১২।৮।৪০)

অর্থাৎ হে বিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাকু, মনঃ ও অন্তঃ ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব? ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—জীবস্ত তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—জীব কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-ভোগের জন্য সেই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গুলি অধিকার করিয়া থাকে, এই কথা এই সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্রম্—প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—‘প্রাণবতা’—প্রাণবিশিষ্ট জীব কর্তৃক প্রাণসহ ইন্দ্রিয়গুলি অধিষ্ঠিত হয়। যেহেতু—‘শব্দাৎ’—সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীন্দ্রিয়ানি সংগৃহ্যন্তে ভোগায়। এবং কৃতঃ? শব্দাৎ। “স যথা মহারাজো জনপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ততে এবমেবৈষ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিষ্কৰ্ণঃ। পরমাত্মনাধিষ্ঠিতা দেবা জীবাশ্চেন্দ্রিয়ানি অধিষ্ঠিত্তি। পূৰ্বে তৎপ্রবর্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায়। তথৈব তৎসঙ্কল্পাদিতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণবিশিষ্ট জীব কর্তৃক সেই প্রাণসহ ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ উক্তি কি প্রমাণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে। যথা—‘স যথা মহারাজো...যথা কামং পরিবর্ততে’ সেই জীব, যেমন মহারাজ জনপদবাসী লোকদিগকে লইয়া নিজ রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবৃত্ত থাকে, এই প্রকারই এই জীবাত্মা এই প্রাণসমুদয় লইয়া নিজ অধিষ্ঠিত শরীর-মধ্যে ইচ্ছামত চেষ্টায় রত থাকে, ইহা সেই শ্রুতিতেই শ্রুত হয়। এ-বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ও জীব সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। তন্মধ্যে পূৰ্বোক্ত অর্থাৎ দেবগণ ইন্দ্রিয়বর্গের চালনামাত্র কার্যের জন্য এবং শেষোক্ত অর্থাৎ জীব সমুদয় সেই প্রাণদ্বারা ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠান করে, সেই প্রকারই পরমেশ্বরের সঙ্কল্পবশতঃ ঘটে ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রাণবতেতি। পূৰ্বে দেবাঃ। পরে জীবাঃ। তৈঃ প্রাণৈঃ। তৎসঙ্কল্লাৎ পরমাত্মসঙ্কল্লাৎ। নহু দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বে তেবাং তৎসাধ্য-ফলভোগাপত্তিঃ। মৈবম্। যো যদধিষ্ঠিত্তি স তৎসাধ্যং ফলং ভুঙ্ক্তে ইতি ব্যাপ্তেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচার্যাৎ। নস্বৈবং স্বর্ঘ্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদীনি কে দেবা অধিষ্ঠিত্তেয়ঃ অস্তে স্বর্ঘ্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানং প্রমাণাভাবাচ্চ। তস্মান্নারায়ণস্তেষামধিষ্ঠাতেতি বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—‘প্রাণবতা’ ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে—‘পূৰ্বে তৎপ্রবর্তন-মাত্রায়ৈতি’ পূৰ্বে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ, ‘পরে তু তৈর্ভোগায়ৈতি’ পরে—শেষোক্ত জীবগণ, তৈঃ—প্রাণগুলি দ্বারা। তথৈব তৎসঙ্কল্লাৎ—সেইরূপ পরমে-

শ্বরের সঙ্কল্প থাকায়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—দেবতারা যদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হন, তবে সেই দেবতাদের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনাদি ফলভোগ হউক, তাহার উত্তর—না, তাহা হয় না; কারণ যে যাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে, সে তাহার দ্বারা নিস্পাদ্য ফলও ভোগ করে, এই ব্যাপ্তির সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ সারথি রথ অধিষ্ঠান করে, কিন্তু রথসাধ্য দেশান্তর-প্রাপ্তি আরোহীর হয়। অতএব ব্যভিচার-দোষে অতুমান হুই। প্রশ্ন এই—স্বর্ঘ্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া আছে? যদি বল, অত্—স্বর্ঘ্যাদি, তাহা বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয় এবং প্রমাণও নাই। অতএব শ্রীনারায়ণই তাহাদের অধিষ্ঠাতা। ইহাতে আর অনবস্থা নাই। নতুবা চক্ষুরাদির প্রবর্তক অত্ স্বর্ঘ্যের যে চালক হইবে, তাহার একটি পরিচালক আবশ্যক, আবার তাহার পরিচালক আবশ্যক, এইরূপ অনবস্থা হইয়া পড়ে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও বলিতেছেন যে, প্রাণবান্ জীব কর্তৃক ইন্দ্রিয় সমূহ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে আছে—“স যথা মহারাজো জনপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ততে এবমেবৈষ ইত্যাদি” (বৃ: ২।১।১৮)। পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণ ও জীবসমূহ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। শ্রীরাামাহুজও বলিয়াছেন—প্রাণযুক্ত জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা সেই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া থাকে।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মানাত্মগুণান্ নিগুণাঃ।

শেতে কামলবান্ ধ্যানম্ মহাহমিতি কর্ষকুং ॥”

(ভা: ৪।২৩।২৫) ॥ ১৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচারতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্দ্রিয়প্রভৃতির প্রেরণা কখনই ব্যভিচারিত হয় না—

সূত্রম্—তত্ত্ব চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্ত্ব সর্বকৰ্ম্মকপৰমাত্মাধিষ্ঠানস্ত তৎস্বরূপা-
নুবন্ধিতেন নিত্যত্বাৎ তৎসঙ্কল্পাদেব তেষামধিষ্ঠাতৃত্বম্ । মুখ্যাধিষ্ঠাতৃ-
ত্বস্ত তস্মৈবেতি মন্তব্যম্ অন্তৰ্য্যামিত্রাক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত কৰ্ম্মের প্রবর্তক পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহার
স্বরূপানুবন্ধিত্বনিবন্ধন নিত্য । এজ্ঞ তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাদিগের
অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনা হইয়া থাকে । প্রধান অধিষ্ঠাতৃত্ব
কিন্তু সেই পরমেশ্বরেরই, ইহা জানিবে । যেহেতু অন্তৰ্য্যামিত্রাক্ষণে ইহাই উক্ত
আছে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্ত্ব চেতি । তেষাং দেবানাম্ । তস্মৈব পরমাত্মনঃ ।
অন্তৰ্য্যামীতি । তত্রাত্মতোহন্তৰ্য্যামীত্যস্ত নিত্যমন্তৰ্য্যামীতি ব্যাখ্যানাৎ উক্ত-
ব্যাখ্যানং স্বচ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—‘তত্ত্ব চ নিত্যত্বাৎ’ এই সূত্রের ভাষ্যে—‘তেষাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্,
ইতি, তেষাম্—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের । ‘মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বস্ত তস্মৈব’
ইতি তস্মৈব—পরমাত্মারই । অন্তৰ্য্যামিত্রাক্ষণাদিতি—‘তত্রাত্মতোহন্তৰ্য্যামী’
ইহার ব্যাখ্যা নিত্যই অন্তৰ্য্যামী—এইরূপ ব্যাখ্যাহেতু কোন অসঙ্গতি নাই
এবং ঐ ব্যাখ্যাই সমীচীন ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনায় মুখ্য কর্তৃ-
বিষয়ে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান
নিত্য, সেইহেতু তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের
পরিচালনা হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে যে দেবগণের কথা পাওয়া যায়,
তাহা গোণ, মুখ্য কর্তৃক পরমাত্মারই । এ-কথা অন্তৰ্য্যামী ব্রাহ্মণেও
উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে বর্ণিত আছে । “যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্
আত্মানন্তৰ্য্যাম্যমৃতঃ ॥” (বৃঃ ৩।৭।১৫) ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ।

বিষ্ণুং পূৰ্ণাপূৰ্ণং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥

ত্বং হি বিশ্বহজ্জাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ ।

কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥

(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭) ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাতাষ্মম্—অথ পূর্বস্মিন্ বিষয়ে বিমর্শান্তরম্ ।
তত্র প্রাণশক্তিঃ সর্বৈ ইন্দ্রিয়াণ্যুত শ্রেষ্ঠতরে ইতি সংশয়ে প্রাণ-
শব্দবোধ্যত্বাৎ জীবোপকারিত্বাচ্চ সর্ব ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পূর্ববর্তী বিষয়ে অগ্র প্রকার বিচার
করা যাইতেছে—তাহাতে সংশয় এই—প্রাণ-শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত সকল প্রাণ
কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অগ্র প্রাণবর্গ? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন,
প্রাণ-শব্দদ্বারা বোধ্য হওয়ায় এবং জীবের উপকারী, এজ্ঞ সমস্ত প্রাণই
ইন্দ্রিয়—এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথাত্মাশ্রয়িত্বাবসঙ্গত্যা গোণমুখ্যয়োঃ প্রাণ-
য়োর্বিশেষং বক্তুং প্রযততে অথৈত্যাদিনা । হস্তাস্মৈবেতি বাক্যং গোণমুখ্য-
য়োস্তয়োঃনগ্নত্বং বোধয়তি । এতন্মাদিতি বাক্যস্ত তয়োঃনগ্নত্বম্ । তদেতয়ো-
র্বিরোধসংশয়েহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে হস্তাস্মৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং
তদধীনবৃত্তিক্তেন তদনগ্নত্বপ্রতিপাদনাবিরোধ ইতি ভাবেন গ্রায়স্ত প্রবৃত্তিঃ
তত্রৈত্যাদিনা ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর আত্মাশ্রয়িত্বাব-সঙ্গতি
দ্বারা গোণ ও মুখ্য উভয় প্রাণের প্রভেদ বলিবার জ্ঞ প্রযত্ন করিতেছেন—
‘অথ’ ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা । ‘হস্তাস্মৈব সর্বৈ রূপম্ অসাম’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য
গোণ ও মুখ্য উভয় প্রাণের অভেদ বুঝাইতেছেন, আবার ‘এতন্মাজ্জায়তে
প্রাণো মনঃ সর্বৈ ইন্দ্রিয়াণি চ’ এই শ্রুতিবাক্য উভয়ের ভেদ বলিতেছেন,
এমতাবস্থায় উভয় শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে
পূর্বপক্ষী বলেন—হাঁ, বিরোধ হইবে । যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন ; সিদ্ধান্ত-

পক্ষী তাহাতে বলেন, ‘হস্তাশ্চব’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দৈশ্বরাধীন বৃত্তিরূপ একধর্ম বশতঃ উভয় প্রাণ অভিন্ন, স্তত্রাং কোন বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে—তত্র ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা এই অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্,

সূত্রম্—ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাং ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—প্রাণ-শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত সেই প্রাণমাত্রই মুখ্যপ্রাণ ভিন্ন ইন্দ্রিয়-স্বরূপ; প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘তদ্ব্যপদেশাৎ’ ‘এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যেহেতু মুখ্য প্রাণভিন্ন অপর প্রাণে ইন্দ্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য-প্রাণে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তে প্রাণশক্তিতাঃ শ্রেষ্ঠতরে এবেন্দ্রিয়াণি। কৃতঃ? তদ্বিত্তি। এতস্মাদিত্যাদিশ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রা-দিশ্চিন্দ্রিয়ত্ববচনাং। “ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ” ইত্যাদিস্মৃতৌ চ তথা “প্রাণো মুখ্যঃ স, বনিন্দ্রিয়ম্” ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণ-শব্দের দ্বারা শক্তিত শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন প্রাণ-মাত্রই ইন্দ্রিয়। কি হেতু? তদ্ব্যপদেশাৎ ইতি। যেহেতু ‘এতস্মাজ্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অপর প্রাণের শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে পৃথক্ উল্লেখ আছে এবং ‘ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও প্রাণ-শব্দের অর্থ দশ ইন্দ্রিয় ও এক মন এই একাদশটি তত্ত্ব। ‘তথা প্রাণো মুখ্যঃ স তু অনিন্দ্রিয়-মিতি’ প্রাণ-শব্দেরবাচ্য সেই মুখ্যপ্রাণ কিন্তু ইন্দ্রিয় নহে, ইহা অত্র শ্রুতি হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত ইন্দ্রিয়াণিতি স্মৃটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—ত ইন্দ্রিয়াণি ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যার্থ স্পষ্ট ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ববর্তী বিষয়ে অত্র প্রকার বিচার উত্থাপিত হইতেছে যে, এ-স্থলে প্রাণ-শব্দ ইন্দ্রিয়মাত্রকে বুঝাইবে? অথবা মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণ সমূহকে বুঝাইবে? পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রাণশব্দবোধাত্ম এবং জীবের উপকারিতা নিবন্ধন সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণশব্দে বুঝিতে হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণ শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় সমূহকেই বুঝাইতেছে; কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” (মুঃ ২।১।৩) এ-স্থলে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অন্যত্র প্রাণ-শব্দের ব্যপদেশ থাকায় তাহাতেই ইন্দ্রিয়-শব্দের উল্লেখ ধরিতে হইবে।

শ্রীমত্তাগবতেও পাই,—

“ভূতমাশ্বেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহতঃ।

ত্রক্ষণো গুণবৈষম্যাদিসর্গঃ পৌরুষঃ স্ত্রুতঃ ॥”

(ভাঃ ২।১০।৩) ॥ ১৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নহু “হস্তাশ্চব সর্বের রূপমসামেত্যে-তস্তুব সর্বের রূপমভবন” ইতি চ বৃহদারণ্যকাং মুখ্যপ্রাণস্ত বৃত্তি-ভেদানন্তান্ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবস্থেতি তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বৃহদারণ্যকে আছে—‘হস্তাশ্চব সর্বের রূপমসাম’ ওহে এই প্রাণেরই আমরা সকলে রূপ হইতে পারি, আবার ‘অশ্চব সর্বের রূপমভবন’ সব ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই রূপ হইয়াছিল—এই দুইটি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মুখ্য প্রাণের বৃত্তি-বিশেষ অত্যাশ্রয় প্রাণ, তবে কিরূপে উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভেদ-সিদ্ধান্ত হইল? ইহাতে সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ অত্র তত্ত্ব ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—“প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইতি প্রাণা-
দিদ্রিয়াণাং ভেদশ্রবণাং তত্ত্বান্তরাণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রুত-
ম্নসোসহনিদ্রিয়ত্বং শঙ্ক্যম্। “মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” ইতি “ইন্দ্রিয়াণাং
মনশ্চাস্মীতি চ স্মৃতেঃ” ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ’ এই
পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে
প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে অত্যন্ত—
ইহাই অর্থ। যদি বল, ‘মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ’ এই শ্রুতিবাক্যে মনেরও পৃথক্
উল্লেখ থাকায় উহা ইন্দ্রিয় নহে, এই আশঙ্কা করিও না; ‘মনঃ ষষ্ঠানী-
ন্দ্রিয়াণি’ এই শ্রুতিবাক্যে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতা-
বাক্যেও ‘ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি’ আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন—এই উল্লেখ
থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই জানিবে ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নহু হন্ত্যেতি। হন্ত্যেদানীং সর্বো বয়ং বাগাদয়োহশ্চৈব
মুখ্যপ্রাণস্ত রূপমসামেত্যাশিষ্যং দত্ত্বা তশ্চৈব রূপমভবনিত্যর্থঃ পূর্বপক্ষে,
সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো বভূবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ। ন চ ভেদশ্রুতেরিতি। অন্ত-
রিন্দ্রিয়ত্বাধিশেষাং সেত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—নহু হন্ত্যেতাদি উহার অর্থ—অহো! আমরা বাক্ প্রভৃতি
সকল প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের রূপ লাভ করিব—এই প্রার্থনা জানাইলে
তাহারা সকলে মুখ্য প্রাণের রূপ হইয়াছিল, ইহা পূর্বপক্ষের স্বপক্ষে অভেদ
প্রতিপাদনে প্রমাণ। সিদ্ধান্ত পক্ষে উহার ব্যাখ্যা অল্পপ্রকার যথা—বাক্
প্রভৃতি মুখ্য প্রাণের অধীন বৃত্তিদম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব উভয়ের ভেদ
আছে। ‘ন চ ভেদশ্রুতের্নসোসহনিদ্রিয়ত্বমিতি’—মনের অন্তরিন্দ্রিয়রূপ বিশেষ
ধরিয়া পৃথক্ উক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“হস্তাশ্চৈব সর্বো
রূপমসামেতি ত এতশ্চৈব সর্বো রূপমভবন্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা
ইতি।” (বৃঃ ১।৫।২১) এইরূপ শ্রুতি অবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে,
মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদরূপে যদি অজ্ঞাত প্রাণকে অবধারণ করা যায়,

তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিচার কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তদন্তরে
সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন,—উহাদের তত্ত্বান্তর নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভেদ-
শ্রুতিও পাওয়া যায়।

মুণ্ডকে আছে—“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” (মুঃ ২।১।৩);
শ্রীগীতাতে পাই,—“মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” (গীঃ ১৫।৭)।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতেও লিখিয়াছেন,—

“প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।

তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তেজ্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥”

(প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥”

(ভাঃ ১।১।৩।৩৫)

অর্থাৎ হে নরেন্দ্র! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহারা যাহার বলে
সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মসংজ্ঞক পরমতত্ত্ব-
রূপে জ্ঞাতব্য ॥ ১৮ ॥

সূত্রম্—বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ বৈসাদৃশ্যহেতুও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের
ঐক্য নহে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সুপ্তৌ প্রাণস্ত বৃত্ত্যুপলম্বো ন তু শ্রোত্রা-
দীনাম্। তস্মৈ দেহেন্দ্রিয়ধারণং তেষান্ত জ্ঞানকর্মসাধনত্বমিতি
স্বরূপতঃ কার্যতশ্চ বৈসাদৃশ্যাং তানি তথা। মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং
তদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা ব্যপদিশ্রুতে যথা ব্রহ্মরূপতা জীবানাম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সুষুপ্তিকালে মুখ্য প্রাণের বৃত্তি (চেষ্টা) উপলব্ধ হয়, কিন্তু
শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ের তাহা হয় না, মুখ্য প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ধারণ করে, আর
ইন্দ্রিয়বর্গের জ্ঞান ও কর্মের সাধন হয়, এই প্রকারে স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ এই
বৈসাদৃশ্য (সাদৃশ্যতাব বা বিরুদ্ধ ধর্ম) থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি মুখ্য প্রাণস্বরূপ নহে,
পদার্থান্তর। তবে যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে মুখ্য প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে,

উহা মুখ্যপ্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া, যেমন জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা উক্তি ব্রহ্মাধীনবৃত্তিমত্ত্ব-নিবন্ধন ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈলক্ষণ্যাদিতি । তথ্যেতি তদ্বাস্তবানীতার্থঃ । এষামিতি বাগাদীনাম্ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—‘বৈলক্ষণ্যং’ এই সূত্রের ভাষ্যে ‘বৈসাদৃশ্যং তানি তথা ইতি’ তথা অর্থঃ—অন্য তত্ত্ব । ‘মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈবাম্ ইতি’ এষাম—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে স্মৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বর্তমান সূত্রে অন্য একটি হেতুও দেখাইতেছেন যে, স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ বৈলক্ষণ্যবশতঃও মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পার্থক্য অবগত হওয়া যায় । এ-বিষয়ে ভাষ্যকার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রীমস্তাগবতেও পাই,—

“অণ্ডেযু পেশিষু তরুণবিনিশ্চিতেষু

প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।

সন্নৈ যদিদ্রিয়গণেহহমি চ প্রস্থপ্তে

কুটস্থ আশয়মুতে তদনুস্মৃতিনঃ ॥” (ভাঃ ১।১।৩৩) ॥ ১২ ॥

ব্যাপ্তিস্থিতির বিচার

অবতরণিকাতাশ্রম—ভূতেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিস্থিতিজীবকর্তৃত্বা চ পর-
শ্বাদিত্যুক্তম্ । ইদানীং ব্যাপ্তিস্থিতিঃ কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে । ছান্দোগ্যে
তেজোহব্রহ্মস্থিতিমভিধায় উপদিশ্যতে—“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তা-
হমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর-
বাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি । সেয়ং দেব-
তেমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোং
তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোং” ইতি । ইহ নামরূপব্যাক্রিয়া
জীবকর্তৃকা স্মাত্ততেশকর্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্তৃকেতি

প্রাপ্তম্ । অনেন জীবেন প্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াং ।
ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া, সম্ভবন্ত্যাং কারকবিভক্ত্যামুপপদবিভক্তের-
গ্ৰাযাত্মাং । ন চ করণার্থা, সত্যসঙ্কল্লেশ্বরকার্যে জীবন্ত সাধকতমত্বা-
ভাবাং । ন চ প্রবেশো জীবকর্তৃকোহস্ত ব্যাক্রিয়া স্বীকৃতকর্তৃকা,
জ্ঞাপ্রত্যয়েনৈককর্তৃকত্ববোধনাং । ন চৈতস্মিন্ পক্ষে ব্যাকরবাণী-
ত্বাত্তমপুরুষানুপপত্তিঃ, চারোগানুপ্রবিশ্য পরসৈন্ত্যং সঙ্কলয়ানীতিবত্বপ-
পত্তেঃ । ন চৈতং কপোলকল্পনং বিরিক্ষো বা ইদং বিরচয়তি
বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিক্ষ এতস্মাদ্বীমে রূপনামনীতি শ্রুতাস্তরাং ।
নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদিস্মরণাচ্চ । তস্মাং জীবকর্তৃকা সেতি
প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্বে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ও ইন্দ্রিয়াদি
সমষ্টির স্থিতি এবং জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা বলা
হইয়াছে । এক্ষণে ব্যাপ্তির স্থিতি কাহা হইতে ইহা পরীক্ষিত হইতেছে ।
ছান্দোগ্যোপনিষদে অগ্নি, জল ও অন্নের স্থিতি বলিয়া কথিত হইতেছে, যথা—
‘সেয়ং দেবতৈক্ষত...ত্রিবৃতমেকৈকামকরোং’ ইহার অর্থ—সেই স্থিতি অগ্নি,
জল, অন্নও অসং শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা ধ্যান (সঙ্কল্প) করিলেন,
ওহে ! আমি এই তিন দেবতার অর্থাৎ ছোতমান অগ্নি, জল ও পৃথিবীর
মধ্যে এই জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিব । সেই
সকল অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত অর্থাৎ তিন
তিন রূপদ্বারা তিন তিন প্রকার করিব, এই সঙ্কল্পের পর সেই এই ব্রহ্মদেবতা
(পরমেশ্বর) অগ্নি প্রভৃতি এই তিন দেবতাকে এই জীবশক্তি-বিশিষ্ট
স্ব-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করিলেন
এবং সেই এই অগ্নি প্রভৃতি তিন তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত
করিলেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ধৃত শ্রুতিতে অভিহিত নামরূপের অভি-
ব্যক্তি কি জীব কর্তৃক অথবা পরমেশ্বরকর্তৃক ? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী
বলেন, উহা জীবকর্তৃক বুঝাইয়াছে, কারণ ‘জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ব্যাকর-
বাণি’ জীবাত্মরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত
করিব এই সঙ্কল্প হেতু বুঝাইতেছে । যদি বল, ‘অনেন জীবেন’ এই জীব-শব্দের

উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি, কর্তৃ অর্থে নহে অর্থাৎ জীব কর্তৃক প্রবেশ ও নাম-
রূপের প্রকাশ এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু সহার্থে তৃতীয়া অর্থাৎ জীবাত্মার
সহিত পরমাণ্বা প্রবেশ করিয়া নামরূপাভিব্যক্তি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ।
ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সহার্থে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি, অর্থাৎ
'সহ' এই অধ্যাহৃত উপপদ-যোগে বিভক্তি, আর কর্তায় তৃতীয়া কারক-
বিভক্তি, যেখানে কারক-বিভক্তি সম্ভব হয়, তথায় উপপদ-বিভক্তি
অসম্ভব, বৈয়াকরণদের মতে 'উপপদবিভক্তে: কারকবিভক্তির্গরীয়সী'
উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল। সম্ভতি-বক্ষণার্থ যদি বল,
'জীবেন' এই পদে করণে তৃতীয়া বলিব অর্থাৎ জীবের দ্বারা বা জীব-সাহায্যে
প্রবেশ করিয়া এইরূপে সম্ভতি করিব, তাহাও নহে, সত্যসঙ্কল পরমেশ্বরের
কার্যে জীব প্রধান উপকারক বা সহায় হইতে পারে না। কথাটি
এই—ঋঁহার ইচ্ছামাত্র সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহার কার্যে অস্ত্রের
অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ইহাতে যদি পুনশ্চ শঙ্কা কর যে, প্রবেশ-
ক্রিয়ায় জীব কর্তা হউক কিন্তু নামরূপাভিব্যক্তিতে পরমেশ্বরকে কর্তা
বলিব, ইহাও সম্ভব কথা নহে, যেহেতু উভয় ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে
জ্ঞাচ্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ বৈয়াকরণাত্মশাসন আছে, যদি এখানে প্রবেশ-
ক্রিয়ার কর্তা জীব ও ব্যাকৃতি ক্রিয়ার কর্তা পরমেশ্বর হন, তবে বিভিন্ন
কর্তৃকত্ববশত: জ্ঞাচ্ প্রত্যয়ের অল্পপত্তি হইবে। যদি বল, 'জীবেন'
কর্তায় তৃতীয়া হইলে 'ব্যাকরবাণি' ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ প্রয়োগ অসম্ভব,
তাহাও নহে 'চারেণানুপ্রবিষ্ট পরসৈগুং সঙ্কলয়ামি' গুপ্তচর কর্তৃক শত্রু-
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি শত্রু সৈন্যের গণনা করিব' ইত্যাদি বাক্যের
মত উপপত্তি হইবে। আর ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিতও নহে, যেহেতু
অগ্নি স্রুতি আছে—'বিরিঞ্চোবা...রূপনামনী ইতি, ব্রহ্মা (পদ্মনা) ই'
এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন, ব্রহ্মাই বিরিঞ্চ-
পদের অভিধেয়, এই বিরিঞ্চ হইতেই এই নামরূপ অভিযুক্ত। স্মৃতিবাক্যও
আছে, যথা—'নামরূপঞ্চ ভূতানাম্' ইত্যাদি সেই বিরিঞ্চ সমস্ত বস্তুর নামরূপ
ব্যক্ত করিলেন। অতএব জীব কর্তৃকই সৃষ্টি বলিব, পূর্বপক্ষীর এই মতের
উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নামরূপভেদাদিঙ্গিয়প্রাণয়োর্ভেদ ইতি পূর্ব-

মুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গানামরূপব্যাক্রিয়া কিংকর্তৃকেতি প্রশঙ্গসঙ্গত্যাভাভে।
ভূতেঙ্গিয়াদীতি। প্রধানাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রাণানাঞ্চ সৃষ্টি: সাক্ষাৎ পরেশাদিতি
তদভিধানাদিত্যেনে নিগীতম্। তত্রাত্ত্রিবৃংকৃতভূতভৌতিকোংপাদনে স্রুতিবিরোধো নিরস্ত:।
তথাহি আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতেতি বাক্যং তদ্ব্যাক্রিয়াং
পরেসহেতুকামাহ হস্তাহমিতি বাক্যন্ত জীবহেতুকাম্। অনেন জীবেনানুপ্রবিষ্ট
ব্যাকরবাণীত্বাক্তেত্বৈবার্থাবভাসাং। চারেণ পরসৈগুং প্রবিষ্ট সঙ্কলয়ামীত্যত্র
রাজ: সাক্ষাৎ সঙ্কলনকর্তৃং ন প্রতীতম্ কিন্তু চারসৈগুবেতি। কিঞ্চ
বিরিঞ্চো বেতি গোপবনশ্রুত্যাপোতং পরিপুষ্টং তস্মাজ্জীবকর্তৃকা সেন্তি।
ইথমেতয়োবিরোধসংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধস্ত প্রাপ্তো হস্তাহমিত্যাদিবাক্য-
যুগ্মেহপি বক্ষ্যমাণরীত্যা পরেশকর্তৃকতয়া তস্ত ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইতি
ভাবেন গ্রাস্ত প্রবৃতি: কস্মাদিতি। চতুর্মুখাখ্যাং জীববিশেষাং পরেশাং
বেতার্থ:। সেয়মিতি। সা সৃষ্টতেজোহব্রহ্মাসচ্ছন্দিতা ব্রহ্মদেবতা পুনরৈক্ষত।
অত্রিবৃংকৃতৈস্তৈস্তেজোহব্রহ্মৈভূতৈর্ব্যবহারাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবৃংকৃতৈস্তৈর্ব্যবহারাই-
ভূতভৌতিকোংপাদনায় পুনর্বিচারয়াক্কারেতার্থ:। ঈক্ষাপ্রকারমাহ হস্তে-
ত্যাদিনা। ইমান্তিস্তো দেবতা ত্যোতমানানি তেজোহব্রহ্মানি অনেন জীবেন
জীবশক্তিমতা তদ্ব্যাপিনা বাহুনা স্মেনৈবাহমহুপ্রবিষ্ট ত্রিবৃতমিতি ত্রিভীকৃতৈ-
বৃং বর্তনং যস্তান্তাম্ ইত্যেবং বিচার্যাঅনৈব তা: প্রবিষ্ট তাদামৈকৈকাং
তথা কৃতবানিত্যর্থ:। ইহেতি। নামরূপয়ো: সংজ্ঞামূর্ত্যোব্যাক্রিয়া নির্মিতি:।
অনেনেতি। অত্র জীবকর্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চারেণ প্রবিষ্টে-
ত্যাদিবাক্যে প্রবেশসঙ্কলনে যথা চারকর্তৃকে। ন চেতি। অনেন জীবেনেতি
তৃতীয়া সহার্থা ন মন্তব্য। তত্র হেতু: সম্ভবন্ত্যামিতি। যদুক্তম্— উপপদ-
বিভক্তে: কারকবিভক্তির্গরীয়সীতি। ন চ করণার্থেতি। সাধকতমং
করণমিতি করণলক্ষণং পাণিনিয়া স্মৃতম্। তাদৃশকরণতয়া জীবৈকীকৃতে হরে:
সত্যসঙ্কলং ব্যাহন্তেতেতর্থ:। জ্ঞাপ্রত্যয়েনেতি। সমানকর্তৃকয়ো: পূর্বকালে
ইতি পাণিনিমুত্রম্। এককর্তৃকয়োর্ধাত্বয়ো: পূর্বকালে বর্তমানাং ধাতো:
জ্ঞা। স্রাদিতি তস্মার্থ:। তথাচ ব্যাকরণবিরোধাপত্তিরিতিভাব:। ন চৈত-
শ্মিতি। এতশ্মিন্ জীবকর্তৃকত্বপক্ষে করবাণীতি কথমুক্তমপুরুষ: তস্তাস্মদ্যুপ-
পদে প্রয়োগাদিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রাত্ত্রপ্রবেশ-

সঙ্কলনে চারকর্তৃকে এব রাজত্বপচরিতে তথা জীবকর্তৃকে এব তে হব্যবুপ-
চরিতব্যো ইত্যর্থঃ ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নাম ও রূপভেদবশতঃ ইন্দ্রিয় ও
প্রাণের প্রভেদ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে নামরূপের অভি-
ব্যক্তির কর্তা কে ? এই প্রশ্নাত্মক প্রশঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরম্ভ
হইতেছে—‘ভূতেন্দ্রিয়াদি’ ইত্যাদি—প্রধান হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বের ও
প্রাণসমূহেরই সৃষ্টি সাক্ষাৎ (সোজাসুজি) পরমেশ্বর হইতে ইহা ‘তদভিধানা-
দিত্যাদি’ গ্রন্থদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । তাহাতে অত্রিবৃৎকৃত ভূত-সৃষ্টি
সেই পরমেশ্বর হইতে, ইহা নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে । অতঃপর ত্রিবৃৎ-
কৃত ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টি-বিষয়ে যে শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে,
তাহাও নিরাস করা কর্তব্য । তাহার প্রকার দেখান হইতেছে—‘আকাশো-
হ বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতা’ এই বাক্যটি সেই নামরূপাভিযুক্তি পর-
মেশ্বর হইতে ইহা বলিতেছে আবার ‘হস্তাহং’ ইত্যাদি বাক্য জীবকে
ব্যাক্রিয়ায় হেতু বলিতেছে যেহেতু তাহাতে ‘অনেন জীবেনামুপ্রবিশ্ব
ব্যাকরবাণি,—আমি এই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যে প্রবেশ
করিয়া নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব, এইরূপ উক্তি থাকায় জীব কর্তৃক
ব্যাকৃতিরূপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ; যেমন রাজা মনে করেন—আমি
চরদ্বারা শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সঙ্কলন করিব । এই কথায়
রাজার সাক্ষাদভাবে সঙ্কলন কর্তৃত্ব প্রতীত হয় না কিন্তু চরেরই । আর
এক কথা—‘বিবিক্ষোবা’ ইত্যাদি গোপবনশ্রুতি দ্বারা এই মত পরিপুষ্ট
হইতেছে, অতএব জীব কর্তৃক নামরূপব্যাক্রিয়া, এইরূপে এই দুই মতের
বিরোধ হইবে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন—যখন উভয় শ্রুতির অর্থ
বিভিন্ন তখন বিরোধ হইবেই ; ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন ‘হস্তাহম্’
ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তদনুসারে পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি—
এইরূপ ব্যাখ্যান হেতু আর বিরোধ নাই । এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের
আরম্ভ । ‘কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে’ ইতি ভাষ্য—চতুর্থ নামক (ব্রহ্ম) জীব-
বিশেষ হইতে অথবা পরমেশ্বর হইতে ব্যষ্টি-সৃষ্টি, ইহা পরীক্ষিত হইতেছে ।
‘সেয়ং দেবতৈক্ষত’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—সা—সেই সৃষ্ট অগ্নি, জল, পৃথিবীও
অসং-শব্দে সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা, আবার সঙ্কল (ধ্যান) করিলেন, পূর্ব-

বর্ণিত ত্রিবৃৎকরণশৃঙ্গ অগ্নি, জল, পৃথিবীরূপ ভূতদ্বারা লৌকিক ব্যবহারের
অসিদ্ধি দেখিয়া ত্রিবৃৎকৃত সেই সমস্ত ভূত দ্বারা ব্যবহারোপযোগী ভূত ও
ভৌতিক উৎপাদনের জন্ত আবার বিচার করিলেন । কি তাবে ঈক্ষণ
অর্থাৎ বিচার করিলেন তাহা ‘হস্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বলিতেছেন ।
‘ইমান্তিশ্রো দেবতাঃ’ দেবতা অর্থাৎ ত্রোতনবিশিষ্ট চৈতন্যময়, অগ্নি, জল ও
পৃথিবী এই তিনটি, অনেন জীবেন—জীবশক্তিবিশিষ্ট আত্মা দ্বারা
অথবা জীবব্যাপী স্ব-স্বরূপ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সকল
দেবতাকে ত্রিবৃৎ—অর্থাৎ তিন আকারে যাহাদের বৃৎ—বর্তন—কার্য্যকারিতা
হয়—এইরূপ বিচার করিয়া স্বয়ং তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, জল,
পৃথিবী প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিরূপসম্পন্ন সেইরূপে করিলেন । ‘ইহ
নামরূপব্যাক্রিয়া ইতি’—এ-বিষয়ে সংজ্ঞামূর্ত্তির অর্থাৎ নাম ও রূপের
ব্যাক্রিয়া—নির্ম্মিতি, ‘অনেন জীবেন ইতি’—এই বাক্যে জীবকর্তৃক ভূতত্রয়ের
মধ্যে প্রবেশ ও নির্ম্মিতি অবগত হওয়া যাইতেছে । ‘চারেণ প্রবিশ্ব’ ইত্যাদি
বাক্যে যেমন রাজার চর কর্তৃক পররাজ্যে প্রবেশ ও সৈন্য গণনা প্রতীত
হইতেছে, সেইরূপ । ‘ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া ইতি’—জীবেন এই পদে
সহার্থে তৃতীয়া বলা যায় না, যেহেতু কারকবিভক্তি সম্ভব হইলে
উপপদবিভক্তি জায়সম্ভবত নহে । কারণ অহুশাসন আছে, উপপদ-
বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবলা । করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তিও
বলা চলে না । যেহেতু মহর্ষি পাণিনি ‘সাধকতমং করণম্’ এইরূপ
করণ-লক্ষণ করিয়াছেন, যদি জীবকে তাহার সাধকতম করণরূপে স্বীকার
কর, তবে শ্রীহরির সত্যসঙ্কল্প ব্যাহত হয় । জ্ঞা-প্রত্যয়েনেতি ‘সমানকর্তৃকয়োঃ
পূর্বকালে’ দুইটি ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে পূর্বক্রিয়ার আনন্তর্য্যাস্থলে প্রথম
ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর জ্ঞাচ্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ পাণিনি সূত্র থাকায়
ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্তায় (ঈশ্বরে) উত্তম পুরুষের প্রয়োগের অল্পপন্থি, যেহেতু
প্রবেশ ক্রিয়ার কর্তা জীব অতএব জ্ঞা-প্রত্যয়ের অনুরোধে তাহাকেই ব্যাকরণ-
ক্রিয়ার কর্তা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলে প্রথম পুরুষে প্রয়োগ হইয়া
পড়ে । যদি বল, জীবকর্তৃক স্বীকার করিলে ধাতুতে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ
অসম্ভব, কেননা অসং-শব্দ উপপদ থাকিলেই উত্তম পুরুষের বিধান আছে,
ইহাও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে কারণ—‘চারেণামুপ্রবিশ্ব ইত্যাদি’ রাজা

চরকর্তৃক পরসৈন্তে প্রবেশ করিয়া শক্রসৈন্ত গণনা করিতেছেন, এই বাক্যে যেমন উত্তম পুরুষের উপপত্তি, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ তথায় যেমন চরকর্তৃকই প্রবেশ ও সঙ্কলন রাজ্যে আরোপিত, সেইপ্রকার জীবকর্তৃকই সেই প্রবেশ ও ব্যাকৃতি শ্রীহরিতে আরোপিত বলিব, ইহাই পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য।

সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্ত্যধিকরণম্,

সূত্রম্—সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্তিস্ত ত্রিবৃংকুর্ভবত উপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—নাম ও রূপের সৃষ্টি ত্রিবৃংকারী পরমেশ্বরেরই কার্য্য জীবের নহে, যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ উপদিষ্ট আছে ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুশব্দাদাক্ষেপো ব্যাবৃত্তঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তী নাম-রূপে তয়োঃ ক্তিপ্ত্যাক্রিয়া ত্রিবৃংকুর্ভবতঃ পরমেশ্বরশ্চৈব কর্ম্ম ন তু জীবস্ত। কুতঃ? উপদেশাৎ। তস্মৈব তৎকৃপ্তিনিগদাৎ। ত্রিবৃং-করণনামরূপব্যাকরণয়োরেককর্তৃকত্বেনোক্তেরিত্যর্থঃ। ত্রিবৃংকরণক্ষে-ত্রম্—ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্ঘ্যাৎ ত্র্যর্দ্বানি বিভজেদ্বিধা। তত্ত-মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা। পক্ষীকরণস্তোপলক্ষণমেতৎ। ন চ ত্রিবৃংকৃতিশ্চতুর্মুখস্ত শক্যা বক্তুন্ম। ত্রিবৃংকৃততেজোহবন্ন-নির্মিতাণ্ডমধ্যাজাতত্বাৎ তস্ত। তথাচ স্মৃতিঃ। তস্মিন্নণ্ডেহভবদ্বক্ষা সর্বলোকপিতামহ ইত্যাত্মা। তস্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতি-ত্রিবৃংকৃত্যোরেককর্তৃকত্বং বিবক্ষিতং ন তু পৌর্বাপর্য্যম্ অর্থক্রমেণ পাঠক্রমস্য বাধাৎ। পূর্বা ত্রিবৃংকৃতিরুত্তরা তু নামরূপব্যাকৃতি-রিতি। ন চাত্রিবৃংকৃতিস্তুজোহবন্নৈরণ্ডোৎপত্তিঃ, অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। “যদৈতেহসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়-মনোগুণাঃ। যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ভক্ষবিভক্তম। তদা সংহত্য চাত্তোত্ত্বং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্ভজুর্হৃদ”

ইত্যাত্মা। ইহ পক্ষীকরণমুক্তম্। তচ্চেৎসং বোধ্যম্। বিভজ্য দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেবস্তদর্দ্বানি পঞ্চাক্রিয়াগানি কৃৎস্না তদন্তেষু মুখ্যেষু ভাগেষু তত্ত্বং নিযুঞ্জন্ স পক্ষীকৃতিং পশুতি স্ম। অন্ন-মশিতং ত্রেধা বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেবৈকৈকস্ত ত্রেধা পরিণামো বর্ণ্যতে ন তু ত্রিবৃংকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি জীবস্য নামরূপনির্মাণত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম্। আত্মনা জীবেনেতি সামান্যধিকরণেন জীবশক্তিমতস্তদ্ব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব তত্ত্বাভিধানাৎ। এতেন বিরিক্ষো বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ প্রবিশ্চোত্তম-পুরুষায়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়ো-রেককর্তৃকতা চ। তস্মাদীশকর্তৃকৈব তদ্ব্যাকৃতিঃ। “সর্বানি রূপানি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাস্তে” ইতি তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ পূর্বপক্ষীর আক্ষেপের সমাধানার্থ প্রযুক্ত। সংজ্ঞামূর্ত্তী—অর্থাৎ নাম ও রূপ, তাহাদের কপ্তি অর্থাৎ ব্যাক্রিয়া—অভিব্যক্তি অগ্নি প্রভৃতির ত্রিবৃংকারী পরমেশ্বরেরই কার্য্য, জীবের নহে। কি হেতু? উপদেশাৎ। যেহেতু শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই এইরূপই নাম-রূপ ব্যাক্রিয়ার উক্তি আছে। অর্থাৎ ত্রিবৃং-করণ, নামরূপ-ব্যাক্রিয়া এই দুইটির একই কর্তা ত্র্যচ প্রত্যয় দ্বারা কথিত হইয়াছে। ত্রিবৃং-ক্রিয়া কি প্রকার, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যথা—অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটি ভূতকে লইয়া তন্মধ্যে এক একটিকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিবে, পরে একস্থানে অর্দ্ধতিন ভাগগুলি রাখিয়া দ্বিতীয় তিন অর্দ্ধগুলির প্রত্যেককে দুইভাগ করতঃ তাহাদের মুখ্যার্দ্ধ এক এক ভাগ ছাড়িয়া অল্প অর্দ্ধাংশদ্বয় তাহাদের সহিত একত্র যোগ করিলে ত্রিবৃংকরণ সিদ্ধ হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখাইতেছি—পৃথিবীকে প্রথমে দুইভাগ করিয়া তাহাদের এক অর্দ্ধাংশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সহিত ঐ অর্দ্ধাংশ লইয়া ঐরূপ প্রক্রিয়ার নিম্ন জলীয় এক অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ যোগ করিবে এবং আগ্নেয় ঐরূপ অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ পূর্বে পৃথক্ ভাবে স্থাপিত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে যোজনায় করিলে পৃথিবী ত্রিবৃং হইবে। পৃথিবীর

যে অগৃহীত দুই অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ, তাহা জলে ও অগ্নির অর্দ্ধাংশে যোগ করিলে ত্রিবৃত্তেজ হইবে, এই প্রকার জলের সহক্ষেপে জানিবে। ফলতঃ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ও জল এবং অগ্নির এক এক পাদ যোগে ত্রিবৃত্ত পৃথিবী, এইরূপ অগ্নি ও জল ত্রিবৃত্ত হইয়া থাকে। পক্ষীকরণও এইভাবে জ্ঞাতব্য। এই ত্রিবৃত্তকরণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকর্ষক হওয়া বলিতে পারা যায় না। কারণ ত্রিবৃত্তকৃত অগ্নি, জল ও অন্ন (পৃথিবী) নিম্নিত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সেই বিরিক্ষের উৎপত্তি শ্রুত আছে। যথা স্মৃতিবাক্য—‘তস্মিন্নগ্নেহতবদব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ’ ইত্যাদি, সেই ত্রিবৃত্তকৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী-নিম্নিত অণ্ড-মধ্যে সর্বলোক-শ্রুতা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই—‘সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত নামরূপব্যাকৃতি ও ত্রিবৃত্তকরণ এই উভয়ের একই কর্তা, ইহাই জ্ঞাচ্-প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত, কিন্তু উভয় ক্রিয়ার পৌর্ক্যপর্ধ্য নহে। যদিও শাস্ত্রক্রমে তাহাই পাওয়া যায়, তাহা হইলেও শাস্ত্রক্রম হইতে আর্থক্রমের বলবত্তাহেতু শাস্ত্রক্রমের বাধই হইবে। ফলে প্রথমে ত্রিবৃত্তকরণ পরে নামরূপ প্রকাশ—ইহাই দাঁড়াইল। এইরূপ পৌর্ক্যপর্ধ্য নির্দেশে যুক্তিও আছে, যথা—অত্রিবৃত্তকৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ ত্রিবৃত্তরহিত অগ্নি, জল, পৃথিবীর ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণে সামর্থ্যই নাই। সেই কথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যথা—‘যদৈতেহসদভাবা...সমুদ্ভূতঃ।’ শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান উদ্ধব! যখন এই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও মনঃ, রজঃ, তমোগুণ শরীর নির্মাণে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা শ্রীভগবানের শক্তি-দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। (পক্ষীকরণ প্রকারে) এবং প্রধান ও গুণভাব প্রাপ্ত হইয়াই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিল, ইত্যাদি। ইহাকে পক্ষীকরণ বলা হইয়াছে। তাহা এই জানিবে, যথা—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রীহরি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সেই পাঁচটি অর্দ্ধাংশকে একদিকে পৃথক রাখিলেন, আর অপর পাঁচটি অর্দ্ধাংশ অজ্ঞ স্থানে রাখিলেন। পরে—দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর চতুর্ধা বিভক্ত সেই পাঁচটি অর্দ্ধের এক একটি অংশ লইয়া মূখ্য অর্দ্ধাংশে (মূখ্য অর্দ্ধে) যোগ করিয়া সেই দেব (শ্রীহরি) পঞ্চভূতের পক্ষীকরণ দেখিলেন।

‘ভক্ষিত অন্নকে তিনভাগে রাখা হয়’ ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতির প্রত্যেকের তিন প্রকার পরিণাম বর্ণিত হইতেছে, ত্রিবৃত্তকরণ নহে। আপত্তি—যদি বল, ‘অনেন জীবেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবের নামরূপ-কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু ‘আত্মনা জীবেন’ এইরূপ উল্লেখ থাকায় উভয়ের সামান্যিকরণ বুঝাইতেছে, তাহাতে জীবশক্তিমান্ সেই জীবব্যাপক ব্রহ্মেরই নামরূপ-কর্তৃত্ব বলা হইতেছে। ইহা দ্বারা ‘বিরিক্ষো বা’ ব্রহ্মা—পদ্মশোনি নামরূপ ব্যাকৃতি করিয়াছেন, ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ বিরিক্ষ-শক্তিমান্ পরমেশ্বর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইল। এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে ‘প্রবিশ্ণু’ প্রবেশ ক্রিয়া ও ‘নামরূপে ব্যাকরবাণি’ এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগে কোন কষ্ট কল্পনা আর নাই এবং মূখ্যার্থতাও রক্ষিত হইল। সেই প্রকার প্রবেশ ক্রিয়া ও ব্যাকৃতি-ক্রিয়ার এককর্তৃত্বতাও থাকিল। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পরমেশ্বর কর্তৃত্বকই নামরূপের ব্যাকৃতি—অভিব্যক্তি। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই প্রকার আছে যথা—‘সর্বাণি রূপাণি বিচিতি...যদাস্তে’। সর্বজ্ঞ শ্রীহরি সমস্তরূপ অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য, তির্থাক্ প্রভৃতির শরীর নির্মাণ করিয়া এবং তাহাদের নাম স্থাপন করিয়া অর্থাৎ নামরূপ বিশিষ্ট শরীর সমূহ সৃষ্টি করিয়া সেই নিজ অংশস্বরূপ জীব দ্বারা বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংজ্ঞতি। ত্রিবৃত্ত তেজোহবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ বর্তনং তৎ কুর্ততো হরেরিত্যর্থঃ। ত্রীণ্যেকৈকমিত্যস্ত্যর্থঃ। ত্রীণি তেজোহবন্নানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। একতত্রীণ্যর্দানি ত্র্যস্তদেকতত্রীণ্যর্দানীত্যর্থঃ। অধৈক-তমানি ত্রীণ্যর্দানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। দ্বিধা বিভক্তমেকতমমর্দং তত্তন্মুখ্যার্দ্ধং হি ত্র্য অস্ত্রয়োৱর্দ্ধয়োশ্চৈৎ যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরূপতা স্ত্যৎ। যস্তাৱ্দ্ধস্ত্র যৌ ভাগৌ কুর্তৌ তৎসমুদ্বি মূখ্যমর্দং ত্যক্তাৱ্দ্ধদীৱয়োর্মূখ্যার্দ্ধ-য়োৰ্যোজয়েদিতি যাবৎ। ইথঞ্চ ত্রিত্বসংখ্যাসমাবেশঃ। মূখ্যার্দ্ধং স্থলাৱ্দ্ধমিতি। তস্মিন্নিতি শ্রীভাগবতে। অত্রিবৃত্তামিতি। তত্র্যোণ্ডোৎপাদনে। যদেতি শ্রীভাগবতে। যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্ অতএব যদা আয়তনস্ত শরীরস্ত নির্মাণে ন শেক্তঃ। সদসদ্বৎ প্রধানগুণভাবম্। উপাদায় স্বীকৃত্য। উভয়ং সমষ্টিব্যাপ্ত্যাস্বকং শরীরং সমুজ্জুরিতি। ইহেত্যুক্তম্ভূতো। বিভজ্যে-

তাস্মাৎ: । স দেবো হরিঃ পঞ্চভূতান্দো দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চ-
 দ্ব্যন্তেকতঃ স্থাপয়তি অত্যানি পঞ্চাঙ্গানি ত্বেকতঃ । অথ তদঙ্গানি তেষাং দ্বিধা
 বিভক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্ পঞ্চখণ্ডানি পুনরঙ্কিতাগানি প্রত্যেকং চতুঃখণ্ডানি
 কৃতা তত্তচ্চতুর্দ্বা বিভক্তং পঞ্চানামঙ্গানামেকতমমঙ্গং তদন্তেষু মুখ্যেষু স্থলেষু
 যুজ্জন্ ফিপন্ সন্ স দেবঃ পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্চীকৃতিং প্রত্যেকং পঞ্চরূপতাং
 পশ্যতি স্র অদ্রাক্ষীৎ । যস্তাদ্ধস্ত চত্বারঃ খণ্ডাঃ কৃতাস্তদীয়াং স্থলাদ্বাদন্তেষু স্থলা-
 দ্ধেধিত্যর্থঃ । অনমিতি । পুরুষেণাশিতমন্নং ত্রেধা পরিণমতে পুরীষং মাংসং
 মনশ্চেতি । তেন পীতা আপস্ত্রেধা পরিণমন্তে মূত্রং লোহিতং প্রাণাশ্চেতি ।
 তেনাশিতং তেজোহগ্নাদিদীপকং ঘৃতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাক্
 চেতি । অত্র মনসোহন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমাত্রেণ তৎকার্যত্বং প্রাপ্তম্ জলাধীনস্থিতি-
 মাত্রেণ জলকার্যত্বং বাচো জ্ঞানানুকূলত্বস্যাম্যেন তেজঃকার্যত্বং চেতি
 বোধ্যম্ । সর্বাণীতি । ধীরঃ সর্বাঙ্গো হরিঃ সর্বাণি রূপাণি দেবমহুগ্নাদিশরীরানি
 বিচিত্রা নির্মাণ্য নামানি চ তেষাং কৃতা নামরূপভার্জো জীবাত্মপাত্তেত্যর্থঃ ।
 তৈর্নিজবিভিন্নাংশৈরভিবদন্ বাচং প্রকাশয়ন্নাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—ত্রিৎ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের ত্রিরূপে
 স্থিতি, তাহার সম্পাদনকারী শ্রীহরি । ‘ত্রীণ্যেককম্’ ইহার অর্থ এই—
 তেজ, অপ্, পৃথিবী—এই তিনটির প্রত্যেকটিকে প্রথমে দুই ভাগ করিবে ।
 একদিকে ঐ তিনটি অর্দ্ধাংশ রাখিবে, পরে অপর তিনটি অর্দ্ধের প্রত্যেককে
 অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত একতম অর্দ্ধ যাহা উহাদের মুখ্যঅর্দ্ধ তাহাকে
 ছাড়িয়া অগ্র দুইঅর্দ্ধে যোজনা করিবে । এইরূপ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিৎ
 হইবে । যে অর্দ্ধকে দুইভাগ করা হইয়াছে তাহারই মুখ্যঅর্দ্ধ ছাড়িয়া
 অপরের দুই অর্দ্ধে যোজনা করিবে—এইরূপে ত্রিকসংখ্যার ব্যবস্থা হইবে ।
 মুখ্যর্দ্ধ অর্থাৎ স্থলার্দ্ধ । ‘তস্মিন্নগ্বেভবদ্ব্যন্ত্যাদি’ শ্লোকটি শ্রীমদভাগবতে
 ধৃত । ‘অত্রিবৃত্তাং তেষাং তদ্রাসামর্থ্যাং’ ইতি তত্র ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদন-বিষয়ে ।
 ‘যদায়তন-নির্মাণে’ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতীয় । যখন এই পদার্থগুলি
 পরস্পর অমিশ্রিত ছিল, এই কারণে যখন আয়তন—শরীরের নির্মাণে সমর্থ
 হয় নাই । সদসত্ত্বং অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান ভাব । উপাদায়—লইয়া, উভয়ং
 —সমষ্টি ও ব্যষ্টিময় শরীরকে সৃষ্টি করিল । ইহ—এই শ্রীভাগবত-স্মৃতি-
 বাক্যে । ‘বিভজ্য দ্বিধা’ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ যথা—সেই দেব শ্রীহরি প্রথমে

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পাঁচটি অর্দ্ধকে
 একস্থানে স্থাপন করিলেন, অগ্র পাঁচটি অর্দ্ধকে অপর স্থানে রাখিলেন । পরে
 তদর্দ্ধগুলিকে অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাঁচ খণ্ডকে পুনরায়
 অঙ্কিতাগানি অর্থাৎ প্রত্যেককে চারিখণ্ড করিলেন, পরে চারিভাগে বিভক্ত
 অংশকে পঞ্চ অর্দ্ধের একতম অর্দ্ধকে তদভিন্ন মুখ্য—স্থলার্দ্ধে যোজনা করিয়া
 সেই দেব পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের পঞ্চরূপতা দর্শন
 করিলেন । যে অর্দ্ধাংশের চারিটি খণ্ড হইয়াছিল, তাহারই স্থলার্দ্ধ তিন
 অগ্র স্থলার্দ্ধে—ইহাই অর্থ । অনমশিতমিত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির এক
 একটির তিনরূপে পরিণাম বর্ণিত হইতেছে । অর্থাৎ জীব কর্তৃক ভক্ষিত
 অন্ন পুরীষ (মল), মাংস ও মন এই তিনরূপে পরিণত হয়, সেই জীব
 কর্তৃক পীত জল, মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনরূপে পরিণতি লাভ করে ।
 তাহা কর্তৃক ভক্ষিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির দীপক—ঘৃতাদি অস্থি,
 মজ্জা ও বাক্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় । এ-বিষয়ে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে
 অন্ন-ভক্ষণে মনের স্বেচ্ছা-মাত্রেই পরিণতি, প্রাণের কেবল জলাধীন স্থিতিই
 জলের পরিণতি, বাক্যের জ্ঞানানুকূলত্ব-ধর্মসাম্যে অগ্নিকার্যতা বোধ্যব ।
 সর্বাণি রূপাণি ইত্যাদি স্রুতির অর্থ—ধীর—সর্বাঙ্গ শ্রীহরি দেব-মহুগ্নাদি
 শরীর নির্মাণ করিয়া এবং তাহাদের নামকরণ করিয়া অর্থাৎ নামরূপবিশিষ্ট
 শরীর উৎপাদন করিয়া সেই নিম্ন বিভিন্নাংশ জীবের দ্বারা বাক্য প্রকাশ
 করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্বে ভূতেজিয়াদি-সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবের কর্তৃত্বও
 পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যষ্টি-সৃষ্টি কাহা
 হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বিচারিত হইতেছে ।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“সেয়ং দেবতৈশ্চত...অনেনৈব জীবে-
 নাত্মনাত্মপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥” (ছাঃ ৬।৩।২-৩) আরও আছে—
 “তাসাং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেকৈকামকরোদ্” (ছাঃ ৬।৩।৪) । এস্থলে একটি
 সংশয় হইতেছে যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীব কর্তৃক ?
 অথবা পরমেশ্বর কর্তৃক ? পূর্বপক্ষী বলেন, উহা জীবকর্তৃকই নির্ণীত
 হইয়াছে । পূর্বপক্ষীর উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডন পূর্বক সূত্রকার বর্তমান সূত্রে

বলিতেছেন যে, উক্ত নাম ও রূপের সৃষ্টি ত্রিবৃংকারী পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন, ইহা শ্রুতিতেই উপদিষ্ট আছে।

যেই পরমাশ্রা 'ত্রিবৃংকরণ' ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা জীব কর্তৃক সম্পন্ন হয় না।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ বলেও পাওয়া যায় যে, সর্বজ্ঞ শ্রীহরি দেব-মহুগ্ৰাদি সমস্তশরীর সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদের নাম সৃষ্টি পূর্বক নিজ বিভিন্নাংশভূত জীবের দ্বারাই বাক্য প্রকাশ পূর্বক অবস্থান করেন।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যদৈতেহসঙ্গতা ভাবা ভূতেশ্চিয়মনোগুণাঃ।

যদায়তননির্মাণে ন শেকুত্র ক্ষবিন্তম ॥

তদা সংহত্য চাত্তোহংগং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।

সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্বজুর্হৃদঃ ॥” (ভাঃ ২।৫।৩২-৩৩)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মবিন্তম নারদ, এই সকল ভূতেশ্চিয় প্রভৃতি তত্ত্ব পূর্বে অমিলিত ছিল বলিয়া শরীর-নির্মাণে সমর্থ হয় নাই। তদনন্তর ভগবানের সংযোগকারিণী শক্তি ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোজিত করিলে উহার পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥

মূর্ত্তিশক্তি দেহের বিচার

অবতরণিকাতাম্যম্—অথ মূর্ত্তিশক্তিতে দেহঃ পরীক্ষ্যতে। শরীরং পৃথিবীমপ্যেতীতিশ্রুতেঃ পার্থিবো দেহঃ অস্ত্যো হীদমুৎ-পত্ততে আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবত্যাপঃ শরীরমাপ এবদং সর্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সং অগ্নেদেবযোতা ইত্যাদি শ্রুতেস্তৈজসশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পার্থিব আপ্যাস্তৈজসশ্চ স্যাছুত সর্বো-হপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রৈবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মূর্ত্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত দেহ-বিষয়ক

বিচার করা যাইতেছে, শ্রুতি আছে—‘শরীর পৃথিবীকেও প্রাপ্ত হয় অতএব দেহ পার্থিব, আবার অগ্নি শ্রুতি আছে—‘অদ্যো হীদমিত্যাदि’ জল হইতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, জলই মাংস ও অস্থিরূপে পরিণত হয়। জলই শরীর, জলই এই সমস্ত স্বরূপ। এই শ্রুতি হইতে শরীর আপ্য অর্থাৎ জলের বিকার বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ‘অগ্নেদেবযোন্যাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দেহকে তৈজস বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে—অতএব ইহাতে সংশয় এই—দেহ পার্থিব? না জলীয়? অথবা তৈজস হইবে? অথবা ত্রিত্র্যাত্মক?—এইরূপে ত্রিবিধ-শ্রুতিহেতু অনির্ণয় হইতে পারে, এই পূর্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাতাম্য-টীকা—প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মূর্ত্তিশক্তিত্ত্বং দেহস্ত বিশেষো-দর্শ্যতে। দেহস্ত কচিং পার্থিবত্বং কচিদাপ্যত্বং কচিং তৈজসত্বং শ্রুতম্। তাসাং শ্রুতীনাং বিরোধোহস্তি ন বেতি সন্দেহে ত্রিবিধত্বাদন্তীতি প্রাপ্তে তত্র তত্রাপি তদন্ত্যাশ্রয়ান্যগ্ভাবেনাবস্থিতে: প্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যশ-য়েনাধিকরণস্ত প্রবৃতিরথ্যেতাদিনা। শরীরং কত্ব। অস্ত্য ইতি কোণ্ডিন্য-শ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্। ইহ বীক্ষা। কশ্চিদ্দেহঃ পার্থিবঃ কশ্চিদাপ্যঃ কশ্চিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধান্তঃ কিংবা সর্বোবাং দেহাশ্রিত্রুপা ইতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুসারে মূর্ত্তিশক্তি শক্তিত দেহের বিশেষত্ব-প্রদর্শিত হইতেছে। দেহের পার্থিবত্ব কোন শ্রুতিতে প্রতিপাদিত, কোন শ্রুতিতে জলীয়ত্ব, আবার কোন শ্রুতিতে তৈজসত্ব শ্রুত হইয়াছে, সেই সব শ্রুতির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষী বলিতেছেন,—ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধান্তী বলেন সেই সেই স্থলেও অগ্নি দুই অংশের অপ্রধানভাবে স্থিতি প্রতিপাদিত হওয়ায় বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের ‘অথ ইত্যাদি’ বাক্য দ্বারা আরম্ভ হইতেছে। ‘শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি’ এই শ্রুতিস্থ ‘শরীরং’ পদটি কর্তৃপদ ‘অদ্যোহীদং উৎপত্ততে’ ইত্যাদি বাক্য কোণ্ডিন্য-শ্রুতিস্থত। ‘আপ এবদং সর্বম্’ ইতি ইদং-শরীর, ইহ—এ-বিষয়ে, সংশয় হইতেছে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—কাহারও শরীর পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস; অথবা সকলের দেহ ত্রিরূপ।—ইহাই ভাবার্থ।

সূত্রম্—মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—দেহের মাংসাদিই ভূমি-কার্য্য, রক্ত জলের কার্য্য, অস্থি অগ্নির কার্য্য, এই সব শ্রুতানুসারে স্বীকরণীয়। যথা গর্ভোপনিষৎ ‘যং কঠিনং সা পৃথিবী ...তন্তেজঃ’ যাহা কঠিন দ্রব্য তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রব্যাত্মক তাহাই জল, যাহা উষ্ণ তাহা অগ্নি। অতএব সিদ্ধান্ত—সমস্ত দেহই ত্রিরূপাত্মক ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মাংসাণ্যেব দেহস্য ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং ভবতি। তথৈতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কার্য্যমসৃগস্থাদিকং তত্রাস্তি। তদেতৎ যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্। শব্দশ্চ যং কঠিনং সা পৃথিবী যদ্-দ্রব্যং তদাপো যদুষ্ণং তন্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথা চ সর্ব্বো দেহস্ত্রিরূপঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পাৰ্থিব দেহের মাংস প্রভৃতিই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর কার্য্য। আর জল ও অগ্নি এই দুইটি ভূতের কার্য্য যথাক্রমে রক্ত ও অস্থি প্রভৃতি সেই দেহে আছে। অতএব শব্দানুসারে ইহা স্বীকরণীয়। শব্দ যথা—যাহা কঠিন তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রব্যাত্মক তাহা জল, যাহা উষ্ণস্পর্শযুক্ত তাহা তেজ বা অগ্নি, ইহা গর্ভোপনিষদের বাক্য। অতএব সিদ্ধান্ত—পাৰ্থিব দেহমাত্রই পৃথিবী, জল ও অগ্নিরূপী ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মাংসাদীতি। যথাশব্দমিতি শ্রুতানুসারেণেতর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—মাংসাদি এই সূত্রোক্ত ‘যথাশব্দম্’ ইহার অর্থ শ্রুতি অনুসারে ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর মূর্ত্তিশব্দিত দেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। কোন কোন শ্রুতিতে শরীরকে পাৰ্থিব, কোন শ্রুতিতে জলীয়, আবার কোন শ্রুতিতে উহার তৈজসত্ব কথিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, উহা পাৰ্থিব? অথবা জলীয়? অথবা তৈজস? অথবা ত্রিতয়াত্মক? এই সন্দেহের নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহার

(শরীরের) মাংসাদি—পাৰ্থিব, আর দুইটি যথাক্রমে—রক্ত জলের কার্য্য, অস্থি—তৈজস; ইহা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি-অনুসারে নিরূপণ করিতে হইবে।

তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, সমস্ত দেহই ত্রিতয়াত্মক।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাই,—অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তন্ম যঃ স্তুবিষ্টো ধাতুস্তৎপূরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগ্নিষ্ঠ স্তন্মনঃ। (ছাঃ ৬।৫।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ঋক্চর্ম্মমাংসকধিরমেদোমজ্জাহিধাতবঃ।

ভূমাপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাস্থবায়ুভিঃ ॥” (ভাঃ ২।১০।৩১)

অর্থাৎ ভূমি, জল ও তেজ হইতে ঋক্, চর্ম্ম, মাংস, কধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি—এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইল। আকাশ, জল ও বায়ু হইতে প্রাণ-বায়ু প্রকাশিত হইল ॥ ২১ ॥

অবতরণিকাতাণ্ড্যম্—নহু সর্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি কিং নিমিত্তোহয়ং ব্যপদেশ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি তৈজসমাপ্যং পাৰ্থিবঞ্চ শরীরমিতি। তত্রাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ভ্রুক্সসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে, যদি সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ ত্রিরূপাত্মক হয়, তাহা হইলে কি জন্ত এই সংজ্ঞা? কি সংজ্ঞা? ইহা অগ্নি, ইহা জল, ইহা পৃথিবী এবং ভৌতিক সম্বন্ধে ইহা তৈজস শরীর, ইহা আপ্য, ইহা পাৰ্থিব। সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ভ্রুক্সসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—বৈশেষ্যাত্ম তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ভ্রুক্সসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—এ শঙ্কা করিও না, সর্বত্র ভূত-ভৌতিকে ত্রিরূপতা থাকিলেও কোন স্থলে কোন ভূতের বৈশিষ্ট্য বশতঃ অর্থাৎ আধিক্য হেতু—সেই পার্থি-বাদি উক্তি হইয়া থাকে ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
চতুর্থপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। সত্যপি সর্বত্র
ত্রৈরূপ্যে কচিৎ কস্যাচিদভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ।
পদাভ্যাসোসহ্যায়পূর্তয়ে ॥২২॥

বর্দ্ধস্ব কল্লাগ সমং সমস্তাং
কুরুষ তাপক্ষতিমাত্রিতানাম্।
তদঙ্গসঙ্কীর্ণিকরাঃ পরাস্তা
হিংস্রা লসদযুক্তিকুঠারিকাভিঃ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শঙ্কানিরাসের জন্য সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ, অর্থাৎ ইহা আশঙ্কা করিও না। যদিও পৃথিব্যাদি ভূতেরও পার্থিব দেহাদির সর্বত্র ত্রিরূপতা আছে, তাহা হইলেও কখন কখনও কোন কোন ভূতের বৈশেষ্য অর্থাৎ বিশেষত্ব বা আধিক্য হেতু পার্থিবাদি উক্তি হইয়া থাকে। সূত্রে দুইবার ‘তদ্বাদঃ’ এই উক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনার্থ ॥২২॥

শ্লোকার্থ—হে কল্লাগ! বাঞ্ছাকল্পতরো! তুমি সমভাবে সর্বত্র পরিবর্তিত হও। তোমার আশ্রিতগণের জিতাপের ক্ষয় কর। সাংখ্যাদিরূপ হিংস্রকণ্টকলতাগুলি যে তোমার প্রসারে বাধা দিতেছিল, তাহারা এক্ষণে শাবিত (সঙ্গত) যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্ন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছে, অতএব তুমি বুদ্ধিলাভ কর।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৈশেষ্যাদিত্যাদি। সর্বত্রৈতি। ত্রিষপি ভূতেশু ত্রিবিধেষু দেহেষু চেত্যর্থঃ। তথা বাদস্তাদৃশো ব্যবহারঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিকল্পানাং শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্বোপরে সিদ্ধঃ ॥২২॥

ইথাং ঘটপঞ্চাশদধিকৈকশতসূত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন ভগবৎসমন্বয়প্রতিকূলান্ পরপক্ষান্ নিরস্ত্র সহর্ষো ভাষ্যকৃৎ উপকারী ভগবন্তং প্রতাপকারং যাচতে বর্দ্ধয়েতি। হে কল্লাগ! কল্পতরো! সমং যথা শ্রাৎ তথা সমস্তাং সর্বতন্তং বর্দ্ধয়। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং কুরু। নহু মে বুদ্ধিঃ পূর্বাং কিং নাসীৎ তত্রাহ বৃদ্ধয়েতি। হিংস্রাবৃত্ত্য তে কুতো বুদ্ধিবর্দ্ধেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্বতঃ প্রসারন্ত শ্রাদেবেতি ভাবঃ। হিংস্রাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদ্বিমুখাঃ সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ সূর্য্যাকৃতঃ আধ্যাত্মিকাদিহুঃখক্লেতি ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদব্রহ্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে
মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—বৈশেষ্যাদিত্যাদি সূত্রে—‘সত্যপি সর্বত্রৈতি’—তিন ভূতে ও ত্রিবিধ দেহে। তদ্বাদ ইত্যর্থ ইতি—সেই বাদ অর্থাৎ তাদৃশ ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে। অতএব এইরূপে অবিকল্প শ্রুতিগুলির ব্রহ্মে অর্থাৎ সর্বোপরে সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে ॥২২॥

অনুবাদ—এই প্রকারে একশত ছাপ্পান্ন সূত্রাত্মক ও চুয়ারটি অধিকরণ-সমন্বিত দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বারা বেদান্তবাক্যগুলির ব্রহ্মে সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রতি-বাদীদিগকে নিরাস করিয়া হর্ষাঘ্রিত ভাষ্যকার উপকারী ব্যক্তি যেরূপ প্রতাপকারের আশা করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, হে কল্লাগ! কল্পতরো! সমভাবে তুমি সর্ববিষয়ে বুদ্ধিলাভ কর, জয়ী হও। বুদ্ধিলাভের ফল কি, তাহা বলিতেছেন—তাহাতে আশ্রিতগণের তাপ নিবারণ কর, যদি বল, আগেও কি আমার বুদ্ধি ছিল না? তাহাতে বলিতেছেন,—‘বৃদ্ধ ইত্যাদি’—হিংস্রগণে (প্রতিবাদিগণে) আবৃত থাকিলে তোমার বুদ্ধি কিরূপে সম্ভব? এক্ষণে সেই হিংস্রদিগের ছেদ হওয়ায় তোমার নিবিড় পত্রে পূর্ণতা ও সর্বতোভাবে প্রসার হইবেই,—ইহাই ভাবার্থ। হিংস্র-

শব্দের অর্থ—কণ্টকাকীর্ণ লতাবিশেষ অর্থাৎ ভগবদ্বিষ্মত সাংখ্যাদিবাদিগণ।
তাপ-শব্দের অর্থ—সূর্য্যকৃত সন্তাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-
ভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
চতুর্থপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায়
শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি পূর্বপক্ষ হইতেছে যে, যদি সমস্ত
ভূত-ভৌতিক পদার্থই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা পার্থিব, ইহা জলীয়,
ইহা তৈজস,—এইরূপ সংজ্ঞাভেদের কারণ কি? তদন্তরে সূত্রকার
বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সমস্ত পদার্থ ত্রিতয়াত্মক হইয়াও কোন কোনটির
আধিক্যবশতঃ এরূপ ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

“বিশেষস্ত বিকুর্বাণাদন্তসো গন্ধবানভূং।

পরাম্বয়াদ্রস্পর্শশব্দরূপগুণাঘিতঃ ॥” (ভাঃ ২।৫।২২)

অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, পৃথিবীর স্বাভাবিক
গুণ গন্ধ। এই পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল এই সকল কারণ-
সম্বন্ধ থাকায় ক্রমপর্যায়ে এই পৃথিবীতে তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও
রস বিরাজিত অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত হইল।

পরিশেষে ভাস্কর্য্যকার একটি শ্লোকে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন
যে, বহিষ্মুখ সাংখ্যাদি শাস্ত্ররূপ হিংস্র কণ্টক-লতা ভগবদ্বিষ্মক তত্ত্ববোধের যে
প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল, তাহাদিগকে যুক্তিরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন
করা হইল, অতএব হে কল্পতরো! ভগবন্! আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রসারিত
হইয়া শরণাগতের তাপ হরণ করুন ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্বৈক্যসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের

সিদ্ধান্তকণা-নানী অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

ইতি—দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥